শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাভ্যাং নমঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত

শ্রীমদ্ব্যাসাবতার পরম-ভাগবত পূজ্যপাদ

শ্রীল বৃন্দাবন দাস-ঠাকুর-বিরচিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ-দাসানুগত দাস

শ্রীরাধানাথ কাবাসী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ধান্যকুড়িয়া

শ্রীশ্রীমদনমোহন-মন্দির হইতে প্রকাশিত।

প্রকাশক—শ্রীবঙ্কবিহারী মণ্ডল।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৫।

[ডাক মাশুল ৶০ আনা] মূল্য ২৷৶০ আনা।

শুদ্ধিপত্র।

(মহাত্মাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রথমে নিম্নলিখিত ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লইয়া পরে শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিবেন।)

১৫।১।৩০ = ১৫ পৃষ্ঠা, ১ স্তম্ভ, ৩০ পংক্তি। সর্ব্বত্র এইরূপ ধরিবেন।

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫।১।৩০	জানিলা	জানিয়া	১৯৬।১।২৬	অদ্বৈতেরে	অদ্বৈতের
১৬।১।৯	ধ্রুব্	ধ্রুব	২১৭।১।২৩	সব	সবে
২০।১।১৮	ব্যাখান	ব্যাখ্যান	২২২।১।১৯	কেহো কেহো	কেহো কাহো
৩৩।২।১১	কতক	কতেক	২২৫।২।২৩	ব্রহ্মা সম	ব্রহ্মাসন
৪০।১।২৪	পরমানন্দে	পরানন্দে	২৩৯।২।১৩	অঙ্গ-তাপ	অঙ্গ তাপ
৪৭।২।২৯	ভাঙ্গি	ভাঙ্গিয়া	২৬৭।২।২৭	এক	এই
৬৮।২।১২	সম্রমে	সম্ভ্রম	২৬৯।১।১২	বৈকুণ্ঠ	বৈকুণ্ঠ
৭২।১।৫	দেখে	দেখি	২৮৪।২।২৯	ধরণী-ররেন্দ্র	ধরণী-ধরেন্দ্র
১২১।২।৭	এখানে	এখনে	৩০১।২।২১	আর	আরো
১২৬।১।১৭	সিদ্ধবর্ণ-	সিদ্ধ বর্ণ-	৩০৩।১।২৩	করিয়া	করিলা
১২৬।১।১৯	বর্ণসিদ্ধ	বর্ণ সিদ্ধ	৩২২।১।২৯	কোন্	কোন
১৩৩।২।২৯	তাহা	তাহো	৩৩৩।১।১৩	বেড়াইয়া	বেড়িয়া
১৩৪।১।১৬	অকৈতব	অকৈতবে	৩৮৩।১।২৩	জাম্বীরের	জম্বীরের
১৩৭।১।৯	জুড়ায়	জুয়ায়	৪০১।১।১৪	পরম-করণ	পরম-কারণ
১৬৯।১।২০	সকল	সকলে	৪২২।২।১৬	রাত্রিদিন	রাত্রি দিন

শ্রীগোষ্ঠবিহারী মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
মিত্র প্রেস
৪৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

নিবেদন।

সংসারসিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃত-রসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্র-চরণে শরণং প্রয়াত ॥
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ং।
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তিঃ প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকাপালিঃ।
কলিত-শ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥
বন্দে আচার্য্যমদ্বৈতং ভক্তাবতারমীশ্বরং।
যস্য জ্ঞাত্বা মনোবৃত্তিং চৈতন্যোঽবতরেদ্ভুবি ॥
গদাধরমহং বন্দে সহ শ্রীবাস-পণ্ডিতং।
শ্রীচৈতন্য-প্রেমপাত্রৌ ভক্তশক্ত্যবতারকৌ ॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

অপার-করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-কৃপায় ও তদ্ভক্তগণের অনুগ্রহাশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের সম্পাদন-কার্য্য এক অতি অযোগ্য ও দায়িত্ব-জ্ঞান-বিহীন ভক্তিহীন হস্তে নিষ্পন্ন হইল। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ যে সত্যসত্যই কৃপা-জলনিধি, ইহা তাহারই নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই অপার্থিব গ্রন্থখানি যে কি উপাদেয় বস্তু, তাহা ভক্তগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। শ্রীমদ্ভাগবত যেমন শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক-লীলাস্বাদন-বিষয়ে পরম উপায়স্বরূপ, শ্রীচৈতন্যভাগবতও তেমনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব-লীলা-মাধুর্য্য উপভোগ করিবার নিমিত্ত আমরা মহা সৌভাগ্যক্রমে পরম সহায়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবত সংস্কৃত ভাষায় রচিত বলিয়া, উহা হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের ন্যায় স্বল্পজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাধ্যায়ত্ত নহে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় সরল পয়ারচ্ছন্দে রচিত হওয়ায়, ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করা প্রায় সকলের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠিবে - এমন কি যাঁহারা কিছুমাত্র বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই তাঁহারাও, এবং অশিক্ষিত স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্তও, এই গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের পরম মধুর অমানুষিক-লীলারসাস্বাদন পূর্ব্বক, পরমানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। পরমারাধ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বলিতেছেন --

ওরে মূঢ় লোক শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥

এই "চৈতন্যমঙ্গল" শব্দে চৈতন্যভাগবতকেই বুঝাইতেছে, যেহেতু শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রথমে নাম ছিল 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' এবং তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অনন্তর পূজ্যপাদ শ্রীল লোচন দাসঠাকুরের "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে, শ্রীবৃন্দাবনের

মহান্তগণ শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস-ঠাকুরের গ্রন্থখানির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "শ্রীচৈতন্যভাগবত" আখ্যা প্রদান করেন, যথা :—

চৈতন্যভাগবতের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা 'ভাগবত' আখ্যা দিল ॥
শ্রীপ্রেমবিলাস।

এই মহাজনী গ্রন্থখানি নিত্যপাঠ্য—ইহা নিত্য নিয়ম-পূর্ব্বক পাঠ করিলে যে শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে সুবিমল প্রেমভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে :—

চৈতন্যমঙ্গল শুনে পাষণ্ডী যবন।
সেহো মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥

এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, ইহা যতই পাঠ করিবেন, ততই নিত্য-নূতন বলিয়া অনুভূত হইবে এবং যত অধিকবার পাঠ করিবেন, ততই ক্রমশঃ ইহার নিগূঢ় অর্থ অধিক অধিক পরিমাণে বোধগম্য হইতে থাকিবে এবং ততই ইহা মধুর হইতে মধুরতর বলিয়া অনুভূত হইবে। ইহাই এই গ্রন্থের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে দেখা যাইত যে, দুই চারি জনে মিলিয়া রামায়ণ, মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া নিত্য পাঠ ও আলোচনা করিতেন; তদ্দ্বারা তাঁহারা যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতেন, তাহা অনুভব করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্তও আর আমাদের নাই; এবং উহাতে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগও প্রবল হইতে থাকিত। কিন্তু ইদানীং ইংরাজী-শিক্ষার প্রভাবেই হউক বা অন্ন-চিন্তাতেই হউক বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক ঐ প্রশংসনীয় পদ্ধতি একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এক্ষণে যদি আবার সেইরূপ দুই চারি জনে মিলিয়া, প্রত্যহ নিয়ম পূর্ব্বক, শ্রীগৌরাঙ্গের অমানুষিক-লীলা-কথা-পরিপূর্ণ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থখানি নিত্য পাঠ ও আলোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কেবল যে ত্রিতাপ-জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করতঃ পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন তাহা নহে, পরন্তু পুনর্জ্জন্ম-রহিতকারী পরম পদ লাভ করিয়া, সেই লীলাময়ের লীলারস-সাগরে নিরন্তর নিমগ্ন থাকিয়া, প্রেমসুখানুভব করতঃ ধন্য হইতে পারিবেন। সচরাচর ইহাই দৃষ্টিগোচর হয় যে, আমরা সুখ বা আনন্দ লাভ করিবার জন্য কত প্রকারে কত চেষ্টা করিতেছি, কত কষ্ট স্বীকার করিতেছি, কত অর্থব্যয় করিতেছি, তথাপি ভাবিয়া দেখুন দেখি, আমরা কেহই কি প্রকৃত সুখ বা আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি। কিন্তু ইহা বিশেষ স্পর্দ্ধার সহিত বলা যাইতে পারে, এবং ভুক্তভোগীমাত্রেই তাহা অনুভব করিয়াছেন যে, শ্রীভগবদ্‌গ্রন্থ পাঠে বা শ্রীভগবৎ-কথালোচনায় বা শ্রীভগবন্নাম-গুণ-লীলানুকীর্ত্তনে যে অভূতপূর্ব্ব অসীম আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, বহু বহু অর্থব্যয়ে বা অন্য বহুবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়াও, সে আনন্দের কণামাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনায়াস-লব্ধ পরমানন্দ শ্রীভগবদ্ভজন ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারে হইতে পারে না, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের মহাজনগণ নানা শাস্ত্র আলোচনা ও নানা লক্ষণ বিচার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং সেই গৌর-রূপী শ্রীভগবানের পুণ্য-লীলা-কথা আমরা যতই পাঠ করিব, যতই শ্রবণ ও আলোচনা করিব, ততই আমাদের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। বলা বাহুল্য, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থ দ্বারা এই উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার অপূর্ব্বত্ব ও বিশেষত্ব এই যে, যদি কেহ ইহার কিছুই না

জানেন বা না বুঝেন, তাহা হইলেও নিরন্তর আলোচনা দ্বারা তিনি ইহাতে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন এবং ক্রমশঃই লীলামাধুর্য্যানুভব ও তজ্জনিত পরমানন্দ লাভে অধিকারী হইবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থকার শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন :—

যেবা নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ
কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি জানিবে রাগের রীতি
শুনিলে হইবে বড় হিত॥

আমরা কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে প্রার্থনা করি এবং করযোড়ে সবিনয়ে সকলকে অনুরোধ করি, সকলে যেন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া এই ভগবদ্‌গ্রন্থ খানি পরম শ্রদ্ধা সহকারে নিত্য পাঠ, শ্রবণ ও আলোচনা করেন, সকলে যেন নিত্য এই গ্রন্থ-দেবতার পূজা করেন, প্রত্যেক গৃহে গৃহেই যেন এই গ্রন্থ-রত্ন বিরাজমান থাকেন এবং সকলেই যেন মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ-স্বরূপ এই অপার্থিব বস্তুকে স্বীয় ইষ্টদেবতাব ন্যায় সমাদর করেন। বলা বাহুল্য, এতদ্দ্বারা সর্ব্ববিধ অমঙ্গল দূরীভূত হইবে এবং ঐহিক পারমার্থিক সর্ব্ববিধ কল্যাণই সাধিত হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে :—

বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥

'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থখানি যে কি অমূল্য নিধি, তদ্বিষয়ে শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন :—

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন। তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন। যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥

এই 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি আরও কি বলিতেছেন, তাহা একবার শ্রবণ করুন :—

মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন-দাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এই শ্রীগ্রন্থের উৎকর্ষ বিষয়ে ইহাই চরম উক্তি। বাস্তবিক যাঁহারা এই গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে যতই অধিক পাঠ করিবেন, তাঁহারা ততই বুঝিবেন যে, গ্রন্থখানি সত্যসত্যই মনুষ্যের রচিত নহে। কি সুন্দর, কি মধুর, কি মনোরম, কি সরল পয়ারচ্ছন্দে গ্রন্থখানি রচিত! শ্রীগ্রন্থখানি যেমন ভাবে পরিপূর্ণ, তেমনই শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে নিষ্কপট ভক্তি-লাভের প্রশস্ত দ্বার-স্বরূপ। অতি অজ্ঞ ব্যক্তিও এই গ্রন্থখানি নিরন্তর পাঠ করিতে করিতে ভক্তি-সিদ্ধান্ত বিষয়ে যে সম্যক্ অধিকারী হইতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদ বলিতেছেন :—

চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা॥

সঙ্কর্ষণরূপী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু—যিনি সাক্ষাৎ বলদেব এবং যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর—সেই নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপাদেশে ব্যাসাবতার শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস-ঠাকুর কর্ত্তৃক যে গ্রন্থ রচিত, সে গ্রন্থ যে কি অপূর্ব্ব বস্তু, তাহা বর্ণনা করিতে কে সক্ষম হইবে? মনুষ্যের ভাষায় সে গ্রন্থের প্রশংসাবাদ করিতে যাওয়া দুঃসাহসিকতার কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীপাদ গ্রন্থকার-মহোদয় স্বয়ংই এই গ্রন্থে বলিয়াছেন :—

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্য-চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥
তাহান কৃপায় লিখি চৈতন্যের কথা।
স্বতন্ত্র ইহাতে শক্তি নাহিক সর্ব্বথা॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায়॥
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥

তাই করযোড়ে আবার বলিতেছি, এই ভগবদ্গ্রন্থ খানি সকলে পরমাদরে গৃহে রাখুন, নিত্য পূজা করুন, নিত্য পাঠ করুন, নিত্য শ্রবণ করুন, দেখিবেন আনন্দ-লাভ হয় কি না। এই সমস্ত কার্য্যের মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন :—

বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রাণি যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ।
ধন্যাস্তে মানবা লোকে তেষাং কৃষ্ণঃ প্রসীদতি।
বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রাণি যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তা ভবন্তি সর্ব্ব-বন্দিতাঃ।
সর্ব্বস্বেনাপি বিপ্রেন্দ্র! কর্ত্তব্যঃ শাস্ত্র-সংগ্রহঃ।
বৈষ্ণবৈস্তু মহাভক্ত্যা তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ।
তিষ্ঠতে বৈষ্ণবং শাস্ত্রং লিখিতং যস্য মন্দিরে।
তত্র নারায়ণো দেবঃ স্বয়ং বসতি নারদ!।

অর্থাৎ যাঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রবণ ও পাঠ করেন, এ জগতে তাঁহারাই ধন্য; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন। যাঁহারা গৃহে বৈষ্ণবশাস্ত্রের পূজা করেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ পাতক হইতে মুক্ত হইয়া সকলের বন্দনীয় হন। হে দ্বিজবর! শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত বৈষ্ণবগণ সর্ব্বস্ব দিয়াও পরম ভক্তি সহকারে বৈষ্ণবশাস্ত্র সংগ্রহ করিবেন। হে নারদ! বৈষ্ণবশাস্ত্র লিখিত হইয়া যাঁহার গৃহে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহার গৃহে স্বয়ং নারায়ণ বিরাজ করেন। স্কন্দপুরাণ আরও বলিতেছেন :—

দেবতানামৃষীণাঞ্চ যোগিনামপি দুর্ল্লভং।
বিপ্রেন্দ্র! বৈষ্ণবং শাস্ত্রং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা॥

অর্থাৎ হে দ্বিজোত্তম! মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণব-শাস্ত্র দেবগণ ঋষিগণ ও যোগিগণেরও দুর্ল্লভ।

'শ্রীচৈতন্যভাগবত' যে বৈষ্ণবশাস্ত্রের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। এই গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতেরই তুল্য—তদ্রূপই ইহার মাহাত্ম্য এবং তদ্রূপই ইহা পূজনীয়। তন্নিমিত্তই সর্ব্বারাধ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে বলিয়াছেন : —

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥

তিনি ঐ গ্রন্থে আরও বলিয়াছেন :—

ভাগবতে যত ভক্তি-সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া উদ্ধার॥

পরমারাধ্য শ্রীপাদ গ্রন্থকার-মহোদয় এই গ্রন্থ রচনা-কালে স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর লীলা বর্ণনা করিতে করিতে, তাঁহাতে এত অত্যধিক পরিমাণে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার শেষাংশ বর্ণনা করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। তন্নিমিত্ত শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন :—

নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অনন্তর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক, সে অভাব মোচন করিয়া, বৈষ্ণব-জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু তিনি অত্যন্ত দৈন্যভাবে শ্রীল বৃন্দাবন দাস-ঠাকুরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াই স্বীয় বিশ্ববিশ্রুত অতুলনীয় অমর গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" লিখিয়া গিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে সেই গ্রন্থে তিনি কি বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ করুন :—

বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
তাঁর কৃপায় মিলে অন্যে না হয় প্রকাশ॥

তিনি ঐ গ্রন্থে আরও লিখিয়াছেন :—

বৃন্দাবন দাস প্রথমে যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল॥
তাঁর ত্যক্ত-অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া সব ছাড়িলেন আর॥
যে কিছু বর্ণিল সেহ সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারে তবু রাখিয়াছে লিখিয়া॥

তিনি আরও লিখিয়াছেন :—

চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করি তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ॥
ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষ লীলার সূত্রগণ করিয়ে বর্ণন॥

তিনি আরও লিখিয়াছেন :—

চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ॥
গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থান।
সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান॥
প্রভু-লীলামৃত তিনি করেছেন আস্বাদন।
তাঁর ভুক্ত-শেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এই গ্রন্থখানি ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্য করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি, তথাপি এ অধমের অজ্ঞতা ও মুদ্রাকারের অনবধানতা বশতঃ যে সমস্ত ভুল রহিয়া গিয়াছে, মহাত্মাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তৎসমুদয় সংশোধন করিয়া লইবেন এবং এ দাসকে উহা প্রদর্শন পূর্ব্বক চির বাধিত করিবেন। এই গ্রন্থের অনেক স্থলেই পাঠ-বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়; তত্তৎস্থলে অধিকাংশ গ্রন্থে যে পাঠ গৃহীত অথচ সমীচীন বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

অর্থের কিঞ্চিৎ বোধগম্য হইবার আশায় দুরূহ শব্দ সমূহের অর্থ দেওয়া হইয়াছে। কতিপয় দুরূহ স্থলেরও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু ভক্তিহীন মূর্খ আমি নিষ্কপটে স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থের অর্থ বা ভাবার্থ প্রকাশ করিতে যাওয়া এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের পক্ষে বাতুলতা ও দুঃসাহসিকতার কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে—এরূপ প্রয়াস নিতান্ত উপহাসেরই বিষয়, সন্দেহ নাই। তন্নিমিত্ত আমি ভক্তগণের শ্রীচরণ-সমীপে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা যেন নিজ-গুণে কৃপা করিয়া এ অধমের ধার্ষ্ট্য মার্জ্জনা পূর্ব্বক স্ব স্ব ভাবানুরূপ অর্থ করিয়া লইয়া, এ দাসকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেন।

এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে ব্যবহৃত তৎকালীন প্রচলিত কতকগুলি শব্দের কিরূপ অর্থ হইবে, তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হইল :—

গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ। অর্থ বা আধুনিক ব্যবহার।

করোঁ; চলোঁ; পারোঁ—করি; চলি; পারি।
করিমু; চলিমু—করিব; চলিব।
কহিলাঙ; যাইলাঙ—কহিলাম; যাইলাম।
ইহান; তাহান—ইঁহার; তাঁহার।
ইহানে; তাহানে ইঁহাকে; তাঁহাকে।
মোহার; তোহার—আমার; তোমার।
সেহো; তাহো-সেও; তাও, তাহাও।
আমাত; তোমাত—আমাতে; তোমাতে।
হউ; যাউ; করু-হউক; যাউক; করুক বা করুন।
নাঞি; চাঞি—নাই, চাই।
হঞা; লঞা—হইয়া; লইয়া।
করিব; খাইব—করিবে; খাইবে।

গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ। অর্থ বা আধুনিক ব্যবহার।

রামাঞি; নিমাঞি—রামাই; নিমাই।
আমিহ; যদ্যপিহ—আমিও; যদ্যপিও।
করিলা; যাইলা—করিল, করিলেন; যাইল, যাইলেন।
পঢ়; পঢ়িতে; বাঢ়িতে—পড়; পড়িতে; বাড়িতে।
কাটিনু; কহিনু—কাটিলাম; কহিলাম।
যাইলুঁ, মরিলুঁ—যাইলাম; মরিলাম।
আছয়ে; করয়ে—আছে; করে।
করিয়াছোঁ; বলিয়াছোঁ—করিয়াছি; বলিয়াছি।
হৈয়া; লৈয়া-হইয়া; লইয়া।
কতেক; যতেক—কত; যত।
হৈল; মৈল—হইল; মরিল।
হঙ; যাঙ—হই; যাই। সভে-সবে।

'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' যে কীদৃশ অনুপম ও লোকাতীত বস্তু, তাহা আপনারা সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছেন; তথাপি পরম সৌভাগ্যক্রমে এই গ্রন্থের কণামাত্র যশঃকীর্ত্তনে ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে ভক্তগণের শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে করযোড়ে এই নিবেদন যে:—

নিরন্তর গাও সবে চৈতন্য-চরিত।
যেই প্রভু জগতের কৈল মহা হিত॥
অবতরি শচী-ঘরে বিলাইল নাম।
যে নাম গাহিলে যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥
গোলোকের প্রাণধন যেই হরিনাম।
আচণ্ডালে দিয়া কৈল পূর্ণ মনস্কাম॥
হেন প্রভু গৌরাঙ্গের লীলামৃত পান।
কর কর কর সবে ভরি মন প্রাণ॥
বৃন্দাবন-চাঁদ এবে নবদ্বীপ-চাঁদ।
গৌর-গুণ-গান সেই চাঁদ-ধরা ফাঁদ॥
তাই বলি গৌর-গুণ গাও সবে ভাই।
অনায়াসে ভবসিন্ধু তরিবে সবাই॥
কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু মাঝে রহিবে ডুবিয়া।
অবিরাম নিত্যানন্দে থাকিবে মাতিয়া॥
নিত্যধামে নিত্যলীলা নিতুই দেখিবে।
সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া রহিবে॥
যেই প্রেম ব্রহ্মা শিব সদা অভিলাষে।
দেবের দুর্ল্লভ তাহা পাবে অনায়াসে॥
চৈতন্যের লীলা-গানে হেন নিধি পাই।
নিতাই-চৈতন্য-লীলা গাও রে সদাই॥
নিতাই-চৈতন্য-লীলামৃতগাথাময়।
"শ্রীচৈতন্য-ভাগবত" ভাণ্ডার অক্ষয়॥
নিরবধি কর পাঠ, করহ শ্রবণ।
কর আলোচনা সাথে ল'য়ে ভক্তগণ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

শ্রীশ্রীমদনমোহন-মন্দির।
ধান্যকুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
১৭শে ভাদ্র, ১৩৩৮ সাল।

শ্রীশ্রীগৌরভক্ত-পদরজপ্রার্থী দাস
শ্রীরাধানাথ কাবাসী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

সূচীপত্র।

আদিখণ্ড।

১ম অধ্যায়।

২য় অধ্যায়।

৩য় অধ্যায়।

৪র্থ অধ্যায়।

৫ম অধ্যায়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

৭ম অধ্যায়।

৮ম অধ্যায়।

৯ম অধ্যায়।

১০ম অধ্যায়।

১১শ অধ্যায়।

১২শ অধ্যায়।

১৩শ অধ্যায়।

১৪শ অধ্যায়।

১৫শ অধ্যায়।

মধ্য খণ্ড।

১ম অধ্যায়।

২য় অধ্যায়।

৩য় অধ্যায়।

৪র্থ অধ্যায়।

৫ম অধ্যায়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

৭ম অধ্যায়।

৮ম অধ্যায়।

২৬শ অধ্যায়।

অন্ত্যখণ্ড।

১ম অধ্যায়।

২য় অধ্যায়।

৩য় অধ্যায়।

৪র্থ অধ্যায়।

৫ম অধ্যায়।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত

আদিখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈক-পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম-পালৌ
বন্দে জগৎ-প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥ ১ ॥
নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥ ২ ॥

শ্রীমুরারি-গুপ্তস্য শ্লোকাঃ।

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥ ৩ ॥
স জয়তি বিশুদ্ধ-বিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানু-বিলম্বি-ষড়্ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ ॥৪
জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে-
র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্ব-প্রিয়াণাং ॥ ৫ ॥

যাঁহাদের বাহু-যুগল আজানুলম্বিত, অঙ্গ-কান্তি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও মনোহর, নয়ন-যুগল কমল-দলের ন্যায় বিস্তৃত, যাঁহারা শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র পিতা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রবর্ত্তক, যাঁহারা বিশ্বসংসারের ভরণ-পোষণ-কর্ত্তা, যুগধর্ম্মপালন-কারী ও সমগ্র জগতের পরম হিতকারী, সেই দ্বিজকুল-চূড়ামণি করুণাবতার দুই জনকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

হে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভো! তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কালেই সত্য; তুমি জগন্নাথ মিশ্রের তনয়; তোমার ভৃত্যগণ, পুত্র-সম স্নেহের পাত্রগণ ও কলত্র অর্থাৎ ভার্য্যা সহ তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

কারুণ্যই যাঁহাদের স্বীয় স্বরূপ, যাঁহারা পরি-চ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াও সৎ অর্থাৎ নিত্য এবং যাঁহারা ঈশ্বর অর্থাৎ সকলের প্রভু, ইহ জগতে অবতীর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ দুই ভ্রাতাকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

যিনি অপরিমিত বিশুদ্ধ-বিক্রমশালী, যিনি সুবর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, যিনি পদ্মপলাশ-লোচন, যিনি আজানুলম্বিত-ষড়্ভুজবিশিষ্ট, যিনি ভক্তি-

রসাপ্লুত হইয়া অভিনব নৃত্য করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভুর জয় হউক ॥ ৪ ॥

অনন্ত-লীলাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের জয় হউক, জয় হউক; তদীয় সুবিমল কীর্ত্তির জয় হউক, জয় হউক; সেই বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তির ভৃত্যগণ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন এবং তদীয় সমস্ত প্রিয়মণ্ডলীর মধুর নৃত্য জয়যুক্ত হউক, জয়যুক্ত হউক ॥ ৫ ॥

আদ্যে শ্রীচৈতন্য-প্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে।
অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড-পরণামে ॥
তবে বন্দোঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বম্ভর ॥
আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দঢ় ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্বাক্যং। ভাঃ ১১।১৯।২১
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমার ভক্ত-গণের পরিচর্য্যায় যত্ন করা, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা তাঁহাদিগের অভিবাদন করা, 'আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা শ্রেষ্ঠ' বলিয়া আমার ভক্তের পূজা করা ও সর্ব্বজীবে আমার অধিষ্ঠান বলিয়া মনে করা—এই সমস্ত আমার ভক্তি-লাভের পরম উপায় ॥ ৬ ॥

এতেকে করিল আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্য-সিদ্ধির লক্ষণ ॥
ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ॥
সহস্র-বদন বন্দোঁ প্রভু বলরাম।
যাঁহার শ্রীমুখে যশোভাণ্ডারের স্থান ॥
মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয়-স্থানে।
যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত-বদনে ॥

অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন ॥
সহস্রেক-ফণা-ধর প্রভু বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম ॥
হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাধীর ॥
ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার ॥
তাহান চরিত্র যেবা জনে শুনে গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তারে পরম সহায় ॥
মহাপ্রীত হয় তারে মহেশ পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তার শুদ্ধা সরস্বতী ॥
পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হঞা ॥
পঞ্চম স্কন্ধের এই ভাগবত-কথা।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম-গাথা ॥
তান রাসক্রীড়া-কথা পরম উদার।
বৃন্দাবনে গোপী সনে করিলা বিহার ॥
দুই মাস বসন্ত মাধব মধু নামে।
হলায়ুধ রাস-ক্রীড়া কহেন পুরাণে ॥
সে সকল শ্লোক এই শুন ভাগবতে।
শ্রীশুক কহেন শুনে রাজা পরীক্ষিতে ॥'

তথাহি—ভাঃ ১০।৬৫।১৭-১৮, ২১-২২
দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেবচ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্ ॥ ৭ ॥
পূর্ণচন্দ্র-কলামৃষ্টে কৌমুদী-গন্ধ-বায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥ ৮ ॥
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্বনিতা-শোভি-মণ্ডলে।
রেমে করেণু-যূথেশো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ ॥ ৯ ॥
নেদুর্দ্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা।
গন্ধর্ব্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈরীড়িরে তদা ॥ ১০ ॥

ভগবান্ বলরাম গোপীগণের সহিত নিশাকালে রতি-ক্রীড়া করিতে করিতে চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস সেই বৃন্দাবনে অবস্থান করিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীযমুনার তীরবর্ত্তী যে উপবনের স্বাভাবিক শোভা পূর্ণচন্দ্রের কিরণে সমধিক উজ্জ্বল হইয়াছিল এবং যেখানে সমীরণ কুমুদ কুসুমের সুগন্ধ বহন করিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছিল, তিনি সেই উপবনে ব্রজ-রমণী-মণ্ডলে পরিবৃত হইয়া রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

হস্তিনী-যূথপতি ঐরাবতের ন্যায়, তিনি অনুরাগশালিনী যুবতীগণে পরিশোভিত হইয়া রমণ করিতেছিলেন। তৎকালে গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার গুণ-গানে প্রবৃত্ত হইলেন, আকাশে দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে লাগিল, গন্ধর্ব্বগণ পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং মুনিগণ সেই বলরামের পরাক্রম-মাহাত্ম্য উল্লেখ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৯।১০ ॥

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তাঁরাও রামের রাসে করেন স্তবন ॥
যাঁর রাসে দেব আসি পুষ্প-বৃষ্টি করে।
দেবে জানে ভেদ নাহি কৃষ্ণ হলধরে ॥
চারি বেদে গুপ্তধন রামের চরিত।
আমি কি বলিব সব পুরাণে বিদিত ॥
মূর্খ-দোষে কেহো কেহো না দেখে পুরাণ।
বলরাম-রাসক্রীড়া করে অপ্রমাণ ॥
এক ঠাঁই দুই ভাই গোপিকা-সমাজে।
করিলেন রাস-ক্রীড়া বৃন্দাবন মাঝে ॥

তথাহি—ভাঃ ১০।৩৪।২০-২৩

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুত-বিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্ব্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজ-যোষিতাং ॥১১॥
উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্ব্বদ্ধ-সৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ ॥ ১২ ॥
নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোডুপ-তারকং।
মল্লিকা-গন্ধ-মত্তালি জুষ্টং কুমুদ-বায়ুনা ॥ ১৩ ॥
জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃ-শ্রবণ-মঙ্গলং।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডল-মূর্চ্ছিতং ॥ ১৪ ॥

একদা (শিবরাত্রির পরে হোলি পূর্ণিমার নিশাযোগে) অমিত-বিক্রমশালী শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-রমণীগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বনে বিহার করিয়াছিলেন। তৎকালে পরস্পর সুহৃদ্ভাবে আবদ্ধ গোপ-ললনাগণ অতি সুললিত-ভাবে তাঁহাদের যশো-গান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই অতি সুন্দররূপে বিবিধ ভূষণে ভূষিত, চন্দনাদি গন্ধানুলিপ্ত, মনোহর মাল্য-শোভিত ও অমল বসন পরিহিত ছিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাল সমাগত হইল, আকাশে চন্দ্র ও নক্ষত্র উদিত হইল, অলিকুল মল্লিকার গন্ধে মত্ত হইয়া উঠিল এবং বায়ু কুমুদ-গন্ধ সঞ্চারণ করিতে লাগিল; তাঁহারা তখন স্বরগ্রামের মূর্চ্ছনা অর্থাৎ আরোহণ ও অবরোহণ সহ সর্ব্ব জীবের চিত্ত ও শ্রুতি-সুখকর সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১-১৪ ॥

ভাগবত শুনি যার রামে নাহি প্রীত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পথে সে জন বর্জ্জিত ॥
ভাগবত যে না মানে সে যবন-সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম ॥
এবে কেহো কেহো নপুংসক-বেশে নাচে।
বলে বলরাম রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে ॥
কোনো পাপী শাস্ত্র দেখিলেও নাহি মানে।
এক অর্থ অন্য অর্থ করিয়া বাখানে ॥
চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
তাঁর স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্ব ঠাঁই ॥
মূর্ত্তি-ভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস।
সে সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ ॥

সখা ভাই ব্যজন শয়ন আবাহন।
গৃহ ছত্র বস্ত্র যত ভূষণ আসন॥
আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করে পায় সেই জনে॥

তথাহি অনন্ত-সংহিতায়াং ধরণী-শেষ-সম্বাদে।

নিবাস-শয্যাসন-পাদুকাংশুকো-
পধান-বর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তব শেষতাং গতৈ-
র্যথোচিতং শেষ ইতীরিতো জনৈঃ॥ ১৫ ॥

হে নাথ! তুমি যে 'শেষ' বলিয়া অভিহিত হও, তাহা যথার্থই বটে, যেহেতু নিবাস, শয্যা, আসন, পাদুকা, বসন, উপাধান (বালিস) ও ছত্র প্রভৃতি সেবার যে কোনও উপকরণ হইতে পারে, তুমি সেবার নিমিত্ত মূর্ত্তি-ভেদে সেই সেই রূপ ধারণ করিয়া সেবার যাবতীয় উপকরণের শেষ করিয়াছ॥ ১৫ ॥

অনন্তের অংশ শ্রীগরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হয়ে কুতূহলী॥
কি ব্রহ্মা কি শিব কি সনকাদি কুমার।
ব্যাস শুক নারদাদি ভক্ত নাম যার॥
সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত মহাশয়।
সহস্র-বদন প্রভু ভক্তি-রসময়॥
আদি দেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানেন সব॥
সেবন শুনিলে এবে শুন ঠাকুরাল।
আত্মতন্ত্রে হেন মতে বৈসেন পাতাল॥
শ্রীনারদ গোসাঞি তম্বুরু করি সঙ্গে।
সে যশ গায়েন ব্রহ্মা-স্থানে শ্লোক-বন্ধে॥

তথাহি—ভাঃ ৫।২৫।৯-১৩

উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতি-গুণা যদীক্ষয়াসন্।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্মন্
নানাধাৎ কথমু হ বেদ তস্য বর্ত্ম॥ ১৬ ॥
মূর্ত্তিং নঃ পুরু-কৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যা-
মাদাতুং স্বজন-মনাংস্যুদারবীর্য্যঃ॥ ১৭ ॥
যন্নাম শ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মাৎ
আর্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্‌বা।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ॥ ১৮ ॥
মূর্দ্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমূর্দ্ধ্নো
ভূগোলং সগিরি-সরিৎ-সমুদ্র-সত্ত্বং
আনন্ত্যাদবিমিত-বিক্রমস্য ভূম্নঃ
কো বীর্য্যাণ্যপি গণয়েৎ সহস্র-জিহ্বঃ॥ ১৯ ॥
এবং প্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্ত-বীর্য্যোরু-গুণানুভাবঃ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি॥ ২০ ॥

এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ-স্বরূপ সত্ত্ব, রজ ও তম এই প্রাকৃত গুণত্রয়, জড় হইয়াও, যাঁহার দৃষ্টি-প্রভাবে আপন আপন কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছে, যিনি এক হইয়াও আপনাতে অনন্ত সৃষ্ট পদার্থ আহিত করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং যাঁহার স্বরূপ অনন্ত ও অনাদি, লোকে সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ ভগবানের তত্ত্ব জানিতে কিরূপে সক্ষম হইবে? সুতরাং এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই হইতে পারে—তাহা হইলে মুমুক্ষুগণ কি প্রকারে তাঁহার ভজনা করিবেন? ইহার উত্তর এই যে, যাঁহাতে সৎ ও অসৎ সমস্ত বস্তুই নিহিত রহিয়াছে, তিনি আমাদের প্রতি প্রভূত কৃপা করিয়া শুদ্ধ-সত্ত্বরূপ নিজ শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন। তিনি অসীম-প্রভাবশালী। স্বজনবৃন্দের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত তিনি যে অলৌকিক লীলা সম্পাদন করেন, মৃগরাজ

সিংহও স্বজনের মনোরঞ্জনার্থে তাঁহার সেই ভাবের অনুকরণ করিয়াছে॥ ১৬-১৭॥

অন্যের মুখে শুনিয়াই হউক, অকস্মাৎ উচ্চারণ করিয়াই হউক, বিপদে পড়িয়া ডাকিয়াই হউক, অথবা প্রলোভন বা পরিহাসচ্ছলে উচ্চারণ করিয়াই হউক—যে কোনও প্রকারে হউক না কেন—যদি মহাপাতকীও তাঁহার নাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার পাপরাশি ভস্মীভূত হয়, যেহেতু সেই ভগবান্ অনন্তদেবই দর্শন-দানাদি দ্বারা মানবের অশেষ পাপ বিনষ্ট করেন। অতএব মুমুক্ষুগণ তাঁহাকে পরিহার করিয়া আর কাহার ভজনা করিবে? ॥ ১৮॥

তিনি সহস্রশীর্ষ—তাঁহার একটীমাত্র মস্তকের উপর গিরি, নদনদী, সমুদ্র ও সমস্ত প্রাণীর সহিত বিশাল বিশ্বমণ্ডল একটী অণুর ন্যায় অর্পিত রহিয়াছে। সহস্র জিহ্বা প্রাপ্ত হইলেও কোন্ ব্যক্তি সেই অমিত-বীর্য্য বিভুর গুণগণের ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হইবে? —তাঁহার গুণের যে অন্ত নাই! ॥ ১৯॥

সেই ভগবান্ অনন্তদেবের প্রভাবই এইরূপ। তিনি অপরিমিত বিক্রমশালী—তাঁহার গুণের ও প্রভাবের সীমা পরিসীমা নাই। তিনি রসাতলের মূলে অবস্থান করিয়া লীলাবশে অনায়াসে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন—অথচ তাঁহার আধার কেহ নাই, তিনি নিজেই নিজের আধার॥ ২০॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সত্ত্বাদি যত গুণ।
যাঁর দৃষ্টিপাতে হয় যায় পুনঃপুন॥
অদ্বিতীয় রূপ সত্য অনাদি মহত্ত্ব।
তথাপি অনন্ত হয়ে কে বুঝে সে তত্ত্ব॥
শুদ্ধ-সত্ত্ব-মূর্ত্তি প্রভু ধরে করুণায়।
যে বিগ্রহে সবার প্রকাশ সুলীলায়॥
যাঁহার তরঙ্গ শিখি সিংহ মহাবলী।
নিজ জন মনোরঞ্জে হই কুতূহলী॥
যে অনন্ত-নামের শ্রবণ সঙ্কীর্ত্তনে।
যে তে মতে কেন নাহি বলে যে তে জনে॥
অশেষ জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেই ক্ষণে।
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে॥
শেষ বই সংসারের গতি নাহি আর।
অনন্তের নামে সর্ব্ব জীবের উদ্ধার॥
অনন্ত পৃথিবী গিরি সমুদ্র সহিতে।
যে প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে॥
সহস্র ফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
অনন্ত ধরয়ে না জানয়ে আছে হেন॥
সহস্র বদনে কৃষ্ণ-যশ নিরন্তর।
গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর॥
গায়েন অনন্ত শ্রীযশের নাহি অন্ত।
জয়-ভঙ্গ নাহি কারু দোঁহে বলবন্ত॥
অদ্যাপিহ শেষ দেব সহস্র শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য-যশ অন্ত নাহি দেখে॥
নাগ বলি চলি যায় সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল অধিক অধিক বাড়ে॥

শ্রীরাগঃ।

কি আরে রাম গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা রুদ্র সুর সিদ্ধ মুনীশ্বর
আনন্দে দেখিছে॥ ধ্রু॥

তথাহি নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং (ভাঃ ২।৭।৪০)।

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারং॥ ২১॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ! সেই মহাপুরুষের মায়ার প্রভাব যে কত, আমি আজিও তাহার ইয়ত্তা করিতে পারি নাই; তোমার অগ্রজ সনকাদি

মুনিগণেরও তাহা অজ্ঞাত। যখন সহস্র-বদন আদিদেব 'শেষ'ও তাঁহার গুণগান করিতে করিতে আজিও তাহার অন্ত পান নাই, তখন অন্যের কথা আর কি বলিব ? ॥ ২১ ॥

পালন নিমিত্ত হেন প্রভু রসাতলে।
আছে মহাশক্তিধর নিজ কুতূহলে ॥
ব্রহ্মার সভায় গিয়া নারদ আপনে।
এই গুণ গায়েন তম্বুরু বীণা সনে ॥
ব্রহ্মাদি বিহ্বল এই যশের শ্রবণে।
ইহা গাই নারদ পূজিত সর্ব্ব স্থানে ॥
কহিলাম এই কিছু অনন্ত-প্রভাব।
হেন প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ ॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে ॥
বৈষ্ণব-চরণে মোর এই মনস্কাম।
জন্মে জন্মে ভজি যেন প্রভু বলরাম ॥
'দ্বিজ' 'বিপ্র' 'ব্রাহ্মণ' যেহেন নাম ভেদ।
এই মত 'নিত্যানন্দ' 'অনন্ত' 'বলদেব' ॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্য-চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥
চৈতন্য-চরিত স্ফুরে শেষের কৃপায়।
যশের ভাণ্ডার বৈসে যাঁহার জিহ্বায় ॥
অতএব যশোময়-বিগ্রহ অনন্ত।
গাইল তাহান কিছু পাদপদ্ম-দ্বন্দ্ব ॥
চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্য-শ্রবণ চরিত।
ভক্ত-প্রসাদে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত ॥
বেদ-গুহ্য চৈতন্য-চরিত কেবা জানে।
তাহা লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে ॥
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি দেখি।
তাহান কৃপায় যে বোলায় তাহা লেখি ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায় ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥
মন দিয়া শুন ভাই শ্রীচৈতন্য-কথা।
ভক্ত সঙ্গে যে যে লীলা কৈলা যথা যথা ॥
ত্রিবিধ চৈতন্য-লীলা আনন্দের ধাম।
আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড নাম ॥
আদিখণ্ডে প্রধানতঃ বিদ্যার বিলাস।
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের কীর্ত্তন-প্রকাশ ॥
শেষখণ্ডে সন্ন্যাসি-রূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ-স্থানে সমর্পিয়া গৌড়-ক্ষিতি ॥
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব-প্রায় তেঁহো স্বধর্ম্মে তৎপর ॥
তাঁর পত্নী শচী নাম মহা-পতিব্রতা।
দ্বিতীয় দৈবকী হেন সেই জগন্মাতা ॥
তাঁর গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সংসার-ভূষণ ॥
আদিখণ্ডে ফাল্গুনী-পূর্ণিমা শুভ-দিনে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু নিশায় গ্রহণে ॥
হরিনাম মঙ্গল উঠিল চতুর্দ্দিগে।
জন্মিলা ঈশ্বর সঙ্কীর্ত্তন করি আগে ॥
আদিখণ্ডে শিশুরূপে অনেক প্রকাশ।
পিতা মাতা প্রতি দেখাইলা গুপ্ত-বাস ॥
আদিখণ্ডে ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ পতাকা।
গৃহ মাঝে অপূর্ব্ব দেখিল পিতা মাতা ॥
আদিখণ্ডে প্রভুরে হরিয়াছিল চোরে।
চোর ভাণ্ডাইয়া প্রভু আইলেন ঘরে ॥
আদিখণ্ডে জগদীশ হিরণ্যের ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা প্রভু শ্রীহরিবাসরে ॥

আদিখণ্ডে শিশু-ছলে করিয়া ক্রন্দন।
বোলাইল সর্ব্বমুখে শ্রীহরি-কীর্ত্তন॥
আদিখণ্ডে লোকবর্জ্জ্য হাঁড়ির আসনে।
বসিয়া মায়েরে তত্ত্ব কহিলা আপনে॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের চাঞ্চল্য অপার।
শিশুগণ সঙ্গে যেন গোকুল-বিহার॥
আদিখণ্ডে করিলেন আরম্ভ পড়িতে।
অল্পে অধ্যাপক হৈল সকল শাস্ত্রেতে॥
আদিখণ্ডে জগন্নাথ-মিশ্র-পরলোক।
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস শচীর দুই শোক॥
আদিখণ্ডে বিদ্যা-বিলাসের মহারম্ভ।
পাষণ্ডী দেখয়ে যেন মূর্ত্তিমন্ত দম্ভ॥
আদিখণ্ডে সকল পড়ুয়াগণ মেলি।
জাহ্নবীর তরঙ্গে নির্ভয় জলকেলি॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের সর্ব্বশাস্ত্রে জয়।
ত্রিভুবনে হেন নাহি যে সম্মুখ হয়॥
আদিখণ্ডে বঙ্গদেশে প্রভুর গমন।
প্রাচ্যভূমি তীর্থ হৈল পাই শ্রীচরণ॥
আদিখণ্ডে পূর্ব্ব পরিগ্রহের বিজয়।
শেষে রাজপণ্ডিতের কন্যা-পরিণয়॥
আদিখণ্ডে বায়ু দেহে মান্দ্য করি ছল।
প্রকাশিলা প্রেমভক্তি-বিকার সকল॥
আদিখণ্ডে সকল ভক্তেরে শক্তি দিয়া।
আপনে ভ্রমেন মহা-পণ্ডিত হইয়া॥
আদিখণ্ডে দিব্য পরিধান দিব্য সুখ।
আনন্দে ভাসেন শচী দেখি চন্দ্রমুখ॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ি-জয়।
শেষে করিলেন তার সর্ব্ব বন্ধ ক্ষয়॥
আদিখণ্ডে সকল ভক্তেরে মোহ দিয়া।
সেই খানে বুলে প্রভু সবারে ভাণ্ডিয়া॥

আদিখণ্ডে গয়া গেলা বিশ্বম্ভর রায়।
ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করিলা যথায়॥
আদিখণ্ডে আছে কত অনন্ত বিলাস।
কিছু শেষে বর্ণিবেন মহামুনি ব্যাস॥
বাল্য-লীলা আদি করি যতেক প্রকাশ।
গয়ার অবধি আদিখণ্ডের বিলাস॥
মধ্যখণ্ডে বিদিত হইলা গৌর-সিংহ।
চিনিলেন যত সব চরণের ভৃঙ্গ॥
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতাদি শ্রীবাসের ঘরে।
ব্যক্ত হইলা বসি বিষ্ণুখট্টার উপরে॥
মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ সঙ্গে দরশন।
এক ঠাঁই দুই ভাই করিলা কীর্ত্তন॥
মধ্যখণ্ডে ষড়্ভুজ দেখিলা নিত্যানন্দ।
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈত দেখিলা বিশ্ব-অঙ্গ॥
নিত্যানন্দ ব্যাস-পূজা করিলা মধ্যখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দা করে পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে॥
মধ্যখণ্ডে হলধর হৈলা গৌরচন্দ্র।
হস্তে হল মুষল দিলেন নিত্যানন্দ॥
মধ্যখণ্ডে দুই অতি-পাতকী-মোচন।
জগাই মাধাই নাম বিখ্যাত ভুবন॥
মধ্যখণ্ডে কৃষ্ণ রাম—চৈতন্য নিতাই।
শ্যাম-শুক্ল-রূপ দেখিলেন শচী আই॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের মহা-পরকাশ।
সাত-প্রহরিয়া ভাব ঐশ্বর্য্য-বিলাস॥
সেই দিন অমায়ায় কহিলেন কথা।
যে যে সেবকের জন্ম হৈল যথা যথা॥
মধ্যখণ্ডে বৈকুণ্ঠের নাথ নারায়ণ।
নগরে নগরে কৈল আপনে কীর্ত্তন॥
মধ্যখণ্ডে কাজির ভাঙ্গিল ঘর দ্বার।
নিজ শক্তি প্রকাশিয়া কীর্ত্তন অপার॥

পলাইল কাজি প্রভু গৌরাঙ্গের ডরে।
স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করে নগরে নগরে ॥
মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু বরাহ হইয়া।
নিজ-তত্ত্ব মুরারিরে কহিলা গর্জ্জিয়া ॥
মধ্যখণ্ডে মুরারির স্কন্ধে আরোহণ।
চতুর্ভুজ হৈয়া কৈলা অঙ্গনে ভ্রমণ ॥
মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজন।
মধ্যখণ্ডে নানা কাচ কৈলা নারায়ণ ॥
মধ্যখণ্ডে গৌরচন্দ্র রুক্মিণীর বেশে।
নাচিলেন স্তন পিল সব নিজ দাসে ॥
মধ্যখণ্ডে মুকুন্দের দণ্ড সঙ্গ-দোষে।
শেষে অনুগ্রহ কৈলা পরম সন্তোষে ॥
মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু নিশায়ে কীর্ত্তন।
বৎসরেক নবদ্বীপে কৈলা অনুক্ষণ ॥
মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে কৌতুক।
অজ্ঞ-জনে বুঝে যেন কলহ-স্বরূপ ॥
মধ্যখণ্ডে জননীর লক্ষ্যে ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধ করাইলা সাবধান ॥
মধ্যখণ্ডে সকল বৈষ্ণব জনে জনে।
সবে বর পাইলেন করিয়া স্তবনে ॥
মধ্যখণ্ডে প্রসাদ পাইল হরিদাস।
শ্রীধরের জলপান কারুণ্য-বিলাস ॥
মধ্যখণ্ডে সকল বৈষ্ণব করি সঙ্গে।
প্রতিদিন জাহ্নবীতে জলকেলি রঙ্গে ॥
মধ্যখণ্ডে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ সঙ্গে।
অদ্বৈতের গৃহে গিয়াছিলা কোন রঙ্গে ॥
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতেরে করি বহু দণ্ড।
শেষে কৈল অনুগ্রহ পরম প্রচণ্ড ॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্য নিতাই—কৃষ্ণ রাম।
জানিলা মুরারি গুপ্ত মহাভাগ্যবান্ ॥

মধ্যখণ্ডে দুই প্রভু চৈতন্য নিতাই।
নাচিলেন শ্রীবাস-অঙ্গনে এক ঠাঁই ॥
মধ্যখণ্ডে শ্রীবাসের মৃত-পুত্র-মুখে।
জীব-তত্ত্ব কহাইয়া ঘুচাইল দুঃখে ॥
চৈতন্যের অনুগ্রহে শ্রীবাস পণ্ডিত।
পাসরিলা পুত্র-শোক সভারে বিদিত ॥
মধ্যখণ্ডে গঙ্গায় পড়িল ক্রুদ্ধ হৈয়া।
নিত্যানন্দ হরিদাস আনিল তুলিয়া ॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ নারায়ণী পাইল মাত্র ॥
মধ্যখণ্ডে সর্ব্ব-জীব-উদ্ধার-কারণে।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু করিলা গমনে ॥
কীর্ত্তন করিয়া আদি, অবধি সন্ন্যাস।
এই হৈতে কহি মধ্যখণ্ডের বিলাস ॥
মধ্যখণ্ডে আছে আর কত কোটী লীলা।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সকল খেলা ॥
শেষখণ্ডে বিশ্বম্ভর করিলা সন্ন্যাস।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম তবে পরকাশ ॥
শেষ খণ্ডে শুনি প্রভুর শিখার মুণ্ডন।
বিস্তর করিলা প্রভু অদ্বৈত ক্রন্দন ॥
শেষখণ্ডে শচী-দুঃখ অকথ্য-কথন।
চৈতন্য-প্রভাবে সবে রহিল জীবন ॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিলেন বলরাম পরম প্রচণ্ড ॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গিয়া নীলাচলে।
আপনারে লুকাই রহিলা কুতূহলে ॥
সার্ব্বভৌম প্রতি আগে করি পরিহাস।
শেষে সার্ব্বভৌমেরে ষড়্ভুজ-প্রকাশ ॥
শেষখণ্ডে প্রতাপরুদ্রের পরিত্রাণ।
কাশীমিশ্রের গৃহেতে করিলা অধিষ্ঠান ॥

দামোদর-স্বরূপ পরমানন্দ পুরী।
শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী ॥
শেষখণ্ডে প্রভু পুনঃ গেলা গৌড়দেশে।
মথুরা দেখিব করি আনন্দ-বিশেষে ॥
আসিয়া রহিলা বিদ্যাবাচস্পতি-ঘরে।
তবে আইলেন প্রভু কুলিয়া নগরে ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গেলা দেখিবারে।
শেষখণ্ডে সর্ব্ব জীব পাইলা উদ্ধারে ॥
শেষখণ্ডে মধুপুরী দেখিতে চলিলা।
কত দূর গিয়া প্রভু নিবৃত্ত হইলা ॥
শেষখণ্ডে পুনঃ আইলেন নীলাচলে।
নিরবধি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ-কোলাহলে ॥
গৌড়দেশে নিত্যানন্দ স্বরূপে পাঠাঞা।
রহিলেন নীলাচলে কত জন লঞা ॥
শেষখণ্ডে রথের সম্মুখে ভক্ত সঙ্গে।
আপনে করিলা নৃত্য আপনার রঙ্গে ॥
শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌররায়।
ঝারিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুরায় ॥
শেষখণ্ডে রামানন্দ রায়ের উদ্ধার।
শেষখণ্ডে মথুরায় অনেক বিহার ॥
শেষখণ্ডে শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবির খাসেরে প্রভু দিলা পরিচয় ॥
প্রভু চিনি দুই ভাইর বন্ধ-বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন 'রূপ' 'সনাতন' ॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী।
না পাইল দেখা যত নিন্দুক সন্ন্যাসী ॥
শেষখণ্ডে পুনঃ নীলাচলে আগমন।
অহর্নিশ করিলেন হরি-সঙ্কীর্ত্তন ॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ কতেক দিবস।
করিলেন পৃথিবীর পর্য্যটন-রস ॥

অনন্ত চরিত্র কেহো বুঝিতে না পারে।
চরণে নূপুর সর্ব্ব মথুরা বিহরে ॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ পাণিহাটী গ্রামে।
চৈতন্য-আজ্ঞায় ভক্তি করিলেন দানে ॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ মহা-মল্লরায়।
বণিকাদি উদ্ধারিলা পরম কৃপায় ॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র মহা-মহেশ্বর।
নীলাচলে বাস অষ্টাদশ সম্বৎসর ॥
শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস।
বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস ॥
যে তে মতে চৈতন্যের গাইতে মহিমা।
নিত্যানন্দ-প্রীতি বড় তার নাহি সীমা ॥
ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ ॥
এই ত কহিল সূত্র সংক্ষেপ করিয়া।
তিন খণ্ড আরম্ভিব ইহাই গাইয়া ॥
আদিখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিতে।
শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হৈল যেন মতে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে লীলা-সূত্র-বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জগন্নাথ-পুত্র মহা-মহেশ্বর ॥
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের শরণ ॥

ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
পুনঃ ভক্ত সঙ্গে প্রভু-পদে নমস্কার।
স্ফুরুক জিহ্বায় গৌরচন্দ্র-অবতার॥
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ॥
অবিজ্ঞাত দুই ভাই আর যত ভক্ত।
তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত॥
ব্রহ্মাদির স্ফূর্ত্তি হয় কৃষ্ণের কৃপায়।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বেদে ভাগবতে এই গায়॥

তথাহি ভাঃ ২।৪।২২
প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাঽজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাং॥ ১॥

কল্পারম্ভকালে যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বিশ্ব-সৃষ্টি-বিষয়িণী স্মৃতি-শক্তির বিস্তার করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রেরণায় সেই ব্রহ্মার বদন হইতে ভগবদ্ধর্ম্ম-প্রকাশিকা বেদবাণী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, ঋষিগণের শ্রেষ্ঠ সেই শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন॥ ১॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভি-পদ্ম হৈতে।
তথাপিহ শক্তি নাহি কিছুই দেখিতে॥
তবে যবে সর্ব্ব-ভাবে লইলা শরণ।
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন॥
তবে কৃষ্ণ-কৃপায় স্ফুরিলা সরস্বতী।
তবে সে জানিলা সর্ব্ব-অবতার-স্থিতি॥
হেন কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্জ্ঞেয় অবতার।
তাঁর কৃপা বিনে কার শক্তি জানিবার॥

অচিন্ত্য অগম্য কৃষ্ণ-অবতার-লীলা।
সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনি বলিলা॥

তথাহি ভাঃ ১০।১৪।২১
কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্!
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাং।
ক্বাহং কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং॥ ২॥

হে অপরিচ্ছিন্ন, হে ভগবন, হে পরমাত্মন্, হে যোগেশ্বর! তুমি তোমার স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে নানারূপে বিস্তারিত করিয়া লীলা করিয়া থাক। তোমার সেই লীলা কোথায় হয়, কেন হয়, কি পরিমাণে হয়, আর কখনই বা হয়, তাহা এই ত্রিজগতের কোন্ ব্যক্তি নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবে॥ ২॥

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাঁহার॥
তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কয়।
তাহা লিখি যে নিমিত্তে অবতার হয়॥

তথাহি অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং (গীঃ ৪।৭-৮)।
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥ ৩॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি আমাকে প্রপঞ্চে প্রকট করিয়া থাকি অর্থাৎ নিজেকে সৃজন করি॥ ৩॥

সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই॥ ৪॥

ধর্ম্ম পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাঢ়ে দিনে দিনে ॥
সাধুজন-রক্ষা দুষ্ট-বিনাশ কারণে।
ব্রহ্মা আদি প্রভুর পায় করেন বিজ্ঞাপনে
তবে প্রভু যুগ-ধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ॥
কলি-যুগে ধর্ম্ম হয় হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥
এই কহে ভাগবতে সর্ব্বতত্ত্ব-সার।
কীর্ত্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র-অবতার ॥

তথাহি ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানা-তন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৬ ॥

হে রাজন্! দ্বাপরে লোকে এইরূপে জগদীশ্বরের স্তব করিয়া থাকে। কলিকালেও সকলে নানা তন্ত্রের বিধান অনুসারে যেরূপে তাঁহাকে ভজনা করে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৫ ॥

যাঁহার বর্ণ ভিতরে কৃষ্ণ, কিন্তু বাহিরে গৌর, পণ্ডিতগণ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁহার অঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গতুল্য শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, উপাঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গের অঙ্গ তুল্য শ্রীগদাধর ও শ্রীবাস পণ্ডিত, অস্ত্র অর্থাৎ অবিদ্যানাশক তাঁহার নাম এবং পার্ষদ অর্থাৎ মুরারি, শ্রীধর প্রভৃতি অসংখ্য পার্ষদ সহ সেই শ্রীগৌর-ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

কলি-যুগে সর্ব্ব ধর্ম্ম হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য-নারায়ণ ॥

কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হইলা প্রভু সর্ব্ব পরিকরে ॥
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্ব পরিকর।
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ ভিতর ॥
কি অনন্ত কি শিব বিরিঞ্চি ঋষিগণ।
যত অবতারের পার্ষদ আপ্তগণ ॥
ভাগবত-রূপে জন্ম হইল সবার।
কৃষ্ণ সে জানেন যার অংশে জন্ম যার ॥
কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটিগ্রামে।
কেহো রাঢ়ে উড্র দেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে ॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সবার মিলন ॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার ॥
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য-গোসাঞি ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে।
কোন মহাপ্রিয়ের সে জন্ম অন্য স্থানে ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য-পূজিত ॥
ভবরোগ নাশে বৈদ্য মুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব-প্রধান।
চৈতন্য-বল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম ॥
চাটিগ্রামে হইল ইহা সবার প্রকাশ।
বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস ॥
রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তঁহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্ ॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব-পিতা, তানে করি পিতা-ব্যাজ ॥

কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণে কৈলেন তখন॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
পুনঃপুনঃ বাঢ়িতে লাগিলা সুমঙ্গল॥
তিরোতে পরমানন্দ পুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যাঁর সঙ্গে একত্রে বিলাস॥
গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন শোচ্য দেশেতে॥
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেন জন্মায়েন দূরে॥
যে যে দেশ গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত॥
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন স্বীকার॥
শোচ্য দেশে শোচ্য কুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সভারে করে ত্রাণ॥
যে দেশে যে কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্য-তীর্থময়॥
অতএব সর্ব্বদেশে নিজ-ভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সভার হৈল মিলন॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার॥

নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য-গোসাঞি॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥
নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহা দক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষকোটী অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
কৃষ্ণনাম-ভক্তি-শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তারাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি মরে॥
না বাখানে যুগ-ধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন॥

যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেমতে এ জীব সব পাইব উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার॥
বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণ-নাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান॥
স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণ-পূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন॥
সবে মেলি জগতেরে করে আশীর্ব্বাদ।
শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সবারে প্রসাদ॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য্য নাম সর্ব্ব লোকে ধন্য॥
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বদা বাখানে কৃষ্ণপদ-ভক্তি সার॥
তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গা-জলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা কুতূহলে॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণ নাথ।
ভক্তিবশে আপনে সে হইলা সাক্ষাত॥
অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য॥

এই মত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগ শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণ-পূজা বিষ্ণু-ভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষে অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ॥
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য-হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার॥
তবে সে অদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠ-বল্লভ যদি দেখাঙ হেথাঞি॥
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাইব সর্ব্ব জীব উদ্ধারিয়া॥
নিরবধি এই মত সঙ্কল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণ-পদ একচিত্ত হৈয়া॥
অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য-অবতার।
সেই প্রভু কহিয়া আছেন বার বার॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস॥
সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণ-পূজা গঙ্গা-স্নান॥
নিগূঢ়ে অনেক আরো বৈসে নদীয়ায়।
পূর্ব্বেই জন্মিলা সবে ঈশ্বর-আজ্ঞায়॥
শ্রীচন্দ্রশেখর জগদীশ গোপীনাথ।
শ্রীমান্ মুরারি শ্রীগরুড় গঙ্গাদাস॥

একে একে বলিতে হয় পুস্তক-বিস্তার।
কথার প্রস্তাবে নাম লইব জানি যার॥
সবেই স্বধর্ম্ম-পর সবেই উদার।
কৃষ্ণভক্তি বহি কেহো না জানয়ে আর॥
সবে করে সবারে বান্ধব ব্যবহার।
কেহো না জানেন সব নিজ-অবতার॥
বিষ্ণুভক্তি-শূন্য দেখি সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবাকার॥
কৃষ্ণ-কথা শুনিবেক নাহি হেন জন।
আপনা আপনি সবে করেন কীর্ত্তন॥
দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত-সভায়।
কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে সবার দুঃখ যায়॥
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দন॥
সকল বৈষ্ণব মেলি আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণী মাত্র কারে কেহো নারে বুঝাইতে।
দুঃখ ভাবি অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণবগণ ছাড়ে দীর্ঘ-শ্বাস॥
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য কেনে বা কীর্ত্তন।
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সঙ্কীর্ত্তন॥
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-রসে।
সকল পাষণ্ডী মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চস্বরে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহা-তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥
কেহো বলে এ বামুনে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে॥

এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥
এই মত বলে যত পাষণ্ডীর গণ।
শুনি কৃষ্ণ বলি কান্দে ভাগবতগণ॥
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে বোলে॥
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর॥
সবা উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সবা লৈয়া॥
যবে নাহি পারোঁ তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস॥
এই মত অদ্বৈত বলেন অনুক্ষণ।
সঙ্কল্প করিয়া পূজে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥
ভক্ত সব নিরবধি এক চিত্ত হৈয়া।
পূজে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ক্রন্দন করিয়া॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ।
কোথাও না শুনে ভক্তিযোগের কথন॥
কেহো দুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে।
কেহো কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে॥
অন্ন ভালমতে কারো না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে॥
ছাড়িলেন ভক্তগণ সর্ব্ব উপভোগ।
অবতরিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ॥
ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত রাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম॥
মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভ দিনে।
পদ্মাবতী-গর্ভে একচাকা নামে গ্রামে॥

হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব-পিতা তানে করি পিতা-ব্যাজ
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা প্রভু বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প-বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিলা তখন॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়-মণ্ডল সকল।
বাঢ়িতে লাগিলা পুনঃপুনঃ সুমঙ্গল॥
যে প্রভু পতিত জন নিস্তার করিতে।
অবধূত-বেশ ধরি ভ্রমিলা জগতে॥
অনন্তের প্রকাশ হইলা হেন মতে।
এবে শুন কৃষ্ণ অবতরিলা যেন মতে॥
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব-প্রায় তেঁহো স্বধর্ম্মে তৎপর॥
উদার-চরিত্র তেঁহো ব্রহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥
কি কশ্যপ দশরথ বসুদেব নন্দ।
সর্ব্বময়-তত্ত্ব জগন্নাথ-মিশ্রচন্দ্র॥
তান পত্নী শচী নাম মহা পতিব্রতা।
মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা॥
বহু কন্যা-পুত্রের হৈল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ॥
বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি যেন অভিন্ন মদন।
দেখি হরষিত দুই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ॥
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হৈলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হইল স্ফূর্ত্তি॥
বিষ্ণুভক্তি-শূন্য হৈল সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্ম্ম তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে।
ভক্ত সব দুঃখ পায় জানিলা অন্তরে॥

তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্।
শচী-জগন্নাথ-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল অনন্ত-বদনে।
স্বপ্ন-প্রায় জগন্নাথ মিশ্র শচী শুনে॥
মহাতেজ-মূর্ত্তি হইলেন দুই জনে।
তথাপিহ লখিতে না পারে অন্য জনে॥
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া।
ব্রহ্মা শিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া॥
অতি মহা বেদ-গোপ্য এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা॥
ভক্তি করি ব্রহ্মাদি দেবের শুন স্তুতি।
যে গোপ্য শ্রবণে হয় কৃষ্ণে রতি-মতি॥
জয় জয় মহাপ্রভু জনক সবার।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-হেতু অবতার॥
জয় জয় বেদ-ধর্ম্ম-সার বিপ্র-পাল।
জয় জয় অভক্ত-শমন মহাকাল॥
জয় জয় সর্ব্ব সত্যময় কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর॥
যে তুমি অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচী-গর্ভে করিলা প্রকাশ॥
তোমার যে ইচ্ছা কে বুঝিতে তার পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র॥
সকল সংসার যাঁর ইচ্ছায় সংহারে।
সে কি কংস রাবণ বধিতে বাক্যে নারে॥
তথাপিহ দশরথ-বসুদেব-ঘরে।
অবতীর্ণ হৈয়া সে বধো তা সবারে॥
এতেকে বুঝিতে পারে তোমার কারণ।
আপনি সে জান তুমি আপনার মন॥
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার॥

তথাপিহ তুমি সে আপনে অবতরি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি॥
সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্রবর্ণ ধরি।
তপ-ধর্ম্ম বুঝাও আপনে তপ করি॥
কৃষ্ণাজিন দণ্ড কমণ্ডলু জটা ধরি।
ধর্ম্ম স্থাপ ব্রহ্মচারি-রূপে অবতরি॥
ত্রেতাযুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হয়ে যজ্ঞ-পুরুষ বুঝাও যজ্ঞ-ধর্ম্ম॥
স্রুক্ স্রুব্ হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া।
সবারে লওয়াও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া॥
দিব্য-মেঘ-শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা-ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে॥
পীতবাস শ্রীবৎসাদি নিজ-চিহ্ন ধরি।
পূজা কর মহারাজ-রূপে অবতরি॥
কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদ-গোপ্য সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম॥
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার।
মৎস্য-রূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহর।
কূর্ম্ম-রূপে তুমি সব জীবের আধার॥
হয়গ্রীব-রূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদি দৈত্য দুই মধু কৈটভ সংহার॥
শ্রীবরাহ-রূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহ-রূপে কর হিরণ্য বিদার॥
বলি ছল অপূর্ব্ব বামন-রূপ হই।
পরশুরাম-রূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী॥
রামচন্দ্র-রূপে কর রাবণ সংহার।
হলধর-রূপে কর অনন্ত বিহার॥
বুদ্ধ-রূপে দয়া ধর্ম্ম করহ প্রকাশ।
কল্কী রূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ॥
ধন্বন্তরী-রূপে কর অমৃত প্রদান।
হংস-রূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান॥
শ্রীনারদ-রূপে বীণা ধরি কর গান।
ব্যাস-রূপে কর নিজ তত্ত্বের ব্যাখ্যান॥
সর্ব্ব-লীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী করি সঙ্গে।
কৃষ্ণ-রূপে বিহর গোকুলে বহু রঙ্গে॥
এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি।
কীর্ত্তন করিবা সর্ব্ব শক্তি পরচারি॥
সঙ্কীর্ত্তন-পূর্ণ হৈব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তির প্রচার॥
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ-প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়া সর্ব্ব দাস॥
যে তোমার পাদপদ্ম ধ্যান নিত্য করে।
তা সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে॥
পদতলে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্রে দশ-দিগ হয় সুনির্ম্মল॥
বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন-নাশ।
হেন যশ হেন নৃত্য হেন তোর দাস॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশোদৃর্গ্ভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসার্য্যতে রাজন্! কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ॥ ৭॥

হে রাজন্! কৃষ্ণ-ভক্ত যখন নৃত্য করেন, তখন জগতের বিবিধ অমঙ্গল-নাশ হয়। তাঁহার পদদ্বয় ধরণীর অমঙ্গল, নয়ন-দ্বয় দিক্ সমূহের অমঙ্গল এবং বাহুযুগল স্বর্গের অমঙ্গল নাশ করে॥ ৭॥

সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাৎ হইয়া।
করিবা কীর্ত্তন প্রেম ভক্ত-গোষ্ঠী লৈয়া॥

এ মহিমা প্রভু বলিবার কার শক্তি।
তুমি বিলাইবা বেদ-গোপ্য বিষ্ণু-ভক্তি॥
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি।
আমি সব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি॥
জগতের প্রভু তুমি দিবা হেন ধন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ॥
যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্ব যজ্ঞ পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ॥
এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়।
যেন আমা সবার দেখিতে ভাগ্য হয়॥
এত দিনে গঙ্গার পূরিল মনোরথ।
তুমি কৃপা করিবে যে চির-অভিমত॥
যে তোমারে যোগেশ্বর সবে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হৈবা নবদ্বীপ গ্রামে॥
নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচী-জগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার॥
এই মত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্তে রহি ঈশ্বরের করেন স্তবনে॥
শচী-গর্ভে বৈসে সর্ব্ব ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী-পূর্ণিমা আসি হইলা প্রকাশ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল॥
সঙ্কীর্ত্তন সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার॥
ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কায়।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি শ্রীহরি-কীর্ত্তন॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গা-স্নানে যায়।
হরি বোল হরি বোল বলি সবে ধায়॥
হেন হরি-ধ্বনি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায়॥
অপূর্ব্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ।
সবে বলে নিরন্তর হউক গ্রহণ॥
সবে বলে আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ॥
গঙ্গা-স্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরি-সঙ্কীর্ত্তন॥
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জ্জন।
সবে হরি হরি বলে দেখিয়া গ্রহণ॥
হরি বোল হরি বোল সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি॥
চতুর্দ্দিকে পুষ্প-বৃষ্টি করে দেবগণ।
জয় শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ॥
হেনই সময়ে প্রভু জগত-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন॥

ধানশী।

রাহু-কবল ইন্দু, প্রকাশ নাম-সিন্ধু,
কলি-মর্দ্দন বাজে বানা।
পহুঁ ভেল প্রকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ,
জয় জয় পড়িল ঘোষণা॥
হে মাই! দেখত গৌরচন্দ্র।
নদীয়ার লোক-, শোক সব নাশল,
দিনে দিনে বাঢ়ল আনন্দ॥
দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
বাজে বেণু বিষাণ।
শ্রীচৈতন্য ঠাকুর, নিত্যানন্দ প্রভু,
বৃন্দাবন দাস রস গান॥

ধানশী।

জিনিয়া রবি-কর, শ্রীঅঙ্গ সুন্দর,
নয়নে হেরই না পারি।

আয়ত লোচন, ঈষত বঙ্কিম,
উপমা নাহিক বিচারি ॥
(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনী-মণ্ডলে,
চৌদিকে শুনিয়া উল্লাস।
এক হরি-ধ্বনি, আব্রহ্ম ভরি শুনি,
গৌরাঙ্গ-চাঁদের পরকাশ ॥
চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পরিসর,
দোলয়ে তথি বনমাল।
চাঁদ সুশীতল, শ্রীমুখ-মণ্ডল,
আজানু বাহু বিশাল ॥
দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্য ধন্য,
উঠয়ে জয় জয় নাদ।
কোই নাচত, কোই গায়ত,
কলি হৈলা হরিষে বিষাদ ॥
চারি-বেদ-শির-, মুকুট চৈতন্য,
পামর মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্য চন্দ্র, নিতাই ঠাকুর,
বৃন্দাবন দাস রস গানে ॥

পঠমঞ্জরী।

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ দিকে উঠিল আনন্দ ॥ ১ ॥
রূপ কোটী মদন জিনিয়া।
হাসে নিজ-কীর্ত্তন শুনিয়া ॥ ২ ॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি ॥ ৩ ॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে।
সব অঙ্গে জগ-মন লোভে ॥ ৪ ॥
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ ॥ ৫ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবন দাস গুণ গান ॥ ৬

নট মঙ্গল।

চৈতন্য-অবতার, শুনিয়া দেবগণ,
উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল-তাপ-হর, শ্রীমুখ-চন্দ্র দেখি,
আনন্দে হইলা বিহ্বল রে ॥
অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি করি যত দেব,
সবেই নর-রূপ ধরি রে।
গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি,
লখিতে কেহো নাহি পারি রে ॥
দশ দিকে ধায়, লোক নদীয়ায়,
বলিয়া উচ্চ হরি হরি রে।
মানুষ দেবে মেলি, এক ঠাঁই করে কেলি,
আনন্দে নবদ্বীপ পূরি রে ॥
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে।
গ্রহণ-অন্ধকারে, লখিতে কেহো নারে,
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্য-খেলা রে ॥
কেহো পড়ে স্তুতি, কারো হাতে ছাতি,
কেহো চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে, কেহো পুষ্প বরিষে,
আনন্দে নাচে গায় রে ॥
সব ভক্ত সঙ্গে করি, আইলা গৌরহরি,
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গান রে ॥

মঙ্গল।

দুন্দুভি ডিণ্ডিম, মঙ্গল জয়ধ্বনি,
গায় মধুর রসাল রে।
বেদের অগোচরে, আজু ভেটব,
বিলম্বে নাহি আর কাজ রে॥
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল কোলাহল,
সাজ সাজ বলি সাজ রে।
বহু পুণ্য ভাগ্যে, চৈতন্য-পরকাশ,
পাওল নবদ্বীপ মাঝ রে॥
অন্যোন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘনেঘন,
লাজ কেহো নাহি মান রে।
নদীয়া-পুরন্দর-, জনম উল্লাসে ভর,
আপন পর নাহি জান রে॥
ঐছন কৌতুকে, আইলা নবদ্বীপে,
চৌদিকে শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গৌর-রস, বিহ্বল পরবশ,
চৈতন্য জয় জয় গান রে॥
দেখিল শচী-গৃহে, গৌরাঙ্গ-সুন্দরে,
একত্র যৈছে কোটি চান্দ রে।
মানুষ-রূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি,
বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে॥
সকল শক্তি সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র,
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, চাঁদ প্রভু জান,
বৃন্দাবন দাস রস গান রে॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র-জন্মবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

হেত মতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার॥
চতুর্দ্দিগে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে হরি বলি যায়েন ধাইয়া॥
যার মুখে জন্মেও নাহিক হরিনাম।
সেহো হরি বলি ধায় করি গঙ্গা-স্নান॥
দশ দিগ পূর্ণ হৈল উঠি হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি॥
শচী জগন্নাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ।
দুই জন হইলেন আনন্দ-স্বরূপ॥
কি বিধি করিব ইহা কিছুই না স্ফুরে।
আথে ব্যথে নারীগণ জয়কার পুরে॥
ধাইয়া আইলা সবে যত আপ্তগণ।
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন॥
শচীর জনক চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রতি লগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর॥
মহারাজ-লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি চক্রবর্ত্তী হইল বিস্ময়ে॥
বিপ্র-রাজা গৌড়ে হইবেক হেন আছে।
বিপ্র বলে সেই বা জানিব তা পাছে॥
মহা-জ্যোতির্ব্বিৎ বিপ্র সবার অগ্রেতে।
লগ্ন-অনুরূপ কথা লাগিলা কহিতে॥
লগ্নে যত দেখি এই বালক-মহিমা।
রাজা হেন বাক্যে তার দিতে নারি সীমা॥
বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে বিদ্যাবান্।
অল্পেই হইবে সর্ব্ব গুণের নিধান॥
সেই খানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য কর্ম্ম করয়ে কথন॥

বিপ্র বলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহা হৈতে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইবে স্থাপন॥
ইহা হইতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার।
এই শিশু করিবে সর্ব্ব জগত উদ্ধার॥
ব্রহ্মা শিব শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ।
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্ব্বজন॥
সর্ব্বভূত-দয়ালু নির্ব্বেদ দরশনে।
সর্ব্ব জগতের প্রীতি হইব ইহানে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিব চরণ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কীর্ত্তি গাইব ইহান।
আদি বিপ্র এ শিশুরে করিব প্রণাম॥
ভাগবত-ধর্ম্মময় ইহান শরীর।
দেব-দ্বিজ-গুরু-পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ধীর॥
বিষ্ণু যেন অবতরি লওয়ায়েন ধর্ম্ম।
সেইমত এ শিশু করিবে সর্ব্ব কর্ম্ম॥
লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান।
কার শক্তি আছে তাহা করিতে ব্যাখান॥
ধন্য তুমি মিশ্র পুরন্দর ভাগ্যবান্।
এ নন্দন যার তারে রহুক প্রণাম॥
হেন কোষ্ঠী গণিলাম আমি ভাগ্যবান্।
শ্রীবিশ্বম্ভর নাম হইব ইহান॥
ইহানে বলিব লোক নবদ্বীপ-চন্দ্র।
এ বালক জানিহ কেবল পরানন্দ॥
হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস॥
শুনি জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের আখ্যান।
আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান॥
কিছু নাহি সুদরিদ্র তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণে ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে॥
সেই বিপ্র কান্দে জগন্নাথ-পায়ে ধরি।
আনন্দে সকল লোক বলে হরি হরি॥
দিব্য কোষ্ঠী শুনি যত বান্ধব সকল।
জয় জয় দিয়া সবে করেন মঙ্গল॥
ততক্ষণে আইল সকল বাদ্যকার।
মৃদঙ্গ সানাঞি বংশী বাজয়ে অপার॥
দেব-স্ত্রীয়ে নর-স্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে।
দেবে নরে একত্র হইল ভালমতে॥
দেব-মাতা সব্য হাতে ধান্য দূর্ব্বা লৈয়া।
হাসি দেন প্রভু শিরে 'চিরায়ু' বলিয়া॥
চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ।
অতএব চিরায়ু বলিয়া হৈল হাস॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী সব শচী-দেবী দেখে।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে কারো না আইসে মুখে॥
শচীর চরণ-ধূলি লয় দেবীগণ।
আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন॥
কি আনন্দ হইল সে জগন্নাথ-ঘরে।
বেদে অনন্তে তাহা বর্ণিতে না পারে॥
লোকে দেখে শচী-গৃহে, সর্ব্ব নদীয়ায়।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহনে না যায়॥
কি নগরে কি চত্বরে কিবা গঙ্গা-তীরে।
নিরবধি সর্ব্ব লোক হরি-ধ্বনি করে॥
জন্মযাত্রা মহোৎসব নিশায় গ্রহণে।
আনন্দ করেন কেহো মর্ম্ম নাহি জানে॥
চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী-পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘ-শুক্লা-ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী-পৌর্ণমাসী॥

সর্ব্ব যাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্য তিথি।
সর্ব্ব শুভ লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥
ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যেহেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরো সেইমত তিথির চরিত্র॥
গৌরচন্দ্র-আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নহে তার জন্মে বা মরণে॥
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি-ফল ধরে।
জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥
আদিখণ্ড-কথা বড় শুনিতে সুন্দর।
যঁহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ॥
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি দেখি।
তাহান কৃপায় যে বোলায় তাহা লেখি॥
ভক্ত সঙ্গে গৌরচন্দ্র-পদে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীগৌরচন্দ্রস্য কোষ্ঠীগণনাবর্ণনং
নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধ্যায়।

জয় জয় কমল-নয়ন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্তবৃন্দ
হেন শুভ দৃষ্টি প্রভু করহ আমারে।
অহর্নিশ চিত্ত যেন ভজয়ে তোমারে॥
হেনমতে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
শচী-গৃহে দিনে দিনে বাঢ়য়ে আনন্দ॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
আনন্দ-সাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ॥
ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান্।
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম॥
যত আপ্তবর্গ আছে সর্ব্ব পরিকরে।
অহর্নিশ সবে থাকি বালকে আবরে॥
বিষ্ণু-রক্ষা পড়ে কেহো দেবী-রক্ষা পড়ে।
মন্ত্র পড়ি ঘর কেহো চারি দিগ বেড়ে॥
তাবত কান্দেন প্রভু কমল-লোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ॥
পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন॥
সর্ব্ব লোকে আবরিয়া থাকে সর্ব্বক্ষণ।
কৌতুক করয়ে যে রসিক দেবগণ॥
কোনো দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সান্ধায়।
ছায়া দেখি সবে বলে এই চোর যায়॥
'নরসিংহ নরসিংহ' কেহো করে ধ্বনি।
অপরাজিতার স্তোত্র কারো মুখে শুনি॥
নানা মন্ত্রে কেহো দশ দিগ বন্ধ করে।
উঠিল পরম কলরব শচী-ঘরে॥
প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায়।
সবে বলে এইমতে আসিয়া পলায়॥
কেহো বলে ধর ধর এই চোর যায়।
'নৃসিংহ নৃসিংহ' কেহো ডাকয়ে সদায়॥
কোনো ওঝা বলে আজি এড়াইলি ভাল।
না জানিস নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল॥

সেই খানে থাকি দেব হাসে অলক্ষিতে।
পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে॥
বালক-উত্থান-পর্ব্বে যত নারীগণ।
শচী সঙ্গে গঙ্গা-স্নানে করিলা গমন॥
বাদ্য গীত কোলাহলে করি গঙ্গা-স্নান।
আগে গঙ্গা পূজি তবে গেলা ষষ্ঠী-স্থান॥
যথাবিধি পূজি সব দেবের চরণ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ॥
খই কলা তৈল সিন্দূর গুয়া পাণ।
সবারে দিলেন আই করিয়া সম্মান॥
বালকেরে আশিষিয়া সর্ব্ব নারীগণ।
চলিলেন গৃহে বন্দি আইর চরণ॥
হেনমতে বৈসে প্রভু আপন লীলায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
করাইতে চাহে প্রভু আপন-কীর্ত্তন।
এতদর্থে করে প্রভু সঘনে রোদন॥
যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃপুনঃ করি করয়ে ক্রন্দন॥
হরি হরি বলি যদি ডাকে সর্ব্বজনে।
তবে প্রভু হাসি চান শ্রীচন্দ্র-বদনে॥
জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্ব্বজন মেলি।
সদাই বলেন হরি দিয়া করতালি॥
আনন্দে করয়ে সবে হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন॥
এইমতে বৈসে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে॥
যে সময়ে কোনো জন না থাকয়ে ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিথারে॥
বিথারিয়া সকল ফেলায় চারি ভিতে।
সর্ব্ব ঘর ভরে তৈল দুগ্ধ ঘোল ঘৃতে॥
জননী আইসে হেন জানিয়া আপনে।
শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদনে॥
হরি হরি বলিয়া সান্ত্বনা করে মায়।
ঘরে দেখে সব দ্রব্য গড়াগড়ি যায়॥
কে ফেলিল সর্ব্ব-গৃহে ধান্য চালু মুদ্গ।
ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ॥
সবে চারি মাসের বালক আছে ঘরে।
কে ফেলিল হেন কেহো বুঝিতে না পারে॥
সব পরিজন আসি মিলিল তথায়।
মনুষ্যের চিহ্ন মাত্র কেহো নাহি পায়॥
কেহো বলে দানব আসিয়াছিল ঘরে।
রক্ষা লাগি শিশুরে নারিল লঙ্ঘিবারে॥
শিশু লঙ্ঘিবারে না পাইয়া ক্রোধ-মনে।
অপচয় করি পলাইল নিজ-স্থানে॥
মিশ্র জগন্নাথ দেখি চিত্তে বড় ধন্দ।
দৈব হেন জানি কিছু না বলিল মন্দ॥
দৈব-অপচয় দেখি দুই জনে চাহে।
বালক দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে॥
এই মত প্রতিদিন করেন কৌতুক।
নাম-করণের কাল হইল সম্মুখ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আদি বিদ্যাবান্।
সর্ব্ব বন্ধুগণের হইল উপস্থান॥
মিলিলা বিস্তর আসি পতিব্রতাগণ।
লক্ষ্মী-প্রায় দীপ্ত সবে সিন্দূর-ভূষণ॥
নাম থুইবার সবে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বলয়ে এক অন্যে বলে আর॥
ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাই।
শেষ যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাই॥
বলেন বিদ্বান্ সব করিয়া বিচার।
এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার॥

এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব দেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥
জগত হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিল নারায়ণে॥
অতএব ইহান শ্রীবিশ্বম্ভর নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান॥
নিমাই যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।
সেহো নাম দ্বিতীয় ডাকিব সর্ব্বজন॥
সর্ব্ব-শুভক্ষণ নাম-করণ-সময়।
গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণ পঢ়য়॥
দেবগণে নরগণে একত্র মঙ্গল।
হরিধ্বনি শঙ্খ ঘণ্টা বাজয়ে সকল॥
ধান্য পুঁথি খড়ি স্বর্ণ রজতাদি যত।
ধরিতে আনিয়া সবে কৈলা উপনীত॥
জগন্নাথ বলে শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয় তাহা ধরহ সত্বর॥
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥
পতিব্রতাগণে জয় দেয় চারিভিত।
সবেই বলেন বড় হইব পণ্ডিত॥
কেহো বলে শিশু বড় হইবে বৈষ্ণব।
অল্পে সর্ব্ব শাস্ত্রের জানিবে অনুভব॥
যে দিকে হাসিয়া প্রভু চান বিশ্বম্ভর।
আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবর॥
যে করয়ে কোলে সেই এড়িতে না জানে।
দেবের দুর্ল্লভ কোলে করে নারীগণে॥
প্রভু যেই কান্দে সেই ক্ষণে নারীগণ।
হাতে তালি দিয়া করে হরি-সঙ্কীর্ত্তন॥
শুনিয়া নাচেন প্রভু কোলের উপরে।
বিশেষে সকল নারী হরি-ধ্বনি করে॥
নিরবধি সবার বদনে হরিনাম।
ছলে বলায়েন প্রভু হেন ইচ্ছা তান॥
তান ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম্ম সিদ্ধ নহে।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে॥
এইমতে করাইয়া নিজ-সঙ্কীর্ত্তন।
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
জানু পাতি চলে প্রভু পরম সুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর॥
পরম নির্ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গনে বিহরে।
কিবা অগ্নি সর্প যাহা দেখে তাহা ধরে॥
এক দিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালক-লীলায়॥
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেঢ়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা সর্প উপরে শুইয়া॥
আথে ব্যথে সবে দেখি হায় হায় করে।
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে॥
গরুড় গরুড় বলি ডাকে সর্ব্বজন।
পিতা মাতা আদি ভয়ে করয়ে ক্রন্দন॥
চলিলা অনন্ত শুনি সবার ক্রন্দন।
পুনঃ ধরিবারে যান শ্রীশচীনন্দন॥
ধরিয়া আনিয়া সবে করিলেন কোলে।
চিরজীবী হও করি নারীগণ বোলে॥
কেহো রক্ষা বান্ধে কেহো পড়ে স্বস্তিবাণী।
কেহো বিষ্ণু-পাদোদক অঙ্গে দেয় আনি॥
কেহো বলে বালকের পুনঃ জন্ম হৈল।
কেহো বলে জাতি-সর্প তেঞি না লঙ্ঘিল॥
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সবারে চাহিয়া।
পুনঃপুনঃ যায়, সবে আনেন ধরিয়া॥
ভক্তি করি যে এ সব বেদগোপ্য শুনে।
সংসার-ভুজঙ্গ তারে না করে লঙ্ঘনে॥

এই মত দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন।
হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ॥
জিনিয়া কন্দর্প-কোটী সর্ব্বাঙ্গের রূপ।
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ॥
সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।
কমল নয়ন যেন গোপালের বেশ॥
আজানুলম্বিত ভুজ অরুণ অধর।
সকল-লক্ষণ-যুক্ত বক্ষ পরিসর॥
সহজে অরুণ গৌর-দেহ মনোহর।
বিশেষে অঙ্গুলি কর চরণ সুন্দর॥
বালক-স্বভাবে প্রভু যবে চলি যায়।
রক্ত পড়ে হেন দেখি মায়ে ত্রাস পায়॥
দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন তথাপি দোঁহে মহা-আনন্দিত॥
কাণাকাণি করে দোঁহে নির্জ্জনে বসিয়া।
কোন মহাপুরুষ বা জন্মিলা আসিয়া॥
হেন বুঝি সংসার-দুঃখের হৈল অন্ত।
জন্মিল আমার ঘরে হেন গুণবন্ত॥
এমন শিশুর রীত কভু নাহি শুনি।
নিরবধি নাচে হাসে শুনি হরিধ্বনি॥
তাবত ক্রন্দন করে প্রবোধ না মানে।
বড় করি হরি-ধ্বনি যাবত না শুনে॥
উষাকাল হইতে সকল নারীগণ।
বালক বেঢ়িয়া সবে করে সঙ্কীর্ত্তন॥
হরি বলি নারীগণে দেয় করতালি।
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় ধূসর।
হাসি উঠে জননীর কোলের উপর॥
হেন অঙ্গভঙ্গী করি নাচে গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ॥

হেনমতে শিশু ভাবে হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন প্রভু নাহি বুঝে কোনো জন॥
নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘর বাহিরে।
পরম চঞ্চল কেহো ধরিতে না পারে॥
একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।
খই কলা সন্দেশ যা দেখে তাই চায়॥
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম মোহন।
যে জন না চিনে সেহো দেয় ততক্ষণ॥
সবেই সন্দেশ কলা দেয়েন প্রভুরে।
খাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে॥
যে সকল স্ত্রীগণে গায়েন হরিনাম।
তা সবারে আনি সব করেন প্রদান॥
বালকের বুদ্ধি দেখি হাসে সর্ব্বজন।
হাতে তালি দিয়া 'হরি' বলে অনুক্ষণ॥
কি বিহানে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রি সন্ধ্যায়
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়॥
নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ-ঘরে।
প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে॥
কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে কারো ভাত খায়।
হাঁড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়॥
যার ঘরে শিশু থাকে তাহারে কান্দায়।
কেহো দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায়॥
দৈবযোগে যদি কেহো পারে ধরিবারে।
তবে তার পায় ধরি করে পরিহারে॥
এবার ছাড়হ মোরে না আসিব আর।
আর যদি চুরি করোঁ দোহাই তোমার॥
দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি সবাই বিস্মিত।
রুষ্ট নহে কেহো সবে করেন পিরীত॥
নিজ পুত্র হইতেও সবে স্নেহ করে।
দরশন মাত্রে সর্ব্ব-চিত্ত-বৃত্তি হরে॥

এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
স্থির নহে এক ঠাঞি বুলয়ে সদায়॥
এক দিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে।
যুক্তি করে কার শিশু বেড়ায় নগরে॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি দিব্য অলঙ্কার।
হরিবারে দুই চোরে চিন্তে পরকার॥
বাপ বাপ বলি এক চোরে লৈল কোলে।
এতক্ষণ কোথা ছিলে আর চোরে বলে॥
ঝাট ঘরে আইস বাপ বলে দুই চোরে।
হাসি হাসি বলে প্রভু চল যাই ঘরে॥
আথে ব্যথে কোলে করি দুই চোর ধায়।
লোকে বলে যার শিশু সেই লয়ে যায়॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
মহাতুষ্ট চোর অলঙ্কার-দরশনে॥
কেহো মনে ভাবে মুঞি নিমু তাড় বালা।
এই মতে দুই চোরে খায় মনকলা॥
দুই চোর চলি যায় নিজ মর্ম্ম-স্থানে।
স্কন্ধের উপরে হাসি যান ভগবানে॥
একজন প্রভুরে সন্দেশ দেয় করে।
আর জনে বলে এই আইলাম ঘরে॥
এই মত ভাণ্ডিয়া অনেক দূরে যায়।
হেথা যত আপ্তগণ চাহিয়া বেড়ায়॥
কেহো কেহো বলে আইস আইস বিশ্বম্ভর
কেহো ডাকে নিমাই করিয়া উচ্চৈঃস্বর॥
পরম ব্যাকুল হইলেন সর্ব্ব জন।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন॥
সবে সর্ব্ব-ভাবে লৈলা কৃষ্ণের শরণ।
প্রভু লঞা যায় চোর আপন ভবন॥
বৈষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথ-ঘরে আইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে॥
চোর দেখে আইলাম নিজ-মর্ম্ম-স্থানে।
অলঙ্কার হরিতে হইলা সাবধানে॥
চোর বলে নাম বাপ আইলাম ঘর।
প্রভু বলে হয় হয় নামাও সত্বর॥
যেখানে সকল গণে মিশ্র জগন্নাথ।
বিষাদ ভাবেন সবে মাথে দিয়া হাত॥
মায়া-মুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেই স্থানে।
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে॥
নামিলেই মাত্র প্রভু গেলা পিতৃ-কোলে।
মহানন্দ করি সবে হরি হরি বোলে॥
সবার হইল অনির্ব্বচনীয় রঙ্গ।
প্রাণ আসি দেহের হইল যেন সঙ্গ॥
আপনার ঘর নহে দেখে দুই চোরে।
কোথা আসিয়াছি কিছু চিনিতে না পারে॥
গণ্ডগোলে কেবা কারে অবধান করে।
চারিদিকে চাহি চোর পলাইল ডরে॥
পরম অদ্ভুত দুই চোর মনে গণে।
চোর বলে ভেল্‌কি বা দিল কোন জনে॥
চণ্ডী রাখিলেন আজি বলে দুই চোরে।
সুস্থ হৈয়া দুই চোর কোলাকুলি করে॥
পরমার্থে দুই চোর মহা-ভাগ্যবান্।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান॥
এথা সর্ব্বগণে মনে করেন বিচার।
কে আনিল দেহ বস্ত্র শিরে বান্ধি তার॥
কেহো বলে দেখিলাম লোক দুই জন।
শিশু থুই কোন্ দিকে করিল গমন॥
আমি আনিয়াছি কোনো জন নাহি বোলে।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে পড়িলেন ভোলে॥
সবে জিজ্ঞাসেন বাপ কহ ত নিমাঞি।
কে তোমারে আনিল পাইয়া কোন্ ঠাঞি॥

প্রভু বোলে আমি গিয়াছিলাম গঙ্গা-তীরে।
পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে॥
তবে দুই জন আমা কোলেতে করিয়া।
কোন্ পথে এই খানে থুইল আনিয়া॥
সবে বলে মিথ্যা কভু নহে শাস্ত্র-বাণী।
দৈবে রাখে শিশু বৃদ্ধ অনাথ আপনি॥
এই মত বিচার করেন সর্ব্ব জনে।
বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহো তত্ত্ব নাহি জানে॥
এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তাঁরে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
বেদ-গোপ্য এ সব আখ্যান যেই শুনে।
তার দৃঢ় ভক্তি হয় চৈতন্য-চরণে॥
হেনমতে আছে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
অলক্ষিতে বহুবিধ স্বপ্রকাশ করে॥
একদিন ডাকি বলে মিশ্র পুরন্দর।
আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর॥
বাপের বচন শুনি ঘরে ধাঞা যায়।
রুণু ঝুনু করিয়ে নূপুর বাজে পায়॥
মিশ্র বলে কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি।
চতুর্দ্দিকে চায় দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর॥
কি অদ্ভুত দুই জনে মনে মনে গণে।
বচন না স্ফুরে দুই জনের বদনে॥
পুঁথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে।
আর অদ্ভুত দেখে গিয়া গৃহের মাঝেতে॥
সব গৃহে দেখে অপরূপ পদ-চিহ্ন।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন॥
আনন্দিত দোঁহে দেখি অপূর্ব্ব চরণ।
দোঁহে হৈলা পুলকিত সজল-নয়ন॥
পাদপদ্ম দেখি দোঁহে করে নমস্কার।
দোঁহে বলে নিস্তারিনু জন্ম নাহি আর॥
মিশ্র বলে শুন বিশ্বরূপের জননি।
ঘৃত পরমান্ন গিয়া রান্ধহ আপনি॥
ঘরে যে আছেন দামোদর শালগ্রাম।
পঞ্চগব্যে সকালে করাব তানে স্নান॥
বুঝিলাম তিঁহো ঘরে বুলেন আপনি।
অতএব শুনিলাম নূপুরের ধ্বনি॥
এই মতে দুই জনে পরম হরিষে।
শালগ্রাম পূজা করে প্রভু মনে হাসে॥
আর এক কথা শুন পরম অদ্ভুত।
যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথ-সুত॥
পরম সুকৃতি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ-পর্য্যটন॥
ষড়ক্ষর গোপাল-মন্ত্রের উপাসন।
গোপাল-নৈবেদ্য বিনা না করে ভোজন॥
দৈবে ভাগ্যবান্ তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আসিয়া মিলিলা বিপ্র প্রভুর বাটীতে॥
কণ্ঠে বাল-গোপাল ভূষণ শালগ্রাম।
পরম ব্রহ্মণ্য-তেজ অতি অনুপাম॥
নিরবধি মুখে বিপ্র 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
অন্তরে গোবিন্দ-রসে দুই চক্ষু ঢুলে॥
দেখি জগন্নাথ মিশ্র তেজ সে তাঁহার।
সম্ভ্রমে উঠিয়া করিলেন নমস্কার॥
অতিথি-ব্যবহার-ধর্ম্ম যেন মত হয়।
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয়॥
আপনে করিলা তান পাদ প্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন॥
সুস্থ হয়ে বসিলেন যদি বিপ্রবর।
তবে তানে মিশ্র জিজ্ঞাসেন কোথা ঘর॥

বিপ্র বলে আমি উদাসীন দেশান্তরী।
চিত্তের বিক্ষেপে মাত্র পর্য্যটন করি॥
প্রণতি করিয়া মিশ্র বলেন বচন।
জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্য্যটন॥
বিশেষে ত আজি আমার পরম সৌভাগ্য।
আজ্ঞা-দেহ রন্ধনের করি গিয়া কার্য্য॥
বিপ্র বলে কর মিশ্র যে ইচ্ছা তোমার।
হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার॥
রন্ধনের স্থান উপস্করি ভালমতে।
দিলেন সকল সজ্জা রন্ধন করিতে॥
সন্তোষে ব্রাহ্মণ-বর করিয়া রন্ধন।
বসিলেন কৃষ্ণেরে করিতে নিবেদন॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
মনে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন॥
ধ্যান-মাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর।
সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ মূর্ত্তি দিগম্বর।
অরুণ নয়ন কর চরণ সুন্দর॥
হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।
এক গ্রাস খাইলেন দেখে বিপ্রবরে॥
হায় হায় করি ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে।
অন্ন চুরি করিলেক চঞ্চল বালকে॥
আসিয়া দেখেন জগন্নাথ মিশ্রবর।
ভাত খায় হাসে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
ক্রোধে মিশ্র ধাইয়া যায়েন মারিবারে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র ধরিলেন করে॥
বিপ্র বলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্য্য।
কোন্ জ্ঞান বালকের, মারিয়া কি কার্য্য॥
ভাল মন্দ জ্ঞান যার থাকে মারি তারে।
আমার শপথ যদি মারহ উঁহারে॥
দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে।
মাথা নাহি তোলে মিশ্র বচন না স্ফুরে॥
বিপ্র বলে মিশ্র দুঃখ না ভাবিহ মনে।
যে দিনে যে হবে তাহা ঈশ্বর সে জানে॥
ফল মূল আদি গৃহে যে থাকে তোমার।
আনি দেহ আজি তাহা করিব আহার॥
মিশ্র বলে মোরে যদি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান।
আর বার পাক কর করি দেও স্থান॥
গৃহে আছে রন্ধনের সকল সম্ভার।
পুনঃ পাক কর তবে সন্তোষ আমার॥
বলিতে লাগিলা যত ইষ্ট-বন্ধুগণ।
আমা সবা চাহ তবে করহ রন্ধন॥
বিপ্র বলে যেই ইচ্ছা তোমা সবাকার।
করিব রন্ধন সর্ব্বথায় পুনর্ব্বার॥
হরিষ হইলা সবে বিপ্রের বচনে।
স্থান উপস্করিলেন সবে ততক্ষণে॥
রন্ধনের সজ্জা আনি দিলেন ত্বরিতে।
চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে॥
সবেই বলেন শিশু পরম চঞ্চল।
আর বার পাছে নষ্ট করয়ে সকল॥
রন্ধন ভোজন বিপ্র করেন যাবত।
আর বাড়ী লয়ে শিশু রাখহ তাবত॥
তবে শচী-দেবী পুত্র কোলে ত করিয়া।
চলিলেন আর বাড়ী প্রভুরে লইয়া॥
সব নারীগণ বলে কেন রে নিমাই।
এমত করিয়া কি বিপ্রের অন্ন খাই॥
হাসিয়া বলেন প্রভু শ্রীচন্দ্র-বদনে।
আমার কি দোষ বিপ্র ডাকিল আপনে॥
সবেই বলেন ওহে নিমাই ঢাঙ্গাতি।
কি করিবে এবে যে তোমার গেল জাতি॥

কোথাকার ব্রাহ্মণ কোন্ কুল কেবা চিনে।
তার ভাত খাইলে, জাতি রাহিবে কেমনে॥
হাসিয়া কহেন প্রভু আমি যে গোয়াল।
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্ব্বকাল॥
ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়।
এত বলি হাসিয়া সবারে প্রভু চায়॥
ছলে নিজ-তত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
তথাপি না বুঝে কেহো হেন মায়া তান॥
সবেই হাসেন শুনি প্রভুর বচন।
বক্ষ হৈতে এড়িতে কাহারো নাহি মন॥
হাসিয়া যায়েন প্রভু যে জনার কোলে।
সেই জন আনন্দ-সাগর মাঝে বোলে॥
সেই বিপ্র পুনর্ব্বার করিয়া রন্ধন।
লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদন॥
ধ্যানে বাল-গোপাল ভাবেন বিপ্রবর।
জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর॥
মোহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে।
আইলেন বিপ্র-স্থানে হাসিতে হাসিতে॥
অলক্ষিতে এক মুষ্টি অন্ন লঞা করে।
খাইয়া চলিলা প্রভু, দেখে বিপ্রবরে॥
হায় হায় করিয়া উঠিল বিপ্রবর।
ঠাকুর খাইয়া ভাত দিল এক রড়॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া মিশ্র হাতে বাড়ী লৈয়া।
ক্রোধে ঠাকুরেরে লৈয়া যায় খেদাড়িয়া॥
মহাভয়ে প্রভু পলাইলা এক ঘরে।
ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি তর্জ্জ গর্জ্জ করে॥
মিশ্র বলে আজি দেখ করোঁ তোর কার্য্য।
তোর মতে পরম অবোধ আমি আর্য্য॥
হেন মহাচোর শিশু কার ঘরে আছে।
এত বলি ক্রোধে মিশ্র ধায় প্রভু-পাছে॥

সবে ধরিলেন যত্ন করিয়া মিশ্রেরে।
মিশ্র বলে এড় আজি মারিব উহারে॥
সবেই বলেন মিশ্র তুমি ত উদার।
উহারে মারিয়া কোন্ সাধুত্ব তোমার॥
ভাল-মন্দ-জ্ঞান নাহি উহার শরীরে।
পরম অবোধ যে এমন শিশু মারে॥
মারিলেই কোন্ বা শিখিব হেন নয়।
স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল মতি হয়॥
আথে ব্যথে আসি সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মিশ্রের ধরিয়া হাতে বলেন বচন॥
বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্র রায়।
যে দিনে যে হবে তাহা হইবারে চায়॥
আজি কৃষ্ণ অন্ন নাহি লিখেন আমারে।
সবে এই মর্ম্ম-কথা কহিল তোমারে॥
দুঃখে জগন্নাথ মিশ্র নাহি তোলে মুখ।
মাথা হেট করিয়া ভাবেন মহা দুঃখ॥
হেনই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান্।
সেই স্থানে আইলেন মহাজ্যোতিঃধাম॥
সর্ব্ব অঙ্গ নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
চতুর্দ্দশ ভুবনেও নাহিক উপমা॥
স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
মূর্ত্তিভেদে জন্মিলা আপনে নিত্যানন্দ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রের অর্থ সদা স্ফুরয়ে জিহ্বায়।
কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা মাত্র করয়ে সদায়॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মুগ্ধ হৈয়া এক-দৃষ্টে চাহে ঘনেঘন॥
বিপ্র বলে কার পুত্র এই মহাশয়।
সবেই বলেন এই মিশ্রের তনয়॥
শুনিয়া সন্তোষে বিপ্র কৈল আলিঙ্গন।
ধন্য পিতা মাতা যার এহেন নন্দন॥

বিপ্রেরে করিয়া বিশ্বরূপ নমস্কার।
বসিয়া কহেন কথা অমৃতের ধার॥
শুভ দিন তার মহাভাগ্যের উদয়।
তুমি হেন অতিথি যাহার গৃহে হয়॥
জগত শোধিতে সে তোমার পর্য্যটন।
আত্মানন্দে পূর্ণ হই করহ ভ্রমণ॥
ভাগ্য বড় তুমি হেন অতিথি আমার।
অভাগ্য বা কি কহিব উপাস তোমার॥
তুমি উপবাস করি থাক যার ঘরে।
সর্ব্বথা তাহার অমঙ্গল-ফল ধরে॥
হরিষ পাইনু বড় তোমার দর্শনে।
বিষাদ পাইনু বড় এ সব শ্রবণে॥
বিপ্র বলে কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
ফল-মূল কিছু আমি করিব ভোজনে॥
বনবাসী আমি অন্ন কোথায় বা পাই।
প্রায় আমি বনে ফল-মূল মাত্র খাই॥
কদাচিত কোন দিবসে বা পাই অন্ন।
সেহো যদি অবিরোধে হয় উপসন্ন॥
যে সন্তোষ পাইলাম তোমা দরশনে।
তাহাতেই কোটী কোটী করিল ভোজনে॥
ফল-মূল নৈবেদ্য যে কিছু থাকে ঘরে।
তাহা আন গিয়া আজি করিব আহারে॥
উত্তর না করে কিছু মিশ্র জগন্নাথ।
দুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া দুই হাত॥
বিশ্বরূপ বলেন বলিতে বাসি ভয়।
সহজে করুণা-সিন্ধু তুমি দয়াময়॥
পরদুঃখে কাতর স্বভাবে সাধুজন।
পরের আনন্দ সে বাঢ়ায় অনুক্ষণ॥
এতেকে আপনে যদি নিরালম্ব হৈয়া।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর রন্ধন করিয়া॥
তবে আজি আমা গোষ্ঠীর যত দুঃখ।
সকল ঘুচয়ে পাই পরানন্দ-সুখ॥
বিপ্র বলে রন্ধন করিল দুই বার।
তথাপিহ কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার॥
তেঞি বুঝিলাম আজি নাহিক লিখন।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা নাহি কেনে করহ যতন॥
কোটি ভক্ষ্য দ্রব্য যদি থাকে নিজ-ঘরে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে॥
যে দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করহ তথাপি সিদ্ধ নয়॥
নিশাও প্রহর দেড় দুইও বা যায়।
ইহাতে কি আর পাক করিতে যুয়ায়॥
অতএব আজি যত্ন না করিহ আর।
ফল-মূল কিছু মাত্র করিব আহার॥
বিশ্বরূপ বলেন নাহিক কিছু দোষ।
তুমি পাক করিলে সে সবার সন্তোষ॥
এত বলি বিশ্বরূপ ধরিলা চরণ।
সাধিতে লাগিলা সবে করিতে রন্ধন॥
বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর।
করিব রন্ধন বিপ্র বলিলা উত্তর॥
সন্তোষে সবাই হরি বলিতে লাগিলা।
স্থান উপস্কার সবে করিতে লাগিলা॥
আথে ব্যথে স্থান উপস্করি সর্ব্বজনে।
রন্ধনের সামগ্রী আনিলা সেইক্ষণে॥
চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধন।
শিশু আবরিয়া সে রহিল সর্ব্ব-জন॥
পলাইয়া ঠাকুর আছেন যেই ঘরে।
মিশ্র বসিলেন তার মাঝার দুয়ারে॥
সবেই বলেন বান্ধ বাহির দুয়ার।
বাহির হইতে যেন নাহি পারে আর॥

মিশ্র বলে ভাল ভাল এই যুক্তি হয়।
বান্ধিয়া দুয়ার সবে বাহিরে আছয়॥
ঘরে থাকি স্ত্রীগণ বলেন চিন্তা নাই।
নিদ্রা গেল আর কিছু না জানে নিমাই॥
এই মতে শিশু রাখিলেন সর্ব্ব-জন।
বিপ্রের হইল কতক্ষণেতে রন্ধন॥
অন্ন উপস্করি সেই সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
ধ্যানে বসি কৃষ্ণেরে করিলা নিবেদন॥
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
চিত্তে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন॥
নিদ্রা দেবী সবারে ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
মোহিলেন সবেই অচেষ্ট নিদ্রা যায়॥
যে স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন।
আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচীনন্দন॥
বালক দেখিয়া বিপ্র করে হায় হায়।
সবে নিদ্রা যায় কেহো শুনিতে না পায়॥
প্রভু বলে অয়ে বিপ্র তুমি ত উদার।
তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার॥
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি আসি তোমা স্থান॥
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি।
অতএব তোমারে দিলাম দেখা আমি॥
সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ-রূপ॥
এক হস্তে নবনীত আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার॥
নবগুঞ্জা-বেড়া শিখি-পুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্র-মুখে অরুণ অধর শোভা করে॥
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন-কমল।
বৈজয়ন্তী-মালা দোলে মকর-কুণ্ডল॥
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন-নূপুর।
নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর॥
অপূর্ব্ব কদম্ব-বৃক্ষ দেখে সেই খানে।
বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষিগণে॥
গোপ গোপী গাভীগণ চতুর্দ্দিকে দেখে।
যত ধ্যান করে তত দেখে পরতেকে॥
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন॥
করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
শ্রীহস্ত দিলেন তার অঙ্গের উপর॥
শ্রীহস্ত-পরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
আনন্দে হইলা জড় না স্ফুরে বচন॥
পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে মহা-কুতূহলে॥
কম্প স্বেদ পুলকে শরীর স্থির নহে।
নয়নের জল যেন গঙ্গা-ধারা বহে॥
ক্ষণেক ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ।
করিতে লাগিলা উচ্চ করিয়া ক্রন্দন॥
দেখিয়া বিপ্রের আর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিলা উত্তর॥
প্রভু বলে শুন শুন অয়ে বিপ্রবর।
অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর॥
নিরবধি ভাব তুমি দেখিতে আমারে।
অতএব আমি দেখা দিলাম তোমারে॥
আর জন্মে এইরূপে নন্দ-গৃহে আমি।
দেখা দিলাম তোমারে না স্মর তাহা তুমি॥
যবে আমি অবতীর্ণ হৈলাম গোকুলে।
সেই জন্মে তুমি তীর্থ কর কুতূহলে॥

দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দ-ঘরে।
এইমতে তুমি অন্ন নিবেদ আমারে ॥
তাহাতেও এইমত করিয়া কৌতুক।
খাই তোর অন্ন, দেখাইমু এই রূপ ॥
এতেকে আমার তুমি জন্মে জন্মে দাস।
দাস বিনু অন্যে মোর না দেখে প্রকাশ ॥
কহিলাম তোমারে সকল গোপ্য কথা।
কারো স্থানে ইহা নাহি কহিবা সর্ব্বথা ॥
যাবত থাকয়ে মোর এই অবতার।
তাবত কহিলে কারে করিমু সংহার ॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
করাইমু সর্ব্বদেশে কীর্ত্তন-প্রচার ॥
ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তি-যোগ বাঞ্ছা করে।
তাহা বিলাইমু সর্ব্ব প্রতি ঘরে ঘরে ॥
কত দিন থাকি তুমি অনেক দেখিবা।
এ সব আখ্যান এবে কারে না কহিবা ॥
হেনমতে ব্রাহ্মণেরে শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা করি আশ্বাসিয়া গেলা নিজ-ঘর ॥
পূর্ব্ববৎ শুতিয়া থাকিলা শিশু-ভাবে।
যোগনিদ্রা-প্রভাবে কেহো নাহি জাগে ॥
অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখি সেই বিপ্রবর।
আনন্দে পূর্ণিত হৈল সব কলেবর ॥
সর্ব্ব অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন।
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র করেন ভোজন ॥
নাচে গায় হাসে বিপ্র করয়ে হুঙ্কার।
জয় বাল-গোপাল বোলয়ে বারবার ॥
বিপ্রের হুঙ্কারে সবে পাইলা চেতন।
আপনা সম্বরি বিপ্র কৈলা আচমন ॥
নির্ব্বিঘ্নে ভোজন করিলেন বিপ্রবর।
দেখি সুখে সন্তোষ হইলা বহুতর ॥
সবারে কহিতে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ।
ঈশ্বর চিনিয়া সবে পাউক মোচন ॥
ব্রহ্মা শিব যাহার নিমিত্ত কাম্য করে।
হেন প্রভু অবতরি আছে বিপ্র-ঘরে ॥
সে প্রভুরে লোক সব করে শিশু-জ্ঞান।
কথা কহি সবেই পাউক পরিত্রাণ ॥
প্রভু করিয়াছে নিবারণ এই ভয়ে।
আজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে বিপ্র কারে নাহি কহে ॥
চিনিয়া ঈশ্বর বিপ্র সেই নবদ্বীপে।
রহিলেন গুপ্তভাবে ঈশ্বর-সমীপে ॥
ভিক্ষা করি বিপ্রবর প্রতি স্থানে স্থানে।
ঈশ্বরেরে আসিয়া দেখেন প্রতিদিনে ॥
বেদ-গোপ্য এ সকল মহাচিত্র কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে সর্ব্বথা ॥
আদিখণ্ড-কথা যেন অমৃত-শ্রবণ।
যঁহি শিশু-রূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥
সর্ব্বলোক-চূড়ামণি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লক্ষ্মীকান্ত সীতাকান্ত শ্রীগৌরসুন্দর ॥
ত্রেতাযুগে হইয়া যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
নানামত লীলা করি বধিলা রাবণ ॥
হইলা দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
নানামতে করিলেন ভূভার খণ্ডন ॥
অনন্ত মুকুন্দ যারে সর্ব্ব বেদে কয়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সেই সুনিশ্চয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে নামকরণ-
শৈশবচাপল্যবিলাসাদি-বর্ণনং
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধ্যায়।

হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ-গোপাল।
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি কাল॥
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে মিশ্র পুরন্দর।
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর॥
কিছু শেষে মিলিয়া সকল বন্ধুগণ।
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচূড়াকরণ॥
দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়।
পরম বিস্মিত হইয়া সর্ব্বজনে চায়॥
দিন দুই তিনে শিখিলেন সর্ব্ব ফলা।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নাম-মালা॥
রাম কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।
অহর্নিশ লিখেন পড়েন কুতূহলী॥
শিশুগণ সঙ্গে পড়ে বৈকুণ্ঠের রায়।
পরম-সুকৃতি সভে দেখে নদীয়ায়॥
কি মাধুরী করি প্রভু 'ক খ গ ঘ' বোলে।
তাহা শুনিতেই মাত্র সর্ব্ব জীব ভোলে॥
অদ্ভুত করেন ক্রীড়া শ্রীগৌরসুন্দর।
যখন যে চাহে সেই পরম দুষ্কর॥
আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষী তাহা চায়।
না পাইলে কান্দিয়া ধূলায় গড়ি যায়॥
ক্ষণে চাহে আকাশের চন্দ্র তারাগণ।
হস্ত পদ আছাড়িয়া করয়ে ক্রন্দন॥
সান্ত্বনা করেন সভে করি নিজ-কোলে।
স্থির নহে বিশ্বম্ভর—'দেহ, দেহ' বলে॥
সবে একমাত্র আছে মহা প্রতীকার।
হরিনাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর॥
হাতে তালি দিয়া সবে বলে হরি হরি।
তখন সুস্থির হয় চাঞ্চল্য পাসরি॥
বালকের প্রতি সবে বলে হরিনাম।
জগন্নাথ-গৃহ হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥
একদিন সভে হরি বলে অনুক্ষণ।
তথাপিহ প্রভু পুনঃ করেন ক্রন্দন॥
সভেই বলেন শুন বাপ রে নিমাই।
ভাল করি নাচ এই হরিনাম গাই॥
না শুনে বচন কারো করয়ে ক্রন্দন।
সভেই বলেন বাপ কান্দ কি কারণ॥
সবে বলে কহ বাপ কি ইচ্ছা তোমার।
সেই দ্রব্য আনি দিব না কান্দহ আর॥
প্রভু বলে যদি মোর প্রাণ-রক্ষা চাহ।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ॥
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত।
এই দুই স্থানে আমার আছে অভিমত॥
একাদশী-উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার॥
সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ॥
অসম্ভব শুনিয়া জননী করে খেদ।
হেন কথা কহে যেই নহে লোক বেদ॥
সবেই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
সবে বলে দিব বাপ সম্বর ক্রন্দন॥
পরম বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুই জন।
জগন্নাথ মিশ্র সহ অভেদ-জীবন॥
শুনিয়া শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর।
সন্তোষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর॥
দুই বিপ্র বলে, মহা অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি॥
কেমতে জানিল আজি শ্রীহরি-বাসর।
কেমতে বা জানিল যে নৈবেদ্য বহুতর॥

বুঝিলাম এ শিশু পরম রূপবান্।
অতএব এ দেহে গোপাল-অধিষ্ঠান॥
এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন॥
মনে ভাবি, দুই বিপ্র সর্ব্ব উপহার।
আনিয়া দিলেন করি হরিষ অপার॥
দুই বিপ্র বলে বাপ খাও উপহার।
সকল কৃষ্ণের সাৎ হইল আমার॥
কৃষ্ণ-কৃপা হইলে এমন বুদ্ধি হয়।
দাস বিনু অন্যের এ বুদ্ধি কভু নয়॥
ভক্তি বিনা চৈতন্য গোসাঞি নাহি জানি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে গণি॥
হেন প্রভু বিপ্রশিশু-রূপে ক্রীড়া করে।
চক্ষু ভরি দেখে জন্ম-জন্মের কিঙ্করে॥
সন্তোষ হইলা সব পাই উপহার।
অল্প অল্প কিছু প্রভু খাইল সবার॥
হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়।
ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায়॥
'হরি হরি' হরিষে বলয়ে সর্ব্বজনে।
খায় আর নাচে প্রভু আপন কীর্ত্তনে॥
কতক ফেলে ভূমিতে কতক কারো গায়।
এই মত লীলা করে ত্রিদশের রায়॥
যে প্রভুরে সর্ব্ব বেদে পুরাণে বাখানে।
হেন প্রভু খেলে শচীদেবীর অঙ্গনে॥
ডুবিলা চাঞ্চল্য-রসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চপল যত দ্বিজের কোঙর॥
সবার সহিত গিয়া পড়ে নানা স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোনো জনে॥
অন্য শিশু দেখিলে যে করে কুতূহল।
সেহো পরিহাস করে, বাজয়ে কোন্দল॥
প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু-বলে।
অন্য শিশুগণ যত সব হারি চলে॥
ধূলায় ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখন-কালির বিন্দু শোভে মনোহর॥
পড়িয়া শুনিয়া সর্ব্ব শিশুগণ সঙ্গে।
গঙ্গা-স্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু রঙ্গে॥
মজিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী।
শিশুগণ সঙ্গে করে জল ফেলাফেলি॥
নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।
অসংখ্যাত লোক এক ঘাটে স্নান করে॥
কতক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।
না জানি কতেক শিশু মিলে তঁহি আসি॥
সবারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে॥
জল-ক্রীড়া করে গৌর সুন্দর-শরীর।
সভার গায়েতে লাগে চরণের নীর॥
সভে মানা করে তবু নিষেধ না মানে।
ধরিতেও কেহো নাহি পারে এক স্থানে॥
পুনঃপুনঃ সবারে করায় প্রভু স্নান।
কারে ছোঁয়ে কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান॥
না পাইয়া প্রভুর নাগালী বিপ্রগণে।
সবে চলিলেন তাঁর জনকের স্থানে॥
শুন শুন ওহে মিশ্র পরম বান্ধব।
তোমার পুত্রের অপন্যায় শুন সব॥
ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গা-স্নান।
কেহো বলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান॥
আরো বলে "কারে ধ্যান কর এই দেখ।
কলিযুগে নারায়ণ মুঞি পরতেক॥"
কেহো বলে মোর শিব-লিঙ্গ করে চুরি।
কেহো বলে মোর লয়ে পলায় উত্তরী॥

কেহো বলে পুষ্প দূর্ব্বা নৈবেদ্য চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জা বিষ্ণুর আসন॥
আমি করি স্নান হেথা বৈসে সে আসনে।
সব খাই পরি তবে করে পলায়নে॥
আরো বলে তুমি কেনে দুঃখ ভাব মনে।
যার লাগি কৈলে সেই খাইল আপনে॥
কেহো বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥
কেহো বলে আমার না রহে সাজি ধুতি।
কেহো বলে আমার চোরায় গীতা পুঁথি॥
কেহো বলে পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥
কেহো বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে।
মুঞি রে মহেশ বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥
কেহো বলে বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
স্ত্রী-বাসে পুরুষ-বাস করয়ে বদল।
পরিবার বেলা সভে লজ্জায় বিকল॥
পরম বান্ধব তুমি মিশ্র জগন্নাথ।
নিত্য এই মত করে কহিল তোমাত॥
দুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে।
দেহ বা তাহার ভাল থাকিবে কেমতে॥
হেন কালে পার্শ্ববর্ত্তী যতেক বালিকা।
কোপ-মনে আইলেন শচীদেবী যথা॥
শচী সম্বোধিয়া সভে বলেন বচন।
শুন ঠাকুরাণি নিজ পুত্রের করণ॥
বসন করয়ে চুরি বলে অতি মন্দ।
উত্তর করিলে জল দেয় করে দ্বন্দ্ব॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বলে বড় বোল।
কেহো বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥
ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে।
কেহো বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে॥
প্রতিদিন এই মত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার॥
পূরুবে শুনিল যেন নন্দের কুমার।
সেই মত সব করে নিমাই তোমার॥
দুঃখে বাপ মায়েরে বলিব যেই দিনে।
ততক্ষণে কোন্দল হইব তোমা সনে॥
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম্ম কভু নহে ভাল॥
শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী।
সভে কোলে করিয়া বলেন প্রিয়-বাণী॥
নিমাই আইলে আজি এড়িব বান্ধিয়া।
আর যেন উপদ্রব নাহি করে গিয়া॥
শচীর চরণ-ধূলি লঞা সবে শিরে।
তবে চলিলেন পুনঃ স্নান করিবারে॥
যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে।
পরমার্থে সভার সন্তোষ বড় মনে॥
কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র-স্থানে।
শুনি মিশ্র তর্জ্জে গর্জ্জে সদম্ভ-বচনে॥
নিরবধি এ ব্যভার করয়ে সভারে।
ভাল মতে গঙ্গা-স্নান না দেয় করিবারে॥
এই ঝাট যাঙ তার শাস্তি করিবারে।
সভে রাখিলেহ কেহো রাখিতে না পারে॥

ক্রোধ করি যখন চলিল মিশ্রবর।
জানিলা গৌরাঙ্গ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর॥
গঙ্গাজলে কেলি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব বালকের মধ্যে অতি মনোহর॥
কুমারিকা সবে বলে শুন বিশ্বম্ভর।
মিশ্র আইসেন এই পলাহ সত্বর॥
শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে।
পলাইল ব্রাহ্মণ-কুমারী সব ডরে॥
সবারে শিখান প্রভু মিশ্রে কহিবার।
স্নানে নাহি আইলেন তোমার কুমার॥
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
আমরাও আছি এই তাহার লাগিয়া॥
শিখাইয়া আর পথে প্রভু গেলা ঘর।
গঙ্গা-ঘাটে আসিয়া মিলিলা মিশ্রবর॥
আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারি দিকে চায়।
শিশুগণ মধ্যে পুত্র দেখিতে না পায়॥
মিশ্র জিজ্ঞাসেন বিশ্বম্ভর কতি গেলা।
শিশুগণ বলে আজি স্নানে না আইলা॥
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
সবে আছি এই তার অপেক্ষা করিয়া॥
চারি দিকে চাহে মিশ্র হাতে বাড়ি লঞা।
তর্জ্জ গর্জ্জ করে বড় লাগ না পাইয়া॥
কৌতুকে যাহারা নিবেদন কৈল গিয়া।
সেই সব বিপ্র পুনঃ বলয়ে আসিয়া॥
ভয় পাই বিশ্বম্ভর পলাইলা ঘরে।
ঘরে চল, তুমি কিছু বল পাছে তারে॥
আর বার আসি যদি চঞ্চলতা করে।
আমরাই ধরি দিব তোমার গোচরে॥
কৌতুকে সে কথা কহিলাম তোমা স্থানে।
তোমা বহি ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥
সে হেন নন্দন যার গৃহ মাঝে থাকে।
কি করিবে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোখ রোগ শোকে।
তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।
তার মহাভাগ্য যার এহেন নন্দন॥
কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে।
তবু তারে থুইবাঙ হৃদয় উপরে॥
জন্মে জন্মে কৃষ্ণ-ভক্ত এই সব জন।
এ সব উত্তম বুদ্ধি ইহার কারণ॥
অতএব প্রভু নিজ সেবক সহিতে।
নানা ক্রীড়া করে কেহো না পারে বুঝিতে।
মিশ্র বলে সেহ পুত্র তোমা সবাকার।
যদি অপরাধ লহ শপথ আমার॥
তা সবার সঙ্গে মিশ্র করি কোলাকুলি।
গৃহে চলিলেন মিশ্র হয়ে কুতূহলী॥
আর পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাতেতে মোহন পুঁথি যেন শশধর॥
লিখন-কালির বিন্দু শোভে গৌর-অঙ্গ।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গ॥
'জননি' বলিয়া প্রভু লাগিলা ডাকিতে।
তৈল দেহ মোরে যাই সিনান করিতে॥
পুত্রের বচন শুনি শচী হরষিত।
কিছুই না দেখে অঙ্গে স্নানের চিহ্নিত॥
তৈল দিয়া শচীদেবী মনে মনে গণে।
বালিকারা কি বলিল কিবা দ্বিজগণে॥
লিখন-কালির বিন্দু আছে সব অঙ্গে।
সেই বস্ত্র পরিধান সেই পুঁথি সঙ্গে॥
ক্ষণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর।
মিশ্র দেখি কোলে উঠিলেন বিশ্বম্ভর॥
সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে।
আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্র-দরশনে॥

মিশ্র দেখে সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ব্যাপিত।
স্নান-চিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত॥
মিশ্র বলে বিশ্বম্ভর কি বুদ্ধি তোমার।
লোকেরে না দেহ কেনে স্নান করিবার॥
বিষ্ণু-পূজা-সজ্জ কেনে কর অপহার।
বিষ্ণু করিয়াও ভয় নাহিক তোমার॥
প্রভু বলে আজি আমি নাহি যাই স্নানে।
আমার সঙ্গে যত শিশু গেল আগুয়ানে॥
সকল লোকেরে তারা করে অব্যভার।
না গেলেও সবে দোষ কহেন আমার॥
না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার।
সত্য তবে করিব সবার অব্যভার॥
এত বলি হাসি প্রভু যান গঙ্গা-স্নানে।
পুনঃ সেই মিলিলেন শিশুগণ সনে॥
বিশ্বম্ভরে দেখি সবে আলিঙ্গন করি।
হাসয়ে সকল শিশু শুনিয়া চাতুরী॥
সবেই প্রশংসে ভাল নিমাই চতুর।
ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রচুর॥
জলকেলি করে প্রভু সব শিশু সনে।
এথা শচী জগন্নাথ মনে মনে গণে॥
যে যে কহিলেন কথা সেহ মিথ্যা নহে।
তবে কেন স্নান-চিহ্ন কিছু নাহি দেহে॥
সেই মত অঙ্গে ধূলা সেই মত বেশ।
সেই পুঁথি সেই বস্ত্র সেই মত কেশ॥
এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়ারূপে কৃষ্ণ বা জন্মিলা মোর ঘর॥
কোন্ মহাপুরুষ বা কিছুই না জানি।
হেনমতে চিন্তিতে, আইলা দ্বিজমণি॥
পুত্র-দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার।
স্নেহে পূর্ণ হৈলা দোঁহে কিছু নাহি আর॥

যে দুই প্রহর প্রভু যায় পড়িবারে।
সেই দুই যুগ হই থাকে সে দোঁহারে॥
কোটি রূপে কোটি মুখে বেদে যদি কয়।
তবু এ দোঁহার ভাগ্য নাহি সমুচ্চয়॥
শচী-জগন্নাথ-পায়ে বহু নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ পুত্ররূপে যাঁর॥
এই মত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহো তাহান মায়ায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে
বাল্যচাপল্যাদি-লীলা-বর্ণনং
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জয় জয় মহা-মহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
জয় জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয়-ভক্তবৃন্দ॥
জয় জগন্নাথ-শচী-পুত্র সর্ব্ব-প্রাণ।
কৃপা-দৃষ্ট্যে প্রভু সব জীবে কর ত্রাণ॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
বাল্যলীলা-ছলে করে প্রকাশ বিস্তর॥
নিরন্তর চপলতা করে সবা সনে।
মায়ে শিখালেও তবু প্রবোধ না মানে॥
শিখাইলে হয় আরো দ্বিগুণ চঞ্চল।
গৃহে যাহা পায় তাহা ভাঙ্গয়ে সকল॥
ভয়ে আর কিছু না বোলয়ে বাপ মায়।
স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে খেলায় লীলায়॥

আদিখণ্ড-কথা যেন অমৃত-শ্রবণ।
যঁহি শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ॥
পিতা মাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয়॥
প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্।
আজন্ম-বিরক্ত সর্ব্ব গুণের নিধান॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে সকলে বাখানে বিষ্ণু-ভক্তি।
খণ্ডিতে তাহার ব্যাখ্যা নাহি কারো শক্তি॥
শ্রবণে বদনে মনে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনা আর না বলে না শুনে॥
অনুজের দেখি অতি বিলক্ষণ-রীত।
বিশ্বরূপ মনে গণে হইয়া বিস্মিত॥
এ বালক কভু নহে প্রাকৃত ছাওয়াল।
রূপে আচরণে যেন শ্রীবাল-গোপাল॥
যত অমানুষী কর্ম্ম নিরবধি করে।
এ বুঝি খেলেন কৃষ্ণ এ শিশু-শরীরে॥
এই মতে চিন্তে বিশ্বরূপ মহাশয়।
কাহারে না ভাঙ্গে তত্ত্ব স্বকর্ম্ম করয়॥
নিরবধি থাকে সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।
কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-ভক্তি কৃষ্ণ-পূজা রঙ্গে॥
জগত প্রমত্ত ধন-পুত্র-মিথ্যা-রসে।
দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সবে উপহাসে॥
আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
"যতি সতী তপস্বীও যাইব মরিয়া॥
তারে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে।
দশ বিশ জন যার আগে পাছে নড়ে॥
এত যে গোসাঞি-ভাবে করহ ক্রন্দন।
তবু ত দারিদ্র্য-দুঃখ না হয় খণ্ডন॥
ঘন ঘন হরি হরি বলি ছাড় ডাক।
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক॥"

এইমত বলে কৃষ্ণ-ভক্তিশূন্য জনে।
শুনি মহা দুঃখ পায় ভাগবতগণে॥
কোথাও না শুনে কেহো কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দগ্ধ দেখে সকল সংসার অনুক্ষণ॥
দুঃখ বড় পায় বিশ্বরূপ ভগবান্।
না শুনে অভীষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের আখ্যান॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা কারো না আইসে জিহ্বায়॥
কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে।
ভক্তি হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে॥
অদ্বৈত আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন॥
দুঃখে বিশ্বরূপ প্রভু মনে মনে গণে।
না দেখিব লোক-মুখ চলি যাব বনে॥
ঊষাকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গা-স্নান।
অদ্বৈত-সভায় আসি হয় উপস্থান॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বাখানেন কৃষ্ণভক্তি সার।
শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার॥
পূজা ছাড়ি বিশ্বরূপে ধরি করে কোলে।
আনন্দে বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে॥
কৃষ্ণানন্দে ভক্তগণ করে সিংহ-নাদ।
কারো চিত্তে আর নাহি স্ফুরয়ে বিষাদ॥
বিশ্বরূপ ছাড়ি কেহো নাহি যায় ঘরে।
বিশ্বরূপো না আইসেন আপন মন্দিরে॥
রন্ধন করিয়া শচী বলে বিশ্বম্ভরে।
তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে॥
মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত-সভায়।
আইসেন অগ্রজেরে লবার ছলায়॥
আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণব-মণ্ডল।
অন্যোন্যে কহে কৃষ্ণ-কথন-মঙ্গল॥

আপন প্রস্তাব শুনি শ্রীগৌর-সুন্দর।
সবারে করেন শুভ-দৃষ্টি মনোহর॥
প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥
দিগম্বর সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করেন উত্তর॥
ভোজনে আইস ভাই ডাকয়ে জননী।
অগ্রজ-বসন ধরি চলয়ে আপনি॥
দেখি সে মোহন রূপ সর্ব্ব ভক্তগণ।
চকিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ॥
সমাধির প্রায় হইয়াছে ভক্তগণে।
কৃষ্ণের কথন কাঁরু না আইসে বদনে॥
প্রভু দেখি ভক্ত-মোহ স্বভাবেই হয়।
বিনি অনুভবেও দাসের চিত্তে লয়॥
প্রভুও সে আপন ভক্তের চিত্ত হরে।
এ কথা বুঝিতে অন্য জনে নাহি পারে॥
এ রহস্য বিদিত কৈলেন ভাগবতে।
পরীক্ষিত শুনিলেন শুকদেব হৈতে॥
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
শুক-পরীক্ষিতের সংবাদ অনুপাম॥
এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।
শিশু সঙ্গে গৃহে গৃহে ক্রীড়া করি বুলে॥
জন্ম হৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে।
নিজ পুত্র হইতেও স্নেহ করে মনে॥
যদ্যপি ঈশ্বর-বুদ্ধ্যে না জানে কৃষ্ণেরে।
স্বভাবেই পুত্র হৈতে বড় স্নেহ করে॥
শুনিয়া বিস্মিত বড় রাজা পরীক্ষিত।
শুক-স্থানে জিজ্ঞাসেন হই পুলকিত॥
পরম অদ্ভুত কথা কহিলে গোসাঞি।
ত্রিভুবনে এমত কোথাও শুনি নাই॥

নিজ পুত্র হৈতে পর-তনয় কৃষ্ণেরে।
কহ দেখি স্নেহ কৈল কেমন প্রকারে॥
শ্রীশুক কহেন শুন রাজা পরীক্ষিত।
পরমাত্মা সর্ব্ব-দেহে বল্লভ বিদিত॥
আত্মা বিনে বিফল সে যত বন্ধুগণ।
গৃহ হৈতে বাহির করয়ে ততক্ষণ॥
অতএব পরমাত্মা সবার জীবন।
সেই পরমাত্মা এই শ্রীনন্দনন্দন॥
অতএব পরমাত্মা সবার কারণে।
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে॥
এহো কথা ভক্ত প্রতি অন্য প্রতি নহে।
অন্যথা জগতে কেহো স্নেহ না করয়ে॥
কংসাদিরো আত্মা কৃষ্ণ তবে হিংসে কেনে।
পূর্ব্ব অপরাধ আছে তাহার কারণে॥
সহজে শর্করা মিষ্ট সর্ব্বজনে জানে।
কেহো তিক্ত বাসে জিহ্বা-দোষের কারণে॥
জিহ্বার সে দোষ, শর্করার দোষ নাঞি।
অতএব সর্ব্ব-মিষ্ট চৈতন্য গোসাঞি॥
এই নবদ্বীপেতে দেখিল সর্ব্বজনে।
তথাপিহ কেহো না জানিল ভক্ত বিনে॥
ভক্তের সে চিত্ত প্রভু হরে সর্ব্বথায়।
বিহরয়ে নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়॥
মোহিয়া সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
অগ্রজ লইয়া চলিলেন নিজ-ঘর॥
মনে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রতি বলিলা অদ্বৈত।
কোন্ বস্তু এ বালক না জানি নিশ্চিত॥
প্রশংসিতে লাগিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
অপূর্ব্ব শিশুর রূপ-লাবণ্য-কথন॥

নামমাত্র বিশ্বরূপ চলিলেন ঘরে।
পুনঃ আইলেন শীঘ্র অদ্বৈত-মন্দিরে॥
না ভায় সংসার-সুখ বিশ্বরূপ-মনে।
নিরবধি থাকে কৃষ্ণ-আনন্দ-কীর্ত্তনে॥
গৃহে আইলেও গৃহ-ব্যভার না করে।
নিরবধি থাকে বিষ্ণু-গৃহের ভিতরে॥
বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতামাতা।
শুনি বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা॥
ছাড়িব সংসার বিশ্বরূপ মনে ভাবে।
চলিবাঙ বনে মাত্র এই মনে জাগে॥
ঈশ্বরের চিত্ত-বৃত্তি ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কত দিনে॥
জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য॥
চলিলেন যদি বিশ্বরূপ মহাশয়।
শচী জগন্নাথ দগ্ধ হইলা হৃদয়॥
গোষ্ঠী সহ ক্রন্দন করয়ে ঊর্দ্ধরায়।
ভাইর বিরহে মূর্চ্ছা গেলা গৌর-রায়॥
সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি।
হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথ-পুরী॥
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস দেখিয়া ভক্তগণ।
অদ্বৈতাদি সবে বহু করিলা ক্রন্দন॥
উত্তম মধ্যম যে শুনিলা নদীয়ায়।
হেন নাহি যে শুনিয়া দুঃখ নাহি পায়॥
জগন্নাথ শচীর বিদীর্ণ হয় বুক।
নিরন্তর ডাকে বিশ্বরূপ বিশ্বরূপ॥
পুত্র-শোকে মিশ্রচন্দ্র হইলা বিহ্বল।
প্রবোধ করয়ে বন্ধু বান্ধব সকল॥
স্থির হও মিশ্র কেনে দুঃখ ভাব মনে।
সর্ব্ব গোষ্ঠী উদ্ধারিল সেই মহাজনে॥
গোষ্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস॥
হেন কর্ম্ম করিলেন নন্দন তোমার।
সফল হইল বিদ্যা সকল তাহার॥
আনন্দ বিশেষ আরো করিতে জুয়ায়।
এত বলি সকলে ধরয়ে হাতে পায়॥
এই কুল-ভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর।
এই পুত্র হইবে তোমার বংশধর॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব দুঃখ ঘুচিবে তোমার।
কোটী পুত্রে কি করিবে এ পুত্র যাহার॥
এই মত সবে বুঝায়েন বন্ধুগণ।
তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয় খণ্ডন॥
যে তে মতে ধৈর্য্য করে মিশ্র মহাশয়।
বিশ্বরূপ-গুণ স্মরি ধৈর্য্য পাসরয়॥
মিশ্র বলে এই পুত্র রহিবেক ঘরে।
ইহাতে প্রমাণ মোর না লয় অন্তরে॥
দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র নিলেন কৃষ্ণ সে।
যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা হইব সেই সে॥
স্বতন্ত্র জীবের তিলার্দ্ধেকো শক্তি নাঞি।
দেহেন্দ্রিয় কৃষ্ণ সমর্পিল তোমা ঠাঞি॥
এইরূপ জ্ঞানযোগে মিশ্র মহাধীর।
অল্পে অল্পে চিত্তবৃত্তি করিলেন স্থির॥
হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের অভেদ শরীর॥
যে শুনয়ে বিশ্বরূপ-প্রভুর সন্ন্যাস।
কৃষ্ণভক্তি হয় তার ছিণ্ডে কর্ম্ম-ফাঁস॥
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস শুনিয়া ভক্তগণ।
হরিষ বিষাদ সবে ভাবে অনুক্ষণ॥
যে বা ছিল স্থান কৃষ্ণ-কথা কহিবার।
তাহা কৃষ্ণ হরিলেন আমা সবাকার॥

আমরাও না রহিব চলিবাঙ বনে।
এ পাপিষ্ঠ-লোক-মুখ না দেখি যেখানে॥
পাষণ্ডীর বাক্য-জ্বালা সহিব বা কত।
নিরন্তর অসৎ-পথে সর্ব্বলোক রত॥
কৃষ্ণ হেন নাম নাহি শুনি কারো মুখে।
সকল সংসার ডুবি মরে মিথ্যা সুখে॥
বুঝাইলে কেহো কৃষ্ণ-পথ নাহি লয়।
উলটিয়া আরো উপহাস সে করয়॥
"কৃষ্ণ ভজি তোমার হইল কোন্ সুখ।
মাগিয়া সে খাও আরো বাঢ়ে যত দুঃখ॥"
যোগ্য নহে এ সব লোকের সনে বাস।
বনে চলিবাঙ বলি সবে ছাড়ে শ্বাস॥
প্রবোধেন সবারে অদ্বৈত মহাশয়।
পাইবা পরমানন্দ সবেই নিশ্চয়॥
এবে বড় বাসি মুঞি হৃদয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি কৃষ্ণচন্দ্র করিলা প্রকাশ॥
সবে কৃষ্ণ গাও গিয়া পরম হরিষে।
এথাই দেখিবে কৃষ্ণ কথোক দিবসে॥
তোমা সবা লঞা হৈব কৃষ্ণের বিলাস।
তবে সে অদ্বৈত হঙ শুদ্ধ কৃষ্ণ-দাস॥
কদাচিত যাহা পায় শুক বা প্রহ্লাদ।
তো সবার ভৃত্যেও সে পাইবে প্রসাদ॥
শুনি অদ্বৈতের অতি অমৃত-বচন।
পরমানন্দে হরি বলে সব ভক্তগণ॥
হরি বলি ভক্তগণ করয়ে হুঙ্কার।
সুখময় চিত্ত-বৃত্তি হইল সবার॥
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে শ্রীগৌরসুন্দর।
হরিধ্বনি শুনি যায় বাড়ীর ভিতর॥
কি কার্য্যে আইলা বাপ বলে ভক্তগণে।
প্রভু বলে তোমরা ডাকিলে মোরে কেনে॥
এত বলি প্রভু শিশু সঙ্গে ধাই যায়।
তথাপি না জানে কেহো প্রভুর মায়ায়॥
যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির॥
নিরবধি থাকে পিতা-মাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয়ে যেন জননী জনকে॥
খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্দ্ধেকো পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে॥
একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আর বার উলটিয়া সবারে ঠেকায়॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব বুদ্ধি সবেই প্রশংসে।
সবে বলে ধন্য পিতা মাতা হেন বংশে॥
সন্তোষে কহেন সবে জগন্নাথ-স্থানে।
তুমি ত কৃতার্থ মিশ্র এহেন নন্দনে॥
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে।
বৃহস্পতি জিনিয়া হইব বিদ্যাবানে॥
শুনিলেই সর্ব্ব অর্থ আপনে বাখানে।
তান ফাকি বাখানিতে নারে কোনো জনে॥
শুনিয়া পুত্রের গুণ জননী হরিষ।
মিশ্র পুন চিত্তে বড় হয় বিমরিষ॥
শচী প্রতি বলে জগন্নাথ মিশ্রবর।
এহো পুত্র না রহিব সংসার ভিতর॥
এই মত বিশ্বরূপ পড়ি সর্ব্বশাস্ত্র।
জানিল সংসার সত্য নহে তিলমাত্র॥
সর্ব্ব-শাস্ত্র-মর্ম্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর।
অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির॥
এহো যদি সর্ব্ব শাস্ত্রে হৈব জ্ঞানবান্।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ করিব পয়ান॥
এই পুত্র সবে দুই জনের জীবন।
ইহা না দেখিলে দুই জনের মরণ॥

অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাঞি।
মূর্খ হৈয়া ঘরে মোর রহুক নিমাঞি॥
শচী বলে মূর্খ হইলে জীবেক কেমনে।
মূর্খেরে ত কন্যাও না দিবে কোনো জনে॥
মিশ্র বলে তুমি ত অবোধ বিপ্র-সুতা।
হর্ত্তা কর্ত্তা পিতা কৃষ্ণ সবার রক্ষিতা॥
জগত পোষণ করে জগতের নাথ।
পাণ্ডিত্য পোষয়ে কেবা কহিল তোমাত॥
কিবা মূর্খ কি পণ্ডিত যাহার যেখানে।
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ সে হৈব আপনে॥
কুল বিদ্যা আদি উপলক্ষণ সকল।
সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্ব বল॥
সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমাত।
পড়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত॥
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে॥
অতএব বিদ্যা আদি না করে পোষণ।
কৃষ্ণ সে সবার করে পোষণ পালন॥

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনং।
অনারাধিত-গোবিন্দ-চরণস্য কথং ভবেৎ॥

যে ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দের আরাধনা করে নাই, তাহার কষ্ট ব্যতীত মরণ কিম্বা দুঃখ ব্যতীত জীবন-ধারণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যা-ধনে॥
কৃষ্ণ-কৃপা বিনে নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যা কুল কোটি কোটি ধন॥
যার গৃহে আছয়ে সকল উপভোগ।
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন এক রোগ॥
কিছু বিলসিতে নারে দুঃখে পুড়ি মরে।
যার নাহি তাহা হৈতে দুঃখী বলি তারে॥
এতেকে জানিহ থাকিলেও কিছু নহে।
যার যেমন কৃষ্ণ-আজ্ঞা সেই সত্য হয়ে॥
এতেকে না কর চিন্তা পুত্র প্রতি তুমি।
কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র কহিলাঙ আমি॥
যাবত শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবত তিলেক দুঃখ নাহিক উহার॥
আমার সবারে কৃষ্ণ আছেন রক্ষিতা।
কিবা চিন্তা তুমি যার মাতা পতিব্রতা॥
পড়িয়া নাহিক কার্য্য বলিল তোমারে।
মূর্খ হই পুত্র মোর রহু মাত্র ঘরে॥
এত বলি পুত্রেরে ডাকিলা মিশ্রবর।
মিশ্র বলে শুন বাপ আমার উত্তর॥
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।
ইহাতে অন্যথা কর, শপথ আমার॥
যে তোমার ইচ্ছা বাপ তাই দিব আমি।
গৃহে বসি পরম মঙ্গলে থাক তুমি॥
এত বলি মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।
পড়িতে না পায় আর প্রভু বিশ্বম্ভর॥
নিত্য ধর্ম্ম সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
না লঙ্ঘ জনক-বাক্য, পড়িতে না যায়॥
অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যারস-ভঙ্গে।
পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইলা শিশু সঙ্গে॥
কিবা নিজ-ঘরে প্রভু কিবা পর-ঘরে।
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে অপচয় করে॥
নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে।
সর্ব্ব রাত্রি শিশু সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে॥
কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই শিশু মেলি।
বৃষ-প্রায় হইয়া চলেন কুতূহলী॥

যার বাড়ী কলা-বন দেখি থাকে দিনে।
রাত্রি হৈলে বৃষরূপে ভাঙ্গয়ে আপনে॥
গরু-জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে হায় হায়।
জাগিলে গৃহস্থ, শিশু-সংহতি পলায়॥
কারো ঘরে দ্বার দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে।
লঘ্বী গুর্ব্বী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে॥
কে বান্ধিল দুয়ার করয়ে হায় হায়।
জাগিলে গৃহস্থ, প্রভু উঠিয়া পলায়॥
এই মত রাত্রি দিনে ত্রিদশের রায়।
শিশুগণ সঙ্গে ক্রীড়া করে সর্ব্বদায়॥
এতেক চাপল্য করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তথাপিও মিশ্র কিছু না করে উত্তর॥
একদিন মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।
পড়িতে না পায় প্রভু ক্রোধিত-অন্তর॥
বিষ্ণু-নৈবেদ্যের যত বর্জ্য হাণ্ডীগণ।
বসিলেন প্রভু হাঁড়ী করিয়া আসন॥
এ বড় নিগূঢ় কথা শুন এক-মনে।
কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধি হয় ইহার শ্রবণে॥
বর্জ্য হাঁড়ীগণ সব করি সিংহাসন।
তথি বসি হাসে গৌর সুন্দর-বদন॥
লাগিল হাঁড়ীর কালি সর্ব্ব গৌর-অঙ্গে।
কনক পুতলি যেন লেপিয়াছে গন্ধে॥
শিশুগণ জানাইল গিয়া শচী-স্থানে।
নিমাঞি বসিয়া আছে হাঁড়ীর আসনে॥
মায়ে আসি দেখিয়া করেন হায় হায়।
এ স্থানেতে বাপ বসিবারে না জুয়ায়॥
বর্জ্য হাঁড়ী ইহা সব পরশিলে স্নান।
এতদিনে তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান॥
প্রভু বলে তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিবে কেমতে॥
মূর্খ আমি না জানিয়ে ভাল মন্দ স্থান।
সর্ব্বত্র আমার হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান॥
এত বলি হাসে বর্জ্য হাঁড়ীর আসনে।
দত্তাত্রেয়-ভাব প্রভু হইলা তখনে॥
মায়ে বলে তুমি যে বসিলা মন্দ স্থানে।
এবে তুমি পবিত্র বা হইবা কেমনে॥
প্রভু বলে মাতা তুমি বড় শিশুমতি।
অপবিত্র স্থানে কভু মোর নহে স্থিতি॥
যথা মোর স্থিতি সেই সর্ব্ব পুণ্যস্থান।
গঙ্গা আদি সর্ব্ব তীর্থ তঁহি অধিষ্ঠান॥
আমার সে কাল্পনিক শুচি বা অশুচি।
স্রষ্টার কি দোষ আছে, মনে ভাব বুঝি॥
লোক-বেদ-মতে যদি অশুদ্ধ বা হয়।
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয়॥
এ সব হাঁড়ীতে মূলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি করিলা রন্ধন॥
বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু দুষ্ট নয়।
এ হাঁড়ী-পরশে আরো স্থান শুদ্ধ হয়॥
এতেকে আমার বাস নহে মন্দ স্থানে।
সবার শুদ্ধতা মোর পরশ কারণে॥
বাল্যভাবে সর্ব্ব তত্ত্ব কহি প্রভু হাসে।
তথাপি না বুঝে কেহ তান মায়া-বশে॥
সবেই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
স্নান আসি কর শচী বলেন তখন॥
না আইসেন প্রভু সেইখানে বসি আছে।
শচী বলে ঝাট আইস বাপে জানে পাছে॥
প্রভু বলে যদি মোরে না দেহ পড়িতে।
তবে মুঞি নাহি যাঙ কহিল তোমাতে॥
সবেই ভর্ৎসেন ঠাকুরের জননীরে।
সবে বলে কেনে নাহি দেহ পড়িবারে॥

যত্ন করি কেহ নিজ বালক পড়ায়।
কত ভাগ্যে পড়িতে আপনে শিশু চায়॥
কোন্ শত্রু হেন বুদ্ধি দিল বা তোমারে।
ঘরে মূর্খ করি পুত্র রাখিবার তরে॥
ইহাতে শিশুর দোষ তিলার্দ্ধেকো নাঞি।
সভাই বলেন বাপ আইস নিমাঞি॥
আজি হৈতে তুমি যদি না পাও পড়িতে।
তবে অপচয় তুমি ক'রো ভালমতে॥
না আইসে প্রভু সেইখানে বসি হাসে।
সুকৃতী সকল সুখ-সিন্ধু মাঝে ভাসে॥
আপনে ধরিয়া শিশু আনিলা জননী।
হাসে গৌরচন্দ্র যেন ইন্দ্রনীলমণি॥
তত্ত্ব কহিলেন প্রভু দত্তাত্রেয়-ভাবে।
না বুঝিল কেহো বিষ্ণু-মায়ার প্রভাবে॥
স্নান করাইল লঞা শচী পুণ্যবতী।
হেন কালে আইলেন মিশ্র মহামতি॥
মিশ্র-স্থানে শচী সব কহিলেন কথা।
পড়িতে না পায় পুত্র মনে ভাবে ব্যথা॥
সবেই বলেন মিশ্র তুমি ত উদার।
কার বোলে পুত্র নাহি দেহ পড়িবার॥
যে করিবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়।
চিন্তা পরিহরি দেহ পড়িতে নির্ভয়॥
ভাগ্য সে বালক চাহে আপনে পড়িতে।
ভাল দিনে যজ্ঞসূত্র দেহ ভালমতে॥
মিশ্র বলে তোমরা পরম বন্ধুগণ।
তোমরা যে বল সেই আমার বচন॥
অলৌকিক দেখিয়া শিশুর সব কর্ম্ম।
বিস্ময় ভাবেন কেহো নাহি জানে মর্ম্ম॥
মধ্যে মধ্যে কোন জন বড় ভাগ্যবানে।
পূর্ব্বে কহি রাখিয়াছে জগন্নাথ-স্থানে॥
প্রাকৃত বালক কভু এ বালক নহে।
যত্ন করি এ বালকে রাখিহ হৃদয়ে॥
নিরবধি গুপ্তভাবে প্রভু কেলি করে।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক দ্বিজ-অঙ্গনে বিহরে॥
পড়িতে পাইলা প্রভু বাপের আদেশে।
হইলেন মহাপ্রভু আনন্দ-বিশেষে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীবিশ্বরূপ-সন্ন্যাসাদি-বর্ণনং
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তম অধ্যায়।

জয় জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় শচী-জগন্নাথ-গৃহ-শশধর॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের নিধান॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
হেনমতে মহাপ্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
নিগূঢ়ে আছেন কেহো চিনিতে না পারে॥
বাল্য-ক্রীড়া নাম যত আছে পৃথিবীতে।
সকল খেলায় প্রভু কে পারে কহিতে॥
বেদ দ্বারে ব্যক্ত হৈব সকল পুরাণে।
কিছু শেষে শুনিব সকল ভাগ্যবানে॥
এইমতে গৌরচন্দ্র বাল্যরসে ভোলা।
যজ্ঞোপবীতের কাল আসিয়া মিলিলা॥
যজ্ঞসূত্র পুত্রেরে দিবারে মিশ্রবর।
বন্ধুবর্গ ডাকিয়া আনিলা নিজ-ঘর॥

পরম হরিষে সভে আসিয়া মিলিলা।
যার যেন যোগ্য কার্য্য করিতে লাগিলা॥
স্ত্রীগণেতে জয় দিয়া কৃষ্ণ-গুণ গায়।
নটগণে মৃদঙ্গ সানাঞি বংশী বায়॥
বিপ্রগণে বেদ পড়ে ভাটে রায়বার।
শচী-গৃহে হইল আনন্দ-অবতার॥
যজ্ঞসূত্র ধরিবেন শ্রীগৌরসুন্দর।
শুভযোগ সকল আইল শচী-ঘর॥
শুভ মাস শুভ দিন শুভ ক্ষণ করি।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
শোভিল শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র মনোহর।
সূক্ষ্মরূপে 'শেষ' বা বেঢ়িলা কলেবর॥
হইলা বামন-রূপ প্রভু গৌরচন্দ্র।
দেখিতে সবার বাড়ে পরম আনন্দ॥
অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য তেজ দেখি সর্ব্ব-গণে।
নর-জ্ঞান আর কেহো নাহি করে মনে॥
হাতে দণ্ড কান্ধে ঝুলি শ্রীগৌরসুন্দর।
ভিক্ষা করে প্রভু সব সেবকের ঘর॥
যার যথাশক্তি ভিক্ষা সভাই সন্তোষে।
প্রভুর ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে॥
দ্বিজপত্নী-রূপ ধরি ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী।
যত পতিব্রতা মুনিবর্গের গৃহিণী॥
শ্রীবামন-রূপ প্রভুর দেখিয়া সন্তোষে।
সভেই ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া দিয়া হাসে॥
প্রভুও করেন শ্রীবামন-রূপ-লীলা।
জীবের উদ্ধার লাগি এ সকল খেলা॥
জয় জয় শ্রীবামন-রূপ গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ্ব॥
যে শুনে প্রভুর যজ্ঞসূত্রের গ্রহণ।
সে পায় চৈতন্যচন্দ্র-চরণে শরণ॥

হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক শচী-ঘরে।
বেদের নিগূঢ় লীলারস-ক্রীড়া করে॥
ঘরে সর্ব্ব শাস্ত্রের বুঝিয়া সমীহিত।
গোষ্ঠী-মাঝে প্রভুর পড়িতে হৈল চিত॥
নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক-শিরোমণি।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত যেহেন সান্দীপনি॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ।
তাঁর ঠাঞি পড়িতে প্রভুর সমীহিত॥
বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর।
পুত্র সঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস-দ্বিজ-ঘর॥
মিশ্র দেখি গঙ্গাদাস সম্ভ্রমে উঠিলা।
আলিঙ্গন করি এক আসনে বসিলা॥
মিশ্র বলে পুত্র আমি দিল তোমা স্থানে।
পড়াইবা শুনাইবা সকল আপনে॥
গঙ্গাদাস বলে বড় ভাগ্য সে আমার।
পড়াইমু যত শক্তি আছয়ে আমার॥
শিষ্য দেখি পরম-আনন্দ গঙ্গাদাস।
পুত্র-প্রায় করিয়া রাখিলা নিজ-পাশ॥
যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন।
সকৃৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন॥
গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্ব্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন॥
সহস্র সহস্র শিষ্য পড়ে যত জন।
হেন কার শক্তি আছে দিবারে দূষণ॥
দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্ব-শিষ্য-শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত॥
যত পড়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
সভারেই ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীকমলাকান্ত নাম।
কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান॥

সভারে চালেন প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া।
শিশু-জ্ঞানে কেহো কিছু না বলে হাসিয়া॥
এইমত প্রতিদিন পড়িয়া শুনিয়া।
গঙ্গা-স্নানে চলে নিজ বয়স্য লইয়া॥
পড়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপ-পুরে।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গাস্নান করে॥
একো অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ।
অন্যোন্যে কলহ করেন অনুক্ষণ॥
প্রথম বয়স প্রভুর স্বভাব চঞ্চল।
পড়ুয়াগণের সহ করেন কোন্দল॥
কেহো বলে তোর গুরু কোন্ বুদ্ধি তার।
কেহো বলে এই দেখ আমি শিষ্য যার॥
এইমত অল্পে অল্পে হয় গালাগালি।
তবে জল ফেলাফেলি তবে দেয় বালি॥
তবে হয় মারামারি যে যাহারে পারে।
কর্দ্দম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহো মারে॥
রাজার দোহাই দিয়া কেহো কারে ধরে।
মারিয়া পলায় কেহো গঙ্গার ওপারে॥
এত হুড়াহুড়ি করে পড়ুয়া সকল।
বালি-কাদাময় সব হয় গঙ্গা-জল॥
জল ভরিবারে নাহি পারে নারীগণ।
না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
এইমত প্রভু প্রতি ঘাটে ঘাটে যায়॥
প্রতি ঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঞি ঠাঞি॥
প্রতি ঘাটে যায় প্রভু গঙ্গায় সাঁতারি।
একো ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি॥
যত যত প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ।
তারা বলে কলহ করহ কি কারণ॥
জিজ্ঞাসা করহ বুঝি কার কোন্ বুদ্ধি।
বৃত্তি পাঁজি টীকার কে জানে দেখি শুদ্ধি॥
প্রভু বলে ভাল ভাল এই কথা হয়।
জিজ্ঞাসুক আমারে যাহার চিত্তে লয়॥
কেহো বলে এত কেনে কর অহঙ্কার।
প্রভু বলে জিজ্ঞাসহ যে চিত্তে তোমার॥
ধাতুসূত্র বাখানহ বলে সে পড়ুয়া।
প্রভু বলে বাখানি যে শুন মন দিয়া॥
সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত প্রভু ভগবান্।
করিলেন সূত্র-ব্যাখ্যা যে হয় প্রমাণ॥
ব্যাখ্যা শুনি সবে বলে প্রশংসা-বচন।
প্রভু বলে এবে শুন করিয়ে খণ্ডন॥
যত বাখানিল তাহা দূষিল সকল।
প্রভু বলে স্থাপ এবে কার আছে বল॥
চমৎকার সভাই ভাবেন মনে মনে।
প্রভু বলে শুন এবে করিয়ে স্থাপনে॥
পুন হেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্দ্র।
সর্ব্বমতে সুন্দর কোথাও নাহি মন্দ॥
যত সব প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ।
সন্তোষে সভেই করিলেন আলিঙ্গন॥
পড়ুয়া সকল বলে আজি ঘরে যাও।
কালি যে জিজ্ঞাসি তাহা বলিবারে চাও॥
এইমত প্রতিদিন জাহ্নবীর জলে।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক বিদ্যা-রসে খেলা খেলে॥
এই ক্রীড়া লাগিয়া সর্ব্বজ্ঞ বৃহস্পতি।
শিষ্য সহ নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি॥
জলক্রীড়া করে প্রভু শিশুগণ সঙ্গে।
ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ওপার হয় রঙ্গে॥
বহু মনোরথ পূর্ব্বে আছিল গঙ্গার।
যমুনায় দেখি কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার॥

কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য।
নিরবধি গঙ্গা এই বলিতেন বাক্য॥
যদ্যপিও গঙ্গা অজ-ভবাদি-বন্দিতা।
তথাপিও যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা॥
বাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর॥
করি বহুবিধ ক্রীড়া জাহ্নবীর জলে।
গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কুতূহলে॥
যথাবিধি করি প্রভু শ্রীবিষ্ণু-পূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন॥
ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জ্জনে॥
আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।
ভুলিলা পুস্তক-রসে সর্ব্ব-দেব-মণি॥
দেখিয়া আনন্দে ভাসে মিশ্র মহাশয়।
হরিষেতে রাত্রি দিন কিছু না জানয়॥
দেখিতে দেখিতে জগন্নাথ পুত্র-মুখ।
তিলে তিলে পায় অনির্ব্বচনীয় সুখ॥
যেমতে পুত্রের রূপ করে মিশ্র পান।
সশরীরে সাযুজ্য হইল কিবা তান॥
সাযুজ্য বা কোন্ উপাধিক সুখ তানে।
সাযুজ্যাদি-সুখ মিশ্র অল্প করি মানে॥
জগন্নাথ-মিশ্র-পায় বহু নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ পুত্র-রূপে যাঁর॥
এই মত মিশ্রচন্দ্র দেখিতে পুত্রেরে।
নিরবধি ভাসে মিশ্র আনন্দ-সাগরে॥
কামদেব জিনিয়া প্রভু সে রূপবান্।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে সে লাবণ্য অনুপাম॥
ইহা দেখি মিশ্রচন্দ্র চিন্তেন অন্তরে।
ডাকিনী দানবে পাছে পুত্রে বল করে॥
ভয়ে মিশ্র পুত্র সমর্পয়ে কৃষ্ণ-স্থানে।
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র আড়ে থাকি শুনে॥
মিশ্র বলে কৃষ্ণ তুমি রক্ষিতা সবার।
পুত্র প্রতি শুভ-দৃষ্টি করিবে আমার॥
যে তোমার চরণ-কমল স্মৃতি করে।
কভু বিঘ্ন না আইসে তাহার মন্দিরে॥
তোমার স্মরণ-হীন যে যে পাপ-স্থান।
তথায় ডাকিনী-ভূত-প্রেত-অধিষ্ঠান॥

তথাহি—ভাঃ ১০।৬।৩।

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি॥

যেখানে যেখানে লোক সকল স্ব স্ব কর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের রাক্ষস-বিনাশকারী লীলাকথা-শ্রবণাদির অনুষ্ঠান না করে, সেই সেই স্থানেই রাক্ষসগণের উপদ্রব পরিলক্ষিত হয়।

আমি তোর দাস প্রভু, যতেক আমার।
রাখিবা আপনে তুমি, সকল তোমার॥
অতএব যত আছে বিঘ্ন বা সঙ্কট।
না আসুক কভু মোর পুত্রের নিকট॥
এইমত নিরবধি মিশ্র জগন্নাথ।
এক-চিত্তে বর মাগে তুলি দুই হাত॥
দৈবে একদিন স্বপ্ন দেখি মিশ্রবর।
হরিষ বিষাদ বড় হইল অন্তর॥
স্বপ্ন দেখি স্তব পড়ি দণ্ডবত করে।
হে গোবিন্দ! নিমাঞি রহুক মোর ঘরে॥
সবে এই বর কৃষ্ণ মাগোঁ তোর ঠাঞি।
গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি॥
শচী জিজ্ঞাসয়ে বড় হইয়া বিস্মিত।
এ সকল বর কেনে মাগ আচম্বিত॥

মিশ্র বলে আজি মুই দেখিনু স্বপন।
নিমাঞি করেছে যেন শিখার মুণ্ডন॥
অদ্ভুত-সন্ন্যাসি-বেশ কহনে না যায়।
হাসে নাচে কান্দে কৃষ্ণ বলে সর্ব্বদায়॥
অদ্বৈত আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
নিমাই বেড়িয়া সবে করেন কীর্ত্তন॥
কখন নিমাঞি বৈসে বিষ্ণুর খট্টায়।
চরণ তুলিয়া দেয় সবার মাথায়॥
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ সহস্র-বদন।
সভেই গায়েন 'জয় শ্রীশচীনন্দন'॥
মহাভয়ে চতুর্দ্দিকে সবে স্তুতি করে।
দেখিয়া আমার মুখে বাক্য নাহি স্ফুরে॥
কতক্ষণে দেখি কোটি কোটি লোক লৈয়া।
নিমাই বুলেন প্রতি নগরে নাচিয়া॥
লক্ষ কোটি লোক নিমাঞির পাছে ধায়।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া সবে হরিধ্বনি গায়॥
চতুর্দ্দিগে শুনি মাত্র নিমাঞির স্তুতি।
নীলাচলে যায় সর্ব্ব ভক্তের সংহতি॥
এই স্বপ্ন দেখি চিন্তা পাঙ সর্ব্বথায়।
বিরক্ত হইয়া পাছে পুত্র বাহিরায়॥
শচী বলে স্বপ্ন তুমি দেখিলা গোসাঞি।
চিন্তা না করিহ ঘরে রহিবে নিমাঞি॥
পুঁথি ছাড়ি নিমাঞি না জানে কোন কর্ম্ম।
বিদ্যারস তার হৈয়াছে সর্ব্ব ধর্ম্ম॥
এইমত পরম উদার দুই জন।
নানা কথা কহে পুত্র-স্নেহের কারণ॥
হেনমতে কত দিন থাকি মিশ্রবর।
অন্তর্দ্ধান হৈলা নিত্যসিদ্ধ-কলেবর॥
মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর।
দশরথ-বিজয়ে যেহেন রঘুবর॥

দুর্নিবার শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ।
অতএব রক্ষা হৈল আইর জীবন॥
দুঃখ বড় এ সকল বিস্তারি কহিতে।
দুঃখ হয় অতএব কহিল সংক্ষেপে॥
হেনমতে জননীর সঙ্গে গৌরহরি।
আছেন নিগূঢ়-রূপে আপনা সম্বরি॥
পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই।
সেই পুত্র-সেবা বহি আর কার্য্য নাই॥
দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র।
মূর্চ্ছা পায় আই দুই চক্ষে হঞা অন্ধ॥
প্রভুও মায়েরে প্রীতি করে নিরন্তর।
প্রবোধেন তানে বলি আশ্বাস-উত্তর॥
শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি।
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরের যে দুর্ল্লভ লোকে বলে।
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিব হেলে।
শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ।
দেহ-স্মৃতিমাত্র নাহি, থাকে কিসে দুখ॥
যাঁর স্মৃতি-মাত্রে সর্ব্ব পূর্ণ হয় কাম।
সে প্রভু যাহার পুত্ররূপে বিদ্যমান॥
তাহার কেমতে দুঃখ রহিবে শরীরে।
আনন্দ-স্বরূপ করিলেন জননীরে॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিপ্রশিশু-রূপে।
আছেন বৈকুণ্ঠ-নাথ স্বানুভাব-সুখে॥
ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ।
আজ্ঞা যেন মহামহেশ্বরের বিলাস॥
কি থাকুক না থাকুক নাহিক বিচার।
কহিলেই না পাইলে রক্ষা নাহি আর॥
ঘর দ্বার ভাঙ্গি ফেলেন সেইক্ষণে।
আপনার অপচয় তাহা নাহি জানে॥

তথাপিও শচী, যে চাহে সেই ক্ষণে।
নানা যত্নে দেন পুত্র-স্নেহের কারণে॥
একদিন প্রভু চলিলেন গঙ্গা-স্নানে।
তৈল আমলকী চাহিলেন মায়ের স্থানে॥
দিব্য মালা সুগন্ধি চন্দন দেহ মোরে।
গঙ্গাস্নান করি চাঙ গঙ্গা পূজিবারে॥
জননী কহেন বাপ শুন মন দিয়া।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আনি গিয়া॥
'আনি গিয়া' যেই মাত্র শুনিল বচন।
ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন॥
এখনে যাইবা তুমি মালা আনিবারে।
এত বলি ক্রুদ্ধ হই প্রবেশিলা ঘরে॥
যতেক আছিল গঙ্গা-জলের কলস।
আগে সব ভাঙ্গিলেন হই ক্রোধ-বশ॥
তৈল ঘৃত লবণ আছিল যাতে যাতে।
সর্ব্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই হাতে॥
ছোট বড় ঘরে যত ছিল ঘট নাম।
সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান্॥
গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল ঘৃত দুগ্ধ।
তণ্ডুল কার্পাস ধান্য লোণ বড়ি মুদগ॥
যতেক আছিল সিকা টানিয়া টানিয়া।
ক্রোধাবেশে ফেলে প্রভু ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া॥
বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে।
খান খান করি চিরি ফেলে দুই করে॥
সব ভাঙ্গি আর যদি নাহি অবশেষ।
তবে শেষে গৃহ প্রতি হৈল ক্রোধাবেশ॥
দোহাতিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে।
হেন প্রাণ নাহি কারো যে নিষেধ করে॥
ঘর দ্বার ভাঙ্গি শেষে বৃক্ষেরে দেখিয়া।
তাহার উপর ঠেঙ্গা পাড়ে দোহাতিয়া॥
তথাপিও ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয়।
শেষে পৃথিবীতে ঠেঙ্গা নাহি সমুচ্চয়॥
গৃহের উপান্তে শচী সশঙ্কিত হৈয়া।
মহাভয়ে আছেন যেহেন লুকাইয়া॥
ধর্ম্ম-সংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম সনাতন।
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন॥
এতাদৃশ ক্রোধ আরো আছেন ব্যাপিয়া।
তথাপিও জননীরে না মারিল গিয়া॥
সকল ভাঙ্গিয়া শেষে আসিয়া অঙ্গনে।
গড়াগড়ি যাইতে লাগিলা ক্রোধ-মনে॥
শ্রীকনক-অঙ্গ হৈল বালুকা-বেষ্টিত।
সেই হৈল মহাশোভা অকথ্য-চরিত॥
কতক্ষণে মহাপ্রভু গড়াগড়ি দিয়া।
স্থির হই রহিলেন শয়ন করিয়া॥
সেই মতে দৃষ্টি কৈলা যোগ-নিদ্রা প্রতি।
পৃথিবীতে শুই আছে বৈকুণ্ঠের পতি॥
অনন্তের শ্রীবিগ্রহে যাঁহার শয়ন।
লক্ষ্মী যাঁর পাদপদ্ম সেবে অনুক্ষণ॥
চারি বেদে যে প্রভুরে করে অন্বেষণে।
সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গনে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে ভাসে।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করয়ে যাঁর দাসে॥
ব্রহ্মা শিব আদি মত্ত যাঁর গুণ-ধ্যানে।
হেন প্রভু নিদ্রা যান শচীর অঙ্গনে॥
এই মত মহাপ্রভু স্বানুভাব-রসে।
নিদ্রা যায় দেখি সর্ব্ব দেবে কান্দে হাসে॥
কতক্ষণে শচীদেবী মালা আনাইয়া।
গঙ্গা পূজিবার সজ্জা প্রত্যক্ষ করিয়া॥
ধীরে ধীরে পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত দিয়া।
ধূলা ঝাড়ি তুলিতে লাগিলা দেবী গিয়া॥

উঠ উঠ বাপ মোর হের মালা ধর।
আপন ইচ্ছায় গিয়া গঙ্গা-পূজা কর॥
ভাল হৈল বাপ যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।
যাউক তোমার সব বালাই লইয়া॥
জননীর বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলা করিতে স্নান লজ্জিত-অন্তর॥
এথা শচী সর্ব্ব গৃহ করি উপস্কার।
রন্ধনের উদ্যোগ লাগিলা করিবার॥
যদ্যপিও প্রভু এত করে অপচয়।
তথাপি শচীর চিত্তে দুঃখ নাহি হয়॥
কৃষ্ণের চাপল্য যেন অশেষ প্রকারে।
যশোদায় সহিলেন গোকুল নগরে॥
এই মত গৌরাঙ্গের যত চঞ্চলতা।
সহিলেন অনুক্ষণ শচী জগন্মাতা॥
ঈশ্বরের ক্রীড়া জানি কহিতে কতেক।
এইমত চঞ্চলতা করেন যতেক॥
সকল সহেন আই কায়-বাক্য-মনে।
হইলেন আই যেন পৃথিবী আপনে॥
কতক্ষণে মহাপ্রভু করি গঙ্গা-স্নান।
আইলেন গৃহে ক্রীড়াময় ভগবান্॥
বিষ্ণু-পূজা করি তুলসীরে জল দিয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥
ভোজন করিয়া প্রভু হৈলা হর্ষ-মন।
হাসিয়া তাম্বুল প্রভু করেন চর্ব্বণ॥
ধীরে ধীরে আই তবে বলিতে লাগিলা।
এত অপচয় বাপ কি কার্য্যে করিলা॥
ঘর দ্বার দ্রব্য যত সকলি তোমার।
অপচয় তোমার সে, কি দায় আমার॥
পড়িবারে তুমি বল এখনি যাইবা।
ঘরেতে সম্বল নাহি কালি কি খাইবা॥

হাসে প্রভু জননীর শুনিয়া বচন।
প্রভু বলে কৃষ্ণ পোষ্টা করিব পোষণ॥
এত বলি পুস্তক লইয়া প্রভু করে।
সরস্বতী-পতি চলিলেন পড়িবারে॥
কতক্ষণ বিদ্যারস করি কুতূহলে।
জাহ্নবীর তীরে আইলেন সন্ধ্যাকালে॥
কতক্ষণ থাকি প্রভু জাহ্নবীর তীরে।
তবে পুন আইলেন আপন মন্দিরে॥
জননীরে ডাক দিয়া আনিয়া নিভৃতে।
দিব্য স্বর্ণ তোলা দুই দিলা তাঁর হাতে॥
দেখ মাতা কৃষ্ণ এই দিলেন সম্বল।
ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করহ সকল॥
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা শয়নে।
পরম বিস্মিত হই আই মনে গণে॥
কোথা হৈতে সুবর্ণ আনয়ে বার বার।
পাছে কোন প্রমাদ জন্মায় আসি আর॥
যেই মাত্র সম্বল-সঙ্কোচ হয় ঘরে।
সেই এইমত সোণা আনে বারে বারে॥
কিবা ধার করে কিবা কোন সিদ্ধি জানে।
কোন্ রূপে কার সোণা আনে বা কেমনে॥
মহা-অকৈতব আই পরম উদার
ভাঙ্গাইতে দিতেও ডরায় বার বার॥
দশ ঠাঞি পাঁচ ঠাঞি দেখাইয়া আগে।
লোকে দেখাইয়া আই ভাঙ্গায়েন তবে॥
হেন মতে মহাপ্রভু সর্ব্ব-সিদ্ধেশ্বর।
গুপ্ত-ভাবে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥
না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণ।
পড়েন গোষ্ঠীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন॥
ললাটে শোভয়ে ঊর্দ্ধ তিলক সুন্দর
শিরে শ্রীচাঁচর-কেশ সর্ব্ব-মনোহর॥

স্কন্ধে উপবীত ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন দিব্য দন্ত॥
কিবা সে অদ্ভুত দুই কমল নয়ন।
কিবা সে অদ্ভুত শোভে ত্রিকচ্ছ বসন॥
যেই দেখে সেই একদৃষ্টে রূপ চায়।
হেন নাহি ধন্য ধন্য বলি যে না যায়॥
হেন সে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর।
শুনিয়া গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুর॥
সকল সভার মধ্যে আপনে ধরিয়া।
বসায়েন গুরু সর্ব্ব প্রধান করিয়া॥
গুরু বলে বাপ তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি বলিলাম দঢ়॥
প্রভু বলে তুমি অশীর্ব্বাদ কর যারে।
ভট্টাচার্য্য-পদ কোন্ দুর্ল্লভ তাহারে॥
যাহারে যে জিজ্ঞাসেন শ্রীগৌরসুন্দর।
হেন নাহি পড়ুয়া যে দিবেক উত্তর॥
আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন।
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন॥
কেহো যদি কোন মতে না পারে স্থাপিতে
তব সেই ব্যাখ্যা প্রভু করেন সু-রীতে॥
কিবা স্নানে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে॥
এই মতে আছেন ঠাকুর বিদ্যারসে।
প্রকাশ না করে জগতের দিন-দোষে॥
হরিভক্তি-শূন্য হৈল সকল সংসার।
অসৎ-সঙ্গ অসৎ-পথ বহি নাহি আর॥
নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।
দেহ গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে॥
মিথ্যা সুখে দেখি সব লোকের আদর।
বৈষ্ণবের গণ সব দুঃখিত-অন্তর॥
কৃষ্ণ বলি সর্ব্বগণে করেন ক্রন্দন।
এ সব জীবেরে কৃপা কর নারায়ণ॥
হেন দেহ পাইয়া কৃষ্ণেতে নাহি রতি।
কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিব দুর্গতি॥
যে নর-শরীর লাগি দেবে কাম্য করে।
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা সুখের বিহারে॥
কৃষ্ণ-যাত্রা-মহোৎসব-পর্ব্ব নাহি করে।
বিবাহাদি কর্ম্মে সে আনন্দ করি মরে॥
তোমার সে জীব প্রভু, তুমি সে রক্ষিতা।
কি বলিব আমরা, তুমি ত সর্ব্ব-পিতা॥
এইমত ভক্তগণ সভার কুশল।
চিন্তেন, গায়েন কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল॥
বিদ্যারস করে গৌরচন্দ্র ভগবান্।
এখন শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে
উপনয়ন-অধ্যয়নাদি-বর্ণনং
নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ।
জয় শ্রীনিবাস গদাধরের নিধান॥
জয় জগন্নাথ-শচী-পুত্র বিশ্বম্ভর।
জয় জয় ভক্তবৃন্দ প্রিয় অনুচর॥
পূর্ব্বে প্রভু শ্রীঅনন্ত চৈতন্য-আজ্ঞায়।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন লীলায়॥

হাড়ো ওঝা নামে পিতা, মাতা পদ্মাবতী।
একচাকা নামে গ্রাম মৌড়েশ্বর যথি॥
শিশু হৈতে সুস্থির সুবুদ্ধি গুণবান্।
জিনিয়া কন্দর্প-কোটি লাবণ্যের ধাম॥
সেই হৈতে রাঢ়ে হৈল সর্ব্ব সুমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য-দোষ খণ্ডিল সকল॥
যে দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঙ্কারে।
মূর্চ্ছাগত হৈল যেন সকল সংসারে॥
কত লোক বলিলেক হইল বজ্রপাত।
কত লোক মানিলেক পরম উৎপাত॥
কত লোক বলিলেক জানিল কারণ।
মৌড়েশ্বর-গোসাঞির হইল গর্জ্জন॥
এইমত সর্ব্ব লোক নানা কথা গায়।
নিত্যানন্দে কেহো নাহি চিনিল মায়ায়॥
হেনমতে আপনা লুকাই নিত্যানন্দ।
শিশুগণ সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ॥
শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে॥
দেব-সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহো করে নিবেদনে॥
তবে পৃথ্বী লঞা সবে নদী-তীরে যায়।
শিশুগণ মেলি স্তুতি করে উর্দ্ধরায়॥
কোনো শিশু লুকাইয়া উর্দ্ধ করি বোলে।
জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা গোকুলে॥
কোন দিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব দৈবকীর করায়েন বিয়া॥
বন্দি-ঘর করিয়া অনন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ-জন্ম করায়েন কেহো নাহি জাগে॥
গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লঞা ভাণ্ডিলা কংসেরে॥
কোন শিশু সাজায়েন পূতনার রূপে।
কেহো স্তন পান করে উঠি তার বুকে॥
কোন দিন শিশু সঙ্গে নলখড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া॥
নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে।
অলক্ষিতে শিশু সঙ্গে গিয়া চুরি করে॥
তাঁরে ছাড়ি শিশুগণ নাহি যায় ঘরে।
রাত্রিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে॥
যাহার বালক তারা কিছু নাহি বোলে।
সবে স্নেহ করিয়া রাখেন লঞা কোলে॥
সবে বলে নাহি দেখি হেনমত খেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণ-লীলা॥
কোন দিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ॥
ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহো অচেষ্ট হইয়া।
চৈতন্য করায় পাছে আপনি আসিয়া॥
কোন দিন তালবনে শিশু সঙ্গে গিয়া।
শিশু সঙ্গে তাল খায় ধেনুকে মারিয়া॥
শিশু সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা ক্রীড়া করে।
বক অঘ বৎস করিয়া তাহা মারে॥
বিকালে আইসে ঘর গোষ্ঠীর সহিতে।
শিশুগণ সঙ্গে শৃঙ্গ বাইতে বাইতে॥
কোন দিন করে গোবর্দ্ধন-ধর-লীলা।
বৃন্দাবন রচি কোন দিন করে খেলা॥
কোন দিন করে গোপীর বসন হরণ।
কোন দিন করে যজ্ঞপত্নী-দরশন॥
কোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ী দিয়া।
কংস-স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া॥

কোন দিন কোন শিশু অক্রূরের বেশে।
লঞা যায় রাম-কৃষ্ণ কংসের নিদেশে॥
আপনে যে গোপী-ভাবে করেন ক্রন্দন।
নদী বহে হেন সব দেখে শিশুগণ॥
বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহো লখিতে না পারে।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সব বালক বিহরে॥
মধুপুরী রচিয়া ভ্রমেন শিশু সঙ্গে।
কেহো হয় মালী কেহো মালা পরে রঙ্গে॥
কুব্জা-বেশ করি গন্ধ পরে কারো স্থানে।
ধনুক ধরিয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জ্জনে॥
কুবলয় চানূর মুষ্টিক মল্ল মারি।
কংস করি কাহারো পাড়য়ে চুলে ধরি॥
কংস-বধ করিয়া নাচয়ে শিশু সঙ্গে।
সর্ব্ব লোক দেখি হাসে বালকের রঙ্গে॥
এইমত যত যত অবতার-লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা॥
কোন দিন নিত্যানন্দ হইয়া বামন।
বলি রাজা করি চলে তাহার ভবন॥
বৃদ্ধ-কাচে শুক্র-রূপে কেহো মানা করে।
ভিক্ষা লই চড়ে প্রভু শেষে তার শিরে॥
কোন দিন নিত্যানন্দ সেতু-বন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণে ধরে॥
ভেরাণ্ডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি জয় রঘুনাথ বলে॥
শ্রীলক্ষ্মণ-রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।
ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে॥
আরে রে বানরা মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি তবে ঝাট আয়॥
ঋষভ পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুখ।
নারীগণ লৈয়া বেটা তুমি কর সুখ॥
কোন দিন ক্রুদ্ধ হয়ে পরশুরামেরে।
মোর দোষ নাহি বিপ্র পলাহ সত্বরে॥
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক॥
পঞ্চ বানরের রূপে বুলে শিশুগণ।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ॥
কে তোরা বানর সব বুল বনে বনে।
আমি রঘুনাথ-ভৃত্য বল মোর স্থানে॥
তারা বলে আমরা বালির ভয়ে বুলি।
দেখাও শ্রীরামচন্দ্র, লই পদধূলি॥
তা সভারে সঙ্গে করি আইলা লইয়া।
শ্রীরাম-চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
ইন্দ্রজিত-বধ-লীলা কোন দিন করে।
কোন দিন আপনে লক্ষ্মণ-ভাবে হারে॥
বিভীষণ করিয়া আনেন রাম-স্থানে।
লঙ্কেশ্বর-অভিষেক করেন তাহানে॥
কোনো শিশু বলে মুঞি আইনু রাবণ।
শক্তিশেল হানি এই, সম্বর লক্ষ্মণ॥
এত বলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িল ঢলিয়া॥
মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে।
জাগায়েন শিশু সব তবু নাহি জাগে॥
পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে।
কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে॥
শুনি পিতা মাতা ধাই আইলা সত্বরে।
দেখয়ে পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা ভূমিতে।
দেখি সর্ব্ব লোক আসি হইলা বিস্মিতে॥
সকল বৃত্তান্ত কহিলেন শিশুগণ।
কেহো বলে বুঝিলাম ভাবের কারণ॥

পূর্ব্বে দশরথ-ভাবে এক নটবর।
রাম বনবাসী শুনি তেজে কলেবর॥
কেহো বলে কাচ কাচি আছয়ে ছাওয়াল।
হনুমান্ ঔষধ দিলে হইবেক ভাল॥
পূর্ব্বে প্রভু শিখাইয়াছিলেন সভারে।
পড়িলে তোমরা বেড়ি কান্দহ আমারে॥
ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইহ হনুমান্।
নাকে দিলে ঔষধ আসিবে মোর প্রাণ॥
নিজ-ভাবে প্রভু মাত্র হৈলা অচেতন।
দেখি বড় বিকল হইলা শিশুগণ॥
ছন্ন হইলেন সভে শিক্ষা নাহি স্ফুরে।
উঠ ভাই বলি মাত্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
লোক-মুখে শুনি কথা হইল স্মরণ।
হনূমান্-কাচে শিশু চলিলা তখন॥
আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে।
ফল মূল দিয়া হনূমানেরে আশংসে॥
রহ বাপ ধন্য কর আমার আশ্রম।
বড় ভাগ্যে আসি মিলে তোমা হেন জন॥
হনূমান্ বলে কার্য্য-গৌরবে চলিব।
আসিবারে চাহি রহিবারে না পারিব॥
শুনিয়াছ রামচন্দ্র-অনুজ লক্ষ্মণ।
শক্তিশেলে তাঁরে মূর্চ্ছা করিল রাবণ॥
অতএব যাব আমি গন্ধমাদন।
ঔষধ আনিলে রহে তাঁহার জীবন॥
তপস্বী বলয়ে যদি যাইবা নিশ্চয়।
স্নান করি কিছু খাই করহ বিজয়॥
নিত্যানন্দ-শিক্ষায় বালকে কথা কয়।
বিস্মিত হইয়া সর্ব্বলোকে চাহি রয়॥
তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে।
জলে থাকি আর শিশু ধরিলা চরণে॥
কুম্ভীরের রূপ ধরি যায় জলে লৈয়া।
হনূমান্ শিশু আনে কূলেতে টানিয়া॥
কতক্ষণে রণ করি জিনিয়া কুম্ভীর।
আসি দেখে হনূমান্ আর মহাবীর॥
আর এক শিশু ধরি রাক্ষসের কাচ।
হনূমানে খাইবারে যায় তার পাছ॥
কুম্ভীর জিনিলে মোরে জিনিবা কেমনে।
তোমা খাও তবে কেবা জীয়াবে লক্ষ্মণে॥
হনূমান্ বলে তোর রাবণ কুক্কুর।
তারে নাহি বস্তু-বুদ্ধি, তুই পালা দূর॥
এইমত দুই জনে হয় গালাগালি।
শেষে হয় চুলাচুলি তবে কিলাকিলি॥
কতক্ষণে সে কৌতুকে জিনিয়া রাক্ষসে।
গন্ধমাদনে আসি হইলা প্রবেশে॥
তঁহি গন্ধর্ব্বের বেশ ধরি শিশুগণ।
তা সভার সঙ্গে যুদ্ধ হয় কতক্ষণ॥
যুদ্ধে পরাজয় করি গন্ধর্ব্বের গণ।
শিরে করি আনিলেন গন্ধমাদন॥
আর এক শিশু তঁহি বৈদ্য-রূপ ধরি।
ঔষধ দিলেন নাকে শ্রীরাম স্মঙরি॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উঠিলা তখনে।
দেখি পিতা মাতা আদি হাসে সর্ব্বজনে॥
কোলে করিলেন গিয়া হাড়াই পণ্ডিত।
সকল বালক হইলেন হরষিত॥
সবে বলে বাপ ইহা কোথায় শিখিলা।
হাসি বলে প্রভু "মোর এ সকল লীলা"॥
প্রথম বয়স প্রভু অতি সুকুমার।
কোল হৈতে কারো চিত্ত নাহি এড়িবার॥
সর্ব্বলোকে পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে।
চিনিতে না পারে কেহো বিষ্ণুমায়া-বশে॥

হেনমতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ।
কৃষ্ণ-লীলা বিনা আর না করে আনন্দ॥
পিতা মাতা গৃহ ছাড়ি সর্ব্ব শিশুগণ।
নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে সর্ব্বক্ষণ॥
সে সব শিশুর পায়ে বহু নমস্কার।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যার এমন বিহার॥
এইমত ক্রীড়া করে নিত্যানন্দ রায়।
শিশু হৈতে কৃষ্ণ-লীলা বহি নাহি ভায়॥
অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে।
তাহান কৃপায় যেন মত স্ফুরে যারে॥
হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥
তীর্থ-যাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য-গোচর॥
নিত্যানন্দ-তীর্থযাত্রা শুন আদিখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দে দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে॥
যে প্রভু করিল সর্ব্ব জগত উদ্ধার।
করুণা-সমুদ্র যাহা বহি নাহি আর॥
যাহার কৃপায় জানি চৈতন্যের তত্ত্ব।
যে প্রভুর দ্বারে ব্যক্ত চৈতন্য-মহত্ত্ব॥
শুন শ্রীচৈতন্য-প্রিয়তমের কথন।
যেমতে করিলা তীর্থ-মণ্ডলী ভ্রমণ॥
প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ-বনে গেলা একেশ্বর॥
গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব-রাজধানী।
যঁহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তর-বাহিনী॥
গঙ্গা দেখি বড় সুখী নিত্যানন্দ-রায়।
স্নান করে পান করে আর্ত্তি নাহি যায়॥
প্রয়াগে করিলা মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান।
তবে মথুরায় গেলা পূর্ব্ব-জন্ম-স্থান॥

যমুনা-বিশ্রাম-ঘাটে করি জলকেলি।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে বুলেন কুতূহলী॥
বৃন্দাবন আদি যত দ্বাদশাদি বন।
একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ॥
গোকুলে নন্দের ঘর-বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া॥
তবে প্রভু মদনগোপাল নমস্করি।
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী॥
ভক্ত-স্থান দেখি প্রভু করেন ক্রন্দন।
না বুঝে তৈর্থিক ভক্তি-শূন্যের কারণ॥
বলরাম-কীর্ত্তি দেখি হস্তিনা-নগরে।
ত্রাহি হলধর বলি নমস্কার করে॥
তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিলা স্নান হইলা আনন্দ॥
সিদ্ধপুর গেলা যথা কপিলের স্থান।
মৎস্য তীর্থে মহোৎসবে করিলা অন্নদান॥
শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি হাসে দুই গণে মহা মহা দ্বন্দ্ব॥
কুরুক্ষেত্র পৃথূদক বিন্দু-সরোবর।
প্রভাসে গেলেন সুদর্শন তীর্থবর॥
ত্রিতকূপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা।
তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থেতে চলিলা॥
প্রতিস্রোতা গেলা প্রভু প্রাচী সরস্বতী।
নৈমিষারণ্যে তবে গেলা মহামতি॥
তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা নগর।
রাম-জন্মভূমি দেখি কান্দিলা বিস্তর॥
তবে গেলা গুহক-চণ্ডাল-রাজ্য যথা।
মহামূর্চ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা॥
গুহক চণ্ডালে মাত্র হইলা স্মরণ।
তিন দিন আনন্দে আছিলা অচেতন॥

যে যে বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ॥
তবে গেলা সরযু কৌশিকী করি স্নান।
তবে গেলা পুলহ-আশ্রম পুণ্যস্থান॥
গোমতী গণ্ডকী শোণ তীর্থে স্নান করি।
তবে গেলা মহেন্দ্র-পর্ব্বত-চূড়োপরি॥
পরশুরামেরে তথা করি নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গা-জন্মভূমি হরিদ্বার॥
পম্পা ভীমরথী গেলা সপ্ত গোদাবরী।
বেণ্বাতীর্থে বিপাশায় মজ্জন আচরি॥
কার্ত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্ব্বত গেলা যথা মহেশ-পার্ব্বতী॥
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-রূপে মহেশ-পার্ব্বতী।
সেই শ্রীপর্ব্বতে দোঁহে করেন বসতি॥
নিজ ইষ্টদেব চিনিলেন দুই জনে।
অবধৌত-রূপে করে তীর্থ পর্য্যটনে॥
পরম সন্তোষে দোঁহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া॥
পরম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।
হাসি নিত্যানন্দ দোঁহাকারে নমস্করে॥
কি অন্তর-কথা হৈল কৃষ্ণ সে জানেন।
তবে নিত্যানন্দ-প্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন॥
দেখিয়া বেঙ্কটনাথ কাম-কোষ্ঠীপুরী।
কাঞ্চীপুরী দেখি পুন গেলেন কাবেরী॥
তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্য-স্থান।
তবে করিলেন হরিক্ষেত্রেরে পয়ান॥
ঋষভ পর্ব্বতে গেলা দক্ষিণ-মথুরা।
কৃতমালা তাম্রপর্ণী যমুনা-উত্তরা॥
মলয় পর্ব্বত গেলা—অগস্ত্য-আলয়।
তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি মহাশয়॥

তা সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ।
বদরিকাশ্রম গেলা পরম আনন্দ॥
কতদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জ্জনে॥
তবে নন্দীগ্রামে গেলা ব্যাসের আলয়।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয়॥
সাক্ষাত হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড-প্রণত হইলা॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া॥
তবে প্রভু আইলেন কন্যকা-নগর।
দুর্গাদেবী দেখি গেলা দক্ষিণ-সাগর॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে।
তবে গেলা পঞ্চ-অপ্সরার সরোবরে॥
গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে।
কুলাচলে ত্রিগর্ত্তকে বুলে ঘরে ঘরে॥
দ্বৈপায়নী আর্য্যা দেখি নিত্যানন্দ-রায়।
নির্ব্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণী তাপী:ভ্রমেন লীলায়॥
রেবা মাহেষ্মতী পুরী মল্লতীর্থ গেলা।
সূপারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা॥
এইমত অভয় পরমানন্দ রায়।
ভ্রমে নিত্যানন্দ, ভয় নাহিক কাহায়॥
নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে কে বুঝে সে রস॥
এইমত নিত্যানন্দ প্রভু ভ্রমে বন।
দৈবে মাধবেন্দ্র সহ হৈল দরশন॥

মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময় কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর॥
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে কৃষ্ণের বিহার॥
যার শিষ্য মহা প্রভু-আচার্য্য-গোঁসাই।
কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই॥
মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইল নিষ্পন্দ॥
নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা আপনা পাসরি॥
ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
শ্রীগৌরচন্দ্র কহিয়াছেন বারবার॥
দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোঁহা-দরশনে।
কান্দয়ে ঈশ্বরপুরী আদি শিষ্যগণে॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি দুইজন।
অন্যোন্যে গলা ধরি করেন ক্রন্দন॥
বালু গড়ি যায় দুই প্রভু প্রেমরসে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের আবেশে॥
প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়নে।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে॥
কম্প অশ্রু পুলক ভাবের অন্ত নাঞি।
দুই দেহে বিহরয়ে চৈতন্য গোসাঞি॥
নিত্যানন্দ বলে তীর্থ যত করিলাম।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাম॥
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন॥
মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দ করি কোলে।
উত্তর না স্ফুরে রুদ্ধ-কণ্ঠ প্রেম-জলে॥
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী।
বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দ বাহির না করি॥

ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মানন্দপুরী আদি যত।
সর্ব্ব শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত॥
সবে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।
কৃষ্ণ-প্রেম কাহারো শরীরে না দেখেন॥
সবেই পায়েন দুঃখ জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বন সবে ভ্রমেন দেখিয়া॥
অন্যোন্যে সে সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যোন্যে দেখি কৃষ্ণ-প্রেমের প্রকাশ॥
কত দিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র সঙ্গে।
ভ্রমেন শ্রীকৃষ্ণ-কথা-পরানন্দ-রঙ্গে॥
মাধবেন্দ্র-কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন॥
অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মদ্যপের প্রায়।
হাসে কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায়॥
নিত্যানন্দ মহামত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্ট অট্ট হাসে॥
দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ।
নিরবধি হরি বলি করয়ে কীর্ত্তন॥
রাত্রিদিন কেহো নাহি জানে প্রেমরসে।
কত কাল যায় কেহো ক্ষণ নাহি বাসে॥
মাধবেন্দ্র সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ॥
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে॥
মাধবেন্দ্র বলে প্রেম না দেখিনু কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ হেন প্রেম যথা॥
জানিনু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ-বৈকুণ্ঠাদি-ময়॥

নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে॥
এইমত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ প্রতি।
অহর্নিশ বলেন, করেন রতি মতি॥
মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥
এইমত অন্যোন্যে দুই মহামতি।
কৃষ্ণ-প্রেমে না জানেন কোথা দিবা রাতি॥
কতদিন মাধবেন্দ্র সঙ্গে নিত্যানন্দ।
থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ॥
মাধবেন্দ্র চলিলা সরযূ দেখিবারে।
কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ-দেহ নাহি স্মরে॥
অতএব জীবনের রক্ষা সে বিরহে।
বাহ্য থাকিলে কি সে বিরহে প্রাণ রহে॥
নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র দুই-দরশন।
যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন॥
হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে প্রেমরসে।
সেতুবন্ধে আইলেন কতক দিবসে॥
ধনু তীর্থে স্নান করি গেলা রামেশ্বর।
তবে প্রভু আইলেন বিজয়ানগর॥
মায়াপুরী অবন্তী দেখিয়া গোদাবরী।
আইলেন জিওড়া—নৃসিংহদেব-পুরী॥
ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্ম্মনাথ পুণ্যস্থান।
শেষে নীলাচল-চন্দ্র দেখিতে পয়ান॥
আইলেন নীলাচল-চন্দ্রের নগরে।
ধ্বজা দেখি মাত্র মূর্চ্ছা হইলা শরীরে॥
দেখিলেন চতুর্ব্ব্যূহ-রূপ জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাথ॥

দেখি মাত্র হইলেন পুলকে মূর্চ্ছিতে।
পুন বাহ্য হয় পুন পড়ে পৃথিবীতে॥
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু আছাড় হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার॥
এইমত কতদিন থাকি নীলাচলে।
দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে॥
তান তীর্থযাত্রা সব কে পারে কহিতে।
কিছু লিখিলাম মাত্র তান কৃপা হৈতে॥
এইমত তীর্থ ভ্রমি নিত্যানন্দ রায়।
পুনর্ব্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায়॥
নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবা রাতি॥
আহার নাহিক কদাচিত দুগ্ধ পান।
সেহো অযাচিত যদি কেহো করে দান॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।
ইহা নিত্যানন্দ-স্বরূপের মনে জাগে॥
আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিব যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে॥
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ-রায়
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায়॥
নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে।
শিশু সঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলা খেলা খেলে॥
যদ্যপিও নিত্যানন্দ ধরে সর্ব্ব শক্তি।
তথাপিও কারে নাহি দেন কৃষ্ণ-ভক্তি॥
যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিব প্রকাশ।
তান সে আজ্ঞায় ভক্তি-দানের বিলাস॥
কেহো কিছু না করে চৈতন্য-আজ্ঞা বিনে।
ইহাতে অল্পতা নাহি পায় প্রভুগণে॥
কি অনন্ত কিবা শিব অজাদি দেবতা।
চৈতন্য-আজ্ঞায় হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা॥

ইহাতে যে পাপিগণ মনে দুঃখ পায়।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্বথায়॥
সাক্ষাতেই দেখ সবে এই ত্রিভুবনে।
নিত্যানন্দ দ্বারায় পাইল প্রেমধনে॥
চৈতন্যের আদি-ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায়॥
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তাঁরে ভজিলে সে চৈতন্যে ভক্তি হয়॥
আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য-মহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
চৈতন্য-কৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দ জানিলে আপদ নাহি কতি॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥
কেহো বলে নিত্যানন্দ যেন বলরাম।
কেহো বলে চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥
কিবা যতী নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তথাপি সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥
কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ প্রতি।
মন্দ বলে হেন দেখ সে কেবল স্তুতি॥
নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল।
তবে যে কলহ দেখ সব কুতূহল॥
ইথে এক জনের হইয়া পক্ষ যে।
অন্য জনে নিন্দা করে ক্ষয় যায় সে॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায়
তাঁর পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায়॥
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ॥
সর্ব্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তাঁর হইয়া ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্মে জন্মে পড়িবাঙ এই অভিমত॥
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ॥
তথাপিও এই কৃপা কর মহাশয়।
তোমাতে তাহাতে যেন চিত্ত-বৃত্তি রয়॥
তোমার পরম ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
বিনা তুমি দিলে তাঁরে কেহো নাহি পায়॥
বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে নিত্যানন্দ।
যাবত না আপনা প্রকাশে গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের তীর্থ-পর্য্যটন।
যেই ইহা শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীনিত্যানন্দ-বাল্যলীলা-তীর্থভ্রমণাদি-
বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবম অধ্যায়।

জয় জয় গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর॥
জয় শ্রীগোবিন্দ-দ্বারপালকের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত॥

জয় জয় জগন্নাথ-পুত্র বিপ্ররাজ।
জয় হউ তোর যত শ্রীভক্ত-সমাজ॥
জয় জয় কৃপাসিন্ধু কমল-লোচন।
হেন কৃপা কর তোর যশে রহু মন॥
আদিখণ্ডে শুন ভাই চৈতন্যের কথা।
বিদ্যার বিলাস প্রভু করিলেন যথা॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
রাত্রিদিন বিদ্যারসে নাহি অবসর॥
উষাকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ।
পড়িতে চলেন সর্ব্ব শিষ্যগণ সাথ॥
আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়।
পক্ষ-প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায়॥
প্রভু-স্থানে পুঁথি নাহি চিন্তয়ে যে জন।
তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অনুক্ষণ॥
আসিয়া বৈসেন প্রভু পুঁথি চিন্তাইতে।
যার যত গণ লৈয়া বৈসে নানা ভিতে॥
না চিন্তে মুরারি গুপ্ত পুঁথি প্রভু-স্থানে।
অতএব প্রভু কিছু চালয়ে তাহানে॥
যোগপট্ট-ছাঁদে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বৈসেন সভার মধ্যে করি বীরাসন॥
চন্দনের শোভে ঊর্দ্ধ তিলক সুভাতি।
মুকুতা গঞ্জয়ে শ্রীদশনের জ্যোতি॥
গৌরাঙ্গসুন্দর-বেশ মদন-মোহন।
ষোড়শ বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন॥
বৃহস্পতি জিনিয়া পাণ্ডিত্য-পরকাশ।
স্বতন্ত্র যে পুঁথি চিন্তে তারে করে হাস॥
প্রভু বলে ইথে আছে কোন্ বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন॥
সন্ধি-কার্য্য না জানিয়া কোন্ কোন্ জনা
আপনে চিন্তয়ে পুঁথি প্রবোধে আপনা॥
অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়।
যেবা জানে তার ঠাঞি পুঁথি না চিন্তয়॥
শুনয়ে মুরারি গুপ্ত আটোপ-টঙ্কার।
না বোলয়ে কিছু, কার্য্য করে আপনার॥
তথাপিহ প্রভু তারে চালেন সদায়।
সেবক দেখিয়া বড় সুখী দ্বিজরায়॥
প্রভু বলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দঢ়॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই বিষম-অবধি।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি॥
মনে মনে চিন্ত তুমি, কি বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া॥
রুদ্র-অংশ মুরারি পরম খরতর।
তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি বিশ্বম্ভর॥
প্রত্যুত্তর দিল—কেনে বড় ত ঠাকুর।
সবারেই চাল দেখি গর্ব্বহ প্রচুর॥
সূত্র বৃত্তি পাঁজী টীকা কত হেন কর।
আমা জিজ্ঞাসিয়া কি না পাইলে উত্তর॥
বিনা জিজ্ঞাসিয়া বল কি জানিস তুই।
ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি কি বলিব মুই॥
প্রভু বলে ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা।
ব্যাখ্যা করে গুপ্ত, প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা॥
গুপ্ত বলে এক অর্থ প্রভু বলে আর।
প্রভু ভৃত্যে কেহ কারে নারে জিনিবার॥
প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম পণ্ডিত।
মুরারির ব্যাখ্যা শুনি হন হরষিত॥
সন্তোষে দিলেন তার অঙ্গে পদ্ম-হস্ত।
মুরারির দেহ হৈল আনন্দ সমস্ত॥
চিন্তয়ে মুরারি গুপ্ত আপন হৃদয়।
প্রাকৃত মনুষ্য কভু এ পুরুষ নয়॥

এতাদৃশ পাণ্ডিত্য কি মনুষ্যের হয়।
হস্ত-স্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দময় ॥
চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লজ্জা নাঞি।
এমত সুবুদ্ধি সর্ব্ব নবদ্বীপে নাঞি ॥
সন্তোষিত হইয়া বলেন বৈদ্যবর।
চিন্তিব তোমার স্থানে শুন বিশ্বম্ভর ॥
ঠাকুর সেবকে এইমত করি রঙ্গ।
গঙ্গা-স্নানে চলিলেন লৈয়া সব সঙ্গ ॥
গঙ্গা-স্নান করিয়া চলিলা প্রভু ঘরে।
এইমত বিদ্যা-রসে ঈশ্বর বিহরে ॥
মুকুন্দ সঞ্জয় বড় মহা-ভাগ্যবান্।
যাহার আলয় বিদ্যা-বিলাসের স্থান ॥
তাহার পুত্রেরে প্রভু আপনে পড়ায়।
তাহারও তাঁর প্রতি ভক্তি সর্ব্বথায় ॥
বড় চণ্ডী-মণ্ডপ আছয়ে তার ঘরে।
চতুর্দ্দিগে বিস্তর পড়ুয়া তায় ধরে ॥
গোষ্ঠী করি তাঁহাই পড়ান দ্বিজরাজ।
সেই স্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ ॥
কতরূপে ব্যাখ্যা করে কত বা খণ্ডন।
অধ্যাপক প্রতি সে আক্ষেপ সর্ব্বক্ষণ ॥
প্রভু কহে সন্ধি-কার্য্য নাহি জ্ঞান যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য-পদবী তাহার ॥
হেন জন দেখি ফাঁকি বলুক আমার।
তবে জানি ভট্ট মিশ্র পদবী সবার ॥
এইমত বৈকুণ্ঠ-নায়ক বিদ্যা-রসে।
ক্রীড়া করে চিনিতে না পারে কোন দাসে ॥
কিছুমাত্র দেখি আই পুত্রের যৌবন।
বিবাহের কার্য্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ ॥
দৈবে সেই নবদ্বীপে এক সুব্রাহ্মণ।
বল্লভ আচার্য্য নাম জনকের সম ॥

তার কন্যা আছে যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
নিরবধি বিপ্র তার চিন্তে যোগ্য-পতি ॥
দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গা-স্নানে।
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেই খানে ॥
নিজ-লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র।
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভু-পদদ্বন্দ্ব ॥
হেনমতে দোঁহা চিনি দোঁহা ঘর গেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা ॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় বিপ্র বনমালী নাম।
সেই দিন গেলা তিঁহো শচীদেবী-স্থান ॥
নমস্করি আইরে বসিলা দ্বিজবর।
আসন দিলেন আই করিয়া আদর ॥
আইরে বলেন তবে বনমালী আচার্য্য।
পুত্র-বিবাহের কেন না চিন্তহ কার্য্য ॥
বল্লভ আচার্য্য কুলে শীলে সদাচারে।
নির্দ্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে ॥
তান কন্যা লক্ষ্মী-প্রায় রূপে শীলে মানে।
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে ॥
আই বলে পিতৃহীন বালক আমার।
জীউক পড়ুক আগে তবে কার্য্য আর ॥
আইর কথায় বিপ্র রস না পাইয়া।
চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া ॥
দৈবে পথে দেখা হৈল গৌরচন্দ্র সঙ্গে।
তারে দেখি আলিঙ্গন কৈলা প্রভু রঙ্গে ॥
প্রভু বলে কহ গিয়াছিলে কোন্ ভিতে।
দ্বিজ বলে তোমার জননী সম্ভাষিতে ॥
তোমার বিবাহ লাগি বলিলাম তানে।
না জানি শুনিয়া শ্রদ্ধা না করিলা কেনে ॥
শুনি তার বচন ঈশ্বর মৌন হৈলা।
হাসি তারে সম্ভাষিয়া মন্দিরে আইলা ॥

জননীরে হাসিয়া বলেন সেই ক্ষণে।
আচার্য্যের সম্ভাষা ভাল না করিলা কেনে॥
পুত্রের ইঙ্গিত পাই শচী হরষিতা।
আর দিনে বিপ্রে আনি কহিলেন কথা॥
শচী বলে বিপ্র কালি যে কহিলা তুমি।
শীঘ্র তাহা করহ বলিল এই আমি॥
আইর চরণ-ধূলী লইয়া ব্রাহ্মণ।
সেই ক্ষণে চলিলেন বল্লভ-ভবন॥
বল্লভ আচার্য্য দেখি সম্ভ্রমে তাহানে।
বহু মান্য করি বসাইলেন আসনে॥
আচার্য্য বলেন শুন আমার বচন।
কন্যা বিবাহের এবে কর সুলগন॥
মিশ্র-পুরন্দর-পুত্র নাম বিশ্বম্ভর।
পরম পণ্ডিত সর্ব্ব-গুণের সাগর॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয়।
কহিলাম এই কর যদি চিত্তে লয়॥
শুনিয়া বল্লভাচার্য্য বলেন হরিষে।
সে হেন কন্যার পতি মিলে ভাগ্য-বশে॥
কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হয়েন আমারে।
অথবা কমলা গৌরী সন্তুষ্ট কন্যারে॥
তবে সে সে-হেন আসি মিলিবে জামাতা।
অবিলম্বে তুমি ইহা করহ সর্ব্বথা॥
সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই।
আমি সে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাই॥
কন্যা-মাত্র দিব পঞ্চ হরীতকী দিয়া।
এই আজ্ঞা সবে তুমি আনিবে মাগিয়া॥
বল্লভ মিশ্রের বাক্য শুনিয়া আচার্য্য।
সন্তোষে আইলা সিদ্ধি করি সব কার্য্য॥
সিদ্ধি-কথা আসিয়া কহিলা আই-স্থানে।
সফল হইল, কার্য্য কর শুভক্ষণে॥

আপ্ত লোক শুনি সবে হরষিত হৈলা।
সবেই উদ্যোগ আসি করিতে লাগিলা॥
অধিবাস-লগ্ন করিলেন শুভ দিনে।
নৃত্য গীত নানা বাদ্য গায় নটগণে॥
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ করে বেদধ্বনি।
মধ্যে চন্দ্র-সম বসিলেন দ্বিজমণি॥
ঈশ্বরেরে গন্ধ-মালা দিয়া শুভক্ষণে।
অধিবাস করিলেন আপ্তবর্গগণে॥
দিব্য গন্ধ চন্দন তাম্বুল মালা দিয়া।
ব্রাহ্মণগণেরে তুষিলেন হৃষ্ট হৈয়া॥
বল্লভ আচার্য্য আসি যথাবিধি-রূপে।
অধিবাস করাইয়া গেলেন কৌতুকে॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করি স্নান দান।
পিতৃগণে পূজিলেন করিয়া সম্মান॥
নৃত্য গীত বাদ্যে মহা উঠিল মঙ্গল।
চতুর্দ্দিকে লেহ দেহ শুনি কোলাহল॥
কত বা মিলিলা আসি পতিব্রতাগণ।
কতেক বা ইষ্ট মিত্র ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
খই কলা সিন্দূর তাম্বূল তৈল দিয়া।
স্ত্রীগণেরে আই তুষিলেন হর্ষ হৈয়া॥
দেবগণ দেব-বধূগণ নর-রূপে।
প্রভুর বিবাহে আসিয়াছেন কৌতুকে॥
বল্লভ আচার্য্য এইমত বিধিক্রমে।
করিলেন দেব-পিতৃ-কার্য্য হর্ষ-মনে॥
তবে প্রভু শুভক্ষণে গোধূলি-সময়ে।
যাত্রা করি আইলেন মিশ্রের আলয়ে॥
প্রভু আইলেন মাত্র মিশ্র গোষ্ঠী সনে।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈলা সবে মনে॥
সম্ভ্রমে আসন দিয়া যথাবিধি-রূপে।
জামাতারে বরিলেন পরম কৌতুকে॥

শেষে সর্ব্ব অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত।
লক্ষ্মী-কন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ ॥
হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে লাগিলা করিতে।
তুলিলেন প্রভুরে ধরিয়া পৃথ্বী হইতে ॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার।
যোড়-হস্তে রহিলেন করি নমস্কার ॥
তবে শেষে হৈল পুষ্পমালা ফেলাফেলি।
লক্ষ্মী নারায়ণ দোঁহে মহা-কুতূহলী ॥
দিব্য মাল্য দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে।
নমস্করি করিলেন আত্ম-সমর্পণে ॥
সর্ব্ব দিকে মহা জয় জয় হরিধ্বনি।
উঠিল পরমানন্দ আর নাহি শুনি ॥
হেনমতে শ্রীমুখ-চন্দ্রিকা করি রসে।
বসিলেন প্রভু লক্ষ্মী করি বাম পাশে ॥
প্রথম বয়স প্রভু জিনিয়া মদন।
বাম পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেই ক্ষণ ॥
কি শোভা কি সুখ সে হইল মিশ্র-ঘরে।
কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে ॥
তবে শেষে বল্লভ করিতে কন্যা-দান।
বসিলেন যে-হেন ভীষ্মক বিদ্যমান ॥
যে চরণে পাদ্য দিয়া শঙ্কর ব্রহ্মার।
জগত সৃজিতে শক্তি হইল সবার ॥
হেন পাদপদ্মে পাদ্য দিল বিপ্রবর।
বস্ত্র মাল্য চন্দনে ভূষিয়া কলেবর ॥
যথাবিধি-রূপে কন্যা করি সমর্পণ।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা ব্রাহ্মণ ॥
তবে যত কিছু কুল-ব্যবহার আছে।
পতিব্রতাগণে তাহা করিলেন পাছে ॥
সে রাত্রি তথায় থাকি তবে আর দিনে।
নিজ-গৃহে আইলা মহাপ্রভু লক্ষ্মী সনে ॥

লক্ষ্মীর সহিত প্রভু চড়িয়া দোলায়।
আইসেন দেখিতে সকল লোক ধায় ॥
গন্ধ মাল্য অলঙ্কার মুকুট চন্দন।
কজ্জলে উজ্জ্বল দুই লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
সর্ব্ব লোক দেখি মাত্র ধন্য ধন্য বোলে।
বিশেষে স্ত্রীগণ অতি পড়িলেন ভোলে ॥
কতকাল এ বা ভাগ্যবতী হর-গৌরী।
নিষ্কপটে সেবিলেন কত ভক্তি করি ॥
অল্প ভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামী মিলে।
এই হর-গৌরী হেন বুঝি কেহ বলে ॥
কেহ বলে ইন্দ্র-শচী বা রতি-মদন।
কোন নারী বলে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥
কোন নারীগণ বলে যেন সীতা-রাম।
দোলা'পরি শোভিয়াছে অতি অনুপাম ॥
এই মত নানারূপে বলে নারীগণে।
শুভ দৃষ্ট্যে সবে দেখে লক্ষ্মী-নারায়ণে ॥
হেনমতে নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহলে।
নিজ-গৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে ॥
তবে শচীদেবী বিপ্র-পত্নীগণ লৈয়া।
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হৃষ্ট হৈয়া ॥
দ্বিজ আদি যত জাতি নট বাজনীয়া।
সবারে তুষিলা ধন বস্ত্র বাক্য দিয়া ॥
যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ-পুণ্য-কথা।
তাহার সংসার-বন্ধ না হয় সর্ব্বথা ॥
প্রভু-পার্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান।
শচী-গৃহ হইল পরম জ্যোতির্ধাম ॥
নিরবধি দেখে শচী কি ঘর বাহিরে।
পরম অদ্ভুত জ্যোতি লখিতে না পারে ॥
কখনো পুত্রের পাশে দেখে অগ্নিশিখা।
উলটিয়া চাহিতে না পায় আর দেখা ॥

কমল-পুষ্পের গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে পায়।
পরম বিস্মিত আই চিন্তেন সদায়॥
আই চিন্তে বুঝিলাম কারণ ইহার।
এ কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার॥
অতএব জ্যোতি দেখি পদ্ম-গন্ধ পাই।
পূর্ব্ব-প্রায় এবে আর দারিদ্র্য-দুঃখ নাই॥
এই লক্ষ্মী-বধূ আসি গৃহে প্রবেশিলে।
কোথা হৈতে না জানি আসিয়া সব মিলে॥
এইমত আই নানা মন-কথা কয়।
ব্যক্ত হইয়াও প্রভু ব্যক্ত নাহি হয়॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার।
কিরূপে করেন কোন্ কালে বা বিহার॥
ঈশ্বরে সে আপনারে না জানায়ে যবে।
লক্ষ্মীও জানিতে শক্তি না ধরেন তবে॥
এই সব শাস্ত্রে বেদে পুরাণে বাখানে।
যারে তান কৃপা হয় সেই জানে তানে॥
এইমত গুপ্তভাবে আছে দ্বিজরাজ।
অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোন কাজ॥
জিনিয়া কন্দর্প-কোটী রূপ মনোহর।
প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য সুন্দর॥
আজানু-লম্বিত ভুজ কমল নয়ান।
অধরে তাম্বূল দিব্য-বাস পরিধান॥
সর্ব্বদায় পরিহাস-মূর্ত্তি বিদ্যা-বলে।
সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে যবে প্রভু চলে॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ত্রিভুবন-পতি।
পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী॥
নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম।
যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান॥
সবে এক গঙ্গাদাস মহা ভাগ্যবান্।
যার ঠাঞি করে প্রভু বিদ্যার আদান॥

সকল সংসার দেখি বলে ধন্য ধন্য।
এ নন্দন যাহার তাহার কোন্ দৈন্য॥
যতেক প্রকৃতি দেখে মদন-সমান।
পাষণ্ডী দেখয়ে যেন যম বিদ্যমান॥
পণ্ডিত সকল দেখে যেন বৃহস্পতি।
এইমত দেখে সভে যার যেন মতি॥
দেখি বিশ্বম্ভর-রূপ সকল বৈষ্ণব।
হরিষ বিষাদ হই মনে ভাবে সব॥
হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণ-রস।
কি করিবে বিদ্যায় হইলে কাল-বশ॥
মোহিত বৈষ্ণব সব প্রভুর মায়ায়।
দেখিয়াও তবু কেহো দেখিতে না পায়॥
সাক্ষাতেও প্রভু দেখি কেহো কেহো বলে।
কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা-ভোলে॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু সেবকের বাক্য।
প্রভু বলে তোমরা শিখাও মোর ভাগ্য॥
হেনমতে প্রভু গোঙায়েন বিদ্যা-রসে।
সেবকে চিনিতে নারে অন্য জন কিসে॥
চতুর্দ্দিগ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যা-রস পায়॥
চাটীগ্রাম-নিবাসীও অনেক তথায়।
পড়েন বৈষ্ণব সব রহেন গঙ্গায়॥
সবেই জন্মিয়াছেন প্রভুর আজ্ঞায়।
সবেই বিরক্ত কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বথায়॥
অন্যোন্যে মিলি সবে পড়িয়া শুনিয়া।
করেন গোবিন্দ-চর্চ্চা নিভৃতে বসিয়া॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত।
মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহান্ত॥
বিকাল হইলে আসি ভাগবতগণ।
অদ্বৈত-সভায় সবে হয়েন মিলন॥

যেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণ-গীত।
হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোন্ ভিত॥
কেহো কান্দে কেহো হাসে কেহো নৃত্য করে
গড়াগড়ি যায় কেহো বস্ত্র না সম্বরে॥
হুঙ্কার করয়ে কেহো মালসাট মারে।
কেহো গিয়া মুকুন্দের দুই পায়ে ধরে॥
এইমতে উঠয়ে পরমানন্দ সুখ।
না জানে বৈষ্ণব সব আর কোন দুঃখ॥
প্রভুও মুকুন্দ প্রতি বড় সুখী মনে।
দেখিলেই মুকুন্দেরে ধরেন আপনে॥
প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, বাখানে মুকুন্দ।
প্রভু বলে কিছু নহে, বড় লাগে ধন্দ॥
মুকুন্দ পণ্ডিত বড় প্রভুর প্রভাবে।
পক্ষ-প্রতিপক্ষ করি প্রভু সনে লাগে॥
এইমত প্রভু নিজ-সেবক চিনিয়া।
জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, সবে যায়েন হারিয়া॥
শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন।
মিথ্যা-বাক্য-ব্যয়-ভয়ে সভে পলায়েন॥
সহজে বিরক্ত সভে শ্রীকৃষ্ণের রসে।
কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা বিনু আর কিছু নাহি বাসে॥
দেখিলেই প্রভু মাত্র ফাঁকি সে জিজ্ঞাসে।
প্রবোধিতে নারে কেহো পলায়েন শেষে॥
যদি কেহো দেখে প্রভু আইসেন দূরে।
সভে পলায়েন ফাঁকি জিজ্ঞাসের ডরে॥
কৃষ্ণ-কথা শুনিতেই সভে ভালবাসে।
ফাঁকি বিনু প্রভু কৃষ্ণ-কথা না জিজ্ঞাসে॥
রাজপথে ঠাকুর আইসেন একদিন।
পড়ুয়ার সঙ্গে মহা-উদ্ধতের চিন॥
মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা-স্নান করিবারে।
প্রভু দেখি আড়ে পলাইলা কত দূরে॥
দেখি প্রভু জিজ্ঞাসেন পড়ুয়ার স্থানে।
এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে॥
পড়ুয়া সকলে বলে না জানি পণ্ডিত।
আর কোন্ কার্য্যে বা চলিলা কোন্ ভিত॥
প্রভু বলে জানিলাম যে লাগি পলায়।
বহির্ম্মুখ সম্ভাষা করিতে না জুয়ায়॥
এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজী বৃত্তি টীকা আমি বাখানি সে মাত্র॥
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন॥
সন্তোষে পাড়েন গালি প্রভু মুকুন্দেরে।
ব্যপদেশে প্রকাশ করেন আপনারে॥
প্রভু বলে আরে বেটা কত দিন থাক।
পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক॥
হাসি বলে প্রভু আগে পড়োঁ কত দিন।
তবে সে দেখিবে মোর বৈষ্ণবের চিন॥
এমন বৈষ্ণব মুঞি হইমু সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥
শুন ভাই সব এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুঞি সর্ব্ব বিলক্ষণ॥
আমারে দেখিয়া এবে যে সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তি গায়॥
এতেক বলিয়া প্রভু চলিলা হাসিতে।
ঘরে গেলা নিজ শিষ্যগণের সহিতে॥
এইমত রঙ্গ করে বিশ্বম্ভর রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
হেনমতে ভক্তগণ নদীয়ায় বৈসে।
সকল নদীয়া মত্ত ধন-পুত্র-রসে॥
শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহো বলে সব পেট ভরিবার আশ॥

কেহো বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য কোন্ ব্যবহার॥
কেহো বলে কতরূপ পড়িলোঁ ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিলোঁ পথ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই ভাই ভোজন করিয়া॥
ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য নহে।
নাচিলে গাইলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে॥
এইমত যত পাপ পাষণ্ডীর গণ।
দেখিলেই বৈষ্ণব করেন সংকথন॥
শুনিয়া বৈষ্ণব সব মহাদুঃখ পায়।
কৃষ্ণ বলি সবেই কাঁদেন উর্দ্ধরায়॥
কতদিনে এ সব দুঃখের হৈব নাশ।
জগতেরে কৃষ্ণচন্দ্র করহ প্রকাশ॥
সকল বৈষ্ণব মিলি অদ্বৈতের স্থানে।
পাষণ্ডীর বচন করেন নিবেদনে॥
শুনিয়া অদ্বৈত হয় ক্রোধ-অবতার।
সংহারিমু সব বলি করয়ে হুঙ্কার॥
আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।
দেখিবা কি হয় এই নদীয়া-ভিতর॥
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর।
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
আর দিন কত গিয়া থাক ভাই সব।
এথাই দেখিবা সব কৃষ্ণ-অনুভব॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি ভাগবতগণ।
দুঃখ পাসরিয়া সবে করেন কীর্ত্তন॥
উঠিল কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল।
অদ্বৈত সহিত সবে হইলা বিহ্বল॥
পাষণ্ডীর বাক্য-জ্বালা সব গেল দূর।
এই মত পুলকিত নবদ্বীপ-পুর॥

অধ্যয়ন-সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
নিরবধি জননীর আনন্দ বাঢ়ায়॥
হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বর পুরী।
আইলেন অতি অলক্ষিত-বেশ ধরি॥
কৃষ্ণ-রসে পরম বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময়॥
তাঁর বেশে তানে কেহ চিনিতে না পারে।
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে॥
যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া।
সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কোচিত হইয়া॥
বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবেরে না লুকায়।
পুনঃপুনঃ অদ্বৈত তাহান পানে চায়॥
অদ্বৈত বলেন বাপ তুমি কোন্ জন।
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন॥
বলেন ঈশ্বর পুরী আমি শূদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ॥
বুঝিয়া মুকুন্দ এক কৃষ্ণের চরিত।
গাইতে লাগিলা অতি প্রেমের সহিত॥
যেইমাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে।
পড়িলা ঈশ্বর পুরী ঢলি পৃথিবীতে॥
নয়নের জলে অন্ত নাহিক তাহান।
পুনঃপুনঃ বাঢ়ে প্রেম-ধারার পয়ান॥
আস্তে ব্যস্তে অদ্বৈত তুলিলা নিজ-কোলে।
সিঞ্চিত হইল অঙ্গ নয়নের জলে॥
সম্বরণ নহে প্রেম পুনঃপুনঃ বাঢ়ে।
সন্তোষে মুকুন্দ উচ্চ করি শ্লোক পঢ়ে॥
দেখিয়া বৈষ্ণব সব প্রেমের বিকার।
অতুল আনন্দ মনে জন্মিল সবার॥
পাছে সবে জানিলেন শ্রীঈশ্বর পুরী।
প্রেম দেখি সবেই স্মঙরে হরি হরি॥

এই মত ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপ-পুরে।
অলক্ষিতে বুলেন চিনিতে কেহো নারে॥
দৈবে একদিন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পড়াইয়া আইসেন আপনার ঘর॥
পথে দেখা হইল ঈশ্বর পুরী সনে।
ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্করিলা আপনে॥
অতি অনির্ব্বচনীয় ঠাকুর সুন্দর।
সর্ব্ব-মতে সর্ব্ব-বিলক্ষণ-গুণধর॥
যত্তপিও তান মর্ম্ম কেহো নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্ব্ব-জনে॥
চাহেন ঈশ্বর পুরী প্রভুর শরীর।
সিদ্ধ-পুরুষের প্রায় পরম গম্ভীর॥
জিজ্ঞাসেন তোমার কি নাম বিপ্রবর।
কি পুঁথি পড়াও পড় কোন্ স্থানে ঘর॥
শেষে সবে বলিলেন "নিমাই পণ্ডিত।
তুমি সে" বলিয়া বড় হৈলা হরষিত॥
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ প্রভু করিলা তাহানে।
মহাদরে গৃহে লই চলিলা আপনে॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য শচী করিলেন গিয়া।
ভিক্ষা করি বিষ্ণু-গৃহে বসিলা আসিয়া॥
কৃষ্ণের প্রস্তাব তবে কহিতে লাগিলা।
কহিতে কৃষ্ণের কথা বিহ্বল হইলা॥
দেখিয়া প্রেমের ধারা প্রভুর সন্তোষ।
না প্রকাশে আপনা লোকের দিন-দোষ।
মাস কত গোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে।
রহিলা ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপ-পুরে॥
সবে বড় উল্লাসিত দেখিতে তাহানে।
প্রভুও দেখিতে নিত্য চলেন আপনে॥
গদাধর পণ্ডিতের দেখি প্রেমজল।
বড় প্রীত বাসে তানে বৈষ্ণব সকল॥
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত বড় মনে।
ঈশ্বর পুরীও স্নেহ করেন তাহানে॥
গদাধর পণ্ডিতেরে আপনার কৃত।
পুঁথি পড়ায়েন নাম 'কৃষ্ণলীলামৃত'॥
পড়াইয়া পড়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যাকালে।
ঈশ্বর পুরীরে নমস্করিবারে চলে॥
প্রভু দেখি শ্রীঈশ্বর পুরী হরষিত।
প্রভু হেন না জানেন তবু বড় প্রীত॥
হাসিয়া বলেন তুমি পরম পণ্ডিত।
আমি পুঁথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত॥
সকল বলিবা কথা থাকে কোন দোষ।
ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ॥
প্রভু বলে ভক্ত-বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপি-জন॥
ভক্তের কবিত্ব যে তে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥
মূর্খ বলে বিষ্ণায়, বিষ্ণবে বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর॥

তথাহি।

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥

মূর্খলোকে বলে 'বিষ্ণায়', পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন 'বিষ্ণবে,' কিন্তু পুণ্য উভয়েরই সমান, যেহেতু জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী, অর্থাৎ তিনি ভক্তের ভাবই গ্রহণ করেন, সে ভুল বলিল কি ঠিক বলিল তাহা তিনি দেখেন না; উদাহরণ যথাঃ বিষ্ণুকে প্রণাম করিবার সময়ে মূর্খে বলে 'বিষ্ণায় নমঃ' এবং পণ্ডিতে বলেন 'বিষ্ণবে নমঃ', কিন্তু 'বিষ্ণায়' শব্দে ব্যাকরণের ভুল হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ভাব গ্রহণ করিয়া তাহার প্রণাম অঙ্গীকার করেন।

ইহাতে যে দোষ দেখে তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণন মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥
অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন।
ইহাতে দূষিবে কোন্ সাহসিক জন॥
শুনিয়া ঈশ্বর পুরী প্রভুর উত্তর।
অমৃত-সিঞ্চিত হইল সর্ব্ব কলেবর॥
পুনঃ হাসি বলেন তোমার দোষ নাঞি।
অবশ্য বলিবা দোষ থাকে যেই ঠাঞি॥
এইমত প্রতিদিন প্রভু তান সঙ্গে।
বিচার করেন দুই চারি দণ্ড রঙ্গে॥
একদিন প্রভু তান কবিত্ব শুনিয়া।
হাসি দূষিলেন 'ধাতু না লাগে' বলিয়া॥
প্রভু বলে এ ধাতু আত্মনেপদী নয়।
বলিয়া চলিলা প্রভু আপন আলয়॥
ঈশ্বর পুরীও সর্ব্ব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
বিদ্যা-রস-বিচারেও বড় হরষিত॥
প্রভু গেলে সেই ধাতু করেন বিচার।
সিদ্ধান্ত করেন তঁহি অশেষ প্রকার॥
সেই ধাতু করেন আত্মনেপদী নাম।
আর দিন প্রভু গেলে করেন ব্যাখ্যান॥
যে ধাতু পরস্মৈপদী বলি গেলা তুমি।
তাহা এই সাধিল আত্মনেপদী আমি॥
ব্যাখ্যান শুনিয়া প্রভু পরম সন্তোষ।
ভৃত্য-জয়-নিমিত্ত না দেন আর দোষ॥
সর্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্য-জয়।
এ তান স্বভাব সকল বেদে কয়॥
এই মত কত দিন বিদ্যারস-রঙ্গে।
আছিলা ঈশ্বর পুরী গৌরচন্দ্র সঙ্গে॥
ভক্তি-রসে চঞ্চল একত্র নহে স্থিতি।
পর্য্যটনে চলিলা পবিত্র করি ক্ষিতি॥

যে শুনয়ে ঈশ্বর পুরীর পুণ্য-কথা।
তার বাস হয় কৃষ্ণ-পাদপদ্ম যথা॥
যত প্রেম মাধবেন্দ্র পুরীর শরীরে।
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বর পুরীরে॥
পাইয়া গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে।
ভ্রমেন ঈশ্বর পুরী অতি নির্ব্বিরোধে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে বিদ্যারস-
বিলাস-প্রথমপরিণয়-ঈশ্বরপুরীমিলনং
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশম অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় হউক প্রভুর যতেক অনুচর॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর॥
যত অধ্যাপক প্রভু চালেন সবারে।
প্রবোধিতে শক্তি কোন জন নাহি ধরে॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণ-জ্ঞান॥
স্বানুভবানন্দে করে নগর ভ্রমণ।
সংহতি পরম ভাগ্যবন্ত শিষ্যগণ॥
দৈবে পথে মুকুন্দের সঙ্গে দরশন।
হস্তে ধরি প্রভু তানে বলেন বচন॥
আমারে দেখিয়া তুমি কি কার্য্যে পলাও।
আজি আমা প্রবোধিয়া বিনা দেখি যাও॥
মনে ভাবে মুকুন্দ এবে জিনিব কেমনে।
ইহার অভ্যাস মাত্র সবে ব্যাকরণে॥

ঠেকাইমু আজি জিজ্ঞাসিয়া অলঙ্কার।
মোর সনে গর্ব্ব যেন না করেন আর॥
লাগিল জিজ্ঞাসা মুকুন্দের প্রভু সনে।
প্রভু খণ্ডে যত অর্থ মুকুন্দ বাখানে॥
মুকুন্দ বলেন ব্যাকরণ শিশু-শাস্ত্র।
বালকেতে ইহার বিচার করে মাত্র॥
অলঙ্কার বিচার করিব তোমা সনে।
প্রভু কহে বুঝ তোমার যেবা লয় মনে॥
বিষম বিষম যত কবিত্ব-প্রচার।
পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে অলঙ্কার॥
সর্ব্ব-শক্তিময় গৌরচন্দ্র অবতার।
খণ্ড খণ্ড করি দোষে সব অলঙ্কার॥
মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন;
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বলেন বচন॥
আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুঁথি চাহ।
কালি বুঝাবাঙ ঝাট আসিবারে চাহ॥
চলিলা মুকুন্দ লই চরণের ধূলী।
মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতূহলী॥
মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহিক অভ্যাস নাহি যথা॥
এমত সুবুদ্ধি কৃষ্ণ-ভক্ত হয় যবে।
তিলেক ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে॥
এইমতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
ভ্রমিতে দেখেন আর দিনে গদাধর॥
হাসি দুই হাতে প্রভু রাখিল ধরিয়া।
ন্যায় পড় তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া॥
'জিজ্ঞাসহ' গদাধর বোলয়ে বচন।
প্রভু বলে কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ॥
শাস্ত্র-অর্থ যেন গদাধর বাখানিলা।
প্রভু বলে ব্যাখ্যা করিতে না জানিলা॥
গদাধর বলে আত্যন্তিক-দুঃখ-নাশ।
ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ॥
নানারূপে দোষে প্রভু সরস্বতী-পতি।
হেন নাহি তার্কিক যে করিবেক স্থিতি॥
হেন জন নাহিক যে প্রভু সনে বলে।
গদাধর ভাবে 'আজি বর্ত্তি পলাইলে'॥
প্রভু বলে গদাধর আজি যাহ ঘর।
কালি বুঝিবাঙ তুমি আসিবে সত্বর॥
নমস্করি গদাধর চলিলেন ঘরে।
ঠাকুর ভ্রমেন সর্ব্ব নগরে নগরে॥
পরম-পণ্ডিত-জ্ঞান হইল সবার।
সবেই করেন দেখি সম্ভ্রমে অপার॥
বিকালে ঠাকুর সর্ব্ব পড়ুয়ার সঙ্গে।
গঙ্গা-তীরে আসিয়া বসেন মহারঙ্গে॥
সিন্ধুসুতা-সেবিত প্রভুর কলেবর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন-সুন্দর॥
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া বৈসেন শিষ্যগণ।
মধ্যে শাস্ত্র বাখানেন শ্রীশচীনন্দন॥
বৈষ্ণব সকল তথা সন্ধ্যাকাল হৈলে।
আসিয়া বৈসেন গঙ্গা-তীরে কুতূহলে॥
দূরে থাকি প্রভুর ব্যাখ্যান সভে শুনে।
হরিষ-বিষাদ সবে ভাবে মনে মনে॥
কেহো বলে হেন রূপ হেন বিদ্যা যার।
না ভজিলে কৃষ্ণ নহে কিছু উপকার॥
সবেই বলেন ভাই ইহানে দেখিয়া।
ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়া॥
কেহো বলে দেখা হৈলে না দেয় এড়িয়া।
মহাদানী-প্রায় যেন রাখেন ধরিয়া॥
কেহো বলে ব্রাহ্মণের শক্তি অমানুষী।
কোন মহাপুরুষ বা হয় হেন বাসি॥

যদ্যপিও নিরন্তর বাখানেন ফাঁকি।
তথাপি সন্তোষ বড় পাও ইহা দেখি॥
মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই।
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই॥
অন্যোন্যে সবেই সাধেন সবা প্রতি।
সবে বলে ইহান হউক কৃষ্ণে রতি॥
দণ্ডবত হই সবে পড়িলা গঙ্গারে।
সর্ব্ব ভাগবত মেলি আশীর্ব্বাদ করে॥
হেন কর কৃষ্ণ "জগন্নাথের নন্দন।
তোর রসে মত্ত হউ ছাড়ি অন্য মন॥
নিরবধি প্রেম-ভাবে ভজুক তোমারে।
হেন সঙ্গ কৃষ্ণ দেহ আমা সবাকারে"॥
অন্তর্যামী প্রভু চিত্ত জানেন সবার।
শ্রীবাসাদি দেখিলেই করে নমস্কার॥
ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
কেহো কেহো সাক্ষাতেও প্রভু দেখি বোলে।
কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা-ভোলে॥
কেহো বলে হের দেখ নিমাঞি পণ্ডিত।
বিদ্যায় কি লাভ, কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত॥
পড়ে কেনে লোক—কৃষ্ণ-ভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥
হাসি বলে প্রভু—বড় ভাগ্য সে আমার।
তোমরা শিখাও মোরে 'কৃষ্ণভক্তি সার'॥
তুমি সব যার কর শুভানুসন্ধান।
মোর চিত্তে হেন লয় সেই ভাগ্যবান্॥
কত দিন পড়াইয়া, মোর চিত্তে আছে।
চলিমু বুঝিয়া ভাল বৈষ্ণবের কাছে॥
এত বলি হাসে প্রভু সেবকের সনে।
প্রভুর মায়ায় কেহো প্রভুরে না চিনে॥

এইমত ঠাকুর সবার চিত্ত হরে।
হেন নাহি যে জনে অপেক্ষা নাহি করে॥
এইমত ক্ষণে প্রভু বৈসে গঙ্গা-তীরে।
কখন ভ্রমেন প্রতি নগরে নগরে॥
প্রভু দেখিলেই মাত্র নগরিয়াগণ।
পরম আদর করি বন্দেন চরণ॥
নারীগণ দেখি বলে এই ত মদন।
স্ত্রীলোকে পাউক জন্মে জন্মে হেন ধন॥
পণ্ডিতে দেখয়ে বৃহস্পতির সমান।
বৃদ্ধ আদি পাদপদ্মে করয়ে প্রণাম॥
যোগিগণে দেখে যেন সিদ্ধ কলেবর।
দুষ্ট জন দেখে যেন মহা ভয়ঙ্কর॥
দিবসেকো যারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
বন্দি-প্রায় হয় যেন পরে প্রেম-ফাঁস॥
বিদ্যারসে যত প্রভু করে অহঙ্কার।
শুনেন, তথাপি প্রীত প্রভুরে সবার॥
যবনেও প্রভু দেখি করে বড় প্রীত।
সর্ব্বভূত-কৃপালুতা প্রভুর চরিত॥
পড়ায় বৈকুণ্ঠনাথ নবদ্বীপ-পুরে।
মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবন্তের মন্দিরে॥
পক্ষ-প্রতিপক্ষ সূত্র-খণ্ডন-স্থাপন।
বাখানে অশেষরূপে শচীর নন্দন॥
গোষ্ঠী সহ মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবান্।
ভাসয়ে আনন্দে, মর্ম্ম না জানয়ে তান॥
বিদ্যা জয় করিয়া ঠাকুর যায় ঘরে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥
এক দিন বায়ু দেহে মান্দ্য করি ছল।
প্রকাশেন প্রেমভক্তি-বিকার সকল॥
আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে।
গড়াগড়ি যায় হাসে ঘর ভাঙ্গি ফেলে॥

হুঙ্কার গর্জ্জন করে মালসাট্ পূরে।
সম্মুখে দেখয়ে যারে তাহারেই মারে॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়।
হেন মূর্চ্ছা হয় লোকে দেখি পায় ভয়॥
শুনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার।
ধাইয়া আসিয়া সবে করে প্রতিকার॥
বুদ্ধিমন্ত খান আর মুকুন্দ-সঞ্জয়।
গোষ্ঠী সহ আইলেন প্রভুর আলয়॥
বিষ্ণুতৈল নারায়ণ-তৈল দেন শিরে।
সবে করে প্রতিকার যার যেন স্ফুরে॥
আপন ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম্ম করে।
সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে॥
সর্ব্ব অঙ্গে কম্প প্রভু করে আস্ফালন।
হুঙ্কার শুনিয়ে ভয় পায় সর্ব্বজন॥
প্রভু বোলে মুঞি সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর।
মুঞি বিশ্ব ধরোঁ মোর নাম 'বিশ্বম্ভর'॥
মুঞি সেই মোরে ত না চিনে কোন জনে।
এত বলি লড় দেই ধরে সর্ব্ব জনে॥
আপনা প্রকাশ প্রভু করে বায়ু-ছলে।
তথাপি না বুঝে কেহো তান মায়া-বলে॥
কেহো বলে হইল দানব-অধিষ্ঠান।
কেহো বলে হেন বুঝি ডাকিনীর কাম॥
কেহো বলে সদাই করেন বাক্য-ব্যয়।
অতএব হৈল বায়ু জানিহ নিশ্চয়॥
এইমত সর্ব্ব জনে করেন বিচার।
বিষ্ণুমায়া-মোহে তত্ত্ব না জানিয়া তাঁর॥
বহুবিধ পাকতৈল সবে দেন শিরে।
তৈল-দ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবরে॥
তৈল-দ্রোণে ভাসে প্রভু হাসে খলখল।
সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে বল॥
এইমত আপন ইচ্ছায় লীলা করি।
স্বাভাবিক হৈলা প্রভু বায়ু পরিহরি॥
সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ-হরিধ্বনি।
কেবা কারে বস্ত্র দেয় হেন নাহি জানি॥
সর্ব্ব লোকে শুনিয়া হইলা হরষিত।
সবে বলে জীউ জীউ এহেন পণ্ডিত॥
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
প্রভুকে দেখিয়া সব বৈষ্ণবের গণ।
সবে বলে ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ॥
ক্ষণেকে নাহিক বাপ অনিত্য শরীর।
তোমারে কি শিখাইব তুমি মহাধীর॥
হাসি প্রভু সবারে করিয়া নমস্কার।
পড়াইতে চলে শিষ্য সংহতি অপার॥
মুকুন্দ-সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে।
পড়ায়েন প্রভু চণ্ডী-মণ্ডপ ভিতরে॥
পরম সুগন্ধি পাকতৈল প্রভু-শিরে।
কোন পুণ্যবন্ত দেয় প্রভু ব্যাখ্যা করে॥
চতুর্দ্দিগে মহা পুণ্যবন্ত শিষ্যগণ।
মাঝে প্রভু ব্যাখ্যা করে জগত-জীবন॥
সে শোভার মহিমা ত কহিতে না পারি।
উপমা কি দিব কোন্ না দেখি বিচারি॥
হেন বুঝি যেন সনকাদি শিষ্যগণ।
নারায়ণ বেড়ি বৈসে বদরিকাশ্রম॥
তাহা সবা লৈয়া যেন সে প্রভু পড়ায়।
হেন বুঝি সেই লীলা করে গৌররায়॥
সেই বদরিকাশ্রম-বাসী নারায়ণ।
নিশ্চয় জানিহ এই শচীর নন্দন॥
অতএব শিষ্য সঙ্গে সেই লীলা করে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥

পড়াইয়া প্রভু দুই প্রহর হইলে।
তবে শিষ্যগণ লঞা গঙ্গ-স্নানে চলে॥
গঙ্গা-জলে বিহার করিয়া কতক্ষণ।
গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-পূজন॥
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি হরি হরি॥
লক্ষ্মী দেন অন্ন, খান বৈকুণ্ঠের পতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী॥
ভোজন-অন্তরে করি তাম্বূল চর্ব্বণ।
শয়ন করেন, লক্ষ্মী সেবেন চরণ॥
কতক্ষণ যোগ-নিদ্রা প্রতি দৃষ্টি দিয়া।
পুনঃ প্রভু চলিলেন পুস্তক লইয়া॥
নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস।
সবার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ॥
যদ্যপি প্রভুর কেহো তত্ত্ব নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্ব্ব-জনে॥
নগর-ভ্রমণ করে শ্রীশচীনন্দন।
দেবের দুর্ল্লভ বস্তু দেখে সর্ব্ব জন॥
উঠিলেন প্রভু তন্ত্রবায়ের দুয়ারে।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তন্ত্রবায় নমস্করে॥
ভাল বস্ত্র আন প্রভু বোলয়ে বচন।
তন্ত্রবায় বস্ত্র আনিলেন সেইক্ষণ॥
প্রভু বলে এ বস্ত্রের কি মূল্য লইবা।
তন্ত্রবায় বলে তুমি আপনে যে দিবা॥
মূল্য করি বলে প্রভু এবে কড়ি নাঞি।
তাঁতি বলে দশে পক্ষে দিবা যে গোসাঞি॥
বস্ত্র লইয়া পর তুমি পরম সন্তোষে।
পাছে তুমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশে॥
তন্ত্রবায় প্রতি প্রভু শুভ-দৃষ্টি করি।
উঠিলেন গিয়া প্রভু গোয়ালের পুরী॥

বসিলেন মহাপ্রভু গোপের দুয়ারে।
ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে প্রভু হরিহাস করে॥
প্রভু বলে আরে বেটা দধি দুগ্ধ আন।
আজি তোর ঘরের লইব মহাদান॥
গোপ-বৃন্দ দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন।
সম্ভ্রমে দিলেন আনি উত্তম আসন॥
প্রভু সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস।
'মামা মামা' বলি সবে করেন সম্ভাষ॥
কেহো বলে চল মামা ভাত খাই গিয়া।
কোন গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়া॥
কেহো বলে আমার ঘরের যত ভাত।
পূর্ব্বে যে খাইলে মনে নাহিক তোমাত॥
সরস্বতী সত্য কহে গোপ নাহি জানে।
হাসে মহাপ্রভু গোপগণের বচনে॥
দুগ্ধ ঘৃত দধি সর সুন্দর নবনী।
সন্তোষে প্রভুরে সব গোপে দেয় আনি॥
গোয়ালা-কুলেরে প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
গন্ধ-বণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া॥
সম্ভ্রমে বণিক করে চরণে প্রণাম।
প্রভু বলে আরে ভাই ভাল গন্ধ আন॥
দিব্য গন্ধ বণিক আনিল ততক্ষণ।
কি মূল্য লইবা বলে শ্রীশচনন্দন॥
বণিক বলয়ে তুমি জান মহাশয়।
তোমা স্থানে মূল্য কি বলিতে যুক্তি হয়॥
আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহ ত ঠাকুর।
কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর॥
ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।
তবে কড়ি দিও মোরে যেই চিত্তে পড়ে॥
এত বলি আপনে প্রভুর সর্ব্ব অঙ্গে।
গন্ধ দেয় বণিক না জানি কোন্ রঙ্গে॥

সর্ব্ব-ভূত-হৃদয় আকর্ষে সর্ব্ব-মন।
সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ নহে কোন্ জন॥
বণিকেরে অনুগ্রহ করি বিশ্বম্ভর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকার-ঘর॥
পরম অদ্ভুত রূপ দেখে মালাকার।
সাদরে আসন দিয়া করে নমস্কার॥
প্রভু বলে ভাল মালা দেহ মালাকার।
কড়ি পাতি লাগে কিছু নাহিক আমার॥
সিদ্ধ পুরুষের প্রায় দেখি মালাকার।
মালী বলে কিছু দায় নাহিক তোমার॥
এত বলি মালা দিলা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে।
হাসে মহাপ্রভু সর্ব্ব পড়ুয়ার সঙ্গে॥
মালাকার প্রতি প্রভু শুভ-দৃষ্টি করি।
উঠিলা তাম্বূলী-ঘরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
তাম্বূলী দেখয়ে রূপ মদন-মোহন।
চরণের ধূলি লই দিলেন আসন॥
তাম্বূলী বলয়ে বড় ভাগ্য সে আমার।
কোন্ ভাগ্যে তুমি আমা ছারের দুয়ার॥
এত বলি আপনে সে পরম সন্তোষে।
দিলেন তাম্বূল আনি প্রভু দেখি হাসে॥
প্রভু বলে কড়ি বিনা কেনে গুয়া দিলা।
তাম্বূলী বলয়ে চিত্তে হেনই লইলা॥
হাসে প্রভু তাম্বূলীর শুনিয়া বচন।
পরম সন্তোষে করে তাম্বূল চর্ব্বণ॥
দিব্য পর্ণ কর্পূরাদি যত অনুকূল।
শ্রদ্ধা করি দিল তার নাহি নিল মূল॥
তাম্বূলীরে অনুগ্রহ করি গৌররায়।
হাসিয়া হাসিয়া সর্ব্ব নগরে বেড়ায়॥
মধুপুরী-প্রায় যেন নবদ্বীপ-পুরী।
এক জাতি লক্ষ লক্ষ কহিতে না পারি॥
প্রভুর বিহার লাগি পূর্ব্বেই বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥
পূর্ব্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ।
সেই লীলা করে এবে শচীর নন্দন॥
তবে গৌর গেলা শঙ্খবণিকের ঘরে।
দেখি শঙ্খবণিক সম্ভ্রমে নমস্করে॥
প্রভু বলে দিব্য শঙ্খ আন দেখি ভাই।
কেমনে বা নিব শঙ্খ কড়ি পাতি নাই॥
দিব্য শঙ্খ শাঁখারি আনিয়া সেইক্ষণে।
প্রভুর শ্রীহস্তে দিয়া করিল প্রণামে॥
শঙ্খ লই ঘরে তুমি চলহ গোসাঞি।
পাছে কড়ি দিহ, না দিলেও দায় নাঞি॥
তুষ্ট হই প্রভু শঙ্খবণিক-বচনে।
চলিলেন হাসি শুভ-দৃষ্টি করি তানে॥
এইমত নবদ্বীপে যত নগরিয়া।
সবার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও নাগরিকগণ।
পায় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ॥
তবে ইচ্ছাময় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
সর্ব্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ সেই সর্ব্বজান।
বিনয় সম্ভ্রম করি করিলা প্রণাম॥
প্রভু বলে তুমি সর্ব্বজান ভাল শুনি।
বল দেখি অন্য জন্মে কি আছিলাম আমি॥
ভাল বলি সর্ব্বজ্ঞ সুকৃতি চিন্তে মনে।
জপিতে গোপাল-মন্ত্র দেখে সেইক্ষণে॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ শ্যাম।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে মহাজ্যোতির্ধাম॥
নিশাভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দি-ঘরে।
পিতা মাতা দেখয়ে সম্মুখে স্তুতি করে॥

সেইক্ষণে দেখে পিতা পুত্র লৈয়া কোলে।
সেই রাত্রে থুইলেন আনিয়া গোকুলে॥
পুনঃ দেখে মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে।
কটিতে কিঙ্কিণী নবনীত ছুই করে॥
নিজ-ইষ্টমূর্ত্তি যাহা চিন্তে অনুক্ষণ।
সর্ব্বজ্ঞ দেখয়ে সেই সকল লক্ষণ॥
পুনঃ দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলী-বদন।
চতুর্দ্দিগে যন্ত্র গীত গায় গোপীগণ॥
দেখিয়া অদ্ভুত, চক্ষু মেলি সর্ব্বজান।
গৌরাঙ্গে চাহিয়া পুনঃপুন করে ধ্যান॥
সর্ব্বজ্ঞ কহয়ে শুন শ্রীবাল-গোপাল।
কে আছিলা দ্বিজ এই দেখাও সকাল॥
তবে দেখে ধনুর্দ্ধর দূর্ব্বাদল-শ্যাম।
বীরাসনে প্রভুরে দেখয়ে সর্ব্বজান॥
পুনঃ দেখে প্রভুরে প্রলয়-জল-মাঝে।
অদ্ভুত বরাহ-মূর্ত্তি দন্তে পৃথ্বী সাজে॥
পুনঃ দেখে প্রভুরে নৃসিংহ-অবতার।
মহা-উগ্র-রূপ ভক্ত-বৎসল অপার॥
পুনঃ দেখে প্রভুরে বামন-রূপ ধরি।
বলি-যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়া করি॥
পুনঃ দেখে মৎস্য-রূপে প্রলয়ের জলে।
করিতে আছেন জলক্রীড়া কুতূহলে॥
সুকৃতি সর্ব্বজ্ঞ পুনঃ দেখয়ে প্রভুরে।
মত্ত হলধর-রূপ শ্রীমুষল করে॥
পুনঃ দেখে জগন্নাথ-মূর্ত্তি সর্ব্বজান।
মধ্যে শোভে সুভদ্রা দক্ষিণে বলরাম॥
এইমত ঈশ্বর-তত্ত্ব দেখে সর্ব্বজান।
তথাপি না বুঝে কিছু হেন মায়া তান॥
চিন্তয়ে সর্ব্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত।
হেন বুঝি এ ব্রাহ্মণ মহা-মন্ত্রবিত॥
অথবা দেবতা কোন আসিয়া কৌতুকে।
পরীক্ষিতে আমারে বা ছলে বিপ্ররূপে॥
অমানুষী তেজ দেখি বিপ্রের শরীরে।
সর্ব্বজ্ঞ করিয়া কিবা কদর্থে আমারে॥
এতেক চিন্তিতে প্রভু বলিলা হাসিয়া।
কে আমি 'কি দেখ' কেন না কহ ভাঙ্গিয়া॥
সর্ব্বজ্ঞ বলয়ে তুমি চলহ এখনে।
বিকালে বলিব মন্ত্র জপি ভাল মনে॥
'ভাল ভাল' বলি প্রভু হাসিয়া চলিলা।
তবে প্রিয় শ্রীধরের মন্দিরে আইলা॥
শ্রীধরেরে বড় প্রভু সন্তুষ্ট অন্তরে।
নানা ছল করি প্রভু আইসে তার ঘরে॥
বাক্‌বাক্য পরিহাস শ্রীধরের সঙ্গে।
ছুই চারি দণ্ড করি চলে প্রভু রঙ্গে॥
প্রভু দেখি শ্রীধর করিয়া নমস্কার।
শ্রদ্ধা করি আসন দিলেন বসিবার॥
পরম সুশান্ত শ্রীধরের ব্যবসায়।
প্রভু বিহরেন যেন উদ্ধতের প্রায়॥
প্রভু বলে শ্রীধর তুমি যে অনুক্ষণ।
হরি হরি বল তবে ছুঃখ কি কারণ॥
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্ন বস্ত্রে ছুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥
শ্রীধর বলেন উপবাস ত না করি।
ছোট হউক বড় হউক বস্ত্র দেখ পরি॥
প্রভু বলে দেখিলাম গাঁঠি দশ ঠাঞি।
ঘরে বল এই দেখিতেছি খড় নাঞি॥
দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া।
কেনে ঘরে খায় পরে সব নগরিয়া॥
শ্রীধর বলেন বিপ্র বলিলা উত্তম।
তথাপি সবার কাল যায় এক সম॥

বস্ত্র-ঘরে থাকে রাজা দিব্য খায় পরে।
পক্ষিগণ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে॥
কাল পুনঃ সবার সমান হৈয়া যায়।
সবে নিজ-কর্ম্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥
প্রভু বলে তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন॥
তাহা মুই বিদিত করিমু কত দিনে।
তবে দেখি তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে॥
শ্রীধর বলেন ঘরে চলহ পণ্ডিত।
তোমায় আমায় দ্বন্দ্ব না হয় উচিত॥
প্রভু বলে আমি তোমা না ছাড়ি এমনে।
কি আমারে দিবা তাহা বল এইক্ষণে॥
শ্রীধর বলেন আমি খোলা বেচি খাই।
ইহাতে কি দিব তাহা বলহ গোসাঞি॥
প্রভু বলে যে তোমার পোঁতা ধন আছে।
সে থাকুক্ এখন, পাইব তাহা পাছে॥
এবে কলা মূলা থোড় দেহ কড়ি বিনে।
দিলে আমি কোন্দল না করি তোমা সনে
মনে ভাবে শ্রীধর "উদ্ধত বিপ্র বড়।
কোন্ দিন আমারে কিলায় পাছে দঢ়॥
মারিলেও ব্রাহ্মণের কি করিতে পারি।
কড়ি বিনা প্রতিদিন দিবারেও নারি॥
তথাপিহ বলে ছলে যে লয় ব্রাহ্মণে।
সে আমার ভাগ্য বটে দিব প্রতিদিনে॥"
চিন্তিয়া শ্রীধর বলে শুনহ গোসাঞি।
কড়ি পাতি তোমার কিছুই দায় নাঞি॥
থোড় কলা মূলা খোলা দিব এই মেনে।
সবে আর কোন্দল না কর আমা সনে॥
প্রভু বলে ভাল ভাল আর দ্বন্দ্ব নাই।
সবে থোড় কলা মূলা ভাল যেন পাই॥
তাহার খোলায় নিত্য করেন ভোজন।
যার থোড় কলা মূলা হয় শ্রীব্যঞ্জন॥
শ্রীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে।
তাহা খায় প্রভু দুগ্ধ মরিচের ঝালে॥
প্রভু বলে আমারে কি বাসহ শ্রীধর।
তাহা কহিলেই আমি চলি যাই ঘর॥
শ্রীধর বলেন তুমি বিপ্র বিষ্ণু-অংশ।
প্রভু বলে না জানিলা আমি গোপ-বংশ॥
তুমি আমা দেখ যেন ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল।
আমি আপনারে বাসি যে-হেন গোয়াল॥
হাসেন শ্রীধর শুনি প্রভুর বচন।
না চিনিলেন নিজ-প্রভু মায়ার কারণ॥
প্রভু বলে শ্রীধর তোমারে কহি তত্ত্ব।
আমা হৈতে তোর সব গঙ্গার মহত্ত্ব॥
শ্রীধর বলেন ওহে পণ্ডিত নিমাঞি।
গঙ্গা করিয়াও কি তোমার ভয় নাঞি॥
বয়স বাড়িলে লোক কত স্থির হয়।
তোমার চাপল্য আরো দ্বিগুণ বাড়য়॥
এইমত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি।
আইলেন নিজ-গৃহে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
বিষ্ণু-দ্বারে বসিলেন গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যার যথা ঘর॥
দেখি প্রভু পৌর্ণমাসী-চন্দ্রের উদয়।
বৃন্দাবনচন্দ্র-ভাব হইল হৃদয়॥
অপূর্ব্ব মুরলী-ধ্বনি লাগিলা করিতে।
আই বিনা আর কেহো না পায় শুনিতে॥
ত্রিভুবন-মোহন মুরলী শুনি আই।
আনন্দে মগন মূর্চ্ছা গেলা সেই ঠাঁই॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই স্থির করি মন।
অপূর্ব্ব মুরলী-ধ্বনি করেন শ্রবণ॥

যেখানে বসিয়া আছেন গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সেই দিকে শুনেন মুরলী মনোহর॥
অদ্ভুত শুনিয়া আই আইলা বাহিরে।
দেখে পুত্র বসি আছে বিষ্ণুর দুয়ারে॥
আর নাহি পায়েন শুনিতে বংশীনাদ।
পুত্রের হৃদয়ে দেখে আকাশের চাঁদ॥
পুত্র-বক্ষে দেখে চন্দ্র-মণ্ডল সাক্ষাতে।
বিস্মিত হইয়া আই চাহে চারি ভিতে॥
গৃহে আই বসি গিয়া লাগিলা চিন্তিতে।
কি হেতু নিশ্চয় কিছু না পারে করিতে॥
এইমত কত ভাগ্যবতী শচী আই।
যত দেখে প্রকাশ তাহার অন্ত নাই॥
কোন দিন নিশাভাগে শচী আই শুনে।
গীত বাদ্যযন্ত্র বায় কত শত জনে॥
বহুবিধ মুখবাদ্য নৃত্য পদ-তাল।
যেন মহা-রাসক্রীড়া শুনেন বিশাল॥
কোন দিন দেখে সর্ব্ব বাড়ী ঘর দ্বার।
জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু না দেখেন আর॥
কোন দিন দেখে অতি দিব্য নারীগণ।
লক্ষ্মী-প্রায় সবে হস্তে পদ্ম-বিভূষণ॥
কোন দিন দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ।
দেখি পুন আর নাহি পায় দরশন॥
আইর এ সব দৃষ্টি কিছু চিত্র নহে।
বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী বেদে যাঁরে কহে॥
আই যারে সকৃত করেন দৃষ্টিপাতে।
সেই হয় অধিকারী এ সব দেখিতে॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর বনমালী।
আছে গূঢ়রূপে নিজানন্দে কুতূহলী॥
যদ্যপি এতেক প্রভু আপনা প্রকাশে।
তথাপিহ চিনিতে না পারে কোন দাসে॥

হেন সে উদ্ধত প্রভু করেন কৌতুকে।
তেমন উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে॥
যখনে যেরূপে লীলা করেন ঈশ্বর।
সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তার নাহিক সোসর॥
যুদ্ধ-লীলা প্রতি ইচ্ছা উপজে যখন।
অস্ত্র-শিক্ষা-বীর আর না থাকে তেমন॥
কাম-লীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়।
লক্ষার্ব্বুদ বনিতা সে করেন বিজয়॥
ধন বিলসিতে বা যখন ইচ্ছা হয়।
প্রজার ঘরেতে হয় নিধি কোটিময়॥
এমন উদ্ধত গৌরসুন্দর এখনে।
এই প্রভু বিরক্ত-ধর্ম্ম লভিলা যখনে॥
সে বিরক্ত-ভক্তির কণা নাহি ত্রিভুবনে।
অন্যে কি সম্ভবে তাহা, ব্যক্ত সর্ব্ব জনে॥
এইমত ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
সবে সেবকেরে হারে সে তাহান ধর্ম্ম॥
একদিন প্রভু আইসেন রাজ-পথে।
সাত পাঁচ পড়ুয়া প্রভুর চারি ভিতে॥
ব্যবহারে রাজ-যোগ্য বস্ত্র পরিধান।
অঙ্গে পীতবস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান॥
অধরে তাম্বূল, কোটি-চন্দ্র শ্রীবদন।
লোকে বলে মূর্ত্তিমন্ত এই কি মদন॥
ললাটে তিলক ঊর্দ্ধ, পুস্তক শ্রীকরে।
দৃষ্টিমাত্রে পদ্ম-নেত্রে সর্ব্ব পাপ হরে॥
স্বভাবে চঞ্চল পড়ুয়ার বর্গ সঙ্গে।
বাহু দোলাইয়া প্রভু আইসেন রঙ্গে॥
দৈবে পথে আইসেন পণ্ডিত শ্রীবাস।
প্রভু দেখি মাত্র তান হৈল মহা হাস॥
তানে দেখি প্রভু করিলেন নমস্কার।
চিরজীবী হও বলে শ্রীবাস উদার॥

হাসিয়া শ্রীবাস বলে কহ দেখি শুনি।
কতি চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি॥
কৃষ্ণ না ভজিয়ে কাল কি কার্য্যে গোঙাও।
রাত্রিদিন নিরবধি কেনে বা পড়াও॥
পড়ে লোক কেন—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥
এতেকে সর্ব্বদা ব্যর্থ না গোঙাও কাল।
পড়িলা ত এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল॥
হাসি বলে মহাপ্রভু শুনহ পণ্ডিত।
তোমার কৃপায় সেহো হইব নিশ্চিত॥
এত বলি মহাপ্রভু হাসিয়া চলিলা।
গঙ্গা-তীরে আসি শিষ্য সহিতে বসিলা॥
গঙ্গা-তীরে বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া বসিলা শিষ্যগণ॥
কোটি মুখে সে শোভা ত না পারি কহিতে।
উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে॥
চন্দ্র তারাগণ বা বলিব তাহা নহে।
সকলঙ্ক তার কলা ক্ষয় বৃদ্ধি হয়ে॥
সর্ব্বকাল পরিপূর্ণ এ প্রভুর কলা।
নিষ্কলঙ্ক তেঞি সে উপমা দূরে গেলা॥
বৃহস্পতি উপমাও দিতে না জুয়ায়।
তিঁহো একপক্ষ—দেবগণের সহায়॥
এ প্রভু সবার পক্ষ সহায় সবার।
অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ইহার॥
কামদেব উপমা বা দিব সেহো নহে।
তিঁহো চিত্তে জাগিলে চিত্তের ক্ষোভ হয়ে॥
এ প্রভু জাগিলে চিত্তে সর্ব্ববন্ধ-ক্ষয়।
পরম নির্ম্মল সুপ্রসন্ন চিত্ত হয়॥
এইমত সকল দৃষ্টান্ত যোগ্য নয়।
সবে এক উপমা দেখিয়ে চিত্তে লয়॥

কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দকুমার।
গোপবৃন্দ মধ্যে বসি করিলা বিহার॥
সেই গোপবৃন্দ লই সেই কৃষ্ণচন্দ্র।
বুঝি দ্বিজরূপে গঙ্গা-তীরে করে রঙ্গ॥
গঙ্গা-তীরে যে জন দেখয়ে প্রভুর মুখ।
সেই পায় অতি অনির্ব্বচনীয় সুখ॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি বিলক্ষণ।
গঙ্গা-তীরে কাণাকাণি করে সর্ব্বজন॥
কেহো বলে এত তেজ মানুষের নয়।
কেহো বলে এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-অংশ হয়॥
কেহো বলে বিপ্র-রাজা হইবেক গৌড়ে।
সেই এই হেন বুঝি, কখনো না নড়ে॥
রাজ-শ্রী রাজ-চিহ্ন দেখিয়ে সকল।
এইমত বলে যার যত বুদ্ধি-বল॥
অধ্যাপক প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া।
ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গা-সমীপে বসিয়া॥
হয় ব্যাখ্যা নয় করে, নয় করে হয়।
সকল খণ্ডিয়া শেষে সকল স্থাপয়॥
প্রভু বলে তারে আমি কহিয়ে পণ্ডিত।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত॥
সেই ব্যাখ্যা যদি বাখানিয়ে আর বার।
আমা প্রবোধিবে হেন দেখি শক্তি কার।
এইমত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার।
সর্ব্ব গর্ব্ব চূর্ণ হয় শুনিয়া সবার॥
কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাঞি।
কত বা মণ্ডলী হই পড়ে ঠাঞি ঠাঞি॥
প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণ-কুমার।
আসিয়া প্রভুর পায় করে নমস্কার॥
পণ্ডিত আমরা পড়িবাঙ তোমা স্থানে।
কিছু জানি হেন কৃপা করিবা আপনে॥

'ভাল ভাল' হাসি প্রভু বলেন বচন।
এইমত প্রতিদিন বাঢ়ে শিষ্যগণ॥
গঙ্গা-তীরে শিষ্য সঙ্গে মণ্ডলী করিয়া।
বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি আছেন বসিয়া॥
চতুর্দ্দিগে দেখে সব ভাগ্যবন্ত লোক।
সর্ব্ব নবদ্বীপ প্রভু-প্রভাবে অশোক॥
সে আনন্দ যে যে ভাগ্যবন্ত দেখিলেক।
কোন্ জন আছে তার ভাগ্য বলিবেক॥
সে আনন্দ দেখিলেক যে সুকৃতি জন।
তানে দেখিলেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন॥
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখনে।
হইলাঙ বঞ্চিত সে সুখ-দরশনে॥
তথাপিহ এই কৃপা কর গৌরচন্দ্র।
সে লীলা মোহার স্মৃতি হউ জন্ম জন্ম॥
সপার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা যথা।
লীলা কর মুঞি যেন ভৃত্য হঙ তথা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীগৌরাঙ্গ-নগরভ্রমণাদি-বর্ণনং
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশ অধ্যায়।

জয় জয় দ্বিজকুল-চন্দ্র গৌরচন্দ্র।
জয় জয় ভক্তগোষ্ঠী-হৃদয়-আনন্দ॥
জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত॥
জয় অধ্যাপক-শিরোরত্ন বিপ্ররাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ॥
হেনমতে বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
বৈসেন সবার করি বিদ্যা-গর্ব্ব-পাত॥
যদ্যপিও নবদ্বীপ পণ্ডিত-সমাজ।
কোট্যর্ব্বুদ অধ্যাপক নানা শাস্ত্র-সাজ॥
ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র বা আচার্য্য।
অধ্যাপনা বিনা কারো আর নাহি কার্য্য॥
যদ্যপিও সবেই স্বতন্ত্র সবে জয়ী।
শাস্ত্র-চর্চ্চা হৈলে ব্রহ্মারেও নাহি সহী॥
প্রভু যত নিরবধি আক্ষেপ করেন।
পরম্পরা সাক্ষাতেও সবেই শুনেন॥
তথাপিও হেন জন নাহি প্রভু প্রতি।
দ্বিরুক্তি করিতে কারো নাহিক শকতি॥
হেন সে সাধ্বস জন্মে প্রভুরে দেখিয়া।
সবেই যায়েন একদিগে নম্র হৈয়া॥
যদি বা কাহারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
সেই জন হয় যেন অতি বড় দাস॥
প্রভুর পাণ্ডিত্য-বুদ্ধি শিশুকাল হৈতে।
সবেই জানেন গঙ্গা-তীরে ভালমতে॥
কোন রূপে কেহো প্রবোধিতে নাহি পারে।
ইহাও সবার চিত্তে জাগয়ে অন্তরে॥
প্রভু দেখি স্বভাবেই জন্ময়ে সাধ্বস।
অতএব প্রভু দেখি সবে হয় বশ॥
তথাপিহ হেন তান মায়ার বড়াই।
বুঝিবারে পারে তানে হেন জন নাই॥
তিঁহো যদি না করেন আপনা বিদিত।
তবে তানে কেহো নাহি জানে কদাচিত॥
তেঁহো পুন নিত্য সুপ্রসন্ন সর্ব্বরীত।
তাহান মায়ায় পুনী সবে বিমোহিত॥

হেনমতে সবারে মোহিয়া গৌরচন্দ্র।
বিদ্যা-রসে নবদ্বীপে করে প্রভু রঙ্গ॥
হেনকালে তথা এক মহা-দিগ্বিজয়ী।
আইল পরম-অহঙ্কার-যুক্ত হই॥
সরস্বতী-মন্ত্রের একান্ত উপাসক।
মন্ত্র জপি সরস্বতী করিলেক বশ॥
বিষ্ণু-ভক্তি-স্বরূপিণী বিষ্ণু-বক্ষ-স্থিতা।
মূর্ত্তিভেদে রমা—সরস্বতী জগন্মাতা॥
ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণেরে প্রত্যক্ষ হইলা।
ত্রিভুবন-দিগ্বিজয়ী করি বর দিলা॥
যার দৃষ্টিপাত-মাত্রে হয় বিষ্ণু-ভক্তি।
দিগ্বিজয়ী-বর বা তাহান কোন্ শক্তি॥
পাই সরস্বতীর সাক্ষাৎ বর-দান।
সংসার জিনিয়া বিপ্র বুলে স্থানে স্থান॥
সর্ব্ব শাস্ত্র জিহ্বায় আইসে নিরন্তর।
হেন নাহি জগতে যে দিবেক উত্তর॥
যার কথামাত্র নাহি বুঝে অন্য জনে।
দিগ্বিজয়ী হই বুলে সর্ব্ব স্থানে স্থানে॥
শুনিলেন বড় নবদ্বীপের মহিমা।
পণ্ডিত-সমাজ যত তার নাহি সীমা॥
পরম সমৃদ্ধ অশ্ব-গজ-যুক্ত হই।
সবা জিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পণ্ডিত-সভায়।
মহাধ্বনি উপজিল সর্ব্ব নদীয়ায়॥
সর্ব্ব রাজ্য দেশ জিনি জয়পত্র লই।
নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী॥
সরস্বতীর বর-পুত্র শুনি সর্ব্ব জনে।
পণ্ডিত সবার বড় চিন্তা হইল মনে॥
জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থান।
সবা জিনি নবদ্বীপ জগতে বাখান॥

হেন স্থান দিগ্বিজয়ী যাইব জিনিয়া।
সংসারেই অপ্রতিষ্ঠা ঘুষিব শুনিয়া॥
যুঝিতে বা কার শক্তি আছে তার সনে।
সরস্বতী বর যারে দিলেন আপনে॥
সরস্বতী বক্তা যার জিহ্বায় আপনে।
মনুষ্যে কি বাদে কভু পারে তার সনে॥
সহস্র সহস্র মহা মহা ভট্টাচার্য্য।
সবেই চিন্তেন মনে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥
চতুর্দ্দিগে সবেই করেন কোলাহল।
বুঝিবাঙ এই—যার যত বিদ্যাবল॥
এ সব বৃত্তান্ত যত পড়ুয়ার গণে।
কহিলেন নিজ-গুরু গৌরাঙ্গের স্থানে॥
এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি।
সর্ব্বত্র জিনিয়া বুলে জয়পত্র ধরি॥
হস্তী ঘোড়া দোলা লোক অনেক সংহতি
সম্প্রতি আসিয়া হইল নবদ্বীপে স্থিতি॥
নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায়।
নহে জয়পত্র মাগে সকল সভায়॥
শুনি শিষ্যগণের বচন গৌরমণি।
হাসিয়া কহিতে লাগিলেন তত্ত্ববাণী॥
শুন ভাই সব এই কহি তত্ত্ব-কথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥
হৈহয় নহুষ বাণ নরক রাবণ।
মহা-দিগ্বিজয়ী শুনিয়াছ যে যে জন॥
বুঝ দেখি কার গর্ব্ব চূর্ণ নাহি হয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সয়॥

এতেকে তাহার যত বিদ্যা-অহঙ্কার।
দেখিবে এথাই সব হইব সংহার॥
এত বলি হাসি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গা-তীরে আইলেন রঙ্গে॥
গঙ্গা-জল স্পর্শ করি গঙ্গা নমস্করি।
বসিলেন শিষ্য সঙ্গে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব শিষ্যগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে পরম-শোভন॥
ধর্ম্মকথা শাস্ত্রকথা অশেষ কৌতুকে।
গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন প্রভু সুখে॥
কাহাকে না কহি মনে ভাবেন ঈশ্বরে।
দিগ্বিজয়ী জিনিবাঙ কেমন প্রকারে॥
এ বিপ্রের হইয়াছে মহা-অহঙ্কার।
জগতে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নাহি আর॥
সভা মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে।
মৃত্যু-তুল্য হইবেক সংসার-ভিতরে॥
লাঘবতা বিপ্রেরে করিবে সর্ব্ব-লোকে।
লুটিবে সর্ব্বস্ব বিপ্র মরিবেক শোকে॥
দুঃখ না পাইবে বিপ্র গর্ব্ব হৈবে ক্ষয়।
বিরলে সে করিবাঙ দিগ্বিজয়ী জয়॥
এইমত ঈশ্বর চিন্তিতে সেইক্ষণে।
দিগ্বিজয়ী নিশায়ে আইলা সেই স্থানে॥
পরম নির্ম্মল নিশা পূর্ণচন্দ্রবতী।
কিবা শোভা হইয়া আছেন ভাগীরথী॥

ধানশী রাগ।

শিষ্য সঙ্গে গঙ্গাতীরে আছেন ঈশ্বর।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ সর্ব্ব-মনোহর॥ ধ্রু॥

হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্র-বদন অনুক্ষণ।
নিরন্তর দিব্য-দৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন॥
মুক্তা জিনি শ্রীদশন অরুণ অধর।
দয়াময় সুকোমল সর্ব্ব কলেবর॥
সুবলিত শ্রীমস্তকে শ্রীচাঁচর কেশ।
সিংহ-গ্রীব গজ-স্কন্ধ বিলক্ষণ বেশ॥
সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ সুন্দর হৃদয়।
যজ্ঞসূত্র-রূপে তঁহি অনন্ত বিজয়॥
শ্রীললাটে উর্দ্ধ সুতিলক মনোহর।
আজানু-লম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর॥
যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বাম উরু মাঝে থুই দক্ষিণ চরণ॥
করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
'হয়' 'নয়' করে, 'নয়' করেন প্রমাণ॥
অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব শিষ্যগণ।
চতুর্দ্দিগে বসিয়া আছেন সুশোভন॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত।
মনে ভাবে এই বুঝি নিমাই-পণ্ডিত॥
অলক্ষিতে সেই স্থানে থাকি দিগ্বিজয়ী।
প্রভুর সৌন্দর্য্য চাহে এক-দৃষ্টি হই॥
শিষ্য-স্থানে জিজ্ঞাসিল কি নাম ইহান।
শিষ্য বলে নিমাঞি পণ্ডিত খ্যাতি যান॥
তবে গঙ্গা নমস্করি সেই বিপ্রবর।
আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর॥
তারে দেখি প্রভু কিছু ঈষত হাসিয়া।
বসিতে বলিলা অতি আদর করিয়া॥
পরম নিঃশঙ্ক সেহো, দিগ্বিজয়ী আর।
তবু প্রভু দেখিয়া সাধ্বস হৈল তার॥
ঈশ্বর-স্বভাব-শক্তি এইমত হয়।
দেখিতেই মাত্র তার সাধ্বস জন্মায়॥
সাত পাঁচ কথা প্রভু কহি বিপ্র সঙ্গে।
জিজ্ঞাসিতে তাঁরে কিছু আরম্ভিলা রঙ্গে

প্রভু কহে তোমার কবিত্বের নাহি সীমা।
হেন নাহি যাহা তুমি না কর বর্ণনা॥
গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন।
শুনিয়া সবার হউক পাপ-বিমোচন॥
শুনি সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন।
সেইক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন॥
দ্রুত যে লাগিলা বিপ্র করিতে বর্ণনা।
কতরূপে বলে তার কে করিবে সীমা॥
শত মেঘে শুনি যেন করয়ে গর্জ্জন।
এইমত কবিত্বের আশ্চর্য্য পঠন॥
জিহ্বায় আপনি সরস্বতী অধিষ্ঠান।
যে বোলয়ে সেই হয় অত্যন্ত প্রমাণ॥
মনুষ্যের সাধ্য তাহা বুঝিবেক কে।
হেন বিদ্যাবন্ত নাহি দূষিবেক যে॥
সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ।
অবাক্ হইলা সবে শুনিয়া বর্ণন॥
'রাম রাম! অদ্ভুত!' স্মরেন শিষ্যগণ।
মনুষ্যের এমত কি স্ফুরয়ে কথন॥
জগতে অদ্ভুত যত শব্দ অলঙ্কার।
সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাহি আর॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে মহা-বিশারদ যে যে জন।
হেন শব্দ তাহারাও বুঝিতে বিষম॥
এইমত প্রহর খানেক দিগ্বিজয়ী।
পড়ে দ্রুত বর্ণনা তথাপি অন্ত নাই॥
পড়ি যদি দিগ্বিজয়ী হৈলা অবসর।
তবে হাসি বলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর॥
তোমার যে শব্দের গ্রন্থন-অভিপ্রায়।
তুমি বিনে বুঝাইলে বুঝন না যায়॥
এতেকে আপনে কিছু করহ ব্যাখ্যান।
যে শব্দে যে বল তুমি সেই সুপ্রমাণ॥

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব-মনোহর।
ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর॥
ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
দূষিলেন আদি মধ্য অন্ত তিন স্থানে॥
প্রভু বলে এ সকল শব্দ অলঙ্কার।
শাস্ত্র-মতে শুদ্ধ হৈতে বিষম অপার॥
তুমি বা দিয়াছ কোন্ অভিপ্রায় করি।
বল দেখি কহিলেন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
এত বড় সরস্বতী-পুত্র দিগ্বিজয়ী।
সিদ্ধান্ত না স্ফুরে কিছু বুদ্ধি গেল কঁহি॥
সাত পাঁচ বলে বিপ্র প্রবোধিতে নারে।
যেই বলে তাহা দোষে গৌরাঙ্গ-সুন্দরে॥
সকল প্রতিভা পলাইল কোন্ স্থানে।
আপনে না বুঝে বিপ্র কি বলে আপনে॥
প্রভু বলে এ থাকুক্ পড় কিছু আর।
পড়িতেও পূর্ব্ববৎ শক্তি নাহি তার॥
কোন্ চিত্র তাহার সম্মোহ প্রভু-স্থানে।
বেদেও পায়েন মোহ যাঁর বিদ্যমানে॥
আপনে অনন্ত চতুর্ম্মুখ পঞ্চানন।
যা সবার দৃষ্ট্যে হয় অনন্ত ভুবন॥
তানাও পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে।
কোন্ চিত্র সে বিপ্রের মোহ প্রভু-স্থানে॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত যোগমায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোহে যা সবার ছায়া॥
তাঁরাও পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে।
অতএব পাছে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
বেদকর্ত্তা সব মোহ পায় যার স্থানে।
কোন্ চিত্র দিগ্বিজয়ি-মোহ বা তাহানে॥
মনুষ্যের এ কার্য্য সব অসম্ভব বড়।
তেঞি বলি তাঁর কার্য্য সকলেই দঢ়॥

মূল যত কিছু কর্ম্ম করেন ঈশ্বরে।
সকল নিস্তার-হেতু দুঃখিত জীবেরে॥
দিগ্বিজয়ী যদি পরাভবে প্রবেশিলা।
শিষ্যগণে হাসিবারে উদ্যত হইলা॥
সবারেই প্রভু করিলেন নিবারণ।
বিপ্র প্রতি বলিলেন মধুর বচন॥
আজি চল তুমি শুভ কর বাসা প্রতি।
কালি বিচারিব সব তোমার সংহতি॥
তুমিও হইলা শ্রান্ত অনেক পড়িয়া।
নিশাও অনেক যায় শুই থাক গিয়া॥
এইমত প্রভুর কোমল ব্যবসায়।
যাহারে জিনেন সেহো দুঃখ নাহি পায়॥
সেই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছে।
জিনিয়াও সবারে তোষেন প্রভু পাছে॥
চল আজি ঘরে গিয়া বসি পুঁথি চাহ।
কালি যে জিজ্ঞাসি তাহা বলিবারে চাহ॥
জিনিয়াও কারো না করেন তেজ-ভঙ্গ।
সবেই পায়েন প্রীত হেন তান রঙ্গ॥
অতএব নবদ্বীপে যতেক পণ্ডিত।
সবার প্রভুর প্রতি মনে বড় প্রীত॥
শিষ্যগণ সহিতে চলিলা প্রভু ঘর।
দিগ্বিজয়ী হৈলা বড় লজ্জিত-অন্তর॥
দুঃখিত হইয়া বিপ্র চিন্তে মনে মনে।
সরস্বতী মোরে বর দিলেন আপনে॥
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা-দর্শন।
বৈশেষিক বেদান্তে নিপুণ যত জন॥
হেন জন না দেখিল সংসার-ভিতরে।
জিনিতে কি দায়, মোর সনে কক্ষা করে॥
শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায়ে ব্রাহ্মণ।
সেহো মোরে জিনে হেন বিধির ঘটন॥

সরস্বতীর বর অন্যথা দেখি হয়।
এ ত মোর চিত্তে বড় লাগিল সংশয়॥
দেবী-স্থানে মোর বা জন্মিল কোন দোষ।
অতএব হৈল মোর প্রতিভা-সঙ্কোচ॥
অবশ্য ইহার আজি বুঝিব কারণ।
এত বলি মন্ত্র-জপে বসিলা ব্রাহ্মণ॥
মন্ত্র জপি দুঃখে বিপ্র শয়ন করিলা।
স্বপ্নে সরস্বতী বিপ্র-সম্মুখে আইলা॥
কৃপা-দৃষ্ট্যে ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণের প্রতি।
কহিতে লাগিলা অতি গোপ্য সরস্বতী॥
সরস্বতী বলেন শুনহ বিপ্রবর।
বেদ-গোপ্য কহি এই তোমার গোচর॥
কারো স্থানে ভাঙ্গ যদি এ সকল কথা।
তবে তুমি শীঘ্র হৈবা অল্পায়ু সর্ব্বথা॥
যাঁর ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সেই সুনিশ্চয়॥
আমি যাঁর পাদ-পদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥

তথাহি নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং (ভাঃ ২।৫।১।১৩)

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ॥

যে মায়া ভগবানের নয়ন-পথে অবস্থান করিতে লজ্জা বোধ করে, দুর্ব্বুদ্ধিগণ সেই মায়ার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া আত্মশ্লাঘা করে।

আমি সে বলিয়ে বিপ্র তোমার জিহ্বায়।
তাহান সম্মুখে শক্তি না বসে আমায়॥
আমার কি দায় শেষ-দেব ভগবান্।
সহস্র জিহ্বায় বেদ যে করে ব্যাখ্যান॥

অজ ভব আদি যাঁর উপাসনা করে।
হেন 'শেষ' মোহ মানে যাঁহার গোচরে॥
পরব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
ভক্তি জ্ঞান বিদ্যা শুভ অশুভাদি যত।
দৃশ্যাদৃশ্য তোমারে বা কহিবাঙ কত॥
সকল প্রলয় হয় শুন যাঁহা হৈতে।
সেই প্রভু বিপ্ররূপে দেখিলা সাক্ষাতে॥
আব্রহ্মাদি যত দেখ সুখ দুঃখ পায়।
সকল জানিহ বিপ্র উহান আজ্ঞায়॥
মৎস্য কূর্ম্ম আদি যত শুন অবতার।
অই প্রভু বিনা বিপ্র কিছু নাহি আর॥
ওহি সে বরাহ-রূপে ক্ষিতি-স্থাপয়িতা।
ওহি সে নৃসিংহ-রূপে প্রহ্লাদ-রক্ষিতা॥
ওহি সে বামন-রূপে বলির জীবন।
যাঁর পাদ-পদ্ম হৈতে গঙ্গার জনম॥
ওহি সে হইয়া অবতীর্ণ অযোধ্যায়।
বধিল রাবণ দুষ্ট অশেষ লীলায়॥
উহানে সে বসুদেব-নন্দ-পুত্র বলি।
এবে বিপ্র-পুত্র বিদ্যা-রসে কুতূহলী॥
বেদেও কি জানেন উহান অবতার।
জানাইলে জানেন, অন্যথা শক্তি কার॥
যত কিছু মন্ত্র তুমি জপিলে আমার।
দিগ্বিজয়ি-পদ-ফল না হয় তাহার॥
মন্ত্রের যে ফল তাহা এবে সে পাইলা।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সাক্ষাতে দেখিলা॥
যাহ শীঘ্র বিপ্র তুমি উহান চরণে।
দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে॥
স্বপ্ন-হেন না মানিহ এ সব বচন।
মন্ত্র-বশে কহিলাম বেদ-সঙ্গোপন॥
এত বলি সরস্বতী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
জাগিলেন বিপ্রবর মহা ভাগ্যবান্॥
জাগিয়াই মাত্র বিপ্রবর সেইক্ষণে।
চলিলেন অতি উষা-কালে প্রভু-স্থানে॥
প্রভুরে আসিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ হৈলা।
প্রভুও বিপ্রেরে কোলে করিয়া তুলিলা॥
প্রভু বলে কেনে ভাই এ কি ব্যবহার।
বিপ্র বলে কৃপাদৃষ্টি যে-হেন তোমার॥
প্রভু বলে দিগ্বিজয়ী হইয়া আপনে।
তবে তুমি আমারে এমত কর কেনে॥
দিগ্বিজয়ী বলেন শুনহ বিপ্ররাজ।
তোমা ভজিলে সে সিদ্ধ হয় সর্ব্ব কাজ॥
কলিযুগে বিপ্ররূপে তুমি নারায়ণ।
তোমারে চিনিতে শক্তি ধরে কোন্ জন॥
তখনি আমার চিত্তে জন্মিল সংশয়।
তুমি জিজ্ঞাসিলে মোর বাক্য না স্ফুরয়॥
তুমি যে অগর্ব্ব সর্ব্ব-ঈশ্বর বেদে কহে।
তাহা সত্য দেখিল অন্যথা কভু নহে॥
তিনবার আমারে করিলে পরাভব।
তথাপি আমার তুমি রাখিলে গৌরব॥
এহো কি ঈশ্বর-শক্তি বিনে অন্য হয়।
অতএব তুমি নারায়ণ সুনিশ্চয়॥
গৌড় তিরহুত দিল্লী কাশী আদি করি।
গুজরাট বিজয়ানগর কাঞ্চীপুরী॥
হেলঙ্গ তৈলঙ্গ ওড্র দেশ আর কত।
পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত॥
দূষিবে আমার বাক্য সে থাকুক্ দূরে।
বুঝিতেই কোন জন শক্তি নাহি ধরে॥
হেন আমি তোমা স্থানে সিদ্ধান্ত করিতে।
না পারিনু সব বুদ্ধি গেল কোন্ ভিতে॥

এহো কর্ম্ম তোমার আশ্চর্য্য কিছু নহে।
'সরস্বতী-পতি তুমি' সেই দেবী কহে॥
বড় শুভ লগ্নে আইলাম নবদ্বীপে।
তোমা দেখিলাম তরিলাম ভব-কূপে॥
অবিদ্যা-বাসনা-বন্ধে মোহিত হইয়া।
বেড়াও পাসরি তত্ত্ব আপনা বঞ্চিয়া॥
দৈব-ভাগ্যে পাইলাম তোমার দর্শনে।
এবে শুভ-দৃষ্ট্যে মোরে করহ মোচনে॥
পর-উপকার-ধর্ম্ম স্বভাব তোমার।
তোমা বিনে সংসারে দয়াল নাহি আর॥
হেন উপদেশ মোরে কর মহাশয়।
আর যেন দুর্ব্বাসনা মোর চিত্তে নয়॥
এইমত কাকুর্ব্বাদ অনেক করিয়া।
স্তুতি করে দিগ্বিজয়ী অতি নম্র হৈয়া॥
শুনিয়া বিপ্রের কাকু শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া তাহানে কিছু করিলা উত্তর॥
শুন দ্বিজবর তুমি মহা ভাগ্যবান্।
সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান॥
দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিলে সেই বিদ্যা সত্য কহে॥
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে॥
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ়-চিত্ত করি॥
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ গিয়া ভজহ সকাল॥
যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবত সেবহ কৃষ্ণ হইয়া নিশ্চয়॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম যদি চিত্ত-বৃত্তি রয়॥
মহা-উপদেশ এই কহিল তোমারে।
সবে বিষ্ণু-ভক্তি সত্য সকল সংসারে॥
এত বলি মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া।
আলিঙ্গন করিলেন দ্বিজেরে ধরিয়া॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
বিপ্রের হইল সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন॥
প্রভু বলে বিপ্র "সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব্ব-ভূতে দয়া করি॥
যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
সে সকল কিছু না কহিবা কাহা প্রতি॥
বেদ-গুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু-ক্ষয়।
পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয়॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সেই বিপ্রবর।
প্রভুরে করিয়া দণ্ড-প্রণাম বিস্তর॥
পুনঃপুন পাদ-পদ্ম করিয়া বন্দন।
মহা-কৃতকৃত্য হই চলিলা ব্রাহ্মণ॥
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি বিরক্তি বিজ্ঞান।
সেইক্ষণে বিপ্র-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥
কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ি-দম্ভ।
তৃণ হৈতে অধিক হইলা বিপ্র নম্র॥
হস্তী ঘোড়া দোলা ধন যতেক সম্ভার।
পাত্রসাৎ করিয়া সর্ব্বস্ব আপনার॥
চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ।
হেনমত শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের রঙ্গ॥
তাহান কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
রাজ্য-পদ ছাড়ি করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম॥
কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবিরখাস।
রাজ্য-সুখ ছাড়ি যার অরণ্যে বিলাস॥
যে বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।
পাইয়াও কৃষ্ণ-দাস তাহা পরিহরে॥

তাবত রাজ্যাদি-পদ সুখ করি মানে।
ভক্তি-সুখ-মহিমা যাবত নাহি জানে॥
রাজ্যাদি-সুখের কথা সে থাকুক্ দূরে।
মোক্ষ-সুখ অল্প মানে কৃষ্ণ-অনুচরে॥
ঈশ্বরের শুভ-দৃষ্টি বিনা কিছু নহে।
অতএব ঈশ্বর-ভজন বেদে কহে॥
হেনমতে দিগ্বিজয়ী পাইলা মোচন।
হেন গৌর-সুন্দরের অদ্ভুত কথন॥
দিগ্বিজয়ী জিনিলেন শ্রীগৌর-সুন্দরে।
শুনিলেন ইহা সব নদীয়া-নগরে॥
সকল লোকের হৈল মহাশ্চর্য্য-জ্ঞান।
নিমাঞি পণ্ডিত হয় মহা বিদ্যাবান্॥
দিগ্বিজয়ী হারিয়া চলিল যার ঠাঞি।
এত বড় পণ্ডিত আর কোথা শুনি নাঞি॥
সার্থক করেন গর্ব্ব নিমাঞি পণ্ডিত।
এবে সে তাহান বিদ্যা হইল বিদিত॥
কেহো বলে এ ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পড়ে।
ভট্টাচার্য্য হয় তবে, কখন না নড়ে॥
কেহো কেহো বলে "ভাই মিলি সর্ব্বজনে।
'বাদি-সিংহ' বলি পদবী দিব তানে॥"
হেন সে তাঁহার অতি মায়ার বড়াই।
এত দেখিয়াও জানিবারে শক্তি নাই॥
এইমত সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্ব জনে।
প্রভুর সংকীর্ত্তি সবে ঘোষে সর্ব্বক্ষণে॥
নবদ্বীপ-বাসীর চরণে নমস্কার।
এ সকল লীলা দেখিবারে শক্তি যার॥
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ি-জয়।
কোথাও তাহার পরাভব নাহি হয়॥
বিদ্যা-রস গৌরাঙ্গের অতি মনোহর।
ইহা যেই শুনে, হয় তাঁর অনুচর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে দিগ্বিজয়ি-উদ্ধারো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর॥
জয় জয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের জীবন।
জয় শ্রীপরমানন্দ-পুরী-প্রাণধন॥
জয় জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন প্রাণ।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর প্রভু সর্ব্ব জীবে ত্রাণ॥
আদিখণ্ড-কথা ভাই শুন একমনে।
বিপ্র-রূপে কৃষ্ণ বিহরিলেন যেমনে॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক সর্ব্বক্ষণ।
বিদ্যা-রসে বিহরেন লঞা শিষ্যগণ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে প্রতি নগরে নগরে।
শিষ্যগণ সঙ্গে বিদ্যা-রসে ক্রীড়া করে॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্ব লোকে হৈল ধ্বনি।
নিমাই-পণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি॥
বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হৈতে।
নামিয়া করেন নমস্কার বহুমতে॥
প্রভু দেখি মাত্র জন্মে সবার সাধ্বস।
নবদ্বীপে হেন নাহি যে না হয় বশ॥
নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে।
ভোজ্য বস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু-ঘরে॥
প্রভু সে পরম ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥

দুঃখিত দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্ন বস্ত্র কপর্দ্দক দেন গৌরহরি ॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকারে ॥
কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ ॥
সেইক্ষণে কহি পাঠায়েন জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে ॥
ঘরে কিছু নাই, আই চিন্তে মনে মনে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইবে কেমনে ॥
চিন্তিতেই হেন নাহি জানি কোন্ জনে।
সকল সম্ভার আনি দেই সেইক্ষণে ॥
তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম সন্তোষে।
রান্ধেন বিবিধ তবে প্রভু আসি বৈসে ॥
সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া ॥
এইমত যতেক অতিথি আসি হয়।
সবারেই সন্তুষ্ট করেন কৃপাময় ॥
গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিক্ষায়েন ধর্ম্ম।
"অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম ॥
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে।
পশু পক্ষী হইতেও অধম বলি তারে ॥
যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে।
সেহো তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষে ॥

তথাহি মনুসংহিতায়াং—
তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।

(দারিদ্র্য বশতঃ অতিথিকে অন্ন দিতে না পারিলেও) শয়নের জন্য তৃণ, বিশ্রামের জন্য ভূমি, পাদপ্রক্ষালনাদির জন্য জল এবং চতুর্থতঃ সুমিষ্ট বচন—সজ্জনের গৃহে এ সকলের অভাব কখনও হইতে পারে না।

সত্য বাক্য কহিবেক করি পরিহার।
তথাপি আতিথ্য-শূন্য না হয় তাহার ॥
অকৈতবে চিত্ত-সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি 'অতিথির ভক্তি' ॥
অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম-আদরে ॥
সেই সব অতিথি পরম ভাগ্যবান্।
লক্ষ্মী-নারায়ণ যারে করে অন্ন দান ॥
যার অন্নে ব্রহ্মাদির আশা অনুক্ষণ।
হেন সে অদ্ভুত তাহা খায় যে তে জন।
কেহো কেহো ইথিমধ্যে কহে অন্য কথা।
সে অন্নের যোগ্য অন্য না হয় সর্ব্বথা ॥
ব্রহ্মা শিব শুক ব্যাস নারদাদি করি।
সুর সিদ্ধ আদি যত স্বচ্ছন্দ-বিহারী ॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে।
জানি সবে আইসেন ভিক্ষুকের রূপে ॥
অন্যথা সে স্থানে যাইবার শক্তি কার।
ব্রহ্মাদিক বিনা কি সে অন্ন পায় আর ॥
কেহো বলে দুঃখিত তারিতে অবতার।
সর্ব্ব-মতে দুঃখিতের করেন নিস্তার ॥
ব্রহ্মা আদি দেব তাঁর অঙ্গ প্রতি-অঙ্গ।
সর্ব্বথা তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্য-সঙ্গ ॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা তান এই অবতারে।
ব্রহ্মাদিরো দুর্ল্লভ দিমু সকল জীবেরে ॥
অতএব দুঃখিতেরে ঈশ্বর আপনে।
নিজ-গৃহে অন্ন দেন উদ্ধার-কারণে ॥
একেশ্বর লক্ষ্মী-দেবী করেন রন্ধন।
তথাপিও পরম-আনন্দ-যুক্ত মন ॥

লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী।
দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ বিশেষ বাঢ়ে অতি ॥
উষা-কাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহ-কর্ম্ম।
আপনে করেন সব এই তান ধর্ম্ম ॥
দেব-গৃহে করেন যত স্বস্তিক-মণ্ডলী।
শঙ্খ চক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল।
ঈশ্বর-পূজার সজ্জা করেন সকল ॥
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোধিক শচীর সেবায় তান মন ॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌর-সুন্দর।
মুখে কিছু না বলেন সন্তোষ-অন্তর ॥
কোন দিন লই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ।
বসিয়া থাকেন পদ-মূলে অনুক্ষণ ॥
অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্র-পদ-তলে।
মহা-জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি পঞ্চ-শিখা জ্বলে ॥
কোন দিন পদ্ম-গন্ধ পাই শচী আই।
ঘর দ্বার সর্ব্বত্র ব্যাপিত অন্ত নাই ॥
হেনমতে লক্ষ্মী-নারায়ণ নবদ্বীপে।
কেহো নাহি চিনেন, আছেন গূঢ়রূপে ॥
তবে কতদিনে ইচ্ছাময় ভগবান্।
বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥
তবে প্রভু জননীরে বলিলেন বাণী।
কতদিন প্রবাস করিব মাতা আমি ॥
লক্ষ্মী প্রতি কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
মায়ের সেবন তুমি করিবা নিরন্তর ॥
তবে প্রভু কত আপ্ত শিষ্যবর্গ লৈয়া।
চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হৈয়া ॥
যে যে জন দেখে প্রভু চলিয়া আসিতে।
সেই আর দৃষ্টি নাহি পারে সম্বরিতে ॥
স্ত্রীলোকে দেখিয়া বলে হেন পুত্র যার।
ধন্য তার জন্ম, তার পায়ে নমস্কার ॥
যেবা ভাগ্যবতী হেন পাইলেন পতি।
স্ত্রী-জন্ম সার্থক করিলেন সেই সতী ॥
এইমত পথে যত দেখে স্ত্রী পুরুষে।
পুনঃপুন সবে ব্যাখ্যা করেন সন্তোষে ॥
বেদেও করেন কাম্য যে প্রভু দেখিতে।
যে তে জন হেন প্রভু দেখে কৃপা হৈতে ॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর ধীরে ধীরে।
কত দিনে আইলেন পদ্মাবতী-তীরে ॥
পদ্মাবতী নদীর তরঙ্গ-শোভা অতি।
উত্তম পুলিন বন উপবন তথি ॥
দেখি পদ্মাবতী প্রভু মহা কুতূহলে।
গণ সহ স্নান করিলেন সেই জলে ॥
ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
যোগ্য হৈলা সর্ব্ব লোক পবিত্র করিতে ॥
পদ্মাবতী নদী অতি দেখিতে সুন্দর।
তরঙ্গ পুলিন স্রোত অতি মনোহর ॥
পদ্মাবতী দেখি প্রভু পরম হরিষে।
সেই স্থানে রহিলেন তার ভাগ্য-বশে ॥
যেন ক্রীড়া করিলেন জাহ্নবীর জলে।
শিষ্যগণ সহিতে পরম কুতূহলে ॥
সেই ভাগ্য এবে পাইলেন পদ্মাবতী।
প্রতিদিন প্রভু জল-ক্রীড়া করে তথি ॥
বঙ্গদেশে মহাপ্রভু করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপিও সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ ॥
পদ্মাবতী-তীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র।
শুনি সর্ব্ব লোক বড় হইল আনন্দ ॥
নিমাঞি পণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি।
আসিয়া আছেন সর্ব্ব দিকে হৈল ধ্বনি ॥

ভাগ্যবন্ত যত আছে সকল ব্রাহ্মণ।
উপায়ন-হস্তে আইলেন সেইক্ষণ॥
সবে আসি প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
বলিতে লাগিলা অতি করি পরিহার॥
আমা সবাকার অতি ভাগ্যোদয় হৈতে।
তোমার বিজয় আসি হৈল এ দেশেতে॥
অর্থ-বৃত্তি লই সর্ব্ব গোষ্ঠীর সহিতে।
যার স্থানে নবদ্বীপে যাইব পড়িতে॥
হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে।
আনিয়া দিলেন আমা সবার গোচরে॥
মূর্ত্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি-অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর॥
বৃহস্পতি-দৃষ্টান্ত তোমার যোগ্য নয়।
ঈশ্বরের অংশ তুমি হেন মনে লয়॥
অন্যথা ঈশ্বর বিনে এমত পাণ্ডিত্য।
অন্যের না হয় কভু লয় চিত্ত-বৃত্ত॥
সবে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে।
বিদ্যা দান কর কিছু আমা সবাকারে॥
উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী।
লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি॥
সাক্ষাতেও শিষ্য কর আমা সবাকারে।
থাকুক্ তোমার শিষ্য সকল সংসারে॥
হাসি প্রভু সবা প্রতি করিয়া আশ্বাস।
কত দিন বঙ্গদেশে করিলা বিলাস॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও সর্ব্ব বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রী পুরুষে॥
মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর-ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
'রঘুনাথ' করি আপনারে কেহো বলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্ম-দৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র-কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল্।
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল॥
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বলে সেই ছার শোচ্যতর॥
দুই বাহু তুলি এই বলি সত্য করি।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
যাঁর নাম-স্মরণে সমস্ত-বন্ধ-ক্ষয়।
যাঁর দাস-স্মরণেও সর্ব্বত্রে বিজয়॥
সকল ভুবনে দেখ যাঁর যশ গায়।
বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর পায়॥
হেনমতে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ গৌরচন্দ্র।
বিদ্যা-রসে করে প্রভু বঙ্গদেশে রঙ্গ॥
মহা-বিদ্যা-গোষ্ঠী প্রভু করিলেন বঙ্গে।
পদ্মাবতী দেখি প্রভু ভুলিলেন রঙ্গে॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোন ঠাঁই॥
শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
নিমাঞি-পণ্ডিত-স্থানে পড়িবাঙ গিয়া॥
হেন কৃপা-দৃষ্ট্যে প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
দুই মাসে সবেই হয়েন বিদ্যাবান্॥
কত শত শত জন পদবী লভিয়া।
ঘরে যায় আর কত আইসে শুনিয়া॥
এইমত বিদ্যা-রসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যা-রসে বঙ্গ-দেশে করিলেন স্থিতি॥

এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে।
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কাহারে না কহে ॥
নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন ॥
নামেরে সে অন্নমাত্র পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বর-বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে॥
একেশ্বর সর্ব্ব রাত্রি করেন ক্রন্দন।
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন ক্ষণ ॥
ঈশ্বর-বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারি সহিতে।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে ॥
নিজ যে প্রাকৃত দেহ থুই পৃথিবীতে।
চলিলেন প্রভু-পাশে অতি অলক্ষিতে ॥
প্রভু-পাদপদ্ম লক্ষ্মী ধরিয়া হৃদয়।
ধ্যানে গঙ্গা-তীরে দেবী করিলা বিজয় ॥
এখানে শচীর দুঃখ না পারি কহিতে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে সে ক্রন্দন শুনিতে ॥
সে সকল দুঃখ-কথা না পারি বর্ণিতে।
অতএব কিছু কহিলাম সূত্রমতে ॥
সাধুগণ শুনি বড় হইল দুঃখিত।
সবে আসি কার্য্য করিলেন যথোচিত ॥
ঈশ্বর থাকিয়া কত দিন বঙ্গদেশে।
আসিতে হইল ইচ্ছা নিজ-গৃহ-বাসে॥
তবে প্রভু গৃহে আসিবেন হেন শুনি।
যার যেন শক্তি তেন ধন দিলা আনি ॥
সুবর্ণ রজত জল-পাত্র দিব্যাসন।
সুরঙ্গ কম্বল বহু প্রকার বসন ॥
উত্তম পদার্থ যত যার ছিল ঘরে।
সবেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে ॥
প্রভুও সবার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করি।
পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥

সন্তোষে সবার স্থানে হইয়া বিদায়।
নিজ-গৃহে চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥
অনেক পড়ুয়া সব প্রভুর সহিতে।
চলিলেন প্রভু-স্থানে তথাই পড়িতে ॥
হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
অতি সারগ্রাহী নাম মিশ্র তপন ॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপিতে নারে।
হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসিবে তারে ॥
নিজ-ইষ্টমন্ত্র সদা জপে রাত্রদিনে।
সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে ॥
ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রি-শেষে।
সুস্বপ্ন দেখিল দ্বিজ নিজ-ভাগ্যবশে ॥
সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান্।
ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত-চরিত্র-আখ্যান ॥
শুন শুন ওহে দ্বিজ পরম সুধীর।
চিন্তা না করিহ আর মন কর স্থির ॥
নিমাঞি-পণ্ডিত-পাশ করহ গমন।
তিঁহো কহিবেন তোমা সাধ্য-সাধন ॥
মনুষ্য নহেন তিঁহো নর-নারায়ণ।
নর-রূপে লীলা তাঁর জগত-কারণ ॥
বেদ-গোপ্য এ সকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে ॥
অন্তর্দ্ধান হৈলা দেব, ব্রাহ্মণ জাগিলা।
সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিলা ॥
অহো ভাগ্য মানি পুনঃ চেতন পাইয়া।
সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া ॥
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌর-সুন্দর।
শিষ্যগণ সহিত পরম মনোহর ॥
আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
জোড়-হস্তে দাণ্ডাইল সবার সদনে ॥

বিপ্র বলে আমি অতি দীন-হীন জন।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর মোর সংসার-মোচন॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি আমা প্রতি কহিবা আপনি॥
বিষয়াদি-সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময়॥
প্রভু বলে বিপ্র তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ সেই সে সর্ব্বথা॥
ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগ-ধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি পরচার॥
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম রাখি ক্ষিতি-তলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ-স্থানে চলে॥

তথাহি—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ইহার অনুবাদ ১৩ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের শেষে দ্রষ্টব্য।

তথাহি—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

ইনি (শ্রীভগবান্) সত্যযুগে শুক্লবর্ণ ও ত্রেতা-যুগে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই দ্বাপরযুগে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইবেন।

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥

তথাহি—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া, দ্বাপরে পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবা করিয়া যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

তথাহি।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিকালে একমাত্র হরিনামই সার, হরি-নামই সার, হরিনামই সার। কলিতে হরিনাম ভিন্ন আর অন্য গতি নাই, আর অন্য গতি নাই, আর অন্য গতি নাই অর্থাৎ কলিযুগে হরিনাম ভিন্ন যোগ, যাগ, তপ, দান, ধ্যানাদি অন্য কোনও প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সদ্গতি লাভ করিতে পারা যায় না।

অথ মহামন্ত্র।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥

সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥
প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি বিপ্রবর।
পুনঃপুনঃ প্রণাম করয়ে বহুতর॥
বিপ্র কহে আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি।
প্রভু কহে তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী॥
তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কহিব সকল তত্ত্ব সাধ্য সাধন॥
এত বলি প্রভু তারে দিলা আলিঙ্গন।
প্রেমে পুলকিত-অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
পরানন্দ-সুখ পাইল ব্রাহ্মণ তখন॥
বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
সুস্বপ্ন-বৃত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া॥
শুনি প্রভু কহে সত্য যে হয় উচিত।
আর কারে না কহিবা এ সব চরিত॥
পুনঃ নিষেধিল প্রভু সযত্ন করিয়া।
হাসিয়া উঠিলা শুভ ক্ষণ লগ্ন পাঞা॥
হেনমতে প্রভু বঙ্গদেশ ধন্য করি।
নিজ-গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
ব্যবহারে অর্থ বিত্ত অনেক লইয়া।
সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥
দণ্ডবৎ কৈলা প্রভু জননী-চরণে।
অর্থ-বিত্ত সকল দিলেন তাঁর স্থানে॥
সেইক্ষণে প্রভু শিষ্যগণের সহিতে।
চলিলেন শীঘ্র গঙ্গা মজ্জন করিতে॥
সেইক্ষণে গেলা আই করিতে রন্ধন।
অন্তরে দুঃখিতা আছে সর্ব্ব পরিজন॥
শিক্ষা-গুরু প্রভু সর্ব্ব গণের সহিতে।
গঙ্গারে হইল দণ্ডবৎ বহুমতে॥
কতক্ষণ জাহ্নবীতে করি জল-খেলা।
স্নান করি গঙ্গা দেখি গৃহেতে আইলা॥
তবে প্রভু যথোচিত নিত্য কর্ম্ম করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
সন্তোষে বৈকুণ্ঠ-নাথ ভোজন করিয়া।
বিষ্ণুগৃহ-দ্বারে প্রভু বসিলা আসিয়া॥
তবে আপ্তবর্গ আইলেন সম্ভাষিতে।
সবেই বেড়িয়া বসিলেন চারি ভিতে॥
সবার সহিত প্রভু হাস্য-কথা-রঙ্গে।
কহিলা যেমতে প্রভু আছিলেন বঙ্গে॥
বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥
দুঃখ-রস হইবেক জানি আপ্তগণ।
লক্ষ্মীর বিজয় কেহো না করে কথন॥
কতক্ষণ থাকিয়া সকল আপ্তগণ।
বিদায় হইয়া গেলা যার যে ভবন॥
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল চর্ব্বণ।
নানা হাস্য পরিহাস করেন কথন॥
শচীদেবী অন্তরে দুঃখিতা হই ঘরে।
কাছে নাহি আইসেন পুত্রের গোচরে॥
আপনি চলিলা প্রভু জননী-সম্মুখে।
দুঃখিত-বদন প্রভু জননীরে দেখে॥
জননীরে বলে প্রভু মধুর বচন।
দুঃখিতা তোমারে মাতা দেখি কি কারণ॥
কুশলে আইনু আমি দূরদেশ হৈতে।
কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভালমতে॥
আর তোমা দেখি অতি দুঃখিত-বদন।
সত্য কহ দেখি মাতা ইহার কারণ॥
শুনিয়া পুত্রের বাক্য আই অধোমুখে।
কান্দে মাত্র উত্তর না করে কিছু দুঃখে॥

প্রভু বলে মাতা আমি জানিল সকল।
তোমার বধূর কিছু হবে অমঙ্গল॥
তবে সবে কহিলেন শুনহ পণ্ডিত।
তোমার ব্রাহ্মণী গঙ্গা পাইলা নিশ্চিত॥
পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।
ক্ষণেক রহিলা কিছু হেট মাথা করি॥
প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার।
স্তব্ধ হই রহিলেন সর্ব্ব-বেদ-সার॥
লোকানুকরণ-দুঃখ ক্ষণেক করিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু ধৈর্য্য-চিত্ত হৈয়া॥

তথাহি (ভাঃ ৮।১৬।১৯)

কস্য কে পতি-পুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণং।

পতি পুত্রাদি কে কাহার? অর্থাৎ কেহই কাহারও নহে—মোহই 'এ আমার পতি, এ আমার পুত্র' এই সমস্ত অনুভবের একমাত্র কারণ।

প্রভু বলে মাতা দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে তা খণ্ডিবে কেমনে॥
এইমত কাল-গতি, কেহো কারো নহে।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর॥
অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
সেই সে হৈল আর কি কার্য্য দুঃখ তায়॥
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তার বড় আর কে বা আছে ভাগ্যবতী॥
এইমত প্রভু জননীরে প্রবোধিয়া।
রহিলেন নিজ-কৃত্যে আপ্তগণ লৈয়া॥
শুনিয়া প্রভুর অতি অমৃত-বচন।
সবার হইল সর্ব্ব-দুঃখ-বিমোচন॥

হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৌরহরি।
কৌতুকে আছেন বিদ্যা-রসে ক্রীড়া করি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে বঙ্গদেশ-বিজয়ো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পাদ-দ্বন্দ্ব॥
গোষ্ঠীর সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
হেনমতে মহাপ্রভু বিদ্যার আবেশে।
আছে গূঢ়রূপে কারে না করে প্রকাশে॥
সন্ধ্যা-বন্দনাদি প্রভু করি উষাকালে।
নমস্করি জননীরে পড়াইতে চলে॥
অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ সঞ্জয়।
পুরুষোত্তম দাস হন যাহার তনয়॥
প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়।
পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয়॥
চণ্ডী-গৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে।
তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে॥
ইতিমধ্যে কদাচিত কেহো কোন দিনে।
কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে॥
ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্ব ধর্ম্ম।
লোক-রক্ষা লাগি প্রভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম॥
হেন লজ্জা তাহারে দেয়েন সেইক্ষণে।
সে আর না আইসে কভু সন্ধ্যা করি বিনে॥

প্রভু বলে কেনে ভাই কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে কি যুক্তি ইহার॥
তিলক যদি না থাকে বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান-সদৃশ বেদে বলে॥
বুঝিলাম আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা॥
চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পড়িবার॥
এইমত প্রভুর যতেক শিষ্যগণ।
সবেই অত্যন্ত নিজ-ধর্ম্ম-পরায়ণ॥
এতেক উদ্ধত প্রভু করেন কৌতুকে।
হেন নাহি যারে না চালেন নানারূপে॥
সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ॥
বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া॥
ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলেন হয় হয়।
তুমি কোন্ দেশী তাহা কহ ত নিশ্চয়॥
পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার॥
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে ঢোল কর কোন্ যুক্তি ইথে হয়॥
যত যত বলে, প্রভু প্রবোধ না মানে।
নানামতে কদর্থেন সে-দেশী বচনে॥
তাবত চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবত তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর॥
মহা-ক্রোধে কেহো লই যায় খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায়, যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥
কেহো বা ধরিয়া কোঁচা শিকদার-স্থানে।
লৈয়া যায় মহা-ক্রোধে ধরিয়া দেয়ানে॥

তবে শেষে আসিয়া প্রভুর সখাগণে।
সমঞ্জস করিয়া চলেন সেই ক্ষণে॥
কোন দিন থাকি কোন বাঙ্গালের আড়ে।
বাওয়াস ভাঙ্গিয়া তান পলায়েন রড়ে॥
এইমত চাপল্য করেন সবা সনে।
সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে॥
স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ-নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥
যদ্যপিও সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিও স্বভাবে সে গায় বুধগণে॥
হেনমতে শ্রীমুকুন্দ-সঞ্জয়-মন্দিরে।
বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নায়ক বিহরে॥
চতুর্দ্দিকে শোভে শিষ্যগণের মণ্ডলী।
মধ্যে পড়ায়েন প্রভু মহা-কুতূহলী॥
বিষ্ণু-তৈল শিরে দিতে আছে কোন দাসে।
অশেষ প্রকারে ব্যাখা করেন নিজ-রসে॥
উষা-কাল হৈতে দুই প্রহর অবধি।
পড়াইয়া গঙ্গা-স্নানে চলে গুণনিধি॥
নিশারো অর্দ্ধেক এইমত প্রতিদিনে।
পড়ায়েন চিন্তায়েন সবারে আপনে॥
অতএব প্রভু-স্থানে বর্ষেক পড়িয়া।
পণ্ডিত হয়েন সবে সিদ্ধান্ত জানিয়া॥
হেনমতে বিদ্যা-রসে আছেন ঈশ্বর।
বিবাহের কার্য্য শচী চিন্তে নিরন্তর॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে।
পুত্রের সদৃশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-ভাগ্যবান্।
দয়াশীল-স্বভাব শ্রীসনাতন নাম॥

অকৈতব পরম উদার বিষ্ণু-ভক্ত।
অতিথি-সেবন পর-উপকারে রত ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহাবংশ-জাত।
পদবী 'রাজ-পণ্ডিত' সর্ব্বত্র বিখ্যাত ॥
ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন একজন।
অনায়াসে অনেকের করেন পোষণ ॥
তাঁর কন্যা আছেন পরম সুচরিতা।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-প্রায় সেই জগন্মাতা ॥
শচীদেবী তাঁরে দেখিলেন যেই ক্ষণে।
এই কন্যা পুত্র-যোগ্য বুঝিলেন মনে ॥
শিশু হৈতে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান।
পিতৃ মাতৃ-বিষ্ণু-ভক্তি বিনে নাহি আন ॥
আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে।
নম্র হই নমস্কার করেন চরণে ॥
আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্ব্বাদ।
যোগ্য-পতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ ॥
গঙ্গাস্নানে আই মনে করেন কামনা।
এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা ॥
রাজ-পণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব্ব-গোষ্ঠী সনে।
প্রভুরে করিতে কন্যা-দান নিজ-মনে ॥
দৈবে শচী কাশীনাথ পণ্ডিতেরে আনি।
বলিলেন তাঁরে বাপ শুন এক বাণী ॥
রাজ-পণ্ডিতেরে কহ ইচ্ছা থাকে তান।
আমার পুত্রেরে তিহোঁ করুন কন্যা-দান ॥
কাশীনাথ পণ্ডিত চলিলা সেইক্ষণে।
'দুর্গা' 'কৃষ্ণ' বলি রাজপণ্ডিত-ভবনে ॥
কাশীনাথ দেখি রাজ-পণ্ডিত আপনে।
বসিতে আসন আনি দিলেন সম্ভ্রমে ॥
পরম গৌরবে বিধি ক'রে যথোচিত।
কি কার্য্যে আইলা জিজ্ঞাসিলেন পণ্ডিত ॥

কাশীনাথ বলেন আছয়ে এক কথা।
চিত্তে লয় যদি তবে করহ সর্ব্বথা ॥
বিশ্বম্ভর পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা ॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্য পতি।
তাহান উচিত পত্নী এই মহা-সতী ॥
যেন কৃষ্ণ-রুক্মিণীয়ে অন্যোন্যে উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাঞি পণ্ডিত ॥
শুনি বিপ্র পত্নী-আদি আপ্তবর্গ সহে।
লাগিলা করিতে যুক্তি বুঝি কে কি কহে ॥
সবে বলিলেন আর কি কার্য্য বিচারে।
সর্ব্বথা এ কর্ম্ম গিয়া করহ সত্বরে ॥
তবে রাজ-পণ্ডিত হইয়া হর্ষ-মতি।
বলিলেন কাশীনাথ পণ্ডিতের প্রতি ॥
বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের করে কন্যা দান।
করিব সর্ব্বথা বিপ্র ইথে নাহি আন ॥
ভাগ্য থাকে যদি সর্ব্ব বংশের আমার।
তবে হেন সুসম্বন্ধ হইব কন্যার ॥
চল তুমি তথা যাই কহ সর্ব্ব কথা।
আমি পুন দঢ়াইনু করিব সর্ব্বথা ॥
শুনিয়া সন্তোষে কাশীনাথ মিশ্রবর।
সকল কহিল আসি শচীর গোচর ॥
কার্য্য-সিদ্ধি শুনি আই সন্তোষ হইলা।
সকল উদ্যোগ তবে করিতে লাগিলা ॥
প্রভুর বিবাহ শুনি সর্ব্ব শিষ্যগণ।
সবেই হইলা অতি পরানন্দ-মন ॥
প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত মহাশয়।
মোর ভার এ বিবাহে যত লাগে ব্যয় ॥
মুকুন্দ সঞ্জয় বলে শুন সখা ভাই।
তোমার সকল ভার, মোর কিছু নাই ॥

বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুন সর্ব্ব ভাই।
বামনিয়া মত কিছু এ বিবাহে নাই॥
এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজ-কুমারের মত লোকে দেখে যেন॥
তবে সবে মিলি শুভ-দিন শুভ-ক্ষণে।
অধিবাস লগ্ন করিলেন হর্ষ-মনে॥
বড় বড় চন্দ্রাতপ সব টানাইয়া।
চতুর্দ্দিগে রুইলেন কদলী আনিয়া॥
পূর্ণ-ঘট দীপ ধান্য দধি আম্রসার।
যতেক মঙ্গল-দ্রব্য আছয়ে প্রচার॥
সকল একত্রে আনি করি সমুচ্চয়।
সর্ব্ব-ভূমি করিলেন আলিপনাময়॥
যতেক বৈষ্ণব আর যতেক ব্রাহ্মণ।
নবদ্বীপে আছয়ে যতেক সুসজ্জন॥
সবারেই নিমন্ত্রণ করিলা সকালে।
অধিবাসে গুয়া আসি খাইবা বিকালে॥
অপরাহ্ন কাল মাত্র হইল আসিয়া।
বাদ্য আসি করিতে লাগিল বাজনিয়া॥
মৃদঙ্গ সানাই জয়ঢাক করতাল।
নানাবিধ বাদ্য-ধ্বনি উঠিল বিশাল॥
ভাটগণে করিতে লাগিলা রায়বার।
পতিব্রতাগণে করে জয়জয়কার॥
প্রিয়গণে লাগিল করিতে জয়ধ্বনি।
মধ্যে আসি বসিলা দ্বিজেন্দ্র-কুল-মণি॥
চতুর্দ্দিগে বসিলেন ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী।
সবেই হইলা চিত্তে মহা-কুতূহলী॥
তবে গন্ধ চন্দন তাম্বূল দিব্য-মালা।
ব্রাহ্মণগণেরে সবে দিবারে লাগিলা॥
শিরে মালা সর্ব্ব অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে।
এক বাটা তাম্বূল সে দেন এক জনে॥

বিপ্র-কুল নদীয়া বিপ্রের অন্ত নাই।
কত যায় কত আইসে অবধি না পাই॥
তথি মধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে।
একবার লৈয়া পুনঃ আর কাচ কাচে॥
আর বার আসি মহা লোকের গহলে।
চন্দন গুবাক মালা নিয়া নিয়া চলে॥
সবেই আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে।
প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে॥
সবারে চন্দন মালা দেহ তিন বার।
চিন্তা নাহি ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার॥
একবার নিয়া যে যে লয় আর বার।
এ আজ্ঞায় তাহার কৈলেন প্রতিকার॥
পাছে কেহো চিনিয়া বিপ্রেরে মন্দ বলে
পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি নিলে॥
বিপ্র-প্রিয় প্রভুর চিত্তের এই কথা।
তিনবার দিলে পূর্ণ হইবে সর্ব্বথা॥
তিনবার পাইয়া সবার হর্ষ মন।
শাঠ্য করি আর নাহি লয় কোন জন॥
এইমত মালায় চন্দনে গুয়া পানে।
হইল অনন্ত, মর্ম্ম কেহো নাহি জানে॥
মনুষ্যে পাইল যত সে থাকুক্ দূরে।
ভূমেতে পড়িল কত দিতে মনুষ্যেরে॥
সেই যদি প্রাকৃত লোকের ঘরে হয়।
তাহাতেই তার পাঁচ বিভা নির্ব্বাহয়॥
সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস।
সবে বলে ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস॥
লক্ষেশ্বরো দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে।
হেন অধিবাস নাহি করে কারো বাপে॥
এমত চন্দন মালা দিব্য গুয়া পান।
অকাতরে কেহো কভু নাহি করে দান॥

তবে রাজ-পণ্ডিত আনন্দ-চিত্ত হৈয়া।
আইলেন অধিবাস-সামগ্রী লইয়া ॥
বিপ্রবর্গ আপ্তবর্গ করি নিজ সঙ্গে।
বহুবিধ বাদ্য নৃত্য গীত মহারঙ্গে ॥
বেদবিধি-পূর্ব্বকে পরম-হর্ষ-মনে।
ঈশ্বরেরে গন্ধ-স্পর্শ কৈলা শুভক্ষণে ॥
ততক্ষণে মহা জয় জয় হরি-ধ্বনি।
করিতে লাগিলা সবে মহা-স্তুতি-বাণী ॥
পতিব্রতাগণে দেই জয়জয়কার।
বাদ্য গীতে হৈল মহানন্দ-অবতার ॥
হেনমতে করি অধিবাস শুভ-কাজ।
গৃহে চলিলেন সনাতন বিপ্র-রাজ ॥
এইমতে গিয়া ঈশ্বরের আপ্ত-গণে।
লক্ষ্মীরে করিলা অধিবাস শুভক্ষণে ॥
আর যত কিছু লোকে 'লোকাচার' বলে।
দোঁহারাই সব করিলেন কুতূহলে ॥
তবে সুপ্রভাতে প্রভু করি গঙ্গা-স্নান।
আগে বিষ্ণু পূজি গৌর-চন্দ্র ভগবান্ ॥
তবে শেষে সর্ব্ব আপ্তগণের সহিতে।
বসিলেন নান্দী-মুখ কর্ম্মাদি করিতে ॥
বাদ্য নৃত্য গীতে হৈল মহা কোলাহল।
চতুর্দ্দিগে জয় জয় উঠিল মঙ্গল ॥
পূর্ণ-ঘট ধান্য দধি দীপ আম্রসার।
স্থাপিলেন ঘরে দ্বারে অঙ্গনে অপার ॥
চতুর্দ্দিগে নানা বর্ণে উড়য়ে পতাকা।
কদলক রোপি বান্ধিলেন আম্র-পাতা ॥
তবে আই পতিব্রতা-গণ লই সঙ্গে।
লোকাচার করিতে লাগিলা মহা-রঙ্গে ॥
আগে গঙ্গা পূজিয়া পরম-হর্ষ-মনে।
তবে বাদ্য-বাজনে গেলেন ষষ্ঠী-স্থানে ॥
ষষ্ঠী পূজি তবে বন্ধু-মন্দিরে-মন্দিরে।
লোকাচার করিয়া আইলা নিজ-ঘরে ॥
তবে খই কলা তৈল তাম্বূল সিন্দুরে।
দিয়া দিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে ॥
ঈশ্বর-প্রভাবে দ্রব্য হৈল অসংখ্যাত।
শচীও সবারে দেন বার পাঁচ সাত ॥
তৈলে স্নান করিলেন সর্ব্ব নারীগণ।
হেন নাহি পরিপূর্ণ নহিল যে জন ॥
এইমত মহানন্দ লক্ষ্মীর ভবনে।
লক্ষ্মীর জননী করিলেন হর্ষ-মনে ॥
শ্রীরাজপণ্ডিত অতি চিত্তের উল্লাসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করি মহানন্দে ভাসে ॥
সর্ব্ব বিধি-কর্ম্ম করি শ্রীগৌর-সুন্দর।
বসিলেন খানিক হইয়া অবসর ॥
তবে সব ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য বস্ত্র দিয়া।
করিলেন সন্তোষ পরম নম্র হৈয়া ॥
যে যেমত পাত্র যার যোগ্য যেন দান।
সেইমত করিলেন সবার সম্মান ॥
মহা-প্রীতে আশীর্ব্বাদ করি বিপ্রগণ।
গৃহে চলিলেন সবে করিতে ভোজন ॥
অপরাহ্ণ-বেলা আসি লাগিল হইতে।
প্রভুর সভাই বেশ লাগিলা করিতে ॥
চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ।
মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্র দিলেন তথি গন্ধ ॥
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন।
তথি মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন ॥
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির উপর।
সুগন্ধি মালায় পূর্ণ হৈল কলেবর ॥
দিব্য সূক্ষ্ম পীত বস্ত্র ত্রিকচ্ছ-বিধানে।
পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে ॥

ধান্য দুর্ব্বা সূত্র করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন স্বর্ণমঞ্জরী দর্পণ॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল দুই শ্রুতিমূলে সাজে।
নবরত্ন-হার বান্ধিলেন বাহু মাঝে॥
এইমত যে যে শোভা করে যে যে অঙ্গে।
সকল ঘটনা সবে করিলেন রঙ্গে॥
ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখি যত নর নারী।
মুগ্ধ হইলেন সবে আপনা পাসরি॥
প্রহরেক বেলা আছে হেনই সময়।
সবেই বলেন শুভ করহ বিজয়॥
প্রহরেক সর্ব্ব নবদ্বীপে বেড়াইয়া।
কন্যা-ঘরে যাইবেন গোধূলি করিয়া॥
তবে দিব্য দোলা সাজি বুদ্ধিমন্ত খান।
হরিষে আনিয়া করিলেন উপস্থান॥
বাদ্য গীতে উঠিল পরম কোলাহল।
বিপ্রগণে করে বেদ-ধ্বনি সুমঙ্গল॥
ভাটগণে পড়িতে লাগিলা রায়বার।
সর্ব্ব-দিগে হইল আনন্দ-অবতার॥
তবে প্রভু জননীরে প্রদক্ষিণ করি।
বিপ্রগণে নমস্করি বহু মান্য করি॥
দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।
সর্ব্বদিগে উঠিল মঙ্গল জয় জয়॥
নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার।
শুভ-ধ্বনি বিনা কোন দিগে নাহি আর॥
প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গা-তীরে।
পূর্ণ-চন্দ্র ধরিলেন শিরের উপরে॥
সহস্র সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে।
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে॥
আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খাঁর।
চলিলা দোসারি হই যত পাটোয়ার॥
নানা বর্ণে পতাকা চলিলা তার পাছে।
বিদূষক সকল চলিলা নানা কাচে॥
নর্ত্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায়।
পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায়॥
জয়-ঢাক বীর-ঢাক মৃদঙ্গ কাহাল।
পটহ দগড় শঙ্খ বংশী করতাল॥
বরগোঁ শিঙ্গা পঞ্চ-শব্দী বেণু বাজে কত
কে লিখিবে বাদ্য-ভাণ্ড বাজি যায় যত॥
লক্ষ লক্ষ শিশু বাদ্য-ভাণ্ডের ভিতরে।
রঙ্গে নাচি যায় দেখি হাসেন ঈশ্বরে॥
সে মহা-কৌতুক দেখি শিশুর কি দায়।
জ্ঞানবান্ সবে লজ্জা ছাড়ি নাচি যায়॥
প্রথমে আসিয়া গঙ্গা-তীরে কতক্ষণ।
করিলেন নৃত্য গীত আনন্দ-বাজন॥
তবে পুষ্প-বৃষ্টি করি গঙ্গা নমস্করি।
ভ্রমেন কৌতুকে সর্ব্ব নবদ্বীপ-পুরী॥
দেখি অতি অমানুষী বিবাহ-সম্ভার।
সর্ব্ব লোক চিত্তে মহা পায় চমৎকার॥
বড় বড় বিভা দেখিয়াছি লোকে বলে।
এমত সঙ্ঘট্ট নাহি দেখি কোন কালে॥
এইমত স্ত্রী পুরুষে প্রভুরে দেখিয়া।
আনন্দে ভাসয়ে সব সুকৃতি নদীয়া॥
সবে যার রূপবতী কন্যা আছে ঘরে।
সেই সব বিপ্র সবে বিমরিষ করে॥
হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাম দিতে।
আপনার ভাগ্য নাই হইবে কেমতে॥
নবদ্বীপ-বাসীর চরণে নমস্কার।
এ সব আনন্দ দেখিবার শক্তি যার॥
এইমত রঙ্গে প্রভু নগরে নগরে।
ভ্রমেন কৌতুকে সর্ব্ব নবদ্বীপ-পুরে॥

গোধূলি-সময় আসি প্রবেশ হইতে।
আইলেন রাজ-পণ্ডিতের মন্দিরেতে॥
মহা-জয়জয়কার লাগিল হইতে।
ছুই বাদ্যভাণ্ড বাদে লাগিল বাজিতে॥
পরম সম্ভ্রমে রাজ-পণ্ডিত আসিয়া।
দোলা হৈতে কোলে করি বসাইল লৈয়া॥
পুষ্প-বৃষ্টি করিলেন সন্তোষে আপনে।
জামাতা দেখিয়া হর্ষে দেহ নাহি জানে॥
তবে বরণের সজ্জ সামগ্রী লইয়া।
জামাতা বরিতে বিপ্র বসিলা আসিয়া॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী বস্ত্র অলঙ্কার।
যথাবিধি দিয়া কৈল বরণ-ব্যভার॥
তবে তান পত্নী নারীগণের সহিতে।
মঙ্গল-বিধান আসি লাগিলা করিতে॥
ধান্য দূর্ব্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে।
আরতি করিলা সপ্ত-ঘৃতের প্রদীপে॥
খই কড়ি ফেলি করিলেন জয়কার।
এইমত যত কিছু করি লোকাচার॥
তবে সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া আনিলেন আসনে ধরিয়া॥
তবে হর্ষে প্রভুর সকল আপ্তগণে।
প্রভুরেও তুলিলেন ধরিয়া আসনে॥
তবে মধ্যে অন্তঃপট করি লোকাচারে।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সাত বার।
রহিলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার॥
তবে পুষ্প-ফেলাফেলি লাগিল হইতে।
ছুই বাদ্যভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে॥
চতুর্দ্দিকে স্ত্রী পুরুষে করে জয়ধ্বনি।
আনন্দে আসিয়া অবতরিলা আপনি॥

আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্ম-সমর্পণে॥
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষত হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া॥
তবে লক্ষ্মী-নারায়ণে পুষ্প-ফেলাফেলি।
করিতে লাগিলা দুই মহা-কুতূহলী॥
ব্রহ্মাদি দেবতা সব অলক্ষিত-রূপে।
পুষ্পবৃষ্টি লাগিলেন করিতে কৌতুকে॥
আনন্দ-বিবাদ লক্ষ্মী-গণে প্রভু-গণে।
উচ্চ করি বর কন্যা তোলে হর্ষ-মনে॥
ক্ষণে জিনে প্রভু-গণে ক্ষণে লক্ষ্মী-গণে।
হাসি হাসি প্রভুরে বোলয়ে সর্ব্ব-জনে॥
ঈষত হাসিলা প্রভু সুন্দর শ্রীমুখে।
দেখি সর্ব্ব লোক ভাসে পরানন্দ-সুখে॥
সহস্র সহস্র মহাতাপ-দীপ জ্বলে।
কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাদ্য-কোলাহলে॥
মুখ-চন্দ্রিকার মহা-বাদ্য জয়-ধ্বনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিলেক হেন শুনি॥
হেনমতে শ্রীমুখ-চন্দ্রিকা করি রঙ্গে।
বসিলেন শ্রীগৌর-সুন্দর লক্ষ্মী সঙ্গে॥
তবে রাজ-পণ্ডিত পরম-হর্ষ-মনে।
বসিলেন করিবারে কন্যা-সম্প্রদানে॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী যথাবিধি-মতে।
ক্রিয়া করি লাগিলেন সঙ্কল্প করিতে॥
বিষ্ণু-প্রীতে কাম্য করি শ্রীলক্ষ্মীর পিতা।
প্রভুর শ্রীহস্তে সমর্পিলেন দুহিতা॥
তবে দিব্য ধেনু ভূমি শয্যা দাসী দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস॥
লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বাম-পাশে।
হোম-কর্ম্ম করিতে লাগিল তবে শেষে॥

বেদাচার লোকাচার যত কিছু আছে।
সব করি বর কন্যা ঘরে নিলা পাছে॥
ভোজন করিয়া শুভ রাত্রি সুমঙ্গলে।
লক্ষ্মী কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতূহলে॥
সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে।
যে সুখ হইল তাহা কে পারে কহিতে॥
নগ্নজিত জনক ভীষ্মক জাম্বুবন্ত।
পূর্ব্বে তারা যে-হেন হইল ভাগ্যবন্ত॥
সেই ভাগ্য এবে গোষ্ঠী সহ সনাতন।
পাইলেন পূর্ব্ব-বিষ্ণু-সেবার কারণ॥
তবে রাত্রি-প্রভাতে যে ছিল লোকাচার।
সকল করিলা সর্ব্ব-ভুবনের সার॥
অপরাহ্নে গৃহে আসিবার হৈল কাল।
বাদ্য নৃত্য গীত হৈতে লাগিল বিশাল॥
চতুর্দ্দিগে জয়ধ্বনি লাগিল হইতে।
নারীগণে জয়কার লাগিলেন দিতে॥
বিপ্রগণে আশীর্ব্বাদ লাগিল করিতে।
যাত্রা-যোগ্য শ্লোক সবে লাগিলা পড়িতে॥
ঢাক পড়া সানাঞি বরগোঁ করতাল।
অন্যোন্যে বাদ করি বাজায় বিশাল॥
তবে প্রভু নমস্করি সর্ব্ব মান্য-গণে।
লক্ষ্মী সঙ্গে দোলায় করিলা আরোহণে॥
'হরি হরি' বলি সবে করি জয়ধ্বনি।
চলিলেন লয়ে তবে দ্বিজ-কুলমণি॥
পথে যত লোক দেখে চলিয়া আসিতে।
ধন্য ধন্য সবেই প্রশংসে বহুমতে॥
স্ত্রীগণে দেখিয়া বলে এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা-পার্ব্বতী॥
কেহো বলে এই হেন বুঝি হর-গৌরী।
কেহো বলে হেন বুঝি কমলা-শ্রীহরি॥

কেহো বলে এই দুই কামদেব-রতি।
কেহো বলে ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি॥
কেহো বলে হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।
এইমত বলে সর্ব্ব সুকৃতি বনিতা॥
হেন ভাগ্যবন্ত স্ত্রী পুরুষ নদীয়ার।
এ সব সম্পত্তি দেখিবার শক্তি যার॥
লক্ষ্মী-নারায়ণের মঙ্গল-দৃষ্টিপাতে।
সুখময় সর্ব্ব লোক হৈল নদীয়াতে॥
নৃত্য গীত বাদ্য পুষ্প বর্ষিতে বর্ষিতে।
পরম-আনন্দে আইলেন সর্ব্ব পথে॥
তবে শুভক্ষণে প্রভু সকল মঙ্গলে।
আইলেন গৃহে লক্ষ্মী-কৃষ্ণ কুতূহলে॥
তবে আই পতিব্রতাগণ সঙ্গে লৈয়া।
পুত্র-বধূ ঘরে আনিলেন হৃষ্ট হৈয়া॥
গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।
জয়ধ্বনি-ময় হৈল সকল ভুবন॥
কি আনন্দ হইল সে অকথ্য-কথন।
সে মহিমা কোন্ জনে করিবে বর্ণন॥
যাঁহার শ্রীমূর্ত্তিমাত্র দেখিলে নয়নে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে॥
সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাতে।
তেঞি তাঁর নাম দয়াময় দীননাথে॥
তবে যত নট ভাট ভিক্ষুক সবারে।
তুষিলেন বস্ত্রে ধনে বচনে প্রকারে॥
বিপ্রগণে আপ্তগণে সবারে প্রত্যক্যে।
আপনে ঈশ্বর বস্ত্র দিলেন কৌতুকে॥
বুদ্ধিমন্ত খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য-কথন॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥

দণ্ডেকে এ সব লীলা যত হইয়াছে।
শত বর্ষে তাহা কে বর্ণিবে হেন আছে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা ধরি শিরে।
সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা-অনুসারে॥
এ সব ঈশ্বর-লীলা যে পড়ে যে শুনে।
সে অবশ্য বিহরয়ে গৌরচন্দ্র সনে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে দ্বিতীয়-বিবাহ-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জয় জয় দীনবন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত সবার ঈশ্বর॥
জয় জয় ভক্ত-রক্ষা-হেতু অবতার।
জয় সর্ব্বকাল-সত্য কীর্ত্তন-বিহার॥
ভক্ত-গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
আদিখণ্ড-কথা অতি অমৃতের ধার।
যঁহি গৌরাঙ্গের সর্ব্ব-মোহন বিহার॥
হেন মতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক নবদ্বীপে।
গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন দ্বিজরূপে॥
প্রেম-ভক্তি-প্রকাশ-নিমিত্ত অবতার।
তাহা কিছু না করেন ইচ্ছা সে তাঁহার॥
অতি পরমার্থ-শূন্য সকল সংসার।
তুচ্ছ-রস-বিষয়ে সে আদর সবার॥
গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে যে জন।
তারাও না বোলে না বোলায় সঙ্কীর্ত্তন॥
হাতে তালি দিয়া সে সকল ভক্তগণ।
আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন॥
তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে।
ইহারা কি কার্য্যে ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে॥
আমি ব্রহ্ম আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন।
দাস-প্রভু-ভেদ বা করয়ে কি কারণ॥
সংসারী সকল বুলে মাগিয়া খাইতে।
ডাকিয়া বোলয়ে হরি লোক জানাইতে॥
এ গুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মিলিয়া॥
শুনিয়া পায়েন দুঃখ সর্ব্ব ভক্তগণ।
সম্ভাষা করেন হেন নাহি কোন জন॥
শূন্য দেখি ভক্তগণ সকল সংসার।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার॥
হেন কালে তথায় আইলা হরিদাস।
শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তি যার বিগ্রহে প্রকাশ॥
এবে শুন হরিদাস ঠাকুরের কথা।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা॥
বূঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন-প্রকাশ॥
কত দিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে।
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুরে॥
পাইয়া তাঁহার সঙ্গ আচার্য্য গোসাঞি।
হুঙ্কার করেন আনন্দের অন্ত নাঞি॥
হরিদাস ঠাকুরো অদ্বৈতদেব-সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দ-রস-সমুদ্র-তরঙ্গে॥
নিরবধি হরিদাস গঙ্গা-তীরে-তীরে।
ভ্রমেন কৌতুকে 'কৃষ্ণ' বলি উচ্চৈঃস্বরে॥

বিষয়-সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণ-নামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
ক্ষণেকো গোবিন্দ-নামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানা মতি॥
কখন করেন নৃত্য আপনা আপনি।
কখন করেন মত্তসিংহ-প্রায় ধ্বনি॥
কখন বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন।
অট্ট অট্ট মহা হাস্য হাসেন কখন॥
কখন গর্জ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া।
কখন মূর্চ্ছিত হই থাকেন পড়িয়া॥
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বলেন ডাকিয়া।
ক্ষণে তাই বাখানেন উত্তম করিয়া॥
অশ্রুপাত রোমহর্ষ হাস্য মূর্চ্ছা ঘর্ম্ম।
কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে মর্ম্ম॥
প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া তান শ্রীবিগ্রহে মিলে॥
হেন সে আনন্দ-ধারা—তিতে সর্ব্ব অঙ্গ।
অতি পাষণ্ডীও দেখি পায় মহারঙ্গ॥
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলী।
ব্রহ্মা-শিবো দেখিয়া হয়েন কুতূহলী॥
ফুলিয়া গ্রামের যত ব্রাহ্মণ সকল।
সবেই তাহানে দেখি হইলা বিহ্বল॥
সবার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস।
ফুলিয়ায় রহিলেন প্রভু হরিদাস॥
গঙ্গা-স্নান করি নিরবধি হরিনাম।
উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্ব্ব স্থান॥
কাজি গিয়া মুলুকের অধিপতি-স্থানে।
কহিলেক তাহান সকল বিবরণে॥
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার॥

পাপীর বচন শুনি সেই পাপমতি।
ধরিয়া আনিল তানে অতি শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায় কালেরো নাহি ভয়॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া চলিলা সেইক্ষণে।
মুলুক-পতির দ্বারে দিলা দরশনে॥
হরিদাস ঠাকুরের শুনি আগমন।
হরিষ-বিষাদ হৈল যত সুসজ্জন॥
বড় বড় লোক যত আছে বন্দি-ঘরে।
তারা সব হৃষ্ট হৈলা শুনিয়া অন্তরে॥
পরম বৈষ্ণব হরিদাস মহাশয়।
তাঁরে দেখি বন্দি-দুঃখ পাইবেক ক্ষয়॥
রক্ষক লোকেরে সবে সাধন করিয়া।
রহিলেন বন্দিগণ একদৃষ্টি হৈয়া॥
হরিদাস ঠাকুর আইলা সেই স্থানে।
বন্দী সব দেখি কৃপাদৃষ্টি হৈল মনে॥
হরিদাস ঠাকুরের চরণ দেখিয়া।
রহিলেন বন্দিগণ প্রণতি করিয়া॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন।
সর্ব্ব-মনোহর মুখচন্দ্র অনুপম॥
ভক্তি করি সবে করিলেন নমস্কার।
সবার হইল কৃষ্ণ-ভক্তির বিকার॥
তা সবার ভক্তি-ভাব দেখি হরিদাস।
বন্দী সব দেখিয়া হইল কৃপা-হাস॥
থাক থাক এখন আছহ যেন-রূপে।
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে।
না বুঝিয়া তাহান সে দুর্জ্ঞেয় বচন।
বন্দী সব হৈলা কিছু বিষাদিত-মন॥
তবে পাছে কৃপাযুক্ত হই হরিদাস।
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ॥

আমি তোমা সবারে যে কৈল আশীর্ব্বাদ।
তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ॥
মন্দ আশীর্ব্বাদ আমি কখনো না করি।
মন দিয়া সবে ইহা বুঝহ বিচারি॥
এবে কৃষ্ণ প্রতি তোমা সবাকার মন।
যেন আছে এইমত থাকু সর্ব্বক্ষণ॥
এবে নিত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন।
সবে মেলি করিতে আছহ অনুক্ষণ॥
এবে হিংসা নাহি কিছু প্রজার পীড়ন।
কৃষ্ণ বলি কাকুর্ব্বাদে করহ চিন্তন॥
আর বার গিয়া সে বিষয়ে প্রবর্ত্তিলে।
সবে ইহা পাসরিবে গেলে দুষ্ট-মেলে॥
সেই সব অপরাধ হবে পুনর্ব্বার।
বিষয়ের ধর্ম্ম এই শুন কথা সার॥
'বন্দী থাক' হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি
'বিষয় পাসর অহর্নিশ বল হরি'॥
ছলে করিলাম আমি এই আশীর্ব্বাদ।
তিলার্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ॥
সর্ব্ব জীব প্রতি দয়া-দর্শন আমার।
কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হউ তোমার সবার॥
চিন্তা নাহি, দিন দুই তিনের ভিতরে।
বন্ধন ঘুচিবে এই কহিল তোমারে॥
বিষয়েতে থাক কিবা থাক যথা তথা।
এই বুদ্ধি কভু না পাসরিহ সর্ব্বথা॥
বন্দী সকলের করি শুভানুসন্ধান।
আইলেন মুলুকের অধিপতি-স্থান॥
অতি মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান।
পরম গৌরবে বসিবারে দিল স্থান॥
আপনে জিজ্ঞাসে তানে মুলুকের পতি।
কেনে ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি॥
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ-জাত॥
জাতি ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার॥
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা-উচ্চার॥
শুনি মায়া-মোহিতের বাক্য হরিদাস।
'অহো বিষ্ণুমায়া' বলি হৈল মহা হাস॥
বলিতে লাগিল তারে মধুর উত্তর।
শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর॥
নাম-মাত্র ভেদ কহে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেইমত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বলেন সকল মাত্র নিজ-শাস্ত্র-মতে॥
যে ঈশ্বর সে পুনি সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেও সে তাহান হিংসা হয়॥
এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যে-হেন।
লওয়াইয়াছে চিত্তে করি আমি তেন॥
হিন্দুকুলে কেহো যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দু বা কি করে তারে, যার যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম॥
মহাশয় এবে তুমি করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার॥

হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য বচন।
শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন॥
সবে এক পাপী কাজী মুলুক-পতিরে।
বলিতে লাগিলা শাস্তি করহ ইহারে॥
এই দুষ্ট আর দুষ্ট করিবে অনেক।
যবন-কুলের অমহিমা আনিবেক॥
এতেকে ইহার শাস্তি কর ভালমতে।
নহে বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে॥
পুনঃ বলে মুলুকের পতি আরে ভাই।
আপনার শাস্ত্র বল তবে চিন্তা নাই॥
অন্যথা করিব শাস্তি সব কাজীগণে।
বলিলাম পাছে আর লঘু হৈবে কেনে॥
হরিদাস বলেন যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বহি আর কেহো করিতে না পারে॥
অপরাধ-অনুরূপ যার যেই ফল।
ঈশ্বরে সে করে ইহা জানিহ কেবল॥
খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥
শুনিয়া তাহান বাক্য মুলুকের পতি।
জিজ্ঞাসিল এবে কি করিবা ইহা প্রতি॥
কাজী বলে "বাইশ বাজারে বেড়ি মারি।
প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি॥
বাইশ বাজারে মারিলেহ যদি জীয়ে।
তবে জানি জ্ঞানী সব সাঁচা কথা কহে॥"
পাইক সকলে ডাকি তর্জ্জ করি কহে।
এমত মারিবে যেন প্রাণ নাহি রহে॥
যবন হইয়া যেহ হিন্দুয়ানি করে।
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তরে॥
পাপীর বচনে সেহ পাপী আজ্ঞা দিল।
দুষ্টগণে আসি হরিদাসেরে ধরিল॥
বাজারে বাজারে সব বেড়ি দুষ্টগণে।
মারয়ে নির্জ্জীব করি মহাক্রোধ-মনে॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহে দুঃখ না হয় প্রকাশ॥
দেখি হরিদাস-দেহে অত্যন্ত প্রহার।
সুজন সকল দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেহো বলে উৎসিষ্ট হইবে সর্ব্ব রাজ্য।
সে নিমিত্তে করে সুজনেরে হেন কার্য্য॥
রাজা উজিরেরে কেহো শাপে ক্রোধ-মনে।
মারামারি করিতেও উঠে কোনো জনে॥
কেহো গিয়া যবনগণের পায়ে ধরে।
কিছু দিব অল্প করি মারহ উঁহারে॥
তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে পাপিগণে।
বাজারে বাজারে মারে মহাক্রোধ-মনে॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।
অল্প দুঃখও নাহি জন্মে এতেক প্রহারে॥
অসুর-প্রহারে যেন প্রহ্লাদ-বিগ্রহে।
কোনো দুঃখ না পাইল সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
এইমত যবনের অশেষ প্রহারে।
দুঃখ না জন্মায় হরিদাস ঠাকুরেরে॥
হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা।
ছিণ্ডে সেইক্ষণে—হরিদাসের কি কথা॥
সবে যে সকল পাপিগণে তাঁরে মারে।
তারি লাগি দুঃখ মাত্র ভাবেন অন্তরে॥
এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥
এইমত পাপিগণ নগরে নগরে।
প্রহার করয়ে হরিদাস ঠাকুরেরে॥
দৃঢ় করি মারে তারা প্রাণ লইবারে।
মনস্পথো নাহি হরিদাস ঠাকুরেরে॥

বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে।
মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে॥
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে॥
মরেও না আরো দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে।
এ পুরুষ পীর বা সবেই ভাবে মনে॥
যবন সকল বলে ওহে হরিদাস।
তোমা হৈতে আমা সবার হইবেক নাশ॥
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজী প্রাণ লইবেক আমা সবাকার॥
হাসিয়া বলেন হরিদাস মহাশয়।
আমি জীলে তোমা সবার মন্দ যদি হয়॥
তবে আমি মরি এই দেখ বিদ্যমান।
এত বলি আবিষ্ট হইলা করি ধ্যান॥
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত প্রভু হরিদাস।
হইলেন আবিষ্ট কোথাও নাহি শ্বাস॥
দেখিয়া যবনগণ বিস্ময় হইল।
মুলুক-পতির দ্বারে লইয়া ফেলিল॥
'মাটি দেহ লঞা' বলে মুলুকের পতি।
কাজী কহে তবে ত পাইবে ভাল গতি॥
বড় হই যেন করিলেক নীচ কর্ম্ম।
অতএব ইহারে জুয়ায় সেই ধর্ম্ম॥
মাটি দিলে পরকালে হইবেক ভাল।
গাঙ্গে ফেল যেন দুঃখ পায় চিরকাল॥
কাজীর বচনে সব ধরিয়া যবনে।
গাঙ্গে ফেলাইতে সবে তোলে গিয়া তানে॥
গাঙ্গে নিতে তোলে যদি যবন সকল।
বসিলেন হরিদাস পরম নিশ্চল॥
ধ্যানানন্দে বসিলা ঠাকুর হরিদাস।
বিশ্বম্ভর দেহে আসি করিলা প্রকাশ॥

বিশ্বম্ভর-অধিষ্ঠান হইল শরীরে।
কার শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবারে॥
মহা-বলবন্ত সব চতুর্দ্দিগে ঠেলে।
মহা-স্তম্ভ-প্রায় প্রভু আছেন নিশ্চলে॥
কৃষ্ণানন্দ-সুধাসিন্ধু মধ্যে হরিদাস।
মগ্ন হইয়াছেন বাহ্য নাহিক প্রকাশ॥
কিবা অন্তরীক্ষে কিবা পৃথিবী গঙ্গায়।
না জানেন হরিদাস আছেন কোথায়॥
প্রহ্লাদের যে-হেন স্মরণ কৃষ্ণ-ভক্তি।
সেই মত হরিদাস ঠাকুরের শক্তি॥
হরিদাস ঠাকুরের কিছু চিত্র নহে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহার হৃদয়ে॥
রাক্ষসের বন্ধন যে-হেন হনুমান।
ইচ্ছা করি লইলেন ব্রহ্মার সম্মান॥
এইমত হরিদাসো যবন-প্রহার।
জগতের শিক্ষা লাগি করিলা স্বীকার॥
"অশেষ দুর্গতি হয় যদি যায় প্রাণ।
তথাপিহ বদনে না ছাড়ি হরি-নাম॥"
অন্যথা গোবিন্দ হেন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে॥
হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা।
খণ্ডে সেইক্ষণে—হরিদাসের কি কথা॥
সত্য সত্য হরিদাস জগতে ঈশ্বর।
চৈতন্য-চন্দ্রের মহা-মুখ্য অনুচর॥
দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি সকল যবন।
সবার খণ্ডিল হিংসা ভাল হৈল মন॥
পীর জ্ঞান করি সবে কৈল নমস্কার।
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার॥
কতক্ষণে বাহ্য পাইলেন হরিদাস।
মুলুক-পতিরে চাহি হৈল কৃপা- হাস॥

সম্ভ্রমে মুলুক-পতি যুড়ি দুই কর।
বলিতে লাগিলা কিছু বিনয় উত্তর ॥
সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহা-পীর।
এক-জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির ॥
যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা-কুতূহলে ॥
তোমারে দেখিতে মুঞি আইনু এথারে।
সব দোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে ॥
সকল তোমার সম—শত্রু মিত্র নাই।
তোমা চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাই ॥
চল তুমি শুভ কর আপন ইচ্ছায়।
গঙ্গা-তীরে থাক গিয়া নির্জ্জন গোফায় ॥
আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা।
যে তোমার ইচ্ছা তাই করহ সর্ব্বথা ॥
হরিদাস ঠাকুরের চরণ দেখিলে।
উত্তমের কি দায়, যবন দেখি ভুলে ॥
এত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে।
পীর জ্ঞান করি আর পায়ে পাছে ধরে ॥
যবনেরে কৃপা-দৃষ্টি করিয়া প্রকাশ।
ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর হরিদাস ॥
উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে।
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ-সভাতে ॥
হরিদাসে দেখি ফুলিয়ার বিপ্রগণ।
সবেই হইলা অতি পরানন্দ-মন ॥
হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিলা করিতে।
হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে ॥
অদ্ভুত অনন্ত হরিদাসের বিকার।
অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার ॥
আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ মহানন্দে ভাসে ॥
স্থির হই ক্ষণেকে বসিলা হরিদাস।
বিপ্রগণ বসিলেন বেড়ি চারি পাশ ॥
হরিদাস বলেন শুনহ বিপ্রগণ।
দুঃখ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ ॥
প্রভু-নিন্দা আমি যে শুনিল অপার।
তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার ॥
ভাল হৈল ইথে বড় পাইনু সন্তোষ।
অল্প শাস্তি করি ক্ষমিলেন বড় দোষ ॥
কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণু-নিন্দন-শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিল পাপ-কাণে ॥
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার ॥
হেন মতে হরিদাস বিপ্রগণ সঙ্গে।
নির্ভয়ে করেন সঙ্কীর্ত্তন মহা-রঙ্গে ॥
তাহারেও দুঃখ দিল যে সব যবনে।
সবংশে উচ্ছিন্ন তারা হৈল কত দিনে ॥
তবে হরিদাস গঙ্গা-তীরে গোফা করি।
থাকেন বিরলে অহর্নিশ 'কৃষ্ণ' স্মরি ॥
তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফা হৈল তান যেন বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
মহা-নাগ বৈসে সেই গোফার ভিতরে।
তার জ্বালা প্রাণিমাত্র সহিতে না পারে ॥
হরিদাস ঠাকুরেরে সম্ভাষা করিতে।
যতেক আইসে কেহো না পারে রহিতে ॥
পরম বিষের জ্বালা সবেই পায়েন।
হরিদাস পুনি ইহা কিছু না জানেন ॥
বসিয়া করেন যুক্তি সর্ব্ব বিপ্রগণে।
হরিদাস-আশ্রমে এতেক জ্বালা কেনে ॥
সেই ফুলিয়ায় বৈসে মহা-বৈদ্যগণ।
তারা আসি জানিলেক সর্পের কারণ ॥

বৈদ্য বলিলেক এই গোফার তলায়।
মহা এক নাগ আছে তাহার জ্বালায়॥
রহিতে না পারে কেহো কহিল নিশ্চয়।
হরিদাস সত্বরে চলুন অন্যাশ্রয়॥
সর্পের সহিত বাস কভু যুক্ত নয়।
চল সবে কহি গিয়া তাঁহার আশ্রয়॥
তবে সবে আসি হরিদাস ঠাকুরেরে।
কহিল বৃত্তান্ত সেই গোফা ছাড়িবারে॥
মহা-নাগ বৈসে এই গোফার ভিতরে।
তাহার জ্বালায় কেহো রহিতে না পারে॥
অতএব এ স্থানে রহিতে যোগ্য নয়।
অন্য স্থানে আসি তুমি করহ আশ্রয়॥
হরিদাস বলেন অনেক দিন আছি।
কোনো জ্বালারিষ্ট এ গোফায় নাহি বাসি॥
সবে দুঃখ তোমরা যে না পার সহিতে।
এতেকে চলিব কালি আমি যে সে ভিতে॥
সত্য যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়।
তিঁহো যদি কালি না ছাড়েন এ আলয়॥
তবে আমি কালি ছাড়ি যাইব সর্ব্বথা।
চিন্তা নাহি তোমরা বলহ কৃষ্ণ-গাথা॥
এইমত কৃষ্ণ-কথা-মঙ্গল-কীর্ত্তনে।
থাকিতে অদ্ভুত অতি হৈল সেইক্ষণে॥
হরিদাস ছাড়িবেন শুনিয়া বচন।
মহা-নাগ স্থান ছাড়িলেন সেইক্ষণ॥
গর্ত্ত হৈতে উঠি সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে।
সবেই দেখেন চলিলেন অন্য দেশে॥
পরম অদ্ভুত সর্প মহা ভয়ঙ্কর।
পীত-নীল-শুক্ল-বর্ণ পরম সুন্দর॥
মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক উপরে।
দেখি ভয়ে বিপ্রগণ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরে॥
সর্প সে চলিয়া গেল জ্বালা নাহি আর।
বিপ্রগণ হইলেন সন্তোষ অপার॥
দেখি হরিদাস ঠাকুরের মহাশক্তি।
বিপ্রগণে জন্মিল বিশেষ তাঁরে ভক্তি॥
হরিদাস ঠাকুরের এ কোন্ প্রতাপ।
যার বাক্যমাত্রে স্থান ছাড়িলেক সাপ॥
যার দৃষ্টিমাত্র ছাড়ে অবিদ্যা-বন্ধন।
কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাসের বচন॥
আর এক শুন তান অদ্ভুত আখ্যান।
নাগরাজে যে মহিমা কহিলা তাহান॥
এক দিন এক বড় লোকের মন্দিরে।
সর্প-ক্ষত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা গীত তার মন্ত্র-ঘোরে।
ডঙ্ক বেড়ি সবেই গায়েন উচ্চৈঃস্বরে॥
দৈবগতি তথায় আইলা হরিদাস।
ডঙ্ক-নৃত্য দেখেন হইয়া এক পাশ॥
মনুষ্য-শরীরে নাগ-রাজ মন্ত্র-বলে।
অধিষ্ঠান হইয়া নাচয়ে কুতূহলে॥
কালিদহে করিলেন যে নাট্য ঈশ্বরে।
সেই গীত গায়েন কারুণ্য উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনি নিজ-প্রভুর মহিমা হরিদাস।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই কোথা নাহি শ্বাস॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই করিয়া হুঙ্কার।
আনন্দে লাগিলা নৃত্য করিতে অপার॥
হরিদাস ঠাকুরের আবেশ দেখিয়া।
এক ভিত হই ডঙ্ক রহিলেন গিয়া॥
গড়াগড়ি যায়েন ঠাকুর হরিদাস।
অদ্ভুত পুলক অশ্রু কম্পের প্রকাশ॥
রোদন করেন হরিদাস মহাশয়।
শুনিয়া প্রভুর গুণ হইলা তন্ময়॥

হরিদাসে বেঢ়ি সবে গায়েন হরিষে।
যোড়-হস্তে রহি ডঙ্ক দেখে এক পাশে॥
ক্ষণেক রহিল হরিদাসের আবেশ।
পুনঃ আসি ডঙ্ক নৃত্যে করিলা প্রবেশ॥
হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
সবেই হইলা অতি আনন্দ-বিশেষ॥
যেখানে পড়য়ে তান চরণের ধূলী।
সবেই লেপেন অঙ্গে হই কুতূহলী॥
আর এক ঢঙ্গ-বিপ্র থাকি সেইখানে।
'মুঞিও নাচিমু আজি' গণে মনে মনে॥
বুঝিলাম নাচিলেই অবোধ বর্ব্বরে।
অল্প মনুষ্যেরেও পরম ভক্তি করে॥
এত ভাবি সেই ক্ষণে আছাড় খাইয়া।
পড়িল যে-হেন মহা অচেষ্ট হইয়া॥
যেই মাত্র পড়িল ডঙ্কের নৃত্য-স্থানে।
মারিতে লাগিলা ডঙ্ক মহাক্রোধ-মনে॥
আশে পাশে ঘাড়ে মুড়ে বেতের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক রক্ষা নাহি আর॥
বেতের প্রহারে দ্বিজ জর্জ্জর হইয়া।
বাপ বাপ বলি ত্রাসে গেল পলাইয়া॥
তবে ডঙ্ক নিজ-সুখে নাচিলা বিস্তর।
সবার জন্মিল বড় বিস্ময় অন্তর॥
যোড়-হস্তে সবে জিজ্ঞাসেন ডঙ্ক-স্থানে।
কহ দেখি এ বিপ্রেরে মারিলে বা কেনে॥
হরিদাস নাচিতে বা যোড়-হস্তে কেনে।
রহিলা—এ সব কথা কহ ত আপনে॥
তবে সেই ডঙ্ক-মুখে বিষ্ণু-ভক্ত নাগ।
কহিতে লাগিলা হরিদাসের প্রভাব॥
তোমরা যে জিজ্ঞাসিলে এ বড় রহস্য।
যদ্যপি অকথ্য তবু কহিব অবশ্য॥
হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ॥
তাহা দেখি ও ব্রাহ্মণ রহস্য করিয়া।
পড়িলা মাশ্চর্য্য-বুদ্ধ্যে আছাড় খাইয়া॥
আমার কি নৃত্য-সুখ ভঙ্গ করিবারে।
আহার্য্যে মাশ্চর্য্যে কোনো জন শক্তি ধরে॥
হরিদাস সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করি করে।
অতএব শাস্তি বহু করিল উহারে॥
বড়-লোক করি লোকে জানুক্ আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম কর্ম্ম করে॥
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণ-প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণ-ভক্তি পাই॥
এই যে দেখিলা নাচিলেন হরিদাস।
ও নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব বন্ধ হয় নাশ॥
হরিদাস-নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় ও নৃত্য দর্শনে॥
উহান সে যোগ্য পদ 'হরিদাস' নাম।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র হৃদয়ে উহান॥
সর্ব্ব-ভূত-বৎসল সবার উপকারী।
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি-জন্ম অবতরী॥
উঞি সে নিরপরাধ বিষ্ণু বৈষ্ণবেতে।
স্বপ্নেও উহান দৃষ্টি না যায় বিপথে॥
তিলার্দ্ধ উহান সঙ্গ যে জীবের হয়।
সে অবশ্য পায় কৃষ্ণ-পাদপদ্মাশ্রয়॥
ব্রহ্মা শিবো হরিদাস হেন ভক্ত সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥
জাতি কুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচ-কুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণু-ভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয়॥

উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
এই সব বেদ-বাক্য-সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥
প্রহ্লাদ যে-হেন দৈত্য, কপি হনূমান্।
এইমত হরিদাস নীচ-জাতি নাম॥
হরিদাস-স্পর্শ-বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব জীবের অনাদি-কর্ম্ম-ফাঁস॥
হরিদাস-আশ্রয় করিবে যেই জন।
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন॥
শত বর্ষে শত মুখে উহান মহিমা।
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা॥
ভাগ্যবন্ত তোমরা সে—তোমা সবা হৈতে।
উহান মহিমা কিছু আইল মুখেতে॥
সকৃত যে বলিবেক হরিদাস-নাম।
সত্য সত্য সেই যাইবেক কৃষ্ণ-ধাম॥
এত বলি মৌন হইলেন নাগরাজ।
তুষ্ট হইলেন শুনি সজ্জন-সমাজ॥
হেন হরিদাস ঠাকুরের অনুভাব।
কহিয়া আছেন পূর্ব্বে শ্রীবৈষ্ণব-নাগ॥
সবার পরম প্রীতি হরিদাস প্রতি।
নাগ-মুখে শুনিয়া বিশেষ হৈল অতি॥
হেন মতে বৈসেন ঠাকুর হরিদাস।
গৌরচন্দ্র না করেন ভক্তির প্রকাশ॥
সর্ব্ব দিকে বিষ্ণু-ভক্তি-শূন্য সর্ব্ব জন।
উদ্দেশ না জানে কেহো কেমন কীর্ত্তন॥
কোথাও নাহিক বিষ্ণু-ভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস॥

আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণ-নাম দিয়া করতালি॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে।
পাষণ্ড পাষণ্ড মেলি বল্গিয়াই মরে॥
এ বামুন গুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ-প্রকাশ॥
এ বামুন গুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবক-কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে॥
গোসাঞিের শয়ন বরিষা চারি মাস।
ইহাতে কি জুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক॥
নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাঞি॥
কেহো বলে যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ গুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥
কেহো বলে একাদশী-নিশি-জাগরণ।
করিব গোবিন্দ-নাম করি উচ্চারণ॥
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ।
এইরূপে বলে যত মধ্যস্থ-সমাজ॥
দুঃখ পায় শুনিয়া সকল ভক্তগণ।
তথাপি না ছাড়ে কেহো হরি-সঙ্কীর্ত্তন॥
ভক্তিযোগে লোকের দেখিয়া অনাদর।
হরিদাস দুঃখ বড় পায়েন অন্তর॥
তথাপিও হরিদাস উচ্চ-স্বর করি।
বলেন প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন মুখ ভরি॥
ইহাতেও অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপিগণ।
না পারে শুনিতে উচ্চ হরি-সঙ্কীর্ত্তন॥
হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বোলয়ে বচন॥
ওহে হরিদাস এ কি ব্যভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার॥

মনে মনে জপিবা—এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে।
এই ত পণ্ডিত-সভা বলহ ইহাতে॥
হরিদাস বলেন ইহার যত তত্ত্ব।
তোমরা সে জান হরিনামের মহত্ত্ব॥
তোমরা-সবার মুখে শুনিয়া সে আমি।
বলিতেছি বলিবাও যেবা কিছু জানি॥
উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়॥

তথাহি

উচ্চৈঃ শতগুণন্তবেৎ ইতি।
উচ্চৈঃস্বরে নাম করিলে শতগুণ পুণ্য হয়।

বিপ্র বলে উচ্চ নাম করিলে উচ্চার।
শতগুণ ফল হয় কি হেতু ইহার॥
হরিদাস বলেন শুনহ মহাশয়।
যে তত্ত্ব ইহার বেদে ভাগবতে কয়॥
সর্ব্ব শাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে।
লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ-সুখে॥
শুন বিপ্র সকৃত শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু পক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম॥

তথাহি শ্রীভাগবতে দশম-স্কন্ধে
(৩৪।১৭) সুদর্শন-বচনং।

যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥

কোন একটী সর্প শ্রীকৃষ্ণের বামপদ-স্পর্শে সর্পদেহ হইতে মুক্ত হইয়া স্তব করিতেছেন, "হে অচ্যুত! তোমার নামের এমনই মহিমা যে, যে ব্যক্তি তোমার নাম উচ্চারণ করে সে ত নিজে পবিত্র হয়ই, অধিকন্তু যাহারা তদুচ্চারিত সেই নাম শ্রবণও করে, তাহ'দেরও উদ্ধার সাধন হইয়া থাকে। তোমার নাম-গ্রহণের যখন এতাদৃশ মহিমা, তখন তোমার পাদস্পর্শ দ্বারা যে কি গতি লাভ হয়, তাহা আর কি বলিব!।"

পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণ-নাম আপনি সে তরে।
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে॥

তথাহি শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদ-বাক্যং।

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥

হরিনাম-জপকারী অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তনকারী যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ—এই বাক্য যুক্তিযুক্ত, কেননা জপকারী কেবল নিজেকেই পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে জপকারী ব্যক্তি শ্রোতৃবৃন্দকে পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকেন।

জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনকারী।
শতগুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তু মাত্র শুনিলেই পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইয়াও নর বিনে সর্ব্ব প্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণ-নাম হেন ধ্বনি॥
ব্যর্থ-জন্মা ইহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বল দেখি কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে॥

কেহো আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহো বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে॥
সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা-দুর্ব্বচন॥
দরশন-কর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস।
কালে কালে বেদ-পথ হয় দেখি নাশ॥
যুগ-শেষে শূদ্রে বেদ করিবে বাখানে।
এখনেই তাহা দেখি শেষে আর কেনে॥
এইরূপে আপনারে প্রকট করিয়া।
ঘরে ঘরে ভাল ভোগ খাইস্ বুলিয়া॥
যে ব্যাখ্যা করিলি তুই এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কাণ কাটি সবা আগে॥
শুনি বিপ্রাধমের বচন হরিদাস।
'হরি' বলি ঈষৎ হইল কিছু হাস॥
প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া।
চলিলেন উচ্চ করি কীর্ত্তন গাইয়া॥
যেবা পাপি-সভাসদ সেহো পাপমতি।
উচিত উত্তর কিছু না করিল ইথি॥
এ সকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নামমাত্র।
এই সব জন যম-যাতনার পাত্র॥
কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র-ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥

তথাহি বরাহপুরাণে।

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রহ্মকুলেষু বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কুলান্॥

রাক্ষসগণ কলিযুগ আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ-কুলে জাত হইয়া তাহারা যথার্থ শ্রোত্রিয়-কুলজাত ব্রাহ্মণগণের কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়া থাকে।

এ সব বিপ্রের স্পর্শ কথা নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥

তথাহি পদ্মপুরাণে সুদর্শনং প্রতি মহাদেব-বাক্যং।

কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥

এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, যাহারা ব্রাহ্মণ হইয়াও অবৈষ্ণব, ভ্রমক্রমেও কখন তাহাদের সহিত আলাপ বা তাহাদিগের স্পর্শ করিবে না অর্থাৎ তাহারা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয়॥
সে বিপ্রাধমের কত দিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া॥
হরিদাস ঠাকুরেরে বলিলেক যেন।
কৃষ্ণ সে তাহার শাস্তি করিলেন তেন॥
বিষয়ে জগত মগ্ন দেখি হরিদাস।
দুঃখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি ছাড়েন নিশ্বাস॥
কত দিনে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করি।
আইলেন হরিদাস নবদ্বীপ-পুরী॥
হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
হইলেন অতিশয় পরানন্দ-মন॥
আচার্য্য গোসাঞি হরিদাসেরে পাইয়া।
রাখিলেন প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রীতি হরিদাস প্রতি।
হরিদাসো করেন সবারে ভক্তি অতি॥
পাষণ্ডী সকলে যত দেই বাক্য-জ্বালা।
অন্যোন্যে সব তাহা কহিতে লাগিলা॥

গীতা ভাগবত লই সর্ব্ব ভক্তগণ।
অন্যোন্যেতে বিচারে থাকেন সর্ব্বক্ষণ॥
যে জনে পড়য়ে শুনে এ সব আখ্যান।
তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র-ভগবান্॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীহরিদাস-মহিমা-বর্ণনং নাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর॥
জয় জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন প্রাণ।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর প্রভু সর্ব্ব জীবে ত্রাণ॥
আদিখণ্ড-কথা ভাই শুন সাবধানে।
শ্রীগৌরসুন্দর গয়া চলিলা যেমনে॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ।
অধ্যাপক-শিরোমণি জগতের তাত॥
চতুর্দ্দিকে পাষণ্ড বাঢ়য়ে গুরুতর।
ভক্তিযোগ নাম হৈল শুনিতে দুষ্কর॥
মিথ্যা রসে দেখি অতি লোকের আদর
ভক্ত সব দুঃখ বড় ভাবেন অন্তর॥
প্রভু সে আবিষ্ট হই আছেন অধ্যয়নে।
ভক্ত সবে দুঃখ পায় দেখেন আপনে॥
নিরবধি বৈষ্ণব সবারে দুষ্টগণে।
নিন্দা করি বুলে তাহা শুনেন আপনে॥

চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্ম-প্রকাশ করিতে।
ভাবিলেন আগে আসি গিয়া গয়া হৈতে॥
ইচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।
গয়া-ভূমি দেখিতে হইল ইচ্ছা তান॥
শাস্ত্র-বিধিমত শ্রাদ্ধ-কর্ম্মাদি করিয়া।
যাত্রা করি চলিলা অনেক শিষ্য লঞা॥
জননীর আজ্ঞা লই মহা-হর্ষ-মনে।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া-দরশনে॥
সর্ব্ব দেশ গ্রাম করি পুণ্য-তীর্থময়।
শ্রীচরণ হৈল গয়া দেখিতে বিজয়॥
ধর্ম্ম-কথা বাকবাক্য পরিহাস-রসে।
মন্দারে আইলা প্রভু কতক দিবসে॥
দেখিয়া মন্দার-মধুসূদন তথায়।
ভ্রমিলেন সকল পর্ব্বত স্বলীলায়॥
এইমত কত পথ আসিতে আসিতে।
আর দিন জ্বর প্রকাশিলেন দেহেতে॥
প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লোক-শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর॥
মধ্য-পথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে।
শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তরে॥
পথে রহি করিলেন বহু প্রতিকার।
তথাপি না ছাড়ে জ্বর হেন ইচ্ছা তাঁর॥
তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে বিপ্র-পাদোদক-পানে॥
বিপ্র-পাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে॥
বিপ্র-পাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর।
সেইক্ষণে সুস্থ হৈলা আর নাহি জ্বর॥
ঈশ্বরে সে করে বিপ্র-পাদোদক পান।
এ তান স্বভাব বেদ পুরাণ প্রমাণ॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং (৪।১১)

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! আমাকে যে যেরূপে ভজনা করে, আমিও তাহাকে সেইরূপে ভজনা করি। মানবগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথ অনুসরণ করিয়া থাকে।

যে তাঁহার দাস্য-পদ ভাবে নিরন্তর।
তাহারো অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর॥
অতএব নাম তাঁর সেবক-বৎসল।
আপনে হারিয়া বাঢ়ায়েন ভৃত্য-বল॥
সর্ব্বত্র রক্ষক হেন প্রভুর চরণ।
বল দেখি কেমতে ছাড়িব ভক্তগণ॥
হেনমতে করি প্রভু জ্বরের বিনাশ।
পুনঃ পুনা-তীর্থে আসি হইলা প্রকাশ॥
স্নান করি পিতৃদেব করিয়া অর্চ্চন।
গয়াতে প্রবিষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন॥
গয়া-তীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া।
নমস্করিলেন প্রভু শ্রীকর যুড়িয়া॥
ব্রহ্মকুণ্ডে আসি প্রভু করিলেন স্নান।
যথোচিত কৈলা পিতৃদেবের সম্মান॥
তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে।
পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে॥
বিপ্রগণে বেড়িয়াছে শ্রীচরণ-স্থান।
শ্রীচরণে মালা যেন দেউল প্রমাণ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার।
কত পড়িয়াছে লেখা-জোখা নাহি তার॥
চতুর্দ্দিগে দিব্যরূপ ধরি বিপ্রগণ।
করিতেছে পাদপদ্ম-প্রভাব বর্ণন॥

কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ।
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন॥
বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥
তিলার্দ্ধেকো যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র।
যম তার না হয়েন অধিকার-পাত্র॥
যোগেশ্বর সবেরো দুর্ল্লভ যে চরণ।
সেই এই দেখ সব ভাগ্যবন্ত জন॥
যে চরণে ভাগীরথী হইল প্রকাশ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস॥
অনন্ত-শয্যায় অতি প্রিয় যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥
চরণ-প্রভাব শুনি বিপ্রগণ-মুখে।
আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ-সুখে॥
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম-নয়নে।
লোমহর্ষ কম্প হৈল চরণ-দর্শনে॥
সর্ব্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেম-ভক্তি-প্রকাশের করিলা আরম্ভ॥
অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।
পরম অদ্ভুত সব দেখে বিপ্রগণে॥
দৈবযোগে ঈশ্বর-পুরীও সেইক্ষণে।
আইলেন ঈশ্বর-ইচ্ছায় সেই স্থানে॥
ঈশ্বর-পুরীরে দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
নমস্করিলেন প্রভু করিয়া আদর॥
ঈশ্বর-পুরীও গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন মহা হর্ষ হঞা॥
দোঁহার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেম-জলে।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ-কুতূহলে॥
প্রভু বলে গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥

তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহো যারে পিণ্ড দেয় তরে সেই জন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ব-বন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারো আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃতরস-পান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥
বলেন ঈশ্বর-পুরী শুনহ পণ্ডিত।
তুমি ত ঈশ্বর-অংশ জানিনু নিশ্চিত॥
যে তোমার পাণ্ডিত্য যে চরিত্র তোমার।
এহো কি ঈশ্বর-অংশ বহি হয় আর॥
যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাম।
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাম॥
সত্য কহি পণ্ডিত তোমার দরশনে।
পরানন্দ-সুখ যেন পাই অনুক্ষণে॥
যদবধি তোমা দেখিয়াছি নদীয়ায়।
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায়॥
সত্য এই কহি ইথে কিছু অন্য নাই।
কৃষ্ণ-দরশন-সুখ তোমা দেখি পাই॥
শুনি প্রিয় ঈশ্বর-পুরীর সত্য বাক্য।
হাসিয়া বলেন প্রভু মোর বড় ভাগ্য॥
এইমত কত আর কৌতুক সম্ভাষ।
যত হৈল তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস॥
তবে প্রভু তান স্থানে অনুমতি লৈয়া।
তীর্থ-শ্রাদ্ধ করিবারে বসিলা আসিয়া॥
ফল্গু-তীর্থে করি বালুকার পিণ্ডদান।
তবে গেলা গিরিশৃঙ্গে প্রেত-গয়া-স্থান॥

প্রেত-গয়ায় শ্রাদ্ধ করি শ্রীশচীনন্দন।
দক্ষিণায় বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগণ॥
তবে উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সন্তর্পিয়া।
দক্ষিণ-মানসে চলিলেন হর্ষ হৈয়া॥
তবে চলিলেন প্রভু শ্রীরাম-গয়ায়।
রাম-অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা যথায়॥
এহো অবতারে সেই স্থানে শ্রাদ্ধ করি।
তবে যুধিষ্ঠির-গয়া গেলা গৌরহরি॥
পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পিণ্ড দিলেন তথায়।
সেই প্রীতে তথা শ্রাদ্ধ কৈলা গৌররায়॥
চতুর্দ্দিগে প্রভুরে বেঢ়িয়া বিপ্রগণ।
শ্রাদ্ধ করায়েন সবে পঢ়ান বচন॥
শ্রাদ্ধ করি প্রভু পিণ্ড ফেলে যেই জলে।
গয়ালি ব্রাহ্মণ সব ধরি ধরি গিলে॥
দেখিয়া হাসেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
সে সব বিপ্রেরো যত খণ্ডিল বন্ধন॥
উত্তর-মানসে প্রভু পিণ্ড-দান করি।
ভীম-গয়া করিলেন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
শিব-গয়া ব্রহ্ম-গয়া আদি যত আছে।
সব করি ষোড়শ-গয়ায় গেলা পাছে॥
ষোড়শ-গয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া।
সবারে দিলেন পিণ্ড শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া॥
তবে মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে করি স্নান।
গয়া-শিরে আসি করিলেন পিণ্ড-দান॥
দিব্য মালা চন্দন শ্রীহস্তে প্রভু লৈয়া।
বিষ্ণুপদ-চিহ্ন পূজিলেন হৃষ্ট হৈয়া॥
এইমত সর্ব্বস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া।
বাসায়ে চলিলা বিপ্রগণে সন্তোষিয়া॥
তবে মহাপ্রভু কতক্ষণে সুস্থ হৈয়া।
রন্ধন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥

রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল হেনই সময়।
আইলেন শ্রীঈশ্বর-পুরী মহাশয়॥
প্রেম-যোগে কৃষ্ণ-নাম বলিতে বলিতে।
আইলেন মত্তপ্রায় ঢুলিতে ঢুলিতে॥
রন্ধন এড়িয়া প্রভু পরম সম্ভ্রমে।
নমস্করি তাঁরে বসাইলেন আসনে॥
হাসিয়া বলেন পুরী শুনহ পণ্ডিত।
ভাল ত সময়ে হইলাম উপনীত॥
প্রভু বলে যবে হৈল ভাগ্যের উদয়।
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয়॥
হাসিয়া বলেন পুরী তুমি কি খাইব।
প্রভু বলে আমি পুন রন্ধন করিব॥
পুরী বলে কি কার্য্যে করিবে আর পাক।
যে অন্ন আছয়ে তাহি কর দুই ভাগ॥
হাসিয়া বলেন প্রভু যদি আমা চাও।
যে অন্ন হৈয়াছে তাহা তুমি সব খাও॥
তিলার্দ্ধেকে আর অন্ন রান্ধিবাঙ আমি।
না কর সঙ্কোচ কিছু ভিক্ষা কর তুমি॥
তবে প্রভু আপনার অন্ন তাঁরে দিয়া।
আর অন্ন রান্ধিতে লাগিলা হর্ষ হৈয়া॥
হেন কৃপা প্রভুর ঈশ্বর-পুরী প্রতি।
পুরীর নাহিক কৃষ্ণ ছাড়া অন্য মতি॥
শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিবেশন।
পরানন্দ-সুখে পুরী করেন ভোজন॥
সেই ক্ষণে রমাদেবী অতি অলক্ষিতে।
প্রভুর নিমিত্তে অন্ন রান্ধিলা ত্বরিতে॥
তবে প্রভু আগে তাঁরে ভিক্ষা করাইয়া।
আপনেও ভোজন করিলা হর্ষ হৈয়া॥
ঈশ্বর-পুরীর সঙ্গে প্রভুর ভোজন।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥

তবে প্রভু ঈশ্বর-পুরীর সর্ব্ব অঙ্গে।
আপনে শ্রীহস্তে লেপিলেন দিব্য গন্ধে॥
যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বর-পুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে কোন্ জন শক্তি ধরে॥
আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য-ভগবান্।
দেখিলেন ঈশ্বর-পুরীর জন্মস্থান॥
প্রভু বলে কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বর-পুরীর যে গ্রামে অবতার॥
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
আর শব্দ কিছু নাই ঈশ্বরী-পুরী বিনে॥
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি এক ঝুলি॥
প্রভু বলে ঈশ্বর-পুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥
হেন ঈশ্বরের প্রীত ঈশ্বর-পুরীরে।
ভক্তেরে বাড়াতে প্রভু সব শক্তি ধরে॥
প্রভু বলে গয়া করিতে যে আইলাম।
সত্য হইল ঈশ্বর-পুরীরে দেখিলাম॥
আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী-স্থানে।
মন্ত্র-দীক্ষা চাহিলেন মধুর-বচনে॥
পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥
তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর-মন্ত্রের গ্রহণ॥
তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বলে দেহ আমি দিলাম তোমারে॥
হেন শুভ-দৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ-প্রেমের সাগরে॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বর-পুরী।
প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি॥

দোঁহার নয়ন-জলে দোঁহার শরীর।
সিঞ্চিত হইল প্রেমে কেহো নহে স্থির॥
হেন মতে ঈশ্বর-পুরীরে কৃপা করি।
কত দিন গয়ায় রহিলা গৌরহরি॥
আত্ম-প্রকাশের আসি হইল সময়।
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রেম-ভক্তির বিজয়॥
একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে।
নিজ-ইষ্টমন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে॥
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া॥
কৃষ্ণ রে বাপ রে মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা।
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
প্রেমভক্তি-রসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর॥
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
"কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ" ছাড়িয়া মোহারে॥
যে প্রভু আছিলা অতি পরম গভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির॥
গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
ভাসিলেন নিজ-ভক্তি-বিরহ-সাগরে॥
তবে কতক্ষণে আসি সর্ব্ব শিষ্যগণে।
সুস্থ করিলেন ধরি অনেক যতনে॥
প্রভু বলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার-ভিতরে॥
মথুরা দেখিতে আমি চলিব সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥
নানারূপে সর্ব্ব শিষ্যগণে প্রবোধিয়া।
স্থির করি রাখিলেন সভাই মিলিয়া॥

ভক্তিরসে মগ্ন হই বৈকুণ্ঠের পতি।
চিত্তে স্বাস্থ্য না পায়েন রহিবেন কতি॥
কাহারে না বলি প্রভু কত রাত্রি-শেষে।
মথুরাতে চলিলেন প্রেমের আবেশে॥
"কৃষ্ণ রে বাপ রে মোর পাইমু কোথায়।"
এইমত বলিয়া যায়েন গৌর-রায়॥
কত দূর যাইতে শুনেন দিব্য বাণী।
এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি॥
যাইবার কাল আছে যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজ-গৃহে চলহ এখনে॥
তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে।
অবতীর্ণ হইয়াছ সবার সহিতে॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় করিবা কীর্ত্তন।
জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তি-ধন॥
ব্রহ্মা শিব সনকাদি যে রসে বিহ্বল।
'মহাপ্রভু-অনন্ত' গায়েন যে মঙ্গল॥
তাহা তুমি জগতেরে দিবার কারণে।
অবতীর্ণ হইয়াছ জানহ আপনে॥
সেবক আমরা তবু চাহি কহিবার।
অতএব কহিলাম চরণে তোমার॥
আপনার বিধাতা আপনে তুমি প্রভু।
তোমার যে ইচ্ছা সে লঙ্ঘন নহে কভু॥
অতএব মহাপ্রভু চল তুমি ঘর।
বিলম্বে দেখিবা আসি মথুরা-নগর॥
শুনিয়া আকাশ-বাণী শ্রীগৌরসুন্দর।
নিবর্ত্ত হইলা প্রভু হরিষ-অন্তর॥
বাসায় আসিয়া সর্ব্ব শিষ্যের সহিতে।
নিজ-গৃহ চলিলেন ভক্তি প্রকাশিতে॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়।
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রেম-ভক্তির উদয়॥

আদিখণ্ড-কথা পরিপূর্ণ এই হৈতে।
মধ্যখণ্ড-কথা এবে শুন ভালমতে॥
যেবা শুনে ঈশ্বরের গয়ার বিজয়।
গৌরচন্দ্র প্রভু তারে মিলিব হৃদয়॥
কৃষ্ণ-যশ শুনিতে সে কৃষ্ণ-সঙ্গ পাই।
ঈশ্বরের সঙ্গ তার কভু ত্যাগ নাই॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্য-চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥
তাহান কৃপায় লিখি চৈতন্যের কথা।
স্বতন্ত্র ইহাতে শক্তি নাহিক সর্ব্বথা॥
কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায়॥
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি যায়॥
এইমত চৈতন্য-যশের অন্ত নাই।
যার যত শক্তি কৃপা সবে তাই গাই॥

তথাহি (ভাঃ ১।১৮।২৩)—

নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ-
স্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ॥

যে পাখীর যেরূপ শক্তি সে যেমন আকাশে সেইরূপ উপরে উঠে, পণ্ডিতেরাও তেমনই নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে শ্রীবিষ্ণুর গতি বা লীলা বর্ণনা করিয়া থাকেন।

সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চান্দেরে॥

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
কেহো বলে প্রভু নিত্যানন্দ বলরাম।
কেহো বলে চৈতন্যের মহা-প্রিয়ধাম॥
কেহো বলে মহা-তেজীয়ান্ অধিকারী।
কেহো বলে কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥
কিবা যতী নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
সে চরণ-ধন মোর রহুক হৃদয়ে॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন।
তোমার চরণ মোর হউক শরণ॥
তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাঙ।
জন্মে জন্মে যেন তোমার সংহতি বেড়াঙ॥
যে শুনয়ে আদিখণ্ডে চৈতন্যের কথা।
তাহারে শ্রীগৌরচন্দ্র মিলিব সর্ব্বথা॥
ঈশ্বর-পুরীর স্থানে হইয়া বিদায়।
গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥
শুনি সর্ব্ব নবদ্বীপ হৈল আনন্দিত।
প্রাণ আসি দেহে যেন হৈল উপনীত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

আদিখণ্ড-কথা দিব্যা যে শৃণ্বন্তি মহাত্মানঃ।
সর্ব্বাপরাধ-নির্ম্মুক্তাস্তে ভবন্তি সুনিশ্চিতম্॥
যে পঠন্তি মহাত্মানো বিলিখন্তি পরাদরৈঃ।
প্রলয়েঽপি চ তেষাং বৈ তিষ্ঠত্যেব হরেঃ স্মৃতিঃ॥
জন্মাবধি-গয়াভূমিগমনে যঃ কথোদয়ঃ।
তৎ কথ্যতে বিজ্ঞজনেনাদিখণ্ডস্য লক্ষণম্॥

কারুণ্যে ভক্তিদাতৃত্বে চৈতন্যগুণ-বর্ণনে।
অমায়া-কথনে নাস্তি নিত্যানন্দ-সমঃ প্রভুঃ ॥

যে সকল মহাত্মা আদিখণ্ডের অলৌকিক কথা শ্রবণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রকার অপরাধ হইতে বিমুক্ত হয়েন। যাঁহারা পরমাদরে এই সকল লীলা-কথা পাঠ করেন বা লিখিয়া রাখেন, প্রলয়-কালেও তাঁহাদের হরি-স্মৃতি বিদ্যমান থাকে।

জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া গয়াভূমি গমন পর্য্যন্ত কথা সমূহই আদি-খণ্ডের লক্ষণ বলিয়া বিজ্ঞ-জনগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

করুণা প্রকাশ করা সম্বন্ধেই বল, আর ভক্তি দান করা সম্বন্ধেই বল, কিম্বা শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গুণ বর্ণনা করা সম্বন্ধেই বল, অথবা নিষ্কপটে কথা কহা সম্বন্ধেই বল—এ সকলের কোন বিষয়েই শ্রীমন্নিত্যানন্দের তুল্য প্রভু আর কেহ নাই।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে গয়াভূমি-
গমন-বর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

মধ্যখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈক-পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম-পালৌ
বন্দে জগৎ-প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥
নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

ইহার অনুবাদ ১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জয় জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয় বৈষ্ণব-সমাজ॥
জয় গৌরচন্দ্র ধর্ম্ম-সেতু মহাধীর।
জয় সঙ্কীর্ত্তনময় সুন্দর-শরীর॥
জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ।
জয় গদাধর-অদ্বৈতের প্রেমধাম॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-প্রিয় অতিশয়।
জয় বক্রেশ্বর-কাশীশ্বরের হৃদয়॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি-প্রিয়বন্ধু-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই শুন এক-চিত্তে।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল যেন মতে॥
গয়া করি আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
পরিপূর্ণ ধ্বনি হৈল নদীয়া-নগর॥
ধাইলেন সবে যত আপ্তবর্গ আছে।
কেহো আগে কেহো মাঝে কেহো অতি পাছে॥
যথাযোগ্য করে প্রভু সবারে সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভরে দেখি হৈল সবার উল্লাস॥
আগুবাড়ি সবে আনিলেন নিজ-ঘরে।
তীর্থ-কথা সবারে কহেন বিশ্বম্ভরে॥
প্রভু বলে তোমা সবাকার আশীর্ব্বাদে।
গয়া-ভূমি দেখিয়া আইনু নির্ব্বিরোধে॥
পরম সুনম্র হই প্রভু কথা কয়।
সবে তুষ্ট হৈলা দেখি প্রভুর বিনয়॥
শিরে হাত দিয়া কেহো 'চিরজীবী' করে।
সর্ব্ব অঙ্গে হাত দিয়া কেহো মন্ত্র পড়ে॥
কেহো বক্ষে হাত দিয়া করে আশীর্ব্বাদ।
গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন প্রসাদ॥
হইলা আনন্দময় শচী ভাগ্যবতী।
পুত্র দেখি হরিষে না জানে আছে কতি॥

লক্ষ্মীর জনক-কুলে আনন্দ উঠিল।
পতি-মুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল॥
সকল বৈষ্ণবগণ হরিষ হইলা।
দেখিতেও সেইক্ষণে কেহো কেহো গেলা॥
সবাকারে করি প্রভু বিনয়-সম্ভাষ।
বিদায় দিলেন সবে গেলা নিজ-বাস॥
বিষ্ণু-ভক্ত গুটি দুই চারি প্রভু লৈয়া।
রহস্য-কথা কহিবারে বসিলেন গিয়া॥
প্রভু বলে বন্ধু সব শুন কহি কথা।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব যে দেখিনু যথা যথা॥
গয়ার ভিতর মাত্র হইলাঙ প্রবেশ।
প্রথমেই শুনিলাম মঙ্গল বিশেষ॥
সহস্র সহস্র বিপ্র পড়ে বেদধ্বনি।
"দেখ দেখ বিষ্ণু-পাদোদক-তীর্থ-খানি॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণ যবে কৈলা গয়া আগমন।
সেই স্থানে রহি প্রভু ধুইলা চরণ॥
যাঁর পাদোদক লাগি গঙ্গার মহত্ত্ব।
শিরে ধরি শিব জানে পাদোদক-তত্ত্ব॥
সে চরণ-উদক-প্রভাবে সেই স্থান।
জগতে হইল 'পাদোদক-তীর্থ' নাম॥"
পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে প্রভু নাম।
অঝরে ঝরয়ে দুই কমল-নয়ান॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
ভরিল পুষ্পের বন মহাপ্রেম-জলে।
মহা-শ্বাস ছাড়ি প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে॥
পুলকে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর।
স্থির নহে প্রভু কম্প-ভরে থরথর॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ।
দেখেন অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন॥
চতুর্দ্দিগে নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
গঙ্গা যেন আসিয়া করিলা অবতার॥
মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার।
এমত ইহানে কভু নাহি দেখি আর॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে।
কি বিভব পথে বা হইল দরশনে॥
বাহ্যদৃষ্টি প্রভুর হইল কতক্ষণে।
শেষে প্রভু সম্ভাষা করিলা সবা সনে॥
প্রভু কহে বন্ধু সব আজি ঘরে যাহ।
কালি যথা বলি তথা আসিবারে চাহ॥
তোমা সবা সহিত নিভৃত এক স্থানে।
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে॥
কালি সবে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে।
তুমি আর সদাশিব আসিবা সত্বরে॥
সম্ভাষ করিয়া সবে করিলা বিদায়।
যথাকার্য্যে রহিলেন বিশ্বম্ভর-রায়॥
নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে।
মহা বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে॥
বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত।
তথাপিহ পুত্র দেখি মহা আনন্দিত॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
আই দেখে অশ্রুজলে ভরিল অঙ্গন॥
'কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ' বলয়ে ঠাকুর।
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর॥
কিছু নাহি বুঝে আই কোন্ বা কারণ।
করযোড়ে গেলা আই গোবিন্দ-শরণ॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন-প্রকাশ।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস॥
প্রেম-বৃষ্টি করিতে প্রভুর শুভারম্ভ।
গান-ধ্বনি যায় যথা ভাগবতবৃন্দ॥

যে সব বৈষ্ণব গেলা প্রভুর দর্শনে।
সম্ভাষা করিলা প্রভু তা সবার সনে॥
কালি শুক্লাম্বর-ঘরে মিলিবা আসিয়া।
মোর দুঃখ নিবেদিব নিভৃতে বসিয়া॥
হরিষে পূর্ণিত হৈলা শ্রীমান্ পণ্ডিত।
দেখিয়া অদ্ভুত প্রেম মহা হরষিত॥
যথাকৃত্য করি উষা-কালে সাজি লৈয়া।
চলিলা তুলিতে পুষ্প হরষিত হৈয়া॥
এক ঝাড় কুন্দ আছে শ্রীবাস-মন্দিরে।
কুন্দরূপে কিবা কল্পতরু অবতরে॥
যতেক বৈষ্ণব তোলে, তুলিতে না পারে।
অক্ষয় অনন্ত পুষ্প সর্ব্বক্ষণ ধরে॥
উষাকালে উঠিয়া সকল ভক্তগণ।
পুষ্প তুলিবারে আসি হইলা মিলন॥
সবেই তোলেন পুষ্প কৃষ্ণ-কথা-রসে।
গদাধর গোপীনাথ রামাঞি শ্রীবাসে॥
হেনই সময়ে আসি শ্রীমান্ পণ্ডিত।
হাসিতে হাসিতে আসি হইলা বিদিত॥
সবেই বলেন আজি বড় দেখি হাস্য।
শ্রীমান্ কহেন আছে কারণ আবশ্য॥
কহ দেখি বলে সব ভাগবতগণ।
শ্রীমান্ পণ্ডিত বলে শুনহ কারণ॥
পরম অদ্ভুত কথা মহা অসম্ভব।
নিমাই পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥
গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে।
শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাম বিকালে॥
পরম-বিরক্ত-রূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেক উদ্ধতের নাহিক প্রকাশ॥
নিভৃতে কহিতে লাগিলেন কৃষ্ণ-কথা।
যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব্ব যথা॥
পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান॥
সর্ব্ব অঙ্গে মহা-কম্প পুলকে পূর্ণিত।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত॥
সর্ব্ব অঙ্গে ধাতু নাহি হইলা মূর্চ্ছিত।
কতক্ষণে বাহ্যদৃষ্টি হৈলা চমকিত॥
শেষে যে বলিয়া 'কৃষ্ণ' কান্দিতে লাগিলা।
হেন বুঝি গঙ্গাদেবী আসিয়া মিলিলা॥
যে ভক্তি দেখিল আমি তাহান নয়নে।
তাহানে মনুষ্য-বুদ্ধি নাহি আর মনে॥
সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে।
শুক্লাম্বর-ঘরে কালি মিলিবে সকালে॥
তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি।
তোমা সবা স্থানে দুঃখ করিব গোহারি॥
পরম মঙ্গল এই কহিলাম কথা।
অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্ব্বথা॥
শ্রীমানের বচন শুনিয়া ভক্তগণ।
'হরি' বলি মহাধ্বনি করিলা তখন॥
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা সবাকার॥

তথাহি—
"গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্॥" ইতি।

অর্থাৎ আমাদিগের গোত্র-বৃদ্ধি হউক। এইটী শ্রাদ্ধ সময়ে পিণ্ডদান-কালীন আশীর্ব্বাদ-বচন। এখানে ভক্তগণ এই অর্থে বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বৈষ্ণবগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।

আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ-সংকথন।
উঠিল মধুর ধ্বনি কৃষ্ণের কীর্ত্তন॥

'তথাস্তু তথাস্তু' বলে ভাগবতগণ।
সবেই ভজুক কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ॥
হেনমতে পুষ্প তুলি ভাগবতগণ।
পূজা করিবারে সবে করিলা গমন॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—তাঁহার মন্দিরে॥
শুনিয়া এ সব কথা প্রভু গদাধর।
শুক্লাম্বর-গৃহ-প্রতি চলিলা সত্বর॥
"কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া।"
থাকিলেন শুক্লাম্বর-গৃহে লুকাইয়া॥
সদাশিব মুরারি শ্রীমান্ শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত প্রেম-অনুচর॥
হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
আসিয়া মিলিলা যথা বৈষ্ণব-সমাজ॥
পরম-আদরে সবে করেন সম্ভাষ।
প্রভুর নাহিক বাহ্য-দৃষ্টির প্রকাশ॥
দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভক্তির লক্ষণ॥
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা।
এত বলি স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা॥
ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে।
'কৃষ্ণ কোথা' বলিয়া পড়িলা মুক্ত-কেশে॥
প্রভু পড়িলেন মাত্র 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া।
ভক্ত সব পড়িলেন ঢলিয়া ঢলিয়া॥
গৃহের ভিতরে মূর্চ্ছা গেলা গদাধর।
কেবা কোন্ দিগে পড়ে নাহি পরাপর॥
সবেই হইলা কৃষ্ণ-আনন্দে মূর্চ্ছিত।
গঙ্গার কূলেতে ঘর—জাহ্নবী বিস্মিত॥
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
কৃষ্ণ রে প্রভু রে মোর কোন্ দিকে গেলা
এত বলি প্রভু পুন ভূমিতে পড়িলা॥
কৃষ্ণ-প্রেমে কান্দে প্রভু শচীর নন্দন।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি কান্দে ভাগবতগণ॥
আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅঙ্গে।
না জানে ঠাকুর কিছু নিজ-প্রেম-রঙ্গে॥
উঠিল মঙ্গল কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল শুক্লাম্বরের ভবন॥
স্থির হই ক্ষণেকে বসিলা বিশ্বম্ভর।
তথাপি আনন্দ-ধারা বহে নিরন্তর॥
প্রভু বলে কোন্ জন গৃহের ভিতর।
ব্রহ্মচারী বলেন "তোমার গদাধর॥"
হেট-মাথা করিয়া কান্দেন গদাধর।
দেখিয়া সন্তোষ বড় প্রভু বিশ্বম্ভর॥
প্রভু বলে গদাধর তুমি সে সুকৃতি।
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়মতি॥
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা-রসে।
পাইনু অমূল্য-নিধি গেল দীন-দোষে॥
এত বলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর।
ধূলায় লোটায় সর্ব্বসেব্য-কলেবর॥
পুনঃপুন হয় বাহ্য পুনঃপুন পড়ে।
দৈবে রক্ষা পায় নাক মুখ সে আছাড়ে॥
মেলিতে না পারে দুই চক্ষু প্রেম-জলে।
সবে মাত্র 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' শ্রীবদনে বলে॥
ধরিয়া সবার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ভাই সব বল নিরন্তর॥
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে ভক্তগণ।
কারো মুখে আর কিছু না স্ফুরে বচন॥
প্রভু বলে মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি দেহ মোরে নন্দ-গোপের নন্দন॥

এত বলি শ্বাস ছাড়ি পুনঃপুন কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ তাহা নাহি বান্ধে॥
এই সুখে সর্ব্বদিন গেল ক্ষণ-প্রায়।
কথঞ্চিত সবা প্রতি হইলা বিদায়॥
গদাধর সদাশিব শ্রীমান্ পণ্ডিত।
শুক্লাম্বর আদি সবে হইলা বিস্মিত॥
যে যে দেখিলেন প্রেম সবেই অবাক্য।
অপূর্ব্ব দেখিয়া কারো দেহে নাহি বাহ্য॥
বৈষ্ণব-সমাজে সবে আইলা হরিষে।
আনুপূর্ব্ব কহিলেন অশেষ বিশেষে॥
শুনিয়া সকল মহাভাগবতগণ।
'হরি হরি' বলি সবে করেন ক্রন্দন॥
শুনিয়া অপূর্ব্ব প্রেম সবেই বিস্মিত।
কেহো বলে ঈশ্বর বা হইলা বিদিত॥
কেহো বলে নিমাই পণ্ডিত ভাল হৈলে।
পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে॥
কেহো বলে হইবেক কৃষ্ণের রহস্য।
সর্ব্বথা সন্দেহ নাহি জানিবা অবশ্য॥
কেহো বলে ঈশ্বর পুরীর সঙ্গ হৈতে।
কিবা দেখিলেন কৃষ্ণ-প্রকাশ গয়াতে॥
এইমতে আনন্দে সকল ভক্তগণ।
নানা জনে নানা মত করেন কথন॥
সবে মেলি করিতে লাগিলা আশীর্ব্বাদ।
"হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ॥"
আনন্দে লাগিলা সবে করিতে কীর্ত্তন।
কেহো গায় কেহো নাচে করিয়া ক্রন্দন॥
হেনমতে ভক্তগণ আছেন হরিষে।
ঠাকুর আবিষ্ট হই আছেন স্ব-বাসে॥
কথঞ্চিত বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
চলিলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ঘর॥
গুরুর করিলা প্রভু চরণ-বন্দন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন॥
গুরু বলে বাপ ধন্য তোমার জীবন।
পিতৃ-কুল মাতৃ-কুল করিলা মোচন॥
তোমার পড়ুয়া সব তোমার অবধি।
পুঁথি কেহো নাহি মেলে ব্রহ্মা বলে যদি॥
এখনে আইলা তুমি—সবার প্রকাশ
কালি হৈতে পড়াইবা আজি যাহ বাস॥
গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিগে পড়ুয়া-বেষ্টিত শশধর॥
আইলেন শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়ের ঘরে।
আসিয়া বসিলা চণ্ডী-মণ্ডপ ভিতরে॥
গোষ্ঠী সহ মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্ত।
যে হইল আনন্দ তাহার নাহি অন্ত॥
পুরুষোত্তম সঞ্জয়েরে প্রভু কৈল কোলে
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তার নয়নের জলে॥
জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ।
পরম আনন্দ হৈল মুকুন্দ-ভবন॥
শুভ দৃষ্টিপাত প্রভু করি সবাকারে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে॥
বসিলা আসিয়া বিষ্ণু-গৃহের দুয়ারে।
প্রীতি করি বিদায় দিলেন সবাকারে॥
যে যে জন আইসে প্রভুরে সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহো না পারে বুঝিতে॥
পূর্ব্ব-বিদ্যা-ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম-বিরক্ত-প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা বিষ্ণু পূজে॥
স্বামী নিলা কৃষ্ণ মোর নিলা পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সবে মাত্র আছে একজন॥

অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ এই দেহ বর।
সুস্থ-চিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর ॥
লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র-সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥
নিরবধি শ্লোক পঢ়ি করয়ে রোদন।
"কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" বলে অনুক্ষণ
কখন কখন যে বা হুঙ্কার করয়।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয় ॥
রাত্র্যে নিদ্রা নাহি প্রভুর কৃষ্ণানন্দ-রসে।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য উঠে পড়ে বৈসে ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে করেন সম্বরণ।
উষকালে গঙ্গাস্নানে করয়ে গমন ॥
আইলেন প্রভু মাত্র করি গঙ্গাস্নান।
পড়ুয়ার বর্গ আসি হৈল উপস্থান ॥
কৃষ্ণ বিনা ঠাকুরের না আইসে বদনে।
পড়ুয়া-সকল ইহা কিছুই না জানে ॥
অনুরোধে প্রভু বসিলেন পড়াইতে।
পড়ুয়া সবার স্থানে প্রকাশ করিতে ॥
'হরি' বলি পুঁথি মেলিলেন শিষ্যগণ।
শুনিয়া আনন্দ হইলা শ্রীশচীনন্দন ॥
বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিয়া হরিধ্বনি।
শুভ দৃষ্টি সবারে করিলা দ্বিজমণি ॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান।
সূত্র বৃত্তি টীকায়—সকলে হরিনাম ॥
প্রভু বলে সর্ব্ব কাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব শাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বহি না বোলয়ে আন
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ ভব আদি সব কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য-কথনে ॥

আগম বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ-পদে ভক্তিধন ॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায় ॥
করুণা-সাগর কৃষ্ণ জগত-জীবন।
সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন ॥
হেন কৃষ্ণ-নামে যার নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্ব শাস্ত্র তাহার দুর্গতি ॥
দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণ-নাম।
সর্ব্ব দোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণ-ধাম ॥
এইমত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায় ॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র-মর্ম্ম নাহি জানে ॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি মরে ॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারেখারে।
কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে ॥
পূতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তি দান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোক করে অন্য ধ্যান ॥
অঘাসুর-হেন পাপী যে কৈল মোচন।
কোন্ সুখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন ॥
যে কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র।
না বলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র ॥
যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল।
তাহা ছাড়ি নৃত্য গীতে করয়ে মঙ্গল ॥
অজামিল নিস্তারিল যে কৃষ্ণের নামে।
ধন-কুল-বিদ্যা-মদে তাহা নাহি জানে ॥
শুন ভাই সব সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-ধন ॥

যে চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ।
যে চরণ সেবিয়া শঙ্কর শুদ্ধ দাস॥
যে চরণ হইতে জাহ্নবী-পরকাশ।
হেন পাদ-পদ্ম ভাই সবে কর আশ॥
দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে॥
পরংব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ-মূর্ত্তিময়।
যে শব্দে যে বাখানেন সেই সত্য হয়॥
মোহিত পড়ুয়া সব শুনে একমনে।
প্রভুও বিহ্বল হৈয়া আপনা বাখানে॥
সহজেই শব্দমাত্র 'কৃষ্ণ সত্য' কহে।
ঈশ্বর যে বাখানিব কিছু চিত্র নহে॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্য-দৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু কহয়ে উত্তর॥
আজি আমি কোন্ মত সূত্র বাখানিল।
পড়ুয়া সকল বলে কিছু না বুঝিল॥
যত কিছু শব্দে বাখানহ কৃষ্ণ মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর শুন সব ভাই।
পুঁথি বান্ধ আজি চল গঙ্গাস্নানে যাই॥
বান্ধিলা পুস্তক সবে প্রভুর বচনে।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন গৌরচন্দ্র সনে॥
গঙ্গাজলে কেলি করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ শশধর॥
গঙ্গাজলে কেলি করে বিশ্বম্ভর-রায়।
পরম সুকৃতী সব দেখে নদীয়ায়॥
ব্রহ্মাদির অভিলাষ যে রূপ দেখিতে।
হেন প্রভু বিপ্র-রূপে খেলে পৃথিবীতে॥
গঙ্গা-ঘাটে স্নান করে যে সকল জন।
সবেই চাহেন গৌরচন্দ্রের বদন॥

অন্যোন্যে সর্ব্ব জন করয়ে কথন।
ধন্য পিতা মাতা যার এহেন নন্দন॥
গঙ্গার বাঢ়িল প্রভুর পরশে উল্লাস।
আনন্দে করেন দেবী তরঙ্গ-প্রকাশ॥
তরঙ্গের ছলে নৃত্য করেন জাহ্নবী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর পদযুগ-সেবী॥
চতুর্দ্দিগে প্রভুরে বেঢ়িয়া জহ্নু-সুতা।
তরঙ্গের ছলে জল দেই অলক্ষিতা॥
বেদে মাত্র এ সব লীলার মর্ম্ম জানে।
কিছু শেষে ব্যক্ত হবে সকল পুরাণে॥
স্নান করি গৃহে আইলেন বিশ্বম্ভর।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যথা যার ঘর॥
বস্ত্র পরিবর্ত্ত করি ধুইলা চরণ।
তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন॥
যথাবিধি করি প্রভু গোবিন্দ-পূজন।
আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন॥
তুলসীর মঞ্জরী সহিত দিব্য অন্ন।
মায়ে আনি সম্মুখে করিলা উপসন্ন॥
বিশ্বক্সেনেরে তবে করি নিবেদন।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ করয়ে ভোজন॥
সম্মুখে বসিলা শচী জগতের মাতা।
ঘরের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা॥
মায়ে বলে বাপ আজি কি পুঁথি পড়িলা।
কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা॥
প্রভু বলে আজি পড়িলাম কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণধাম॥
সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥
সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥

তথাহি জৈমিনি-ভারতে চাশ্বমেধিকে পর্ব্বণি—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥

যে শাস্ত্রে বা পুরাণে হরিভক্তির বর্ণনা দেখা যায় না, স্বয়ং ব্রহ্মা সে শাস্ত্রের বক্তা হইলেও, তাহা শ্রবণ করা উচিত নহে।

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে ॥
কপিলের ভাবে প্রভু জননীর স্থানে।
যে কহিল তাই প্রভু কহয়ে এখানে ॥
শুন শুন মাতা কৃষ্ণ-ভক্তির প্রভাব।
সর্ব্ব-ভাবে কর মাতা কৃষ্ণে অনুরাগ ॥
কৃষ্ণ-সেবকের মাতা কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায়েন দেখি কৃষ্ণ-দাস ॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে ॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥
চিত্ত দিয়া শুন মাতা জীবের যে গতি।
না ভজিলে কৃষ্ণ পায় যতেক দুর্গতি ॥
মরিয়া মরিয়া পুন পায় গর্ভবাস।
সর্ব্ব অঙ্গে হয় পূর্ব্ব পাপের প্রকাশ ॥
কটু অম্ল লবণ—জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার মহামোহ পায় ॥
মাংসময় অঙ্গ কৃমি-কুলে বেঢ়ি খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি মরয়ে জ্বালায় ॥
নড়িতে না পারে তপ্ত পঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে তার ভবিতব্য কাজে ॥
কোন অতি পাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ভে গর্ভে হয় পুন উৎপত্তি প্রলয় ॥

শুন শুন মাতা জীব-তত্ত্বের সংস্থান।
সাত মাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান ॥
তখন সে স্মঙরিয়া করে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণের ছাড়িয়া ঘনশ্বাস ॥
রক্ষ কৃষ্ণ জগত-জীবন প্রাণনাথ।
তোমা বই জীব দুঃখ নিবেদিব কাত ॥
যে করয়ে বন্দী প্রভু ছাড়ায় সেই সে।
সহজ-মৃতেরে প্রভু মায়া কর কিসে ॥
মিথ্যা ধন-পুত্র-রসে বঞ্চিনু জনম।
না ভজিলাম তোমার দুই অমূল্য চরণ ॥
যে স্ত্রী পুত্র পোষিলাম অশেষ বিধর্ম্মে।
কোথা বা সে সব গেল মোর এই কর্ম্মে ॥
এখন এ দুঃখে মোরে কে করিবে পার।
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার ॥
এতেকে জানিনু সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ প্রভু কৃষ্ণ তোর লইনু শরণ ॥
তুমি হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া।
ভুলিলাম অসৎ পথে প্রমত্ত হইয়া ॥
উচিত তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয়।
করিলা ত—এবে কৃপা কর মহাশয় ॥
এই কৃপা কর যেন তোমা না পাসরি।
যেখানে সেখানে কেনে জন্মিয়া না মরি ॥
যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণবগণের অবতার ॥
যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (৫।১৯।২৪)—

ন যত্র বৈকুণ্ঠ-কথা-সুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।

ন যত্র যজ্ঞেশ-মখা মহোৎসবাঃ।
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥

যে স্থলে নিখিলকুণ্ঠা-বিবর্জ্জিতা শ্রীভগবানের কথারূপ অমৃতের নির্ঝরিণী নাই, যে স্থলে সেই ভগবৎ-কথাবলম্বী ভক্ত সাধুগণ বিরাজ না করেন এবং যে স্থলে যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনাদি মহোৎসব পরিদৃষ্ট না হয়, তাদৃশ স্থল সাক্ষাৎ ব্রহ্মলোক হইলেও, কদাচ তথায় বাস করিও না।

গর্ভবাস-দুঃখ প্রভু এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল॥
তোর পাদ-পদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর প্রভু না ফেলিবা তথা॥
এইমত দুঃখ প্রভু কোটি কোটি জন্ম।
পাইনু বিস্তর প্রভু সব মোর কর্ম্ম॥
সে দুঃখ বিপদ প্রভু রহু বারবার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব্ব-বেদ-সার॥
হেন কর কৃষ্ণ এবে দাস্য-পদ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া॥
বারেক করহ যদি এ দুঃখের পার।
তোমা বই তবে প্রভু না গাইমু আর॥
এইমত গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহো ভালবাসে কৃষ্ণ-স্মৃতির কারণ॥
স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে পৃথিবীতে আপন অনিচ্ছায়॥
শুন শুন মাতা জীব-তত্ত্বের সংস্থান।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান॥
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে ক্ষণে কান্দে হাসে।
কহিতে না পারে দুঃখ-সাগরেতে ভাসে॥
কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত দুঃখ পায়॥
কত দিনে কাল-বশে হয় বুদ্ধি জ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ সেই ভাগ্যবান্॥
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ দুষ্ট সঙ্গ করে।
পুন সেইমত গর্ভবাসে ডুবি মরে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (৩।৩১।৩২)—

যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদর-কৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ॥

গ্রন্থান্তরে চ—

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনং।
অনারাধিত-গোবিন্দ-চরণস্য কথং ভবেৎ॥

মানব যদি সৎপথে অবস্থিত থাকিয়াও শিশ্নোদর-পরায়ণ অসৎ লোকদিগের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে রত হয়, তাহা হইলে সে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নরকে প্রবেশ করে।

অপিচ, যে জন শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম আরাধনা না করে, তাহার পক্ষে অনায়াসে মরণ এবং বিনা দুঃখে জীবন যাপন কথনও সম্ভবপর হয় না।

অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণেরে ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে॥
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু-সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা! মুখে বোল 'হরি'॥
ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন পরহিংসা যা'য়॥
কপিলের ভাবে প্রভু মায়েরে শিখায়।
শুনিতে সে বাক্য শচী আনন্দে মিলায়॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ বিনু প্রভু আর কিছু না বাখানে॥
আপ্তমুখে এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ।
সর্ব্ব গণে বিতর্ক ভাবেন অনুক্ষণ॥

কিবা কৃষ্ণ প্রকাশ হইলা সে শরীরে।
কিবা সাধু-সঙ্গে কিবা পূর্ব্ব-সংস্কারে॥
এইমত মনে সবে করেন বিচার।
সুখময় চিত্তবৃত্তি হইল সবার॥
খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ, পাষণ্ডীর নাশ।
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ॥
বৈষ্ণব-আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণময় জগত দেখেন নিরন্তর॥
অহর্নিশ শুনেন শ্রবণে কৃষ্ণ-নাম।
বদনে বোলয়ে 'কৃষ্ণচন্দ্র' অবিরাম॥
যে প্রভু আছিলা ভোলা মহা বিদ্যা-রসে।
এবে কৃষ্ণ বিনা আর কিছু নাহি বাসে॥
পড়ুয়ার বর্গ সব অতি উষকালে।
পড়িবার নিমিত্ত আসিয়া সবে মিলে॥
পড়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিদশের রায়।
কৃষ্ণ-কথা বিনা কিছু না আইসে জিহ্বায়॥
'সিদ্ধ বর্ণ-সমাম্নায়' বলে শিষ্যগণ।
প্রভু বলে সর্ব্ব বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ॥
শিষ্য বলে বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে।
প্রভু বলে কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতের কারণে॥
শিষ্য বলে পণ্ডিত উচিত ব্যাখ্যা কর।
প্রভু বলে সর্ব্বক্ষণ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মর॥
কৃষ্ণের ভজন কহি—সম্যক্ আম্নায়।
আদি, মধ্য, অন্তে কৃষ্ণ-ভজন বুঝায়॥
শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা হাসে শিষ্যগণ।
কেহো বলে হেন বুঝি বায়ুর কারণ॥
শিষ্যবর্গ বলে কর কেমত ব্যাখ্যান।
প্রভু বলে যেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥
প্রভু কহে যদি নাহি বুঝহ এখনে।
বিকালে সকলে বুঝাইব ভাল-মনে॥
আমিহ বিরলে গিয়া বসি পুঁথি চাই।
বিকালে সকলে যেন হই এক ঠাঁই॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব শিষ্যগণ।
কৌতুকে পুস্তক বান্ধি করিলা গমন॥
সর্ব্ব শিষ্য গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
কহিলেন যত সব ঠাকুর বাখানে॥
এবে যত বাখানেন নিমাঞি পণ্ডিত।
শব্দ সনে বাখানেন কৃষ্ণ-সমীহিত॥
গয়া হৈতে যাবত আসিয়াছেন ঘরে।
তদবধি কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা বই নাহি স্ফুরে॥
সর্ব্বদা বলেন কৃষ্ণ পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে হাসে হুঙ্কার করয়ে বহু রঙ্গ॥
প্রতি শব্দে ধাতু সূত্র একত্র করিয়া।
প্রতিদিন কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করেন বসিয়া॥
এবে তাঁর বুঝিবারে না পারি চরিত।
কি করিব আমি সব বলহ পণ্ডিত॥
উপাধ্যায়-শিরোমণি বিপ্র গঙ্গাদাস।
শুনিয়া সবার বাক্য উপজিল হাস॥
ওঝা বলে ঘরে যাহ আসিহ সকালে।
আজি আমি শিখাইব তাঁহারে বিকালে॥
ভালমত করি যেন পড়ায়েন পুঁথি।
আসিহ বিকালে আজি তাঁহার সংহতি॥
পরম হরিষে সবে বাসায় চলিলা।
বিশ্বম্ভর সঙ্গে সবে বিকালে আইলা॥
গুরুর চরণ-ধূলি প্রভু লয় শিরে।
'বিদ্যালাভ হউক' গুরু আশীর্ব্বাদ করে॥
গুরু বলে বাপ বিশ্বম্ভর শুন বাক্য।
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য॥
মাতামহ যার চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
বাপ যার জগন্নাথ মিশ্র-পুরন্দর॥

উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার।
তুমিও পরম যোগ্য ব্যাখ্যাতে টীকার॥
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়।
বাপ মাতামহ কি তোমার ভক্ত নয়॥
ইহা জানি ভালমতে কর অধ্যয়ন।
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ॥
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কেমনে।
ইহা জানি কৃষ্ণ বল, কর অধ্যয়নে॥
ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর, মোর মাথা খাও॥
প্রভু বলে তোমার দুই চরণ-প্রসাদে।
নবদ্বীপে কেহো মোরে না পারে বিবাদে।
আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন।
নবদ্বীপে তাহা স্থাপিবেক কোন্ জন॥
নগরে বসিয়া এই পড়াইব গিয়া।
দেখি কার শক্তি আছে দূষুক আসিয়া॥
হরিষ হইলা গুরু শুনিয়া বচন।
চলিলা গুরুর করি চরণ বন্দন॥
গঙ্গাদাস-পণ্ডিত-চরণে নমস্কার।
বেদপতি সরস্বতী-পতি শিষ্য যাঁর॥
আর কিবা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সাধ্য।
যাঁর শিষ্য চতুর্দ্দশ-ভুবন-আরাধ্য॥
চলিলা পড়ুয়া সঙ্গে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তারকা-বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর॥
বসিলা আসিয়া নগরিয়ার দুয়ারে।
যাঁহার চরণ লক্ষ্মী-হৃদয়-উপরে॥
যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
সূত্রের করয়ে প্রভু খণ্ডন স্থাপন॥
প্রভু বলে সন্ধি-কার্য্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥
শব্দ-জ্ঞান নাহি যার সে তর্ক বাখানে।
আমারে ত প্রবোধিতে নারে কোনো জনে॥
যে আমি খণ্ডন করি যে করি স্থাপন।
দেখি তাহা অন্যথা করুক কোনো জন॥
এইমত বলে বিশ্বম্ভর বিশ্বনাথ।
প্রত্যুত্তর করিবেক হেন শক্তি কাত॥
গঙ্গা দেখিবারে যত অধ্যাপক যায়।
শুনিয়া সবার অহঙ্কার চূর্ণ হয়॥
কার শক্তি আছে বিশ্বম্ভরের সমীপে।
সিদ্ধান্ত দিবেক হেন আছে নবদ্বীপে॥
এইমত আবেশে বাখানে বিশ্বম্ভর।
চারি দণ্ড রাত্রি তবু নাহি অবসর॥
দৈবে আর এক নগরিয়ার দুয়ারে।
এক মহা-ভাগ্যবান্ আছে বিপ্রবরে॥
রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গে জন্ম এক গ্রাম॥
তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণ-পদে মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ জীব যদুনাথ-কবিচন্দ্র॥
ভাগবত-পরম-সাদর বিপ্রবর।
ভাগবত-শ্লোক পড়ে করিয়া আদর॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।২৩।২২)—

শ্যামং হিরণ্য-পরিধিং বনমাল্য-বর্হ-
ধাতু-প্রবাল-নটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্ত-হস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালক-কপোল-মুখাব্জ-হাসম্॥

যজ্ঞপত্নীগণ দেখিলেন, তিনি শ্যামকান্তি—পরিধান সুবর্ণ-সুন্দর পীতাম্বর; বনমালা, ময়ুর-পুচ্ছ, গৈরকাদি ধাতু ও প্রবাল সমূহে তাঁহার বেশ নটবর-সদৃশ; তিনি এক হস্ত অনুগত সহচরের স্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়াছেন, অপর হস্তে একটি

লীলা-কমল সঞ্চালিত করিতেছেন; তাঁহার দুইটী কর্ণে দুইটী কমল, কপালে কুঞ্চিত কুন্তল এবং মুখ-পঙ্কজে সুমধুর হাস্য শোভা পাইতেছে।

ভক্তিযোগ শ্লোক পড়ে পরম সন্তোষে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি করিল প্রবেশে॥
ভক্তির প্রভাব মাত্র শুনিল থাকিয়া।
সেইক্ষণে পড়িলেন মূর্চ্ছিত হইয়া॥
সকল পড়ুয়াবর্গ বিস্মিত হইলা।
ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য-দৃষ্টিরে আইলা॥
বাহ্য পাই 'বোল বোল'—বলে বিশ্বম্ভর।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী-উপর॥
প্রভু বলে 'বোল বোল'—বলে বিপ্রবর।
উঠিল সমুদ্র—কৃষ্ণ-সুখ মনোহর॥
লোচনের জলে হৈল পৃথিবী সিঞ্চিত।
অশ্রু কম্প পুলক—সকল সুবিদিত॥
দে'খে বিপ্রবর তাঁর পরম আনন্দ।
পড়ে ভক্তি-শ্লোক ভক্তি সনে করি রঙ্গ॥
দেখিয়া তাহার ভক্তি-যোগের পঠন।
তুষ্ট হ'য়ে প্রভু ত'রে দিলা আলিঙ্গন॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হইলা তখন॥
প্রভুর চরণ ধরি রত্নগর্ভ কান্দে।
বন্দী হইলেন দ্বিজ চৈতন্যের ফান্দে॥
পুনঃপুন পড়ে শ্লোক প্রেমযুক্ত হৈয়া।
'বোল বোল' বলে প্রভু হুঙ্কার করিয়া॥
দেখিয়া সবার হৈল অপরূপ-জ্ঞান।
নগরিয়া দেখি সবে করে পরণাম॥
'না পড়িহ আর' বলিলেন গদাধর।
সবে বেড়ি বসিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর॥

ক্ষণেকে হইল বাহ্যদৃষ্টি গৌররায়।
'কি বোল কি বোল' প্রভু জিজ্ঞাসে সদায়॥
প্রভু বলে কি চাঞ্চল্য করিলাম আমি।
পড়ুয়া সকল বলে কৃতকৃত্য তুমি॥
কি বলিতে পারি আমা সবার শকতি।
আপ্তগণে নিবারিল না করিহ স্তুতি॥
বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর আপনা সম্বরে।
সর্ব্বগণে চলিলেন গঙ্গা দেখিবারে॥
গোষ্ঠীর সহিত বসিলেন গঙ্গাতীরে।
গঙ্গা নমস্করি গঙ্গাজল নিলা শিরে॥
যমুনার তীরে যেন বেড়ি গোপীগণ।
নানা রস করিলেন নন্দের নন্দন॥
সেইমত শচীর নন্দন গঙ্গাতীরে।
ভকত সংহতি কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে বিহরে॥
কতক্ষণে সবারে বিদায় দিয়া ঘরে।
বিশ্বম্ভর চলিলেন আপন মন্দিরে॥
ভোজন করিয়া সর্ব্ব-ভুবনের নাথ।
যোগনিদ্রা প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত॥
পোহাইল নিশি সর্ব্ব পড়ুয়ারগণ।
আসিয়া মিলিলা পুঁথি করিতে চিন্তন॥
ঠাকুর আইলা ঝাট করি গঙ্গাস্নান।
বসিয়া করেন প্রভু পুস্তক ব্যাখ্যান॥
প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আন।
শব্দমাত্রে কৃষ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান॥
পড়ুয়া সকলে বলে 'ধাতু-সংজ্ঞা কার'।
প্রভু বলে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার॥
ধাতু-সূত্র বাখানি শুনহ ভাইগণ।
দেখি কার শক্তি আছে করুক খণ্ডন॥
যত দেখ রাজা দিব্য দিব্য কলেবর।
কনক-ভূষিত গন্ধ-চন্দনে সুন্দর॥

'যম লক্ষ্মী যাহার বচনে' লোকে কয়।
ধাতু বিনে শুন তার যে অবস্থা হয়॥
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া।
কেহো ভস্ম হয়, কারে এড়েন পুতিয়া॥
সর্ব্ব দেহে ধাতু-রূপে বৈসে কৃষ্ণ-শক্তি।
তাহা সনে করি স্নেহ, তাহানে সে ভক্তি॥
ভ্রম-বশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
'হয় নয়' ভাই সব বুঝ মন দিয়া॥
এবে যারে নমস্করি করি মান্য জ্ঞান।
ধাতু গেলে তারে পরশিলে করি স্নান॥
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহা-সুখে।
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেই মুখে॥
ধাতু-সংজ্ঞা—কৃষ্ণ-শক্তি বল্লভ সবার।
দেখি ইহা দূষুক আছয়ে শক্তি কার॥
এমত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি।
হেন কৃষ্ণে ভাই সব কর দৃঢ় ভক্তি॥
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ-নাম।
অহর্নিশি শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কর ধ্যান॥
যাঁহার চরণে দুর্ব্বা জল দিলে মাত্র।
কভু নহে যম তার অধিকারে পাত্র॥
অঘ বক পূতনারে যে কৈল মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ॥
পুত্র-বুদ্ধ্যে অজামিল যাঁহার স্মরণে।
চলিল বৈকুণ্ঠ—ভজ সে কৃষ্ণ-চরণে॥
যাঁহার চরণ সেবি শিব দিগম্বর।
যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥
যে চরণ-মহিমা অনন্ত গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি ভজ হেন কৃষ্ণ-পায়॥
যাবত আছয়ে প্রাণ দেহেতে আছে শক্তি।
তাবত করহ কৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি॥

কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
চরণে ধরিয়া বলি কৃষ্ণে দেহ মন॥
দাস্য-ভাবে কহে প্রভু আপন মহিমা।
হইল প্রহর দুই তবু নাহি সীমা॥
মোহিত পড়ুয়া সব শুনে একমনে।
দ্বিরুক্তি করিতে কারো না আইসে বদনে॥
সে সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন, সে কি অন্য হয়॥
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া সবার মুখ লজ্জিত-অন্তর॥
প্রভু বলে ধাতু-সূত্র বাখানিল কেন।
পড়ুয়া সকল বলে সত্য অর্থ যেন॥
যে শব্দে যে অর্থ তুমি করিলে বাখান।
কার বাপে তাহা করিবারে পারে আন॥
যতেক বাখানো তুমি সব সত্য হয়।
সবে সে উদ্দেশে পড়ি, তার অর্থ নয়॥
প্রভু বলে কহ দেখি আমারে সকল।
বায়ু বা আমারে আসি করিয়াছে বল॥
সূত্ররূপে কোন্ বৃত্তি করিয়ে ব্যাখ্যান।
শিষ্যবর্গ বলে সবে এক হরিনাম॥
সূত্র বৃত্তি টীকায়ে বাখানো কৃষ্ণ মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কে বা আছে পাত্র॥
ভক্তির শ্রবণে যে তোমার আসি হয়।
তাহাতে তোমারে কভু নর-জ্ঞান নয়॥
প্রভু বলে কোন্ রূপ দেখহ আমার।
পড়ুয়া সকলে বলে যত চমৎকার॥
যে কম্প যে অশ্রু যে বা পুলক তোমার।
আমরা ত কোথাও কভু নাহি দেখি আর॥
কালি যবে পুঁথি তুমি চিন্তহ নগরে।
তখন পড়িল শ্লোক এক বিপ্রবরে॥

ভাগবত-শ্লোক শুনি হইলা মূর্চ্ছিত।
সর্ব্ব অঙ্গে নাহি প্রাণ—আমরা বিস্মিত॥
চৈতন্য পাইয়া পুন যে কৈলে ক্রন্দন।
গঙ্গার আসিয়া যেন হইল মিলন॥
শেষে আসি কম্প যে বা হইল তোমার।
শত জন সমর্থ না হয় ধরিবার॥
আপাদ-মস্তক হৈল পুলকে উন্নতি।
লালা ঘর্ম্ম ধূলায় ব্যাপিত গৌর-মূর্ত্তি॥
অপূর্ব্ব ভাবের দশা দেখি সর্ব্ব জন।
সভেই বলেন "এ পুরুষ নারায়ণ॥"
কেহো বলে ব্যাস শুক নারদ প্রহ্লাদ।
তাঁ সবার সমযোগ্য এমত প্রসাদ॥
সবে মেলি ধরিলেন করিয়া শকতি।
ক্ষণেকে তোমার আসি বাহ্য হৈল মতি॥
এ সব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জান।
আর কথা কহি তাহা চিত্ত দিয়া শুন॥
দিন দশ ধরি কর যতেক ব্যাখ্যান।
সর্ব্ব শব্দে কৃষ্ণ-ভক্তি আর কৃষ্ণ-নাম॥
দশ দিনাবধি আজ পাঠ বাদ হয়।
কহিতে তোমারে মোরা বড় বাসি ভয়॥
শব্দের অশেষ অর্থ তোমার গোচর।
হাসি যে বাখানো তাহা কে দিবে উত্তর॥
পড়ুয়া সকলে বলে বাখানো উচিত।
'সত্য কৃষ্ণ'—সকল শাস্ত্রের সমীহিত॥
অধ্যয়ন এই সে—সকল-শাস্ত্র-সার।
তবে যে না লই—দোষ আমা সবাকার॥
মূলে যে বাখানো তুমি জ্ঞাতব্য সেই সে।
তাহাতে না লয় চিত্ত নিজ-কর্ম্ম-দোষে॥
পড়ুয়ার বাক্যে তুষ্ট হইলা ঠাকুর।
কহিতে লাগিলা কৃপা করিয়া প্রচুর॥

প্রভু বলে ভাই সব কহিলা সুসত্য।
আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য॥
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখোঁ ভাই, তাই বলোঁ সর্ব্বথায়॥
যত শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণ-নাম।
সকল ভুবন দেখোঁ গোবিন্দের ধাম॥
তোমা সবা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার॥
তোমা সবাকার যার স্থানে চিত্ত লয়।
তার স্থানে পড়, আমি দিলাম নির্ভয়॥
কৃষ্ণ বিনে আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আমি কহিলাম চিত্ত আপনার॥
এই বোল মহাপ্রভু সবারে কহিয়া।
দিলেন পুস্তকে ডোর অশ্রুযুক্ত হৈয়া॥
শিষ্যগণ বলেন করিয়া নমস্কার।
আমরাও করিলাম সঙ্কল্প তোমার॥
তোমার স্থানেতে যে পড়িনু আমি সব।
আর স্থানে কি করিব গ্রন্থ-অনুভব॥
গুরুর বিচ্ছেদে দুঃখে সর্ব্ব শিষ্যগণ।
কহিতে লাগিলা সবে করিয়া ক্রন্দন॥
তোমার মুখেতে যত শুনিল ব্যাখ্যান।
জন্মে জন্মে হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান॥
কার স্থানে গিয়া আর কিবা পড়িবাঙ।
সেই ভাল তোমা হৈতে যত জানিলাঙ॥
এত বলি প্রভুরে করিয়া হাত-জোড়।
পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর॥
'হরি' বলি শিষ্যগণ করিলেন ধ্বনি।
সবা কোলে করিয়া কান্দেন দ্বিজমণি॥
শিষ্যগণ ক্রন্দন করেন অধোমুখে।
ডুবিলেন শিষ্যগণ পরানন্দ-সুখে॥

রুদ্ধ-কণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব শিষ্যগণ।
আশীর্ব্বাদ করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
দিবসেকো আমি যদি হই কৃষ্ণ-দাস।
তবে সিদ্ধ হউ তো সবার অভিলাষ॥
তোমরা সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণ-নামে পূর্ণ হউ সবার বদন॥
নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ হউ তোমা সবাকার ধন প্রাণ॥
যে পড়িলে সেই ভাল আর কার্য্য নাই।
সবে মেলি কৃষ্ণ বলিবাঙ এক ঠাঁই॥
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার।
তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার॥
প্রভুর অমৃত-বাক্য শুনি শিষ্যগণ।
পরমানন্দময় হইল ততক্ষণ॥
সে সব শিষ্যের পা'য় মোর নমস্কার:
চৈতন্যের শিষ্যত্বে হইল ভাগ্য যার॥
সে সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন সে কি অন্য হয়॥
সে বিদ্যা-বিলাস দেখিলেন যে যে জন।
তারেও দেখিলে হয় বন্ধ-বিমোচন॥
হইল পাপিষ্ঠ, জন্ম না হইল তখনে।
হইলাম বঞ্চিত সে সুখ-দরশনে॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
সে বিদ্যা-বিলাস মোর রহুক হৃদয়॥
পঢ়াইলা নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়।
অদ্যাপিও চিহ্ন আছে সর্ব্ব নদীয়ায়॥
চৈতন্য-লীলার আদি অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই বেদে কয়॥
এইমতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভ সে করিলা প্রকাশ॥

চতুর্দ্দিগে অশ্রুকণ্ঠে কান্দে শিষ্যগণ।
সদয় হইয়া প্রভু বলেন বচন॥
পড়িলাম শুনিলাম যত দিন ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি॥
শিষ্যগণ বলেন কেমন সঙ্কীর্ত্তন।
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥

কেদার-রাগ।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

দিশা দেখাইয়া প্রভু হাত-তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥
আপনে কীর্ত্তন-নাথ করেন কীর্ত্তন।
চৌদিকে বেঢ়িয়া গায় সব শিষ্যগণ॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ-নাম-রসে।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় আবেশে॥
বোল বোল বলি প্রভু চতুর্দ্দিগে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে॥
গণ্ডগোল শুনি সব নদীয়া-নগর।
ধাইয়া আইলা সব ঠাকুরের ঘর॥
নিকটে বসয়ে যত বৈষ্ণবের ঘর।
কীর্ত্তন শুনিয়া সবে আইলা সত্বর॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
পরম অপূর্ব্ব সবে ভাবে মনে মন॥
পরম সন্তোষ সবে হইলা অন্তরে।
এবে সঙ্কীর্ত্তন হৈল নদীয়া-নগরে॥
এমন দুর্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে।
নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে॥
যত ঔদ্ধত্যের সীমা এই বিশ্বম্ভর।
প্রেম দেখিলাম নারদাদির দুষ্কর॥

হেন উদ্ধতের যদি এ ভক্তি হইল।
তবে বুঝি আমা সবার দুঃখ নিবারিল॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্য বিশ্বম্ভর-রায়।
সবে প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলয়ে সদায়॥
বাহ্য হইলেও অন্য কথা নাহি কয়।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া কান্দয়॥
সবে মেলি ঠাকুরেরে স্থির করাইয়া।
চলিলা বৈষ্ণবগণ মহানন্দ হৈয়া॥
কোন কোন পড়ুয়া সকল প্রভু সঙ্গে।
উদাসীন-পথ লইলেন প্রেম-রঙ্গে॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসঙ্কীর্ত্তনারম্ভ-
বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জয় জয় জগত-মঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ্ব॥
ভক্ত-গোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
ঠাকুরের প্রেম দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
পরম বিস্মিত হইল সবাকার মন॥
পরম সন্তোষে সবে অদ্বৈতের স্থানে।
সব কহিলেন যত হৈল দরশনে॥
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
অবতরিয়াছে প্রভু জানেন সকল॥
তথাপি অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝন না যায়।
সেইক্ষণে প্রকাশিয়া তখনি লুকায়॥
শুনিয়া অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা।
পরম আবিষ্ট হই কহিতে লগিলা॥
মোর আজিকার কথা শুন ভাই সব।
নিশিতে দেখিল আজি কিছু অনুভব॥
গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া।
থাকিলাম দুঃখ ভাবি উপাস করিয়া॥
কতক রাত্রেতে মোরে বলে এক জন।
উঠহ আচার্য্য ঝাট করহ ভোজন॥
এই পাঠ, এই অর্থ কহিল তোমারে।
উঠিয়া ভোজন কর পূজহ আমারে॥
আর কেনে দুঃখ ভাব পাইলা সকল।
যে লাগি সঙ্কল্প কৈলা সে হৈল সফল॥
যত উপবাস কৈলে যত আরাধন।
যতেক করিলা কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন॥
যা আনিতে ভুজ তুলি প্রতিজ্ঞা করিলা।
সে প্রভু তোমার এবে বিদিত হইলা॥
সর্ব্ব দেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে অনুক্ষণ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ভক্তি যতেক যতেক।
তোমার প্রসাদে সর্ব্ব লোকে দেখিবেক॥
এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব।
ব্রহ্মাদিরো দুর্ল্লভ দেখিবে অনুভব॥
ভোজন করহ তুমি, আমার বিদায়।
আরবার আসিবাঙ ভোজন-বেলায়॥
চক্ষু মেলি চাহি দেখি এই বিশ্বম্ভর।
দেখিতে দেখিতে মাত্র হইলা অন্তর॥
কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে।
কোন্ রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে॥

ইহার অগ্রজ পূর্ব্বে বিশ্বরূপ নাম।
আমা সঙ্গে গীতা আসি করিত ব্যাখ্যান॥
এই শিশু পরম মধুর রূপবান্।
ভাইকে ডাকিতে আইসেন মোর স্থান॥
চিত্ত-বিত্ত হরে শিশু সুন্দর দেখিয়া।
আশীর্ব্বাদ করোঁ 'ভক্তি হউক' বলিয়া॥
আভিজাত্য আছে—বড় মানুষের পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—তাঁহার দৌহিত্র॥
আপনেও সর্ব্বগুণে উত্তম পণ্ডিত।
উহার কৃষ্ণেতে ভক্তি হইতে উচিত॥
বড় সুখী হইলাম এ কথা শুনিয়া।
আশীর্ব্বাদ কর সবে 'তথাস্তু' বলিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সবারে।
কৃষ্ণ-নামে পূর্ণ হউ সকল সংসারে॥
যদি সত্য বস্তু হয় তবে এইখানে।
সবে আসিবেন এই বামনার স্থানে॥
আনন্দে অদ্বৈত করে পরম হুঙ্কার।
সকল বৈষ্ণব করে জয়জয়কার॥
'হরি হরি' বলি ডাকে বদন সবার।
উঠিল কীর্ত্তনরূপ কৃষ্ণ-অবতার॥
কেহো বলে নিমাঞি পণ্ডিত ভাল হৈলে।
তবে সঙ্কীর্ত্তন করি মহা-কুতূহলে॥
আচার্য্যেরে প্রণতি করিয়া ভক্তগণ।
আনন্দে চলিলা করি হরি-সঙ্কীর্ত্তন॥
প্রভু-সঙ্গে যাহার যাহার দেখা হয়।
পরম আদরে সবে রহি সম্ভাষয়॥
প্রাতঃকালে প্রভু যবে চলে গঙ্গাস্নানে।
বৈষ্ণব সবার সঙ্গে হয় দরশনে॥
শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে।
প্রীত হৈয়া ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে॥

তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে।
মুখে কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে বাপ সব সত্য হয়।
না ভজিলে কৃষ্ণ—রূপ বিদ্যা কিছু নয়॥
কৃষ্ণ সে জগত-পিতা কৃষ্ণ সে জীবন।
দৃঢ় করি ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ॥
আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভুর বড় সুখ।
সবারে চাহেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ॥
তোমরা সে কহ সত্য করি আশীর্ব্বাদ।
তোমরা বা কেনে অন্য করিবে প্রসাদ॥
তোমরা সে পার কৃষ্ণ-ভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণু-ধর্ম্ম।
তেঞি বুঝি আমার উত্তম আছে কর্ম্ম॥
তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি কারু পায়ে ধরে সেই ঠাঁই॥
নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি কারু দেন ত আপনে॥
কুশ গঙ্গা-মৃত্তিকা কাহারো দেন করে।
সাজি বহি কোন দিন চলে কারো ঘরে॥
সকল বৈষ্ণবগণ হায় হায় করে।
'কি কর কি কর'—তবু করে বিশ্বম্ভরে॥
এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপন দাসের হয় আপনে কিঙ্কর॥
কোন্ কর্ম্ম সেবকের প্রভু নাহি করে।
সেবকের লাগি নিজ-ধর্ম্ম পরিহরে॥
'সকল-সুহৃৎ কৃষ্ণ' সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে।
এতেকে কৃষ্ণের কেহো দ্বেষ্য-যোগ্য নহে॥
তাহা পরিহরে কৃষ্ণ ভক্তের কারণে।
তার সাক্ষী দুর্য্যোধন-বংশের মরণে॥

কৃষ্ণের করয়ে সেবা—ভক্তের স্বভাব।
ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সকল অনুভাব॥
কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তি-রসে।
তার সাক্ষী সত্যভামা দ্বারকা-নিবাসে॥
সেই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর বিশ্বম্ভর।
গূঢ়রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥
চিনিতে না পারে কেহো প্রভু আপনার।
যা সবার লাগিয়া হইলা অবতার॥
কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥
সাজি বহে ধুতি বহে লজ্জা নাহি করে।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হাতে আসি ধরে॥
দেখি বিশ্বম্ভরের বিনয় ভক্তগণ।
অকৈতব আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজন॥
ভজ কৃষ্ণ, স্মর কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ॥
বোলহ বোলহ কৃষ্ণ, হও কৃষ্ণ-দাস।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ হউন প্রকাশ॥
কৃষ্ণ বহি আর নাহি স্ফুরুক তোমার।
তোমা হৈতে দুঃখ যাউ আমা সবাকার॥
যে অধম লোক সব কীর্ত্তনেরে হাসে।
তোমা হৈতে তাহারা ডুবুক কৃষ্ণ-রসে॥
যেন তুমি শাস্ত্রে সব জিনিলে সংসার।
তেন কৃষ্ণ ভজি কর পাষণ্ডী সংহার॥
তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল।
সুখে কৃষ্ণ বলি নাচি হইয়া বিহ্বল॥
হস্ত দিয়া প্রভুর অঙ্গেতে ভক্তগণ।
আশীর্ব্বাদ করে দুঃখ করি নিবেদন॥
এই নবদ্বীপে বাপ যত অধ্যাপক।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সবে হয় বক॥
কি সন্ন্যাসী কি তপস্বী কিবা জ্ঞানী যত।
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত॥
কেহো না বাখানে বাপ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
না করুক ব্যাখ্যা—আরো নিন্দে সর্ব্বক্ষণ॥
যতেক পাপিষ্ঠ শ্রোতা সেই বাক্য ধরে।
তৃণ-জ্ঞান কেহো আমা সবারে না করে॥
সন্তাপে পোড়য়ে বাপ দেহ সবাকার।
কোথাও না শুনি কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-সঞ্চার॥
এখনে প্রসন্ন কৃষ্ণ হইল সভারে।
এ পথে প্রবিষ্ট করি দিলেন তোমারে॥
তোমা হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়।
মনেতে আমরা ইহা বুঝিনু নিশ্চয়॥
চিরজীবী হও তুমি লহ কৃষ্ণনাম।
তোমা হৈতে ব্যক্ত হউ কৃষ্ণ-গুণগ্রাম॥
ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
শুনিয়া ভক্তের দুঃখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রকাশ হইতে চিত্ত হইল সত্বর॥
প্রভু কহে তুমি সব কৃষ্ণের দয়িত।
তোমরা যে বল সেই হইব নিশ্চিত॥
ধন্য মোর জীবন—তোমরা বল ভাল।
তোমরা রাখিলে গরাসিতে নারে কাল॥
কোন্ ছার হয় পাপ পাষণ্ডীর গণ।
সুখে গিয়া কর কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তন॥
ভক্ত-দুঃখ প্রভু কভু সহিতে না পারে।
ভক্ত লাগি কৃষ্ণের যতেক অবতারে॥
এত বুঝি তোমরা আনাইবা কৃষ্ণচন্দ্র।
নবদ্বীপে করাইবা বৈকুণ্ঠ-আনন্দ॥

তোমা সবা হৈতে হৈব জগত-উদ্ধার।
করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার॥
সেবক বলিয়া মোরে সভেই জানিবা।
এই বর—মোরে কভু না পরিহরিবা॥
সবার চরণ-ধূলি লয় বিশ্বম্ভর।
আশীর্ব্বাদ সবেই করেন বহুতর॥
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা সবে ঘর।
প্রভু চলিলেন তবে হাসিয়া অন্তর॥
আপন ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর॥
'সংহারিমু সবে' বলি করয়ে হুঙ্কার।
'মুঞি সেই, মুঞি সেই' বলে বার বার॥
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়॥
এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
শচী না বুঝয়ে কোন্ ব্যাধি বা বিশেষে॥
স্নেহ বিনে শচী কিছু নাহি জানে আর।
সবারে কহেন বিশ্বম্ভরের ব্যভার॥
বিধাতায়ে স্বামী নিল নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে এক জন॥
তাহারো কেমন রীত বুঝন না যায়।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
আপনা আপনি কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বলে ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা॥
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে।
না মিলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে॥
দন্ত কড়মড়ি করে, মালসাট্ মারে।
গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফুরে॥
নাহি দেখে শুনে লোক কৃষ্ণের বিকার।
বায়ু-জ্ঞান করি লোক বলে বান্ধিবার॥
শচী-মুখে শুনি যে যে যায় দেখিবারে।
বায়ু-জ্ঞান করি সবে বলে বান্ধিবারে॥
পাষণ্ডী দেখিয়া প্রভু খেদাড়িয়া যায়।
বায়ু-জ্ঞান করি লোক হাসিয়া পলায়॥
আস্তে ব্যস্তে মায়ে গিয়া আনয়ে ধরিয়া।
লোকে বলে পূর্ব্ব-বায়ু জন্মিল আসিয়া॥
কেহো বলে তুমি ত অবোধ ঠাকুরাণী।
আর বা ইহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসহ কেনি॥
পূর্ব্বকার বায়ু আসি জন্মিল শরীরে।
দুই পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে॥
খাইবারে দেহ ডাব-নারিকেল-জল।
যাবত উন্মাদ-বায়ু নাহি করে বল॥
কেহো বলে ইথে অল্প ঔষধে কি করে।
শিবাঘৃত-প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তরে॥
পাকতৈল শিরে দিয়া করাইবা স্নান।
যাবত প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান॥
পরম উদার শচী—জগতের মাতা।
যার মুখে যেই শুনে, কহে সেই কথা॥
চিন্তায় ব্যাকুল শচী কিছুই না জানে।
গোবিন্দ-শরণে গেলা কায়-বাক্য-মনে॥
শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবের—সবাকার স্থানে।
লোক দ্বারে শচী করিলেন নিবেদনে॥
একদিন গেলা তথা শ্রীবাস-পণ্ডিত।
উঠি নমস্কার প্রভু কৈলা সাবহিত॥
ভক্ত দেখি প্রভুর বাড়িল ভক্তি-ভাব।
লোমহর্ষ অশ্রুপাত কম্প অনুরাগ॥
তুলসীরে আছিলা করিতে প্রদক্ষিণে।
ভক্ত দেখি প্রভু মূর্চ্ছা পাইল তখনে॥
বাহ্য পাই কতক্ষণে লাগিলা কান্দিতে।
মহাকম্পে প্রভু স্থির না পারে হইতে॥

অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে।
মহা ভক্তিযোগ—বায়ু বলে কোন্ জনে॥
বাহ্য পাই প্রভু বলে পণ্ডিতের স্থানে।
কি বুঝ পণ্ডিত তুমি মোহার বিধানে॥
কেহো বলে মহাবায়ু, বান্ধিবার তরে।
পণ্ডিত তোমার চিত্তে কি লয় আমারে॥
হাসি বলে শ্রীবাস পণ্ডিত "ভাল বাই।
তোমার যেমত বাই তাহা আমি চাই॥
মহা ভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥"
এতেক শুনিল যবে শ্রীবাসের মুখে।
শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈলা বড় সুখে॥
সকলে বলয়ে বাই, আশংসিলে তুমি।
আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাম আমি॥
যদি তুমি বায়ু হেন বলিতা আমারে।
প্রবেশিতাম তবে আজি গঙ্গার ভিতরে॥
শ্রীবাস বলেন "যে তোমার ভক্তিযোগ।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি বাঞ্ছয়ে এ ভোগ॥
সবে মিলি এক ঠাঁই করিব কীর্ত্তন।
যে তে কেনে না বলে পাষণ্ডী পাপিগণ॥"
শচী প্রতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন।
চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন॥
বায়ু নহে— কৃষ্ণভক্তি বলিল তোমারে।
ইহা নাহি অন্য জন বুঝিবারে পারে॥
ভিন্ন জন স্থানে কিছু কথা না কহিবা।
অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা॥
এতেক কহিয়া শ্রীনিবাস গেলা ঘর।
বায়ু-জ্ঞান দূর হৈল শচীর অন্তর॥
তথাপিহ অন্তর-দুঃখিতা শচী হয়।
'বাহিরায় পুত্র পাছে' এই মনে ভয়॥

এইমতে আছে প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
একদিন প্রভু গদাধর করি সঙ্গে।
অদ্বৈতে দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে॥
অদ্বৈত দেখিল গিয়া প্রভু দুই জন।
বসিয়া করেন জল-তুলসী সেবন॥
দুই ভুজ আস্ফালিয়া বলে হরি হরি।
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে আপনা পাসরি॥
মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার।
ক্রোধ দেখি যেন মহারুদ্র-অবতার॥
অদ্বৈত দেখিবা মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই পৃথিবী উপর॥
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
'এই মোর প্রাণনাথ' জানিলা সকল॥
'কতি যাবে চোরা আজি' বলে মনে মনে।
এতদিন চুরি করি বুল এইখানে॥
অদ্বৈতের ঠাঞি তোর না লাগে চোরাই।
চোরের উপরে চুরি করিব এথাই॥
চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে।
সর্ব্ব পূজার সজ্জ লই নামিলা তখনে॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী লই সেই ঠাঞি।
চৈতন্য-চরণ পূজে আচার্য্য-গোসাঞি॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ চরণ উপরি।
পুনঃপুন শ্লোক পড়ে নমস্কার করি॥

তথাহি (বিষ্ণুপুরাণ ১।১৯।৬৫)—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন হে কৃষ্ণ! তুমি ব্রহ্মণ্যদেব; তুমি গো-ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল-সাধক এবং সমগ্র

জগতেরও মঙ্গল-সাধক; গো-পালন তোমার একটী লীলা বলিয়া তোমার নাম 'গোবিন্দ'; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

পুনঃপুন শ্লোক পড়ি পড়য়ে চরণে।
চিনিয়া আপন প্রভু করয়ে ক্রন্দনে॥
পাখালিল দুই পদ নয়নের জলে।
যোড়হস্ত করি দাণ্ডাইলা পদতলে॥
হাসি বলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়।
বালকে গোসাঞি হেন করিতে না জুড়ায়॥
হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে।
গদাধর! বালক জানিবা কত দিনে॥
চিত্তে বড় বিস্ময় হইলা গদাধর।
হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর॥
কতক্ষণে বিশ্বম্ভর প্রকাশিয়া বাহ্য।
দেখেন আবেশময় অদ্বৈত আচার্য্য॥
আপনারে লুকায়েন প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে স্তুতি করে যুড়ি দুই কর॥
নমস্কার করি তাঁর পদধূলি লয়।
আপনার দেহ প্রভু তাঁরে নিবেদয়॥
অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
'তোমার সে আমি' হেন জানিহ নিশ্চয়॥
ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥
তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ-নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সতত প্রকাশ॥
ভক্তে বাঢ়াইতে সে ঠাকুর ভাল জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে॥
মনে বলে অদ্বৈত কি কর ভারি-ভুরি।
চোরের উপরে আগে করিয়াছি চুরি॥

হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর।
সবা হৈতে তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর॥
কৃষ্ণ-কথা-কৌতুকে থাকিব এই ঠাঁই।
নিরন্তর তোমা যেন দেখিবারে পাই॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
তোমার সহিত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম-হরিষে।
স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজ-বাসে॥
জানিলা অদ্বৈত—হৈল প্রভুর প্রকাশ।
পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর-বাস॥
সত্য যদি প্রভু হয়, মুই হঙ দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজ-পাশ॥
অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার।
যার শক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার॥
এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
অদ্বৈতের সেবা তার নিষ্ফল নিশ্চিত॥
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি দিনে দিনে।
সঙ্কীর্ত্তন করে সর্ব্ব বৈষ্ণবের সনে॥
সবে বড় আনন্দিত দেখি বিশ্বম্ভর।
লখিতে না পারে কেহো আপন-ঈশ্বর॥
সর্ব্ব বিলক্ষণ তাঁর পরম আবেশ।
দেখিয়া সবার চিত্তে সন্দেহ-বিশেষ॥
যখন প্রভুর হয় আনন্দ-আবেশ।
কি কহিব তাহা, সবে জানে প্রভু 'শেষ'॥
শতেক জনেও কম্প ধরিবারে নারে।
নয়নে বহয়ে শত শত নদী-ধারে॥
কনক-পনস যেন পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে বহু রঙ্গ॥
ক্ষণে হয় আনন্দে মূর্চ্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বলেন কৃষ্ণ ব্যতিরেক॥

হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে।
তাঁর অনুগ্রহে তান ভক্তগণ তরে॥
সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে ক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময়॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সব ভাগবতগণে।
নর-জ্ঞান আর কেহো না করয়ে মনে॥
কেহো বলে এ পুরুষ অংশ-অবতার।
কেহো বলে এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার॥
কেহো বলে শুক বা প্রহ্লাদ বা নারদ।
কেহো বলে হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ॥
যত সব ভাগবতবর্গের গৃহিণী।
তাহারা বলয়ে কৃষ্ণ জন্মিলা আপনি॥
কেহো বলে হেন বুঝি প্রভু-অবতার।
এইমত মনে সবে করেন বিচার॥
বাহ্য হৈলে ঠাকুর সবার গলা ধরি।
যে ক্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি॥
কোথা গেলে পাইব সে মুরলী-বদন।
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস করয়ে ক্রন্দন॥
স্থির হই প্রভু সব আপ্তগণ-স্থানে।
প্রভু বলে মোর দুঃখ করোঁ নিবেদনে॥
প্রভু বলে মোহার দুঃখের অন্ত নাই।
পাইয়াও হারাইনু জীবন-কানাই॥
সবার সন্তোষ হৈল রহস্য শুনিতে।
শ্রদ্ধা করি সবে বসিলেন চারি ভিতে॥
কানাঞির নাটশালা নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান॥
তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা সহিত কুন্তল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূর-পুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি॥
হাতেতে মোহন বাঁশী পরম সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীল স্তম্ভ জিনি ভুজে রত্ন-অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহিব সে পীত ধটীর পরিধান।
মকর-কুণ্ডল শোভে, কমল নয়ান॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন্ ভিতে॥
কিরূপে কহেন কথা শ্রীগৌরসুন্দরে।
তাঁর কৃপা বিনা তাহা কে বুঝিতে পারে॥
কহিতে কহিতে মূর্চ্ছা গেলা বিশ্বম্ভর।
পড়িলা 'হা কৃষ্ণ' বলি পৃথিবী-উপর॥
আথে ব্যথে ধরে সবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
স্থির করি ঝাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধূলি॥
স্থির হইলেও প্রভু স্থির নাহি হয়।
'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দয়॥
ক্ষণেকে হইলা স্থির শ্রীগৌরসুন্দর।
স্বভাবে হইলা অতি নম্র-কলেবর॥
পরম-সন্তোষ চিত্ত হইল সবার।
শুনিয়া প্রভুর ভক্তি-কথার প্রচার॥
সবে বলে আমরা-সবার বড় পুণ্য।
তুমি হেন সঙ্গে সবে হইলাম ধন্য॥
তুমি সঙ্গ যার তার বৈকুণ্ঠে কি করে।
তিলেকে তোমার সঙ্গে ভক্তি-ফল ধরে॥
অনুপাল্য তোমার আমরা সব জন।
সবার নায়ক হই করহ কীর্ত্তন॥
পাষণ্ডীর বাক্যে দগ্ধ শরীর সকল।
এ তোমার প্রেম-জলে করহ শীতল॥
সন্তোষে সবার প্রতি করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন মত্ত-সিংহ-প্রায় নিজ-বাস॥

গৃহে আইলেও নাহি ব্যভার-প্রস্তাব।
নিরন্তর আনন্দ-আবেশ-আবির্ভাব॥
কত বা আনন্দ-ধারা বহে শ্রীনয়নে।
চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে॥
'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' মাত্র প্রভু বলে।
আর কোন কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে॥
যে বৈষ্ণবে ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে।
তাহারেই জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণ কোন্ স্থানে॥
বলিয়া ক্রন্দন প্রভু করে অতিশয়।
যে জানে যেমত সেই মত প্রবোধয়॥
একদিন তাম্বূল লইয়া গদাধর।
হরিষে আইলা তিঁহো প্রভুর গোচর॥
গদাধরে দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা।
কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীত-বাসা॥
সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব হৃদয় বিদরে।
কি বলিব প্রভুরে বচন নাহি স্ফুরে॥
সম্ভ্রমে বলেন গদাধর মহাশয়।
নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়॥
'হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ' বচন শুনিয়া।
আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া॥
আথে ব্যথে গদাধর দুই হস্ত ধরি।
নানা-মতে প্রবোধি রাখিলা স্থির করি॥
এই আসিবেন কৃষ্ণ, স্থির হও খানি।
গদাধর বলে 'আই! দেখেন আপনি'॥
বড় তুষ্ট হৈলা আই গদাধর প্রতি।
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি দেখি কতি॥
মুঞি ভয়ে নাহি পারোঁ সম্মুখ হইতে।
শিশু হই কেন প্রবোধিলা ভালমতে॥
আই বলে বাপ তুমি সর্ব্বদা থাকিবা।
ছাড়িয়া উঁহার সঙ্গ কোথা না যাইবা॥
অদ্ভুত প্রভুর প্রেম-যোগ দেখি আই।
পুত্র হেন জ্ঞান আর মনে কিছু নাই॥
মনে ভাবে আই এ পুরুষ নর নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে॥
নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাশয়।
ভয়ে আই প্রভুর সম্মুখ নাহি হয়॥
সর্ব্ব ভক্তগণ সন্ধ্যা-সময় হইলে।
আসিয়া প্রভুর গৃহে অল্পে অল্পে মিলে॥
ভক্তিযোগ সহিতে যে সব শ্লোক হয়।
পড়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ মহাশয়॥
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি।
শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি॥
'হরি বোল' বলি প্রভু লাগিলা গর্জ্জিতে।
চতুর্দ্দিগে পড়ে কেহো না পারে ধরিতে॥
শ্বাস হাস কম্প স্বেদ পুলক গর্জ্জন।
একবারে সর্ব্ব ভাব দিলা দরশন॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ।
ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ॥
সর্ব্ব নিশা যায় যেন মুহূর্ত্তেক প্রায়।
প্রভাতে বা কথঞ্চিৎ প্রভু বাহ্য পায়॥
এইমত নিজ-গৃহে শ্রীশচীনন্দন।
নিরবধি নিশি-দিশি করেন কীর্ত্তন॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হয় দেখি নাশ॥
'হরি বোল' বলি ডাকে শ্রীশচীনন্দন।
ঘন ঘন পাষণ্ডীর হয় জাগরণ॥
নিদ্রা-সুখ-ভঙ্গে বহির্ম্মুখ ক্রুদ্ধ হয়।
যার যেন মত ইচ্ছা বলিয়া মরয়॥
কেহো বলে এ গুলার হইল কি বাই।
কেহো বলে রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই॥

কেহো বলে গোসাঞি রুষিব বড় ডাকে।
এ গুলার সর্ব্বনাশ হৈব এই পাকে॥
কেহো বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
পরম উদ্ধত হেন সবার ব্যভার॥
কেহো বলে কিসের কীর্ত্তন কে বা জানে।
এত পাক করে এই শ্রীবাসা বামনে॥
মাগিয়া খাইতে লাগি মিলি চারি ভাই।
হরি বলি ডাক ছাড়ে যেন মহা-বাই॥
মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়।
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয়॥
কেহো বলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের জন্য হৈল দেশের উচ্ছাদ॥
আজি মুঞি দেয়ানে শুনিল সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা॥
শুনিলেন নদীয়ায় কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরি আনিবারে হৈল রাজার আদেশ॥
যে সে দিকে পলাইবে শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমা সবা লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত॥
তখনি বলিনু মুঞি হইয়া মুখর।
শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর॥
তখন না কৈলে ইহা পরিহাস-জ্ঞানে।
সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে॥
কেহো বলে আমরা-সবার কোন্ দায়।
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যে আসিয়া চায়॥
এইমত কথা হৈল নগরে নগরে।
রাজ-নৌকা আসিবে বৈষ্ণব ধরিবারে॥
বৈষ্ণব-সমাজে সব এ কথা শুনিলা।
গোবিন্দ স্মঙরি সবে ভয় নিবারিলা॥
যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র—সেই সত্য হয়।
সে প্রভু থাকিতে কোন্ অধমেরে ভয়॥

শ্রীবাস পণ্ডিত বড় পরম উদার।
যেই কথা শুনে সেই প্রতীত তাঁহার॥
যবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভয়।
জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয়॥
প্রভু অবতীর্ণ— নাহি জানে ভক্তগণ।
জানাইতে আরম্ভিলা শ্রীশচীনন্দন॥
নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন।
অরুণ অধরে শোভে কমল-নয়ন॥
চাঁচর চিকুর শোভে পূর্ণচন্দ্র-মুখ।
স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান অধরে তাম্বূল।
কৌতুকে গেলেন প্রভু ভাগীরথী-কূল॥
সুকৃত যতেক তারা দেখিতে হরিষ।
যতেক পাষণ্ডী তারা করে বিমরিষ॥
এত ভয় শুনিয়াও ভয় নাহি পায়।
রাজার কুমার হেন নগরে বেড়ায়॥
আর জন বলে ভাই বুঝিলাম থাক।
যত দেখ হের সব পলাবার পাক॥
নির্ভয়ে চাহেন চারিদিগে বিশ্বম্ভর।
গঙ্গার সুন্দর স্রোত পুলিন সুন্দর॥
গাভী এক যূথ দেখে পুলিনেতে চরে।
হাম্বারব করি আইসে জল খাইবারে॥
উর্দ্ধপুচ্ছ করি কেহো চতুর্দ্দিগে ধায়।
কেহো যুঝে কেহো শোয়ে কেহো জল খায়॥
দেখিয়া গর্জ্জয়ে প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই মুঞি সেই" বোলে বারেবার॥
এইমতে ধাঞা গেলা শ্রীবাসের ঘরে।
কি করিস্ শ্রীবাসিয়া বলে অহঙ্কারে॥

নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃপুন লাথি মারে তাহার দুয়ারে ॥
কাহারে পূজিস্, করিস্ কার ধেয়ান।
যাহারে পূজিস্ তারে দেখ্ বিদ্যমান ॥
জ্বলন্ত অনল যেন শ্রীবাস-পণ্ডিত।
হইল সমাধি-ভঙ্গ, চাহে চারি ভিত ॥
দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ॥
গর্জ্জিতে আছয়ে যেন মত্ত-সিংহ-সার।
বাম কক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার ॥
দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস-শরীরে।
স্তব্ধ হৈলা শ্রীনিবাস কিছুই না স্ফুরে ॥
ডাকিয়া বোলয়ে প্রভু আরে শ্রীনিবাস।
এত দিন না জানিস্ আমার প্রকাশ ॥
তোর উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাঁড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইনু সর্ব্ব-পরিবারে ॥
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া।
শান্তিপুর গেল নাড়া আমারে এড়িয়া ॥
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই, পড় মোর স্তব ॥
প্রভুরে দেখিয়া প্রেমে কান্দে শ্রীনিবাস।
ঘুচিল অন্তর-ভয় পাইয়া আশ্বাস ॥
হরিষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর।
দাণ্ডাইয়া স্তুতি করে যুড়ি দুই কর ॥
সহজে পণ্ডিত বড় মহা-ভাগবত।
আজ্ঞা পাঞা স্তুতি করে যেন অভিমত ॥
ভাগবতে আছে ব্রহ্মমোহাপনোদনে।
সেই শ্লোক পড়ি স্তুতি করেন প্রথমে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে (১০।১৪।১)

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছ-লসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-
লক্ষশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥

হে প্রভো! নবীন মেঘের ন্যায় তোমার দেহ; বিদ্যুদ্দামের ন্যায় তোমার বসন; গুঞ্জা-বিনির্ম্মিত কর্ণাভরণ ও ময়ূরপুচ্ছ-বিরচিত চূড়া তোমার মুখমণ্ডলের সমধিক দীপ্তি বিকাশ করিতেছে; তুমি নানাবর্ণের বন্য পুষ্প-পত্রে গ্রথিত মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছ; দধি মিশ্রিত অন্নের গ্রাস এবং বেত্র, বেণু ও শৃঙ্গ, এই সকলই তোমার অসাধারণ লক্ষণ—এ সমস্তই তোমার সৌন্দর্য্য; তোমার চরণ-যুগল অতি কোমল; তুমি পশুপালক নন্দের নন্দন তুমিই একমাত্র স্তবের যোগ্য; অতএব আমি তোমাকেই স্তব করি।

বিশ্বম্ভর-চরণে আমার নমস্কার।
নবঘন বর্ণ পীত বসন যাঁহার ॥
শচীর নন্দন-পায়ে মোর নমস্কার।
নব-গুঞ্জা, শিখিপুচ্ছ—ভূষণ যাঁহার ॥
গঙ্গাদাস-শিষ্য-পদে মোর নমস্কার।
বনমালা, করে দধি-ওদন যাঁহার ॥
জগন্নাথ-পুত্র-পদে মোর নমস্কার।
কোটি চন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার ॥
শিঙ্গা বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি—তোমার চরণে নমস্কার ॥
চারি বেদে যাঁরে ঘোষে নন্দের কুমার।
সেই তুমি—তোমার চরণে নমস্কার ॥
ব্রহ্ম-স্তবে স্তুতি করে প্রভুর চরণে।
স্বচ্ছন্দে বলয়ে যত আইসে বদনে ॥
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদকে গঙ্গা তীর্থবর ॥
জানকী-বল্লভ তুমি, তুমি নরসিংহ।
অজ ভব আদি তব চরণের ভৃঙ্গ ॥

তুমি সে বেদান্ত বেদ তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন॥
তুমি হয়গ্রীব, তুমি জগত-জীবন।
তুমি নীলাচল-চন্দ্র- সবার তারণ॥
তোমার মায়ায় কার্ নাহি হয় ভঙ্গ।
কমলা না জানে—যার সনে একসঙ্গ॥
সখী, সখা, ভাই—সর্ব্ব মতে সেবে যে।
হেন প্রভু মোহ মানে অন্য জন কে॥
মিথ্যা গৃহবাসে মোরে পাড়িয়াছ ভোলে
তোমা না ভজিয়ে মোর জন্ম গেল হেলে
নানা মায়া করি তুমি আমারে বঞ্চিলা।
সাজি ধুতি আদি করি আমার বহিলা॥
তাতে মোর ভয় নাহি শুন প্রাণনাথ।
তুমি হেন প্রভু মোরে হইলা সাক্ষাত॥
আজি মোর সকল দুঃখের হৈল নাশ।
আজি মোর দিবস হইল পরকাশ॥
আজি মোর জন্ম কর্ম্ম সকল সফল।
আজি মোর উদয় সকল সুমঙ্গল॥
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার॥
আজি মোর নয়ন-ভাগ্যের নাহি সীমা।
তাহা দেখি—যাহার চরণ সেবে রমা॥
বলিতে আবিষ্ট হৈল পণ্ডিত শ্রীবাস।
ঊর্দ্ধবাহু করি কান্দে ছাড়ি ঘন-শ্বাস॥
গড়াগড়ি যায় ভাগ্যবন্ত শ্রীনিবাস।
দেখিয়া অপূর্ব্ব গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥
কি অদ্ভুত সুখ হৈল শ্রীবাস-শরীরে।
ডুবিলেন বিপ্রবর আনন্দ-সাগরে॥
হাসিয়া শুনেন প্রভু শ্রীবাসের স্তুতি।
সদয় হইয়া বোলে শ্রীবাসের প্রতি॥

স্ত্রী পুত্র আদি যত তোমার বাড়ীর।
দেখুক আমার রূপ করহ বাহির॥
সস্ত্রীক হইয়া পূজ চরণ আমার।
বর মাগ যেন ইচ্ছা মনেতে তোমার॥
প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীবাস-পণ্ডিত।
সর্ব্ব পরিকর সহ আইলা ত্বরিত॥
বিষ্ণু-পূজা নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল।
সকল প্রভুর পায়ে সাক্ষাতেই দিল॥
গন্ধ-পুষ্পে ধূপ-দীপে পূজি শ্রীচরণ।
সস্ত্রীক হইয়া বিপ্র করয়ে ক্রন্দন॥
ভাই পত্নী দাস দাসী সকল লইয়া।
শ্রীবাস করয়ে কাকু চরণে পড়িয়া॥
শ্রীনিবাস-প্রিয়কারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ দিলেন সর্ব্ব শিরের উপর॥
অলক্ষিতে বুলে প্রভু সবার হৃদয়ে।
হাসি বলে মোহে চিত্ত হউক সবায়ে॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীনিবাস সম্বোধিয়া বলেন উত্তর॥
অহে শ্রীনিবাস কিছু মনে ভয় পাও।
শুনি তোমা ধরিতে আইসে রাজ-নাও॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত জীব বৈসে।
সবার প্রেরক আমি আপনার বশে॥
মুই যদি বোলাও সেই রাজার শরীরে।
তবে সে বলিব সেহ ধরিবার তরে॥
যদি বা এমত নহে—স্বতন্ত্র হইয়া।
ধরিবারে বলে তবে মুঞি চাঙ ইহা॥
মুঞি সর্ব্ব আগে গিয়া নৌকায় চড়িমু।
এইমত গিয়া রাজ-গোচর হইমু॥
মোরে দেখি রাজা কি রহিব নৃপাসনে।
বিহ্বল করিয়া না পাড়িমু সেইখানে॥

নতুবা এমত নহে জিজ্ঞাসিব মোরে।
সেহ মোর অভীষ্ট কহিয়ে শুন তোরে॥
শুন শুন অহে রাজা সত্য মিথ্যা জান।
যতেক মোল্লা কাজী সব তোর আন॥
হস্তী ঘোড়া পশু পক্ষী যত তোর আছে।
সকল আনহ রাজা আপনার কাছে॥
এবে হেন আজ্ঞা কর সকল কাজীরে।
আপনার শাস্ত্র কহি কান্দাউ সবারে॥
না পারিল তারা যদি এতেক করিতে।
তবে সে আপনা ব্যক্ত করিমু রাজাতে॥
সঙ্কীর্ত্তন মানা করিস্ এ গুলার বোলে।
যত তার শক্তি এই দেখিলি সকলে॥
মোর শক্তি দেখ এবে নয়ন ভরিয়া।
এত বলি মত্ত হস্তী আনিব ধরিয়া॥
হস্তী ঘোড়া মৃগ পক্ষ একত্র করিয়া।
সেইখানে কান্দাইমু 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া॥
রাজার যতেক গণ রাজার সহিতে।
সবা কান্দাইমু 'কৃষ্ণ' বলি ভালমতে॥
ইহাতে বা অপ্রত্যয় বাস' তুমি মনে।
সাক্ষাতেই করোঁ দেখ আপন নয়নে॥
সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃ-সুতা নাম 'নারায়ণী'॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ-চান্দ।
আজ্ঞা কৈল "নারায়ণি! কৃষ্ণ বলি কান্দ॥"
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত-চরিত।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দে নাহিক সম্বিত॥
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হইল স্থল নয়নের জলে॥

হাসিয়া হাসিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
এখন তোমার সব ঘুচিল কি ডর॥
মহাবক্তা শ্রীনিবাস সর্ব্ব তত্ত্ব জানে।
আস্ফালিয়া দুই ভুজ বলে প্রভু-স্থানে॥
কালরূপী তোমার বিগ্রহ ভগবানে।
যখন সকল সৃষ্টি সংহারিয়া আনে॥
তখন না করোঁ ভয় তোর নাম-বলে।
এখন কিসের ভয়—তুমি মোর ঘরে॥
বলিয়া আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
গোষ্ঠীর সহিত দেখে প্রভুর প্রকাশ॥
চারি বেদে যারে দেখিবারে অভিলাষ।
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী দাস॥
কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
যাঁহার চরণ-ধূলি সংসার-পবিত্র॥
কৃষ্ণ-অবতার যেন বসুদেব-ঘরে।
যতেক বিহার সব নন্দের মন্দিরে॥
জগন্নাথ-ঘরে হইল এই অবতার।
শ্রীবাস-পণ্ডিত-গৃহে সকল বিহার॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় পণ্ডিত শ্রীবাস।
তার বাড়ী গেলে মাত্র সবার উল্লাস॥
অনুভবে যারে স্তুতি করে বেদ-মুখে।
শ্রীবাসের দাস দাসী তারে দেখে সুখে॥
এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।
অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-কৃপায়॥
শ্রীবাসেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
না কহ এ সব কথা কাহারো গোচর॥
বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর লজ্জিত-অন্তর।
আশ্বাসিয়া শ্রীবাসেরে গেলা নিজ-ঘর॥
সুখময় হৈলা তবে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
পত্নী বধূ ভাই দাস দাসীর সহিত॥

শ্রীবাস করিলা স্তুতি দেখিয়া প্রকাশ।
ইহা যেই শুনে সেই হয় কৃষ্ণদাস॥
অন্তর্যামী-রূপে বলরাম ভগবান্।
আজ্ঞা কৈল চৈতন্যের গাইতে আখ্যান॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
জন্ম জন্ম প্রভু মোর হউ বলরাম॥
'নরসিংহ' 'যদুসিংহ' যেন নাম ভেদ।
এইমত জানি 'নিত্যানন্দ' 'বলদেব'॥
চৈতন্য-চন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
এবে 'অবধূতচন্দ্র' করি যারে গাই॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই শুন এক-চিতে।
বৎসরেক কীর্ত্তন করিল যেন মতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে বায়ুচ্ছলেন প্রেম-ভক্তি-প্রকাশ-বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

জয় জয় সর্ব্ব-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর॥
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের অধীন।
ভক্তি-দান দেহ প্রভু উদ্ধারহ দীন॥
এইমত নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভক্তি-সুখে ভাসে লই সর্ব্ব পরিকর॥
প্রাণ হেন সকল সেবক আপনার।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দে গলা ধরিয়া সবার।
দেখিয়া প্রভুর প্রেম সর্ব্ব দাসগণ।
চতুর্দ্দিগে প্রভু বেঢ়ি করয়ে ক্রন্দন॥
আছুক দাসের কার্য্য, সে প্রেম দেখিতে।
শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণ মিলায় যে ভূমিতে॥
ছাড়ি ধন পুত্র গৃহ সর্ব্ব ভক্তগণ।
অহর্নিশ প্রভু সঙ্গে করেন কীর্ত্তন॥
হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণভক্তিময়।
যখন যেরূপ শুনে সেইমত হয়॥
দাস্যভাবে প্রভু যবে করেন রোদন।
হইল প্রহর দুই গঙ্গা-আগমন॥
যবে হাসে তবে প্রভু প্রহরেক হাসে।
মূর্চ্ছিত হইলে প্রহরেক নাহি শ্বাসে॥
ক্ষণে হয় স্বানুভাব—দম্ভ করি বৈসে।
'মুঞি সেই মুঞি সেই' বলি বলি হাসে॥
কোথা গেল নাঢ়া বুড়া যে আনিল মোরে।
বিলাইমু ভক্তি-রস প্রতি ঘরে ঘরে॥
সেইক্ষণে 'কৃষ্ণ রে বাপ রে' বলি কান্দে।
আপনার কেশ আপনার পায়ে বান্ধে॥
অক্রূর-যানের শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া।
ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবত হৈয়া॥
হইলেন মহাপ্রভু যে-হেন অক্রূর।
সেইমত কথা কহে বাহ্য গেল দূর॥
মথুরায় চল নন্দ রাম-কৃষ্ণ লৈয়া।
ধনুর্ম্মখ রাজ-মহোৎসব দেখি গিয়া॥
এইমত নানা-ভাবে নানা কথা কয়।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব আনন্দে ভাসয়॥
এক দিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি।
গর্জ্জিয়া মুরারি-ঘরে চলিলা আপনি॥
অন্তরে মুরারি গুপ্ত প্রতি বড় প্রেম।
হনুমান্ প্রতি প্রভু রামচন্দ্র যেন॥
মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন।
সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ বন্দন॥

'শূকর শূকর' বলি প্রভু ঘরে যায়।
স্তম্ভিত মুরারি গুপ্ত এইমত চায়॥
বিষ্ণু-গৃহে প্রবিষ্ট হইল বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখেন জল-ভাজন সুন্দর॥
'বরাহ-আকার' প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে॥
গর্জ্জে যজ্ঞ-বরাহ, প্রকাশে খুর চারি।
প্রভু বলে মোর স্তুতি করহ মুরারি॥
স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূর্ব্ব-দরশনে।
কি বলিব মুরারি না আইসে বদনে॥
প্রভু বলে বোল বোল কিছু ভয় নাঞি।
এতদিন না জানিস মুঞি এই ঠাঞি॥
কম্পিত মুরারি কহে করিয়া মিনতি।
তুমি সে জানহ প্রভু তোমার যে স্তুতি॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার এক ফণে ধরে।
সহস্র-বদন হই যারে স্তুতি করে॥
তবু নাহি পায় অন্ত—সেই প্রভু কয়।
তোমার স্তবেতে আর কে সমর্থ হয়॥
যে বেদের মত করে সকল সংসার।
সেই বেদে সর্ব্ব তত্ত্ব না জানে তোমার॥
যত দেখি শুনি প্রভু অনন্ত ভুবন।
তোমার লোমকূপে গিয়া মিলায় যখন॥
হেন সদানন্দ তুমি যে কর যখনে।
বল দেখি বেদে তাহা জানিবে কেমনে॥
অতএব তুমি সে তোমারে জান মাত্র।
তুমি জানাইলে জানে তোমার কৃপাপাত্র
তোমার স্তুতিয়ে মোর কোন্ অধিকার।
এত বলি কান্দে গুপ্ত, করে নমস্কার॥
গুপ্ত-বাক্যে তুষ্ট হৈলা বরাহ-ঈশ্বর।
বেদ প্রতি ক্রোধ করি বলয়ে উত্তর॥

হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
বেদে মোরে এইমত করে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ ভব আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ-পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥
শুন রে মুরারি গুপ্ত কহয়ে শূকর।
বেদ-গুহ্য কহি এই তোমার গোচর॥
আমি যজ্ঞবরাহ—সকল বেদ সার।
আমি সে করিনু পূর্ব্বে পৃথিবী-উদ্ধার॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
ভক্ত-জন রাখি দুষ্ট করিমু সংহার॥
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারোঁ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি কহোঁ গুপ্ত শুন মন দিয়া॥
যে কালে করিনু মুঞি পৃথিবী-উদ্ধার।
রহিল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার॥
হইল নরক নামে পুত্র মহাবল।
আপনে পুত্রেরে ধর্ম্ম কহিনু সকল॥
মহারাজা হইলেন আমার নন্দন।
দেব দ্বিজ গুরু ভক্ত করেন পালন॥
দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্ট-সঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হইল ভক্তদ্রোহ-রঙ্গ॥
সেবকের হিংসা মুই না পারোঁ সহিতে।
কাটিনু আপন-পুত্র সেবক রাখিতে॥

জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে।
এতেকে সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে॥
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত প্রভুর বচন।
বিহ্বল হইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন॥
মুরারি সহিত গৌরচন্দ্র জয় জয়।
জয় যজ্ঞ-বরাহ—সেবক-রক্ষাময়॥
এইমত সর্ব্ব সেবকের ঘরে ঘরে।
কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে॥
চিনিয়া সকল ভৃত্য প্রভু আপনার।
পরানন্দময় চিত্ত হইল সবার॥
পাষণ্ডীরে আর কেহো ভয় নাহি করে
হাটে ঘাটে সবে 'কৃষ্ণ' গায় উচ্চস্বরে॥
প্রভু সঙ্গে মিলিয়া সকল ভক্তগণ।
মহানন্দে অহর্নিশ করয়ে কীর্ত্তন॥
মিলিলা সকল ভক্ত, বহি নিত্যানন্দ।
ভাই না দেখিয়া বড় দুঃখী গৌরচন্দ্র॥
নিরন্তর নিত্যানন্দ স্মরে বিশ্বম্ভর।
জানিলেন নিত্যানন্দ অনন্ত-ঈশ্বর॥
প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
সূত্ররূপে জন্ম কর্ম্ম কিছু কহি তান॥
রাঢ়দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যঁহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান্॥
মৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কত দূরে।
যাঁরে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ-হলধরে॥
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত।
মহা বিরক্তের প্রায় দয়ালু-চরিত॥
তাঁর পত্নী পদ্মাবতী নাম পতিব্রতা।
পরম-বৈষ্ণবীশক্তি সেই জগন্মাতা॥
পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি॥
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ-রায়।
সর্ব্ব সুলক্ষণ দেখি নয়ন জুড়ায়॥
তান বাল্যলীলা আদিখণ্ডেতে বিস্তর।
এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর॥
এইমত কতদিন নিত্যানন্দ-রায়।
হাড়ো পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায়॥
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন।
না ছাড়ে জননী-তাত-দুঃখের কারণ॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।
যুগ-প্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ-পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া॥
কিবা কৃষি-কর্ম্মে কিবা যজমান-ঘরে।
কিবা হাটে কিবা ঘাটে যত কর্ম্ম করে॥
পাছে যদি নিত্যানন্দ-চন্দ্র চলি যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায়॥
ধরিয়া ধরিয়া পুন আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতলী যেন মিলায়ে শরীরে॥
এইমত পুত্র সঙ্গে বুলে সর্ব্ব ঠাঁই।
প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ, শরীর হাড়াই॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ ইহা সব জানে।
পিতৃসুখ-ধর্ম্ম পালি আছে পিতা সনে॥
দৈব একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর।
আইলেন নিত্যানন্দ-জনকের ঘর॥
নিত্যানন্দ-পিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া।
রাখিলেন পরম-আনন্দযুক্ত হৈয়া॥
সর্ব্ব রাত্রি নিত্যানন্দ-পিতা তাঁর সঙ্গে।
আছিলেন কৃষ্ণকথা-কথন-আনন্দে॥
গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে।
নিত্যানন্দ-পিতা প্রতি ন্যাসিবর বলে॥

ন্যাসী বলে এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।
নিত্যানন্দ-পিতা বলে যে ইচ্ছা তোমার ॥
ন্যাসী বলে করিবাঙ তীর্থ-পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ ॥
এই যে সকল জ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার।
কতদিন লাগি দেহ সংহতি আমার ॥
প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব্ব তীর্থ দেখিবেন বিবিধ-বিধানে ॥
শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর ॥
প্রাণ-ভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও সর্ব্বনাশ হয় হেন বাসি ॥
ভিক্ষুকেরে পূর্ব্বে মহাপুরুষ সকল।
প্রাণ-দান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল ॥
রামচন্দ্র পুত্র—দশরথের জীবন।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিল যাচন ॥
যদ্যপিহ রাম বিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপি দিলেন এই পুরাণেতে কহে ॥
সেই ত বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এ ধর্ম্ম-সঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে ॥
দৈবে সেই বস্তু—কেনে নহিব সে মতি।
অন্যথা লক্ষ্মণ কেনে গৃহেতে উৎপতি ॥
ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্ব্ব কহিলেন সব বিবরণে ॥
শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা ॥
আইলা সন্ন্যাসি-স্থানে নিত্যানন্দ-পিতা।
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র নোয়াইয়া মাথা ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে চলিলেন ন্যাসিবর।
হেন মতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর ॥

নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই পণ্ডিত।
ভূমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্চ্ছিত ॥
সে বিলাপ ক্রন্দন কহিব কোন্ জনে।
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে ॥
ভক্তিরসে জড়-প্রায় হইলা বিহ্বল।
লোকে বলে হাড়ো ওঝা হইল পাগল ॥
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্য-প্রভাবে সবে রহিল জীবন ॥
প্রভু কেনে ছাড়ে যার হেন অনুরাগ।
বিষ্ণু বৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য প্রভাব ॥
স্বামিহীনা দেবহূতি জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল প্রভু নিরপেক্ষ হৈয়া ॥
ব্যাস হেন বৈষ্ণব-জনক ছাড়ি শুক।
চলিলা উলটি নাহি চাহিলেন মুখ ॥
শচী হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই ন্যাসিমণি ॥
পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে ॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে যেন ইহার শ্রবণে ॥
যেন পিতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ভরে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে ॥
হেনমতে গৃহ ছাড়ি নিত্যানন্দ রায়।
স্বানুভাবানন্দে তীর্থ করিয়া বেড়ায় ॥
গয়া কাশী প্রয়াগ মথুরা দ্বারাবতী।
নর-নারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি ॥
বৌদ্ধালয় গিয়া গেলা ব্যাসের আলয়।
রঙ্গনাথ সেতুবন্ধ গেলেন মলয় ॥
তবে অনন্তের পুর গেলা মহাশয়।
ভ্রমেন নির্জ্জন বনে পরম-নির্ভয় ॥

গোমতী গণ্ডকী গেলা সরযূ কাবেরী।
অযোধ্যা দণ্ডকারণ্য বুলেন বিহরি॥
ত্রিমল্ল বেঙ্কটনাথ সপ্তগোদাবরী।
মহেশের স্থান গেলা কন্যকা-নগরী॥
রেবা মাহেষ্মতী মল্লতীর্থ হরিদ্বার।
যঁহি পূর্ব্বে অবতার হইল গঙ্গার॥
এইমত যত তীর্থ নিত্যানন্দ-রায়।
সব দেখি পুন আইলেন মথুরায়॥
চিনিতে না পারে কেহো অনন্তের ধাম।
হুঙ্কার করয়ে দেখি পূর্ব্ব-জন্ম-স্থান॥
নিরবধি বাল্যভাব—আন নাহি স্ফুরে।
ধূলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে॥
আহারের চেষ্টা নাহি করয়ে কোথায়।
বাল্যভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি যায়॥
কেহো নাহি বুঝে তান চরিত্র উদার।
কৃষ্ণ-রস বিনে আর না করে আহার॥
কদাচিত কোন দিন করে দুগ্ধ পান।
সেহো যদি অযাচিত কেহো করে দান॥
এইমত বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র॥
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন পরম আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ॥
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে বাস॥
জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপ-পুরে।
আসিয়া রহিলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে॥
নন্দন-আচার্য্য মহাভাগবতোত্তম।
দেখি মহাতেজোরাশি যেন সূর্য্য-সম॥
মহা-অবধূত-বেশ প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি গতি স্থলে দেখি মহাধীর॥

অহর্নিশ বদনে বলয়ে কৃষ্ণ-নাম।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম॥
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
মহামত্ত যেন বলরাম-অবতার॥
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর।
জগত-জীবন হাস্য সুরঙ্গ অধর॥
মুকুতা জিনিয়া শ্রীদশনের জ্যোতি।
আয়ত অরুণ দুই লোচন-সুভাতি॥
আজানুলম্বিত ভুজ সুপীবর বক্ষ।
চলিতে কোমল বড় পদযুগ দক্ষ॥
পরম কৃপায় করে সবারে সম্ভাষ।
শুনিলে শ্রীমুখ-বাক্য কর্ম্ম-বন্ধ-নাশ॥
আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দ-রায়।
সকল ভুবনে জয় জয় ধ্বনি গায়॥
সে মহিমা বলে হেন কে আছে প্রচণ্ড।
যে প্রভু ভাঙ্গিল গৌরসুন্দরের দণ্ড॥
বণিক অধম মূর্খ যে করিলা পার।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লৈলে যাঁর॥
পাইয়া নন্দনাচার্য্য হরষিত হৈয়া।
রাখিলেন নিজ-গৃহে ভিক্ষা করাইয়া॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দচন্দ্র-আগমন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
নিত্যানন্দ-আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
অনন্ত-হরিষ প্রভু হইলা অন্তর॥
পূর্ব্বে ব্যপদেশে সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
ব্যঞ্জিয়া আছেন কেহো মর্ম্ম নাহি জানে॥
আরে ভাই দিন দুই তিনের ভিতরে।
কোন মহাপুরুষ এক আসিব এথারে॥
দৈবে সেই দিন বিষ্ণু পূজি গৌরচন্দ্র।
সত্বরে মিলিলা যথা বৈষ্ণবের বৃন্দ॥

সবাকার স্থানে প্রভু কহেন আপনে।
আজি আমি অপরূপ দেখিল স্বপনে ॥
তালধ্বজ এক রথ সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ আমার দুয়ার ॥
তার মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর।
মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে—গতি নহে স্থির ॥
বেত্র-বান্ধা এক কানা কুম্ভ বাম হাতে।
নীলবস্ত্র পরিধান নীল-বস্ত্র মাথে ॥
বাম-শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধর-ভাব তান বুঝিয়ে চরিত্র ॥
এই বাড়ী নিমাঞি পণ্ডিতের হয় হয়।
দশ বার বিশ বার এই কথা কয় ॥
মহা-অবধূত-বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড ॥
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাম আমি।
জিজ্ঞাসিল আমি—'কোন্ মহাজন তুমি'।
হাসিয়া আমারে বলে এই ভাই হয়।
তোমার আমার কালি হৈব পরিচয় ॥
হরিষ বাড়িল শুনি তাঁহার বচন।
আপনারে বাসোঁ মুঞি যেন সেই সম ॥
কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর।
হলধর-ভাবে প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর ॥
'মদ আন মদ আন' বলি প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত বলে শুনহ গোসাঞি।
যে মদিরা চাহ তুমি সে তোমার ঠাঞি ॥
তুমি যারে বিলাও সেই সে তাহা পায়।
কম্পিত সকল গণ দূরে রহি চায় ॥
মনে মনে চিন্তে সব বৈষ্ণবের গণ।
অবশ্য ইহার কিছু আছয়ে কারণ ॥

আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে প্রভু অরুণ-নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ যেন সঙ্কর্ষণ ॥
ক্ষণেকে হইয়া প্রভু স্বভাব-চরিত্র।
স্বপ্ন-অর্থ স্বভাবে বাখানে রাম-মিত্র ॥
হেন বুঝি মোর চিত্তে লয় এক কথা।
কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা ॥
পূর্ব্বে আমি বলিয়াছোঁ তোমা সবার স্থানে।
কোন মহাজন সঙ্গে হৈব দরশনে ॥
চল হরিদাস চল শ্রীবাস পণ্ডিত।
চাহ গিয়া দেখি কে আইসে কোন্ ভিত ॥
দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে।
সর্ব্ব নবদ্বীপে চাহি বুলয়ে হরিষে ॥
চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুই জনে।
এ বুঝি আইলা কিবা প্রভু সঙ্কর্ষণে ॥
আনন্দে বিহ্বল দোঁহে চাহিয়া বেড়ায়।
তিলার্দ্ধেক উদ্দেশ কোথাও নাহি পায় ॥
সকল নদীয়া তিন প্রহর চাহিয়া।
আইলা প্রভুর স্থানে কাঁহো না দেখিয়া ॥
নিবেদিল আসি দোঁহে প্রভুর চরণে।
উপাধিক কোথাও নহিল দরশনে ॥
কি বৈষ্ণব কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ-স্থল।
পাষণ্ডীর ঘর আদি দেখিল সকল ॥
চাহিলাম সর্ব্ব নবদ্বীপ যার নাম।
সবে না চাহিল প্রভু গিয়া অন্য গ্রাম ॥
দোঁহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝাইল—'বড় গূঢ় নিত্যানন্দ' ॥
এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ-নাম শুনি উঠিয়া পলায় ॥
পূজয়ে গোবিন্দ যেন, না মানে শঙ্কর।
এই পাপে অনেকে যাইব যম-ঘর ॥

বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে ॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণু-ভক্তি হয় তার বাধ ॥
সর্ব্বথা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে।
না হইল দেখা কোন কৌতুক-কারণে ॥
ক্ষণেকে ঠাকুর বলে ঈষত হাসিয়া।
আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া ॥
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব্ব ভক্তগণ।
'জয় কৃষ্ণ' বলি সবে করিল গমন ॥
সবা লঞা প্রভু নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
জানিয়া উঠিলা গিয়া শ্রীগৌর-সুন্দরে ॥
বসি আছে এক মহাপুরুষ-রতন।
সবে দেখিলেন যেন কোটি-সূর্য্য-সম ॥
অলক্ষিত-আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যান-সুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায় ॥
মহা-ভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণ সহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার ॥
সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্ব গণ দাণ্ডাইয়া।
কেহো কিছু না বলয়ে রহিল চাহিয়া ॥
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ প্রাণের ঈশ্বর ॥

কেদার রাগ।

বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি যেন মদন-সমান।
দিব্য গন্ধমাল্য দিব্য বাস পরিধান ॥
কি হয় কনক-দ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে ॥
সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম।
সে কেশ-বন্ধন দেখি না রহে গেয়ান ॥
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ান।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান ॥
সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ ॥
ললাটে বিচিত্র ঊর্দ্ধ-তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনা সর্ব্ব অঙ্গ মনোহর ॥
কিবা হয় কোটি মণি সে নখ চাহিতে।
সে হাস্য দেখিতে কিবা করিব অমৃতে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ
মিলন-বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধ্যায়।

নিত্যানন্দ-সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন-ঈশ্বর ॥
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়।
এক-দৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর-রূপ চায় ॥
রসনায় লিহে যেন দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায়ে ঘ্রাণ ॥
এইমত নিত্যানন্দ হইয়া স্তম্ভিত।
না বলে না করে কিছু সবেই বিস্মিত ॥
বুঝিলেন সর্ব্ব-প্রাণনাথ গৌররায়।
নিত্যানন্দে জানাইতে সৃজিল উপায় ॥
ইঙ্গিতে শ্রীবাস প্রতি বলিলেন ঠারে।
ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিবারে ॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি শ্রীবাস পণ্ডিত।
কৃষ্ণ-ধ্যান এক শ্লোক পড়িলা ত্বরিত ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।২১।৫)—

বর্হাপীড়ং নটবর-বপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনক-কপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধর-সুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদ-রমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরপুচ্ছ-রচিত চূড়া, কর্ণ-যুগলে কর্ণিকার কুসুম, সুবর্ণ-সদৃশ নীল-পীত-মিশ্রিত বর্ণের বস্ত্র ও বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া, নটবরের ন্যায় নিজ অঙ্গ নিয়ত নব নব শোভার আবির্ভাবে সমধিক সমৃদ্ধ করিতে করিতে, এবং অধর-সুধায় বেণু-রন্ধ্রসকল পরিপূর্ণ করিতে করিতে, যে বৃন্দাবনে তাঁহার অলৌকিক পদচিহ্ন সমূহ সকলেরই নিরতিশয় আনন্দ সম্পাদন করিতেছে, সেই বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন, আর এদিকে গোপগণ তাঁহার যশোগান করিতে লাগিলেন।

শুনি মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া নাহিক চেতন॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়।
পড় পড় শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায়॥
শ্লোক শুনি কতক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
পুনঃপুন শ্লোক শুনি বাড়য়ে উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি সিংহনাদ॥
অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পড়য়ে আছাড়।
সবে মনে ভাবে কিবা চূর্ণ হৈল হাড়॥
অন্যের কি দায়, বৈষ্ণবের লাগে ভয়।
'রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ' সবে স্মঙরয়॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে॥
বিশ্বম্ভর-মুখ চাহি ছাড়ে ঘন-শ্বাস।
অন্তরে আনন্দ, ক্ষণে ক্ষণে মহা হাস॥
ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে গান ক্ষণে বাহুতাল।
ক্ষণে জোড়ে জোড়ে লম্ফ দেই দেখি ভাল
দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ-উন্মাদ-আনন্দ।
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র॥
পুনঃপুন বাঢ়ে সুখ অতি অনিবার।
ধরয়ে সবেই কেহো নারে ধরিবার॥
ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব সকলে।
বিশ্বম্ভর লইলেন আপনার কোলে॥
বিশ্বম্ভর-কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
সমর্পিয়া প্রাণ তানে হইলা নিস্পন্দ॥
যার প্রাণ তানে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া॥
ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যে-হেন রাম-কোলে॥
প্রেমভক্তি-বাণে মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ কোলে করি কাঁদে গৌরচন্দ্র॥
কি আনন্দ-বিরহ হইল দুই জনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বহি নাহিক উপমা॥
বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কতক্ষণে।
হরি-ধ্বনি জয়-ধ্বনি করে সর্ব্ব গণে॥
নিত্যানন্দ কোলে করি আছে বিশ্বম্ভর।
বিপরীত দেখি মনে হাসে গদাধর॥
যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ কোলের ভিতর॥
নিত্যানন্দ-প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর।
নিত্যানন্দ-জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর॥

নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দময় হৈল সবাকার মন॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি।
কেহো কিছু না বোলয়ে ঝরে মাত্র আঁখি॥
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় বিবশ হইলা।
দোঁহার নয়ন-জলে পৃথিবী ভাসিলা॥
বিশ্বম্ভর বলে শুভ দিবস আমার।
দেখিলাঙ ভক্তিযোগ চারিবেদ-সার॥
এ কম্প এ অশ্রু এ গর্জ্জন হুহুঙ্কার।
এহো কি ঈশ্বর-শক্তি বহি হয় আর॥
সকৃৎ এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোনো কালে॥
বুঝিলাম ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ-শক্তি।
তোমা ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণ-ভক্তি॥
তুমি কর চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র॥
তোমা লখিবেক হেন আছে কোন্ জন।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি-ধন॥
তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়।
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নয়॥
বুঝিলাম কৃষ্ণ মোরে করিব উদ্ধার।
তোমা হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমার॥
মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ-প্রেম-ধন॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
নিত্যানন্দে স্তুতি করে, নাহি অবসর॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের অনেক আলাপ।
সব কথা ঠারেঠোরে, নাহিক প্রকাশ॥
প্রভু বলে জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয়।
কোন্ দিগ হইতে শুভ করিলে বিজয়॥

শিশুমতি নিত্যানন্দ পরম-বিহ্বল।
বালকের প্রায় যেন বচন-চঞ্চল॥
'এই প্রভু অবতীর্ণ' জানিলেন মর্ম্ম।
করযোড় করি বলে হই বড় নম্র॥
প্রভু করে স্তুতি, শুনি লজ্জিত হইয়া।
ব্যপদেশে সর্ব্ব কথা কহেন ভাঙ্গিয়া॥
নিত্যানন্দ বলে তীর্থ করিল অনেক।
দেখিল কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক॥
স্থান মাত্র দেখি—কৃষ্ণ দেখিতে না পাই
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল লোক ঠাঁই॥
সিংহাসন সব কেনে দেখি আচ্ছাদিত।
কহ ভাই সব! কৃষ্ণ গেলা কোন্ ভিত॥
তারা বলে কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে।
গয়া করি গিয়াছেন কতোক দিবসে॥
নদীয়ায় শুনি বড় হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
কেহো বলে তথায় জন্মিলা নারায়ণ॥
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইল মুঞি পাতকী এথায়॥
প্রভু বলে আমরা-সকল ভাগ্যবান্।
তুমি হেন ভক্তের হইল উপস্থান॥
আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা।
দেখিল যে তোমার আনন্দ-বারি-ধারা॥
হাসিয়া মুরারি বলে তোমরা তোমরা।
উহা ত না বুঝি কিছু আমরা-সবারা॥
শ্রীবাস বলেন উহা আমরা কি বুঝি।
মাধব শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি॥
গদাধর বলে ভাল বলিলা পণ্ডিত।
সেই বুঝি যেন রাম-লক্ষ্মণ-চরিত॥
কেহো বলে দুই জন যেন দুই কাম।
কেহো বলে দুই জন যেন কৃষ্ণ রাম॥

কেহো বলে আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণ-কোলে যেন শেষ আইলা আপনি॥
কেহো বলে দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন।
সেইমত দেখিলাম স্নেহ-পরিপূর্ণ॥
কেহো বলে দুই জনে বড় পরিচয়।
কিছুই না বুঝি সব ঠারেঠোরে কয়॥
এইমত হরিষে সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-দরশনে করেন কথন॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দরশন।
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ-বিমোচন॥
সঙ্গী সখা ভাই ছত্র শয়ন বাহন।
নিত্যানন্দ বহি অন্য নহে কোন জন॥
নানারূপে সেবে প্রভু আপন-ইচ্ছায়।
যারে দেন অধিকার সেই জন পায়॥
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব॥
না জানিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও কৃষ্ণভক্তি হয় তার বাধ॥
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ রাম।
হউ মোর প্রাণনাথ—এই মনস্কাম॥
তাহান প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে মতি।
তাহান আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্তুতি॥
'রঘুনাথ' 'যদুনাথ' যেন নাম ভেদ।
এইমত ভেদ 'নিত্যানন্দ' 'বলদেব'॥
সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে॥
যেবা গায় এই কথা হইয়া তৎপর।
সগোষ্ঠীরে বর-দাতা তারে বিশ্বম্ভর॥
জগতে দুর্ল্লভ বড় বিশ্বম্ভর-নাম।
সেই প্রভু চৈতন্য—সবার ধন প্রাণ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-
মিলন-বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্র মহেশ্বর
জয় জয় নিত্যানন্দ অনন্ত-ঈশ্বর॥
হেন মতে নিত্যানন্দ সঙ্গে কুতূহলে
কৃষ্ণকথা-রসে সবে হইলা বিহ্বলে॥
সবে মহা-ভাগবত পরম-উদার।
কৃষ্ণ-রসে মত্ত সবে করেন হুঙ্কার॥
হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারিদিগে দেখি
বহয়ে আনন্দ-ধারা সবাকার আঁখি॥
দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ প্রতি কিছু করিলা উত্তর॥
শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
ব্যাস-পূজা তোমার হইব কোন্ ঠাঞি।
কালি হৈব পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বল যারে লয় মন॥
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত।
হাতে ধরি আনিলেন শ্রীবাস-পণ্ডিত॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাস-পূজা এই মোর বামনার ঘর॥
শ্রীবাসের প্রতি বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর॥
পণ্ডিত বলেন প্রভু কিছু নহে ভার।
তোমার প্রসাদে সব ঘরেই আমার॥

বস্ত্র মুদগ যজ্ঞসূত্র ঘৃত গুয়া পাণ।
বিধিযোগ্য যত সজ্জ সব বিদ্যমান॥
পদ্ধতি-পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্য ব্যাস-পূজন দেখিব॥
প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
'হরি হরি' ধ্বনি করে বৈষ্ণব সকলে॥
বিশ্বম্ভর বলে শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
শুভ কর সবে পণ্ডিতের ঘর যাই॥
আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে।
সেই ক্ষণে আজ্ঞা লই করিলা গমনে॥
সর্ব্ব গণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
রাম-কৃষ্ণ বেঢ়ি যেন গোকুল-কিঙ্কর॥
প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাস-মন্দিরে।
বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সবার শরীরে॥
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায়॥
কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি বাহ্য গেল দূর॥
ব্যাস-পূজা-অধিবাস-উল্লাস-কীর্ত্তন।
দুই প্রভু নাচে—বেঢ়ি গায় ভক্তগণ॥
চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই।
দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি নাচে এক ঠাঁই॥
হুঙ্কার করয়ে কেহো, কেহো বা গর্জ্জন।
কেহো মূর্চ্ছা যায়, কেহো করয়ে ক্রন্দন॥
কম্প স্বেদ পুলক আনন্দ-মূর্চ্ছা যত।
ঈশ্বরের বিকার কহিতে জানি কত॥
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুই জন।
ক্ষণে কোলাকুলি করি করয়ে ক্রন্দন॥
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়।
পরম চতুর দোঁহে—কেহো নাহি পায়॥
পরম আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা না জানে দোঁহে আপন-লীলায়॥
বাহ্য দূর হইল—বসন নাহি রয়।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ—ধরণ না যায়॥
যে ধরয়ে ত্রিভুবন, কে ধরিব তারে।
মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে॥
'বোল বোল' বলি ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর।
সিঞ্চিত আনন্দ-জলে সর্ব্ব কলেবর॥
চির-দিনে নিত্যানন্দ পাই অভিলাষে।
বাহ্য নাহি, আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসে॥
বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি মনোহর।
নিজ-শির লাগে গিয়া চরণ উপর॥
টলমল ভূমি নিত্যানন্দ-পদতালে।
ভূমিকম্প হেন মানে বৈষ্ণব সকলে॥
এইমত আনন্দে নাচেন দুই নাথ।
সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কাত॥
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম-ভাবে উঠে খট্টার উপর॥
মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম-ভাবে।
'মদ আন মদ আন' বলি ঘন ডাকে॥
নিত্যানন্দ প্রতি বলে শ্রীগৌরসুন্দর।
ঝাট দেহ মোরে হল মুষল সত্বর॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু নিত্যানন্দ।
করে দিলা—কর পাতি নিলা গৌরচন্দ্র॥
কর দেখে কেহো আর কিছুই না দেখে।
কেহো বা দেখিল হল মুষল প্রত্যক্ষে॥
যারে কৃপা করে সেই ঠাকুরে সে জানে।
দেখিলেও শক্তি নাহি কহিতে কথনে॥
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহো মাত্র জানে।
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই সব জন-স্থানে॥

নিত্যানন্দ-স্থানে হল মূষল লইয়া।
'বারুণী বারুণী' প্রভু ডাকে মত্ত হৈয়া॥
কারো বুদ্ধি নাহি স্ফুরে, না বুঝে উপায়।
অন্যোন্যে সবার বদন সবে চায়॥
যুকতি করয়ে সবে মনেতে ভাবিয়া।
ঘট ভরি গঙ্গা-জল সবে দিল লৈয়া॥
সর্ব্ব জনে দেই জল, প্রভু করে পান।
সত্য যেন কাদম্বরী পিয়ে হেন জ্ঞান॥
চতুর্দ্দিগে রাম-স্তুতি পঢ়ে ভক্তগণ।
'নাঢ়া নাঢ়া নাঢ়া' প্রভু বলে অনুক্ষণ॥
সঘনে ঢুলায় শির 'নাঢ়া নাঢ়া' বলে।
নাঢ়ার সন্দর্ভ কেহো না বুঝে সকলে॥
সবে বলিলেন প্রভু 'নাঢ়া' বল কারে।
প্রভু বলে আইলুঁ মুঞি যাহার হুঙ্কারে॥
'অদ্বৈত আচার্য্য' বলি কথা কহ যার।
সেই নাঢ়া লাগি মোর এই অবতার॥
মোহারে আনিলা নাঢ়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে থাকিল গিয়া হরিদাস লৈয়া॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার॥
বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপস্যার মদে।
মোর ভক্ত-স্থানে যার আছে অপরাধে॥
সে অধম সবারে না দিব প্রেমযোগ।
নাগরিক প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥
শুনিয়া আনন্দে ভাসে সর্ব্ব ভক্তগণ।
ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন॥
'কি চাঞ্চল্য করিলাঙ' প্রভু জিজ্ঞাসয়।
ভক্ত সব বলে 'কিছু উপাধিক নয়'॥
সবারে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বক্ষণ॥

হাসে সব ভক্তগণ প্রভুর কথায়।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায়॥
সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেম-রসে বিহ্বল হইলা প্রভু 'শেষ'॥
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্য-ভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব্ব কলেবর॥
কোথা বা থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডলু।
কোথা বা বসন গেল, নাহি আদি মূল॥
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহাধীর।
আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির॥
চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ আর নাহি জানে॥
স্থির হও, কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস।
স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজ-বাস॥
ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে।
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাস-মন্দিরে॥
কত রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া।
নিজ-দণ্ড কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া॥
[illegible] ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড।
কেনে [illegible] কমণ্ডলু দণ্ড॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই পণ্ডিত।
ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু দেখিয়া [illegible]॥
পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন তত[illegible]।
শ্রীবাস বলেন 'যাও ঠাকুরের স্থানে'॥
রামাইর মুখে শুনি আইলা ঠাকুর।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর॥
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
চলিলেন গঙ্গা-স্নানে নিত্যানন্দ লৈয়া॥
শ্রীবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গা-স্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে॥

চঞ্চল সে নিত্যানন্দ না মানে বচন।
তবে একবার প্রভু করয়ে তর্জ্জন॥
কুম্ভীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়।
গদাধর শ্রীনিবাস করে হায় হায়॥
সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নির্ভয়-শরীর।
চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির॥
নিত্যানন্দ প্রতি ডাকি বলে বিশ্বম্ভর।
ব্যাস-পূজা আজি ঝাট করহ সত্বর॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে।
স্নান করি গৃহে আইলেন প্রভু সনে॥
আসিয়া মিলিলা সব ভাগবতগণ।
নিরবধি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিছে কীর্ত্তন॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত ব্যাস-পূজার আচার্য্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব্ব কার্য্য॥
মধুর মধুর সবে করেন কীর্ত্তন।
শ্রীবাস-মন্দির হৈল বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥
সর্ব্ব-শাস্ত্র-জ্ঞাতা সেই ঠাকুর-পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য্য বিধি যে বোধিত॥
দিব্য গন্ধ সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ-হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা॥
শুন শুন নিত্যানন্দ এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর॥
শাস্ত্র-বিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব অভীষ্ট পাইবা॥
যত শুনে নিত্যানন্দ করে 'হয় হয়'।
কিসের বচন-পাঠ—প্রবোধ না লয়॥
কিবা বলে ধীরে ধীরে বুঝন না যায়।
মালা হাতে করি পুন চারিদিগে চায়॥
প্রভুরে ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার।
না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার॥

শ্রীবাসের বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর॥
প্রভু বলে নিত্যানন্দ শুনহ বচন।
মালা দিয়া কর ঝাট ব্যাসের পূজন॥
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি দিলা তাঁর মস্তক উপর॥
চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয়-ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা নিতাই বিহ্বল॥
ষড়্‌ভুজ দেখি মূর্চ্ছা পাইলা নিতাই।
পড়িলা পৃথিবী-তলে ধাতু মাত্র নাই॥
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ।
'রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ' করেন স্মরণ॥
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন।
বক্ষে তালি দিয়া ঘন বিশাল গর্জ্জন॥
মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ ষড়্‌ভুজ দেখিয়া।
আপনে চৈতন্য তোলে গায়ে হাত দিয়া॥
উঠ উঠ নিত্যানন্দ স্থির কর চিত।
সঙ্কীর্ত্তন শুন—যে তোমার সমীহিত॥
যে কীর্ত্তন নিমিত্ত করিলা অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল, কিবা চাহ আর॥
তোমার সে প্রেম-ভক্তি—তুমি ভক্তিময়।
বিনা তুমি দিলে কারো ভক্তি নাহি হয়॥
আপনা সম্বরি উঠ নিজ-জন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা, তাহারে বিলাহ॥
তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে॥
পাইলা চৈতন্য প্রভু প্রভুর বচনে।
হইলা আনন্দময় ষড়্‌ভুজ-দর্শনে॥

যে অনন্ত-হৃদয়ে বৈসেন [illegible] ।
সেই প্রভু অবিস্ময় জান নিত্যানন্দ ॥
ছয়-ভুজ-দৃ তানে কোন্ অদভুত ।
অবতার-অনুরূপ এ সব কৌতুক ॥
রঘুনাথ প্রভু যেন পিণ্ড-দান কৈল ।
প্রত্যক্ষ হইয়া তাহা দশরথ লৈল ॥
সে যদি অদ্ভুত হয়ে এ তবে অদ্ভুত ।
নিশ্চয় যে এ সকল কৃষ্ণের [illegible] ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্বভাব সর্ব্বথা ।
তিলার্দ্ধেকো দাস্য-ভাব না হয় অন্যথা ॥
লক্ষ্মণের স্বভাব যে-হেন অনুক্ষণ ।
সীতার বল্লভ-দাস্যে মন প্রাণ ধন ॥
এইমত নিত্যানন্দ-স্বরূপের মন ।
চৈতন্যচন্দ্রের দাস্যে প্রীত অনুক্ষণ ॥
যদ্যপিও অনন্ত ঈশ্বর নিরাশ্রয় ।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু জগন্ময় ॥
সর্ব্ব-সৃষ্টি তিরোভাব যে সময়ে হয় ।
তখনো অনন্তরূপ সত্য বেদে কয় ॥
তথাপিহ শ্রীঅনন্ত দেবের স্বভাব ।
নিরবধি [illegible] দাস্য-ভাবে অনুরাগ ॥
যুগে যুগে [illegible] অবতারে অবতারে ।
'স্বভাব তাঁহার দাস্য' বুঝহ বিচারে ॥
শ্রীলক্ষ্মণ-অবতারে অনুজ হইয়া ।
নিরবধি সেবেন অনন্ত—দাস হৈয়া ॥
অন্ন পানি নিদ্রা ছাড়ি শ্রীরাম-চরণ ।
সেবিয়াও আকাঙ্ক্ষা না পূরে অনুক্ষণ ॥
জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম-অবতারে ।
দাস্য-যোগ কভু না ছাড়িলেন অন্তরে ॥
'স্বামী' করি [illegible] সে বোলেন কৃষ্ণ প্রতি ।
ভক্তি বিনা [illegible] না হয় অন্য মতি ॥

তথাহি বৎসহরণে বলদেব-বাক্যং (ভাঃ ১০।১৩।১৪)—

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী নার্য্যুত বাসুরী ।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥

শ্রীবলদেব কহিলেন, ইনি কে ? কোথা হইতেই বা আসিয়াছেন ? ইনি কি দেবগণের, না অসুর-গণের, না মানবগণের ? হাঁ বুঝিয়াছি, ইনি আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া, কেননা আমাকেও ইনি বিমুগ্ধ করিতেছেন ।

সেই প্রভু আপনে অনন্ত মহাশয় ।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু জানিহ নিশ্চয় ॥
ইহাতে যে নিত্যানন্দ বলরাম প্রতি ।
ভেদ-দৃষ্টি হেন করে সেই মূঢ়মতি ॥
সেবা-বিগ্রহের প্রতি অনাদর যার ।
বিষ্ণু-স্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার ॥

তথাহি—

অজপ্তা লাক্ষ্মণং মন্ত্রং রামচন্দ্রং জপেৎ তু যঃ ।
তস্য কার্য্যং ন সিধ্যেত কল্পকোটিশতৈরপি ॥

যিনি লক্ষ্মণ-মন্ত্র জপ না করিয়া রাম-মন্ত্র জপ করেন, শতকোটী কল্পকালেও তাঁহার সিদ্ধি-লাভ হয় না ।

ব্রহ্মা-মহেশ্বর-বন্দ্য যদ্যপি কমলা ।
তবু তাঁর স্বভাব—চরণসেবা-খেলা ॥
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত 'শেষ' ভগবান্ ।
তথাপি স্বভাব-ধর্ম্ম—সেবা সে তাহান ॥
অতএব তাঁহার যে স্বভাব কহিতে ।
সন্তোষ পায়েন প্রভু সকল হইতে ॥
ঈশ্বরের স্বভাব সে কেবল ভক্তি-বশ ।
বিশেষে প্রভুর সুখ শুনিতে এ যশ ॥

স্বভাব কহিতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রীত।
অতএব বেদে কহে স্বভাব-চরিত ॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের তত্ত্ব যে কহে পুরাণে।
সেইমত লিখি আমি পুরাণ-প্রমাণে ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের এই বাক্য মন।
"চৈতন্য ঈশ্বর—মুঞি তাঁর এক জন ॥"
অহর্নিশ শ্রীমুখে নাহিক অন্য কথা।
মুঞি তাঁর, মোর সেহো ঈশ্বর সর্ব্বথা ॥
চৈতন্যের সঙ্গে যে মোহারে স্তুতি করে।
সেই সে মোহার ভৃত্য পাইবেক মোরে ॥
আপনে কহিয়াছেন ষড়্ভুজ-দর্শনে।
তান প্রীতে কহি তান এ সব কথনে ॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ তাহান হৃদয়ে।
দোঁহে দোঁহা দেখিতে আছেন সুনিশ্চয়ে ॥
তথাপিহ অবতার-অনুরূপ খেলা।
করেন ঈশ্বর-সেবা কে বুঝে তান লীলা ॥
সেহো যে স্বীকার প্রভু করয়ে আপনে।
তাহা গায় বর্ণে বেদে ভারতে পুরাণে ॥
যে কর্ম্ম করয়ে প্রভু সেই হয় বেদ।
তাহি গায় সর্ব্ব বেদে ছাড়ি সর্ব্ব ভেদ ॥
ভক্তিযোগ বিনা ইহা বুঝন না যায়।
জানে জন কত গৌরচন্দ্রের কৃপায় ॥
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল।
তবে যে কলহ দেখ সব কুতূহল ॥
ইহা না বুঝিয়া কোন কোন বুদ্ধি-নাশ।
এক বন্দে, আর নিন্দে, যাইবেক নাশ ॥

তথাহি নারদীয়ে।

অভ্যর্চ্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং
নিন্দন্ জনে সর্ব্বগতং তমেব।
অভ্যর্চ্চ্য পাদৌ হি দ্বিজস্য মূর্দ্ধ্নি
দ্রুহ্যন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি ॥

যথাবিধি ব্রাহ্মণের চরণ পূজা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তকের উপর দ্রোহাচরণ করিলে, তদ্দ্বারা যেমন নরক-বাস হয়, তদ্রূপ যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি, প্রতিমাসমূহে যথাবিধি বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়াও, লোকের নিন্দাচরণে বিরত না হয়, তাহা হইলে তাহার সেই নিন্দাচরণ সর্ব্বব্যাপী ভগবানের প্রতিই করা হইয়া থাকে এবং তন্নিমিত্ত সে নিরয়গামী হয়।

বৈষ্ণব-হিংসার কথা সে থাকুক দূরে।
সহজ জীবেরে যে অধম পীড়া করে ॥
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার দ্রোহ করে।
পূজাও নিষ্ফল হয়, আরো দুঃখে মরে ॥
সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু না জানিয়া।
বিষ্ণু-পূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া ॥
এক হস্তে যেন বিপ্র-চরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায় কপালে ॥
এ সব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে।
হইয়াছে হইবেক বুঝ ভাবি মনে ॥
যত পাপ হয় প্রজা-জনের হিংসনে।
তার শতগুণ হয় বৈষ্ণব-নিন্দনে ॥
শ্রদ্ধা করি মূর্ত্তি পূজে, ভক্ত না আদরে।
মূর্খ নীচ পতিতেরে দয়া নাহি করে ॥
এক অবতার ভজে, না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ-রঘুনাথে করে ভেদ-ব্যবহার ॥
বলরাম-শিব প্রতি প্রীত নাহি করে।
ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এ সব জনেরে ॥

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৪৭)

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে কেবল প্রতিমাতেই শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার ভক্ত এবং অপরাপর জীবসমূহের সেবা করেন না, তাদৃশ ভক্তই প্রাকৃত ভক্ত বলিয়া কথিত হয়।

প্রসঙ্গে কহিল ভক্তাধমের লক্ষণ।
পূর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-ষড়্‌ভুজ-দর্শন॥
এই নিত্যানন্দের ষড়্‌ভুজ-দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তার বন্ধ-বিমোচন॥
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন।
মহানদী বহে দুই কমল-নয়ন॥
সবা প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
"পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা করহ কীর্ত্তন॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সবে আনন্দিত।
চৌদিকে উঠিল কৃষ্ণ-ধ্বনি আচম্বিত॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র নাচে এক ঠাঁই।
মহামত্ত দুই ভাই কারো বাহ্য নাই॥
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
ব্যাসপূজা-মহোৎসব মহাকুতূহল॥
কেহো নাচে কেহো গায় কেহো গড়ি যায়।
সবাই চরণ ধরে যে যাহার পায়॥
চৈতন্য-প্রভুর মাতা জগতের আই।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই॥
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দেখেন যখনে।
দুই জন মোর পুত্র হেন বাসে মনে॥
ব্যাসপূজা-মহোৎসব পরম উদার।
'অনন্ত'-প্রভু সে পারে ইহা বর্ণিবার॥
সূত্র করি কহি কিছু চৈতন্য-চরিত।
যে তে মতে কৃষ্ণ গাইলেই হয় হিত॥
দিন অবশেষ হৈল ব্যাসপূজা-রঙ্গে।
নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর-সঙ্গে॥
পরম আনন্দে মত্ত ভাগবতগণ।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া সবে করেন ক্রন্দন॥
এইমতে নিজ-ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া।
স্থির হৈলা বিশ্বম্ভর সর্ব্ব গণ লৈয়া॥
ঠাকুর-পণ্ডিত প্রতি বলে বিশ্বম্ভর।
ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্বর॥
ততক্ষণে আনিলেন সর্ব্ব উপহার।
আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সবার॥
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই ততক্ষণ।
আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ॥
যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে।
সবারে ডাকিয়া প্রভু দিল নিজ-করে॥
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য হেন মানে।
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে॥
এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে।
এতেকে শ্রীবাস-ভাগ্য কে বলিতে পারে॥
এইমত নানা দিনে নানা সে কৌতুকে।
নবদ্বীপে হয়, নাহি জানে সর্ব্ব লোকে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে ব্যাসপূজা-বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জয় জয় জগত-জীবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥
জয় জয় জগত-মঙ্গল বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় গৌরচন্দ্রের কিঙ্কর॥

জয় শ্রীপরমানন্দ পুরীর জীবন।
জয় দামোদর-স্বরূপের প্রাণধন ॥
জয় রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয় ॥
জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত ॥
হেনমতে নিত্যানন্দ সঙ্গে গৌরচন্দ্র।
ভক্তগণ লৈয়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গ ॥
এখনে শুনহ অদ্বৈতের আগমন।
মধ্যখণ্ডে যেমতে হইল দরশন ॥
একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর-আবেশে।
রামাইরে আজ্ঞা করিলেন পূর্ণ-রসে ॥
✓ চলহ রামাই তুমি অদ্বৈতের বাস।
তার স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ ॥
✓ যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন।
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন ॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার আসি হইলা প্রকাশ ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
আপনে আসিয়া ঝাট কর বিবর্ত্তন ॥
নির্জ্জনে কহিও নিত্যানন্দ-আগমন।
যে কিছু দেখিলা তাঁরে কহিও কথন ॥
আমার পূজার সব উপহার লঞা।
ঝাট আসিবারে বল সস্ত্রীক হইয়া ॥
শ্রীবাস-অনুজ রাম আজ্ঞা শিরে করি।
সেইক্ষণে চলিলা স্মঙরি 'হরি হরি' ॥
আনন্দে বিহ্বল—পথ না জানে রামাই।
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা লই গেলা সেই ঠাঁই ॥
আচার্য্যেরে নমস্করি রামাই-পণ্ডিত।
কহিতে না পারে কথা আনন্দে পূর্ণিত ॥

সর্ব্বজ্ঞ অদ্বৈত ভক্তিযোগের প্রভাবে।
'আইল প্রভুর আজ্ঞা' জানিয়াছে আগে ॥
রামাই দেখিয়া হাসি বলেন বচন।
বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা নিবার কারণ ॥
করযোড় করি বলে রামাই পণ্ডিত।
সকল জানিয়া আছ চলহ ত্বরিত ॥
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্য গোসাঞি।
হেন নাহি জানে আছে দেহ কোন্ ঠাঞি ॥
কে বুঝয়ে অদ্বৈতের চরিত্র গহন।
জানিয়াও নানামত করয়ে কথন ॥
কোথা বা গোসাঞি আইল মানুষ-ভিতরে।
কোন্ শাস্ত্রে বলে নদীয়ায় অবতারে ॥
মোর ভক্তি অধ্যাত্ম বৈরাগ্য জ্ঞান মোর।
সকল জানয়ে শ্রীনিবাস ভাই তোর ॥
অদ্বৈতের চরিত্র রামাই ভাল জানে।
উত্তর না করে কিছু হাসে মনে মনে ॥
এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্য-বাধ ॥
পুন বলে কহ কহ রামাই পণ্ডিত।
কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত ॥
বুঝিলেন আচার্য্য হইলা শান্ত-চিত।
তখনে কান্দিয়া কহে রামাই পণ্ডিত ॥
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন ॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার আসি হইলা প্রকাশ ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্ত্তন ॥
ষড়ঙ্গ পূজার বিধি-যোগ্য সজ্জ লৈয়া।
প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া ॥

নিত্যানন্দ স্বরূপের হৈল আগমন।
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ—তোমার জীবন॥
তুমি সে জানহ তাঁরে, মুঞি কি কহিমু।
ভাগ্য থাকে মোর তবে একত্র দেখিমু॥
রামাইর মুখে যবে এতেক শুনিলা।
তখনে তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা॥
কান্দিয়া হইলা মূর্চ্ছা আনন্দ সহিত।
দেখিয়া সকল গণ হইলা বিস্মিত॥
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য করয়ে হুঙ্কার।
আনিলোঁ আনিলোঁ বলি প্রভু আপনার॥
মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।
এত বলি কান্দে পুন ভূমিতে পড়িয়া॥
অদ্বৈত-গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
প্রভুর প্রকাশ শুনি কান্দে আনন্দিতা॥
অদ্বৈতের তনয় 'অচ্যুতানন্দ' নাম।
পরম বালক সেহো কান্দে অবিরাম॥
কান্দেন অদ্বৈত পত্নী পুত্রের সহিত।
অনুচর সব বেঢ়ি কান্দে চারি ভিত॥
কেবা কোন্ দিকে কান্দে নাহি পরাপর।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল অদ্বৈতের ঘর॥
স্থির হয় অদ্বৈত—হইতে নারে স্থির।
ভাবাবেশে নিরবধি দোলায় শরীর॥
রামাঞিরে বলে "প্রভু কি বলিলা মোরে।"
রামাই বলেন "ঝাট চলিবার তরে॥"
অদ্বৈত বলয়ে শুন রামাই পণ্ডিত।
মোর প্রভু হয় তবে মোহার প্রতীত॥
আপন ঐশ্বর্য্য যদি মোহারে দেখায়।
শ্রীচরণ তুলি দেই মোহার মাথায়॥
তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ।
সত্য সত্য সত্য এই কহিল তোমাত॥

রামাই বলেন প্রভু মুঞি কি বলিমু।
যদি মোর ভাগ্য থাকে নয়নে দেখিমু॥
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে তাঁহার।
তোমার নিমিত্ত প্রভু এই অবতার॥
হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামের বচনে।
শুভ-যাত্রা-উদ্যোগ করিলা ততক্ষণে॥
পত্নীরে বলিলা ঝাট হও সাবধান।
লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান॥
পতিব্রতা সেই চৈতন্যের তত্ত্ব জানে।
গন্ধ মাল্য ধূপ বস্ত্র অশেষ বিধানে॥
ক্ষীর দধি সুনবনী কর্পূর তাম্বূল।
লইয়া চলিলা যত সব অনুকূল॥
সপত্নীকে চলিলা অদ্বৈত-মহাপ্রভু।
রামেরে নিষেধে ইহা না কহিবা কভু॥
'না আইলা আচার্য্য' তুমি বলিবা বচন।
দেখোঁ প্রভু মোরে তবে কি বলে তখন॥
গুপ্তে থাকোঁ মুঞি নন্দন আচার্য্যের ঘরে।
'না আইলা' বলি তুমি করিবা গোচরে॥
সবার হৃদয়ে বৈসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর॥
আচার্য্যের আগমন জানিয়া আপনে।
ঠাকুর-পণ্ডিত-গৃহে চলিলা তখনে॥
প্রিয় যত চৈতন্যের নিজ ভক্তগণ।
প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিলা তখন॥
আবেশিত-চিত্ত প্রভু সবেই বুঝিয়া।
সশঙ্কে আছেন সবে নীরব হইয়া॥
হুঙ্কার করয়ে প্রভু ত্রিদশের রায়।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায়॥
নাঢ়া আইসে নাঢ়া আইসে বলে বার বার।
নাঢ়া চাহে মোর ঠাকুরালি দেখিবার॥

নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইঙ্গিত।
বুঝিয়া মস্তকে ছত্র ধরিলা ত্বরিত ॥
গদাধর বুঝি দেয় কর্পূর তাম্বূল।
সর্ব্ব জনে করে সেবা যেন অনুকূল ॥
কেহো পড়ে স্তুতি কেহো কোন সেবা করে।
হেনই সময়ে আসি রামাই গোচরে ॥
নাহি কহিতেই প্রভু বলে রামাইরে।
মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইল তোরে ॥
'নাঢ়া আইসে' বলি প্রভু মস্তক ঢুলায়।
জানিয়াও মোরে নাঢ়া চালয়ে সদায় ॥
এথাই রহিলা নন্দনাচার্য্যের ঘরে।
মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইল তোরে ॥
আন গিয়া শীঘ্র তুমি এথাই তাহানে।
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে ॥
আনন্দে চলিলা পুন রামাই পণ্ডিত।
সকল অদ্বৈত-স্থানে করিলা বিদিত ॥
শুনিয়া আনন্দে ভাসে অদ্বৈত আচার্য্য।
আইলা প্রভুর স্থানে সিদ্ধ হইল কার্য্য ॥
দূরে থাকি দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
সস্ত্রীকে আইসে স্তব পড়িতে পড়িতে ॥
পাইয়া নির্ভয় পদ আইলা সম্মুখে।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ দেখে ॥

শ্রীরাগ।

জিনিয়া কন্দর্প-কোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনক-সুন্দর কলেবর ॥
প্রসন্ন-বদন কোটি চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর ॥
দুই বাহু কোটি কনকের স্তম্ভ জিনি।
তঁহি দিব্য আভরণ রত্নের খিচনি ॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ-মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর-কুণ্ডল বৈজয়ন্তী-মালা দেখে ॥
কোটি মহাসূর্য্য জিনি তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত ॥
কিবা নখ কিবা মণি না পারে চিনিতে।
ত্রিভঙ্গ বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে ॥
কিবা প্রভু, কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু নাহি দেখে আর ॥
দেখে পড়ি আছে চারি পঞ্চ ছয় মুখ।
মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি শুক ॥
মকর-বাহন-রথ এক বরাঙ্গনা।
দণ্ড-পরণামে আছে যেন গঙ্গা-সমা ॥
তবে দেখে স্তুতি করে সহস্র-বদন।
চারিদিগে দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ ॥
উলটিয়া চাহে নিজ-চরণের তলে।
সহস্র সহস্র দেব পড়ি 'কৃষ্ণ' বলে ॥
যে পূজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে।
তাহি দেখে চারিদিগে চরণের তলে ॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে দণ্ড-পরণাম ছাড়ি।
উঠিলা অদ্বৈত অদ্ভুত দেখি বড়ি ॥
দেখে সহস্র-ফণাধর মহা-নাগগণ।
ঊর্দ্ধবাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ ॥
অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্য রথ।
গজ হংস অশ্বে নিরোধিল বায়ুপথ ॥
কোটি কোটি নাগ-বধূ সজল-নয়নে।
'কৃষ্ণ' বলি স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে ॥
ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়ি আছে মহা-ঋষিগণ পাশে ॥
মহা-ঠাকুরাল দেখি পাইলা সংভ্রম।
পতি পত্নী কিছু বলিবারে নাহি ক্ষম ॥

পরম-সদয়-মতি প্রভু বিশ্বম্ভর ।
চাহিয়া অদ্বৈত প্রতি করিলা উত্তর ॥
তোমার সঙ্কল্প লাগি অবতীর্ণ আমি ।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি ॥
শুইয়া আছিনু ক্ষীর-সাগর ভিতরে ।
নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর তোমার হুঙ্কারে ॥
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে ।
আমারে আনিলে সব জীব উদ্ধারিতে ॥
যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিগে মোর গণ ।
সবার হইল জন্ম তোমার কারণ ॥
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে ।
তোমা হৈতে তাহা দেখিবেক সর্ব্ব জনে ॥

রামকিরি রাগ ।

এতেক প্রশ্রয়-বাক্য প্রভুর শুনিয়া ।
ঊর্দ্ধবাহু করি কান্দে সস্ত্রীক হইয়া ॥
আজি সে সফল মোর দিন-পরকাশ ।
আজি সে সফল কৈনু যত অভিলাষ ॥
আজি মোর জন্ম দেহ সকল সফল ।
সাক্ষাতে দেখিনু তোর চরণ-যুগল ॥
ঘোষে মাত্র চারি বেদে, যারে নাহি দেখে ।
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেকে ॥
মোর কিছু শক্তি নাহি—তোমার করুণা ।
তোমা বহি জীব উদ্ধারিবে কোন্ জনা ॥
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসেন আচার্য্য ।
প্রভু বলে আমার পূজার কর কার্য্য ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম-হরিষে ।
চৈতন্য-চরণ পূজে অশেষ বিশেষে ॥
প্রথমে চরণ ধুই সুবাসিত জলে ।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে ॥

চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলসী-মঞ্জরী ।
অর্ঘ্যের সহিত দিল চরণ উপরি ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ পঞ্চ উপচার ।
পূজা করে প্রেম-জলে বহে মহা-ধার ॥
পঞ্চশিখা জ্বালি পুন করে বন্দাপনা ।
শেষে জয় জয় ধ্বনি করয়ে ঘোষণা ॥
করিয়া চরণ-পূজা যোড়শোপচারে ।
আরবার বস্ত্র দিল মাল্য অলঙ্কারে ॥
শাস্ত্র-দৃষ্ট্যে পূজা করি পটল-বিধানে ।
এই শ্লোক পড়ি করে দণ্ড-পরণামে ॥

তথাহি ।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

এই শ্লোক পড়ি আগে নমস্কার করি ।
শেষে স্তুতি করে নানা শাস্ত্র অনুসারি ॥
জয় জয় সর্ব্ব-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর ।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা-সাগর ॥
জয় জয় ভকত-বচন-সত্যকারী ।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী ॥
জয় জয় সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম ।
জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বিভূষণ ॥
জয় জয় 'হরে কৃষ্ণ' মন্ত্রের প্রকাশ ।
জয় জয় নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস ॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত-শয়ন ।
জয় জয় জয় সর্ব্ব জীবের শরণ ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ ।
তুমি মৎস্য তুমি কূর্ম্ম তুমি সনাতন ॥
তুমি সে বরাহ প্রভু তুমি সে বামন ।
তুমি কর যুগে যুগে দেবের পালন ॥

তুমি রক্ষকুল-হন্তা জানকী-জীবন।
তুমি গুহ-বরদাতা অহল্যা-মোচন॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার।
হিরণ্য বধিয়া 'নরসিংহ' নাম যার॥
সর্ব্বদেব-চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ।
তুমি সে ভোজন কর নীলাচল মাঝ॥
তোমারে সে চারি বেদে বুলে অন্বেষিয়া
তুমি এথা আসি রহিয়াছ লুকাইয়া॥
লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাধীর।
ভক্তজনে ধরি তোমা করয়ে বাহির॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে তোমার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বই নাহি আর॥
এই তোর দুই খানি চরণ-কমল।
ইহার সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল॥
এই সে চরণ রমা সেবে এক-মনে।
ইহার সে যশ গায় সহস্র-বদনে॥
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহার যশ গায়॥
সত্যলোক আক্রমিল এই সে চরণে।
বলি-শির ধন্য হৈল ইহার অর্পণে॥
এই সে চরণ হৈতে গঙ্গা-অবতার।
শঙ্কর ধরিল শিরে মহাবেগ যার॥
কোটি বৃহস্পতি জিনি অদ্বৈতের বুদ্ধি।
ভালমতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি॥
বর্ণিতে চরণ—ভাসে নয়নের জলে।
পড়িলা দীঘল হই চরণের তলে॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায়॥
চরণ অর্পণ শিরে করিল যখন।
জয় জয় মহাধ্বনি হইল তখন॥

অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে হইলা বিহ্বল।
'হরি হরি' বলি সবে করে কোলাহল॥
গড়াগড়ি যায় কেহো মালসাট্ মারে।
কারো গলা ধরি কেহো কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
সস্ত্রীকে অদ্বৈত হৈলা পূর্ণ-মনোরথ।
পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব্ব-অভিমত॥
অদ্বৈতেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
আরে নাঢ়া আমার কীর্ত্তনে নৃত্য কর॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা আচার্য্য গোসাঞি।
নানা ভক্তিযোগে নৃত্য করে সেই ঠাঞি॥
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি অতি মনোহর।
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর॥
ক্ষণে বা বিশাল নাচে, ক্ষণে বা মধুর।
ক্ষণে বা দশনে তৃণ করয়ে প্রচুর॥
ক্ষণে ঘুরে উঠে ক্ষণে পড়ি গড়ি যায়।
ক্ষণে ঘনশ্বাস বহে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
যে কীর্ত্তন যখন শুনয়ে সেই হয়।
এক-ভাবে স্থির নহে, আনন্দে নাচয়॥
অবশেষে আসি সবে রহে দাস্যভাব।
বুঝন না যায় সেই অচিন্ত্য প্রভাব॥
ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে।
নিত্যানন্দ দেখিয়া ভ্রুকুটি করি হাসে॥
হাসি বলে ভাল হৈল আইলা নিতাই।
এতদিন তোমার নাগালি নাহি পাই॥
যাইবে কোথায় আজি রাখিমু বান্ধিয়া।
ক্ষণে বলে প্রভু, ক্ষণে বলে মাতালিয়া॥
অদ্বৈত-চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ-রায়।
এক মূর্ত্তি দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায়॥
পূর্ব্বে বলিয়াছি নিত্যানন্দ নানারূপে।
চৈতন্যের সেবা করে অশেষ কৌতুকে॥

কোনো রূপে কহে, কোনো রূপে করে ধ্যান।
কোনো রূপে ছত্র শয্যা, কোনো রূপে গান॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত অভেদ করি জান।
এই অবতারে জানে যত ভাগ্যবান॥
যে কিছু কলহ-লীলা দেখহ দোঁহার।
সে সব অচিন্ত্য রঙ্গ—ঈশ্বর-ব্যভার॥
এ দুইর প্রীতি যেন অনন্ত শঙ্কর।
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয় কলেবর॥
সে না বুঝি দোঁহার কলহ-পক্ষ ধরে।
এক বন্দে, আর নিন্দে, সেই জন মরে॥
অদ্বৈতের নৃত্য দেখি বৈষ্ণব সকল।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা কেবল॥
হইল প্রভুর আজ্ঞা রহিবার তরে।
ততক্ষণে রহিলেন আজ্ঞা করি শিরে॥
আপন গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া।
'বর মাগ বর মাগ' বলেন হাসিয়া॥
শুনিয়া অদ্বৈত কিছু না করে উত্তর।
'মাগ মাগ' পুনঃপুন বলে বিশ্বম্ভর॥
অদ্বৈত বলয়ে আর কি মাগিমু বর।
যে বর চাহিনু তাহা পাইনু সকল॥
তোমারে সাক্ষাত করি আপনে নাচিনু।
চিত্তের অভীষ্ট যত সকল পাইনু॥
কি চাহিমু প্রভু কিবা শেষ আছে আর।
সাক্ষাতে দেখিনু প্রভু তোর অবতার॥
কি চাহিমু কিবা নাহি জানহ আপনে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে॥
মাথা ঢুলাইয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তোমার নিমিত্তে আমি হইনু গোচর॥
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার॥
ব্রহ্মা শিব নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিনু তোমারে॥
অদ্বৈত বলয়ে যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যা ধন কুল আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে॥
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ লৈয়া॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিলা হুঙ্কার।
প্রভু বলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার॥
এই সব বাক্যে সাক্ষী সকল সংসার।
মূর্খ নীচ প্রতি কৃপা হইল তাঁহার॥
চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণ-গানে।
ভট্ট মিশ্র চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে॥
গ্রন্থ পড়ি মুণ্ড মুড়ি কারো বুদ্ধি-নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥
অদ্বৈতের বোলে প্রেম পাইল জগতে।
এ সকল কথা কহি মধ্যখণ্ড হৈতে॥
চৈতন্যে অদ্বৈতে যত হৈল প্রেম-কথা।
সকল জানেন সরস্বতী জগন্মাতা॥
সেই ভগবতী সর্ব্ব জনের জিহ্বায়।
অনন্ত হইয়া চৈতন্যের যশ গায়॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
সস্ত্রীকে আনন্দ হৈলা আচার্য্য-গোসাঞি।
অভিমত পাই রহিলেন সেই ঠাঞি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত-
মিলন-বর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তম অধ্যায়।

নাচে রে চৈতন্য গুণনিধি।
অসাধনে চিন্তামণি হাতে দিল বিধি॥ ধ্রু॥

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব-প্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতের প্রেমধাম॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-প্রাণধন॥
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউক যত গৌরচন্দ্র-অনুচর॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায়॥
অদ্বৈত লইয়া সব বৈষ্ণব-মণ্ডল।
মহা নৃত্য গীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল॥
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব আর নাহি স্ফুরে॥
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র-প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥
এবে শুন শ্রীবিদ্যানিধির আগমন।
পুণ্ডরীক নাম—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম॥
প্রাচ্য-ভূমি চাটিগ্রাম ধন্য করিবারে।
তথা তানে অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে॥
নবদ্বীপে করিলেন ঈশ্বর প্রকাশ।
বিদ্যানিধি না দেখিয়া ছাড়ে প্রভু শ্বাস।
নৃত্য করি উঠিয়া বসিলা গৌররায়।
পুণ্ডরীক বাপ বলি কান্দে উচ্চরায়॥
পুণ্ডরীক আরে মোর বাপ রে বন্ধু রে।
কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপ রে॥
হেন চৈতন্যের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
হেন সব ভক্ত প্রকাশিলা গৌরনিধি॥
প্রভু যে ক্রন্দন করে তান নাম লৈয়া।
ভক্ত সব কেহো কিছু না বুঝেন ইহা॥
সবে বলে পুণ্ডরীক বলেন কৃষ্ণেরে।
বিদ্যানিধি-নাম শুনি সবেই বিচারে॥
'কোন প্রিয় ভক্ত' ইহা সবে বুঝিলেন।
বাহ্য হৈলে প্রভু-স্থানে সবে বলিলেন॥
কোন্ ভক্ত লাগি প্রভু করহ ক্রন্দন।
সত্য আমা সবা প্রতি করহ কথন॥
আমা সবার ভাগ্য হউক তানে জানি।
তাঁর জন্ম কর্ম্ম কোথা কহ প্রভু শুনি॥
প্রভু বলে তোমরা সকল ভাগ্যবান্।
শুনিতে হইল ইচ্ছা তাঁহার অখ্যান॥
পরম অদ্ভুত তাঁর সকল চরিত্র।
তাঁর নাম-শ্রবণেও সংসার পবিত্র॥
বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ সব।
চিনিতে না পারে কেহো তিঁহো যে বৈষ্ণব॥
চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পণ্ডিত।
পরম সাচার সর্ব্ব লোকে অপেক্ষিত॥
কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধু মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর॥
গঙ্গাস্নান না করেন পাদস্পর্শ-ভয়ে।
গঙ্গা দরশন করে নিশার সময়ে॥
গঙ্গায় যে সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার॥
এ সকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেকে দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্ব্বথা॥
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান।
দেবার্চ্চন পূর্ব্বে করে গঙ্গাজল পান॥
তবে সে করেন পূজা আদি নিত্য কর্ম্ম।
ইহা সর্ব্ব পণ্ডিতেরে বুঝায়েন ধর্ম্ম॥

চাটিগ্রামে আছেন, এথাও বাড়ী আছে।
আসিবেন সংপ্রতি, দেখিবা কিছু প'ছে॥
তাঁরে ঝাট কেহো চিনিতে না পারিবা।
দেখিলে 'বিষয়ী' জ্ঞান মাত্র সে করিবা॥
তাঁরে না দেখিয়া আমি স্বাস্থ্য নাহি পাই।
সবে তাঁরে আকর্ষিয়া আনহ এথাই॥
কহি তাঁর কথা প্রভু আবিষ্ট হইলা।
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি কান্দিতে লাগিলা॥
মহা উচ্চৈঃস্বরে প্রভু রোদন করেন।
তাঁহার ভক্তের তত্ত্ব তিনি সে জানেন॥
ভক্ত-তত্ত্ব চৈতন্য গোসাঞি মাত্র জানে।
সেই ভক্ত জানে যারে কহেন আপনে॥
ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তাঁর প্রতি।
নবদ্বীপে আসিতে তাঁহার হৈল মতি॥
অনেক সেবক সঙ্গে অনেক সম্ভার।
অনেক ব্রাহ্মণ সঙ্গে শিষ্য ভক্ত তাঁর॥
আসিয়া রহিলা নবদ্বীপে গূঢ়রূপে।
পরম ভোগীর প্রায় সর্ব্বলোকে দেখে॥
বৈষ্ণব-সমাজে ইহা কেহো নাহি জানে।
সবে মাত্র মুকুন্দ জানিলা সেইক্ষণে॥
শ্রীমুকুন্দ বেজ ওঝা তাঁর তত্ত্ব জানে।
এক সঙ্গে মুকুন্দের জন্ম চাটিগ্রামে॥
বিদ্যানিধি-আগমন জানিয়া গোসাঞি।
যে হইল আনন্দ তাহার অন্ত নাই॥
কোনো বৈষ্ণবেরে প্রভু না কহে ভাঙ্গিয়া।
পুণ্ডরীক আছেন বিষয়ী-প্রায় হৈয়া॥
যত কিছু তাঁর প্রেম-ভক্তির মহত্ত্ব।
মুকুন্দ জানেন আর বাসুদেব দত্ত॥
মুকুন্দের বড় প্রিয় হয় গদাধর।
একান্ত মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে অনুচর॥
যথাকার যে বার্ত্তা—কহেন আসি সব।
আজি এথা আইলা এক অদ্ভুত বৈষ্ণব॥
গদাধর পণ্ডিত শুনহ সাবধানে।
বৈষ্ণব দেখিতে যে বাঞ্ছহ তুমি মনে॥
অদ্ভুত বৈষ্ণব আজি দেখাব তোমারে।
সেবক করিয়া যেন স্মঙর আমারে॥
শুনি গদাধর বড় হরিষ হইলা।
সেইক্ষণে 'কৃষ্ণ' বলি দেখিতে চলিলা॥
বসিয়া আছেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
সম্মুখে হইল গদাধরের বিজয়॥
গদাধর-পণ্ডিত করিলা নমস্কার।
বসাইলা আসনে তাঁরে করি পুরস্কার॥
জিজ্ঞাসিল বিদ্যানিধি মুকুন্দের স্থানে।
কিবা নাম ইঁহার থাকেন কোন্ গ্রামে॥
বিষ্ণুভক্তি-তেজোময় দেখি কলেবর।
আকৃতি প্রকৃতি দুই পরম সুন্দর॥
মুকুন্দ বলেন 'শ্রীগদাধর' নাম।
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান্॥
'মাধব মিশ্রের পুত্র' কহি ব্যবহারে।
সকল বৈষ্ণব প্রীত বাসেন ইঁহারে॥
ভক্তি-পথে রত, সঙ্গ ভক্তের সহিতে।
শুনিয়া তোমার নাম আইলা দেখিতে॥
শুনি বিদ্যানিধি বড় সন্তোষিত হৈলা।
পরম গৌরবে সম্ভাষিবারে লাগিলা॥
বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়।
রাজপুত্র যেন করিয়াছেন বিজয়॥
দিব্য খট্টা হিঙ্গুল-পিত্তলে শোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥
তঁহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্ম বাসে।
পট্ট-নেত বালিস শোভয়ে চারি পাশে॥

বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত।
দিব্য পিত্তলের বাটা, পাকা পাণ তাত ॥
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে।
পাণ খায়, গদাধর দেখি দেখি হাসে ॥
দিব্য ময়ুরের পাখা লই দুই জনে।
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে ॥
চন্দনের উর্দ্ধ-পুণ্ড্র তিলক কপালে।
গন্ধের সহিত তথি ফাগু-বিন্দু মিলে ॥
কি কহিব সে বা কেশ-ভারের সংস্কার।
দিব্য-গন্ধ আমলকী বহি নাহি আর ॥
ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন-সমান।
যে না চিনে তার হয় রাজপুত্র-জ্ঞান ॥
সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবান্।
বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার-সংস্থান ॥
দেখিয়া বিষয়ি-রূপ দেব গদাধর।
সন্দেহ বিশেষ কিছু জন্মিল অন্তর ॥
আজন্ম-বিরক্ত গদাধর মহাশয়।
বিদ্যানিধি প্রতি কিছু জন্মিল সংশয় ॥
ভাল ত বৈষ্ণব—সব বিষয়ীর বেশ।
দিব্য ভোগ দিব্য বাস দিব্য গন্ধ কেশ ॥
শুনিয়া ত ভাল ভক্তি আছিল ইহানে।
আছিল যে ভক্তি সেহ গেল দরশনে ॥
বুঝি গদাধর-চিত্ত শ্রীমুকুন্দানন্দ।
বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিলা আরম্ভ ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে গদাধর-অগোচর।
কিছু নাহি, অবেদ্য কৃষ্ণ সে মায়াধর ॥
মুকুন্দ সুস্বর বড়—কৃষ্ণের গায়ন।
পড়িলেন শ্লোক—ভক্তি-মহিমা-বর্ণন ॥
রাক্ষসী পূতনা শিশু খাইতে নির্দ্দয়া।
ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লৈয়া ॥
তাহারেও মাতৃ-পদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীব হেন দয়ালুরে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (ভাঃ ৩।২।২৩)—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥

দশমস্কন্ধে চ (ভাঃ ১০।৬।৩৫)—

পূতনা লোক-বালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিং ॥

অহো! বকাসুর-ভগিনী পূতনা যে কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত স্তনে কালকূট বিষ মাখাইয়া পান করাইয়াছিল, কিন্তু তথাপি সেই অসাধ্বীকে যিনি ধাত্রীজনোচিত গতি প্রদান করিয়াছিলেন, বল দেখি সেই শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন এমন দয়ালু আর কে আছে যাহার শরণাপন্ন হইব?

লোকের শিশু-সন্তান হত্যা করাই যাহার স্বভাব, সেই রুধির-লোলুপা পূতনা রাক্ষসী শ্রীহরিকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়েও স্তন দান করিয়া সদ্গতি লাভ করিল!

শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের বর্ণন।
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
নয়নে অপূর্ব্ব বহে শ্রীআনন্দ-ধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার ॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
এককালে হইল সবার অবতার ॥
'বোল বোল' বলি মহা লাগিলা গর্জ্জিতে।
স্থির হইতে না পারিলা, পড়িলা ভূমিতে ॥

লাথি আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার।
ভাঙ্গিল সকল—রক্ষা নাহি কারো আর॥
কোথা গেল দিব্য বাটা দিব্য গুয়া পাণ।
কোথা গেল ঝারি যাতে করে জল-পান॥
কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে।
প্রেমাবেশে দিব্য বস্ত্র চিরে দুই হাতে॥
কোথা গেল সে বা দিব্য কেশের সংস্কার।
ধূলায় লোটায় করে ক্রন্দন অপার॥
শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর মোর, কৃষ্ণ মোর প্রাণ।
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ-পাষাণ-সমান॥
অনুতাপ করিয়া কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
মুই সে বঞ্চিত হৈনু হেন অবতারে॥
মহা গড়াগড়ি দিয়া যে পড়ে আছাড়।
সবে মনে ভাবে যেন চূর্ণ হইল হাড়॥
হেন সে হইল কম্প ভাবের বিকারে।
দশ জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥
বস্ত্র শয্যা ঝারি বাটা সকল সম্ভার।
পদাঘাতে সব গেল কিছু নাহি আর॥
সেবক সকল যে করিল সম্বরণ।
সকল রহিল সেই ব্যবহার-ধন॥
এইমত কতক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই থাকিলা পড়িয়া॥
তিলমাত্র ধাতু নাহি সকল শরীরে।
ডুবিলেন 'বিদ্যানিধি' আনন্দ-সাগরে॥
দেখি গদাধর মহা হইলা বিস্মিত।
তখন সে মনে বড় হইল চিন্তিত॥
হেন মহাশয়ে আমি অবজ্ঞা করিনু।
কোন্ বা অশুভ ক্ষণে দেখিতে আইনু॥
মুকুন্দেরে পরম সন্তোষে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দ-জলে॥

মুকুন্দ আমার তুমি কৈলে বন্ধু-কার্য্য।
দেখাইলে ভক্তি বিদ্যানিধি-ভট্টাচার্য্য॥
এমত বৈষ্ণব কি আছেন ত্রিভুবনে।
ত্রিলোক পবিত্র হয় ভক্তি-দরশনে॥
আজি আমি এড়াইনু পরম সঙ্কট।
সেহো যে কারণ তুমি আছিলা নিকট॥
বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উহান।
'বিষয়ি-বৈষ্ণব' মোর চিত্তে হৈল জ্ঞান॥
বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয়।
প্রকাশিলা পুণ্ডরীক-ভক্তির উদয়॥
যত খানি আমি করিয়াছি অপরাধ।
ততখানি করাইবা চিত্তের প্রসাদ॥
এ পথে প্রবিষ্ট যত সব ভক্তগণ।
উপদেষ্টা অবশ্য করেন এক জন॥
এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি।
ইহানেই স্থানে মন্ত্র-উপদেশ ধরি॥
ইহানে অবজ্ঞা যত করিয়াছি মনে।
শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে॥
এই ভাবি গদাধর মুকুন্দের স্থানে।
দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে॥
শুনিয়া মুকুন্দ বড় সন্তোষ হইলা।
ভাল ভাল বলি বড় শ্লাঘিতে লাগিলা॥
প্রহর দুইতে বিদ্যানিধি মহাধীর।
বাহ্য পাই বসিলেন হইয়া সুস্থির॥
গদাধর পণ্ডিতের নয়নের জল।
অন্ত নাহি ধারা, অঙ্গ তিতিল সকল॥
দেখিয়া সন্তোষ বিদ্যানিধি মহাশয়।
কোলে করি থুইলেন আপন হৃদয়॥
পরম সম্ভ্রমে রহিলেন গদাধর।
মুকুন্দ কহেন তাঁর মনের উত্তর॥

ব্যবহারে ঠাকুরাল দেখিয়া তোমার।
পূর্ব্বে কিছু চিত্ত দূষিয়াছিল উহার॥
এবে তার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিলা আপনে।
মন্ত্র-দীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে॥
বিষ্ণু-ভক্ত বিরক্ত শৈশবে বিজ্ঞ-রীত।
মাধব মিশ্রের কুল-নন্দন-উচিত॥
শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর।
গুরু-শিষ্য যোগ্য—পুণ্ডরীক-গদাধর॥
আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভ দিনে।
নিজ ইষ্টমন্ত্র-দীক্ষা করাহ ইহানে॥
শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
আমারে ত মহারত্ন মিলাইল বিধি॥
করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
বহু-জন্ম-ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই॥
এই যে আইসে শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী।
সর্ব্ব শুভ লগ্ন ইথি মিলিবেক আসি॥
ইহাতে সঙ্কল্প-সিদ্ধি হইবে তোমার।
শুনি গদাধর হর্ষে হৈলা নমস্কার॥
সে দিন মুকুন্দ সঙ্গে হইয়া বিদায়।
আইলেন গদাধর যথা গৌররায়॥
বিদ্যানিধি-আগমন শুনি বিশ্বম্ভর।
অনন্ত হরিষ প্রভু হইলা অন্তর॥
বিদ্যানিধি মহাশয় অলক্ষিতরূপে।
রাত্রি করি আইলেন প্রভুর সমীপে॥
সর্ব্ব সঙ্গ ছাড়ি একেশ্বর মাত্র হৈয়া।
প্রভু দেখি মাত্র পড়িলেন মূর্চ্ছা হৈয়া॥
দণ্ডবত প্রভুরে না পারিলা করিতে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই করিলা হুঙ্কার।
কান্দে পুন আপনাকে করিয়া ধিক্কার॥

কৃষ্ণ রে পরাণ মোর, কৃষ্ণ মোর বাপ।
মুঞি অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ॥
সর্ব্ব জগতেরে বাপ উদ্ধার করিলে।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলে॥
'বিদ্যানিধি' হেন কোন বৈষ্ণব না চিনে।
সবেই কান্দেন মাত্র তাঁহার ক্রন্দনে॥
নিজ-প্রিয়তম জানি শ্রীভক্তবৎসল।
সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর॥
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি কান্দেন ঈশ্বর।
বাপ দেখিলাম আজি নয়নগোচর॥
তখনে সে জানিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
বিদ্যানিধি-গোসাঞির হৈল আগমন॥
তখনে সে হৈল সর্ব্ব-বৈষ্ণব-ক্রন্দন।
পরম অদ্ভুত তাহা না যায় বর্ণন॥
বিদ্যানিধি বক্ষে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেম-জলে সিঞ্চিলেন তাঁর কলেবর॥
'প্রিয়তম প্রভুর' জানিয়া ভক্তগণে।
প্রীতি ভয় আত্মতা সবার হইল তানে॥
বক্ষ হৈতে বিদ্যানিধি না ছাড়ে ঈশ্বরে।
লীন হৈলা প্রভু যেন তাঁহার শরীরে॥
প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছেন নিশ্চলে।
তবে প্রভু বাহ্য পাই ডাকি 'হরি' বলে॥
আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছা-সিদ্ধি করিলা আমার।
আজি পাইলাঙ সর্ব্ব-মনোরথ-পার॥
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে করিলা মিলন।
পুণ্ডরীক লই সবে করেন কীর্ত্তন॥
ইঁহার পদবী 'পুণ্ডরীক প্রেমনিধি'।
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে গড়িলেন বিধি॥
এইমত তাঁর গুণ বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে 'হরি' বলে শ্রীভুজ তুলিয়া॥

প্রভু বলে আজি শুভ প্রভাত আমার।
আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার॥
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে।
দেখিলাম প্রেমনিধি সাক্ষাত নয়নে॥
শ্রীপ্রেমনিধির আসি হৈল বাহ্যজ্ঞান।
তখন সে প্রভু চিনি করিলা প্রণাম॥
অদ্বৈত-দেবেরে আগে করি নমস্কার।
যথাযোগ্য প্রেম-ভক্তি কৈলেন সবার॥
পরম সন্তোষ হৈল সর্ব্ব ভক্তগণে।
হেন প্রেমনিধি পুণ্ডরীক-দরশনে॥
ক্ষণেকে যে হৈল প্রেমভক্তি-আবির্ভাব।
তাহা বর্ণিবার পাত্র ব্যাস মহাভাগ॥
গদাধর আজ্ঞা মাগিলেন প্রভু-স্থানে।
পুণ্ডরীক-মুখে মন্ত্র-গ্রহণ-কারণে॥
না জানিয়া উহান অগম্য ব্যবহার।
চিত্তে অবজ্ঞান হইয়াছিল আমার॥
এতেকে উহান আমি হইবাঙ শিষ্য।
শিষ্য-অপরাধ গুরু ক্ষমিবে অবশ্য॥
গদাধর-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
'শীঘ্র কর শীঘ্র কর' বলিতে লাগিলা॥
তবে গদাধর দেব 'প্রেমনিধি'-স্থানে।
মন্ত্র-দীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে॥
কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর শিষ্য—তাঁর ভক্তির এই সীমা॥
কহিলাম কিছু বিদ্যানিধির আখ্যান।
এই মোর কাম্য—যেন দেখা পাই তান॥
যোগ্য গুরু-শিষ্য—পুণ্ডরীক-গদাধর।
দুই—কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয় কলেবর॥
পুণ্ডরীক গদাধর দুইর মিলন।
যে পড়ে যে শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে পুণ্ডরীক-মিলন-বর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব-প্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেম-ধাম॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-প্রাণধন॥
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউ যত গৌরচন্দ্র-অনুচর॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায়॥
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণব-মণ্ডল।
মহা নৃত্য গীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল॥
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব আর নাহি স্ফুরে॥
আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র-প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥
নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে যেন পুত্র মাতা॥
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
বসিয়া কহেন কথা—কৃষ্ণের চরিত॥
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর।
এই অবধূত কেনে রাখ নিরন্তর॥

কোন্ জাতি কোন্ কুল কিছুই না জানি।
পরম উদার তুমি—বলিলাম আমি॥
আপনার জাতি-কুল যদি রক্ষা চাও।
তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও॥
ঈষত হাসিয়া বলে শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমারে পরীক্ষা প্রভু এ নহে উচিত॥
দিনেকো যে তোমা ভজে সে আমার প্রাণ।
নিত্যানন্দ তোর দেহ—মো হতে প্রমাণ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে॥
তথাপি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিনু এই কথা॥
এতেক শুনিল যদি শ্রীবাসের মুখে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে॥
প্রভু বলে কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতেক বিশ্বাস॥
মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলা সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিয়ে আমি॥
যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র তোর নহিবেক ঘরে॥
বিড়াল কুক্কুর আদি তোমার বাড়ীর।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥
নিত্যানন্দ সমর্পিল আমি তোমা স্থানে।
সর্ব্বমতে সংবরণ করিবা আপনে॥
শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর।
নিত্যানন্দ ভ্রমে সব নদীয়া-নগর॥
ক্ষণেক গঙ্গার মাঝে এড়েন সাঁতার।
মহাস্রোতে লই যায়—সন্তোষ অপার॥
বালক সবার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে।
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে॥

প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যায়েন ধাইয়া।
বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া॥
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়—আই করে পলায়ন॥
একদিন আই কিছু দেখিল স্বপনে।
নিভৃতে কহিলা পুত্র-বিশ্বম্ভর-স্থানে॥
নিশি-অবশেষে মুঞি দেখিনু স্বপন।
তুমি আর নিত্যানন্দ এই দুই জন॥
বৎসর পাঁচের দুই ছাওয়াল হৈয়া।
মারামারি করি দোঁহে বেড়াও ধাইয়া॥
দুই জনে সাম্ভাইলা গোসাঞির ঘরে।
রাম কৃষ্ণ লই দোঁহে হইলা বাহিরে॥
তার হাতে কৃষ্ণ, তুমি লই বলরাম।
চারি জনে মারামারি মোর বিদ্যমান॥
রাম-কৃষ্ণ ঠাকুর বলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই বাহিরাও গিয়া॥
এ বাড়ী এ ঘর সব আমা দোঁহাকার।
এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার॥
নিত্যানন্দ বলয়ে সে কাল গেল বৈয়া।
যে কালে খাইলে দধি নবনী লুটিয়া॥
ঘুচিল গোয়ালা—হৈল বিপ্র-অধিকার।
আপনা চিনিয়া সব ছাড় উপহার॥
প্রীতে যদি না ছাড়িবা খাইবে মারণ।
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্ জন॥
রাম কৃষ্ণ বলে আজি মোর দোষ নাই।
বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এই ঠাঁই॥
দোহাই কৃষ্ণের যদি করোঁ আজি আন।
নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ্জ গর্জ্জ করে রাম॥
নিত্যানন্দ বলে তোর কৃষ্ণেরে কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর—আমার ঈশ্বর॥

এইমতে কলহ করহ চারি জন।
কাড়াকাড়ি করি সব করহ ভোজন ॥
কাহারো হাতের কেহো কাড়ি লই খায়।
কাহারো মুখের কেহো মুখ দিয়া খায় ॥
'জননি' বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে।
অন্ন দেহ মাতা মোরে ক্ষুধা বড় করে ॥
এতেক বলিতে মুঞি চেতন পাইনু।
কিছু না বুঝিনু মুঞি তোমারে কহিনু ॥
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিয়া স্বপন।
জননীর প্রতি বলে মধুর বচন ॥
বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।
আর কারো ঠাঞি পাছে কহ এই কথা ॥
আমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেক বড়।
মোর চিত্তে তোমার স্বপ্নেতে হৈল দঢ় ॥
মুঞি দেখোঁ বারেবার নৈবেদ্যের সাজে।
আধাআধি না থাকে না কহোঁ কারে লাজে ॥
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল ॥
হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা—স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন-কথা শুনে ॥
বিশ্বম্ভর বলে মাতা শুনহ বচন।
নিত্যানন্দ আনি শীঘ্র করাহ ভোজন ॥
পুত্রের বচনে শচী হরিষ হইলা।
ভিক্ষার সামগ্রী যত করিতে লাগিলা ॥
নিত্যানন্দ-স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিলা সত্বর ॥
আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা।
চঞ্চলতা না করিবা—করাইল শিক্ষা ॥
কর্ণ ধরি নিত্যানন্দ 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বলে।
চঞ্চলতা করে যত পাগল সকলে ॥
এ বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল ॥
এত বলি দুই জনে হাসিতে হাসিতে।
কৃষ্ণ-কথা কহি কহি আইলা বাড়ীতে ॥
হাসিয়া বসিলা এক ঠাঁই দুই জন।
গদাধর আদি আর পরমাপ্তগণ ॥
ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন ॥
বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
এইমত দুই প্রভু করয়ে ভোজন।
সেই ভাব সেই প্রেম সেই দুই জন ॥
পরিবেশন করে আই মনের সন্তোষে।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা—দুই জন হাসে ॥
আবার আসিয়া আই দুই জন দেখে।
বৎসর পাঁচের শিশু দেখে পরতেকে ॥
কৃষ্ণ শুক্ল বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুই জন চতুর্ভুর্জ, দুই দিগম্বর ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ দেখে মকর-কুণ্ডল ॥
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃত দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে ॥
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া পৃথিবীর তলে।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে ॥
অন্নময় সর্ব্ব ঘর হইল তখনে।
অপূর্ব্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে ॥
আথেব্যথে মহাপ্রভু আচমন করি।
গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি ॥
উঠ উঠ মাতা তুমি স্থির কর চিত।
কেনে বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত ॥

বাহ্য পাই আই আথেব্যথে কেশ বান্ধে।
না বলয়ে কিছু আই গৃহ মধ্যে কান্দে॥
মহা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কম্প সর্ব্ব গায়।
প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা কিছু নাহি ভায়॥
ঈশান করিলা সব গৃহ উপস্কার।
যত ছিল অবশেষ সকল তাঁহার॥
সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোক মধ্যে মহা ভাগ্যবান্॥
এইমত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে।
মর্ম্মী ভৃত্য বহি ইহা কেহো নাহি জানে
এইমত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ মাঝে।
কীর্ত্তন করেন সব ভকত-সমাজে॥
যত যত স্থানে সব পার্ষদ জন্মিলা।
অল্পে অল্পে সবে নবদ্বীপেরে আইলা॥
সবে জানিলেন ঈশ্বরের অবতার।
আনন্দ-স্বরূপ চিত্ত হইল সবার॥
প্রভুর প্রকাশ দেখি বৈষ্ণব সকল।
অভয় পরমানন্দে হইলা বিহ্বল॥
প্রভুও সবারে দেখে প্রাণের সমান।
সভেই প্রভুর পারিষদের প্রধান॥
বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু সবারে করে প্রেম-আলিঙ্গন॥
নিরন্তর সবার মন্দিরে প্রভু যায়।
চতুর্ভুজ ষড়্ভুজাদি বিগ্রহ দেখায়॥
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে।
আচার্য্যরত্নের ক্ষণে চলেন মন্দিরে॥
নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি।
প্রভু-নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের বাল্য নিরন্তর।
সর্ব্বভাবে আবেশিত প্রভু বিশ্বম্ভর॥

মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ বামন নরসিংহ।
ভাগ্য-অনুরূপ দেখে চরণের ভৃঙ্গ॥
কোন দিন গোপী-ভাবে করেন রোদন।
কারে বলি রাত্রি দিন নাহিক স্মরণ॥
কোন দিন উদ্ধব-অক্রূর-ভাব হয়।
কোন দিন রাম-ভাবে মদিরা যাচয়॥
কোন দিন চতুর্ম্মুখ-ভাবে বিশ্বম্ভর।
ব্রহ্ম-স্তব পড়ি পড়ে পৃথিবী উপর॥
কোন দিন প্রহ্লাদ-ভাবেতে স্তুতি করে।
এইমত প্রভু ভক্তি-সাগরে বিহরে॥
দেখিয়া আনন্দে ভাসে শচী জগন্মাতা।
'বাহিরায় পুত্র পাছে' এই মনঃকথা॥
আই বলে বাপ গিয়া কর গঙ্গাস্নান।
প্রভু বলে বল মাতা 'জয় কৃষ্ণ রাম'॥
যত কিছু করে শচী পুত্রেরে উত্তর।
কৃষ্ণ বহি কিছু নাহি বলে বিশ্বম্ভর॥
অচিন্ত্য আবেশ সেই বুঝন না যায়।
যখন যে হয় সেই অপূর্ব্ব দেখায়॥
একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডম্বুরু বাজায়—গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়ে শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর-মূর্ত্তি দিব্য-জটাধর॥
এক লম্ফে উঠি তার স্কন্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বলে মুঞি সে শঙ্কর॥
কেহো দেখে জটা শিঙ্গা ডমরু বাজায়।
'বোল বোল' মহাপ্রভু বলয়ে সদায়॥
সে মহাপুরুষে যত শিব-গীত গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল॥

সেই সে গাইল শিব নিরপরাধে।
গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈল যার কান্ধে॥
বাহ্য পাই নাম্বিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর॥
কৃতার্থ হইয়া সেই পুরুষ চলিল।
হরিধ্বনি সর্ব্ব গণে মঙ্গল উঠিল॥
জয় পাই উঠে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ।
ঈশ্বর সহিত সর্ব্ব দাসের বিলাস॥
প্রভু বলে ভাই সব শুন মন্ত্র-সার।
রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা সবাকার॥
আজি হৈতে নির্ব্বন্ধিত করহ সকল।
নিশায় করিব সবে কীর্ত্তন-মঙ্গল॥
সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকল গণ সনে।
ভক্তি-স্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে॥
জগত উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণনাম।
পরমার্থে তোমরা সবার ধন প্রাণ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-বিলাস॥
শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন।
কোনো দিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস॥
গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন।
জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত-খান, নারায়ণ॥
কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়াই।
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ সকল তথাই॥
গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান্, শ্রীধর।
সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর॥
ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম-সঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য নাম জানি কত॥

সবাই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি।
পারিষদ বহি আর কেহো নাহি তথি॥
প্রভুর হুঙ্কার আর নিশা-হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥
শুনিয়া পাষণ্ডী সব মরয়ে বল্গিয়া।
নিশায় এ গুলা খায় মদিরা আনিয়া॥
এ গুলা সকলে মধুমতী-সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে॥
চারি প্রহর নিশা নিদ্রা যাইতে না পাই।
বোল বোল হুহুঙ্কার শুনিয়া সদাই॥
বল্গিয়া মরয়ে যত পাষণ্ডীর গণ।
আনন্দে কীর্ত্তন করে শ্রীশচীনন্দন॥
শুনিলে কীর্ত্তন মাত্র প্রভুর শরীরে।
বাহ্য নাহি থাকে, পড়ে পৃথিবী উপরে॥
হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন নির্ভর।
পৃথ্বী হয় খণ্ড খণ্ড সবে পায় ডর॥
সে কোমল শরীরে আছাড় বড় দেখি।
গোবিন্দ স্মরয়ে আই বুজি দুই আঁখি॥
প্রভু সে আছাড় খায় বৈষ্ণব-আবেশে।
তথাপিহ আই দুঃখ পায় স্নেহ-বশে॥
আছাড়ের আই না জানেন প্রতিকার।
এই বোল বলে কাকু করিয়া অপার॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দেহ এই বর।
যে সময়ে আছাড় খায়েন বিশ্বম্ভর॥
মুঞি যেন তাহা নাহি জানোঁ সে সময়।
হেন কৃপা কর মোরে কৃষ্ণ মহাশয়॥
যদ্যপিহ পরানন্দে তাঁর নাহি দুঃখ।
তথাপিহ না জানিলে মোর বড় সুখ॥
আইর চিত্তের ইচ্ছা জানি গৌরচন্দ্র।
সেই মত তাঁহারে দিলেন পরানন্দ॥

যতক্ষণ প্রভু করে হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
আইর না থাকে বাহ্য মাত্র ততক্ষণ॥
প্রভুর আনন্দ-নৃত্যে নাহি অবসর।
রাত্রি দিনে বেড়ি গায় সব অনুচর॥
কোন দিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ।
সবেই গায়েন—নাচে শ্রীশচীনন্দন॥
কখন ঈশ্বর-ভাবে প্রভুর প্রকাশ।
কখন রোদন করে—বলে মুঞি দাস॥
চিত্ত দিয়া শুন ভাই প্রভুর বিকার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম নাহিক যাহার॥
যেমতে করেন নৃত্য প্রভু গৌরচন্দ্র।
তেমতে সে মহানন্দে গায় ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীহরি-বাসরে হরি-কীর্ত্তন-বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি—গোপাল গোবিন্দ॥
উষাকাল হইতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যূথে যূথে হৈল যত গায়ন সুন্দর॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত লৈয়া এক সম্প্রদায়।
মুকুন্দ লইয়া আর জন কত গায়॥
লইয়া গোবিন্দ দত্ত আর কত জন।
গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন॥
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি॥
গদাধর আদি যত সজল-নয়নে।
আনন্দে বিহ্বল হৈল প্রভুর কীর্ত্তনে॥
শুনহ চল্লিশ পদ প্রভুর কীর্ত্তন।
যে বিকারে নাচে প্রভু জগত-জীবন॥

ভাটিয়ারি রাগ।

চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে।
বিহ্বল হইলা সব পারিষদ সঙ্গে॥
হরি রাম রাম রাম॥ ধ্রু॥

যখন কান্দয়ে প্রভু প্রহরেক কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ তাহা নাহি বান্ধে॥
সে ক্রন্দন দেখি হেন কোন্ কাষ্ঠ আছে।
না পড়ে বিহ্বল হৈয়া সে প্রভুর পাছে॥
যখন হাসয়ে প্রভু মহা অট্টহাস।
সেই হয় প্রহরেক আনন্দ-বিলাস॥
দাস্যভাবে প্রভু নিজ-মহিমা না জানে।
জিনিলোঁ জিনিলোঁ বলি উঠে ঘনে ঘনে॥

তথাহি—

জিতং জিতমিতি অতিহর্ষেণ কদাচিদ্‌যুক্তো
বদতি তদনুকরণং করোতি জিতং জিতমিতি।

ক্ষণে ক্ষণে আপনে যে গায় উচ্চধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর।
ধরিতে সমর্থ কেহো নহে অনুচর॥
ক্ষণে হয় তূলা হৈতে অত্যন্ত পাতল।
হরিষে করিয়া কান্ধে বুলয়ে সকল॥
প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবতগণ।
পূর্ণানন্দ হই করে অঙ্গনে ভ্রমণ॥
যখনে বা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কর্ণমূলে সবে 'হরি' বলে অতি ভীত॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে হয় মহাকম্প।
মহা-শীতে বাজে যেন বালকের দন্ত॥
ক্ষণে ক্ষণে মহা-স্বেদ হয় কলেবরে।
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে॥
কখনো বা দেখি অঙ্গ জ্বলন্ত অনল।
দিতে মাত্র মলয়জ শুকায় সকল॥
ক্ষণে ক্ষণে অদভুত বহে মহাশ্বাস।
সম্মুখ ছাড়িয়া সবে হয় একপাশ॥

ক্ষণে যায় সবার চরণ ধরিবারে।
পলায় বৈষ্ণবগণ চারিদিগে ডরে॥
ক্ষণে নিত্যানন্দ-অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বসে।
চরণ তুলিয়া সবাকারে চাহি হাসে॥
বুঝিয়া ইঙ্গিত সব ভাগবতগণ।
লুটয়ে চরণ-ধুলি—অপূর্ব্ব রতন॥
আচার্য্য-গোসাঞি বলে আরে আরে চোরা।
ভাঙ্গিল সকল তোর ভারি-ভূরি মোরা॥
মহানন্দে বিশ্বম্ভর গড়াগড়ি যায়।
চারিদিগে ভক্তগণ কৃষ্ণ-গুণ গায়॥
যখন উদ্দণ্ড প্রভু নাচে বিশ্বম্ভর।
পৃথিবী কম্পিত হয়, সবে পায় ডর॥
কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর॥
কখনো বা করে কোটি সিংহের হুঙ্কার।
কর্ণ-রক্ষা-হেতু—সবে অনুগ্রহ তাঁর॥
পৃথিবীর আলগ হইয়া ক্ষণে যায়।
কেহো দেখে কেহো বা দেখিতে নাহি পায়॥
ভাবাবেশে পাকল-লোচনে যারে চায়।
মহাত্রাস পায় সেই হাসিয়া পলায়॥
কৃষ্ণাবেশে চঞ্চল হইয়া বিশ্বম্ভর।
নাচেন বিহ্বল হৈয়া নাহি পরাপর॥
ভাবাবেশে একবার ধরে যার পায়।
আর বার পুন তার উঠয়ে মাথায়॥
ক্ষণে যার গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণেকে তাহার কান্ধে করে আরোহণ॥
ক্ষণে হয় বাল্যভাবে পরম চঞ্চল।
মুখ-বাদ্য বায় যেন ছাওয়াল সকল॥
চরণ নাচায় ক্ষণে খল খল হাসে।
জানুগতি চলে ক্ষণে বালক-আবেশে॥

ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাব ত্রিভঙ্গ-সুন্দর।
প্রহরেক সেইমত আছে বিশ্বম্ভর॥
ক্ষণে ধ্যান করে কর-মুরলীর ছন্দ।
সাক্ষাত দেখিয়ে যেন বৃন্দাবনচন্দ্র॥
বাহ্য পাই দাস্যভাবে করয়ে ক্রন্দন।
দন্তে তৃণ করি চাহে চরণ-সেবন॥
চক্রাকৃতি হই ক্ষণে প্রহরেক ফিরে।
আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ-শিরে॥
যখন যে ভাব হয় সেই অদভুত।
নিজ-নামানন্দে নাচে জগন্নাথ-সুত॥
ঘন ঘন হিক্কা হয়, সর্ব্ব অঙ্গ নড়ে।
না পারে হইতে স্থির, পৃথিবীতে পড়ে॥
গৌরবর্ণ দেহ ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি।
ক্ষণে ক্ষণে দুইগুণ হয় দুই আঁখি॥
অলৌকিক হৈয়া প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
যে বলিতে যোগ্য নহে তাহা প্রভু ভাষে॥
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি 'প্রভু' করি বলে।
'এ বেটা আমার দাস'—ধরে তার চুলে॥
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি ধরয়ে চরণ।
তার বক্ষে উঠি করে চরণ অর্পণ॥
প্রভুর আনন্দ দেখি ভাগবতগণ।
অন্যোন্যে গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
আনন্দে গায়েন 'কৃষ্ণ' সবে হই ভোলা॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে সব হইল মিশাল॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ॥
এ কোন্ অদ্ভুত—যার সেবকের নৃত্য।
সর্ব্ব বিঘ্ন নাশ হয়—জগত পবিত্র॥

সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে
ইহার কি ফল কিবা বলিব পুরাণে ॥
চতুর্দ্দিগে শ্রীহরি-মঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ॥
যার নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যার রসে নাচে শিব সে নাচে আপনে ॥
যার নামে বাল্মীকি হইলা তপোধন।
যার নামে অজামিল পাইল মোচন ॥
যার নাম-শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে ॥
যার নাম লই শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্র-বদন প্রভু যার গুণ গায় ॥
সর্ব্ব-মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে—দেখে যত ভাগ্যবান্।
হইল পাপিষ্ঠ—জন্ম তখন না হইল।
হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল
কলিযুগ প্রশংসিল শ্রীভাগবতে।
এই অভিপ্রায় তার জানি ব্যাস-সুতে ॥
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তাল শুনি অতি মনোহর ॥
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায় ॥
কতি গেল গরুড়ের আরোহণ-সুখ।
কতি গেল শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-রূপ ॥
কোথায় রহিল সুখ অনন্ত-শয়ন।
দাস্য-ভাবে ধূলি লুটি করয়ে রোদন ॥
কোথায় রহিল বৈকুণ্ঠের সুখভার।
দাস্য-সুখে সব সুখ পাসরিল আর ॥
কতি গেল রমার বদন-দৃষ্টি-সুখ।
বিরহী হইয়া কান্দে তুলি বাহু মুখ ॥

শঙ্কর নারদ আদি যাঁর দাস্য পাঞা।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য তিরস্করি ভ্রমে দাস হঞা ॥
সেই প্রভু আপনার দন্তে তৃণ করি।
দাস্য-যোগ মাগে সব সুখ পরিহরি ॥
হেন দাস্য-যোগ ছাড়ি যেবা আর চায়।
অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ লাগি ধায় ॥
সে বা কেনে ভাগবত পড়ে বা পড়ায়।
ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায় ॥
শাস্ত্রের না জানি মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে ॥
এইমত শাস্ত্র বহে, অর্থ নাহি জানে।
অধম-সভায় অর্থ অধম বাখানে ॥
বেদে ভাগবতে কহে 'দাস্য বড় ধন'।
দাস্য লাগি রমা অজ ভবের যতন ॥
চৈতন্যের বাক্যে যার নাহিক প্রমাণ।
চৈতন্য নাহিক তার, কি বলিব আন ॥
দাস্য-ভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চৌদিকে কীর্ত্তন-ধ্বনি অতি মনোহর ॥
শুনিতে শুনিতে ক্ষণে হয় মূরছিত।
তৃণ করে তখনে অদ্বৈত উপনীত ॥
আপাদ-মস্তক তৃণে নিছিয়া লইয়া।
নিজ-শিরে থুই নাচে ভ্রুকুটি করিয়া ॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি সবার তরাস।
নিত্যানন্দ গদাধর—দুই জনে হাস ॥
নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগত-জীবন।
আবেশের অন্ত নাহি—হয় ঘনেঘন ॥
যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে।
হেন সব বিকার প্রকাশে শচী-সুতে ॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি।
তিলার্দ্ধেকো নোঙাইতে নাহিক শকতি ॥

সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেন মত হয়।
অস্থিমাত্র নাহি যেন নবনীতময় ॥
কখনো দেখিয়ে অঙ্গ গুণ তুই তিন।
কখনো স্বভাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ ॥
কখনো বা মত্ত যেন ঢুলি ঢুলি যায়।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ, আনন্দ সদায় ॥
সকল বৈষ্ণব প্রভু দেখি একে একে।
ভাবাবেশে পূর্ব্ব নাম ধরি ধরি ডাকে ॥
হলধর, শিব, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ।
রমা, অজ, উদ্ধব বলিয়া করে নাদ ॥
এইমত সবা দেখি নানামত বলে।
যেবা যেই বস্তু তাহা প্রকাশয়ে ছলে ॥
অপরূপ কৃষ্ণাবেশ অপরূপ নত্য।
আনন্দে নয়ন ভরি দেখে সব ভৃত্য ॥
পূর্ব্বে যেই সান্তাইল বাড়ীর ভিতরে।
সেই মাত্র দেখে, অন্যে প্রবেশিতে নারে ॥
প্রভুর আজ্ঞায় দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার।
প্রবেশিতে নারে অন্য লোক নদীয়ার ॥
ধাইয়া আইসে লোক কীর্ত্তন শুনিয়া।
প্রবেশিতে নারে, সবে দ্বারেতে রহিয়া ॥
সহস্র সহস্র লোক কলরব করে।
কীর্ত্তন দেখিব—ঝাট ঘুচাহ তুয়ারে ॥
যতেক বৈষ্ণব সব কীর্ত্তনের রসে।
না জানে আপন দেহ অন্য বোল কিসে ॥
যতেক পাষণ্ডী সব না পাইয়া দ্বার।
বাহিরে থাকিয়া মন্দ বলয়ে অপার ॥
কেহো বলে এ গুলা সকল নাকি খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ—দ্বার না ঘুচায় ॥
কেহো বলে সত্য সত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কেমতে ডাকে এ অষ্ট প্রহর ॥
কেহো বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া ॥
কেহো বলে ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত ॥
কেহো বলে হেন বুঝি পূর্ব্ব সংস্কার।
কেহো বলে সঙ্গদোষ হইল তাহার ॥
নিয়ামক বাপ নাহি, তাতে আছে বাই।
এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাই ॥
কেহো বলে পাসরিল সব অধ্যয়ন।
মাসেক না চাহিলে হয় 'অবৈয়াকরণ' ॥
কেহো বলে আরে ভাই সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল ॥
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেকে তুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ ॥
কেহো বলে কালি হউ যাইব দেয়ানে।
কাঁকালি বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে ॥
যে না ছিল রাজ্য-দেশে আনিয়া কীর্ত্তন।
তুর্ভিক্ষ হইল—সব গেল চিরন্তন ॥
দেবে হরিলেক বৃষ্টি—জানিল নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয় ॥
থলিয়াতি শ্রীবাসের কালি করোঁ কার্য্য।
কালি বা কি করোঁ দেখ অদ্বৈত আচার্য্য ॥
কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি করে এতরূপ ॥
এই মত নানারূপে দেখায়েন ভয়।
আনন্দে বৈষ্ণব সব কিছু না শুনয় ॥

কেহো বলে ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য ধর্ম্ম।
পড়িয়াও এ গুলা করয়ে হেন কর্ম্ম॥
কেহো বলে এ গুলা দেখিতে না জুয়ায়।
এ গুলার সম্ভাষে সকল কীর্ত্তি যায়॥
ও নৃত্য কীর্ত্তন যদি ভাল লোক দেখে।
সেহো এইমত হয় দেখ পরতেকে॥
পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্ডিত।
এ গুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত॥
কেহো বলে 'আত্মা' বিনা সাক্ষাত করিয়া।
ডাকিলে কি কার্য্য হয়, না জানিল ইহা॥
আপন শরীর মাঝে আছে নিরঞ্জন।
ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া বন॥
কেহো বলে কোন্ কার্য্য পরেরে চর্চ্চিয়া।
চল সবে ঘরে যাই, কি কার্য্য দেখিয়া॥
কেহো বলে না দেখিল নিজ-কর্ম্ম-দোষে।
সে সব সুকৃতি তা সবারে বলি কিসে॥
সকল পাষণ্ডী তারা এক-চাপ হঞা।
এহো সেই গণ হেন বুঝি যায় ধাঞা॥
ও কীর্ত্তন না দেখিলে কি হইবে মন্দ।
জন শত বেড়ি যেন করে মহাদ্বন্দ্ব॥
কোন্ জপ কোন্ তপ কোন্ তত্ত্বজ্ঞান।
তাহা না দেখিয়ে করি নিজ কর্ম্ম ধ্যান॥
চাল কলা দুগ্ধ দধি একত্র করিয়া।
জাতি নাশ করি খায় একত্র হইয়া॥
পরিহাসে আসি সবে দেখিবার তরে।
দেখি ও পাগলগুলা কোন্ কর্ম্ম করে॥
এতেক বলিয়া সবে চলিলেন ঘরে।
এক যায়, আর আসি বাজয়ে দুয়ারে॥
পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি সব হাসিয়া পড়য়॥
পুন ধরি লই যায় যেবা নাহি দেখে।
কেহো বা নিবৃত্ত হয় কারো অনুরোধে॥
কেহো বলে ভাল এই দেখিল শুনিল।
নিমাঞি লইয়া সব পাগল হইল॥
দুর্দ্দুরি উঠিয়া আছে শ্রীবাসের বাড়ী।
দুর্গোৎসবে যেন সাড়ি দেই হুড়াহুড়ি॥
'হই হই হায় হায়' এই মাত্র শুনি।
ইহা সবা হৈতে হৈল অপযশ-বাণী॥
মহা মহা ভট্টাচার্য্য সহস্র হেথায়।
হেন ঢাঙ্গাইত-গুলা বসে নদীয়ায়॥
শ্রীবাস বামনা এই নদীয়া হইতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি নিয়া ফেলাইমু স্রোতে॥
ও বামন ঘুচাইলে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥
এইমত পাষণ্ডী করয়ে কোলাহল।
তথাপিহ মহাভাগ্যবন্ত সে সকল॥
প্রভু সঙ্গে একত্র জন্মিলা এক গ্রামে।
দেখিলেক শুনিলেক সে সব বিধানে॥
চৈতন্যের গণ সব মত্ত কৃষ্ণ-রসে।
বহির্ম্মুখ-বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে॥
'জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী'।
অহর্নিশ গায় সবে হই কুতূহলী॥
অহর্নিশ ভক্ত সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর।
শ্রান্তি নাহি কারো সব সত্ত্ব-কলেবর॥
বৎসরেক নাম মাত্র, কত যুগ গেল।
চৈতন্য-আনন্দে কেহো কিছু না জানিল॥
যেন মহা-রাস-ক্রীড়া—কত যুগ গেল।
তিলার্দ্ধেক হেন সব গোপিকা মানিল॥
এইমত অচিন্ত্য কৃষ্ণের পরকাশ।
ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস॥

এইমতে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিশি অবশেষ মাত্র সে এক প্রহর॥
শালগ্রাম শিলা সব নিজ-কোলে করি।
উঠিলা চৈতন্যচন্দ্র খট্টার উপরি॥
মড় মড় করে খট্টা বিশ্বম্ভর-ভরে।
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে॥
অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায়।
না ভাঙ্গিল খট্টা, দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥
চৈতন্য-আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্ত্তন।
কহে আপনার তত্ত্ব করিয়া গর্জ্জন॥
কলিযুগে মুঞি কৃষ্ণ মুঞি নারায়ণ।
মুঞি সেই ভগবান্ দেবকী-নন্দন॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি মাঝে মুঞি নাথ।
যত গাও সেই মুঞি, তোরা মোর দাস॥
তো সবার লাগিয়া আমার অবতার।
তোরা যেই দেহ সেই আমার আহার॥
আমারে সে দিয়া আছ সব উপহার।
শ্রীবাস বলেন প্রভু সকল তোমার॥
প্রভু বলে মুঞি ইহা খাইমু সকল।
অদ্বৈত বলয়ে প্রভু বড়ই মঙ্গল॥
করে করে প্রভুরে যোগায় সব দাসে।
আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে॥
দধি খায়, দুগ্ধ খায়, নবনীত খায়।
'আর কি আছয়ে আন' বলয়ে সদায়॥
বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা-ম্রক্ষিত।
মুদগ নারিকেল-জল শস্যের সহিত॥
কদলক চিপীটক ভর্জ্জিত তণ্ডুল।
আর বার আন বলে খাইয়া বহুল॥
ব্যবহারে দুই শত জনের আহার।
নিমিষে খাইয়া বলে কি আছয়ে আর॥
প্রভু বলে আন আন এথা কিছু নাঞি।
ভক্ত সব ত্রাস পাই স্মঙরে গোসাঞি॥
করযোড় করি সভে কয় ভয়-বাণী।
তোমার মহিমা প্রভু আমরা কি জানি॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাহার উদরে।
তারে কি করিব এই ক্ষুদ্র উপহারে॥
প্রভু বলে ক্ষুদ্র নহে ভক্ত-উপহার।
ঝাট আন ঝাট আন কি আছয়ে আর॥
কর্পূর তাম্বুল আছে শুনহ গোসাঞি।
প্রভু বলে তাই দেহ কিছু চিন্তা নাঞি॥
আনন্দ হইল, ভয় গেল সবাকার।
যোগায় তাম্বুল সবে যার অধিকার॥
হরিষে তাম্বুল যোগায়েন সর্ব্ব দাসে।
হস্ত পাতি লয় প্রভু, সবা প্রতি হাসে॥
অন্তর গম্ভীর প্রভু ক্ষণে ক্ষণে হাসে।
সকল ভক্তের চিত্তে লাগয়ে তরাসে॥
দুই চক্ষু পাক দিয়া করয়ে হুঙ্কার।
'নাঢ়া নাঢ়া নাঢ়া' প্রভু বলে বারবার॥
মহা-শাস্তিকর্ত্তা হেন ভক্ত সব দেখে।
হেন শক্তি নাহি কারো হইব সম্মুখে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শিরে ধরে ছাতি।
যোড়-করে অদ্বৈত সম্মুখে করে স্তুতি॥
মহা-ভয়ে যোড়হাতে সব ভক্তগণ।
হেট-মাথা করি চিন্তে চৈতন্য-চরণ॥
এ ঐশ্বর্য্য শুনিতে যাহার হয় সুখ।
অবশ্য দেখিব সেই চৈতন্য-শ্রীমুখ॥
যেখানে যে আছে সে আছয়ে সেইখানে।
তদূর্দ্ধে হইতে কেহো নারে আজ্ঞা বিনে॥
'বর মাগ' বলে অদ্বৈতের মুখ চাহি।
তোর লাগি অবতার মোর এই ঠাঞি॥

এইমত সব ভক্ত দেখিয়া দেখিয়া।
'মাগ মাগ' বলে প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥
এইমত প্রভু নিজ-ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
দেখি ভক্তগণ সুখ-সিন্ধু মাঝে ভাসে॥
অচিন্ত্য চৈতন্য-রঙ্গ বুঝনে না যায়।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য করি পুন মূর্চ্ছা পায়॥
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
দাস্য-ভাব প্রকাশ করয়ে অনুক্ষণ॥
গলা ধরি কান্দে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
সবারে সম্ভাষে 'ভাই' 'বান্ধব' বলিয়া॥
লখিতে না পারে কেহো হেন মায়া করে
ভৃত্য বিনু তাঁর তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে॥
প্রভুর চরিত্র দেখি হাসে ভক্তগণ।
সভেই বলেন 'অবতীর্ণ নারায়ণ'॥
কতক্ষণ থাকি প্রভু খট্টার উপর।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর॥
ধাতু মাত্র নাহি, পড়িলেন পৃথিবীতে।
দেখি সব পারিষদ কান্দে চারিভিতে॥
সর্ব্ব ভক্তগণে যুক্তি করিতে লাগিলা।
আমা সবা ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিলা॥
যদি প্রভু এমত নিষ্ঠুর ভাব করে।
আমরাও এইক্ষণে ছাড়িব শরীরে॥
এতেক চিন্তিতে সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি।
বাহ্য প্রকাশিয়া করে মহা হরিধ্বনি॥
সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ-কোলাহল।
না জানি কে কোন্ দিগে হইলা বিহ্বল।
এইমত আনন্দ হয় নবদ্বীপ-পুরে।
প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥
এ সকল পুণ্য-কথা যে করে শ্রবণ।
ভক্ত সঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহে তার মন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ঐশ্বর্য্য-
প্রকাশাদি-বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবম অধ্যায়।

গৌরনিধি সন্ন্যাসি-বেশ-ধারী।
অখিল-ভুবন-অধিকারী॥ ধ্রু॥

জয় জগন্নাথ-শচী-নন্দন চৈতন্য।
জয় গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন ধন্য॥
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রাণধন॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-হরিদাস-প্রাণ।
জয় বক্রেশ্বর-পুণ্ডরীক-প্রেমধাম॥
জয় বাসুদেব-শ্রীগর্ভের প্রাণনাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত॥
ভক্ত-গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই শুন এক-চিত্তে।
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বিহরে যেমতে॥
এবে শুন চৈতন্যের মহা-পরকাশ।
যঁহি সর্ব্ব বৈষ্ণবের সিদ্ধি অভিলাষ॥
'সাত-প্রহরিয়া-ভাব' লোকে খ্যাতি যার
যঁহি প্রভু হইলেন সর্ব্ব অবতার॥
অদ্ভুত ভোজন যঁহি অদ্ভুত প্রকাশ।
জনে জনে বিষ্ণুভক্তি-দানের বিলাস॥

রাজরাজেশ্বর-অভিষেক সেই দিনে।
করিলেন প্রভুরে সকল ভক্তগণে॥
একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন শ্রীনিবাস-পণ্ডিতের ঘর॥
সঙ্গে নিত্যানন্দচন্দ্র পরম বিহ্বল।
অল্পে অল্পে ভক্তগণ মিলিলা সকল॥
আবেশিত-চিত্ত মহাপ্রভু গৌররায়।
পরম ঐশ্বর্য্য করি চতুর্দ্দিগে চায়॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
উচ্চস্বরে চতুর্দ্দিগে করেন কীর্ত্তন॥
অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্যভাবে।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিয়া পুন ভাঙ্গে॥
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে॥
আর সব দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া॥
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে ছাড়ি সর্ব্ব মায়া।
বসিলা প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া॥
যোড়হস্তে সম্মুখে সকল ভক্তগণ।
রহিলেন পরম-আনন্দযুক্ত-মন॥
কি অদ্ভুত সন্তোষের হইল প্রকাশ।
সভেই বাসেন যেন বৈকুণ্ঠ-বিলাস॥
প্রভুও বসিলা যেন বৈকুণ্ঠের নাথ।
তিলার্দ্ধেকো মায়া মাত্র নাহিক কোথাত
আজ্ঞা হৈল বল মোর অভিষেক-গীত।
শুনি গায় ভক্তগণ হই হরষিত॥
অভিষেক শুনি প্রভু মস্তক ঢুলায়।
সবারে করেন কৃপা-দৃষ্টি অমায়ায়॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
অভিষেক করিতে সবার হৈল মন॥

সর্ব্ব ভক্তগণে বহি আনে গঙ্গাজল।
আগে ছাঁকিলেন দিব্য বসনে সকল॥
শেষে শ্রীকর্পূর চতুঃসম আদি দিয়া।
সজ্জ করিলেন সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া॥
মহা জয়-জয়-ধ্বনি শুনি চারিভিতে।
অভিষেক-মন্ত্র সবে লাগিলা পড়িতে॥
সর্ব্বারাধ্য নিত্যানন্দ 'জয় জয়' বলি।
প্রভুর শ্রীশিরে জল দিলা কুতূহলী॥
অদ্বৈত শ্রীবাস আদি যতেক প্রধান।
পড়িয়া পুরুষসূক্ত করায়েন স্নান॥
গৌরাঙ্গের ভক্ত সব মহা মন্ত্রবীত।
মন্ত্র পড়ি জল ঢালে হই হরষিত॥
মুকুন্দাদি গায় অভিষেক-সুমঙ্গল।
কেহো কান্দে কেহো নাচে, আনন্দে বিহ্বল॥
পতিব্রতাগণ করে জয়জয়কার।
আনন্দস্বরূপ দেহ হইল সবার॥
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
ভৃত্যগণে জল ঢালে শিরের উপর॥
নাম মাত্র অষ্টোত্তর-শত ঘট জল।
সহস্র ঘটেও অন্ত না পাই সকল॥
দেবতা সকলে ধরি নরের আকৃতি।
গুপ্তে অভিষেক করে যে হয় সুকৃতি॥
যার পাদপদ্মে জলবিন্দু দিলে মাত্র।
সেহো ধ্যানে, সাক্ষাতে কে দিতে আছে পাত্র॥
তথাপিহ তারে নাহি যমদণ্ড হয়।
হেন প্রভু সাক্ষাতে সবার জল লয়॥
শ্রীবাসের দাস-দাসীগণে আনে জল।
প্রভু স্নান করে—ভক্ত-সেবার এই ফল॥
জল আনে এক ভাগ্যবতী 'দুঃখী' নাম।
আপনে ঠাকুর দেখি বলে আন আন॥

আপনে ঠাকুর তার ভক্তিযোগ দেখি।
'দুঃখী' নাম ঘুচাইয়া থুইলেন 'সুখী' ॥
নানা বেদ-মন্ত্র পড়ি সর্ব্ব ভক্তগণ।
স্নান করাইয়া অঙ্গ করিলা মার্জ্জন ॥
পরিধান করাইলা নূতন বসন।
শ্রীঅঙ্গে লেপিলা দিব্য সুগন্ধি চন্দন ॥
বিষ্ণু-খট্টা পাতিলেন উপস্কার করি।
বসিলেন প্রভু নিজ-খট্টার উপরি ॥
ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ-রায়।
কোন ভাগ্যবন্ত রহি চামর ঢুলায় ॥
পূজার সামগ্রী লই সর্ব্ব ভক্তগণ।
পূজিতে লাগিলা নিজ-প্রভুর চরণ ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী গন্ধ পুষ্প ধূপ।
প্রদীপ নৈবেদ্য বস্ত্র যথা অনুরূপ ॥
যজ্ঞ-সূত্র যথাশক্তি বস্ত্র অলঙ্কারে।
পূজিলেন করিয়া ষোড়শ উপচারে ॥
চন্দনে করিয়া লিপ্ত তুলসী-মঞ্জরী।
পুনঃপুন দেন সবে চরণ উপরি ॥
দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রের বিধিমতে।
পূজা করি সবে স্তব লাগিলা পড়িতে ॥
অদ্বৈতাদি আসি যত পার্ষদ প্রধান।
পড়িলা চরণে করি দণ্ড পরণাম ॥
প্রেমনদী বহে সর্ব্বগণের নয়নে।
স্তুতি করে সবে প্রভু অমায়ায় শুনে ॥
জয় জয় জয় সর্ব্ব জগতের নাথ।
তপ্ত জগতেরে কর শুভ-দৃষ্টিপাত ॥
জয় আদিহেতু জয় জনক সবার।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ-অবতার ॥
জয় জয় বেদধর্ম্ম-সাধুজন-ত্রাণ।
জয় জয় আব্রহ্ম-স্তম্বের মূল প্রাণ ॥
জয় জয় পতিত-পাবন গুণসিন্ধু।
জয় জয় পরম-শরণ দীন-বন্ধু ॥
জয় জয় ক্ষীরসিন্ধু মধ্যে গোপবাসী।
জয় জয় ভক্ত হেতু প্রকট-বিলাসী ॥
জয় জয় অচিন্ত্য অগম্য আদি-তত্ত্ব।
জয় জয় পরম কোমল শুদ্ধ-সত্ত্ব ॥
জয় জয় বিপ্রকুল-পাবন-ভূষণ।
জয় বেদ-ধর্ম্ম আদি সবার জীবন ॥
জয় জয় অজামিল-পতিত-পাবন।
জয় জয় পূতনা-দুষ্কৃতি-বিমোচন
জয় জয় অদোষ-দরশী রমাকান্ত
এইমত স্তুতি করে সকল মহান্ত ॥
পরম প্রকট রূপ প্রভুর প্রকাশ।
দেখি পরানন্দে ডুবিলেন সর্ব্ব দাস ॥
সর্ব্ব মায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীচরণ দিলেন—পূজয়ে ভক্তবৃন্দ ॥
দিব্য গন্ধ আনি কেহো লেপে শ্রীচরণে।
তুলসী কমলে মেলি পূজে কোন জনে ॥
কেহো রত্ন-সুবর্ণ-রজত-অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার ॥
পট্ট-নেত শুক্ল নীল সুপীত বসন।
পাদপদ্মে দিয়া নমস্করে সর্ব্বজন ॥
নানাবিধ ধাতুপাত্র দেই সর্ব্বজনে।
না জানি কতেক আসি পড়ে শ্রীচরণে ॥
যে চরণ পূজিবারে সবার ভাবনা।
অজ রমা শিবে করে যে লাগি কামনা ॥
বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে তাহা পূজে।
এইমত ফল হয় বৈষ্ণব যে ভজে ॥
দূর্ব্বা ধান্য তুলসী লইয়া সর্ব্ব জনে।
পাইয়া অভয় সবে দেন শ্রীচরণে ॥

নানাবিধ ফল আনি দেন পদতলে।
গন্ধ পুষ্প চন্দন চরণে কেহো ঢালে॥
কেহো পূজে করিয়া ষোড়শ উপচারে।
কেহো বা ষড়ঙ্গ-মতে—যেন স্ফুরে যারে।
কস্তুরী কুঙ্কুম শ্রীকর্পূর ফাগুধূলী।
সবে শ্রীচরণে দেই হই কুতূহলী॥
চম্পক মল্লিকা কুন্দ কদম্ব মালতী।
নানা পুষ্পে শোভে শ্রীচরণ-নখ-পাঁতি॥
পরম প্রকাশ—বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
'কিছু দেহ খাই' প্রভু চাহেন আপনি॥
হস্ত পাতে প্রভু সব দেখি ভক্তগণ।
যে যেমতে দেই সব করেন ভোজন॥
কেহো দেই কদলক কেহ দিব্য মুদ্গ।
কেহো দধি ক্ষীর বা নবনী কেহো দুগ্ধ॥
প্রভুর শ্রীহস্তে সব দেই ভক্তগণ।
অমায়ায় মহাপ্রভু করেন ভোজন॥
ধাইলা সকল গণ নগরে নগরে।
কিনিয়া উত্তম দ্রব্য আনেন সত্বরে॥
কেহো দিব্য নারিকেল উপস্কার করি।
শর্করা সহিত দেই শ্রীহস্ত উপরি॥
নানাবিধ প্রকার সন্দেশ দেই আনি।
শ্রীহস্তে লইয়া প্রভু খায়েন আপনি॥
কেহো দেই মেওয়া ক্ষিরা কর্কটিকা ফল
কেহো দেই ইক্ষু কেহো দেই গঙ্গাজল॥
দেখিয়া প্রভুর অতি আনন্দ-প্রকাশ।
দশবার পাঁচবার দেই একো দাস॥
শত শত জনে বা কতেক দেই জল।
মহাযোগেশ্বর পান করেন সকল॥
সহস্র সহস্র ভাণ্ডে দধি ক্ষীর দুগ্ধ।
সহস্র সহস্র কান্দি কলা কত মুদ্গ॥

কতেক বা সন্দেশ কতেক ফল মূল।
কতেক সহস্র বাটা কর্পূর তাম্বূল॥
কি অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র।
'কেমতে খায়েন' নাহি জানে ভক্তবৃন্দ॥
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায়েন সন্তোষে।
খাইয়া সবার জন্ম-কর্ম্ম কহে শেষে॥
ততক্ষণে সে ভক্তের হয় স্মঙরণ।
সন্তোষে আছাড় খায় করিয়া ক্রন্দন॥
শ্রীবাসেরে বলে আরে পড়ে তোর মনে।
ভাগবত শুনিলা যে দেবানন্দ-স্থানে॥
পদে পদে ভাগবত প্রেম-রসময়।
শুনিয়া দ্রবিল অতি তোমার হৃদয়॥
উচ্চস্বর করি তুমি লাগিলা কান্দিতে।
বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িলা ভূমিতে॥
অবোধ পড়ুয়া ভক্তিযোগ না বুঝিয়া।
বল্লয়ে কান্দয়ে কেনে না বুঝিল ইহা॥
বাহ্য নাহি জান তুমি প্রেমের বিকারে।
পড়ুয়া তোমারে নিল বাহির দুয়ারে॥
দেবানন্দ ইথে না করিল নিবারণ।
গুরু যথা অজ্ঞ—সেইমত শিষ্যগণ॥
বাহির দুয়ারে তোমা এড়িল টানিঞা।
তবে তুমি আইলা পরম দুঃখ পাঞা॥
দুঃখ পাই মনে তুমি বিরলে বসিলা।
আরবার ভাগবত চাহিতে লাগিলা॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ শ্রীবৈকুণ্ঠ হৈতে।
আবির্ভাব হইলাম তোমার দেহেতে॥
তবে আমি এই তোর হৃদয়ে বসিয়া।
কান্দাইনু আপনার প্রেমযোগ দিয়া॥
আনন্দ হইল দেহ শুনি ভাগবত।
সব তিতি স্থান হৈল বরিষার মত॥

অনুভব পাইয়া বিহ্বল শ্রীনিবাস।
গড়াগড়ি যায় কান্দে বহে ঘনশ্বাস॥
এইমত অদ্বৈতাদি যতেক বৈষ্ণব।
সবারে দেখিয়া করায়েন অনুভব॥
আনন্দ-সাগরে মগ্ন সব ভক্তগণ।
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল চর্ব্বণ॥
কোন ভক্ত নাচে কেহো করে সঙ্কীর্ত্তন।
কেহো বলে জয় জয় শ্রীশচীনন্দন॥
কদাচিত যে ভক্ত না থাকে সেই স্থানে।
আজ্ঞা করি প্রভু তারে আনায় আপনে॥
'কিছু দেহ খাই' বলি পাতেন শ্রীহস্ত।
যেই যাহা দেন তাহা খায়েন সমস্ত॥
খাইয়া বলেন প্রভু তোর মনে আছে।
অমুক নিশায় আমি বসি তোর কাছে॥
বিপ্ররূপে তোর জ্বর করিলাম নাশ।
শুনিয়া বিহ্বল হঞা পড়ে সেই দাস॥
গঙ্গাদাসে দেখি বলে তোর মনে জাগে।
রাজ-ভয়ে পলাইস্ যবে নিশাভাগে॥
সর্ব্ব পরিকর সনে আসি খেয়াঘাটে।
কোথাও নাহিক নৌকা পড়িলা সঙ্কটে॥
রাত্রি শেষ হৈল, তুমি নৌকা না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া॥
মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।
গাঙ্গে প্রবেশিতে মন হইল তোমার॥
তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে।
গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে॥
তবে তুমি নৌকা দেখি সন্তোষ হইলা।
অতিশয় প্রীত করি কহিতে লাগিলা॥
আরে ভাই আমারে রাখহ এইবার।
জাতি প্রাণ ধন যত সকল তোমার॥
রক্ষা কর পরিকর সঙ্গে কর পার।
এক তঙ্কা এক জোড় বস্ত্র সে তোমার॥
তবে তোমা সঙ্গে পরিকর করি পার।
তবে নিজ-বৈকুণ্ঠে গেলাম আরবার॥
শুনি ভাসে গঙ্গাদাস আনন্দ-সাগরে।
হেন লীলা করে প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দরে॥
গঙ্গায় হইতে পার চিন্তিলে আমারে।
মনে পড়ে পার আমি করিল তোমারে॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত দাস গড়াগড়ি যায়।
এইমত কহে প্রভু অতি অমায়ায়॥
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর॥
কোন প্রিয়তম করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন।
শ্রীকেশ সংস্কার করে অতি প্রিয়তম॥
তাম্বূল যোগায় কোন অতি প্রিয় ভৃত্য।
কেহো গায় কেহো বা সম্মুখে করে নৃত্য॥
এইমত সকল দিবস পূর্ণ হৈল।
সন্ধ্যা আসি পরম কৌতুকে প্রবেশিল॥
ধূপ দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ।
অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন শ্রীচরণ॥
শঙ্খ ঘণ্টা করতাল মন্দিরা মৃদঙ্গ।
বাজায়েন বহুবিধ উঠিল আনন্দ॥
অমায়ায় বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র।
কিছু নাহি বলে যত করে ভক্তবৃন্দ॥
নানাবিধ পুষ্প সবে পাদপদ্মে দিয়া।
'ত্রাহি প্রভু' বলি পড়ে দণ্ডবত হঞা॥
কেহো কাকু করে কেহো করে জয়ধ্বনি।
চতুর্দ্দিগে আনন্দ-ক্রন্দন মাত্র শুনি॥
কি অদ্ভুত সুখ হৈল নিশার প্রবেশে।
যে আইসে সেই যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে॥

প্রভুর হইল মহা-ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ।
যোড়হস্তে সম্মুখে রহিল সর্ব্ব দাস॥
ভক্ত-অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি।
লীলায় আছেন গৌর-সিংহ কুতূহলী॥
বরোন্মুখ হইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
যোড়হস্তে রহিলেন সব অনুচর॥
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে সর্ব্ব জনে জনে।
অমায়ায় প্রভু কৃপা করেন আপনে॥
আজ্ঞা হৈল "শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন।
আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ-বিধান॥
নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পাঞা।
আসিয়া দেখুক মোরে ঝাট আন গিয়া॥
নগরের অন্তে গিয়া থাকহ বসিয়া।
যে মোরে ডাকয়ে তারে আনহ ধরিয়া॥"
ধাইল বৈষ্ণবগণ প্রভুর বচনে।
আজ্ঞা লই গেলা সেই শ্রীধর-ভবনে॥
সেই শ্রীধরের কিছু শুনহ আখ্যান।
খোলার পসরা করি রাখে নিজ-প্রাণ॥
একবার খোলা গাছি কিনিয়া আনয়।
খানি খানি করি তাহা কাটিয়া বেচয়॥
তাহাতে যে কিছু হয় দিবসে উপায়।
তার অর্দ্ধ গঙ্গায় নৈবেদ্য লাগি যায়॥
অর্দ্ধেক সওদায় হয় নিজ-প্রাণ-রক্ষা।
এই মত হয় বিষ্ণু-ভক্তির পরীক্ষা॥
মহা-সত্যবাদী তিঁহো যেন যুধিষ্ঠির।
যার যেই মূল্য বলে না হয় বাহির॥
মধ্যে মধ্যে যেবা জন তাঁর তত্ত্ব জানে।
তাঁহার বচনে মাত্র দ্রব্যখানি কিনে॥
এইমত নবদ্বীপে আছে মহাশয়।
খোলাবেচা জ্ঞান করি কেহো না চিনয়॥

চারি প্রহর রাত্রি নিদ্রা নাহি কৃষ্ণনামে।
সর্ব্ব রাত্রি হরি বলে দীঘল আহ্বানে॥
যতেক পাষণ্ডী বলে "শ্রীধরের ডাকে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, দুই কর্ণ ফাটে॥
মহা-চাষা বেটা, ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হৈয়া রাত্রি জাগি মরে॥"
এইমত পাষণ্ডী মরয়ে মন্দ বলি।
নিজ কার্য্য করয়ে শ্রীধর কুতূহলী॥
হরি বলি ডাকিতে যে আছয়ে শ্রীধরে।
নিশাভাগে প্রেমযোগে ডাকে উচ্চস্বরে॥
অর্দ্ধ পথ ভক্তগণ গেল মাত্র ধাঞা।
শ্রীধরের ডাক শুনে তথাই থাকিয়া॥
ডাক-অনুসারে গেলা ভাগবতগণ।
শ্রীধরেরে ধরিয়া লইলা ততক্ষণ॥
চল চল মহাশয় প্রভু দেখ সিয়া।
আমরা কৃতার্থ হই তোমা পরশিয়া॥
শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্চ্ছিত।
আনন্দে বিহ্বল হই পড়িলা ভূমিত॥
আথেব্যথে ভক্তগণ লইলা তুলিয়া।
বিশ্বম্ভর-আগে নিল আলগ করিয়া॥
শ্রীধর দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলা।
আয় আয় শ্রীধর বলি ডাকিতে লাগিলা॥
বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন।
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন॥
এহো জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর।
তোমার খোলায় অন্ন খাইনু নিরন্তর॥
তোমার হস্তের দ্রব্য খাইনু বিস্তর।
পাসরিলা আমা সঙ্গে যে কৈলা উত্তর॥
যখনে করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস।
পরম উদ্ধত হেন যখনে প্রকাশ॥

সেহ কালে গূঢ়রূপে শ্রীধরের সঙ্গে।
খোলা কেনা বেচা ছলে কৈল বহু রঙ্গে॥
প্রতিদিন শ্রীধরের পসারেতে গিয়া।
থোড় কলা মূলা খোলা আনেন কিনিয়া॥
প্রতিদিন চারি দণ্ড কলহ করিয়া।
তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্দ্ধ-মূল্য দিয়া॥
সত্যবাদী শ্রীধর যা লৈব তাহা বলে।
অর্দ্ধ-মূল্য দিয়া প্রভু নিজ-হস্তে তোলে॥
উঠিয়া শ্রীধর দাস করে কাড়াকাড়ি।
এইমত শ্রীধর ঠাকুরে হুড়াহুড়ি॥
প্রভু বলে কেনে ভাই শ্রীধর তপস্বি।
অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি॥
আমার হাতের দ্রব্য লহ যে কাড়িয়া।
এতদিন কে আমি না জানিস্ ইহা॥
পরম ব্রহ্মণ্য যে শ্রীধর ক্রুদ্ধ নয়।
বদন দেখিয়া সর্ব্ব দ্রব্য কাড়ি লয়॥
মদনমোহন-রূপ গৌরাঙ্গসুন্দর।
ললাটে তিলক শোভে ঊর্দ্ধ মনোহর॥
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
প্রকৃতি নয়ন দুই পরম চঞ্চল॥
শুক্ল যজ্ঞ-সূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে-হেন কলেবরে॥
অধরে তাম্বূল—হাসে শ্রীধরে চাহিয়া।
আরবার খোলা লয় আপনে তুলিয়া॥
শ্রীধর বলেন শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
ক্ষমা কর মোরে মুঞি তোমার কুক্কুর॥
প্রভু বলে জানি তুমি পরম চতুর।
খোলা-বেচা অর্থ তোমার আছয়ে প্রচুর॥
'আর কি পসার নাহি' শ্রীধর সে বলে।
অল্প কড়ি দিয়া তথা কিন পাতখোলে॥

প্রভু বলে যোগানিয়া আমি নাহি ছাড়ি।
থোড় কলা দিয়া মোরে তুমি লহ কড়ি॥
রূপ দেখি মুগ্ধ হই শ্রীধর সে হাসে।
গালি পাড়ে বিশ্বম্ভর পরম সন্তোষে॥
প্রত্যহ গঙ্গারে দ্রব্য দেহ ত কিনিয়া।
আমারে বা কিছু দিলে মূল্যেতে ছাড়িয়া॥
যে গঙ্গা পূজহ তুমি আমি তার পিতা।
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা॥
কর্ণ ধরি শ্রীধর 'শ্রীবিষ্ণু বিষ্ণু' বলে।
উদ্ধত দেখিয়া তারে দেই পাত খোলে॥
এইমত প্রতিদিন করেন কন্দল।
শ্রীধরের জ্ঞানে বিপ্র পরম চঞ্চল॥
শ্রীধর বলেন মুঞি হারিনু তোমারে।
কড়ি বিনু কিছু দিমু ক্ষমা কর মোরে॥
একখণ্ড খোলা দিমু একখণ্ড থোড়।
একখণ্ড কলা মূলা—আরো দোষ মোর॥
প্রভু বলে ভাল ভাল আর নাহি দায়।
শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায়॥
ভক্তের পদার্থ প্রভু হেন মতে খায়।
কোটি হৈলে অভক্তের উলটি না চায়॥
এই লীলা করিব চৈতন্য প্রভু পাছে।
ইহার কারণে সে শ্রীধরে খোলা বেচে॥
এই লীলা লাগিয়া শ্রীধরে বেচে খোলা।
কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা॥
বিনি প্রভু জানাইলে কেহো নাহি জানে।
সেই কথা প্রভু করাইলা স্মঙরণে॥
প্রভু বলে শ্রীধর দেখহ রূপ মোর।
অষ্টসিদ্ধি দাস আজি করি দেও তোর॥
মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল-শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর॥

হাতেতে মোহন বংশী দক্ষিণে বলরাম।
মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥
কমলা তাম্বূল দেই হস্তের উপরে।
পঞ্চমুখ চতুর্ম্মুখ আগে স্তুতি করে॥
মহা-ফণে ছত্র দেখে শিরের উপরে।
সনক নারদ শুক দেখে স্তুতি করে॥
প্রকৃতি-স্বরূপ সব যোড়হস্ত করি।
স্তুতি করে চতুর্দ্দিগে পরম-সুন্দরী॥
দেখি মাত্র শ্রীধর হইলা মূরছিত।
সেই মত ঢলিয়া পড়িলা পৃথিবীত॥
'উঠ উঠ শ্রীধর' প্রভুর আজ্ঞা হৈল।
প্রভুর বোলেতে শ্রীধর চৈতন্য পাইল॥
প্রভু বলে 'শ্রীধর আমারে কর স্তুতি'।
শ্রীধর বলয়ে 'নাথ মুঞি মূঢ়মতি॥
কোন্ স্তুতি জানোঁ মুঞি ছারের শকতি'।
প্রভু বলে 'তোর বাক্যমাত্র মোর স্তুতি'॥
প্রভুর আজ্ঞায় জগন্মাতা সরস্বতী।
প্রবেশিলা জিহ্বায় শ্রীধর করে স্তুতি॥
জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় নবদ্বীপ-পুরন্দর॥
জয় জয় অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি-নাথ।
জয় জয় শচী-পুণ্যবতী-গর্ভজাত॥
জয় জয় বেদগোপ্য জয় দ্বিজরাজ।
যুগে যুগে ধর্ম্ম পাল' করি নানা সাজ॥
গূঢ়রূপে বেড়াইলা নগরে নগরে।
বিনা তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে॥
তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম তুমি ভক্তি জ্ঞান।
তুমি শাস্ত্র তুমি বেদ তুমি সর্ব্বধ্যান॥
তুমি ঋদ্ধি তুমি সিদ্ধি তুমি যোগ ভোগ।
তুমি শ্রদ্ধা তুমি দয়া তুমি মোহ লোভ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি অগ্নি জল।
তুমি সূর্য্য তুমি বায়ু তুমি ধন বল॥
তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি তুমি অজ ভব।
তুমি বা হইবে কেনে—তোমার এ সব॥
পূর্ব্বে মোর স্থানে তুমি আপনে বলিলা।
তোর গঙ্গা দেখ মোর চরণ-সলিলা॥
তবু মোর পাপ-চিত্তে নহিল স্মরণ।
না জানিনু তোর দুই অমূল্য চরণ॥
যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল নগর।
এখন হইলা নবদ্বীপ-পুরন্দর॥
রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর-ভিতরে।
হেন ভক্তি নবদ্বীপে হইল বাহিরে॥
ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে॥
ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।
ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলে গোপ-রামা॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটি বহে যারে মনে।
সে তুমি শ্রীদাম-গোপ বহিলা আপনে॥
যাহা হ'তে আপনার পরাভব হয়।
সেই বড় গোপ্য, লোক কাহারে না কয়॥
ভক্তি লাগি সর্ব্ব স্থানে পরাভব পাঞা।
জিনিয়া বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া॥
সে মায়া হইল চূর্ণ—আর নাহি লাগে।
হের দেখ সকল ভুবনে ভক্তি মাগে॥
সে কালে হারিলা জন-দুই-চারি-স্থানে।
এ কালে বান্ধিব তোমা সর্ব্ব জনে জনে॥
মহাশুদ্ধা সরস্বতী শ্রীধরের শুনি।
বিস্ময় পাইলা সর্ব্ব বৈষ্ণবাগ্রগণি॥
প্রভু বলে শ্রীধর বাছিয়া মাগ বর।
অষ্ট সিদ্ধি দিমু আজি তোমার গোচর॥

শ্রীধর বলেন প্রভু আরো ভাঁড়াইবা।
নিশ্চিন্তে থাকহ তুমি আর না পারিবা॥
প্রভু বলে দরশন মোর ব্যর্থ নয়।
অবশ্য পাইবা বর যেই চিত্তে লয়॥
'মাগ মাগ' পুনঃপুন বলে বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর বলয়ে প্রভু দেহ এই বর॥
যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্ম জন্ম নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল।
মোর প্রভু হউ তাঁর চরণ-যুগল॥
বলিতে বলিতে প্রেম বাঢ়য়ে শ্রীধরে।
দুই বাহু তুলি কান্দে মহা উচ্চৈঃস্বরে॥
শ্রীধরের ভক্তি দেখি বৈষ্ণব সকল।
অন্যোন্যে কান্দেন সব হইয়া বিহ্বল॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর শুনহ শ্রীধর।
এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে ঈশ্বর॥
শ্রীধর বলয়ে মুঞি কিছুই না চাঙ।
হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাঙ॥
প্রভু বলে শ্রীধর আমার তুমি দাস।
এতেকে দেখিলে তুমি আমার প্রকাশ॥
এতেকে তোমার মতি-ভেদ না হইল।
বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল
জয়-জয়-ধ্বনি হৈল বৈষ্ণব-মণ্ডলে।
'শ্রীধর পাইল বর' শুনিল সকলে॥
ধন নাহি জন নাহি নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
কি করিবে বিদ্যা ধনে রূপে যশে কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বরে না পাইবে তাহা॥
অহঙ্কার দ্রোহ মাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত ফল তার না জানয়ে পাছে॥
দেখি মূর্খ দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ-কর্ম্ম-দোষে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি, দেখিতে দুর্গতি॥
খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্ট-সিদ্ধিকে উপেক্ষি॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-মদে ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি-নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥
শ্রীধর পাইলা বর করিয়া স্তবন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
প্রেম-ভক্তি হয় কৃষ্ণ-চরণারবিন্দে।
সেই কৃষ্ণ পায় যে বৈষ্ণব নাহি নিন্দে॥
নিন্দায় নাহিক কার্য্য, সবে পাপ লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহাভাগ॥
অনিন্দুক হই যে সকৃত 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীধর-বর-লাভ-বর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশম অধ্যায়।

মোর মোর বঁধুয়া।
গৌর গুণনিধিয়া ॥ ধ্রু ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
জয় জয় নিত্যানন্দ অনাদি ঈশ্বর ॥
হেনমতে প্রভু শ্রীধরেরে বর দিয়া।
'নাঢ়া নাঢ়া নাঢ়া' বলে মস্তক ঢুলাইয়া ॥
প্রভু বলে 'আচার্য্য মাগহ নিজ কার্য্য'।
'যে মাগিনু তাহা পাইনু' বলয়ে আচার্য্য ॥
হুঙ্কার করয়ে জগন্নাথের নন্দন।
হেন শক্তি নাহি কারো বলিতে বচন ॥
মহা-পরকাশ প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
গদাধর যোগায় তাম্বূল, প্রভু খায় ॥
ধরণী-ধরেন্দ্র নিত্যানন্দ ধরে ছত্র।
সম্মুখে অদ্বৈত আদি সব মহাপাত্র ॥
মুরারিরে আজ্ঞা হৈল 'মোর রূপ দেখ'।
মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক ॥
দূর্ব্বাদল-শ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসি আছে মহা-ধনুর্দ্ধর ॥
জানকী লক্ষ্মণ দেখে বামেতে দক্ষিণে।
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে ॥
আপন প্রকৃতি বাসে যে-হেন বানর।
সকৃত দেখিয়া মূর্চ্ছা পাইল বৈদ্যবর ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া বৈদ্য মুরারি পড়িলা।
চৈতন্যের ফাঁদে পড়ি জড়প্রায় হৈলা ॥
ডাকি বলে বিশ্বম্ভর আরে রে বানরা।
পাসরিলি তোরে পোড়াইল সীতা-চোরা ॥
তুই তার পুরী পুড়ি কৈলি বংশ-ক্ষয়।
সেই প্রভু আমি—তোরে দিল পরিচয় ॥
উঠ উঠ মুরারি আমার তুমি প্রাণ।
আমি সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি হনুমান্ ॥
সুমিত্রা-নন্দন দেখ তোমার জীবন।
যারে জীয়াইলে আনি সে গন্ধমাদন ॥
জানকীর চরণে করহ নমস্কার।
যার দুঃখ দেখি তুমি কান্দিলা অপার ॥
চৈতন্যের বাক্যে গুপ্ত চৈতন্য পাইলা।
দেখিয়া সকলে প্রেমে কান্দিতে লাগিলা ॥
শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রবে শুনি গুপ্তের ক্রন্দন
বিশেষে দ্রবিলা সব ভাগবতগণ ॥
পুনরপি মুরারিরে বলে বিশ্বম্ভর।
যে তোমার অভিমত মাগি লহ বর ॥
মুরারি বলয়ে প্রভু আর নাহি চাঙ।
হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাঙ ॥
যে যে ঠাঁই প্রভু কেনে জন্ম নহে মোর।
তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর ॥
জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু দাস।
তা সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস ॥
'তুমি প্রভু, মুই দাস' ইহা নাহি যথা।
হেন সত্ত্ব কর প্রভু না ফেলিহ তথা ॥
সপার্ষদে তুমি যথা কর অবতার।
তথাই তথাই দাস হইব তোমার ॥
প্রভু বলে সত্য সত্য এই বর দিল।
মহা মহা জয়ধ্বনি ততক্ষণে হৈল ॥
মুরারির প্রতি সব বৈষ্ণবের প্রীত।
সর্ব্ব-ভূতে কৃপালুতা মুরারি-চরিত ॥
যে তে স্থানে মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্ব-তীর্থ-শ্রীবৈকুণ্ঠময় ॥
মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কার।
মুরারি-বল্লভ প্রভু সর্ব্ব-অবতার ॥

ঠাকুর চৈতন্য বলে শুন সর্ব্ব-জন।
সকৃত মুরারি-নিন্দা করে যেই জন॥
কোটি-গঙ্গাস্নানে তার নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা-হরি-নামে তার করিবে সংহার॥
'মুরারি' বসয়ে গুপ্তে উহার হৃদয়ে।
এতেকে 'মুরারি-গুপ্ত' নাম যোগ্য হয়ে॥
মুরারিরে কৃপা দেখি ভাগবতগণ।
প্রেমযোগে 'কৃষ্ণ' বলি করয়ে রোদন॥
মুরারিরে কৃপা কৈল শ্রীচৈতন্য-রায়।
ইহা যেই শুনে সেই প্রেমভক্তি পায়॥
মুরারি শ্রীধর কান্দে সম্মুখে পড়িয়া।
প্রভুও তাম্বূল খায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥
হরিদাস প্রতি প্রভু সদয় হইয়া।
'মোরে দেখ হরিদাস' বলে ডাক দিয়া॥
এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ়॥
পাপিষ্ঠ যবনে তোমা বড় দিল দুখ।
তাহা স্মঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক॥
শুন শুন হরিদাস তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে।
নামিনু বৈকুণ্ঠ হৈতে সবা কাটিবারে॥
প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারয়ে সকলে।
তুমি মনে চিন্ত তাহা সবার কুশলে॥
আপনে মারণ খাও তাহা নাহি লেখ।
তখনেহ তা সবারে মনে ভাল দেখ॥
তুমি ভাল চিন্তিলে না করোঁ মুঞি বল।
তুলোঁ চক্র তোমা লাগি সে হয় বিফল॥
কাটিতে না পারোঁ তোর সঙ্কল্প লাগিয়া।
তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ তোর মারণ দেখিয়া॥
তোমার মারণ নিজ-অঙ্গে করি লও।
এই তার সাক্ষী আছে, মিছা নাহি কও॥
যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইনু, তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে॥
তোমারে চিনিল মোর নাঢ়া ভালমতে।
সর্ব্বভাবে মোরে বন্দী করিলা অদ্বৈতে॥
ভক্ত বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
কি না বলে কি না করে ভক্তের কারণে॥
জ্বলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥
হেন কৃষ্ণভক্ত নামে না পায় সন্তোষ।
সেই সব পাপীরে লাগিল দৈব-দোষ॥
ভক্তের মহিমা ভাই দেখ চক্ষু ভরি।
কি বলিলা হরিদাস প্রতি গৌরহরি॥
প্রভু-মুখে শুনি মহা-কারুণ্য-বচন।
মূর্চ্ছিত পড়িলা হরিদাস ততক্ষণ॥
বাহ্য দূর গেল, ভূমিতলে হরিদাস।
আনন্দে ডুবিল তিলার্দ্ধেক নাহি শ্বাস॥
প্রভু বলে উঠ উঠ মোর হরিদাস।
মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ॥
বাহ্য পাই হরিদাস প্রভুর বচনে।
কোথা রূপ-দরশন—করয়ে ক্রন্দনে॥
সকল অঙ্গনে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
মহাশ্বাস বহে ক্ষণে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
মহাবেশ হৈল হরিদাসের শরীরে।
চৈতন্য করয়ে স্থির তবু নহে স্থিরে॥
বাপ বিশ্বম্ভর প্রভু জগতের নাথ।
পাতকীরে কর কৃপা পড়িনু তোমাত॥

নির্গুণ অধম সর্ব্ব-জাতি-বহিষ্কৃত।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার চরিত ॥
দেখিলে পাতক মোরে, পরশিলে স্নান।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার আখ্যান ॥
এক সত্য করিয়াছ আপন-বদনে।
যে জন তোমার করে চরণ-স্মরণে ॥
কীট-তুল্য হয় যদি তারে নাহি ছাড়।
ইহাতে অন্যথা হৈলে নরেন্দ্রেরে পাড় ॥
এহো বল নাহি মোর—স্মরণ-বিহীন।
স্মরণ করিলে মাত্র—রাখ তুমি দীন ॥
সভা-মধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন।
আনিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন দুঃশাসন ॥
সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা স্মঙরিলা।
স্মরণ-প্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা ॥
স্মরণ-প্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত।
তথাপিহ না জানিল সে সব দুরন্ত ॥
কোন কালে পার্ব্বতীরে ডাকিনীর গণে।
বেড়িয়া খাইতে কৈল তোমার স্মরণে ॥
স্মরণ-প্রভাবে তুমি আবির্ভূত হঞা।
করিলা সবার শাস্তি বৈষ্ণবী তারিয়া ॥
হেন তোমার স্মরণ-বিহীন মুঞি পাপ।
মোরে তোর চরণে শরণ দেহ বাপ ॥
বিষ সর্প অগ্নি জলে পাথরে বান্ধিয়া।
ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া ॥
প্রহ্লাদ করিল তোমার চরণ স্মরণ।
স্মরণ-প্রভাবে সর্ব্ব-দুঃখ-বিমোচন ॥
কারো বা ভাঙ্গিল দন্ত কারো তেজ-নাশ।
স্মরণ-প্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ ॥
পাণ্ডু-পুত্র স্মঙরিল দুর্ব্বাসার ভয়ে।
অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া সদয়ে ॥

চিন্তা নাহি যুধিষ্ঠির হের দেখ আমি।
আমি দিব মুনি-ভিক্ষা বসি থাক তুমি ॥
অবশেষ এক শাক আছিল হাঁড়িতে।
সন্তোষে খাইলে নিজ-সেবক রাখিতে ॥
স্নানে সব ঋষির উদর মহা ফুলে।
সেই মতে সব ঋষি পলাইলা ডরে ॥
স্মরণ-প্রভাবে পাণ্ডুপুত্রের মোচন।
এ সব কৌতুক তোর স্মরণ-কারণ ॥
অখণ্ড-স্মরণ-ধর্ম্ম এই সবাকার।
তেঞি চিত্র নহে ইহা সবার উদ্ধার ॥
অজামিল স্মরণের মহিমা অপার।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-হীন তাহা বহি নাহি আর ॥
দূত-ভয়ে পুত্র-স্নেহে দেখি পুত্র-মুখ।
স্মঙরিল পুত্র-নাম 'নারায়ণ'রূপ ॥
সেই স্মঙরণে সব খণ্ডিল আপদ।
তেঞি চিত্র নহে—ভক্ত স্মরণ সম্পদ ॥
হেন তোর চরণ-স্মরণ-হীন মুঞি।
তথাপিহ প্রভু মোরে না ছাড়িবি তুঞি ॥
তোমা দেখিবারে মোর কোন্ অধিকার।
এক বহি প্রভু কিছু না চাহিমু আর ॥
প্রভু বলে বল বল সকল তোমার।
তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার ॥
করযোড় করি বলে প্রভু হরিদাস।
মুঞি অল্প-ভাগ্য প্রভু করোঁ বড় আশ ॥
তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস ॥
সেই সে ভোজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুল-ধর্ম্ম ॥
তোমার স্মরণ-হীন পাপ-জন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর ॥

এই মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয়।
মহা-পদ চাহোঁ যে মোহার যোগ্য নয়॥
প্রভু রে নাথ রে মোর বাপ বিশ্বম্ভর।
মৃত মুঞি মোর অপরাধ ক্ষমা কর॥
শচীর নন্দন বাপ কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত-ঘরে॥
প্রেম-ভক্তিময় হৈলা প্রভু হরিদাস।
পুনঃপুন করে কাকু, না পূরয়ে আশ॥
প্রভু বলে শুন শুন মোর হরিদাস।
দিবসেকো যে তোমার সঙ্গে কৈল বাস॥
তিলার্দ্ধেকো তুমি যার সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য আমা পাবে নাহিক অন্যথা॥
তোমাকে যে করে শ্রদ্ধা আমাকে সে করে।
নিরবধি আছি আমি তোমার শরীরে॥
তুমি হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল।
তুমি আমা হৃদয়ে বান্ধিলা সর্ব্বকাল॥
মোর স্থানে মোর সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
বিনি অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে॥
হরিদাস প্রতি বর দিলেন যখন।
জয় জয় মহাধ্বনি উঠিল তখন॥
জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে॥
যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম—সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
এই তার প্রমাণ—যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিল পরকাশ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি-বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি মরে॥
হরিদাস-স্তুতি-বর শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥

এ বচন মোর নহে—সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ভক্ত্যাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয়।
হরিদাস-স্মরণে সকল-পাপ-ক্ষয়॥
কেহো বলে চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।
কেহো বলে প্রহ্লাদের যেন পরকাশ॥
সর্ব্ব-মতে মহাভাগবত হরিদাস।
চৈতন্য-গোষ্ঠীর সঙ্গে যাহার বিলাস॥
ব্রহ্মা শিব হরিদাস-হেন ভক্ত-সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥
হরিদাস-স্পর্শ-বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব জীবের অনাদি-কর্ম্ম-পাশ॥
প্রহ্লাদ যে-হেন দৈত্য, কপি হনুমান্।
এইমত হরিদাস নীচজাতি-নাম॥
হরিদাস কান্দে, কান্দে মুরারি শ্রীধর।
হাসিয়া তাম্বূল খায় প্রভু বিশ্বম্ভর॥
বসি আছে মহাজ্যোতি খট্টার উপরে।
মহাজ্যোতি নিত্যানন্দ ছত্র ধরে শিরে॥
অদ্বৈতের ভিতে চাহি হাসিয়া হাসিয়া।
মনের বৃত্তান্ত তাঁর কহে প্রকাশিয়া॥
শুন শুন আচার্য্য তোমারে নিশাভাগে।
ভোজন করাইল আমি তাহা মনে জাগে॥
যখন আমার নাহি হয় অবতার।
আমারে আনিতে শ্রম করিলা অপার॥
গীতা শাস্ত্র পড়াও—বাখান' ভক্তিমাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥
যে শ্লোকের অর্থে নাহি পাও ভক্তিযোগ।
শ্লোকেরে না দেহ দোষ ছাড় সর্ব্ব ভোগ॥

দুঃখ পাই শুতি থাক করি উপবাস।
তবে আমি তোমা স্থানে হই পরকাশ॥
তোমার উপাসে হয় মোর উপবাস।
তুমি মোরে যেই দেহ সেই মোর গ্রাস॥
তিলার্দ্ধ তোমার দুঃখ আমি নাহি সহি।
স্বপ্নে আমি তোমার সহিত কথা কহি॥
উঠ উঠ আচার্য্য শ্লোকের অর্থ শুন।
এই অর্থ এই পাঠ নিঃসন্দেহ জান॥
উঠিয়া ভোজন কর, না কর উপাস।
তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ॥
সন্তোষে উঠিয়া তুমি করহ ভোজন।
আমি বলি, তুমি যেন মানহ স্বপন॥
এইমত যেই যেই পাঠে দ্বিধা হয়।
আসিয়া চৈতন্যচন্দ্র আপনে কহয়॥
যত রাত্রি স্বপ্ন হয় যে দিনে যে ক্ষণে।
যত শ্লোক সব প্রভু কহিলা আপনে॥
ধন্য ধন্য অদ্বৈতের ভক্তির মহিমা।
ভক্তি-শক্তি কি বলিব—এই তার সীমা॥
প্রভু বলে সর্ব্ব-পাঠ কহিল তোমারে।
এক পাঠ নাহি কহি, আজি কহি তোরে॥
সম্প্রদায়-অনুরোধে সবে মন্দ পড়ে।
'সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎ'এই পাঠ নড়ে॥
আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট।
'সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ'এই সত্য পাঠ॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং (১৩।১৩)

সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

সকল দিকেই যাঁহার পাণি ও চরণ, সকল দিকেই যাঁহার নয়ন, মস্তক ও বদন, আর সকল দিকেই যাঁহার শ্রবণ, তিনিই পরমাত্ম-বস্তু; তিনি ইহলোকে সকলকেই আবরণ করিয়া রহিয়াছেন।

অতি গুপ্ত পাঠ আমি কহিল তোমারে।
তোমা বহি পাত্র কেবা আছে কহিবারে॥
চৈতন্যের গুপ্ত শিষ্য আচার্য্য-গোসাঞি।
চৈতন্যের সর্ব্ব ব্যাখ্যা আচার্য্যের ঠাঞি॥
শুনিয়া আচার্য্য প্রেমে কান্দিতে লাগিলা।
পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা॥
অদ্বৈত বলয়ে আর কি বলিব মুঞি।
এই মোর মহত্ত্ব যে মোর নাথ তুঞি॥
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্য-গোসাঞি।
প্রভুর প্রকাশ দেখি বাহ্য কিছু নাঞি॥
এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
অধঃপাত হয় তার জানিহ নিশ্চিত॥
মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা।
আপনে চৈতন্য যারে করাইল শিক্ষা॥
বেদে যেন নানামত করয়ে কথন।
এইমত আচার্য্যের দুর্জ্ঞেয় বচন॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর সঙ্গে ভেদ নাহি যার॥
শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে।
সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি নাহি তার দোষে॥

তথাহি (ভাঃ ১০।২০।৩৬)—

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবং।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা॥

যেমন জ্ঞানিগণ কখন জ্ঞানামৃত দান করেন, আবার কখন বা করেনও না, সেইরূপ শরৎকালে গিরিরাজি কোন স্থানে সুনির্ম্মল সলিল মোচন করেন, আবার কোন স্থানে তাহা করেন না।

এইমত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাই।
ভাগ্যাভাগ্য বুঝি ব্যাখ্যা করে সেই ঠাঁই॥
চৈতন্য-চরণ-সেবা অদ্বৈতের কাজ।
ইহাতে প্রমাণ সব বৈষ্ণব-সমাজ॥
সর্ব্ব ভাগবতের বচন অনাদরি।
অদ্বৈতের সেবা করে—নহে প্রিয়ঙ্করী॥
চৈতন্যেতে মহামহেশ্বর-বুদ্ধি যার।
সেই সে অদ্বৈত-ভক্ত—অদ্বৈত তাহার॥
সর্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র ইহা যে না লয়।
অক্ষয়-অদ্বৈত-সেবা ব্যর্থ তার হয়॥
শিরচ্ছেদে ভক্তি যেন করে দশানন।
না মানয়ে রঘুনাথ—শিবের কারণ॥
অন্তরে ছাড়িল শিব, সে না জানে ইহা।
সেবা ব্যর্থ হৈল, মৈল সবংশে পুড়িয়া॥
ভাল মন্দ শিবে ঝাট ভাঙ্গিয়া না কয়।
যার বুদ্ধি থাকে, সেই চিত্তে বুঝি লয়॥
এইমত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলায় 'অদ্বৈত-ভক্ত'—চৈতন্য নিন্দিয়া॥
না বলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব-কারণে।
না ধরে বৈষ্ণব-বাক্য, মরে ভাল-মনে॥
যাঁহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্ব-সিদ্ধি।
হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি॥
ইহা বলিতেই আইসে ধাঞা মারিবারে।
অহো মায়া বলবতী—কি বলিব তাঁরে॥
প্রভুর যে অলঙ্কার—ইহা নাহি জানে।
'অদ্বৈতেরে প্রভু গৌরচন্দ্র' নাহি মানে॥
পূর্ব্বে যে আখ্যান হৈল সেই সত্য হয়।
তাহাতে প্রতীত যার নাহি তার ক্ষয়॥
যত যত শুন যার মহত্ত্ব-বড়াঞি।
চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাঞি॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু যারে কৃপা করে।
যার যেন যোগ্য ভক্তি সেই সে আদরে॥
অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ।
বল ভাই সব মোর প্রভু গৌরচন্দ্র॥
চৈতন্য-স্মরণ করি আচার্য্য-গোসাঞি।
নিরবধি কান্দে, আর কিছু স্মৃতি নাই॥
ইহা দেখি চৈতন্যেতে যার ভক্তি নয়।
তাহার আলাপে হয় সুকৃতির ক্ষয়॥
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধ্যে যে অদ্বৈত গায়।
সেই সে বৈষ্ণব জন্ম জন্ম কৃষ্ণ পায়॥
অদ্বৈতের সেই সে একান্ত প্রিয়তর।
এ মর্ম্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর॥
সবার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ কথায় অদ্বৈতের প্রীত বহুতর॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না কর সর্ব্বথা॥
মধ্যখণ্ড-কথা বড় অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে সর্ব্ব খণ্ডয়ে পাষণ্ড॥
অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্য পাঠ।
বিশ্বম্ভর লুকাইল ভক্তির কপাট॥
শ্রীভুজ তুলিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সবে মোরে দেখ, মাগ যার যেই বর॥
আনন্দ হইলা সবে প্রভুর বচনে।
যার যেই ইচ্ছা মাগে তাহার কারণে॥
অদ্বৈত বলয়ে প্রভু মোর এই বর।
মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর॥
কেহো বলে মোর বাপে না দেয় আসিবারে।
তার চিত্ত ভাল হউ এই দেহ বরে॥
কেহো বলে শিষ্য প্রতি, কেহো পুত্র প্রতি।
কেহো ভার্য্যা, কেহো ভৃত্য, যার যথা রতি॥

কেহো বলে আমার হউক গুরু-ভক্তি।
এইমত বর মাগে যার যেই শক্তি॥
ভক্ত-বাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া হাসিয়া সবাকারে দেন বর॥
মুকুন্দ আছেন অন্তঃপটের বাহিরে।
সম্মুখ হইতে শক্তি মুকুন্দ না ধরে॥
মুকুন্দ সবার প্রিয়—পরম মহান্ত।
ভালমতে জানে সেই সবার বৃত্তান্ত॥
নিরবধি কীর্ত্তন করয়ে প্রভু শুনে।
কোনো জন না বুঝে তথাপি দণ্ড কেনে॥
ঠাকুরেহ নাহি ডাকে, আসিতে না পারে।
দেখিয়া জন্মিল দুঃখ সবার অন্তরে॥
শ্রীবাস বলেন শুন জগতের নাথ।
মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমাত॥
মুকুন্দ তোমার প্রিয়, আমা সবার প্রাণ।
কেবা নাহি দ্রবে শুনি মুকুন্দের গান॥
ভক্তি-পরায়ণ সর্ব্বদিগে সাবধান।
অপরাধ না দেখিয়া কর অপমান॥
যদি অপরাধ থাকে, তার শাস্তি কর।
আপনার দাসে কেনে দূরে পরিহর॥
তুমি না ডাকিলে নারে সম্মুখ হইতে।
দেখুক তোমারে প্রভু বল ভাল-মতে॥
প্রভু বলে হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি মোরে কভু না সাধিবা॥
'খড় লয় জাঠি লয়' পূর্ব্বে যে শুনিলা।
এই বেটা সেই হয়—কেহো না চিনিলা॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড় জাঠিয়া বেটা না দেখিব মোরে॥
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আরবার।
বুঝিতে প্রভুর বাক্য কার অধিকার॥
আমরা ত মুকুন্দের দোষ নাহি দেখি।
তোমার অভয় পাদপদ্ম তার সাক্ষী॥
প্রভু বলে ও বেটা যখন যথা যায়।
সেইমত কথা কহি তথাই মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পঢ়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্ধায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়॥
'ভক্তি হইতে বড় আছে' যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥
ভক্তি-স্থানে ইহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ॥
মুকুন্দ শুনয়ে সব বাহিরে থাকিয়া।
'না পাইব দরশন' শুনিলেন ইহা॥
গুরু-উপরোধে পূর্ব্বে না মানিনু ভক্তি।
সব জানে মহাপ্রভু চৈতন্যের শক্তি॥
মনে চিন্তে মুকুন্দ পরম-ভাগবত।
এ দেহ রাখিতে মোর না হয় যুকত॥
অপরাধী শরীর ছাড়িব আজি আমি।
দেখিব কতেক কালে, ইহা নাহি জানি॥
মুকুন্দ বলেন শুন ঠাকুর শ্রীবাস।
'কভু নি দেখিমু মুঞি' বল প্রভু পাশ॥
কান্দয়ে মুকুন্দ দুই অঝর-নয়নে।
মুকুন্দের দুঃখে কান্দে ভাগবতগণে॥
প্রভু বলে আর যদি কোটি জন্ম হয়।
তবে মোর দরশন পাইব নিশ্চয়॥
শুনিল 'নিশ্চয়-প্রাপ্তি' প্রভুর শ্রীমুখে।
মুকুন্দ সিঞ্চিত হৈলা পরানন্দ-সুখে॥
'পাইব পাইব' বলি করে মহা-নৃত্য।
প্রেমেতে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য॥

মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেইখানে।
'দেখিবেন' হেন বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ॥
মুকুন্দ দেখিয়া প্রভু হাসে বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা হৈল 'মুকুন্দেরে আনহ সত্বর' ॥
সকল বৈষ্ণব ডাকে 'আইসহ মুকুন্দ'।
না জানে মুকুন্দ কিছু, পাইয়া আনন্দ ॥
প্রভু বলে মুকুন্দ ঘুচিল অপরাধ।
আইস আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ ॥
প্রভুর আজ্ঞাতে সবে আনিল ধরিয়া।
পড়িল মুকুন্দ মহাপুরুষ দেখিয়া ॥
প্রভু বলে উঠ উঠ মুকুন্দ আমার।
তিলার্দ্ধেকো অপরাধ নাহিক তোমার ॥
সঙ্গদোষ তোমার সকল হইল ক্ষয়।
তোর স্থানে আমার হইল পরাজয় ॥
'কোটি জন্মে পাবে' হেন বলিলাম আমি
তিলার্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি ॥
'অব্যর্থ আমার বাক্য' তুমি সে জানিলা।
তুমি আমা সর্ব্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা ॥
আমার গায়ন তুমি, থাক আমা সঙ্গে।
পরিহাসপাত্র-সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে ॥
সত্য যদি তুমি কোটি অপরাধ কর।
সে সকল মিথ্যা, তুমি মোর প্রিয় দঢ় ॥
ভক্তিময় তোমার শরীর মোর দাস।
তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস ॥
প্রভুর আশ্বাস শুনি কান্দয়ে মুকুন্দ।
ধিক্কার করিয়া আপনারে বলে মন্দ ॥
ভক্তি না মানিনু মুঞি এই ছার মুখে।
দেখিলেই ভক্তিশূন্য কি পাইব সুখে ॥
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ ॥
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণ ॥
হেন ভক্তি না মানিল আমি ছার মুখে।
দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেম-সুখে ॥
যখনে চলিলা তুমি রুক্মিণী-হরণে।
দেখিল নরেন্দ্র তোমা গরুড়-বাহনে ॥
মহা-অভিষেক রাজরাজেশ্বর নাম।
দেখিল নরেন্দ্র তোমা মহা-জ্যোতির্ধাম ॥
ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ।
বিদর্ভ নগরে তাহা করিলা প্রকাশ ॥
তাহা দেখি মরে সব নরেন্দ্রের গণ।
না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণ ॥
সর্ব্ব-যজ্ঞময় রূপ—কারণ-শূকর।
আবির্ভাব হৈলা তুমি জলের ভিতর ॥
অনন্ত পৃথিবী লাগি আছয়ে দশনে।
যে প্রকাশ দেখিতে দেবের অন্বেষণে ॥
দেখিলেক হিরণ্য অপূর্ব্ব দরশন।
না পাইল সুখ—ভক্তি-শূন্যের কারণ ॥
আর মহাপ্রকাশ দেখিল তার ভাই।
মহাগোপ্য হৃদয়েতে কমলার ঠাঁই ॥
অপূর্ব্ব নৃসিংহ-রূপ কহে ত্রিভুবনে।
তাহা দেখি মরে—ভক্তি-শূন্যের কারণে ॥
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল।
এ বড় অদ্ভুত—মুখ খসি না পড়িল ॥
কুব্জা, যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার।
কোথায় দেখিল তারা প্রকাশ তোমার ॥
ভক্তিযোগে তোমারে পাইল সেই সব।
সেইখানে মরে কংস দেখি অনুভব ॥
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল।
এই বড় কৃপা তোর—তথাপি রহিল ॥

যে ভক্তি-প্রভাবে শ্রীঅনন্ত মহাবলী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে হই কুতূহলী॥
সহস্র ফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
যশে মত্ত প্রভু নাহি জানে আছে হেন॥
নিরাশ্রয়ে পালন করেন সবাকার।
ভক্তিযোগ-প্রভাবে এ সব অধিকার॥
হেন ভক্তি না মানিনু মুঞি পাপ-মতি।
অশেষ জন্মেও মোর নাহি ভাল গতি॥
ভক্তিযোগে গৌরীপতি হইলা শঙ্কর।
ভক্তিযোগে নারদ হইলা মুনিবর॥
বেদ ধর্ম্ম যোগ—নানা শাস্ত্র করি ব্যাস।
তিলার্দ্ধেকো চিত্তে নাহি বাসয়ে প্রকাশ॥
মহাগোপ্য ভক্তিযোগ বলিলা সংক্ষেপে।
সবে এই অপরাধ—চিত্তের বিক্ষেপে॥
নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তার।
তবে মনোদুঃখ গেল, তারিল সংসার॥
কীট হ'য়ে না মানিনু মুঞি হেন ভক্তি।
আরো তোমা দেখিবারে আছে মোর শক্তি।
বাহু তুলি কান্দয়ে মুকুন্দ মহাদাস।
চলয়ে শরীর যেন, হেন বহে শ্বাস॥
সহজে একান্ত-ভক্ত—কি কহিব সীমা।
চৈতন্য-প্রিয়ের মাঝে যাহার গণনা॥
মুকুন্দের খেদ দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু করেন উত্তর॥
মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ঙ্করী।
যথা গাও তুমি, তথা আমি অবতরি॥
তুমি যত কহিলে, সকল সত্য হয়।
ভক্তি বিনা আমারে দেখিলেও কিছু নয়॥
এই তোরে সত্য কহোঁ, বড় প্রিয় তুমি।
বেদ-মুখে বলিয়াছি যত কিছু আমি॥

যে যে কর্ম্ম কৈলে হয় যে যে দিব্য-গতি।
তাহা ঘুচাইতে পারে কাহার শকতি॥
মুঞি পারোঁ সকল অন্যথা করিবারে।
সর্ব্ব-বিধি-উপরে মোহার অধিকারে॥
মুঞি সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুখে।
মোর ভক্তি বিনা কোন কর্ম্ম নহে সুখে॥
ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্ম-দুঃখ।
মোর দুঃখে ঘুচে তার দরশন-সুখ॥
রজকেও দেখিল, মাগিল তার ঠাঁই।
তথাপি বঞ্চিত হৈল, যাতে প্রেম নাই॥
আমা দেখিবারে সেই কত তপ কৈল।
কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল॥
পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশনে।
না পাইল সুখ—ভক্তি-শূন্যের কারণে॥
মোর সেবকের ঠাঞি যার অপরাধ।
মোর দরশন-সুখ তার হয় বাধ॥
ভক্ত-স্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন-শক্তি॥
যতেক কহিলা তুমি—সব মোর কথা।
তোমার মুখে বা কেনে আসিব অন্যথা॥
'ভক্তি বিলাইমু মুই' বলিল তোমারে।
আগে প্রেম-ভক্তি দিল তোর কণ্ঠ-স্বরে॥
যত দেখ আছে মোর বৈষ্ণব-মণ্ডল।
শুনিলে তোমার গান দ্রবয়ে সকল॥
আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত।
এইমত হউ তোরে সকল মহান্ত॥
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইও আমার॥
মুকুন্দের প্রতি যদি বর দান কৈল।
মহা-জয়-জয়ধ্বনি তখনে হইল॥

হরি বোল হরি বোল জয় জগন্নাথ।
হরি বলি নিবেদয়ে সবে তুলি হাত ॥
মুকুন্দের স্তুতি বর শুনে যেই জন।
সেহো মুকুন্দের সঙ্গে হইব গায়ন ॥
এ সব চৈতন্য-কথা বেদের নিগূঢ়।
সুবুদ্ধি মানয়ে ইহা, না মানয়ে মূঢ় ॥
শুনিলে এ সব কথা যার হয় সুখ।
অবশ্য দেখিব সেই চৈতন্যের মুখ ॥
এইমত যত যত ভক্তের মণ্ডল।
যেই কৈল স্তুতি, বর পাইল সকল ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত অতি-মহা-মহোদার।
অতএব তান গৃহে এ সব ব্যভার ॥
যার যেন মত ইষ্ট-প্রভু আপনার।
সেই দেখে বিশ্বম্ভর সেই অবতার ॥
মহা মহা পরকাশ ইহারে যে বলি।
এইমত করে গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥
এইমত দিনে দিনে প্রভুর প্রকাশ।
সপত্নীকে চৈতন্যের দেখে যত দাস ॥
বৈষ্ণবের কৃপা হয়, হয় তাঁর দাস।
সেই সে দেখিতে পায় এ সব বিলাস ॥
সেই নবদ্বীপে আর কত কত আছে।
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী মাঝে মাঝে
যাবৎ কাল গীতা ভাগবত কেহো পড়ে।
কেহো বা পড়ায়, স্বধর্ম্মেতে নাহি নড়ে ॥
কেহো কেহো পরিগ্রহ কিছু নাহি লয়।
বৃথা আকুমার-ধর্ম্মে শরীর শোষয় ॥
সেইখানে হেন বৈকুণ্ঠের সুখ হৈল।
বৃথা-অভিমানী একো জন না দেখিল ॥
শ্রীবাসের দাস দাসী যাহারে দেখিল।
শাস্ত্র পড়িয়াও কেহো তাহা না জানিল ॥
মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
কেহো মাথা মুণ্ডাইয়া তাহা না দেখিল ॥
ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাঞি।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি ॥
সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল।
যত ভট্টাচার্য্য একো জন না দেখিল ॥
দুষ্কৃতির সরোবরে কভু জল নহে।
এমন প্রকাশে কি বঞ্চিত জীব হয়ে ॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ ॥
অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যখনে যাহারে করে দৃষ্টি-অধিকারে ॥
সেই দেখে, আর দেখিবার শক্তি নাঞি।
নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্য-গোসাঞি ॥
যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট-ধ্যান করে।
সেই মূর্ত্তি দেখায় ঠাকুর বিশ্বম্ভরে ॥
দেখাইয়া আপনে শিখায় সবাকারে।
এ সকল কথা ভাই শুনে পাছে আরে ॥
জন্ম জন্ম তোমরা পাইবা মোর সঙ্গ।
তোমা সবার ভৃত্যেও দেখিবে মোর রঙ্গ ॥
আপন গলার মালা দিলা সবাকারে।
চর্ব্বিত তাম্বূল আজ্ঞা হইল সবারে ॥
মহানন্দে খায় সবে হরষিত হঞা।
কোটিচন্দ্র-শারদ-মুখের দ্রব্য পাঞা ॥
ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল ॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃ-সুতা—বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন-শেষ প্রভু করে দান ॥
পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তাঁরে করে আশীর্ব্বাদ ॥

ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ।
বালিকা-স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন॥
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয়ে "নারায়ণি।
কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি॥"
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দে অতি বালিকা-স্বভাব
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যার ধ্বনি।
'গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী'॥
যারে যেন আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য।
সে আসিয়া অবিলম্বে হয় উপসন্ন॥
এ সব বচনে যার নাহিক প্রতীত।
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥
অদ্বৈতের প্রিয় প্রভু চৈতন্য ঠাকুর।
এ সে অদ্বৈতের বড় মহিমা প্রচুর॥
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ ঠাকুর নিতাই।
এই সে মহিমা তান চারি বেদে গাই॥
'চৈতন্যের ভক্ত' হেন নাহি যার নাম।
যদি সে বা বস্তু, তবু তৃণের সমান॥
নিত্যানন্দ কহে 'মুঞি চৈতন্যের দাস'।
অহর্নিশ আর প্রভু না করে প্রকাশ॥
তাহান কৃপায় হয় চৈতন্যেতে রতি।
নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ নাহি কতি॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
ধরণীধরেন্দ্র-নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ॥
বলরাম-প্রীতে গাই চৈতন্য-চরিত।
কর বলরাম প্রভু জগতের হিত॥
চৈতন্যের দাস বই নিতাই না জানে।
চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে॥
নিত্যানন্দ-কৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ভক্ত-তত্ত্ব জানি॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ-রায়।
সবে নিত্যানন্দ-স্থানে ভক্তি-পদ পায়॥
কোন মতে যদি করে নিত্যানন্দে হেলা।
আপনে চৈতন্য বলে 'সেই জন গেলা'॥
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব॥
কাহারে না করে নিন্দা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে॥
নিন্দায় নাহিক লভ্য সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
'সবার সম্মান'—ভাগবত-ধর্ম্ম হয়॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
মহা-নিম্ব হেন বাসে যতেক পাষণ্ড॥
কেহো যেন শর্করায়ে নিম্ব-স্বাদু পায়।
তার দৈব, শর্করার স্বাদু নাহি যায়॥
এইমত চৈতন্যের পরানন্দ-যশ।
শুনিতে না পায় সুখ হই দৈব-বশ॥
সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে খল জন জন্ম জন্ম অন্ধ॥
পক্ষি-মাত্র যদি বলে চৈতন্যের নাম।
সেহো সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম॥
জয় গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের জীবন।
তোর নিত্যানন্দ মোর হউ প্রাণ ধন॥
যার যার সঙ্গে তুমি করিলা বিহার।
সে সব গোষ্ঠীর পায়ে মোর নমস্কার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে মহা-মহা-প্রকাশ-বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥

একাদশ অধ্যায়।

রাগ-মল্লার।

নিধি গৌরাঙ্গ কোথা হৈতে আইলা প্রেমসিন্ধু
অনাথের নাথ প্রভু পতিত-জনের বন্ধু ॥ ধ্রু ॥

জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজকুল-সিংহ।
জয় হউ তোর যত চরণের ভৃঙ্গ ॥
জয় শ্রীপরমানন্দ পুরীর জীবন।
জয় দামোদর স্বরূপের প্রাণ ধন ॥
জয় রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয় ॥
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব জনের গোচর ॥
নবদ্বীপে মধ্যখণ্ডে কৌতুক অনন্ত।
ঘরে বসি দেখয়ে শ্রীবাস ভাগ্যবন্ত ॥
নিষ্কপটে প্রভুরে সেবিল শ্রীনিবাস।
গোষ্ঠী সঙ্গে দেখয়ে প্রভুর পরকাশ ॥
শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
'বাপ' বলি শ্রীবাসেরে করয়ে পিরীতি ॥
অহর্নিশ বাল্য-ভাবে বাহ্য নাহি জানে।
নিরবধি মালিনীর করে স্তন-পানে ॥
কভু নাহি দুগ্ধ—পরশিলে মাত্র হয়।
এ সব অচিন্ত্য-শক্তি মালিনী দেখয় ॥
চৈতন্যের নিবারণে কারে নাহি কহে।
নিরবধি শিশু-রূপ মালিনী দেখয়ে ॥
প্রভু বিশ্বম্ভর বলে শুন নিত্যানন্দ।
কাহারো সহিত পাছে কর তুমি দ্বন্দ্ব ॥
চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে।
শুনি নিত্যানন্দ 'বিষ্ণু' স্মঙরণ করে ॥
আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা।
আপনার মত তুমি কারে না বাসিবা ॥
বিশ্বম্ভর বলে 'আমি তোমা ভালে জানি'।
নিত্যানন্দ বলে 'দোষ কহ দেখি শুনি' ॥
হাসি বলে গৌরচন্দ্র 'কি দোষ তোমার।
সব ঘরে অন্ন-বৃষ্টি কর অবতার ॥'
নিত্যানন্দ বলে ইহা পাগলে সে করে।
এ ছলায়ে ঘরে ভাত না দিবে আমারে ॥
আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও।
অপকীর্ত্তি আর কেনে বলিয়া বেড়াও ॥
প্রভু বলে তোমার অপকীর্ত্ত্যে লাজ পাই।
সেই সে কারণে আমি তোমারে শিখাই ॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ বড় ভাল ভাল।
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্ব্বকাল ॥
নিশ্চয় বলিলা তুমি আমি সে চঞ্চল।
এত বলি প্রভু চাহি হাসে খল খল ॥
আনন্দে না জানে বাহ্য কোন্ কর্ম্ম করে।
দিগম্বর হই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে ॥
যোড়ে যোড়ে লম্ফ দেয় হাসিয়া হাসিয়া।
সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ॥
গদাধর শ্রীনিবাস হাসে হরিদাস।
শিক্ষার-প্রসাদে সবে দেখে দিগবাস ॥
ডাকি বলে বিশ্বম্ভর এ কি কর কর্ম্ম।
গৃহস্থের ঘরেতে এমত নহে ধর্ম্ম ॥
এখনি বলিলা তুমি 'আমি কি পাগল।
এইক্ষণে নিজ-বাক্য ঘুচিল সকল ॥'
যার বাহ্য নাহি, তার বচনে কি লাজ।
নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দ-সিন্ধু-মাঝ ॥
আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন।
এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন ॥

চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ আর নাহি জানে॥
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র-প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥
নিত্যানন্দ-অনুভব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ-সেবা করে যেন পুত্র মাতা॥
একদিন পিতলের বাটি নিল কাকে।
উড়িয়া চলিল কাক যে বনেতে থাকে॥
অদৃশ্য হইয়া কাক কোন্ রাজ্যে গেল।
মহা চিন্তা মালিনীর চিত্তেতে জন্মিল॥
বাটি থুই সেই কাক আইল আরবার।
মালিনী দেখয়ে শূন্য বদন তাহার॥
মহা-তীব্র ঠাকুর-পণ্ডিত-ব্যবহার।
শ্রীকৃষ্ণের ঘৃত-পাত্র হইল অপহার॥
শুনিলে প্রমাদ হৈব হেন মনে গণি।
নাহিক উপায় কিছু, কান্দয়ে মালিনী॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেই স্থানে
দেখয়ে মালিনী কান্দে নাহিক কারণে॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ কান্দ কি কারণ।
কোন্ দুঃখ বল, সব করিব খণ্ডন॥
মালিনী বলয়ে শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
ঘৃত-পাত্র কাকে লই গেল কোন্ ঠাঞি॥
নিত্যানন্দ বলে মাতা চিন্তা পরিহব।
আমি দিব বাটি, তুমি ক্রন্দন সম্বর॥
কাক প্রতি হাসি প্রভু বলয়ে বচন।
কাক অহে বাটি ঝাট আনহ এখন॥
সবার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি।
তার আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কাহার শকতি॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি যায়।
শোকাকুলী মালিনী কাকের দিগে চায়॥

ক্ষণেকে উঠিয়া কাক অদৃশ্য হইল।
বাটী মুখে করি পুন সেইখানে আইল॥
আনিয়া থুইল বাটি মালিনীর স্থানে।
নিত্যানন্দ-প্রভাব মালিনী ভাল জানে॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা অপূর্ব্ব দেখিয়া।
নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া॥
"যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল ভুবন॥
যমের ঘরেতে হৈতে যে আনিতে পারে।
কাক-স্থানে বাটি আনে কি মহত্ত্ব তাঁরে॥
যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত ভুবন।
লীলায় না জানে ভর, করয়ে পালন॥
অনাদি-অবিদ্যা-ধ্বংস হয় যাঁর নামে।
কি মহত্ত্ব তাঁর বাটি আনি কাক-স্থানে॥
যে তুমি লক্ষ্মণ-রূপে পূর্ব্বে বনবাসে।
নিরন্তর রক্ষক আছিলা সীতা-পাশে॥
তথাপিও মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বহি সীতা নাহি দেখিলে কেমন॥
তোমার সে বাণে রাবণের বংশ-নাশ।
সে তুমি যে বাটি আন—এ কোন্ প্রকাশ॥
যাঁহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা প্রভাব জানিয়া॥
চতুর্দ্দশ-ভুবন-পালন-শক্তি যাঁর।
কাক-স্থানে বাটি আনি কি মহত্ত্ব তাঁর॥
তথাপি তোমার কার্য্য অল্প নাহি হয়।
যেই কর সেই সত্য চারি বেদে কয়॥"
হাসে নিত্যানন্দ তান শুনিয়া স্তবন।
বাল্য-ভাবে বলে মুঞি করিব ভোজন॥
নিত্যানন্দ দেখিলে তাঁহার স্তন ঝরে।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তন পান করে॥

এইমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত।
আমি কি বলিব—সব জগতে বিদিত ॥
করয়ে দুর্জ্ঞেয় কর্ম্ম—অলৌকিক যেন।
যে জানয়ে তত্ত্ব, সে বাসয়ে সত্য হেন ॥
অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময়-ধাম ॥
কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা তত্ত্বজ্ঞানী।
যাহার যেমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥
যে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তভু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে ॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ। তার শিরের উপরে ॥
এইমত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা করে ॥
একদিন নিজ-গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি আছে লক্ষ্মী সঙ্গে পরম-সুন্দর ॥
যোগায় তাম্বূল লক্ষ্মী পরম হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রি-দিশে ॥
যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর ॥
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া ॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ-বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল ॥
বাল্যভাবে দিগম্বর রহিলা দাণ্ডাইয়া।
কাহারে না করে লাজ পরানন্দ পাইয়া ॥
প্রভু বলে নিত্যানন্দ কেনে দিগম্বর।
নিত্যানন্দ 'হয় হয়' করয়ে উত্তর ॥
প্রভু বলে 'নিত্যানন্দ পরহ বসন'।
নিত্যানন্দ বলে 'আজি আমার গমন' ॥

প্রভু বলে 'নিত্যানন্দ ইহা কেনে করি।
নিত্যানন্দ বলে 'আর খাইতে না পারি' ॥
প্রভু বলে 'এক এড়ি কহ কেনে আর'।
নিত্যানন্দ বলে 'আমি গেনু দশবার' ॥
ক্রুদ্ধ হঞা বলে প্রভু 'মোর দোষ নাই'।
নিত্যানন্দ বলে 'প্রভু এথা নাহি আই' ॥
প্রভু কহে 'কৃপা করি পরহ বসন'।
নিত্যনন্দ বলে 'আমি করিব ভোজন' ॥
চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
এক শুনে, আর বলে, হাসিয়া বেড়ায় ॥
আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন।
বাহ্য নাহি, হাসে পদ্মাবতীর নন্দন ॥
নিত্যানন্দ-চরিত দেখিয়া আই হাসে।
বিশ্বরূপ পুত্র হেন মনে মনে বাসে ॥
সেই মত বচন শুনয়ে সব মুখে।
মাঝে মাঝে সেই রূপ আই মাত্র দেখে ॥
কাহারে না কহে আই, পুত্র-স্নেহ করে।
সম স্নেহ করে নিত্যানন্দ-বিশ্বম্ভরে ॥
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ পরিল বসন।
সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন ॥
আই-স্থানে পঞ্চ ক্ষীর-সন্দেশ পাইয়া।
এক খায়, আর চারি ফেলে ছড়াইয়া ॥
হায় হায় বলে আই কেন ফেলাইলা।
নিত্যানন্দ বলে কেনে এক ঠাঞি দিলা ॥
আই বলে ঘরে আর নাহি কি খাইবা।
নিত্যানন্দ বলে চাহ, অবশ্য পাইবা ॥
ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে।
সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেকে ॥
আই বলে সে সন্দেশ কোথায় পড়িল।
ঘরের ভিতরে কোন্ প্রকারে আইল ॥

ধূলা ঘুচাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া।
হরিষে আইলা আই অপূর্ব্ব দেখিয়া॥
আসি দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়ু খায়।
আই বলে বাপ ইহা পাইলা কোথায়॥
নিত্যানন্দ বলে যাহা ছড়াঞা ফেলিনু।
তোর দুঃখ দেখি তাই চাহিয়া আনিনু॥
অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে।
নিত্যানন্দ-মহিমা না জানে কোন জনে॥
আই বলে নিত্যানন্দ কেন মোরে ভাঁড়।
জানিল ঈশ্বর তুমি, মোরে মায়া ছাড়॥
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়, আই করে পলায়ন॥
এইমত নিত্যানন্দ-চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্য-বাধ॥
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন॥
বৈষ্ণবের অধিরাজ 'অনন্ত' ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু 'শেষ' মহীধর॥
যে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তভু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-
চরিত্র-বর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

হেন লীলা নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর-সঙ্গে।
নবদ্বীপে দুই জনে করে বহু রঙ্গে॥
কৃষ্ণানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ-রায়।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায়॥
সবারে দেখিয়া প্রীত মধুর সম্ভাষ।
আপনা-আপনি নৃত্য, বাদ্য, গীত, হাস॥
স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে ক'েন হুঙ্কার।
শুনিলে অপূর্ব্ব বুদ্ধি জন্ময়ে সবার॥
বর্ষাতে গঙ্গায় ঢেউ, কুম্ভীরে বেষ্টিত।
তাহাতে ভাসয়ে তিলার্দ্ধেকো নাহি ভীত॥
সর্ব্বলোক দেখি তবে করে 'হায় হায়'।
তথাপি ভাসেন হাসি নিত্যানন্দ-রায়॥
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়।
না বুঝিয়া সর্ব্বলোক করে 'হায় হায়'॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত বা হয়েন কোন ক্ষণ।
তিন চারি দিবসেও না হয় চেতন॥
এইমত আর কত অচিন্ত্য কথন।
অনন্ত মুখেও নারি করিতে বর্ণন॥
দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি আছে।
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে॥
বাল্যভাবে দিগম্বর হাস্য শ্রীবদনে।
সর্ব্বদা আনন্দ-ধারা বহে শ্রীনয়নে॥
নিরবধি এই বলি করেন হুঙ্কার।
মোর প্রভু 'নিমাই-পণ্ডিত' নদীয়ার॥
হাসে প্রভু দেখি তান মূর্ত্তি দিগম্বর।
মহা-জ্যোতির্ম্ময় তনু দেখিতে সুন্দর॥
আথে-ব্যথে প্রভু নিজ মস্তকের বাস।
পরাইয়া থুইলেন তথাপিহ হাস॥

আপনে লেপিলা তান অঙ্গ দিব্য গন্ধে।
শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে॥
বসিতে দিলেন নিজ-সম্মুখে আসন।
স্তুতি করে প্রভু, শুনে সর্ব্ব ভক্তগণ॥
"নামে নিত্যানন্দ তুমি, রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ—রাম মূর্ত্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ—পর্য্যটন, ভোজন, ব্যভার।
নিত্যানন্দ বিনা কিছু নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা।
পরম সুসত্য—তুমি যথা কৃষ্ণ তথা॥"
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহামতি।
যে বলেন যে করেন—সর্ব্বত্র সম্মতি॥
প্রভু বলে এক খানি কৌপীন তোমার।
দেহ ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার॥
এত বলি প্রভু তাঁর কৌপীন আনিয়া।
ছোট করি চিরিলেন অনেক করিয়া॥
সকল বৈষ্ণব-মণ্ডলীরে জনে জনে।
খানি খানি করি প্রভু দিলেন আপনে॥
প্রভু বলে "এ বস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে।
অন্যের কি দায়, ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে হয় বিষ্ণু-ভক্তি।
জানিহ কৃষ্ণের 'নিত্যানন্দ' পূর্ণ-শক্তি॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় 'নিত্যানন্দ' বহি নাই।
সঙ্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই॥
বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্ব্ব-জীব-জনক-রক্ষক সর্ব্ব-মিত্র॥
ইহান ব্যভার সব কৃষ্ণরসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥
ভক্তি করি ইহান কৌপীন বান্ধ শিরে।
মহা-যত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে॥"

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্ব ভক্তগণ।
পরম-আদরে শিরে করিলা বন্ধন॥
প্রভু বলে "শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-পাদোদক করহ গ্রহণ॥
করিলেই ইহান পাদোদক-রস-পান।
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন॥"
আজ্ঞা পাই সবে নিত্যানন্দের চরণ।
পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ॥
পাঁচবার সাতবার একো জনে খায়।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায়॥
আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌররায়।
নিত্যানন্দ-পাদোদক কৌতুকে লোটায়॥
সবে নিত্যানন্দ-পাদোদক করি পান।
মত্ত-প্রায় 'হরি' বলি করয়ে আহ্বান॥
কেহো বলে আজি ধন্য হইল জীবন।
কেহো বলে আজি সব খণ্ডিল বন্ধন॥
কেহো বলে আজি হইলাম কৃষ্ণদাস।
কেহো বলে আজি ধন্য দিবস-প্রকাশ॥
কেহো বলে পাদোদক বড় স্বাদু লাগে।
এখনও মুখের মিষ্টতা নাহি ভাগে॥
কি সে নিত্যানন্দ-পাদোদকের প্রভাব।
পান-মাত্র সবে হৈলা চঞ্চল-স্বভাব॥
কেহো নাচে কেহো গায় কেহো গড়ি যায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন কেহো করয়ে সদায়॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ॥
ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার।
উঠিয়া লাগিল নৃত্য করিতে অপার॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ উঠিলা ততক্ষণ।
নৃত্য করে দুই প্রভু বেড়ি ভক্তগণ॥

কার গায়ে কেবা পড়ে, কেবা কারে ধরে
কেবা কার চরণের ধূলি লয় শিরে ॥
কেবা কার গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন।
কেবা কোন্ রূপ করে না যায় বর্ণন ॥
প্রভু করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞি।
প্রভু ভৃত্য সকলে নাচয়ে এক ঠাঞি ॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে করিয়া কোলাকুলি।
আনন্দে নাচেন দুই প্রভু কুতূহলী ॥
পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ-পদতালে।
দেখিয়া আনন্দে সর্ব্ব গণে 'হরি' বলে ॥
প্রেমরসে মত্ত হই বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
নাচেন লইয়া সব প্রেম-অনুচর ॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ ॥
এইমত সর্ব্ব দিন প্রভু নৃত্য করি।
বসিলেন সর্ব্ব গণ সঙ্গে গৌরহরি ॥
হাতে তিন তালি দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
সবারে কহেন অতি অমায়া-উত্তর ॥
প্রভু বলে এই নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা, সে করে আমারে।
ইহান চরণ ব্রহ্মা শিবেরো বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত ॥
তিলার্দ্ধেকো ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্ব্বথায় ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব-ভক্তগণ।
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি করিল তখন ॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের এ সকল কথা।
যে দেখিল সে তাঁহারে জানয়ে সর্ব্বথা ॥
এইমত কত নিত্যানন্দের প্রভাব।
জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-প্রভাব-বর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব-সেব্য-কলেবর ॥
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর ॥
লোকে দেখে পূর্ব্বে যেন 'নিমাঞি-পণ্ডিত'।
অতিরিক্ত আর কিছু না দেখে চরিত ॥
যখন প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে।
তখন ভাসেন সেই মত কুতূহলে ॥
যার যেন ভাগ্য তেন তাহারে দেখায়।
বাহির হইলে সব আপনা লুকায় ॥
একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি ॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বল কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥

ইহা বহি আর না বলিবা বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি আমারে কহিবা॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা যেই না লইব।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব॥"
আজ্ঞা শুনি হাসে সব বৈষ্ণব-মণ্ডল।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা কার আছে বল॥
আজ্ঞা শিরে করি নিত্যানন্দ হরিদাস।
সেইক্ষণে চলিলা পথেতে আসি হাস॥
হেন আজ্ঞা যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে।
ইহাতে অপ্রীত যার, সে সুবুদ্ধি নহে॥
করয়ে অদ্বৈত-সেবা, চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈতেই তাহারে সংহারিব ভাল-মনে॥
আজ্ঞা পাই দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে।
"বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই এক-মন॥"
এইমত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।
বলিয়া বেড়ান দুই জগত-ঈশ্বরে॥
দোহান সন্ন্যাসি-বেশ যান যার ঘরে।
আথে-ব্যথে আসি ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস বলে এই ভিক্ষা।
"কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ ভজ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥"
এই বোল বলি দুই জন চলি যায়।
যে হয় সুজন সেই বড় সুখ পায়॥
অপরূপ শুনি লোক দুইজন-মুখে।
নানা জনে নানা কথা কহে নানা সুখে॥
'করিব করিব' কেহো বলয়ে সন্তোষে।
কেহো বলে 'দুইজন ক্ষিপ্ত মন্ত্র-দোষে'॥
যে গুলা চৈতন্য-নৃত্যে না পাইল দ্বার।
তার বাড়ী গেলে মাত্র বলে 'মার মার'॥

তোমরা পাগল হৈলা দুষ্ট-সঙ্গ-দোষে।
আমা সবা পাগল করিতে আইস কিসে॥
ভব্য সভ্য লোক সব হইল পাগল।
নিমাই-পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল॥
কেহো বলে দুই জন কিবা চোর-চর।
ছল করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরে-ঘর॥
এমত প্রকট কেনে করিবে সুজনে।
আরবার আইলে ধরি লইব দেয়ানে॥
শুনি শুনি নিত্যানন্দ হরিদাস হাসে।
চৈতন্যের আজ্ঞা-বলে না পায় তরাসে॥
এইমত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভর-স্থানে কহে গিয়া॥
একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহাদস্যু-প্রায় দুই মদ্যপ বিশাল॥
সে দুই জনার কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ।
ডাকা, চুরি, পর-গৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ॥
দেয়ানে নাহিক দেখা, বোলায় কোটাল।
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল॥
দুই জন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যে যাহারে পায় সেই তাহারে কিলায়॥
দূরে থাকি পথে লোক সব দেখে রঙ্গ।
সেইখানে নিত্যানন্দ হরিদাস-সঙ্গ॥
ক্ষণে দুই জনে প্রীত ক্ষণে ধরে চুলে।
চকার বকার শব্দ উচ্চ করি বলে॥
নদীয়ার বিপ্রের করিব জাতি নাশ।
মদ্যের বিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাস॥
সর্ব্ব পাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা-পাপ সবে না হইল॥

অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে।
নহিল বৈষ্ণব-নিন্দা এই সব পাকে॥
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয়॥
সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দা-কর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পর-চর্চ্চকের গতি নহে কভু ভালে॥
শাস্ত্র পড়িয়াও কারো কারো বুদ্ধি-নাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে, যাইবেক নাশ॥
দুই জনে কিলাকিলি গালাগালি করে॥
নিত্যানন্দ-হরিদাস দেখে থাকি দূরে।
লোক-স্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে।
কোন্ জাতি দুই জন এ মতি বা কেনে॥
লোক বলে "গোসাঞি ব্রাহ্মণ দুই জন।
দিব্য পিতা মাতা মহাকুলেতে উৎপন্ন॥
সর্ব্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে।
তিলার্দ্ধেকো দোষ নাহি এ দোঁহার বংশে॥
এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম্ম।
জন্ম হইতে করয়ে এমত অপকর্ম্ম॥
ছাড়িল গোষ্ঠীয়ে বড় দুর্জ্জন দেখিয়া।
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া॥
এ দুই দেখিয়া সব নদীয়া ডরায়।
পাছে কারো কোন দিন বসতি পোড়ায়॥
হেন পাপ নাহি যাহা না করে দুই জন।
ডাকা, চুরি, মদ্য মাংস করয়ে ভোজন॥"
শুনি নিত্যানন্দ বড় কারুণ্য-হৃদয়।
দুইর উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর॥
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ।
প্রভাব না দেখে লোক, করে উপহাস॥
এ দুইরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥
তবে হঙ নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস।
এ দুইরে করোঁ যদি চৈতন্য-প্রকাশ॥
এখন যেমন মত্ত আপনা না জানে।
এইমত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥
'মোর প্রভু' বলি যদি কান্দে দুই জন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥
যে যে জন এ দুইর ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান কৈল গিয়া॥
সেই সব জন যদি এ দোঁহারে দেখি।
গঙ্গাস্নান হেন মানে, তবে মোরে লেখি॥
শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মহিমা অপার।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাঁর অবতার॥
এ সব চিন্তিয়া মনে হরিদাস প্রতি।
বলে হরিদাস দেখ দোঁহার দুর্গতি॥
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার।
এ দোঁহার যম-ঘরে নাহি প্রতীকার॥
প্রাণান্তে মারিল তোমা যে যবন-গণে।
তাহারো করিলে তুমি ভাল মনে মনে॥
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর মনে।
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুই জনে॥
তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অন্যথা।
আপনে কহিলা প্রভু এই তত্ত্ব-কথা॥
প্রভুর প্রভাব সব দেখুক সংসার।
চৈতন্য করিল হেন দুইর উদ্ধার॥
যেন গায় অজামিল-উদ্ধার পুরাণে।
সাক্ষাতে দেখুক এবে এ তিন ভুবনে॥

নিত্যানন্দ-তত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে।
'পাইল উদ্ধার দুই' জানিলেন মনে॥
হরিদাস প্রভু বলে শুন মহাশয়।
তোমার যে ইচ্ছা সেই প্রভুর নিশ্চয়॥
আমারে ভাণ্ডাও যেন পশুরে ভাণ্ডাও।
আমারে সে তুমি পুনঃপুন যে শিখাও॥
হাসি নিত্যানন্দ তা'নে করি আলিঙ্গন।
অত্যন্ত কোমল হই বলেন বচন॥
প্রভুর যে আজ্ঞা লই আমরা বেড়াই।
তাহা কহি এই দুই মদ্যপের ঠাঁই॥
সবারে 'ভজিহ কৃষ্ণ' প্রভুর আদেশ।
তার মধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ॥
বলিবার ভার মাত্র আমরা দুইর।
বলিলে না লয় তবে জানে সেই বীর॥
বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে দুইর স্থানে।
নিত্যানন্দ হরিদাস করিলা গমনে॥
সাধু লোকে মানা করে নিকটে না যাও।
নাগালি পাইলে পাছে পরাণ হারাও॥
আমরা অন্তরে থাকি পরম তরাসে।
তোমরা নিকটে যাহ কেমন সাহসে॥
কিসের সন্ন্যাসি-জ্ঞান ও দুইর ঠাঞি।
ব্রহ্ম-বধে গো-বধে যাহার অন্ত নাঞি॥
তথাপিহ দুই জন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
নিকটে চলিলা দুই মহা-কুতূহলী॥
শুনিবারে পায় হেন নিকটে থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া॥
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥"

ডাক্ শুনি মাথা তুলি চাহে দুই জন।
মহাক্রোধে দুই জন অরুণ-লোচন॥
সন্ন্যাসি-আকার দেখি মাথা তুলি চাহে।
'ধর্ ধর্ ধর্' বলি ধরিবারে যায়ে॥
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ হরিদাস ধায়।
'রহ রহ' বলি দুই দস্যু পাছে যায়॥
ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ্জ গর্জ্জ করে।
মহা-ভয় পাই দুই প্রভু ধায় ডরে॥
লোক বলে তখনেই নিষেধ করিল।
দুই সন্ন্যাসীর আজি সঙ্কট পড়িল॥
যতেক পাষণ্ডী সব হাসে মনে মনে।
ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে॥
'রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ' সুব্রাহ্মণে বলে।
সে স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে॥
দুই দস্যু ধায়, দুই ঠাকুর পলায়।
'ধরিনু ধরিনু' বলি নাগালি না পায়॥
নিত্যানন্দ বলে ভাল হইল বৈষ্ণব।
আজি যদি প্রাণ বাঁচে, তবে পাই সব॥
হরিদাস বলে ঠাকুর আর কেনে বল।
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল॥
মদ্যপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ-উপদেশ।
উচিত তাহার শাস্তি—প্রাণ-অবশেষ॥
এত বলি ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
দুই দস্যু পাছে ধায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥
দোঁহার শরীর স্থূল—না পারে ধাইতে।
তথাপিহ ধায় দুই মদ্যপ ত্বরিতে॥
দুই দস্যু বলে ভাই কোথারে যাইবা।
জগা মাধার ঠাঞি আজি কেমতে এড়াইবা॥
তোমরা না জান এথা জগা মাধা আছে।
খাণি রহ উলটিয়া হের দেখ পাছে॥

ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
'রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ গোবিন্দ' বলিয়া॥
হরিদাস বলে আমি না পারি চলিতে।
জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল সহিতে॥
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল যবনের ঠাঁই।
চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজি পরাণ হারাই॥
নিত্যানন্দ বলে আমি নহিয়ে চঞ্চল।
মনে ভাবি দেখ তোমার প্রভু সে বিহ্বল॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ-আজ্ঞা করে।
তান বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে॥
কোথাও যে নাহি শুনি সেই আজ্ঞা তাঁর।
চোর ঢঙ্গ বহি লোক নাহি বলে আর॥
না করিলে আজ্ঞা তান সর্ব্বনাশ করে।
করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে॥
আপন-প্রভুর দোষ না জানহ তুমি।
দুই জনে বলিলাম, দোষ-ভাগী আমি॥
হেন মতে দুই জনে আনন্দ-কন্দল।
দুই দস্যু ধায় পাছে দেখিয়া বিকল॥
ধাইয়া আইলা নিজ-ঠাকুরের বাড়ী।
মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পাড়ে রড়ারড়ি॥
দেখা না পাইয়া দুই মদ্যপ রহিল।
শেষে হুড়াহুড়ি দুই জনেই বাজিল॥
মদ্যের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল।
আছিল বা কোন্ স্থানে, কোথা বা রহিল॥
কত ক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চায়।
কোথা গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায়॥
স্থির হই দুই জনে কোলাকুলি করে।
হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
বসি আছে মহাপ্রভু কমল-লোচন।
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রূপ মদন-মোহন॥
চতুর্দ্দিগে রহিয়াছে বৈষ্ণব-মণ্ডল।
অন্যোন্যে কৃষ্ণ-কথা কহেন সকল॥
কহেন আপন-তত্ত্ব সভা মধ্যে রঙ্গে।
শ্বেতদ্বীপ-পতি যেন সনকাদি সঙ্গে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস হেনই সময়।
দিবস-বৃত্তান্ত যত সম্মুখে কহয়॥
অপরূপ দেখিলাম আজি দুই জন।
পরম মদ্যপ, পুন বোলায় 'ব্রাহ্মণ'॥
ভাল রে বলিল তারে 'বল কৃষ্ণ-নাম'।
খেদাড়িয়া আইল, ভাগ্যে রহিল পরাণ॥
প্রভু বলে কে সে দুই, কিবা তার নাম।
ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম॥
সম্মুখে আছিল গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস।
কহয়ে যতেক তার বিকর্ম্ম প্রকাশ॥
সে দুইর নাম প্রভু। 'জগাই' 'মাধাই'।
সুব্রাহ্মণ-পুত্র দুই, জন্ম এই ঠাঁই॥
সঙ্গ-দোষে সে দোঁহার হেন হৈল মতি।
আজন্ম মদিরা বহি আর নাহি গতি॥
সে দুইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে।
হেন নাহি যার ঘরে চুরি নাহি করে॥
সে দুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি।
আপনে সকল দেখ, জানহ গোসাঞি॥
প্রভু বলে জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা॥
নিত্যানন্দ বলে খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সে দুইরে প্রভু 'গোবিন্দ' বোলাই॥
স্বভাবেই ধার্ম্মিকে বলয়ে কৃষ্ণনাম।
এ দুই বিকর্ম্ম বহি নাহি জানে আন॥

এ দুই উদ্ধারো যদি দিয়া ভক্তি-দান।
তবে জানি 'পাতকি-পাবন' হেন নাম॥
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দুইর উদ্ধারের সীমা॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর হইব উদ্ধার।
যেই ক্ষণে দরশন পাইল তোমার॥
বিশেষে চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল॥
শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবতগণ।
জয় জয় হরি-ধ্বনি করিল তখন॥
'হইল উদ্ধার' সবে মানিল হৃদয়ে।
অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কহে॥
চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।
আমি থাকি কোথা, সে বা কোন্ দিগে যায়॥
বর্ষাতে জাহ্নবী-জলে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তারে ধরিবারে যায়॥
কূলে থাকি ডাক পাড়ি, করি হায় হায়।
সকল গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥
যদি বা কূলেতে উঠে ছাওয়াল দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু যায় খেদাড়িয়া॥
তার পিতৃ মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লৈয়া।
তা সবা পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া॥
গোয়ালার ঘৃত দধি লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায়॥
সেই সে করয়ে কর্ম্ম যেই যুক্ত নহে।
কুমারী দেখিয়া বলে করিব বিবাহে॥
চড়িয়া ষাঁড়ের পিঠে 'মহেশ' বোলায়।
পরের গাভীর দুগ্ধ তাহা দুহি খায়॥
আমি শিখাইল গালি পাড়য়ে তোমারে।
কি করিতে পারে তোর অদ্বৈত আমারে॥
'চৈতন্য' বলিস্ যারে ঠাকুর করিয়া।
সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া॥
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে।
দৈব-যোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে॥
মহা-মাতোয়াল দুই পথে পড়ি আছে।
কৃষ্ণ-উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে॥
মহা-ক্রোধে ধাইয়া আইসে মারিবার।
জীবন-রক্ষার হেতু—প্রসাদ তোমার॥
হাসিয়া অদ্বৈত বলে কোন চিত্র নহে।
মদ্যপের উচিত—মদ্যপ-সঙ্গ হয়ে॥
তিন-মাতোয়াল-সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত॥
নিত্যানন্দ করিব সকল মাতোয়াল।
উহান চরিত্র মুঞি জানি ভালে ভাল॥
এই দেখ তুমি দিন দুই তিন ব্যাজে।
সেই দুই মদ্যপ আনিব গোষ্ঠী মাঝে॥
বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ।
দিগম্বর হই বলে অশেষ বিশেষ॥
শুষিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি।
কেমনে নাচয়ে গায় দেখোঁ তান শক্তি॥
দেখ কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া।
নিমাই নিতাই দুই নাচিব মিলিয়া॥
একাকার করিবেক এই দুই জনে।
জাতি লৈয়া তুমি আমি পলাই যতনে॥
অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে হরিদাস।
'মদ্যপ-উদ্ধার' চিত্তে হইল প্রকাশ॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝে কাহার শকতি।
বুঝে হরিদাস প্রভু, যার যেন মতি॥
এবে পাপী সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।
গদাধর-নিন্দা করে মরয়ে পুড়িয়া॥

যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয় ॥
সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে।
আইল যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে ॥
দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক থানা।
বেড়াইয়া বুলে সর্ব্ব ঠাঞি দেই হানা ॥
সকল লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক।
কিবা বড়, কিবা ধনী, কিবা মহারঙ্ক ॥
নিশা হৈলে কেহো নাহি যায় গঙ্গা-স্নানে।
যদি যায় তবে দশ বিশের গমনে ॥
প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে।
সর্ব্ব রাত্রি প্রভুর কীর্ত্তন শুনি জাগে ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে।
মদ্যের বিক্ষেপে তারা শুনি নাচে রঙ্গে ॥
দূরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায়।
শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ্য খায় ॥
যখন কীর্ত্তন রহে, সেহো দুই রহে।
শুনিয়া কীর্ত্তন পুন উঠিয়া নাচয়ে ॥
মদ্যপানে বিহ্বল, কিছুই নাহি জানে।
আছিল বা কোথায়, আছয়ে কোন্ স্থানে ॥
প্রভুরে দেখিয়া বলে নিমাই-পণ্ডিত।
করাইলা সংপূর্ণ মঙ্গল-চণ্ডীর গীত ॥
গায়েন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাও।
সকল আনিয়া দিব যথা যেই পাও ॥
দুর্জ্জন দেখিয়া প্রভু দূরে দূরে যায়।
আর পথ দিয়া লোক সবাই পলায় ॥
একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে দোঁহে ধরিলেক গিয়া ॥
'কে রে কে রে' বলি ডাকে জগাই মাধাই।
নিত্যানন্দ বলেন 'প্রভুর বাড়ী যাই' ॥

মদ্যের বিক্ষেপে বলে কিবা নাম তোর।
নিত্যানন্দ বলে 'অবধূত' নাম মোর ॥
বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায় ॥
উদ্ধারিব দুই জন হেন আছে মনে।
অতএব নিশাভাগে আইলা সে স্থানে ॥
'অবধূত' নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া ॥
ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু 'গোবিন্দ' স্মঙরে ॥
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে।
আরবারে মারিতে ধরিল তার হাতে ॥
কেনে হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দঢ়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈলে তুমি বড় ॥
এড় এড় অবধৌত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ ভালাই তোমার ॥
আথে-ব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা ॥
নিত্যানন্দ-অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইর ভিতরে ॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
'চক্র চক্র চক্র' প্রভু ডাকে ঘনে-ঘনে ॥
আথে-ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল ॥
প্রমাদ গণিল সব ভাগবতগণ।
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন ॥
মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই ॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির ॥

'জগাই রাখিল' হেন বচন শুনিয়া।
জগাইরে আলিঙ্গন কৈল সুখী হৈয়া॥
জগাইরে বলে "কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলা তুমি মোরে॥
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ তাহা তুমি মাগ।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তি-লাভ॥"
জগাইরে বর শুনি বৈষ্ণব-মণ্ডল।
জয় জয় হরিধ্বনি করিলা সকল॥
'প্রেম-ভক্তি হউ' বলি যখন বলিলা।
তখন জগাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥
প্রভু বলে জগাই উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেম-ভক্তি দান দিল তোরে॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিল চৈতন্য-গোসাঞি॥
পাইয়া চরণ-ধন—লক্ষ্মীর জীবন।
ধরিল জগাই সেই অমূল্য রতন॥
চরণে ধরিয়া কান্দে সুকৃতি জগাই।
এমন অপূর্ব্ব করে চৈতন্য গোসাঞি॥
এক জীব, দুই দেহ—জগাই মাধাই।
এক পুণ্য, এক পাপ, বৈসে এক ঠাঁই॥
জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল।
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল॥
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া।
পড়িল চরণ ধরি দণ্ডবত হৈয়া॥
দুইজনে এক ঠাঞি কৈল প্রভু পাপ।
অনুগ্রহ কেনে প্রভু দেখি দুই ভাগ॥
মোরে অনুগ্রহ কর, লঙ তোর নাম।
আমারে উদ্ধার করিবারে নারে আন॥

প্রভু বলে তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে রক্তপাত কৈলি তুঞি॥
মাধাই বলয়ে ইহা বলিতে না পার।
আপনার ধর্ম্ম সে আপনি কেনে ছাড়॥
বাণে বিন্ধিলেক তোমা অসুরের গণে।
নিজ-পদ তা সবারে তবে দিলে কেনে॥
প্রভু বলে তাহা হৈতে তোর অপরাধ।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে তুই কৈলি রক্তপাত॥
মোর হৈতে মোর নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য কহিলাম দঢ়॥
সত্য যদি কহিলা ঠাকুর মোর স্থানে।
বলহ নিষ্কৃতি মুঞি পাইব কেমনে॥
সর্ব্ব রোগ নাশ' বৈদ্য-চূড়ামণি তুমি।
তুমি রোগ চিকিৎসিলে সুস্থ হই আমি॥
না কর কপট প্রভু সংসারের নাথ।
বিদিত হইলা আর লুকাইবা কাত॥
প্রভু বলে অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দ-চরণ ধরিয়া তুমি পড়॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্য-ধন—নিতাই-চরণ॥
যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
রেবতী জানেন সেই চরণ-প্রকাশ॥
বিশ্বম্ভর বলে শুন নিত্যানন্দ-রায়।
পড়িল চরণে কৃপা করিতে জুয়ায়॥
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার, পড়িল তোমাত॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু কি বলিব মুঞি।
বৃক্ষ-দ্বারে কৃপা কর সেহ শক্তি তুঞি॥
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিল মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত॥

মোর যত অপরাধ—কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড়, কৃপা কর—তোমার মাধাই ॥
বিশ্বম্ভর বলে যদি ক্ষমিলা সকল।
মাধাইরে কোল দেহ হউক সফল ॥
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
মাধাইর হৈল সব-বন্ধ-বিমোচন ॥
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা।
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত মাধাই হইলা ॥
হেন মতে দুই জনে পাইল মোচন।
দুই জনে স্তুতি করে দুইর চরণ ॥
প্রভু বলে 'তোরা আর না করিস্ পাপ'।
জগাই মাধাই বলে 'আর না রে বাপ' ॥
প্রভু বলে শুন শুন তুমি দুই জন।
সত্য আমি এই তোরে করিল মোচন ॥
কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর
আর যদি না করিস্, সব দায় মোর ॥
তো দোঁহার মুখে মুঞি করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার ॥
প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই মাধাই।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই পড়িলা তথাই ॥
মোহ গেল, দুই বিপ্র আনন্দ-সাগরে।
বুঝি আজ্ঞা করিলেন প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥
দুই জনে তুলি লহ আমার বাড়ীতে।
কীর্ত্তন করিব দুই জনের সহিতে ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ আজি এ দোঁহারে দিব।
এ দুইরে জগতের উত্তম করিব ॥
এ-দুই-পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান।
এ দুইরে বলিবেক গঙ্গার সমান ॥
নিত্যানন্দ-প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয় ॥

জগাই মাধাই সব বৈষ্ণবে ধরিয়া।
প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে গেলা লৈয়া ॥
আপ্তগণ সান্ধাইলা প্রভুর সহিতে।
পড়িল কপাট কারো শক্তি নাহি যাইতে ॥
বসিলা আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দুই পাশে শোভে নিত্যানন্দ গদাধর ॥
সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপাত্র-রাজ।
চারিদিগে বৈসে সব বৈষ্ণব-সমাজ ॥
পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি, প্রভু হরিদাস।
গরুড়াই, রামাই, শ্রীবাস, গঙ্গাদাস ॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর-আচার্য্য।
এ সব জানয়ে চৈতন্যের সর্ব্ব কার্য্য ॥
অনেক মহান্ত আরো চৈতন্য বেড়িয়া।
আনন্দে ভাসিল জগাই মাধাই লইয়া ॥
লোমহর্ষ, মহা-অশ্রু, কম্প সর্ব্ব গায়।
জগাই মাধাই দুই গড়াগড়ি যায় ॥
কার শক্তি বুঝে চৈতন্যের অভিমত।
দুই দস্যু কৈল দুই মহাভাগবত ॥
তপস্বী সন্ন্যাসী করে পরম পাষণ্ড।
এইমত লীলা তান অমৃতের খণ্ড ॥
ইহাতে বিশ্বাস যার, সেই কৃষ্ণ পায়।
ইথে যার সন্দেহ, সে অধঃপাতে যায় ॥
জগাই মাধাই দুই জনে স্তুতি করে।
সবার সহিত শুনে গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥
শুদ্ধা সরস্বতী দুই জনের জিহ্বায়।
বসিলা চৈতন্যচন্দ্র-প্রভুর আজ্ঞায় ॥
নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রকাশ একত্র।
দেখিলেন দুই জনে যার যেই তত্ত্ব ॥
সেই মতে স্তুতি করে দুই মহাশয়।
যে স্তুতি শুনিলে কৃষ্ণ-ভক্তি লভ্য হয় ॥

"জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ—বিশ্বম্ভর-ধর॥
জয় জয় নিজ-নাম-বিনোদ-আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্ব কার্য্য॥
জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-শরণ॥
জয় জয় শচী-পুত্র করুণার সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু॥
জয় রাজপণ্ডিত-দুহিতা-প্রাণেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময়-কলেবর॥
সেই জয় প্রভু তুমি যত কর কাজ।
জয় নিত্যানন্দ-চন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ॥
জয় জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূত-বর॥
জয় জয় অদ্বৈত-জীবন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সহস্র-বদন নিত্যানন্দ॥
জয় গদাধর-প্রাণ মুরারি-ঈশ্বর।
জয় হরিদাস-বাসুদেব-প্রিয়কর॥
পাপী উদ্ধারিলে যত নানা অবতারে।
পরম অদ্ভুত যাহা ঘোষয়ে সংসারে॥
আমি দুই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার।
অল্পত্ব পাইল পূর্ব্ব মহিমা তোমার॥
অজামিল-উদ্ধারের যতেক মহত্ত্ব।
আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অল্পত্ব॥
সত্য কহি, আমি কিছু স্তুতি নাহি করি
উচিতেই অজামিল মুক্তি-অধিকারী॥
কোটি ব্রহ্ম বধি যদি তোর নাম লয়।
সত্য মোক্ষ-পদ তার—বেদে সত্য কয়॥
হেন নাম অজামিল কৈল উচ্চারণ।
তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন॥
বেদ-সত্য পালিতে তোমার অবতার।
মিথ্যা হয় বেদ তবে না কৈলে উদ্ধার॥
আমি দ্রোহ কৈল প্রিয়-শরীরে তোমার।
তথাপিহ আমা দুই করিলে উদ্ধার॥
এবে বুঝি দেখ প্রভু আপনার মনে।
কত কোটি অন্তর আমরা দুই জনে॥
'নারায়ণ' নাম শুনি অজামিল-মুখে।
চারি মহাজন আইল সেই জন দেখে॥
আমি দেখিলাম তোমা রক্ত পাড়ি অঙ্গে।
সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র, পারিষদ সব সঙ্গে॥
গোপ্য করি রাখি ছিলা এ সব মহিমা।
এবে ব্যক্ত হৈল প্রভু মহিমার সীমা॥
এবে সে হইল বেদ মহাবলবন্ত।
এবে সে বড়াঞি করি গাইব অনন্ত॥
এবে সে বিদিত হৈল গোপ্য গুণগ্রাম।
নির্লক্ষ্য-উদ্ধার প্রভু ইহার সে নাম॥
যদি বল কংস আদি যত দৈত্যগণ।
তাহারাও দ্রোহ করি পাইল মোচন॥
কত লক্ষ্য আছে তথি দেখ নিজ-মনে।
নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে॥
তোমা সনে যুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে।
ভয়ে তোমা নিরন্তর চিন্তিলেক মর্ম্মে॥
তথাপি নারিল দ্রোহ-পাপ এড়াইতে।
পড়িল নরেন্দ্র সব বংশের সহিতে॥
তোমারে দেখিয়া নিজ-জীবন ছাড়িল।
তবে কোন্ মহাজনে তারে পরশিল॥
আমারে পরশে এবে ভাগবতগণে।
ছায়া ছুঞি যে জন করিলা গঙ্গাস্নানে॥
সর্ব্ব-মতে প্রভু তোর এ মহিমা বড়।
কাহারে ভাণ্ডিবে—সবে জানিলেক দঢ়॥

মহাভক্ত গজরাজ করিল স্তবন।
একান্ত-শরণ দেখি করিলা মোচন॥
দৈবে সে উপমা নহে অসুরা পূতনা।
অঘ বক আদি যত কেহো নহে সীমা॥
ছাড়িয়া সে দেহ তারা গেল দিব্য-গতি।
বেদে বিনে তাহা দেখে কাহার শকতি॥
যে করিলা এই দুই পাতকি-শরীরে।
সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল সংসারে॥
যতেক করিলা তুমি পাতকি-উদ্ধার।
কারো কোনরূপ লক্ষ্য আছে সবাকার॥
নির্লক্ষ্যে তারিলা ব্রহ্মদৈত্য দুই জন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ॥"
বলিয়া বলিয়া কান্দে জগাই মাধাই।
এমত অপূর্ব্ব করে চৈতন্য-গোসাঞি॥
যতেক বৈষ্ণবগণ অপূর্ব্ব দেখিয়া।
যোড়-হস্তে সবে স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া॥
যে স্তুতি করিল প্রভু এ দুই মদ্যপে।
তোর কৃপা বিনা ইহা জানে কার বাপে॥
তোমার অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে।
যখন যেরূপে কৃপা করহ যাহারে॥
প্রভু বলে "এ দুই মদ্যপ নহে আর।
আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার॥
সব মিলি অনুগ্রহ কর এ দুইরে।
জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে॥
যেরূপে যাহার ঠাঁই আছে অপরাধ।
ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই মাধাই।
সবার চরণ ধরি পড়িলা তথাই॥
সর্ব্ব মহাভাগবতে কৈল আশীর্ব্বাদ।
জগাই মাধাই হইল নির-অপরাধ॥

প্রভু বলে উঠ উঠ জগাই মাধাই।
হইলা আমার দাস—আর চিন্তা নাই॥
তুমি দুই যত কিছু করিলে স্তবন।
পরম সুসত্য—কিছু না হয় খণ্ডন॥
এ শরীরে কভু কারো হেন নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয়॥
তো সবার যত পাপ মুঞি নিল সব।
সাক্ষাতে দেখহ ভাই এই অনুভব॥
দুই জনার শরীরে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হৈল কালিয়া-আকার॥
প্রভু বলে 'তোমরা আমারে দেখ কেন'।
অদ্বৈত বলয়ে 'শ্রীগোকুলচন্দ্র যেন'॥
অদ্বৈত-প্রতিভা শুনি হাসে বিশ্বম্ভর।
'হরি' বলি ধ্বনি করে সব অনুচর॥
প্রভু বলে কালা দেখ এ দুইর পাপে।
কীর্ত্তন করহ সব যাউক নিন্দকে॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সবার উল্লাস।
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন-পরকাশ॥
নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ সঙ্গে।
বেড়িয়া বৈষ্ণব সব যশ গায় রঙ্গে॥
নাচয়ে অদ্বৈত—যার লাগি অবতার।
যাহার কারণে হৈল জগত-উদ্ধার॥
কীর্ত্তন করয়ে সবে দিয়া করতালি।
সবেই করেন নৃত্য হয়ে কুতূহলী॥
প্রভু প্রতি মহানন্দে কারো নাহি ভয়।
প্রভু সঙ্গে কত লক্ষ ঠেলাঠেলি হয়॥
বধূ সঙ্গে দেখে আই ঘরের ভিতরে।
বসিয়া ভাসয়ে আই আনন্দ-সাগরে॥
সবেই পরমানন্দ দেখিয়া প্রকাশ।
কাহারো না ঘুচে কৃষ্ণাবেশের উল্লাস॥

যার অঙ্গ পরশিতে রমা ভয় পায়।
সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মদ্যপ নাচয়॥
মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য-গোসাঞি।
বৈষ্ণব-নিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঞি॥
নিন্দায় না বাঢ়ে ধর্ম্ম, সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ॥
দুই দস্যু দুই মহাভাগবত করি।
গণের সহিত নাচে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
নৃত্যাবেশে বসিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
বসিলা চৌদিকে বেঢ়ি বৈষ্ণব-মণ্ডল॥
সর্ব্ব-অঙ্গে ধূলা চারি-অঙ্গুলি-প্রমাণ।
তথাপিও সবার অঙ্গ নির্ম্মল-গেয়ান॥
পূর্ব্ববত হৈলা প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
হাসিয়া সবারে বলে প্রভু বিশ্বম্ভর॥
এ দুইরে পাপী হেন না করিহ মনে।
এ দুইর পাপ মুঞি লইনু আপনে॥
সর্ব্ব দেহে মুঞি করোঁ বোলোঁ চলোঁ খাও।
তবে দেহ-পাত—যবে মুঞি চলি যাও॥
যে দেহেতে অল্প দুঃখে জীব ডাক ছাড়ে।
মুঞি বিনা সেই দেহ পুড়িলে না নড়ে॥
তবে যে জীবের দুঃখ—করে অহঙ্কার।
'মুঞি করোঁ বলোঁ' বলি পায় মহা-মার॥
এতেকে যতেক কৈল এই দুই জনে।
করিলাম আমি, ঘুচাইলাম আপনে॥
ইহা জানি এ দুইরে সকল বৈষ্ণব।
দেখিবা অভেদ-দৃষ্ট্যে যেন তুমি সব॥
শুন এই আজ্ঞা মোর—যে হও আমার।
এ দুইরে শ্রদ্ধা করি যে দিব আহার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত মধু আছে।
সে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে॥
এ দুইরে বট-মাত্র দিবে যেই জন।
তার সে কৃষ্ণের মুখে মধু-সমর্পণ॥
এ দুই জনেরে যে করিবে পরিহাস।
এ দুইর অপরাধে তার সর্ব্বনাশ॥
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কান্দে মহাপ্রেমে।
জগাই মাধাই প্রতি করে পরণামে॥
প্রভু বলে শুন সব ভাগবতগণে।
চল সবে যাই ভাগীরথীর চরণে॥
সর্ব্ব গণ সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
পড়িলা জাহ্নবী-জলে বনমালা-ধর॥
কীর্ত্তন-আনন্দে যত ভাগবতগণ।
শিশু-প্রায় চঞ্চল-চরিত্র সর্ব্বক্ষণ॥
মহা-ভব্য বৃদ্ধ সব সেহো শিশুমতি।
এইমত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি॥
গঙ্গাস্নান-মহোৎসব কীর্ত্তনের শেষে।
প্রভু-ভৃত্য-বুদ্ধি গেল আনন্দ-আবেশে॥
জল দেয় প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের গায়।
কেহো নাহি পারে, সবে হাসিয়া পলায়॥
জল-যুদ্ধ করে প্রভু যার যার সঙ্গে।
কতক্ষণ যুদ্ধ করি সবে দেয় ভঙ্গে॥
ক্ষণে কেলি অদ্বৈত-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দে।
ক্ষণে কেলি হরিদাস-শ্রীবাস-মুকুন্দে॥
শ্রীগর্ভ শ্রীসদাশিব মুরারি শ্রীমান্।
পুরুষোত্তম-সঞ্জয় বুদ্ধিমন্ত-খান॥
বিদ্যানিধি গঙ্গাদাস জগদীশ নাম।
গোপীনাথ হরিদাস গরুড় শ্রীরাম॥
গোবিন্দ শ্রীধর কৃষ্ণানন্দ কাশীশ্বর।
জগদানন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীশুক্লাম্বর॥
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য কত জানি নাম।
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ॥

অন্যোন্যে সর্ব্বজন জলকেলি করে।
পরানন্দ-রসে কেহো জিনে কেহো হারে॥
গদাধর-গৌরাঙ্গে মিলিয়া জলকেলি।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে খেলয়ে দোঁহে মেলি॥
অদ্বৈত-নয়নে নিত্যানন্দ কুতূহলী।
নির্ঘাতে মারিল জল দিয়া মহাবলী॥
দুই চক্ষু অদ্বৈত মেলিতে নাহি পারে।
মহা-ক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে॥
নিত্যানন্দ মদ্যপে করিল চক্ষু কাণ।
কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল উপস্থান॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূতে আনি দিল ঠাঁই॥
শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম্ম করে।
নিরবধি অবধূত-সংহতি বিহরে॥
নিত্যানন্দ বলে মুখে নাহি বাস' লাজ।
হারিলে আপনে, আর কন্দলে কি কাজ॥
গৌরচন্দ্র বলে একবারে নাহি জানি।
তিনবার হইলে সে হারি জিত মানি॥
আর বার জলযুদ্ধ অদ্বৈত-নিতাই।
কৌতুক লাগিয়া এক দেহ দুই ঠাঁই॥
দুই জনে জলযুদ্ধ—কেহো নাহি পারে।
একবার জিনে কেহো আর বার হারে॥
আর বার নিত্যানন্দ সম্ভ্রম পাইয়া।
দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া॥
অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ বলে মাতালিয়া।
সন্ন্যাসী না হয় কভু ব্রাহ্মণ বধিয়া॥
পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত।
কুল জন্ম জাতি কেহো না জানে কোথাত॥
পিতা মাতা গুরু আদি না জানি কিরূপ।
খায় পরে সকল, বোলায় অবধূত॥
নিত্যানন্দ প্রতি স্তব করে ব্যপদেশে।
শুনি নিত্যানন্দ প্রভু গণ সহ হাসে॥
সংহারিমু সকল মোহার দোষ নাঞি।
এত বলি জলে ঝাঁপে আচার্য্য-গোসাঞি॥
আচার্য্যের ক্রোধে হাসে ভাগবতগণ।
ক্রোধে তত্ত্ব কহে—যেন শুনি কুবচন॥
হেন রস-কলহের মর্ম্ম না বুঝিয়া।
ভিন্ন-জ্ঞানে নিন্দে বন্দে সে মরে পুড়িয়া॥
নিশ্চয় শ্রীগৌরচন্দ্র যারে কৃপা করে।
সেই সে বৈষ্ণব-বাক্য বুঝিবারে পারে॥
সেই কতক্ষণে দুই মহাকুতূহলী।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী॥
মহামত্ত দুই প্রভু গৌরচন্দ্র-রসে।
সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে॥
হেন মতে জলকেলি কীর্ত্তনের শেষে।
প্রতিরাত্রি সবা লৈয়া করে প্রভু রসে॥
এ লীলা দেখিতে মনুষ্যের শক্তি নাই।
সবে দেখে দেবগণ সঙ্গোপে তথাই॥
সর্ব্ব গণে গৌরচন্দ্র গঙ্গা-স্নান করি।
কূলে উঠি উচ্চ করি বলে 'হরি হরি'॥
সবারে দিলেন মালা প্রসাদ চন্দন।
বিদায় হইলা সবে করিতে ভোজন॥
জগাই মাধাই সমর্পিল সবা-স্থানে।
আপন গলার মালা দিল দুই জনে॥
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র বেদে কয়॥
গৃহে আসি প্রভু ধুইলেন শ্রীচরণ।
তুলসীর করিলেন চরণ-বন্দন॥
ভোজন করিতে বসিলেন বিশ্বম্ভর।
নৈবেদ্যান্ন আনি মায়ে করিলা গোচর॥

সর্ব্ব ভাগবতেরে করিয়া নিবেদন।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ করেন ভোজন॥
পরম-সন্তোষে মহাপ্রসাদ পাইয়া।
মুখ-শুদ্ধি করি দ্বারে বসিলা আসিয়া॥
বধূ সঙ্গে দেখে আই নয়ন ভরিয়া।
মহানন্দ-সাগরে শরীর ডুবাইয়া॥
আইর ভাগ্যের সীমা কে বলিতে পারে।
সহস্র-বদন প্রভু যদি শক্তি ধরে॥
প্রাকৃত শব্দেও যেই বলিবেক 'আই'।
আই-শব্দ-প্রভাবেও তার দুঃখ নাই॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি আই জগন্মাতা।
নিজ-দেহ আই নাহি জানে আছে কোথা।
বিশ্বম্ভর চলিলেন করিতে শয়ন।
তখন বিদায় করে গুপ্ত-দেবগণ॥
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ।
নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন॥
দেখিতে না পায় ইহা কেহো আজ্ঞা বিনে
সেই প্রভু অনুগ্রহে বলে কারো স্থানে॥
কোন দিন বসিয়া থাকয়ে বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে আইলা মাত্র কোন অনুচর॥
'ওইখানে থাক' প্রভু বলয়ে আপনে।
চারি-পাঁচ-মুখগুলা লোটায় অঙ্গনে॥
পড়িয়া আছয়ে যত নাহি লেখা-জোখা।
তোমরা সভেরা কি এ গুলা পাও দেখা॥
করযোড় করি বলে সব ভক্তগণ।
ত্রিভুবনে করে প্রভু তোমার সেবন॥
আমরা সভের কোন্ শক্তি দেখিবার।
বিনে প্রভু তুমি দিলে দৃষ্টি-অধিকার॥
এ সব অদ্ভুত চৈতন্যের গুপ্ত কথা।
সর্ব্ব-সিদ্ধি হয় ইহা শুনিলে সর্ব্বথা॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
অজ ভব নিতি আইসে গৌরাঙ্গের স্থানে॥
হেন মতে জগাই-মাধাই-পরিত্রাণ।
করিল শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ॥
সবার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দুক দুরাচার॥
শূলপাণি-সম যদি ভক্ত-নিন্দা করে।
ভাগবত-প্রমাণ—তথাপি শীঘ্র মরে॥

তথাহি (ভাঃ ৫।১০।২৫)—

মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃক্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ॥

মহতের অবমাননা করিলে, সেই স্বকৃত-কর্ম্মফলে, মাদৃশ ব্যক্তি, শিবের ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও, অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই।
সে জনের অধঃপাত সর্ব্ব শাস্ত্রে কই॥
সর্ব্ব-মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহো না মিলায় ত্রাণ॥
পদ্ম-পুরাণের এই পরম বচন।
প্রেমভক্তি হয় ইহা করিলে পালন॥

তথাহি পাদ্মে—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্॥

সাধুগণের নিন্দা করিলে নামের নিকট মহা অপরাধ হয়। আহা! নাম যাঁহাদিগের দ্বারা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা তিনি কিরূপে সহ্য করিবেন?

যেই শুনে দুই মহাদস্যুর উদ্ধার।
তারে উদ্ধারিব গৌরচন্দ্র অবতার ॥
ব্রহ্মদৈত্য-পাবন গৌরাঙ্গ জয় জয়।
করুণা-সাগর প্রভু পরম সদয় ॥
সহজ-করুণাসিন্ধু মহা-কৃপাময়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু গুণমাত্র লয় ॥
হেন প্রভু-বিরহে যে পাপীর প্রাণ রহে।
সবে পরমায়ু-গুণ, আর কিছু নহে ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
শ্রবণে বদনে যেন তোর যশ লয় ॥
আমার প্রভুর সঙ্গে গৌরাঙ্গসুন্দর।
যথা বৈসে তথা যেন হঙ অনুচর ॥
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥
গণ সহ প্রভু-পাদপদ্মে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই-
উদ্ধার-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ।
নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন ॥
আজ্ঞা বিনা কেহো ইহা দেখিতে না পারে।
তারা পুনি ঠাকুরের সবে সেবা করে ॥
সর্ব্ব দিন দেখে প্রভু যত লীলা করে।
শয়ন করিলে প্রভু সবে চলে ঘরে ॥
ব্রহ্মদৈত্য দুইর সে দেখিয়া উদ্ধার।
আনন্দে চলিলা তাই করিয়া বিচার ॥
এমত কারুণ্য আছে চৈতন্যের ঘরে।
এমত জনেরে প্রভু করয়ে উদ্ধারে ॥
আজি বড় চিত্তে প্রভু দিলেন ভরসা।
'অবশ্য পাইব পার' ধরিলাম আশা ॥
এইমত অন্যোন্যে করি সঙ্কথন।
মহানন্দে চলিলা সকল দেবগণ ॥
প্রভু-স্থানে নিত্য আইসে যম ধর্ম্মরাজ।
আপনে দেখিল প্রভু চৈতন্যের কাজ ॥
চিত্রগুপ্ত-স্থানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু যম।
কিবা এ দুইর পাপ, কিবা উপশম ॥
চিত্রগুপ্ত বলে শুন প্রভু যমরাজ।
এ বিফল পরিশ্রমে আর কিবা কাজ ॥
লক্ষেক কায়স্থ যদি এক মাস পড়ি।
তথাপি পাইতে অন্ত শীঘ্র হয় বড়ি ॥
তুমি যদি শুন লক্ষ করিয়া শ্রবণ।
তথাপি সে শুনিবারে তুমি সে ভাজন ॥
এ দুইর পাপ নিরন্তর দূতে কহে।
লিখিতে কায়স্থ সব উৎপাত গণয়ে ॥
এ দুইর পাপ দূত কহে অনুক্ষণ।
তাহা লাগি দূতে কত খাইল মারণ ॥
দূত বলে পাপ করে সেই দুই জনে।
লেখাইতে ভার মোর, মোরে মার কেনে ॥
না লিখিলে হয় শাস্তি হেন লাগি লিখি।
পর্ব্বত-প্রমাণ 'গড়া' আছে তার সাক্ষী ॥
আমরাও কান্দিয়াছি ও দুই লাগিয়া।
কেমতে বা এ যাতনা সহিব আসিয়া ॥

তিল-মাত্রে মহাপ্রভু সব কৈল দূর।
এবে আজ্ঞা কর 'গড়া' ডুবাই প্রচুর॥
কভু নাহি দেখে যম এমত মহিমা।
পাতকি-উদ্ধার যত তার এই সীমা॥
স্বভাব-বৈষ্ণব যম—মূর্ত্তিমন্ত ধর্ম্ম।
ভাগবত-ধর্ম্মের জানয়ে সব মর্ম্ম॥
যখন শুনিলা চিত্রগুপ্তের বচন।
কৃষ্ণাবেশে দেহ পাসরিলা ততক্ষণ॥
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া রথের উপরে।
কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে॥
আথে-ব্যথে চিত্রগুপ্ত আদি যত গণ।
ধরিয়া লাগিলা সবে করিতে ক্রন্দন॥
সর্ব্ব দেব রথে যান কীর্ত্তন করিয়া।
রহিল যমের রথ শোকাকুল হৈয়া॥
দুই ব্রহ্ম-অসুরের মোচন দেখিয়া।
সেই গুণ কর্ম্ম সবে চলিলা গাইয়া॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি শেষ আদি দেবগণ।
নারদাদি গায় সেই দুইর মোচন॥
কেহো কেহো না জানয়ে আনন্দ-কীর্ত্তনে
কারুণ্য দেখিয়া কেহো করয়ে ক্রন্দনে॥
রহিয়াছে যম-রথ দেখে দেবগণে।
রহিল সকল রথ যম-রথ-স্থানে॥
শেষ, অজ, ভব, নারদাদি ঋষিগণে।
দেখে পড়ি আছে যমদেব অচেতনে॥
বিস্মিত হইলা সবে না জানি কারণ।
চিত্রগুপ্ত কহিলেন সব বিবরণ॥
'কৃষ্ণাবেশ' হেন জানি অজ পঞ্চানন।
কর্ণমূলে সবে মিলি করয়ে কীর্ত্তন॥
উঠিলেন যমদেব কীর্ত্তন শুনিয়া।
চৈতন্য পাইয়া নাচে মহামত্ত হৈয়া॥
উঠিল পরমানন্দ দেব-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণের আবেশে নাচে সূর্য্যের নন্দন॥
যম-নৃত্য দেখি নাচে সর্ব্ব দেবগণ।
নারদাদি সঙ্গে নাচে অজ পঞ্চানন॥
দেবগণ-নৃত্য শুন সাবধান হৈয়া।
অতি গুহ্য—বেদে ব্যক্ত করিবেন ইহা॥

শ্রীরাগ।

নাচই ধর্ম্মরাজ, ছাড়িয়া সকল কাজ,
কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা।
স্মঙরিয়া শ্রীচৈতন্য, বলেন ধন্য ধন্য,
পতিত-পাবন ধন্য বানা॥
হুহুঙ্কার গর্জ্জন, সপুলক মহাপ্রেম,
যমের ভাবের অন্ত নাই।
বিহ্বল হইয়া যম, করে বহু ক্রন্দন,
স্মঙরিয়া জগাই মাধাই॥
যমের যতেক গণ, দেখিয়া যমের প্রেম,
আনন্দে পড়িয়া গড়ি যায়।
চিত্রগুপ্ত মহাভাগ, কৃষ্ণে বড় অনুরাগ,
মালসাট্‌ পূরি পূরি ধায়॥
নাচে প্রভু শঙ্কর, হইয়া দিগম্বর,
কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য, জগত করয়ে ধন্য,
কহিয়া তারক-রামনামে॥
নাচে মহেশ আনন্দে, জটাও নাহিক বান্ধে,
দেখি নিজ-প্রভুর মহিমা।
কার্ত্তিক গণেশ নাচে, মহেশের পাছে পাছে,
স্মঙরিয়া কারুণ্যের সীমা॥
নাচয়ে চতুরানন, ভক্তি যার প্রাণ ধন,
লইয়া সকল পরিবার ;

কশ্যপ কর্দ্দম দক্ষ, মনু ভৃগু মহামুখ্য,
পাছে নাচে সকল ব্রহ্মার ॥
সবে মহা-ভাগবত, কৃষ্ণরসে মহামত্ত,
সবে করে ভক্তি-অধ্যাপনা।
বেঢ়িয়া ব্রহ্মার পাশে, কান্দে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাসে,
সঙরিয়া প্রভুর করুণা॥
দেবর্ষি নারদ নাচে, রহিয়া ব্রহ্মার পাছে,
নয়নে বহয়ে প্রেমজল।
পাইয়া যশের সীমা, কোথা বা রহিল বীণা,
না জানয়ে—আনন্দে বিহ্বল॥
চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য, শুকদেব করে নৃত্য,
ভক্তির মহিমা শুক জানে।
লোটাইয়া পড়ে ধূলি, 'জগাই মাধাই' বলি,
করে বহু দণ্ড-পরণামে॥
নাচে ইন্দ্র সুরেশ্বর, মহাবীর বজ্রধর,
আপনারে করে অনুতাপ।
সহস্র-নয়নে ধার, অবিরত বহে যার,
সফল হইল ব্রহ্মশাপ॥
প্রভুর মহিমা দেখি, ইন্দ্রদেব বড় সুখী,
গড়াগড়ি যায় পরবশ।
কোথা গেল বজ্রসার, কোথায় কিরীট হার,
ইহারে সে বলি কৃষ্ণ-রস॥
চন্দ্র সূর্য্য পবন, কুবের বহ্নি বরুণ,
নাচে সব যত লোকপাল।
সভেই কৃষ্ণের ভৃত্য, কৃষ্ণরসে করে নৃত্য,
দেখিয়া কৃষ্ণের ঠাকুরাল॥
নাচে সব দেবর্ষে, উলসিত-মন হর্ষে,
ছোট বড় না জানে হরিষে।
বড় হয় ঠেলাঠেলী, তবু সবে কুতূহলী,
সত্য সুখ কৃষ্ণের আবেশে॥

নাচে প্রভু ভগবান্, 'অনন্ত' যাঁহার নাম,
বিনতা-নন্দন করি সঙ্গে।
সকল বৈষ্ণবরাজ, পালন যাঁহার কাজ,
আদিদেব সেহো নাচে রঙ্গে॥
অজ ভব নারদ, শুক আদি যত দেব,
অনন্ত বেড়িয়া সবে নাচে।
গৌরচন্দ্র অবতার, ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার,
সহস্র-বদন গায় মাঝে॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে, দেখি মহা পরকাশে
কেহো মূর্চ্ছা পায় সেই ঠাঁই রে।
কেহো বলে ভাল ভাল, গৌরচন্দ্র ঠাকুরাল,
ধন্য ধন্য জগাই মাধাই রে॥
নৃত্য-গীত-কোলাহলে, কৃষ্ণ-যশ-সুমঙ্গলে,
পূর্ণ হৈল সকল আকাশ রে।
মহা জয়-জয়-ধ্বনি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি,
অমঙ্গল সব গেল নাশ রে॥
সত্যলোক আদি জিনি, উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পূরিল পাতাল রে।
ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার, বহি নাহি শুনি আর,
প্রকট গৌরাঙ্গ-ঠাকুরাল রে॥
হেন মহাভাগবত, সব দেবগণ যত,
কৃষ্ণাবেশে চলিলেন পুরে রে।
গৌরাঙ্গচন্দ্রের যশ, বিনে আর কোন রস,
কাহারো বদনে নাহি স্ফুরে রে॥
জয় জয় জগত-, মঙ্গল গৌরচন্দ্র,
জয় সর্ব্ব-জীব-লোক-নাথ রে।
উদ্ধারিলা করুণাতে, ব্রহ্মদৈত্য যেন মতে,
সবা প্রতি কর দৃষ্টিপাত রে॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, সংসার কর ধন্য,
পতিত-পাবন ধন্য বানা রে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ-চান্দ প্রভু,
বৃন্দাবন দাস গুণ গান রে ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই-
উদ্ধারাদ্দেব-নর্ত্তনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
অনন্ত অচিন্ত্য লীলা করয়ে সদায় ॥
এত সব প্রকাশেও কেহো নাহি চিনে।
সিন্ধু-মধ্যে চন্দ্র যেন না জানিল মীনে ॥
জগাই মাধাই দুই চৈতন্য-কৃপায়।
পরম ধার্ম্মিক রূপে বসে নদীয়ায় ॥
উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুই লক্ষ 'কৃষ্ণনাম' লয় প্রতিদিনে ॥
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' বলি করয়ে ক্রন্দন ॥
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার।
কৃষ্ণের দয়িত দেখে সকল সংসার ॥
পূর্ব্বে যে করিল হিংসা তাহা স্মঙরিয়া
কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
গৌরচন্দ্র আরে বাপ পতিত-পাবন।
স্মঙরিয়া পুনঃপুন করয়ে ক্রন্দন ॥
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে।
স্মঙরি চৈতন্য-কৃপা দুই জন কান্দে ॥
সর্ব্ব গণ সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
অনুগ্রহ আশ্বাস করয়ে নিরন্তর ॥
আপনে আসিয়া প্রভু ভোজন করায়।
তথাপিহ দোঁহে চিত্তে সোয়াথ না পায় ॥
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া।
পুনঃপুন কান্দে বিপ্র তাহা স্মঙরিয়া ॥
নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ।
তথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ ॥
নিত্যানন্দ-অঙ্গে মুঞি কৈনু রক্তপাত।
ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মঘাত ॥
যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার।
হেন অঙ্গে মুঞি পাপী করিনু প্রহার ॥
মূর্চ্ছাগত হয় ইহা স্মঙরি মাধাই।
অহর্নিশ কান্দে, আর কিছু চিন্তা নাই ॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু বালক-আবেশে।
অহর্নিশ নদীয়ায় বুলেন হরিষে ॥
সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ-রায়।
অভিমান নাহি—সর্ব্ব নগরে বেড়ায় ॥
একদিন নিত্যানন্দে নিভৃতে পাইয়া
পড়িলা মাধাই দুই চরণে ধরিয়া ॥
প্রেম-জলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ।
দন্তে তৃণ ধরি করে প্রভুর স্তবন ॥
বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু করহ পালন।
তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন ॥
ভক্তির স্বরূপ প্রভু তোর কলেবর।
তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্ব্বতী-শঙ্কর ॥
তোমার সে ভক্তিযোগ তুমি কর দান।
তোমা বহি চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন ॥
তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই কুতূহলী ॥
তুমি সে অনন্ত মুখে কৃষ্ণ-গুণ গাও।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-শ্রেষ্ঠ 'ভক্তি' তুমি সে বুঝাও ॥

তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ।
তোমার সে যত কিছু চৈতন্য-সম্পদ॥
তোমার সে কালিন্দী-ভেদনকারী নাম।
তোমা সেবি জনক পাইল দিব্যজ্ঞান॥
সর্ব্ব-ধর্ম্মময় তুমি পুরুষ পুরাণ।
তোমারে সে বেদে বলে 'আদিদেব' নাম॥
তুমি সে জগতপিতা মহাযোগেশ্বর।
তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহা-ধনুর্দ্ধর॥
তুমি সে পাষণ্ড-ক্ষয় রসিক-আচার্য্য।
তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব্ব কার্য্য॥
তোমারে সে সেবি পূজ্য হৈলা মহামায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চাহে তোমা পদছায়া॥
তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি।
যত কিছু চৈতন্যের—তুমি সর্ব্ব শক্তি॥
তুমি সঙ্গী, তুমি সখা, তুমি সে শয়ন।
তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণ ধন॥
তোমা বহি কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর।
তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার॥
তুমি সে করহ প্রভু পতিতের ত্রাণ।
তুমি সে সংহার' সর্ব্ব পাষণ্ডের প্রাণ॥
তুমি সে করহ সর্ব্ব বৈষ্ণবের রক্ষা।
তুমি সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম করাহ যে শিক্ষা॥
তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে অজ-দেবে।
তোমারে সে রেবতী বারুণী সদা সেবে॥
তোমার সে ক্রোধে মহারুদ্র-অবতার।
সেই দ্বারে কর সর্ব্ব সৃষ্টির সংহার॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্রয়ম্॥

(কল্পান্তকালে অনন্তের আনন-সমূহ হইতে উদ্গত বিষানল-শিখায় সমুজ্জ্বল) সঙ্কর্ষণরূপ রুদ্র নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্রিজগৎ গ্রাস করিয়া থাকেন।

সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড নাথ! তুমি বক্ষে ধর॥
পরম-কোমল সুখ-বিগ্রহ তোমার।
যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ শয়ন বিহার॥
সে হেন শ্রীঅঙ্গে মুঞি করিনু প্রহার।
মো অধিক দারুণ পাতকী নাহি আর॥
পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
যে অঙ্গ পূজয়ে শিব জীবন করিয়া॥
যে অঙ্গ-স্মরণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন।
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ॥
চিত্রকেতু মহারাজা যে অঙ্গ সেবিয়া।
সুখে বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হৈয়া॥
যে অঙ্গ সেবিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ।
পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ-বিমোচন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ।
হেন অঙ্গ মুঞি পাপী করিনু লঙ্ঘন॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিবিদের নাশ হয়॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল।
আর মোর কুশল নাহি সে অঙ্গ লঙ্ঘিল॥
লঙ্ঘনের কি দায়—যাহার অপমানে।
কৃষ্ণের শ্যালক 'রুক্মী' ত্যজিল জীবনে॥
দীর্ঘ-আয়ু ব্রহ্মা সম পাইয়াও সূত।
তোমা দেখি না উঠিল, হৈল ভস্মীভূত॥
যাঁর অপমান করি রাজা দুর্য্যোধন।
সবংশেতে প্রাণ গেল নহিল রক্ষণ॥
দৈবযোগে ছিল তথা মহাভক্তগণ।
তাহারা জানিল সব তোমার কারণ॥
কুন্তী ভীষ্ম যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন বিদুর।
তা সবার বাক্যে পুন পাইলেক পুর॥

যাঁর আপমান-মাত্র জীবনের নাশ।
মুঞি দারুণের কোন্ লোকে হৈব বাস॥
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয় মাধাই।
বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িলা তথাই॥
যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাহার প্রকাশ॥
শরণাগতেরে বাপ কর পরিত্রাণ।
মাধাইর তুমি সে জীবন-ধন প্রাণ॥
জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ—সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন॥
জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়।
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে জুয়ায়॥
দারুণ চণ্ডাল মুঞি কৃতঘ্ন গো খর।
সব অপরাধ প্রভু মোর ক্ষমা কর॥
মাধাইর কাকু প্রেম শুনিয়া স্তবন।
হাসি নিত্যানন্দ-রায় বলিলা বচন॥
উঠ উঠ মাধাই আমার তুমি দাস।
তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ॥
শিশু-পুত্র মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়।
এইমত তোমার প্রহার মোর গায়॥
তুমি যে করিলা স্তুতি ইহা যেই শুনে।
সেহো ভক্ত হইবেক আমার চরণে॥
আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ-পাত্র।
আমাতে তোমার দোষ নাহি তিল-মাত্র॥
যে জন চৈতন্য ভজে সে আমার প্রাণ।
যুগে যুগে তার আমি করি পরিত্রাণ॥
না ভজে চৈতন্য যবে মোরে ভজে গায়।
মোর দুঃখে সেহো জন্মে জন্মে দুঃখ পায়॥
এত বলি তুষ্ট হৈয়া কৈলা আলিঙ্গন।
সর্ব্ব দুঃখ মাধাইর হৈল বিমোচন॥

পুন বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ।
আর এক প্রভু মোর আছে নিবেদন॥
সর্ব্ব-জীব-হৃদয়ে বসহ প্রভু! তুমি।
হেন জীব বহু হিংসা করিয়াছি আমি॥
কারে বা করিনু হিংসা কাহো নাহি চিনি।
চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি॥
যা সবার স্থানে করিলাম অপরাধ।
কোনরূপে তারা মোরে করিব প্রসাদ॥
যদি মোরে প্রভু তুমি হইলা সদয়।
ইথে উপদেশ মোরে কর মহাশয়॥
প্রভু বলে শুন কহি তোমারে উপায়।
গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায়॥
সুখে লোক যখনে করিব গঙ্গাস্নান।
তখনে তোমারে সবে করিবে কল্যাণ॥
অপরাধ-ভঞ্জনী গঙ্গার সেবা-কার্য্য।
ইহাতে অধিক বা তোমার কোন্ ভাগ্য॥
কাকু করি সভারে করিহ নমস্কার।
তবে সব অপরাধ ক্ষমিব তোমার॥
উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণে।
চলিলা প্রভুরে করি বহু প্রদক্ষিণে॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে নয়নে পড়ে জল।
গঙ্গাঘাট সজ্জ করে দেখয়ে সকল॥
লোকে দেখি করে বড় অপূর্ব্ব-গেয়ান।
সবারে মাধাই করে দণ্ড-পরণাম॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈনু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥
মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্ব্বজন।
আনন্দে 'গোবিন্দ' সবে করেন স্মরণ॥
শুনিল সকল লোকে "নিমাই-পণ্ডিত।
জগাই মাধাইর কৈল উত্তম চরিত॥"

শুনিয়া সকল লোক হইল বিস্মিত।
সবে বলে নর নহে নিমাঞি-পণ্ডিত॥
না বুঝি নিন্দয়ে যত সকল দুর্জ্জন।
নিমাঞি-পণ্ডিত সত্য করয়ে কীর্ত্তন॥
নিমাঞি-পণ্ডিত সত্য গোবিন্দের দাস।
নষ্ট হৈব যে তারে করিবে পরিহাস॥
এ দুইর বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে।
সেই বা ঈশ্বর, কি ঈশ্বর-শক্তি ধরে॥
প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাঞি-পণ্ডিত।
এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত॥
এইমত নদীয়ার লোকে কহে কথা।
আর লোক না মিশায়—নিন্দা হয় যথা॥
পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
'ব্রহ্মচারী' হেন খ্যাতি হইল তথাই॥
নিরবধি গঙ্গা দেখি থাকে গঙ্গাঘাটে।
সহস্তে কোদালি লঞা আপনেই খাটে॥
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায়।
'মাধাইর ঘাট' বলি সর্ব্ব লোকে গায়॥
এইমত সৎ কীর্ত্তি হৈল দোঁহাকার।
চৈতন্য-প্রসাদে দুই দস্যুর উদ্ধার॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যাহাতে উদ্ধার দুই পরম পাষণ্ড॥
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সভার কারণ।
ইহা শুনি পায় দুঃখ—খল সেই জন॥
চারিবেদ-গুপ্ত-ধন চৈতন্যের কথা।
মন দিয়া শুন যে করিল যথা যথা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দং প্রতি
মাধাই-স্তুতি-বর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শ অধ্যায়।

হেন মতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
ভক্ত সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করয়ে সদায়॥
দ্বার দিয়া নিশাভাগে করেন কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে কেহো ভিন্ন-লোকজন॥
একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী।
ঘরে ছিল লুকাইয়া শ্রীবাস-শাশুড়ী॥
ঠাকুর-পণ্ডিত আদ কেহো নাহি জানে।
ডোল মুড়ি দিয়া আছে ঘরের এক কোণে॥
লুকাইলে কি হয়, অন্তরে ভাগ্য নাই।
অল্প ভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু বলে ঘনে ঘনে।
উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণে॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী জানেন সকল।
জানিয়াও না কহেন, করে কুতূহল॥
পুনঃপুন নাচি বলে সুখ নাহি পাই।
কেহো বা কি লুকাইয়া আছে কোনো ঠাঞি॥
সর্ব্ব বাড়ী বিচার করিলা জনে জনে।
শ্রীবাস চাহিল ঘর সকল আপনে॥
'ভিন্ন কেহো নাহি' বলি করয়ে কীর্ত্তন।
উল্লাসে নাচয়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
আর-বার রহি বলে সুখ নাহি পাই।
আজি বা আমারে কৃষ্ণ-অনুগ্রহ নাই॥
মহাত্রাসে চিন্তে সব ভাগবতগণ।
আমা সবা বিনা আর নাহি কোনো জন॥
আমরাই কোন বা করিল অপরাধ।
অতএব প্রভু চিত্তে না পায় প্রসাদ॥
আর-বার ঠাকুর-পণ্ডিত ঘরে গিয়া।
দেখে নিজ শাশুড় আছয়ে লুকাইয়া॥

কৃষ্ণাবেশে মহামত্ত ঠাকুর-পণ্ডিত।
যার বাহ্য নাহি তার কিসের গর্ব্বিত॥
বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত-শরীর।
আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি করিল বাহির॥
কেহো নাহি জানে ইহা, আপনে সে জানে।
উল্লাসিত বিশ্বম্ভর নাচে ততক্ষণে॥
প্রভু বলে এবে চিত্তে বাসিয়ে উল্লাস।
হাসিয়া কীর্ত্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস॥
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন-কোলাহল।
হাসিয়া পড়য়ে সব বৈষ্ণব-মণ্ডল॥
নৃত্য করে গৌর-সিংহ মহা কুতূহলী।
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী॥
চৈতন্যের লীলা কেবা দেখিবারে পারে।
সেই দেখে যারে প্রভু দেন অধিকারে॥
এইমত প্রতিদিন হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
গৌরচন্দ্র করে, নাহি দেখে সর্ব্ব জন॥
আর একদিন প্রভু নাচিতে নাচিতে।
না পায় উল্লাস, প্রভু চাহে চারি-ভিতে॥
প্রভু বলে আজি কেনে সুখ নাহি পাই।
কিবা অপরাধ হইয়াছে কার ঠাঁই॥
স্বভাব-চৈতন্যভক্ত আচার্য্য-গোসাঞি।
চৈতন্যের দাস্য বই মনে আর নাই॥
যখন খট্টায় উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ অর্পয়ে সর্ব্ব-শিরের উপর॥
যখন ঠাকুর নিজ-ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
তখন অদ্বৈত সুখ-সিন্ধু মাঝে ভাসে॥
প্রভু বলে আরে নাঢ়া তুই মোর দাস।
তখন অদ্বৈত পায় অনন্ত উল্লাস॥
অনন্ত গৌরাঙ্গ-তত্ত্ব বুঝনে না যায়।
সেই ক্ষণে ধরে সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়॥

দশনে ধরিয়া তৃণ করয়ে ক্রন্দন।
'কৃষ্ণ রে বাপ রে তুই মোহার জীবন'॥
এমন ক্রন্দন করে—পাষাণ বিদরে।
নিরন্তর দাস্য-ভাবে প্রভু কেলি করে॥
খণ্ডিলে ঈশ্বর-ভাব, সবাকার স্থানে।
অসর্ব্বজ্ঞ হেন প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে॥
কিছুনি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করোঁ।
বলিহ মোহারে যেন সেইক্ষণে মরোঁ॥
কৃষ্ণ মোর প্রাণ ধন, কৃষ্ণ মোর ধর্ম্ম।
তোমরা মোহার ভাই বন্ধু জন্ম-জন্ম॥
কৃষ্ণ-দাস্য বহি মোর নাহি অন্য গতি।
বুঝাহ মোহার পাছে হয় আর মতি॥
ভয়ে সব বৈষ্ণব করেন সঙ্কোচন।
হেন প্রাণ নাহি কারো করিব কথন॥
এইমত যখন আপনে আজ্ঞা করে।
তখন সে চরণ স্পর্শিতে সবে পারে॥
নিরন্তর দাস্যভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া।
চরণের ধূলি লয় সম্ভ্রমে উঠিয়া॥
ইহাতে বৈষ্ণব সব দুঃখ পায় মনে।
অতএব সবারে করয়ে আলিঙ্গনে॥
গুরু-বুদ্ধি অদ্বৈতেরে করে নিরন্তর।
এতেকে অদ্বৈত দুঃখ পায় বহুতর॥
আপনেহ সেবিতে সাক্ষাতে নাহি পায়।
উলটিয়া আরো প্রভু ধরে দুই পায়॥
যে চরণ মনে চিন্তে সে হৈল সাক্ষাত।
অদ্বৈতের ইচ্ছা—থাকি সদাই তাহাত॥
সাক্ষাতে না পারে, প্রভু করিয়াছে রাগ।
তথাপিহ চুরি করে চরণ-পরাগ॥
ভাবাবেশে প্রভু যে সময়ে মূর্চ্ছা পায়।
তখনে অদ্বৈত চরণের পাছে যায়॥

দণ্ডবত হঞা পড়ে চরণের তলে।
পাখালে চরণ দুই নয়নের জলে॥
কখনো বা নিছিয়া পুঁছিয়া লয় শিরে।
কখন বা ষড়ঙ্গ-বিহিত পূজা করে॥
এহো কর্ম্ম অদ্বৈত করিতে পারে মাত্র।
প্রভু করিয়াছে যারে মহামহাপাত্র॥
অতএব অদ্বৈত সবার অগ্রগণ্য।
সকল বৈষ্ণব বলে 'অদ্বৈত সে ধন্য'॥
অদ্বৈত-সিংহের এই একান্ত মহিমা।
এ রহস্য নাহি জানে দুষ্ট যত জনা॥
একদিন মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর নাচে।
আনন্দে অদ্বৈত তান বুলে পাছে পাছে॥
'হইল প্রভুর মূর্চ্ছা' অদ্বৈত দেখিয়া।
লেপিল চরণ-ধুলা অঙ্গে লুকাইয়া॥
অশেষ কৌতুক জানে প্রভু গৌররায়।
নাচিতে নাচিতে প্রভু সুখ নাহি পায়॥
প্রভু কহে চিত্তে কেনে না বাসোঁ প্রকাশ
কার অপরাধে মোর না হয় উল্লাস॥
কোন চোরে আমারে বা করিয়াছে চুরি।
সেই অপরাধে আমি নাচিতে না পারি॥
কেহো জানি লইয়াছে মোর পদধূলি।
'সবে সত্য কহ, চিন্তা নাহি' আমি বলি॥
অন্তর্যামী-বচন শুনিয়া ভক্তগণ।
ভয়ে মৌন সবে, কিছু না বলে বচন॥
বলিলে অদ্বৈত-ভয়, না বলিলে মরি।
বুঝিয়া অদ্বৈত বলে যোড়হস্ত করি॥
শুন বাপ চোরে যদি সাক্ষাতে না পায়।
তবে তার অগোচরে লইতে জুয়ায়॥
মুঞি চুরি করিয়াছোঁ, মোরে ক্ষম দোষ।
আর না করিব যদি তোর অসন্তোষ॥

অদ্বৈতের বাক্যে মহা-ক্রুদ্ধ বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-মহিমা ক্রোধে বলয়ে বিস্তর॥
সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার।
তথাপিও চিত্তে নাহি বাস' প্রতিকার॥
সংহারের অবশেষ সবে আছি আমি।
মোরে সংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি॥
তপস্বী সন্ন্যাসী যোগী জ্ঞানী খ্যাতি যার।
কাহারে তুমি না কর শূলেতে সংহার॥
কৃতার্থ হইতে যে আইসে তোমা-স্থানে।
তাহারে সংহার কর ধরিয়া চরণে॥
মথুরা-নিবাসী এক পরম বৈষ্ণব।
তোমার দেখিতে আইল চরণ-বৈভব॥
তোমা দেখি কোথা সে পাইব বিষ্ণু-ভক্তি।
আরও সংহারিলে তার চিরন্তন-শক্তি॥
লইয়া চরণ-ধূলি তারে কৈলে ক্ষয়।
সংহার করিতে তুমি পরম নির্দ্দয়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে ভক্তিযোগ।
সকল তোমারে কৃষ্ণ দিল উপভোগ॥
তথাপিও তুমি চুরি কর ক্ষুদ্র-স্থানে।
ক্ষুদ্র সংহারিতে কৃপা নাহি বাস' মনে॥
মহা-ডাকাইত তুমি চোরে মহা-চোর।
তুমি সে করিলা চুরি প্রেম-সুখ মোর॥
এইমত ছলে কহে সুসত্য বচন।
শুনিয়া আনন্দে ভাসে ভাগবতগণ॥
তুমি সে করিলা চুরি, আমি কি না পারি।
হের দেখ চোরের উপরে করোঁ চুরি॥
এত বলি অদ্বৈতেরে আপনে ধরিয়া।
লুটয়ে চরণ-ধূলী হাসিয়া হাসিয়া॥
মহাবলী গৌরসিংহ—অদ্বৈত না পারে।
অদ্বৈত-চরণ প্রভু ঘষে নিজ-শিরে॥

চরণ ধরিয়া বক্ষে অদ্বৈতেরে বলে।
হের দেখ চোর বান্ধিলাম নিজ-কোলে॥
করিতে থাকয়ে চুরি চোর শতবার।
বারেকে গৃহস্থ সব করয়ে উদ্ধার॥
অদ্বৈত বলয়ে সত্য কহিলা আপনি।
তুমি সে গৃহস্থ, আমি কিছুই না জানি॥
প্রাণ বুদ্ধি মন দেহ—সকল তোমার।
কে রাখিবে প্রভু তুমি করিলে সংহার॥
হরিষের দাতা তুমি, তুমি দেহ তাপ।
তুমি শাস্তি করিলে রাখিবে কার বাপ॥
নারদাদি যায় প্রভু দ্বারকা-নগরে।
তোমার চরণ-ধন-প্রাণ দেখিবারে॥
তুমি তা সবার লও চরণের ধূলি।
সে সব কি করে প্রভু! সেই আমি বলি॥
আপনার সেবক আপনে যবে খাও।
কি করিব সেবকে, আপনে ভাবি চাও॥
কি দায় চরণ-ধূলী, সে রহুক পাছে।
কাটিতে তোমার আজ্ঞা কোন্ জন আছে।
তবে যে এমত কর, নহে ঠাকুরালী।
আমার সংহার হয়, তুমি কুতূহলী॥
তোমার সে দেহ, তুমি রাখ বা সংহর।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু তাই তুমি কর॥
বিশ্বম্ভর বলে তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী।
এতেকে তোমার চরণের সেবা করি॥
তোমার চরণ-ধূলী সর্ব্বাঙ্গে লেপিলে।
ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণ-প্রেমরস-জলে॥
বিনা তুমি দিলে ভক্তি কেহো নাহি পায়
'তোমার সে আমি' হেন জান সর্ব্বথায়॥
তুমি আমা যথা বেচ, তথাই বিকাই।
এই সত্য কহিলাম তোমার সে ঠাঁই॥
অদ্বৈতের প্রতি দেখি কৃপার বৈভব।
অপূর্ব্ব চিন্তয়ে মনে সকল বৈষ্ণব॥
সত্য সেবিলেন প্রভু এ মহাপুরুষে।
কোটি মোক্ষ তুল্য নহে এ কৃপার লেশে॥
কদাচিত এ প্রসাদ শঙ্করে সে পায়।
যাহা করে অদ্বৈতেরে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥
আমরাও ভাগ্যবন্ত হেন ভক্ত-সঙ্গে।
এ ভক্তের পদধূলী লই সর্ব্ব অঙ্গে॥
হেন 'ভক্ত' অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপী সব দুঃখ পায় নিজ-কর্ম্ম-দোষে॥
সে কালে যে হৈল কথা, সেই সত্য হয়।
না মানে বৈষ্ণব-বাক্য, সেই যায় ক্ষয়॥
'হরি বোল' বলি উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিগে বেঢ়ি সব গায় অনুচর॥
অদ্বৈত-আচার্য্য মহা আনন্দে বিহ্বল।
মহামত্ত হই নাচে পাসরি সকল॥
তর্জ্জে গর্জ্জে আচার্য্য দাড়িতে দিয়া হাথ।
ভ্রূকুটী করিয়া নাচে শান্তিপুর-নাথ॥
'জয় কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালী'।
অহর্নিশ গায় সবে হই কুতূহলী॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম বিহ্বল।
তথাপি চৈতন্য-নৃত্যে সকল কুশল॥
সাবধানে চতুর্দ্দিগে দুই হস্ত তুলি।
পড়িতে চৈতন্য ধরি রহে মহাবলী॥
অশেষ আবেশে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
তাহা বর্ণিবার শক্তি কোন্ বা জিহ্বায়॥
সরস্বতী সহিত আপনে বলরাম।
সেই সে ঠাকুর গায় পুরি মনস্কাম॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়, ক্ষণে মহাকম্প।
ক্ষণে তৃণ লয় করে, ক্ষণে মহা-দম্ভ॥

ক্ষণে হাস, ক্ষণে শ্বাস, ক্ষণে বা বিবশ।
এইমত প্রভুর আবেশ-পরকাশ ॥
বীরাসন করিয়া ঠাকুর ক্ষণে বৈসে।
মহা অট্ট অট্ট করি মাঝে মাঝে হাসে ॥
ভাগ্য-অনুরূপ কৃপা করয়ে সবারে।
ডুবিল বৈষ্ণব সব আনন্দ-সাগরে ॥
সম্মুখে দেখয়ে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
অনুগ্রহ করে তারে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥
সেই শুক্লাম্বরের শুনহ কিছু কথা।
নবদ্বীপে বসতি—প্রভুর জন্ম যথা ॥
পরম স্বধর্ম্ম-রত পরম সুশান্ত।
চিনিতে না পারে কেহো—পরম মহান্ত ॥
নবদ্বীপে ঘরে ঘরে ঝুলি লই কান্ধে।
ভিক্ষা করি অহর্নিশ 'কৃষ্ণ' বলি কান্দে ॥
'ভিখারী' করিয়া জ্ঞান লোকে নাহি চিনে।
দরিদ্রের অবধি—করয়ে ভিক্ষাটনে ॥
ভিক্ষা করি দিবসে যে কিছু বিপ্র পায়।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি শেষে তবে খায় ॥
কৃষ্ণানন্দ-প্রসাদে দারিদ্র্য নাহি জানে।
বেড়ায় বলিয়া 'কৃষ্ণ' সকল ভবনে ॥
চৈতন্যের কৃপাপাত্র কে চিনিতে পারে।
যখনে চৈতন্য অনুগ্রহ করে যারে ॥
পূর্ব্বে যেন আছিল দরিদ্র দামোদর।
সেইমত শুক্লাম্বর বিষ্ণু-ভক্তি-ধর ॥
সেইমত কৃপাও করিলা বিশ্বম্ভর।
যে রহে চৈতন্য-নৃত্যে বাড়ীর ভিতর ॥
ঝুলি কান্ধে করি বিপ্র নাচে মহারঙ্গে।
দেখি হাসে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥
বসিয়া আছয়ে প্রভু ঈশ্বর-আবেশে।
ঝুলি কান্ধে শুক্লাম্বর নাচে কান্দে হাসে ॥
শুক্লাম্বর দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃপাময়।
আইস আইস করি প্রভু বলয়ে সদয় ॥
দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম-জন্ম।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষু-ধর্ম্ম ॥
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি খাই ॥
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি খাইনু তোর।
পাসরিলা কমলা ধরিল হস্ত মোর ॥
এত বলি হস্ত দিয়া ঝুলির ভিতর।
মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্ভর ॥
শুক্লাম্বর বলে প্রভু কৈলা সর্ব্বনাশ।
এ তণ্ডুলে খুদ-কণ বহুত প্রকাশ ॥
প্রভু বলে তোর খুদ-কণ মুঞি খাঙ।
অভক্তের অমৃত উলটি নাহি চাঙ ॥
স্বতন্ত্র পরমানন্দ ভক্তের জীবন।
চিবায় তণ্ডুল, কে করিবে নিবারণ ॥
প্রভুর কারুণ্য দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
শিরে হাত দিয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥
না জানি কে কোন্ দিগে পড়য়ে কান্দিয়া।
সবেই বিহ্বল হৈলা কারুণ্য দেখিয়া ॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের ক্রন্দন।
শিশু বৃদ্ধ আদি করি কান্দে সর্ব্বজন ॥
দন্তে তৃণ করে কেহো, কেহো নমস্করে।
কেহো বলে প্রভু কভু না ছাড়িবা মোরে ॥
গড়াগড়ি যায়েন সুকৃতি শুক্লাম্বর।
তণ্ডুল খায়েন সুখে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥
প্রভু বলে শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি।
তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বিহরি ॥
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তুমি ভিক্ষায় চলিলে—আমার পর্য্যটন ॥

প্রেম-ভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্ম-জন্ম তুমি প্রেম-সেবক আমার॥
তোমারে দিলাম আমি প্রেমভক্তি-দান।
নিশ্চয় জানিহ প্রেমভক্তি মোর প্রাণ॥
শুক্লাম্বরে বর শুনি বৈষ্ণব-মণ্ডল।
জয় জয় হরিধ্বনি করিল সকল॥
কমলানাথের ভৃত্য ঘরে ঘরে মাগে।
এ রসের মর্ম্ম জানে কোনো মহাভাগে॥
দশ ঘরে মাগিয়া তণ্ডুল বিপ্র পায়।
লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি খায়॥
মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন বিধি।
বেদরূপে আপনে বলেন গুণনিধি॥
বিনি সেই বিধি, কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে॥
শুক্লাম্বর-তণ্ডুল তাহার পরমাণ।
অতএব সকল বিধি ভক্তির প্রমাণ॥
যত বিধি নিষেধ—সব ভক্তি-দাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ॥
'ভক্তি' বিধি-মূল কহিলেন বেদব্যাস।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ।
মুদ্রা নাহি করে বিপ্র, না দিল আপনে।
তথাপি তণ্ডুল প্রভু খাইল যতনে॥
বিষয়-মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥
দেখি মূর্খ দরিদ্র যে বৈষ্ণবেরে হাসে।
তার পূজা বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে॥

তথাহি (ভাঃ ৪।৩১।২১)—

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুত-ধন-কুল-কর্ম্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু॥

যাহারা বিদ্যা, অর্থ, কুল ও কর্ম্মের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণের প্রতি পাপাচরণ করে, শ্রীহরি সেই দুর্ম্মতিগণের পূজা কদাচ গ্রহণ করেন না, যেহেতু তিনি জানেন যে ঐ সকল বাসনা-বিহীন নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ তাঁহাকেই একমাত্র ধন-সম্পত্তি ও প্রীতিভাজন বলিয়া জানে এবং তাহারা ধন-পুত্রাদির মমতা বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

'অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ণ' সর্ব্ব বেদে গায়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ এই তাহা ত দেখায়॥
শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজন যেই শুনে।
সেই প্রেম-ভক্তি পায় চৈতন্য-চরণে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
গূঢ়রূপে সঙ্কীর্ত্তন করে নিরন্তর॥
যখন করয়ে প্রভু নগর-ভ্রমণ।
সর্ব্ব লোক দেখে যেন সাক্ষাত মদন॥
ব্যবহারে দেখি প্রভু যেন দম্ভময়।
বিদ্যা-বল দেখি পাষণ্ডীও করে ভয়॥

ব্যাকরণ-শাস্ত্র সব বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণ-জ্ঞান॥
নগর-ভ্রমণ করে প্রভু নিজ-রঙ্গে।
গূঢ়রূপে থাকয়ে সেবক সব সঙ্গে॥
পাষণ্ডী সকল বলে "নিমাঞি-পণ্ডিত।
তোমারে রাজার আজ্ঞা আইসে ত্বরিত॥
লুকাইয়া নিশাভাগে করহ কীর্ত্তন।
দেখিতে না পায় লোক শাঁপে অনুক্ষণ॥
মিথ্যা নহে লোক-বাক্য সম্প্রতি ফলিল।
সুহৃদ্-জ্ঞানে সে কথা তোমারে কহিল॥"
প্রভু বলে "অস্তু অস্তু এ সব বচন।
মোর ইচ্ছা আছে—করোঁ রাজ-দরশন॥
পড়িনু সকল শাস্ত্র অলপ বয়সে।
শিশু-জ্ঞান করি মোরে কেহো না জিজ্ঞাসে॥
মোরে খোঁজে হেন জন কোথাও না পাঙ।
যে বা জন মোরে খোঁজে, মুঞি ইহা চাঙ॥"
পাষণ্ডী বলয়ে "রাজা চাহিব কীর্ত্তন।
না করে পাণ্ডিত্য-চর্চ্চা রাজা সে যবন॥"
তৃণ-জ্ঞান পাষণ্ডীরে ঠাকুর না করে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন-মন্দিরে॥
প্রভু বলে "হৈল আজি পাষণ্ডি-সম্ভাষ।
সঙ্কীর্ত্তন কর সব দুঃখ যাউ নাশ॥"
নৃত্য করে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি গায় সব অনুচর॥
রহিয়া রহিয়া বলে "আরে ভাই সব।
আজি মোর কেনে নহে প্রেম-অনুভব॥
নগরে হইল কিবা পাষণ্ডি-সম্ভাষ।
এই বা কারণে নহে প্রেম-পরকাশ॥
তোমা সবা স্থানে বা হইল অবজান।
অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ মোর প্রাণ॥"

মহাপাত্র অদ্বৈত ভ্রুকুটী করি নাচে।
"কেমতে হইব প্রেম, নাঢ়া শুষিয়াছে॥
মুঞি নাহি পাঙ প্রেম, না পায় শ্রীবাস।
তেলি মালি সনে কর প্রেমের বিলাস॥
অবধূত তোমার প্রেমের হৈল দাস।
আমি সে বাহির, আর পণ্ডিত শ্রীবাস॥
আমি সব নহিলাম প্রেম-অধিকারী।
অবধূত আজি আসি হইল ভাণ্ডারী॥
যদি মোরে প্রেম-যোগ না দেহ গোসাঞি।
শুষিব সকল প্রেম, মোর দোষ নাঞি॥"
চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য-গোসাঞি।
কি বলয়ে কি করয়ে কিছু স্মৃতি নাঞি॥
সর্ব্ব-মতে কৃষ্ণ ভক্ত-মহিমা বাঢ়ায়।
ভক্তগণে যথা বেচে, তথাই বিকায়॥
যে ভক্তি-প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে।
সে যে বাক্য বলিবেক, কি বিচিত্র তারে॥
নানারূপে ভক্ত বাঢ়ায়েন গৌরচন্দ্র।
কে বুঝিতে পারে তান অনুগ্রহ-দণ্ড॥
ঠাকুর-বিষাদ না পাইয়া প্রেম-সুখ।
হাতে তালি দিয়া নাচে অদ্বৈত কৌতুক॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আর কিছু না করিলা তার প্রত্যুত্তর॥
সেইমতে রড় দিলা ঘুচাইয়া দ্বার।
পাছে ধায় নিত্যানন্দ হরিদাস তাঁর॥
'প্রেম-শূন্য শরীর থুইয়া কিবা কাজ'।
চিন্তিয়া পড়িলা প্রভু জাহ্নবীর মাঝ॥
ঝাঁপ দিয়া ঠাকুর পড়িলা গঙ্গা-মাঝে।
নিত্যানন্দ হরিদাস ঝাঁপ দিলা পাছে॥
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ ধরিলেন কেশে।
চরণ চাপিয়া ধরে প্রভু হরিদাসে॥

দুই জনে ধরিয়া তুলিয়া নৈলা তীরে।
প্রভু বলে তোমরা ধরিলে কিসের তরে ॥
কি কাজে রাখিব প্রেম-রহিত জীবন।
কিসেরে বা তোমরা ধরিলে দুই জন ॥
দুই জনে মহাকম্প আজি কিবা ফলে।
নিত্যানন্দ-দিগ চাহি গৌরচন্দ্র বলে ॥
"তুমি কেনে ধরিলা আমার কেশ-ভারে।"
নিত্যানন্দ বলে "কেনে যাহ মরিবারে ॥"
প্রভু বলে "জানি তুমি পরম বিহ্বল।"
নিত্যানন্দ বলে "প্রভু! ক্ষমহ সকল ॥
যার শাস্তি করিবারে পার সর্ব্বমতে।
তার লাগি চল নিজ-শরীর এড়িতে ॥
অভিমানে সেবকে না বলিহ বচন।
প্রভু তাহে লইবে কি ভৃত্যের জীবন ॥"
প্রেমময় নিত্যানন্দ—বহে প্রেমজল।
যার প্রাণ ধন বন্ধু—চৈতন্য সকল ॥
প্রভু বলে "শুন নিত্যানন্দ হরিদাস।
কারো স্থানে কহ পাছে আমার প্রকাশ
'আমা না দেখিলা' বলি বলিবা বচন
আমার যে আজ্ঞা এই করিবা পালন ॥
মুঞি আজি সঙ্গোপে থাকিব এই ঠাঁই।
কারে পাছে কহ যদি মোহার দোহাই ॥"
এত বলি প্রভু নন্দনের ঘরে যায়।
এ দুই সঙ্গোপ কৈল প্রভুর আজ্ঞায় ॥
ভক্ত সব না পাইয়া প্রভুর উদ্দেশ।
দুঃখময় হৈল সবে শ্রীকৃষ্ণ-আবেশ ॥
পরম বিরহে সবে করেন ক্রন্দন।
কেহো কিছু না বলয়ে পোড়ে সর্ব্ব-মন ॥
সবার উপর যেন হৈল বজ্রপাত।
মহা-অপরুদ্ধ হৈল শান্তিপুর-নাথ ॥

অপরুদ্ধ হৈয়া প্রভু প্রভুর বিরহে।
উপবাস করি গিয়া থাকিলেন গৃহে ॥
সভেই চলিলা ঘরে শোকাকুলি হৈয়া।
গৌরাঙ্গ-চরণ-ধন হৃদয়ে বান্ধিয়া ॥
ঠাকুর আইলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
বসিলা আসিয়া বিষ্ণুখট্টার উপরে ॥
নন্দন দেখিয়া গৃহে পরম মঙ্গল।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা ভূমিতল ॥
সত্বরে দিলেন আনি নূতন বসন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন ॥
প্রসাদ চন্দন মালা দিব্য অর্ঘ্য গন্ধ।
চন্দনে ভূষিত কৈল প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ॥
কর্পূর-তাম্বুল আনি দিলেন শ্রীমুখে।
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায় নিজ-সুখে ॥
পাসরিলা দুঃখ প্রভু নন্দন-সেবায়।
সুকৃতি নন্দন বসি তাম্বুল যোগায় ॥
প্রভু বলে মোর বাক্য শুনহ নন্দন।
আজি তুমি আমারে করিবে সঙ্গোপন ॥
নন্দন বলয়ে "প্রভু! এ বড় দুষ্কর।
কোথা লুকাইবা তুমি সংসার-ভিতর ॥
হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা লুকাইতে।
বিদিত করিল তোমা ভক্ত তথা হৈতে ॥
যে নারিল লুকাইতে ক্ষীর সিন্ধু-মাঝে।
সে কেমনে লুকাইব বাহির-সমাজে ॥"
নন্দন-আচার্য্য-বাক্য শুনি প্রভু হাসে।
বঞ্চিলেন নিশি প্রভু নন্দন-সন্তাষে ॥
ভাগ্যবন্ত নন্দন অশেষ-কথা-রঙ্গে।
সর্ব্ব রাত্রি গোঙাইলা ঠাকুরের সঙ্গে ॥
ক্ষণ-প্রায় গেল নিশা কৃষ্ণ-কথা-রসে।
প্রভু দেখে দিবস হইল পরকাশে ॥

অদ্বৈতের প্রতি দণ্ড করিয়া ঠাকুর।
শেষে অনুগ্রহ মনে বাঢ়িল প্রচুর॥
আজ্ঞা কৈল প্রভু নন্দন-আচার্য্য চাহিয়া।
'একেশ্বর শ্রীবাস-পণ্ডিতে আন গিয়া॥'
সত্বরে নন্দন গেলা শ্রীবাসের স্থানে।
আইলা শ্রীবাসে লৈয়া প্রভু যেই খানে॥
প্রভু দেখি ঠাকুর-পণ্ডিত কাঁদে প্রেমে।
প্রভু বলে চিন্তা কিছু না করিহ মনে॥
সদয় হইয়া প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে।
'আচার্য্যের বার্ত্তা কহ—আছেন কেমনে॥'
"আরো বার্ত্তা লও" বলে পণ্ডিত শ্রীবাস।
"আচার্য্যের কালি প্রভু হৈল উপবাস॥
আছিবারে আছে প্রভু সবে দেহ মাত্র।
দরশন দিয়া তাঁরে করহ কৃতার্থ॥
অন্য জন হইলে কি আমরাই সহি।
তোমার সে সবেই জীবন প্রভু বহি॥
তোমা বিনা কালি প্রভু সবার জীবন।
মহাশোচ্য বাসিলাম—আছে কি কারণ॥
যেন দণ্ড করিলা বচন-অনুরূপ।
এখনে আসিয়া হও প্রসাদ-সম্মুখ॥"
শ্রীবাসের বচন শুনিয়া কৃপাময়।
চলিলা আচার্য্য প্রতি হইয়া সদয়॥
মূর্চ্ছাগত আসি প্রভু দেখে আচার্য্যেরে।
মহা-অপরাধী হেন মানে আপনারে॥
প্রসাদে হইয়া মত্ত বুলি অহঙ্কারে।
পাইয়া প্রভুর দণ্ড কম্প দেহ-ভারে॥
দেখিয়া সদয় প্রভু বোলয়ে উত্তর।
উঠহ আচার্য্য, হের আমি বিশ্বম্ভর॥
লজ্জায় অদ্বৈত কিছু না বলে বচন।
প্রেমযোগে মনে চিন্তে প্রভুর চরণ॥
আর-বার বলে প্রভু "উঠহ আচার্য্য।
চিন্তা নাহি, উঠি কর আপনার কার্য্য॥"
অদ্বৈত বলয়ে "প্রভু! করাইলা কার্য্য।
যত কিছু বল মোরে সব প্রভু বাহ্য॥
মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুমতি।
অহঙ্কার দিয়া মোরে করাহ দুর্গতি॥
সবাকারে উত্তম দিয়াছ দাস্য-ভাব।
আমারে দিয়াছ প্রভু যত কিছু রাগ॥
লওয়াও আপনে, দণ্ড করাহ আপনে।
মুখে এক বল তুমি, কর আর মনে॥
প্রাণ ধন দেহ মন—সব তুমি মোর।
তবে মোরে দুঃখ দাও—ঠাকুরালি তোর॥
হেন কর প্রভু মোরে দাস্য-ভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া॥"
শুনিয়া অদ্বৈত-বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর।
অকৈতবে কহে সর্ব্ব-বৈষ্ণব-গোচর॥
"শুন শুন আচার্য্য তোমারে তত্ত্ব কই।
ব্যবহার-দৃষ্টান্ত দেখহ তুমি এই॥
রাজপাত্র রাজ-স্থানে চলয়ে যখনে।
দ্বারী প্রহরী সব করে নিবেদনে॥
মহাপাত্র যদি গোচরিয়া রাজ-স্থানে।
জীব্য লই দিলে রহে গোষ্ঠীর জীবনে॥
যেই মহাপাত্র-স্থানে করে নিবেদন।
রাজ-আজ্ঞা হৈলে কাটে সেই সব জন॥
সব-রাজ্য-ভার দেয় যে মহাপাত্রেরে।
অপরাধে শোচ্য হাতে তার শাস্তি করে॥
এইমত কৃষ্ণ মহা-রাজরাজেশ্বর।
কর্ত্তা হর্ত্তা—ব্রহ্মা শিব যাঁহার কিঙ্কর॥
সৃষ্টি আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি।
শাস্তি করিতেও কেহো না করে দ্বিরুক্তি॥

রমাদি ভবাদি সবে কৃষ্ণ-দণ্ড পায়।
দোষ প্রভু সেবকের ক্ষময়ে সদায়॥
অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে।
জন্মে জন্মে দাস সেই বলিল তোমারে॥
উঠিয়া করহ স্নান, কর আরাধন।
নাহিক তোমার চিন্তা, করহ ভোজন॥"
প্রভুর বচন শুনি অদ্বৈত-উল্লাস।
দাসের শুনিয়া দণ্ড, হৈল বড় হাস॥
এখনে সে বলি প্রভু তোর ঠাকুরালি।
নাচেন অদ্বৈত রঙ্গে দিয়া করতালি॥
প্রভুর আশ্বাস শুনি আনন্দে বিহ্বল।
পাসরিল পূর্ব্ব যত বিরহ সকল॥
সকল বৈষ্ণব হৈলা পরম-আনন্দ।
তখনে হাসেন হরিদাস নিত্যানন্দ॥
এ সব পরমানন্দ-লীলা-কথা-রসে।
কেহো কেহো বঞ্চিত হইল দৈবদোষে॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র শ্রীঅদ্বৈত-রায়।
এ সম্পত্তি অল্প হেন বুঝয়ে মায়ায়॥
অল্প করি না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্॥
আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ব্ব-বন্ধ-নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত সব লীলা-তনু করি 'কৃষ্ণ' ভজে॥

তথা চোক্তং ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।

মুক্ত-পুরুষগণও স্বেচ্ছায় শরীর ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণের সেবক সব কৃষ্ণ-শক্তি ধরে।
অপরাধী হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে॥
হেন কৃষ্ণভক্ত-নামে কোনো শিষ্যগণ।
অল্প হেন জ্ঞানে দ্বন্দ্ব করে অনুক্ষণ॥
সে সব দুষ্কৃতি অতি জানিহ নিশ্চয়।
যাতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের পক্ষ নাহি লয়॥
'সর্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র'—ইথে দ্বিধা যার।
কভু সে সুকৃতি নহে, সেই দুরাচার॥
গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহো বলে "আমি রঘুনাথ ভাব, গিয়া॥"
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে শক্তি যার।
চৈতন্য-দাসত্ব বহি বড় নাহি আর॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম।
সেহো প্রভু দাস্য করে, কেবা হয় আন॥
জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি।
যত কিছু বলি সব তাঁহার শকতি॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ পঁহু জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে ভক্ত-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

জয় জয় জগত-মঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ্ব

জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় ভকত-বৎসল গুণধাম ॥
ভক্ত গোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
সঙ্কীর্ত্তন-সুখ প্রভু করয়ে সদায় ॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই শুন একমনে।
লক্ষ্মী-কাচে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে ॥
একদিন প্রভু বলিলেন সবা-স্থানে।
আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধানে ॥
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু কাচ-সজ্জ কর গিয়া ॥
শঙ্খ কাঁচুলী পাটশাড়ী অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সবাকার ॥
গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ী, সখী সুপ্রভা ত ॥
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস - জাগাইতে ভার
শ্রীবাস নারদ-কাচ, স্নাতক শ্রীরাম।
'দিউড়িয়া হাড়ি মুঞি' বলয়ে শ্রীমান্ ॥
অদ্বৈত বলয়ে কে করিব পাত্র-কাচ।
প্রভু বলে পাত্র-সিংহাসনে গোপীনাথ ॥
সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্ত খান তুমি।
কাচ-সজ্জ কর গিয়া নাচিবাঙ আমি ॥
আজ্ঞা শিরে করি সদাশিব বুদ্ধিমন্ত।
গৃহে চলিলেন আনন্দের নাহি অন্ত ॥
সেইক্ষণে কথিবার চান্দোয়া কাটিয়া।
কাচ-সজ্জ করিলেন সুছন্দ করিয়া ॥
লইয়া সকল কাচ বুদ্ধিমন্ত খান।
থুইলেন লঞা ঠাকুরের বিদ্যমান ॥

দেখিয়া হইলা প্রভু সন্তোষিত-মন।
সকল বৈষ্ণব প্রতি বলিলা বচন ॥
প্রকৃতি স্বরূপে নৃত্য হইব আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার ॥
সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
যে যে জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে ॥
লক্ষ্মী-বেশে অঙ্ক-নৃত্য করিব ঠাকুর।
সকল বৈষ্ণবের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর ॥
শেষে প্রভু কথাখানি করিলেন দঢ়।
শুনিয়া হইল সবে বিষাদিত বড় ॥
সর্ব্বাগ্রে ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য্য।
"আজি নৃত্য-দরশনে মোর নাহি কার্য্য ॥
আমি সে অজিতেন্দ্রিয় না যাইব তথা।"
শ্রীবাস-পণ্ডিত কহে "মোর ওই কথা ॥"
শুনিয়া ঠাকুর কহে ঈষত হাসিয়া।
'তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া' ॥
সর্ব্ব-রঙ্গ-চূড়ামণি চৈতন্য-গোসাঞি।
পুন আজ্ঞা করিলেন "কারো চিন্তা নাঞি ॥
মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা।
দেখিয়া আমারে কেহো মোহ না পাইবা ॥"
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত শ্রীবাস।
সবার সহিত মহা পাইল উল্লাস ॥
সর্ব্ব গণ সহিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চলিলা আচার্য্য চন্দ্রশেখরের ঘর ॥
আই চলিলেন নিজ-বধূর সহিতে।
লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে ॥
যত আপ্ত-বৈষ্ণবগণের পরিবার।
চলিলা আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার ॥
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভাগ্য—তার এই সীমা।
যার ঘরে প্রভু প্রকাশিলা এ মহিমা ॥

বসিলা ঠাকুর সব বৈষ্ণব সহিতে।
সবারে হইল আজ্ঞা স্বকাচ কাচিতে॥
করযোড়ে অদ্বৈত বোলয়ে বার-বার।
মোরে আজ্ঞা প্রভু কোন্ কাচ কাচিবার।
প্রভু বলে যত কাচ সকলি তোমার।
ইচ্ছা-অনুরূপে কাচ কাচ' আপনার॥
বাহ্য নাহি অদ্বৈতের, কি করিব কাচ।
ভ্রুকুটী করিয়া বলে শান্তিপুর-নাথ॥
সর্ব্ব-ভাবে নাচে মহা-বিদূষক-প্রায়।
আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥
মহা কৃষ্ণ-কোলাহল উঠিল সকল।
আনন্দে বৈষ্ণব সব হইল বিহ্বল॥
কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
'রাম কৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ'॥
প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি বদন-বিলাস॥
মহা পাগ শিরে শোভে ধটী পরিধান।
দেখিয়া সবার হৈল বিস্ময়-গেয়ান॥
আরে আরে ভাই সব! হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ॥
হাতে নড়ি চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায়।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, 'কৃষ্ণ' সবারে জাগায়॥
'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বল কৃষ্ণনাম'।
দম্ভ করি হরিদাস করয়ে আহ্বান॥
হরিদাস দেখিয়া সকল গণ হাসে।
'কে তুমি এথায় কেনে' সভেই জিজ্ঞাসে
হরিদাস বলে আমি বৈকুণ্ঠ-কোটাল।
'কৃষ্ণ' জাগাইয়া আমি বুলি সর্ব্বকাল॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা।
প্রেমভক্তি লোটাইব ঠাকুর সর্ব্বথা॥
লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে।
প্রেমভক্তি লুটি আজি হও সাবধানে॥
এত বলি দুই গোঁফ মুচুড়িয়া হাথে।
নড় দিয়া বুলে গুপ্ত মুরারির সাথে॥
দুই মহা-বিহ্বল কৃষ্ণের প্রিয় দাস।
দুইর শরীরে গৌরচন্দ্রের বিলাস॥
ক্ষণেকে নারদ-কাচ কাচিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিলা সভা মাঝে করিয়া উল্লাস॥
মহা-দীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্ব্ব গায়।
বীণা কান্ধে কুশ-হস্তে চারিদিগে চায়॥
রামাই পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাতে কমণ্ডলু—পাছে করিলা গমন॥
বসিতে দিলেন রাম-পণ্ডিত আসন।
সাক্ষাত নারদ যেন দিলা দরশন॥
শ্রীবাসের বেশ দেখি সর্ব্ব গণ হাসে।
করিয়া গভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে॥
"কে তুমি আইলা এথা কোন্ বা কারণ।"
শ্রীবাস বলেন শুন কহিয়ে বচন॥
"আমার নারদ নাম—কৃষ্ণের গায়ন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমি করিয়ে ভ্রমণ॥
বৈকুণ্ঠে গেলাম 'কৃষ্ণ' দেখিবার তরে।
শুনিলাম 'কৃষ্ণ' গেলা নদীয়া-নগরে॥
শূন্য দেখিলাম বৈকুণ্ঠের ঘর দ্বার।
গৃহিণী গৃহস্থ নাহি, নাহি পরিবার॥
না পারি রহিতে শূন্য বৈকুণ্ঠ দেখিয়া।
আইলাম আপন ঠাকুর সঙরিয়া॥
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মী-বেশ।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ॥"
শ্রীবাস নারদ—তাঁর নিষ্ঠাবাক্য শুনি।
হাসিয়া বৈষ্ণব সব করে জয়ধ্বনি॥

অভিন্ন-নারদ যেন শ্রীবাস-পণ্ডিত।
সেই রূপ, সেই বাক্য, সেই সে চরিত॥
যত পতিব্রতাগণ সকল লইয়া।
আই দেখে কৃষ্ণ-সুধা-রসে মগ্ন হৈয়া॥
মালিনীরে বলে আই 'এই নি পণ্ডিত'।
মালিনী বলয়ে 'আই! অই সুনিশ্চিত'॥
পরম বৈষ্ণবী আই—সর্ব্ব লোকের মাতা।
শ্রীবাসের মূর্ত্তি দেখি হইলা বিস্মিতা॥
আনন্দে পড়িলা আই হইয়া মূর্চ্ছিত।
কোথাও নাহিক ধাতু, সবে চমকিত॥
সত্বরে সকল পতিব্রতা নারীগণ।
কর্ণমূলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করে সঙরণ॥
সম্বিত পাইয়া আই 'গোবিন্দ' সঙরে।
পতিব্রতাগণে ধরে, ধরিতে না পারে॥
এইমত কি ঘর বাহিরে সর্ব্বজন।
বাহ্য নাহি স্ফুরে, সবে করেন ক্রন্দন॥
গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর॥
আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনাকে বাসে॥
নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র, অঙ্গুলি কলমে॥
রুক্মিণীর পত্র—সপ্ত শ্লোক ভাগবতে।
যে আছে, পঢ়য়ে তাহা কান্দিতে কান্দিতে॥
গীতবন্ধে শুন সাত শ্লোকের ব্যাখ্যান।
যে কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান্॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৫২।৩৭)

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবন-সুন্দর! শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণ-বিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থ-লাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥

হে ভুবন-সুন্দর! তোমার গুণাবলীর কথা শুনিতে শুনিতে, সেই গুণরাশি কর্ণ দ্বারা হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মানবগণের তাপ হরণ করিতে থাকে। আর যাঁহাদের চক্ষু আছে, তাঁহাদের দর্শনেন্দ্রিয়গণ তোমার রূপ দেখিয়া 'সর্ব্বার্থ লাভ হইল' বলিয়া মনে করে। হে অচ্যুত! আমার চিত্তও তোমার সেই রূপ ও গুণের কথা শ্রবণ করিয়া, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, ত্বদীয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে।

কারুণ্যসারদা-রাগেন গীয়তে।

শুনিয়া তোমার গুণ ভুবন-সুন্দর।
দূর ভেল অঙ্গ-তাপ ত্রিবিধ দুষ্কর॥
সর্ব্ব-নিধি-লাভ তোর রূপ-দরশন।
সুখে দেখে বিধি যারে দিলেক লোচন॥
শুনি যদুসিংহ তোর যশের বাখান।
নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত ধায় তুয়া স্থান॥　১
কোন্ কুলবতী ধীরা আছে জগ মাঝে।
কাল পাই তোমার চরণ নাহি ভজে॥
বিদ্যা কুল শীল ধন রূপ বেশ ধামে।
সকল বিফল হয় তোমার বিহনে॥
মোর ধাষ্ট্র্য ক্ষমা কর ত্রিদশের রায়।
না পারি রাখিতে চিত্ত তোমায়ে মিশায়॥
এতেক বলিল তোর চরণ-যুগলে।
মন প্রাণ বুদ্ধি তোহে অর্পিল সকলে॥
পত্নী-পদ দিয়া মোরে কর নিজ-দাসী।
তোর ভাগে শিশুপাল নহুক বিলাসী॥
কৃপা করি মোরে পরিগ্রহ কর নাথ।
যেন সিংহ-ভাগ নহে শৃগালের সাথ॥

ব্রত, দান, গুরু-দ্বিজ-দেবের অর্চ্চন।
সত্য যদি সেবিয়াছোঁ অচ্যুত-চরণ॥
তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর।
দূর হউ শিশুপাল—এই মোর বর॥
কালি মোর বিবাহ হইবে হেন আছে।
আজি ঝাট আইস, বিলম্ব কর পাছে॥ ধ্রু॥
গুপ্তে আসি রহিবে বিদর্ভপুর কাছে।
শেষে সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে আসিবে সমাজে॥
চৈদ্য শাল্ব জরাসন্ধ মথিয়া সকল।
হরি লও মোরে দেখাইয়া বাহু-বল॥
দর্প-প্রকাশের প্রভু এই সে সময়।
তোমার বনিতা শিশুপাল-যোগ্য নয়॥
বিনি বন্ধু বধি মোরে হরিবা যেমনে।
তাহার উপায় বলোঁ তোমার চরণে॥
বিবাহের পূর্ব্ব দিনে কুল-ধর্ম্ম আছে।
নব-বধূ চলি যায় ভবানীর কাছে॥
সেই অবসরে প্রভু হরিবা আমারে।
না মারিবা বন্ধু, দোষ ক্ষমিবা সবারে॥
যাহার চরণ-ধূলি সর্ব্ব অঙ্গে স্নান।
উমাপতি চাহে, চাহে যতেক প্রধান॥
হেন ধূলি-প্রসাদ না কর যদি মোরে।
মরিব করিয়া ব্রত, বলিল তোমারে॥
যত জন্মে পাঙ তোর অমূল্য চরণ।
তাবত মরিব শুন কমল-লোচন॥
চল চল ব্রাহ্মণ! সত্বর কৃষ্ণ-স্থানে।
কহ গিয়া এ সকল মোর নিবেদনে॥
এইমত বলে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
সকল বৈষ্ণবগণ প্রেমে কান্দে হাসে॥
হেন রঙ্গ হয় চন্দ্রশেখর-মন্দিরে।
চতুর্দ্দিগে 'হরিধ্বনি' শুনি উচ্চৈঃস্বরে॥
'জাগ জাগ জাগ' ডাকে প্রভু হরিদাস।
নারদের কাচে নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস॥
প্রথম প্রহরে এই কৌতুক-বিশেষ।
দ্বিতীয় প্রহরে গদাধরের প্রবেশ॥
সুপ্রভা তাহার সখী করি নিজ-সঙ্গে।
ব্রহ্মানন্দ তাহার বড়াই বুলে রঙ্গে॥
হাতে নড়ি, কাঁখে ডালী, নেত পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যে-হেন বড়াই বিদ্যমান॥
ডাকি বলে হরিদাস 'কে সব তোমরা'।
ব্রহ্মানন্দ বলে 'যাই মথুরা আমরা'॥
শ্রীবাস বলয়ে 'তুই কাহার বনিতা'।
ব্রহ্মানন্দ বলে 'কেনে জিজ্ঞাস বারতা'॥
শ্রীবাস বলয়ে 'জানিবারে না জুয়ায়'।
'হয়' বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায়॥
গঙ্গাদাস বলে 'আজি কোথায় রহিবা'।
ব্রহ্মানন্দ বলে 'তুমি স্থান-খানি দিবা'॥
গঙ্গাদাস বলে তুমি জিজ্ঞাসিলে ধর।
জিজ্ঞাসিয়া কার্য্য নাহি, ঝাট তুমি নড়॥
অদ্বৈত বলয়ে এত বিচারে কি কাজ।
মাতৃ-সম পর-নারী কেনে দেহ লাজ॥
নৃত্য-গীত-প্রিয় বড় আমার ঠাকুর।
এথায় নাচাহ—ধন পাইবা প্রচুর॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম-সন্তোষে।
নৃত্য করে গদাধর প্রেম-পরকাশে॥
রমা-বেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর॥
গদাধর-নৃত্য দেখি আছে কোন্ জন।
বিহ্বল হইয়া নাহি করয়ে ক্রন্দন॥
প্রেম-নদী বহে গদাধরের নয়ানে।
পৃথিবী হইয়া সিক্ত ধন্য হেন মানে॥

গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মূর্ত্তিমতী।
সত্য সত্য গদাধর—কৃষ্ণের প্রকৃতি ॥
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারবার।
গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার ॥
যে গায় যে দেখে—সব ভাসিলেন প্রেমে
চৈতন্য-প্রসাদে কেহো বাহ্য নাহি জানে ॥
'হরি হরি' বলি কান্দে বৈষ্ণব-মণ্ডল।
সর্ব্ব গণে হইল আনন্দ-কোলাহল ॥
চৌদিকে শুনিয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন।
গোপিকার বেশে নাচে মাধব-নন্দন ॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব-প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি-বেশ-ধর ॥
আগে নিত্যানন্দ বুড়ী-বড়াইর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে, প্রেম-রসে ভাসে ॥
মণ্ডলী হইয়া সব বৈষ্ণব রহিলা।
'জয় জয়' মহাধ্বনি করিতে লাগিলা ॥
কেহো নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
হেন অলক্ষিত-বেশ অতি মনোহর ॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু প্রভুর বড়াই।
তাঁর পাছে প্রভু, আর কিছু চিহ্ন নাই ॥
অতএব সবে চিনিলেন প্রভু এই।
বেশে কেহো চিনিতে না পারে প্রভু সেই
সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা।
রঘুসিংহ-গৃহিণী কি জানকী আইলা ॥
কিবা মহালক্ষ্মী কিবা আইলা পার্ব্বতী।
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্ত্তিমতী ॥
কিবা ভাগীরথী কিবা রূপবতী দয়া।
কিবা সেই মহেশ-মোহিনী মহামায়া ॥
এইমত অন্যোন্যে সর্ব্ব জনে জনে।
না চিনিয়া প্রভুরে আপনে মোহ মানে ॥

আজন্ম ভরিয়া প্রভু দেখয়ে যাহারা।
তথাপি লখিতে নারে তিলার্দ্ধেকো তারা ॥
অন্যের কি দায়—আই না পারে চিনিতে।
আই বলে লক্ষ্মী কিবা আইলা নাচিতে ॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত কিবা মহাযোগেশ্বরী।
ভকতি-স্বরূপা হৈলা আপনে শ্রীহরি ॥
মহামহেশ্বর হর যে রূপ দেখিয়া।
মহামোহ পাইলেন পার্ব্বতী লইয়া ॥
তবে যে নহিল মোহ বৈষ্ণব সবার।
পূর্ব্ব-অনুগ্রহ আছে এই হেতু তার ॥
কৃপা-জলনিধি প্রভু হইলা সবারে।
সবার জননী-ভাব হইল অন্তরে ॥
পরলোক হৈতে যেন আইলা জননী।
আনন্দে নন্দন সব আপনা না জানি ॥
এইমত অদ্বৈতাদি প্রভুরে দেখিয়া।
কৃষ্ণ-প্রেম-সিন্ধু মাঝে বুলেন ভাসিয়া ॥
জগত-জননী-ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ॥
হেন দঢ়াইতে কেহো নারে কোনো জন।
কোন্ প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ ॥
কখনো বলয়ে 'বিপ্র! কৃষ্ণ কি আইলা'।
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা ॥
নয়নে আনন্দ-ধারা দেখিয়ে যখন।
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন বুঝিয়ে তখন ॥
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে ॥
ঢলিয়া ঢলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে।
সাক্ষাত রেবতী যেন কাদম্বরী-পানে ॥
ক্ষণে বলে 'চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে'।
গোকুলসুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে ॥

বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি।
সবে দেখে যেন মহা কোটি-যোগেশ্বরী॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ-শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাচে॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সবারে।
পাছে মোর শক্তি কোনো জন নিন্দা করে
লৌকিক বৈদিক যত কিছু কৃষ্ণ-শক্তি।
সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি॥
দেব-দ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ।
গণ সহ কৃষ্ণ-পূজা করিলে সে সুখ॥
যে শিখায় কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়।
অভাগ্য পাপিষ্ঠ-মতি তাহা নাহি লয়॥
সর্ব্ব-শক্তি-স্বরূপে নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
কেহো নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর॥
যে দেখে যে শুনে যে বা গায় প্রভু সঙ্গে।
সবেই ভাসেন প্রেম-সাগর-তরঙ্গে॥
এক বৈষ্ণবের যত নয়নের জল।
সেই যেন মহাবন্যা ব্যাপিল সকল॥
আদ্যাশক্তি-বেশে নাচে প্রভু গৌর-সিংহ।
সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ॥
কম্প স্বেদ পুলক অশ্রুর অন্ত নাঞি।
মূর্ত্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্য-গোসাঞি॥
নাচেন ঠাকুর ধরি নিত্যানন্দ-হাত।
সে কটাক্ষ-স্বভাব বলিতে শক্তি কাত॥
সম্মুখে দেউটি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান্।
চতুর্দ্দিগে হরিদাস করে সাবধান॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবী উপর॥
কোথায় বা গেল বুড়ী-বড়াইর সাজ।
কৃষ্ণাবেশে বিহ্বল হইলা 'নাগরাজ'॥

যেই মাত্র নিত্যানন্দ পড়িলা ভূমিতে।
সকল বৈষ্ণবগণ কান্দে চারি ভিতে॥
কি অদ্ভুত হৈল কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন।
সকল করায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
কারো গলা ধরি কেহো কান্দে উর্দ্ধরায়।
কাহারো চরণ ধরি কেহো গড়ি যায়॥
ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথে কোলে করি।
মহালক্ষ্মী-ভাবে উঠে খট্টার উপরি॥
সম্মুখে রহিলা সবে যোড়হস্ত করি।
'মোর স্তব পড়' বলে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
জননী-আবেশ বুঝিলেন সর্ব্ব জনে।
সেইরূপে সবে স্তুতি পড়ে, প্রভু শুনে॥
কেহো পড়ে লক্ষ্মী-স্তব কেহো চণ্ডী-স্তুতি।
সবে স্তুতি পড়েন যাহার যেন মতি॥

মালশী রাগ।

জয় জয় জগত-জননি! মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া॥
জয় জয় অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরি।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে, অন্যে কে দিবক সীমা॥
জগত-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব্ব-শক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা দয়া লজ্জা তুমি বিষ্ণুভক্তি॥
যত বিদ্যা সকল তোমার মূর্ত্তি-ভেদ।
'সর্ব্ব প্রকৃতির শক্তি তুমি' কহে বেদ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি সর্ব্ব-মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা॥
তুমি ত্রিজগত-হেতু গুণত্রয়মযী।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে এই কহি॥

সর্ব্বাশ্রয়া তুমি—সর্ব্ব জীবের বসতি।
তুমি আদ্যা অবিকারা পরম-প্রকৃতি ॥
জগত-জননী তুমি দ্বিতীয়-রহিতা।
মহীরূপে তুমি সর্ব্ব জীব পাল' মাতা ॥
জলরূপে তুমি সর্ব্ব জীবের জীবন।
তোমা স্মঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন ॥
সাধুজন-গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি ॥
তুমি সে করাহ ত্রিজগতে সৃষ্টি স্থিতি।
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি ॥
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র উদয়া।
রাখহ জননি! চরণের দিয়া ছায়া ॥
সংসার-মায়ায় মগ্ন জগত তোমার।
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর
সবার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা কর নিজ-দাস ॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্ব-ভূত-বুদ্ধি।
তোমা স্মঙরিলে সর্ব্ব মন্ত্রাদির শুদ্ধি ॥
এইমত স্তুতি করে সকল মহান্ত।
বর-মুখ মহাপ্রভু শুনয়ে নিতান্ত ॥
পুনঃপুন সবে দণ্ড-প্রণাম করিয়া।
পুন স্তুতি করে শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া ॥
সবে লইলাম মাতা তোমার শরণ।
শুভ দৃষ্টি কর তোর পদে রহু মন ॥
এইমত সবেই করেন নিবেদন।
ঊর্দ্ধবাহু করি সবে করেন ক্রন্দন ॥
গৃহ মাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর-ভবন ॥
আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে।
হেনই সময়ে নিশি হৈল অবসানে ॥
আনন্দে না জানে সবে নিশি হৈল শেষ।
দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ ॥
পোহাইল নিশি, নৃত্য হৈল অবসান।
বাজিল সবার বুকে যেন মহাবাণ ॥
চমকিত হই সবে চারিদিগে চায়।
'পোহাইল নিশি' করি কান্দে উভরায় ॥
কোটি-পুত্র-শোকেও এতেক দুঃখ নহে।
যে দুঃখ জন্মিল সব-বৈষ্ণব-হৃদয়ে ॥
যে দুঃখে বৈষ্ণব সব অরুণেরে চাহে।
প্রভু-প্রেম-কৃপা লাগি ভস্ম নাহি হয়ে ॥
এ রঙ্গ হইব হেন বিষাদ ভাবিয়া।
অতএব গৌরচন্দ্র করিলেন ইহা ॥
কান্দে সব ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া।
পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥
যত নারায়ণী-শক্তি জগত-জননী।
সেই সব হইয়াছে বৈষ্ণব-গৃহিণী ॥
অন্যোন্যে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
সবেই ধরেন শচীদেবীর চরণ ॥
চৌদিগে উঠিল বিষ্ণু-ভক্তির ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল চন্দ্রশেখর-ভবন ॥
সহজেই বৈষ্ণবের ক্রন্দন উচিত।
জন্ম জন্ম জানে যাঁরা কৃষ্ণের চরিত ॥
কেহো বলে আরে রাত্রি কেনে পোহাইলে।
হেন রসে কেনে কৃষ্ণ! বঞ্চিত করিলে ॥
চৌদিগে দেখিয়ে সব বৈষ্ণব-ক্রন্দন।
অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচীনন্দন ॥
মাতা পুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ।
এইমত সবারে দিলেন পুত্র-ভাব ॥
মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া।
স্তন পান করায় পরম স্নিগ্ধ হৈয়া ॥

কমলা পার্ব্বতী দয়া মহানারায়ণী।
আপনে হইলা প্রভু জগত-জননী॥
সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা।
আমি পিতা পিতামহ আমি ধাতা মাতা॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং (৯।১৭)

পিতাহমস্য জগতো ধাতা মাতা পিতামহঃ॥

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, কর্ম্মফল-বিধাতা এবং পিতামহ।

আনন্দে বৈষ্ণব সব করে স্তন-পান।
কোটি কোটি জন্ম যারা মহাভাগ্যবান্॥
স্তন-পানে সবার বিরহ গেল দূর।
প্রেমরসে সবে মত্ত হইলা প্রচুর॥
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র বেদে কয়॥
মহা-রাজরাজেশ্বর গৌরাঙ্গসুন্দর।
এহো রঙ্গ করিলেন নদীয়া-ভিতর॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থুল সূক্ষ্ম আছে।
সব চৈতন্যের রূপ, ভেদ কর পাছে॥
ইচ্ছায় করয়ে কাচ, ইচ্ছায় মিলায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করয়ে লীলায়॥
ইচ্ছাময় মহেশ্বর—ইচ্ছা-কাচ কাচে।
তান ইচ্ছা নাহি করে হেন কোন্ আছে॥
তথাপি তাঁহার কাচ সকলি সুসত্য।
জীব তারিবার লাগি এ সব মহত্ব॥
ইহা না বুঝিয়া কোনো পাপী জনা জনা।
প্রভুরে বলয়ে 'গোপী' খাইয়া আপনা॥
অদ্ভুত গোপিকা-নৃত্য—চারিবেদ-ধন।
কৃষ্ণভক্তি হয় ইহা করিলে শ্রবণ॥

হইলা বড়াই-বুড়ী প্রভু নিত্যানন্দ।
সে লীলায় হেন লক্ষ্মী-কাচে গৌরচন্দ্র॥
যখন যে রূপে গৌরসুন্দর বিহরে।
সেই অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে॥
প্রভু হইলেন গোপী, নিতাই বড়াই।
কে বুঝিবে ইহা, যার অনুভব নাই॥
কৃষ্ণ-অনুগ্রহে সে এ সব মর্ম্ম জানি।
অল্প ভাগ্যে নিত্যানন্দ-স্বরূপ না চিনি॥
কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তথাপি সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃত-শ্রবণ।
যঁহি লক্ষ্মী-বেশে নৃত্য কৈলা নারায়ণ॥
নাচিল জননী-ভাবে ভক্তি শিখাইয়া।
সবার পূরিলা আশ স্তন পিয়াইয়া॥
সপ্তদিন শ্রীআচার্য্যরত্নের মন্দিরে।
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে॥
চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ—একত্র যেন জ্বলে।
দেখয়ে সুকৃতি সব মহা-কুতূহলে॥
যতেক আইসে লোক আচার্য্য-মন্দিরে।
চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহো নাহি ধরে॥
লোকে বলে "কি কারণে আচার্য্যের ঘরে।
দুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে॥"
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাসে।
কেহো আর কিছু নাহি করয়ে প্রকাশে॥
হেন সে চৈতন্য-মায়া পরম গহন।
তথাপিহ কেহো কিছু না বুঝে কারণ॥

এমত অচিন্ত্য লীলা গৌরচন্দ্র করে ।
নবদ্বীপে সব ভক্ত সহিতে বিহরে ॥
শুন শুন আরে ভাই চৈতন্যের কথা ।
মধ্যখণ্ডে যে যে কর্ম্ম কৈল যথা যথা ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ পহুঁ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীগৌরচন্দ্রস্য
গোপিকানৃত্য-বর্ণনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

ঊনবিংশ অধ্যায় ।

জয় বিশ্বম্ভর সর্ব্ব বৈষ্ণবের নাথ ।
ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাথ ॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর ।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর ॥
আপনে ভক্তের সব মন্দিরে মন্দিরে ।
নিত্যানন্দ গদাধর সংহতি বিহরে ॥
প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ভাগবতগণ ।
কৃষ্ণ-পরিপূর্ণ দেখে সকল ভুবন ॥
নিরবধি সবার আবেশে নাহি বাহ্য ।
সঙ্কীর্ত্তন বিনা আর নাহি কোন কার্য্য ॥
সবা হৈতে মত্ত বড় আচার্য্য-গোসাঞি ।
অগাধ চরিত্র বুঝে হেন কেহো নাঞি ॥
জানে জন কতক শ্রীচৈতন্য-কৃপায় ।
চৈতন্যের মহাভক্ত শান্তিপুর-রায় ॥
বাহ্য হৈলে বিশ্বম্ভর সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে ।
মহাভক্তি করেন—বিশেষ অদ্বৈতেরে ॥

ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুর-নাথ ।
মনে মনে গর্জ্জে, চিত্তে না পায় সোয়াথ ॥
"নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে ।
প্রভুত্ব ছাড়িয়া মোর চরণে সে ধরে ॥
বলে নাহি পারোঁ মুঞি প্রভু মহাবলী ।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি ॥
ভক্তি-বল সবে মোর আছয়ে উপায় ।
ভক্তি বিনা বিশ্বম্ভরে জিনা নাহি যায় ॥
তবে সে 'অদ্বৈত-সিংহ' নাম লোকে ঘোষে ।
চূর্ণ করোঁ মায়া তার অশেষ বিশেষে ॥
ভৃগুরে জিনিয়া আশ পাইয়াছে চোরা ।
ভৃগু হেন শত শত শিষ্য আছি মোরা ॥
হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে ।
স্বহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে ॥
'ভক্তি' বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার ।
'হেন ভক্তি না মানিব' এই মন্ত্র সার ॥
ভক্তি না মানিলে ক্রোধে আপনা পাসরি ।
প্রভু মোর শাস্তি করিবেক চুলে ধরি ॥"
এইমত চিন্তিয়া অদ্বৈত মহারঙ্গে ।
বিদায় হইলা প্রভু হরিদাস সঙ্গে ॥
কোনো কার্য্য লক্ষ্য করি গৃহেতে আইলা ।
আসিয়া মানস-মন্ত্র করিতে লাগিলা ॥
নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া ।
বাখানে বাশিষ্ঠ-শাস্ত্র 'জ্ঞান' প্রকাশিয়া ॥
জ্ঞান বিনু কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণু-ভক্তি ।
স্বতন্ত্র সবার প্রাণ 'জ্ঞান' সর্ব্ব শক্তি ॥
হেন 'জ্ঞান' না বুঝিয়া কোন কোন জন ।
ঘরে ধন হারাইয়া, চাহে গিয়া বন ॥
'বিষ্ণু-ভক্তি' দর্পণ, লোচন হয় জ্ঞান ।
চক্ষু-হীন জনের দর্পণে কোন্ কাম ॥

আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্ব্ব শাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব্ব-অভিপ্রায় 'জ্ঞান' মাত্র॥
অদ্বৈত-চরিত্র ভাল বুঝে হরিদাস।
ব্যাখ্যান শুনিয়া মহা অট্ট অট্ট হাস॥
এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্য-বাধ॥
সর্ব্ব-বাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর॥
একদিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে।
দেখয়ে আপন-সৃষ্টি নিত্যানন্দ-সঙ্গে॥
আপনারে 'সুকৃতি' করিয়া বিধি মানে।
মোর শিল্প চাহে প্রভু সদয়-নয়নে॥
দুই চন্দ্র যেন দুই চলিয়া সে যায়।
মতি-অনুরূপ সবে দরশন পায়॥
অন্তরীক্ষে থাকি সব দেখে দেবগণ।
দুই চন্দ্র দেখি সবে গণে মনে-মন॥
আপন-লোকেরে হৈল বসুমতী-জ্ঞান।
চান্দ দেখি পৃথিবীরে হৈল স্বর্গ-ভাণ॥
নর-জ্ঞান আপনারে সবার জন্মিল।
চন্দ্রের প্রভাবে নরে দেব-বুদ্ধি হৈল॥
দুই চন্দ্র দেখি সবে করেন বিচার।
'কভু স্বর্গে নাহি দুই চন্দ্র-অধিকার'॥
কোনো দেব বলে শুন বচন আমার।
মূল চন্দ্র এক, এক প্রতিবিম্ব তার॥
কোনো দেব বলে হেন বুঝিয়ে কারণ।
ভাগ চন্দ্র বিধি কিবা করিল যোজন॥
কেহো বলে পিতা পুত্র একরূপ হয়।
হেন বুঝি এক বুধ—চন্দ্রের তনয়॥
বেদে নারে নিশ্চয়িতে যে প্রভুর রূপ।
তাহাতে যে দেব মোহে, এ নহে কৌতুক॥

হেনমতে নগর ভ্রময়ে দুই জন।
নিত্যানন্দ জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন॥
নিত্যানন্দ সম্বোধিয়া বলে বিশ্বম্ভর।
চল যাই শান্তিপুর—আচার্য্যের ঘর॥
মহারঙ্গী দুই প্রভু পরম চঞ্চল।
সেই পথে চলিলেন আচার্য্যের ঘর॥
মধ্য পথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম।
মল্লুকের কাছে সে 'ললিতপুর' নাম॥
সেই গ্রামে গৃহস্থ সন্ন্যাসী এক আছে।
পথের সমীপে ঘর—জাহ্নবীর কাছে॥
নিত্যানন্দ-স্থানে প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা।
কাহার মণ্ডপ এ জানহ কার বাসা॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু সন্ন্যাসি-আলয়।
প্রভু বলে তারে দেখি যদি ভাগ্য হয়॥
হাসি গেলা দুই প্রভু সন্ন্যাসীর স্থানে।
বিশ্বম্ভর করিলেন ন্যাসীরে প্রণামে॥
দেখিয়া মোহন মূর্ত্তি দ্বিজের নন্দন।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর রূপ প্রফুল্ল বদন॥
সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীর্ব্বাদ।
'ধন বংশ সুবিবাহ হউ বিদ্যালাভ'॥
প্রভু বলে "গোসাঞি! এ নহে আশীর্ব্বাদ।
হেন বল তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ॥
'বিষ্ণুভক্তি' আশীর্ব্বাদ অক্ষয় অব্যয়।
যে বলিলা গোসাঞি তোমার যোগ্য নয়॥"
হাসিয়া গোসাঞি বলে পূর্ব্বে যে শুনিল।
সাক্ষাতে তাহার আজি নিদান পাইল॥
ভাল রে বলিতে লোক ঠেঙ্গা লঞা ধায়।
এ বিপ্র-পুত্রের সেইমত ব্যবসায়॥
ধন-বর দিল আমি পরম সন্তোষে।
কোথা গেল উপকার, আরো আমা দোষে॥

সন্ন্যাসী বলয়ে "শুন ব্রাহ্মণ-কুমার।
কেনে তুমি আশীর্ব্বাদ নিন্দিলে আমার॥
পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস।
উত্তম কামিনী যার না হইল পাশ॥
যার ধন নাহি, তার জীবনে কি কাজ।
হেন ধন-বর দিতে পাও তুমি লাজ॥
হইলে বা বিষ্ণুভক্তি তোমার শরীরে।
ধন বিনা কি খাইবা তাহা কহ মোরে॥"
হাসে প্রভু সন্ন্যাসীর বচন শুনিয়া।
শ্রীহস্ত দিলেন নিজ-কপালে তুলিয়া॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু সবারে শিখায়।
ভক্তি বিনা কেহো যেন কিছুই না চায়॥
"শুন শুন গোসাঞি-সন্ন্যাসি! যে খাইব।
নিজ-কর্ম্মে যে আছে সে আপনে মিলিব।
ধন বংশ নিমিত্ত সংসার কাম্য করে।
বল তার ধন বংশ তবে কেনে মরে॥
জ্বরের নিমিত্ত কেহো কামনা না করে।
তবে কেন জ্বর আসি পীড়য়ে শরীরে॥
শুন শুন গোসাঞি ইহার হেতু—'কর্ম্ম'।
কোন মহাপুরুষে সে জানে এই মর্ম্ম॥
বেদেও বুঝায় স্বর্গ, বলে জনা জনা।
মূর্খ প্রতি হয় সেহো বেদের করুণা॥
বিষয়-সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ।
চিত্ত বুঝি কহে বেদ—বেদের কি দোষ॥
'ধন পুত্র পাই গঙ্গাস্নান হরিনামে'।
শুনিয়া চলয়ে সব বেদের কারণে॥
যে তে মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম লৈলে।
দ্রব্যের প্রভাবে ভক্তি হইবেক হেলে॥
এই বেদ-অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়-সুখে মজে॥
ভাল মন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোসাঞি।
কৃষ্ণভক্তি ব্যতিরিক্ত আর বর নাঞি॥"
সন্ন্যাসীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
ভক্তিযোগ কহে বেদ করিয়া প্রমাণ॥
যে কহে চৈতন্য-চন্দ্র সেই সত্য হয়।
পরনিন্দা-পাপে জীব তাহা নাহি লয়॥
হাসয়ে সন্ন্যাসী শুনি প্রভুর বচন।
"এ বুঝি পাগল বিপ্র—মন্ত্রের কারণ॥
হেন বুঝি এই বা সন্ন্যাসী বুদ্ধি দিয়া।
লই যায় ব্রাহ্মণ-কুমার ভুলাইয়া॥
সন্ন্যাসী বলয়ে হেন কাল সে হইল।
শিশুর অগ্রেতে আমি কিছু না জানিল॥
আমি করিলাম পৃথিবীর পর্য্যটন।
অযোধ্যা মথুরা মায়া বদরিকাশ্রম॥
গুজরাট কাশী গয়া বিজয়া-নগরী।
সিংহল গেলাম আমি, যত আছে পুরী॥
আমি না জানিল ভাল মন্দ হয় কায়।
দুগ্ধের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায়॥"
হাসি বলে নিত্যানন্দ "শুনহ গোসাঞি।
শিশু সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য্য নাঞি॥
আমি সে জানিল সব তোমার মহিমা।
আমারে দেখিয়া তুমি সব কর ক্ষমা॥"
আপনার শ্লাঘা শুনি সন্ন্যাসী সন্তোষে।
ভিক্ষা করিবার লাগি বলয়ে হরিষে॥
নিত্যানন্দ বলে কার্য্য-গৌরবে চলিব।
কিছু দেহ স্নান করি পথেতে খাইব॥
সন্ন্যাসী বলয়ে স্নান কর এইখানে।
কিছু খাই স্নিগ্ধ হই করহ গমনে॥
পাতকী তারিতে দুই প্রভু-অবতার।
রহিলেন দুই প্রভু সন্ন্যাসীর ঘর॥

জাহ্নবীর মজ্জনে ঘুচিল দুঃখ শ্রম।
ফলাহার করিতে বসিলা দুই জন॥
দুগ্ধ আম্র পনসাদি করি কৃষ্ণসাথ।
সব খায় দুই প্রভু সন্ন্যাসি-সাক্ষাত॥
বামাপথী সন্ন্যাসী মদিরা পান করে।
নিত্যানন্দ প্রতি তাহা কহে ঠারেঠোরে॥
শুনহ শ্রীপাদ কিছু 'আনন্দ' আনিব।
তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব॥
দেশান্তর ফিরি নিত্যানন্দ সব জানে।
মদ্যপ সন্ন্যাসী হেন জানিলেন মনে॥
'আনন্দ আনিব' ন্যাসী বলে বারবার।
নিত্যানন্দ বলে 'তবে লড় সে আমার'॥
দেখিয়া দোঁহার রূপ মদন-সমান।
সন্ন্যাসীর পত্নী চাহে জুড়িয়া ধেয়ান॥
সন্ন্যাসীরে নিরোধ করয়ে তার নারী।
ভোজনেতে কেনে তুমি বিরোধ আচরি॥
প্রভু বলে কি 'আনন্দ' বলয়ে সন্ন্যাসী।
নিত্যানন্দ বলয়ে 'মদিরা' হেন বাসি॥
'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ করয়ে বিশ্বম্ভর।
আচমন করি প্রভু চলিলা সত্বর॥
দুই প্রভু চঞ্চল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া।
চলিলা আচার্য্য-গৃহে গঙ্গায় ভাসিয়া॥
স্ত্রৈণ মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহরে॥
সন্ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে স্ত্রী-সঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥
বাকোবাক্য কৈল প্রভু, শিখাইল ধর্ম্ম।
বিশ্রাম করিয়া কৈল ভোজনের কর্ম্ম॥
না হয় এ জন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দকেরে নাহি বাসে ভাল মর্ম্মে॥

দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥
শেষখণ্ডে যখন চলিলা প্রভু কাশী।
শুনিলেক যত কাশী-নিবাসী সন্ন্যাসী॥
শুনিয়া আনন্দ বড় হৈলা ন্যাসিগণ।
দেখিব চৈতন্য—বড় শুনি মহাজন॥
সবেই বেদান্তী জ্ঞানী সবেই তপস্বী।
আজন্ম কাশীতে বাস, সবেই যশস্বী॥
এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি।
পড়ায় বেদান্ত, না বাখানে বিষ্ণু-ভক্তি॥
অন্তর্যামী গৌর-সিংহ সব ইহা জানে।
গিয়াও কাশীতে নাহি দিলা দরশনে॥
রামচন্দ্র-পুরীর মঠেতে লুকাইয়া।
রহিলেন দুই মাস বারাণসী গিয়া॥
বিশ্বরূপ-ক্ষৌরের দিবস দুই আছে।
লুকাইয়া চলিলা দেখয়ে কেহো পাছে॥
পাছে শুনিলেন সব সন্ন্যাসীর গণ।
চলিলেন চৈতন্য, নহিল দরশন॥
সর্ব্ব বুদ্ধি হরিলেক এক নিন্দা-পাপ।
পাছেও কাহারো চিত্তে না জন্মিল তাপ॥
আরো বলে আমরা সকল পূর্ব্বাশ্রমী।
আমা সবা সম্ভাষিয়া বিনা গেলা কেনী॥
দুই দিন লাগি কেনে স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া।
কেনে গেলা 'বিশ্বরূপ-ক্ষৌর' লঙ্ঘিয়া॥
ভক্তিহীন হইলে এমত বুদ্ধি হয়।
নিন্দকের পূজা শিব কভু নাহি লয়॥
কাশীতে যে পর নিন্দে সে শিবের দণ্ড্য।
শিব-অপরাধে বিষ্ণু নহে তার বন্দ্য॥
সবার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥

মণ্ডপের ঘরে কৈলা স্নান ভোজন।
নিন্দক বেদান্তী না পাইল দরশন॥
চৈতন্যের দণ্ডে যার না জন্মিল ভয়।
জন্মে জন্মে সেই জীব যমদণ্ড্য হয়॥
অজ ভব অনন্ত কমলা সর্ব্ব-মাতা।
সবার শ্রীমুখে নিরন্তর যাঁর কথা॥
হেন গৌরচন্দ্র-যশে যার নহে মতি।
ব্যর্থ তার সন্ন্যাস, বেদান্ত-পাঠে রতি॥
হেনমতে দুই প্রভু আপন-আনন্দে।
সুখে ভাসি চলিলেন জাহ্নবী-তরঙ্গে॥
মহাপ্রভু নিরবধি করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই মুঞি সেই" বলে বার-বার॥
মোহারে আনিল নাঢ়া শয়ন ভাঙ্গিয়া।
এখনে বাখানে 'জ্ঞান,' 'ভক্তি' লুকাইয়া॥
তার শাস্তি করোঁ আজি দেখ পরতেকে।
কেমতে দেখুক আজি জ্ঞান-যোগ রাখে॥
তর্জ্জে গর্জ্জে মহাপ্রভু গঙ্গা-স্রোতে ভাসে।
মৌন হই নিত্যানন্দ মনে মনে হাসে॥
দুই প্রভু ভাসি যায় গঙ্গার উপরে।
'অনন্ত' 'মুকুন্দ' যেন ক্ষীরোদ-সাগরে॥
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
বুঝিলেন চিত্তে "মোর হইবেক ফল॥"
'আইসে ঠাকুর ক্রোধে' অদ্বৈত জানিয়া।
জ্ঞানযোগ বাখানে অধিক মত্ত হৈয়া॥
চৈতন্য-ভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা।
গঙ্গাপথে দুই প্রভু আসিয়া মিলিলা॥
ক্রোধ-মুখ বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ সঙ্গে।
দেখয়ে অদ্বৈত দোলে জ্ঞানানন্দ-রঙ্গে॥
প্রভু দেখি হরিদাস দণ্ডবত হয়।
অচ্যুত প্রণাম করে—অদ্বৈত-তনয়॥

অদ্বৈত-গৃহিণী মনে মনে নমস্করে।
দেখিয়া প্রভুর মূর্ত্তি চিন্তিত অন্তরে॥
বিশ্বম্ভর-তেজ যেন কোটি-সূর্য্যময়।
দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভয়॥
ক্রোধ-মুখে বলে প্রভু "আরে আরে নাঢ়া।
বল দেখি 'জ্ঞান' 'ভক্তি' দুইতে কে বাঢ়া॥"
অদ্বৈত বলয়ে "সর্ব্ব কাল বড় 'জ্ঞান'।
'জ্ঞান' যার নাহি, তার ভক্তিতে কি কাম॥"
'জ্ঞান বড়' অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাসরিল শচীর নন্দন॥
পিঁড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥
অদ্বৈত-গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
সর্ব্ব তত্ত্ব জানিয়াও করয়ে ব্যগ্রতা॥
"বুঢ়া বিপ্র বুঢ়া বিপ্র—রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান॥
এড় বুঢ়া বামনেরে আরো কি করিবা।
কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা॥"
পতিব্রতা-বাক্য শুনি নিত্যানন্দ হাসে।
ভয়ে কৃষ্ণ স্মঙরয়ে প্রভু হরিদাসে॥
ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা-বাক্য নাহি শুনে।
তর্জ্জে গর্জ্জে অদ্বৈতেরে সদম্ভ-বচনে॥
শুতিয়া আছিনু ক্ষীর-সাগরের মাঝে।
আরে নাঢ়া নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে॥
ভক্তি প্রকাশিলি তুই আমারে আনিয়া।
এবে বাখানিস 'জ্ঞান', 'ভক্তি' লুকাইয়া॥
যদি লুকাইবি 'ভক্তি' তোর চিত্তে আছে।
তবে মোরে প্রকাশ করিলি কোন্ কাজে॥
তোমার সঙ্কল্প মুঞি না করোঁ অন্যথা।
তুমি মোরে বিড়ম্বনা করহ সর্ব্বথা॥

অদ্বৈত এড়িয়া প্রভু বসিলা দুয়ারে।
প্রকাশে আপন-তত্ত্ব করিয়া হুঙ্কারে॥
"আরে আরে কংস যে মারিল সেই মুঞি।
আরে নাঢ়া সকল জানিস দেখ তুঞি॥
অজ ভব শেষ রমা করে মোর সেবা।
মোর চক্রে মারিল শৃগাল-বাসুদেবা॥
মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল।
মোর বাণে মারিল রাবণ মহাবল॥
মোর চক্রে কাটিল বাণের বাহুগণ।
মোর চক্রে নরকের হইল মরণ॥
মুঞি সে ধরিনু গিরি দিয়া বাম হাত।
মুঞি সে আনিনু স্বর্গ হৈতে পারিজাত॥
মুঞি সে ছলিনু বলি—করিনু প্রসাদ।
মুঞি সে হিরণ্য মারি রাখিনু প্রহ্লাদ॥"
এইমত প্রভু নিজ-ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
শুনিয়া অদ্বৈত প্রেমসিন্ধু মাঝে ভাসে॥
শাস্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দময়।
হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয়॥
"যেন অপরাধ কৈনু তেন শাস্তি পাইনু।
ভালই করিলা প্রভু! অল্পে এড়াইনু॥
এখনে সে ঠাকুরাল বুঝিনু তোমার।
দোষ-অনুরূপ শাস্তি করিলে আমার॥
ইহাতে সে প্রভু! ভৃত্যে চিত্তে বল পায়।"
বলিয়া আনন্দে নাচে শান্তিপুর-রায়॥
আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল অঙ্গনে।
ভ্রুকুটি করিয়া বলে প্রভুর চরণে॥
"কোথা গেল এবে মোরে তোমার সে স্তুতি
কোথা গেল এবে সে তোমার ঢাঙ্গাইতি॥
দুর্ব্বাসা না হঙ মুঞি যারে কদর্থিবে।
যার অবশেষ-অন্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপিবে॥
ভৃগু মুনি না হঙ মুঞি যার পদধূলী।
বক্ষে দিয়া হইবা শ্রীবৎস কুতূহলী॥
মোর নাম 'অদ্বৈত'—তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ॥
উচ্ছিষ্ট-প্রভাবে নাহি গণোঁ তোর মায়া।
করিলা ত শাস্তি, এবে দেহ পদ-ছায়া॥"
এত বলি ভক্তি করে শান্তিপুর-নাথ।
পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথাত॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈল বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে কোলে করি কান্দয়ে নির্ভর॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি নিত্যানন্দ-রায়।
ক্রন্দন করয়ে যেন নদী বহি যায়॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে প্রভু হরিদাস।
অদ্বৈত-গৃহিণী কান্দে, কান্দে যত দাস॥
কান্দয়ে অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-তনয়।
অদ্বৈত-ভবন হৈল কৃষ্ণপ্রেমময়॥
অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বম্ভর।
সন্তোষে আপনে দেন অদ্বৈতেরে বর॥
"তিলার্দ্ধেকো যে তোমার করয়ে আশ্রয়।
সে কেনে পতঙ্গ কীট পশু পক্ষী নয়॥
যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ।
তথাপি তাহারে মুঞি করিব প্রসাদ॥"
বর শুনি কান্দয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয়॥
"যে তুমি বলিলা প্রভু কভু মিথ্যা নয়।
মোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ মহাশয়॥
যদি তোরে না মানিয়া মোরে ভক্তি করে
সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহরে॥
যে তোমার পাদপদ্ম না করে ভজন।
তোরে না মানিলে কভু নহে মোর জন॥

যে তোমারে ভজে প্রভু সে মোর জীবন।
না পারোঁ সহিতে মুঞি তোমার লঙ্ঘন॥
যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
বৈষ্ণবাপরাধী মুঞি না দেখোঁ গোচর॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটি দেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহরে কোনো ব্যাজে।
মুঞি নাহি বলোঁ—এই বেদের বাখান।
সুদক্ষিণ-মরণ তাহার পরমাণ॥
'সুদক্ষিণ' নাম কাশীরাজের নন্দন।
মহা সমাধিয়ে শিব কৈল আরাধন॥
পরম সন্তোষে শিব বলে মাগ বর।
পাইবে অভীষ্ট অভিচার-যজ্ঞ কর॥
বিষ্ণু-ভক্ত প্রতি যদি কর অপমান।
তবে সেই যজ্ঞে তোর লইব পরাণ॥
শিব কহিলেন ব্যাজে, সে ইহা না বুঝে।
শিবাজ্ঞায় অবিলম্বে যজ্ঞ গিয়া ভজে॥
যজ্ঞ হৈতে উঠে এক মহা-ভয়ঙ্কর।
তিন কর চরণ ত্রিশির-রূপ-ধর॥
তালজঙ্ঘ-পরমাণ বলে 'বর মাগ'।
রাজা বলে 'দ্বারকা পোড়াও মহাভাগ'॥
শুনিয়া দুঃখিত হৈল মহা-শৈবমূর্ত্তি।
বুঝিলেন ইহার ইচ্ছার নাহি পূর্ত্তি॥
অনুরোধে গেলা মাত্র দ্বারকার পাশে।
দ্বারকা-রক্ষক চক্র খেদাড়িয়া আইসে॥
পলাইলে না এড়াই 'সুদর্শন'-স্থানে।
মহাশৈব পড়ি বলে চক্রের চরণে॥
"যারে পলাইতে নাহি পারিল দুর্ব্বাসা।
নারিল রাখিতে অজ বিষ্ণু দিগবাসা॥
হেন মহাবৈষ্ণব-তেজের স্থানে মুঞি।
কোথা পলাইব প্রভু যে করিস তুঞি॥

জয় জয় প্রভু মোর 'সুদর্শন' নাম।
দ্বিতীয়-শঙ্কর-তেজ জয় কৃষ্ণ-ধাম॥
জয় মহাচক্র জয় বৈষ্ণব-প্রধান।
জয় দুষ্ট-ভয়ঙ্কর জয় শিষ্ট-ত্রাণ॥
স্তুতি শুনি সন্তোষে বলিল সুদর্শন।
'পোড়া গিয়া যথা আছে রাজার নন্দন'॥
পুন সেই মহা-ভয়ঙ্কর বাহুড়িয়া।
চলিলা কাশীর রাজপুত্র পোড়াইয়া॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া প্রভু শিব-পূজা কৈল।
অতএব তার যজ্ঞে তাহারে মারিল॥
তেঞি সে বলিনু প্রভু তোমারে লঙ্ঘিয়া।
মোর সেবা করে, তারে মারি পোড়াইয়া॥
তুমি মোর প্রাণনাথ, তুমি মোর ধন।
তুমি মোর পিতা মাতা তুমি বন্ধুজন॥
যে তোরে লঙ্ঘিয়া করে মোরে নমস্কার।
সে জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার॥
সূর্য্য সাক্ষাৎ করিলা রাজা সত্রাজিত।
ভক্তি-বশে সূর্য্য তান হইলেন মিত॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞা-ভঙ্গ-দুখে।
দুই ভাই মারা যায়, সূর্য্য দেখে সুখে॥
বলদেব-শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন।
তোমারে লঙ্ঘিয়া পায় সবংশে মরণ॥
হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার॥
শিরচ্ছেদে শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা লঙ্ঘি পাইলেক সবংশে মরণ॥
সর্ব্ব-দেব-মূল তুমি—সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব তোমার কিঙ্কর॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই সেই দাস তাহারে সংহরে॥

তোমা না মানিয়া যে শিবাদি দেব ভজে।
বৃক্ষ-মূল কাটি যেন পল্লবেরে পূজে॥
দেব, বিপ্র, যজ্ঞ, ধর্ম্ম—সর্ব্ব-মূল তুমি।
যে তোমা না ভজে তার পূজ্য নহি আমি
মহাতত্ত্ব অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
হুঙ্কার করিয়া বলে শ্রীশচীনন্দন॥
"মোর এই সত্য শুন সবে মন দিয়া।
যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥
সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পড়ে॥
যে মোহার দাসের সকৃত নিন্দা করে।
মোর নাম-কল্পতরু তাহারে সংহরে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত সব মোর দাস।
এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ॥
তুমি ত আমার নিজ-দেহ হৈতে বড়।
তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে না সহয়ে দঢ়॥
সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক-নিন্দা করে।
অধঃপাতে যায়, সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তারে॥
বাহু তুলি জগতেরে বলে গৌরধাম।
অনিন্দক হই সবে বল কৃষ্ণনাম॥
অনিন্দক হইয়ে সকৃত কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিব হেলে॥"
এই যদি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
'জয় জয় জয়' বলে সর্ব্ব ভক্তগণ॥
অদ্বৈত কান্দয়ে দুই চরণে ধরিয়া।
প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া॥
অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী।
এইমত মহাচিন্ত্য অদ্বৈত-কাহিনী॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি তার॥

নিত্যানন্দ অদ্বৈতে যে গালাগালি বাজে।
সেই সে পরমানন্দ যদি জনে বুঝে॥
দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বাক্য কর্ম্ম।
তান অনুগ্রহে সে বুঝিয়ে তান মর্ম্ম॥
এইমত যত আর হইল কথন।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-প্রভু আর যত গণ॥
ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
সহস্র বদনে গায় এই গুণগ্রাম॥
ক্ষণেকেই বাহ্য দৃষ্টি দিয়া বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া অদ্বৈত প্রতি বলয়ে উত্তর॥
কিছু নি চাঞ্চল্য মুঞি করিয়াছোঁ শিশু।
অদ্বৈত বলয়ে 'উপাধিক নহে কিছু'॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
ক্ষমিবা চাঞ্চল্য যদি মোর কিছু হয়॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য অদ্বৈত হরিদাস।
পরস্পর চাহি সবা সবে হৈল হাস॥
অদ্বৈত-গৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা।
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু যারে বলে মাতা॥
প্রভু বলে শীঘ্র গিয়া করহ রন্ধন।
কৃষ্ণ র নৈবেদ্য কর—করিব ভোজন॥
নিত্যানন্দ হরিদাস অদ্বৈতাদি সঙ্গে।
গঙ্গা-স্নানে বিশ্বম্ভর চলিলেন রঙ্গে॥
সে সব আনন্দ বেদে বর্ণিব বিস্তর।
স্নান করি প্রভু সবে আইলেন ঘর॥
চরণ পাখালি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণেরে করয়ে দণ্ড-প্রণাম বিস্তর॥
অদ্বৈত পড়িলা বিশ্বম্ভর-পদতলে।
হরিদাস পড়িলা অদ্বৈত-পদমূলে॥
অপূর্ব্ব কৌতুক দেখি নিত্যানন্দ হাসে।
ধর্ম্মসেতু যেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে॥

উঠি দেখে ঠাকুর—অদ্বৈত পদতলে।
আথে-ব্যথে উঠি প্রভু 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বলে॥
অদ্বৈতের হাতে ধরি নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
চলিলা ভোজন-গৃহে বিশ্বম্ভর রঙ্গে॥
ভোজনে বসিলা তিন প্রভু এক ঠাঞি।
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ আচার্য্য-গোসাঞি॥
স্বভাব-চঞ্চল তিন প্রভু নিজাবেশে।
উপাধিক নিত্যানন্দ অতি বাল্যাবেশে॥
দ্বারে বসি ভোজন করেন হরিদাস।
যার দেখিবার শক্তি সকল প্রকাশ॥
অদ্বৈত-গৃহিণী মহাসতী যোগেশ্বরী।
পরিবেশন করেন স্মঙরি 'হরি হরি'॥
ভোজন করেন তিন ঠাকুর চঞ্চল।
দিব্য অন্ন ঘৃত দুগ্ধ পায়স সকল॥
অদ্বৈত দেখিয়া হাসে নিত্যানন্দ-রায়।
এক বস্তু—দুই ভাগ—কৃষ্ণের লীলায়॥
ভোজন হইল পূর্ণ কিছু মাত্র শেষ।
নিত্যানন্দ হইলা পরম বাল্যাবেশ॥
সব ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস।
প্রভু বলে 'হায় হায়', হাসে হরিদাস॥
দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশ-ছলে॥
"জাতি-নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ।
কোথা হৈতে আসি হৈল মদ্যপের সঙ্গ॥
গুরু নাহি, বলয়ে 'সন্ন্যাসী' করি নাম।
জন্ম বা না জানিয়ে নিশ্চয় কোন্ গ্রাম॥
কেহো ত না চিনে নাহি জানি কোন্ জাতি
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মাতা হাতী॥
ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত।
এখনে হইল আসি ব্রাহ্মণের সাথ॥
নিত্যানন্দ-মদ্যপে করিব সর্ব্বনাশ।
সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস॥"
ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইলা দিগবাস।
হাতে তালি দিয়া নাচে, অট্ট অট্ট হাস॥
অদ্বৈত-চরিত্র দেখি হাসে গৌররায়।
হাসি নিত্যানন্দ দুই অঙ্গুলি দেখায়॥
শুদ্ধ-হাস্যময় অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে।
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু হাসয়ে বিশেষে॥
ক্ষণেকে হইল বাহ্য, কৈল আচমন।
পরস্পর আনন্দে করিলা আলিঙ্গন॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতে হইল কোলাকোলি।
প্রেম-রসে দুই প্রভু মহা-কুতূহলী॥
প্রভু-বিগ্রহের দুই বাহু দুই জন।
প্রীত বহি অপ্রীত নাহিক কোন ক্ষণ॥
তবে যে কলহ দেখ—সে কৃষ্ণের লীলা।
বালকের প্রায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের খেলা॥
হেনমতে মহাপ্রভু অদ্বৈত-মন্দিরে।
স্বানুভাবানন্দে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে বিহরে॥
ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
অন্য নাহি জানয়ে এ সব গুণগ্রাম॥
সরস্বতী জানে বলরামের কৃপায়।
সবার জিহ্বায় সেই ভগবতী গায়॥
এ সব কথার নাহি জানি অনুক্রম।
যে তে মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম॥
চৈতন্য-প্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার।
ইহাতে যে অপরাধ ক্ষমিহ আমার॥
অদ্বৈতের গৃহে প্রভু বঞ্চি কত দিন।
নবদ্বীপে আইলা সংহতি করি তিন॥
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, তৃতীয় হরিদাস।
এই তিন সঙ্গে প্রভু আইলা নিজ-বাস॥

শুনিলা বৈষ্ণব সব আইলা ঠাকুর।
ধাইয়া আইলা সব—আনন্দ প্রচুর॥
দেখি সর্ব্ব তাপ হরে সে চন্দ্র-বদন।
ধরিয়া চরণে সবে করেন ক্রন্দন॥
গৌরচন্দ্র মহাপ্রভু—সবার জীবন।
সবারে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥
সবেই প্রভুর নিজ-বিগ্রহ-সমান।
সবেই উদার—ভাগবতের প্রধান॥
সবে করিলেন অদ্বৈতেরে নমস্কার।
যার ভক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার॥
আনন্দে হইলা মত্ত বৈষ্ণব সকল।
সবে করে প্রভু-সঙ্গে কৃষ্ণ-কোলাহল॥
পুত্র দেখি আই হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
বধূ-সঙ্গে গৃহে করে শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল॥
ইহা বলিবার শক্তি 'সহস্র-বদন'।
যে প্রভু আমার জন্ম-জন্মের জীবন॥
'দ্বিজ' 'বিপ্র' 'ব্রাহ্মণ' যে-হেন নাম-ভেদ।
এইমত ভেদ 'নিত্যানন্দ' 'বলদেব'॥
অদ্বৈত-গৃহেতে প্রভু কৈল যত কেলি।
ইহা যেই শুনে সেহো পায় সেই মেলি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে অদ্বৈত-গৃহে বিলাস-বর্ণনং নাম উনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিংশ অধ্যায়।

জয় জয় গৌরসিংহ শ্রীশচীকুমার
জয় সর্ব্ব-তাপ-হর চরণ তোমার।
জয় গদাধর-প্রাণনাথ মহাশয়।
কৃপা কর প্রভু যেন তোহে মন রয়॥
হেনমতে ভক্ত-গোষ্ঠী ঠাকুর দেখিয়া।
নাচে গায় কান্দে হাসে প্রেমপূর্ণ হৈয়া॥
এইমতে প্রতিদিন অশেষ কৌতুক।
ভক্ত-সঙ্গে গৌরচন্দ্র করে নানারূপ॥
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
শ্রীনিবাস-গৃহে বসি আছে নানা-রঙ্গে॥
আইল মুরারি গুপ্ত হেনই সময়।
প্রভুর চরণে দণ্ড-পরণাম হয়॥
শেষে নিত্যানন্দেরে করিয়া পরণাম।
সম্মুখে রহিল গুপ্ত মহাজ্যোতির্ধাম॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু বড় সুখী মনে।
অকপটে মুরারিরে কহেন আপনে॥
"যে করিলা মুরারি না হয় ব্যবহার।
ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার॥
কোথা তুমি শিখাইবা যে না ইহা জানে।
ব্যবহারে হেন ধর্ম্ম তুমি লঙ্ঘ কেনে॥"
মুরারি বলয়ে "প্রভু! জানোঁ কেন-মতে।
চিত্ত তুমি লওয়াইয়া আছ যেন-মতে॥"
প্রভু বলে "ভাল ভাল আজি যাহ ঘরে।
সকল জানিবা কালি, বলিব তোমারে॥"
সম্ভ্রমে চলিলা গুপ্ত সভয়-হরিষে।
শয়ন করিলা গিয়া আপনার বাসে॥
স্বপ্নে দেখে মহাভাগবতের প্রধান।
মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান॥
নিত্যানন্দ-শিরে দেখে মহানাগ-ফণা।
করে দেখে শ্রীহল মুষল তাল-বানা॥
নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে পাখা ধরি পাছে যায় বিশ্বম্ভর॥

স্বপ্নে প্রভু হাসি কহে জানিলা মুরারি।
আমি যে কনিষ্ঠ, মনে বুঝহ বিচারি॥
স্বপ্নে দুই প্রভু হাসে মুরারি দেখিয়া।
দুই ভাই মুরারিরে গেলা শিখাইয়া॥
চৈতন্য পাইয়া গুপ্ত করয়ে ক্রন্দন।
নিত্যানন্দ বলি শ্বাস ছাড়ে ঘনেঘন॥
মহাসতী মুরারি গুপ্তের পতিব্রতা।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে হই সচকিতা॥
'বড় ভাই নিত্যানন্দ' মুরারি জানিয়া।
চলিলা প্রভুর স্থানে আনন্দিত হৈয়া॥
বসি আছে মহাপ্রভু কমল-লোচন।
দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রসন্ন-বদন॥
আগে নিত্যানন্দের চরণে নমস্করি।
পাছে বন্দে বিশ্বম্ভর-চরণ-মাধুরী॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর 'মুরারি এ কেন'।
মুরারি বলয়ে 'প্রভু লওয়াইলে যেন'॥
পবন-কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে।
জীবের সকল ধর্ম্ম তোর শক্তি-বলে॥
প্রভু বলে মুরারি! আমার প্রিয় তুমি।
অতএব তোমারে ভাঙ্গিল মর্ম্ম আমি॥
কহে প্রভু নিজ-তত্ত্ব মুরারির স্থানে।
যোগায় তাম্বূল প্রিয় গদাধর বামে॥
প্রভু বলে মোর দাস মুরারি প্রধান।
এত বলি চর্ব্বিত তাম্বুল কৈলা দান॥
সম্ভ্রমে মুরারি যোড়হস্ত করি লয়।
খাইয়া মুরারি মহানন্দে মত্ত হয়॥
প্রভু বলে মুরারি সকালে ধোও হাত।
মুরারি তুলিয়া হস্ত দিলেক মাথাত॥
প্রভু বলে আরে বেটা জাতি গেল তোর
তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর॥

বলিতে প্রভুর হৈল ঈশ্বর-আবেশ।
দন্ত কড়মড় করি বলয়ে বিশেষ॥
"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ডখণ্ড বেটা করে ভালমতে॥
পঢ়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তভু নাহি জানে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বসে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥
সত্য কহোঁ মুরারি আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ, সে যায় বিনাশ॥
অজ ভবানন্দ মাঝে বিগ্রহ সে সেবে।
যে বিগ্রহ প্রাণ করি পূজে সর্ব্ব দেবে॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ-পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥
সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুই, সত্য মোর দাস তার দাস॥
সত্য মোর লীলা কর্ম্ম সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বলে মোরে করে খান খান॥
যে যশ-শ্রবণে আদি-অবিদ্যা-বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বলে 'মিথ্যা সে বিলাস'॥
যে যশ-শ্রবণ-রসে শিব দিগম্বর।
যাহা গায় অনন্ত আপনে মহীধর॥
যে যশ-শ্রবণে শুক নারদাদি মত্ত।
চারিবেদে বাখানে যে যশের মহত্ত্ব॥
হেন পুণ্য কীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত! মোর অবতার॥"
গুপ্ত-লক্ষ্যে সবারে শিখায় ভগবান্।
সত্য মোর বিগ্রহ, সেবক, লীলা-স্থান॥
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে শিখায়।
ইহা যে না মানে, সে আপনে নাশ যায়॥

ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
পুন সে হইলা প্রভু অকিঞ্চন-বর ॥
ভাই বলি মুরারিরে কৈলা আলিঙ্গন।
বড় স্নেহ করি বলে সদয় বচন ॥
"সত্য তুমি মুরারি! আমার শুদ্ধ দাস।
তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
দাস হইলেও সে মোহার প্রিয় নহে ॥
ঘরে যাও গুপ্ত! তুমি আমারে কিনিলা।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব গুপ্ত! তুমি সে জানিলা ॥
হেনমতে মুরারি প্রভুর কৃপাপাত্র।
এ কৃপার পাত্র সবে হনুমান্ মাত্র ॥
আনন্দে মুরারি গুপ্ত ঘরেরে চলিলা।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে প্রভু হৃদয়ে রহিলা ॥
অন্তরে বিহ্বল গুপ্ত চলে নিজ-বাসে।
এক বলে আর করে খলখলি হাসে ॥
পরম হরিষে বলে করিব ভোজন।
পতিব্রতা অন্ন আনি কৈল উপসন্ন ॥
বিহ্বল মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের রসে।
'খাও খাও' বলি অন্ন ফেলে গ্রাসে গ্রাসে
ঘৃত মাখি অন্ন সব পৃথিবীতে ফেলে।
'খাও খাও খাও কৃষ্ণ' এই বোল বলে ॥
হাসে পতিব্রতা দেখি গুপ্তের ব্যভার।
পুনঃপুন অন্ন আনি দেয় বারেবার ॥
'মহা-ভাগবত গুপ্ত' পতিব্রতা জানে।
'কৃষ্ণ' বলি গুপ্তেরে করায় সাবধানে ॥
মুরারি দিলে সে প্রভু করয়ে ভোজন।
কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্তের বচন ॥
যত অন্ন দেয় গুপ্ত তাই প্রভু খায়।
বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জানায় ॥

বসিয়া আছেন গুপ্ত কৃষ্ণনামানন্দে।
হেন কালে প্রভু আইলা, দেখি গুপ্ত বন্দে ॥
পরম-আনন্দে গুপ্ত দিলেন আসন।
বসিলেন জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন ॥
গুপ্ত বলে প্রভু কেনে হৈল আগমন।
প্রভু বলে বিষ্টম্ভের চিকিৎসা-কারণ ॥
গুপ্ত বলে কহ দেখি অজীর্ণ-কারণ।
কোন্ কোন্ দ্রব্য কালি করিলা ভোজন ॥
প্রভু বলে আরে বেটা জানিবা কেমনে।
'খাও খাও' বলি অন্ন ফেলিলি যখনে ॥
তুই পাসরিলি যদি, তোর পত্নী জানে।
তুই দিলি, মুঞি বা না খাইব কেমনে ॥
কি লাগি চিকিৎসা কর অন্য বা পাঁচন।
বিষ্টম্ভ মোহার তোর অন্নের কারণ ॥
জল-পানে অজীর্ণ করিতে নারে বল।
তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ তোর জল ॥
এত বলি ধরি মুরারির জলপাত্র।
জল পিয়ে প্রভু ভক্তি-রসে পূর্ণ মাত্র ॥
কৃপা দেখি মুরারি হইলা অচেতন।
মহাপ্রেমে গুপ্ত-গোষ্ঠী করয়ে ক্রন্দন ॥
হেন প্রভু, হেন ভক্তি, যোগ্য হেন দাস।
চৈতন্য-প্রসাদে হৈল ভক্তির প্রকাশ ॥
মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
সেই নদীয়ায় ভট্টাচার্য্য না দেখিল ॥
বিদ্যা ধন প্রতিষ্ঠায় কিছুই না করে।
বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তি-ফল ধরে ॥
যে সে কেনে নহে বৈষ্ণবের দাসী দাস।
সর্ব্বোত্তম সেই—এই বেদের প্রকাশ ॥
এইমত মুরারির প্রতি দিনে-দিনে।
কৃপা করে মহাপ্রভু আপনা-আপনে ॥

শুন শুন মুরারির অদ্ভুত আখ্যান।
শুনিলে মুরারি-কথা ভক্তি পাই দান॥
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের মন্দিরে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু নিজ-মূর্ত্তি ধরে॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে।
'গরুড় গরুড়' বলি ডাকে বিশ্বম্ভরে॥
হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া।
শ্রীবাস-মন্দিরে আইলা হুঙ্কার করিয়া॥
গুপ্ত-দেহে হৈল মহা-বৈনতেয়-ভাব।
গুপ্ত বলে 'সেই মুঞি গরুড় মহাভাগ'॥
'গরুড় গরুড়' বলি ডাকে বিশ্বম্ভর।
গুপ্ত বলে 'মুঞি এই তোহার কিঙ্কর'॥
প্রভু বলে 'বেটা তুই মোহার বাহন'।
'হয় হয় হয়' গুপ্ত বলয়ে বচন॥
গুপ্ত বলে "পাসরিলা তোমারে লইয়া।
স্বর্গ হৈতে পারিজাত আনিলুঁ বহিয়া॥
পাসরিলা তোমা লঞা গেলুঁ বাণপুর।
খণ্ড খণ্ড কৈলুঁ মুঞি স্কন্ধের ময়ুর॥
এই মোর স্কন্ধে প্রভু আরোহণ কর।
আজ্ঞা কর নিব কোন্ ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর॥"
গুপ্ত-স্কন্ধে চড়ে প্রভু মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় ধ্বনি হৈল শ্রীবাস-ভবন॥
স্কন্ধে কমলার নাথ, গুপ্তের নন্দন।
নড় দিয়া পাক ফিরে সকল অঙ্গন॥
জয় হুলাহুলি দেয় পতিব্রতাগণ।
মহাপ্রেমে ভক্ত সব করয়ে ক্রন্দন॥
কেহো বলে 'জয় জয়,' কেহো বলে 'হরি'।
কেহো বলে এই রূপ যেন না পাসরি॥
কেহো মালসাট্ মারে পরম উল্লাসে।
'ভালি রে ঠাকুর' বলি কেহো কেহো হাসে॥
"জয় জয় মুরারি-বাহন বিশ্বম্ভর।"
বাহু তুলি কেহো ডাকে করি উচ্চস্বর॥
মুরারির কান্ধে দোলে গৌরাঙ্গসুন্দর।
উল্লাসে ভ্রময়ে গুপ্ত বাড়ীর ভিতর॥
সেই নবদ্বীপে হয় এ সব প্রকাশ।
দুষ্কৃতি না দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস॥
ধন কুল প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি॥
জন্মে জন্মে যে সব করিল আরাধন।
সুখে দেখে এবে তার দাস-দাসীগণ॥
যেবা দেখিলেক সে বা কৃপা করি কয়।
তথাপিহ দুষ্কৃতির চিত্ত নাহি লয়॥
মধ্যখণ্ডে গুপ্ত-স্কন্ধে প্রভুর উত্থান।
সব অবতারে গুপ্ত সেবক-প্রধান॥
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই বেদে কয়॥
বাহ্য পাই নাম্বিলা গৌরাঙ্গ মহাধীর।
গুপ্তের গরুর-ভাব হইল সুস্থির॥
বড়ই নিগূঢ় কথা কেহো কেহো জানে।
গুপ্ত-স্কন্ধে মহাপ্রভু কৈল আরোহণে॥
মুরারিরে কৃপা দেখি বৈষ্ণব-মণ্ডল।
'ধন্য ধন্য ধন্য' বলি প্রশংসে সকল॥
ধন্য ভক্ত মুরারি—সফল বিষ্ণু-ভক্তি।
বিশ্বম্ভর লীলায় বহয়ে যার শক্তি॥
এইমত মুরারি গুপ্তের পুণ্য কথা।
আরো কত আছে যে কৈলা যথা যথা॥
এক দিন মুরারি পরম শুদ্ধ-মতি।
নিজ মনে মনে গণে অবতার-স্থিতি॥
"সাঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবত অবতার।
তাবত চিন্তিয়ে সেই নিজ-প্রতিকার॥

না বুঝি কৃষ্ণের লীলা কখন কি করে।
তখনি সৃজিয়া লীলা তখনি সংহরে॥
যে সীতা লাগিয়া মারে সবংশে রাবণ।
আনিয়া ছাড়িল সীতা কেমন কারণ॥
যে যাদবগণ নিজ-প্রাণের সমান।
সাক্ষাতে দেখয়ে তারা হারায় পরাণ॥
অতএব যাবত আছয়ে অবতার।
তাবত আমার দেহ-ত্যাগ প্রতিকার॥
দেহ এড়িবার মোর এই সে সময়।
পৃথিবীতে যাবত আছয়ে মহাশয়॥”
এতেক নির্ব্বেদ গুপ্ত চিন্তি মনে মনে।
খরসান কাতি এক আনিল যতনে॥
আনিয়া থুইল কাতি গৃহের ভিতরে।
নিশায় এড়িব দেহ হরিষ-অন্তরে॥
সর্ব্বভূত-হৃদয় ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
মুরারির চিত্তবৃত্তি হইল গোচর॥
সত্বরে আইল প্রভু মুরারি-ভবন।
সম্ভ্রমে করিল গুপ্ত চরণ-বন্দন॥
আসনে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণ-কথা কয়।
মুরারি গুপ্তেরে হই পরম সদয়॥
প্রভু বলে ‘গুপ্ত! বাক্য ধরিবা আমার’।
গুপ্ত বলে ‘প্রভু! মোর শরীর তোমার’॥
প্রভু বলে ‘এ ত সত্য’? গুপ্ত বলে ‘হয়’।
‘কাতি-খানি মোরে দেহ’ প্রভু কাণে কয়॥
‘যে কাতি থুইলা দেহ ছাড়িবার তরে।
তাহা আনি দেহ আছে ঘরের ভিতরে’॥
হায় হায় করে গুপ্ত মহাদুঃখ মানে।
‘মিথ্যা কথা কহিল তোমারে কোন্ জনে’॥
প্রভু বলে ‘মুরারি! বড় ত দেখি ভোল।
পরে কি কহিবে? আমি জানি হেন বোল॥
যে গড়িয়া দিল কাতি তাহা জানি আমি।
তাহা জানি যথা কাতি থুইয়াছ তুমি’॥
সর্ব্ব-অন্তর্যামী প্রভু জানে সর্ব্ব স্থান।
ঘরে গিয়া কাটারি আনিল বিদ্যমান॥
প্রভু বলে ‘গুপ্ত! এই তোমার ব্যভার।
কোন্ দোষে আমা ছাড়ি চাহ যাইবার॥
তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা।
হেন বুদ্ধি তুমি কার স্থানে বা শিখিলা॥
এখনে মুরারি মোরে দেহ এই ভিক্ষা।
আর কভু হেন বুদ্ধি না করিবা শিক্ষা॥
কোলে করি মুরারিরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
হস্ত তুলি দিল নিজ-শিরের উপর॥
মোর মাথা খাও গুপ্ত! মোর মাথা খাও।
যদি আর-বার দেহ ছাড়িবারে চাও॥
আথে-ব্যথে মুরারি পড়িলা ভূমি-তলে।
পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেম-জলে॥
সুকৃতি মুরারি কান্দে ধরিয়া চরণ।
গুপ্ত কোলে করি কান্দে শ্রীশচীনন্দন॥
যে প্রসাদ মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করে।
তাহা বাঞ্ছে রমা অজ অনন্ত শঙ্করে॥
এ সব দেবতা চৈতন্যের ভিন্ন নহে।
ইহারা অভিন্ন-কৃষ্ণ বেদে এই কহে॥
সেই গৌরচন্দ্র শেষ-রূপে মহী ধরে।
চতুর্ম্মুখ-রূপে সেই প্রভু সৃষ্টি করে॥
সংহারেও গৌরচন্দ্র ত্রিলোচন-রূপে।
আপনারে স্তুতি করে আপনার মুখে॥
ভিন্ন নাহি ভেদ নাহি এ সকল দেবে।
এ সকল দেব চৈতন্যের পদ সেবে॥
পক্ষি-মাত্র যদি লয় চৈতন্যের নাম।
সেহো সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম॥

সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে দুষ্টগণ জন্ম জন্ম অন্ধ॥
যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার।
এইমত নিন্দক-সন্ন্যাসী দুরাচার॥
নিন্দক-সন্ন্যাসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ।
দুইতে নিন্দক বড় দ্রোহী—কহে বেদ॥

তথাহি শ্রীনারদীয়ে—

প্রকটং পতিতং শ্রেয়ান্ য একো যাত্যধঃ স্বয়ং।
বক-বৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি॥
হরন্তি দস্যবোঽকুট্যাং বিমোহ্যাস্ত্রৈর্নৃণাং ধনং।
পবিত্রৈরতিতীক্ষ্ণাগ্রৈর্বাণৈরেবং বক-ব্রতাঃ॥

প্রকাশ্যভাবে পতিত ব্যক্তি বরং ভাল, কেন না সে কেবল আপনিই একাকী অধোগামী হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি বকের ন্যায় ভণ্ডবৃত্তি-বিশিষ্ট মূর্ত্তিমান্ পাপ, সে নিজের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলকেও অধঃপাতিত করে।

দস্যুগণ যেরূপ জনশূন্য স্থানে বিবিধ অস্ত্রে বিমোহিত করিয়া লোকের ধনসম্পত্তি অপহরণ করে, বকব্রতগণও তদ্রূপ পবিত্র চরিত্রের বিবিধ ভাণ করিয়া, সেই অতি তীক্ষ্ণ শরসমূহে মোহ উৎপাদন পূর্ব্বক, লোকের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া থাকে।

ভাল রে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে।
সাধু-নিন্দা শুনি মরি যায় ভালমতে॥
সাধু-নিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত—চারি বেদে কয়॥
বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্ম মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহরে॥
অতএব নিন্দক-সন্ন্যাসী বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতে এ অত্যন্ত দুরাচার॥

আব্রহ্ম-স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব।
'নিন্দা-মাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট' কহে শাস্ত্র সব॥
অনিন্দক হঞা' যে সকৃত কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥
চারি বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে॥
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি-নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে হৈব সর্ব্বনাশ॥
এই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।
না মানে নিন্দক সব সে সব বিলাস॥
চৈতন্য-চরণে যার আছে রতি মতি।
জন্ম জন্ম হয় যেন তাঁহার সংহতি॥
অষ্টসিদ্ধি-যুক্ত চৈতন্যেতে ভক্তি-শূন্য।
কভু যেন না দেখি সে পাপী হীন-পুণ্য॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সান্ত্বনা করিয়া।
চলিলা আপন-ঘরে হরষিত হৈয়া॥
হেনমত মুরারি গুপ্তের অনুভাব।
আমি কি বলিব—ব্যক্ত তাঁহার প্রভাব॥
নিত্যানন্দ-প্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মহত্ত্ব॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ হউ মোর পতি।
যাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি॥
জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণ ধন॥
মোর প্রাণনাথের জীবন বিশ্বম্ভর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে মুরারিগুপ্ত-প্রভাব-বর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ।

একবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় নিত্যানন্দ-প্রাণ বিশ্বম্ভর।
জয় গদাধর-পতি অদ্বৈত-ঈশ্বর॥
জয় শ্রীনিবাস-হরিদাস-প্রিয়কর।
জয় গঙ্গাদাস-বাসুদেবের ঈশ্বর॥
ভক্ত-গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর॥
একদিন প্রভু করে নগর-ভ্রমণ।
চারিদিগে যত আপ্ত ভাগবতগণ॥
সার্ব্বভৌম-পিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ-অভিলাষ॥
জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন॥
'ভাগবতে মহা-অধ্যাপক' লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম-অর্থ না জানেন ভক্তিহীন-দোষে॥
জানিবার যোগ্যতা আছয়ে পুনি তান।
কোন্ অপরাধে নহে, কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥
দৈবে প্রভু ভক্ত-সঙ্গে সেই পথে যায়।
যেখানে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিবারে পায়॥
সর্ব্বভূত-হৃদয় জানয়ে সর্ব্ব তত্ত্ব।
না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তিযোগের মহত্ত্ব॥
কোপে বলে প্রভু "বেটা কি অর্থ বাখানে
ভাগবত-অর্থ কোনো জন্মেও না জানে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥
চারিবেদ 'দধি'—ভাগবত 'নবনীত'।
মথিলেন শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥
মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥
ভাগবত-তত্ত্ব প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে॥
ভক্তি বিনু ভাগবত যে আর বাখানে।
প্রভু বলে সে অধম কিছুই না জানে॥
নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে।
আজি পুঁথি চিরি এই দেখ বিদ্যমানে॥"
পুঁথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে যায়।
সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়া রহায়॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্র-রায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা তপ প্রতিষ্ঠায়॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥
সর্ব্ব-গুণে দেবানন্দ-পণ্ডিত-সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্॥
সে সব লোকের যাতে ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব্ব, তার শাস্তা যম॥
ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধি নাশ।
নিন্দে অবধূতচান্দ তার সর্ব্বনাশ॥
এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভ্রময়ে নগর সব সঙ্গে অনুচর॥

একদিন ঠাকুর পণ্ডিত সঙ্গে করি।
নগর ভ্রময়ে বিশ্বম্ভর গৌরহরি॥
নগরের অন্তে আছে মদ্যপের ঘর।
যাইতে পাইল গন্ধ প্রভু বিশ্বম্ভর॥
মদ্য-গন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ।
বলরাম-ভাব হৈল শচীর নন্দন॥
বাহু পাসরিয়া প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
উঠোঁ গিয়া শ্রীবাসেরে বলে বারবার॥
প্রভু বলে শ্রীনিবাস এই উঠোঁ গিয়া।
মানা করে শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া॥
প্রভু বলে মোরেও কি বিধি প্রতিষেধ।
তথাপিহ শ্রীনিবাস করয়ে নিষেধ॥
শ্রীবাস বলয়ে তুমি জগতের পিতা।
তুমি ক্ষয় করিলে বা কে আর রক্ষিতা॥
না বুঝি তোমার লীলা নিন্দিব যে জন।
জন্মে জন্মে দুঃখে তার হইব মরণ॥
নিত্য ধর্ম্মময় তুমি প্রভু সনাতন।
এ লীলা তোমার বুঝিবেক কোন্ জন॥
যদি তুমি উঠ গিয়া মদ্যপের ঘরে।
প্রবিষ্ট হইমু মুঞি গঙ্গার ভিতরে॥
ভক্তের সঙ্কল্প প্রভু না করে লঙ্ঘন।
হাসে প্রভু শ্রীবাসের শুনিয়া বচন॥
প্রভু বলে তোমার নাহিক যাতে ইচ্ছা।
না উঠিব তোর বাক্য না করিব মিছা॥
শ্রীবাস-বচনে সম্বরিয়া রাম-ভাব।
ধীরে ধীরে রাজপথে চলে মহাভাগ॥
মদ্য-পানে মত্ত সব ঠাকুরে দেখিয়া।
'হরি হরি' বলে সব ডাকিয়া ডাকিয়া॥
কেহো বলে ভাল ভাল নিমাঞি-পণ্ডিত।
ভাল ভাব, লাগে ভাল তান নাট গীত॥
হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহো নাচে।
উল্লাসে মদ্যপ কেহো যায় তান পাছে॥
মহা হরি-ধ্বনি করে মদ্যপের গণে।
এইমত হয় বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দর্শনে॥
মদ্যপের চেষ্টা দেখি বিশ্বম্ভর হাসে।
আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি পরকাশে॥
মদ্যপেও সুখ পায় চৈতন্যে দেখিয়া।
একলে নিন্দয়ে পাপী সন্ন্যাসী হইয়া॥
চৈতন্য-চন্দ্রের যশে যার মনে দুঃখ।
কোনো জন্মে আশ্রমে নাহিক তার সুখ॥
যে দেখিল চৈতন্য-চন্দ্রের অবতার।
হউক মদ্যপ, তভু তারে নমস্কার॥
মদ্যপেরে শুভ-দৃষ্টি করি বিশ্বম্ভর।
নিজাবেশে ভ্রমে প্রভু নগরে নগর॥
কত দূরে দেখিয়া পণ্ডিত দেবানন্দ।
মহাক্রোধে কিছু তারে বলে গৌরচন্দ্র॥
দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে।
পূর্ব্ব অপরাধ আছে তাহা হৈল মনে॥
যে সময়ে নাহি কিছু প্রভুর প্রকাশ।
প্রেমশূন্য জগত—দুঃখিত সব দাস॥
যদি বা পড়ায় কেহো গীতা ভাগবত।
তথাপি না শুনে কেহো ভক্তি-অভিমত॥
সে সময়ে দেবানন্দ পরম মহান্ত।
লোকে বড় অপেক্ষিত পরম সুশান্ত॥
ভাগবত অধ্যাপনা করে নিরন্তর।
আকুমার সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রতধর॥
দৈবে এক দিন তথা গেলা শ্রীনিবাস।
ভাগবত শুনিতে করিয়া অভিলাষ॥
অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময়।
শুনিয়া দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয়॥

ভাগবত শুনিয়া কান্দয়ে শ্রীনিবাস।
মহাভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘন-শ্বাস॥
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া বলে হইল জঞ্জাল।
পড়িতে না পাই ভাই! ব্যর্থ যায় কাল॥
সম্বরণ নহে শ্রীনিবাসের ক্রন্দন।
চৈতন্যের প্রিয় দেহ জগত-পাবন॥
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া সব যুকতি করিয়া।
বাহিরে এড়িলা লঞা শ্রীবাসে টানিয়া॥
দেবানন্দ পণ্ডিত না কৈল নিবারণ।
গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ॥
বাহ্য পাই দুঃখেতে শ্রীবাস গেলা ঘর।
তাহা সব জানে অন্তর্যামী বিশ্বম্ভর॥
দেবানন্দ-দরশনে হইল স্মরণ।
ক্রোধ-মুখে বলে প্রভু শচীর নন্দন॥
"অয়ে অয়ে দেবানন্দ! বলিয়ে তোমারে;
তুমি এবে ভাগবত পড়াও সবারে॥
যে শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।
হেন জন শুনিবারে গেলা ভাগবত॥
কোন্ অপরাধে তানে শিষ্য হাথাইয়া।
বাড়ীর বাহিরে লঞা এড়িলা টানিয়া॥
ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণ-রসে।
টানিয়া ফেলিতে কি তাহারে যোগ্য আইসে॥
বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোনো জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়॥
প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি।
ততখানি সুখ না পাইলা কহি আমি॥"
শুনিয়া বচন দেবানন্দ দ্বিজবর।
লজ্জায় রহিলা কিছু না করে উত্তর॥
ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
দুঃখিত দেবানন্দ চলিলা নিজ-ঘর॥
তথাপিও দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত।
বচনেও প্রভু যারে করিলেন দণ্ড॥
চৈতন্যের দণ্ড মহা-সুকৃতি সে পায়।
যাঁর দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠলোকে যায়॥
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি লয়।
সেই দণ্ড তারে প্রেমভক্তি-যোগ হয়॥
চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ যমদণ্ড্য হয়॥
ভাগবত তুলসী গঙ্গায় ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জন্মমাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয়॥
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥
চৈতন্য-দাসের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড॥
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ-রায়।
প্রভু ভৃত্য সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে দেবানন্দ-
বাক্যদণ্ডো নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর ॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র কৃপার সাগর।
জয় শচী-জগন্নাথ-নন্দন সুন্দর ॥
বাক্যদণ্ড দেবানন্দ পণ্ডিতেরে করি।
আইলা আপন-ঘরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥
দেবানন্দ পণ্ডিত চলিলা নিজ-বাসে।
দুঃখ পাইলেন দ্বিজ দুষ্ট-সঙ্গ-দোষে ॥
দেবানন্দ-হেন-সাধু চৈতন্যের ঠাঁই।
সম্মুখ হইতে যোগ্য নহিল তথাই ॥
বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বম্ভর।
ভক্তি বিনা জপ তপ অকিঞ্চিৎকর ॥
বৈষ্ণবের ঠাঞি যার হয় অপরাধ।
কৃষ্ণ-কৃপা হইলেও তার প্রেম-বাধ ॥
আমি নাহি বলি—এই বেদের বচন।
সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর নন্দন ॥
যে শচীর গর্ভে গৌরচন্দ্র-অবতার।
বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ব্ব আছিল তাঁহার ॥
আপনে সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইয়া।
মায়েরে দিলেন প্রেম সবা শিখাইয়া ॥
এ বড় অদ্ভুত কথা শুন সাবধানে।
বৈষ্ণবাপরাধ ঘুচে ইহার শ্রবণে ॥
একদিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
উঠিয়া বসিলা বিষ্ণু-খট্টার উপর ॥
নিজ-মূর্ত্তি শিলা সব করি নিজ-কোলে
আপনা প্রকাশে গৌরচন্দ্র কুতূহলে ॥
"মুঞি কলিযুগে কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ।
মুঞি রাম-রূপে কৈনু সাগর-বন্ধন ॥
শুতিয়া আছিনু ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
মোর নিদ্রা ভাঙ্গিল সে নাঢ়ার হুঙ্কারে ॥
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে আমার প্রকাশ।
মাগ মাগ আরে নাঢ়া! মাগ শ্রীনিবাস ॥"
দেখি মহা-পরকাশ নিত্যানন্দ-রায়।
ততক্ষণে তুলি ছত্র ধরিল মাথায় ॥
বাম-দিগে গদাধর তাম্বুল যোগায়।
চারিদিগে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥
ভক্তি-যোগ বিলায় গৌরাঙ্গ মহেশ্বর।
যাহাতে যাহার প্রীত লয় সেই বর ॥
কেহো বলে মোর বাপ বড় দুষ্টমতি।
তার চিত্ত ভাল হৈলে মোর অব্যাহতি ॥
কেহো মাগে গুরু প্রতি কেহো পুত্র প্রতি।
কেহো শিষ্য কেহো পত্নী, যার যথা মতি ॥
ভক্তবাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া সবারে দিলা প্রেমভক্তি-বর ॥
মহাশয় শ্রীনিবাস বলেন 'গোসাঞি।
আইরে দেয়াও প্রেম এই সবে চাই' ॥
প্রভু বলে 'ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস।
তানে নাহি দিব প্রেম-ভক্তির বিলাস ॥
বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ।
অতএব তান হৈল প্রেমভক্তি-বাধ' ॥
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর-বার।
এ কথায় প্রভু! দেহ-ত্যাগ সে সবার ॥
তুমি হেন প্রভু যার গর্ভে অবতার।
তাঁর কি নহিব প্রেম-যোগে অধিকার ॥
সবার জীবন আই—জগতের মাতা।
মায়া ছাড়ি প্রভু তানে হও ভক্তি-দাতা ॥
তুমি যাঁর পুত্র প্রভু! সে সর্ব্ব-জননী।
পুত্র-স্থানে মায়ের কি অপরাধ গণি ॥

যদি বা বৈষ্ণব-স্থানে থাকে অপরাধ।
তথাপিও খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ॥
প্রভু বলে উপদেশ করিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি॥
যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুন সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥
দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীষ-স্থানে।
তুমি জান দেখ ক্ষয় হইল যেমনে॥
নাঢ়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ।
নাঢ়া ক্ষমিলে সে হয় প্রেমের প্রসাদ॥
অদ্বৈত-চরণ-ধূলি লইলে মাথায়।
হইবেক প্রেমভক্তি আমার আজ্ঞায়॥
তখনে চলিলা সবে অদ্বৈতের স্থানে।
অদ্বৈতেরে কহিলেক সব বিবরণে॥
শুনিয়া অদ্বৈত করে শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ।
তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন॥
যাঁর গর্ভে মোহার প্রভুর অবতার।
সে মোর জননী, মুঞি পুত্র সে তাঁহার॥
যে আইর চরণ-ধূলির আমি পাত্র।
সে আইর প্রভাব না জানি তিলমাত্র॥
বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী আই পতিব্রতা।
তোমরা বা মুখে কেনে আন হেন কথা॥
প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক 'আই'।
'আই'-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥
যেন গঙ্গা তেন আই—কিছু ভেদ নাই।
দেবকী যশোদা যেই—সেই বস্তু আই॥
কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্য্য-গোসাঞি।
পড়িলা আবিষ্ট হৈয়া বাহ্য কিছু নাঞি॥
বুঝিয়া সময় আই আইলা বাহিরে।
আচার্য্য-চরণ-ধূলি লইলেন শিরে॥
পরম বৈষ্ণবী আই—মূর্ত্তিমতী ভক্তি।
বিশ্বম্ভর গর্ভে ধরিলেন যাঁর শক্তি॥
আচার্য্য-চরণ-ধূলি লইলা যখনে।
বিহ্বলে পড়িলা কিছু বাহ্য নাহি জানে॥
'জয় জয় হরি' বলে বৈষ্ণব সকল।
অন্যোন্যে করয়ে চৈতন্য-কোলাহল॥
অদ্বৈতের বাহ্য নাহি আইর প্রভাবে।
আইরো নাহিক বাহ্য অদ্বৈতানুরাগে॥
দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
'হরি হরি হরি' বলে বৈষ্ণব সকল॥
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে॥
"এখনে সে বিষ্ণু-ভক্তি হইল তোমার।
অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর॥"
শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিয়া বচন।
জয় জয় হরিধ্বনি হইল তখন॥
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষা-গুরু ভগবান্।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ-সাবধান॥
শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিও নাশ পায়—কহে শাস্ত্র-বৃন্দে॥

তথাহি—

মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃক্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ॥

ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে॥
অন্যের কি দায়, গৌর-সিংহের জননী।
তাঁহারেও 'বৈষ্ণবাপরাধ' করি গণি॥
বস্তু-বিচারেতে সেহো 'অপরাধ' নহে।
তথাপিও 'অপরাধ' করি প্রভু কহে॥

ইহানে 'অদ্বৈত' নাম কেনে লোকে ঘোষে।
'দ্বৈত' বলিলেন আই কোনো অসন্তোষে॥
সেই কথা কহি শুন হই সাবধান।
প্রসঙ্গে কহিয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান॥
প্রভুর অগ্রজ—বিশ্বরূপ মহাশয়।
ভুবন-দুর্ল্লভ রূপ মহাতেজোময়॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ পরম সুধীর।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের অভেদ-শরীর॥
তান ব্যাখ্যা বুঝে হেন নাহি নবদ্বীপে।
শিশু-ভাবে থাকে প্রভু বালক-সমীপে॥
এক দিন সভায় চলিলা মিশ্রবর।
পাছে বিশ্বরূপ—পুত্র পরম সুন্দর॥
ভট্টাচার্য্য-সভায় চলিলা জগন্নাথ।
বিশ্বরূপ দেখি বড় কৌতুক সভা ত॥
নিত্যানন্দ-রূপ প্রভু পরম সুন্দর।
হরিলেন সর্ব্ব-চিত্ত সর্ব্ব-শক্তি-ধর॥
এক ভট্টাচার্য্য বলে 'কি পড় ছাওয়াল'।
বিশ্বরূপ বলে 'কিছু কিছু সবাকার'॥
শিশু-জ্ঞানে কেহো কিছু না বলিল আর।
মিশ্র পাইলেন দুঃখ শুনি অহঙ্কার॥
নিজ-কার্য্য করি মিশ্র চলিলেন ঘর।
পথে বিশ্বরূপেরে মারিলা এক চড়॥
যে পুঁথি পড়িস্ বেটা তাহা না বলিয়া।
কি বোল বলিলি তুই সভা মাঝে গিয়া॥
তোমারে ত সবার হইল মূর্খ-জ্ঞান।
আমারেও দিল লাজ করি অপমান॥
পরম উদার জগন্নাথ মহাভাগ।
ঘরে গেলা পুত্রেরে করিয়া বড় রাগ॥
পুন বিশ্বরূপ সেই সভা মাঝে গিয়া।
ভট্টাচার্য্য সব প্রতি বলেন হাসিয়া॥

"তোমরা ত আমারে জিজ্ঞাসা না করিলা।
বাপের স্থানেতে আমা শাস্তি করাইলা॥
জিজ্ঞাসা করিতে যাহা লয় কারো মনে।
সবে মেলি তাহা জিজ্ঞাসহ আমা স্থানে॥"
হাসি বলে এক ভট্টাচার্য্য 'শুন শিশু।
আজি পড়িলে তাহা বাখানহ কিছু'॥
বাখানয়ে সূত্র বিশ্বরূপ ভগবান্।
সবার চিত্তেতে ব্যাখ্যা হইল প্রমাণ॥
সবেই বলেন 'সূত্র ভাল বাখানিলা'।
প্রভু বলে 'ভাণ্ডাইনু, কিছু না বুঝিলা'॥
যত বাখানিল সব করিল খণ্ডন।
বিস্ময় সবার চিত্তে হইল তখন॥
এইমতে তিন বার করিল খণ্ডন।
পুন সেই তিন বার করিল স্থাপন॥
'পরম সুবুদ্ধি' করি সবে বাখানিল।
বিষ্ণুমায়া-মোহে কেহো তত্ত্ব না জানিল॥
হেনমতে নবদ্বীপে বৈসে বিশ্বরূপ।
ভক্তিশূন্য লোক দেখি না পায় কৌতুক॥
ব্যবহার-মদে মত্ত সকল সংসার।
না করে বৈষ্ণব-যশ-মঙ্গল-বিচার॥
পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধন-ব্যয়।
কৃষ্ণ-পূজা কৃষ্ণ-ধর্ম্ম কেহো না জানয়॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
কৃষ্ণ-ভক্তি কৃষ্ণ-পূজা কিছুই না জানে॥
যদি বা পড়ায় কেহো ভাগবত গীতা।
সেহো না বাখানে ভক্তি, করে শুষ্ক চিন্তা॥
সর্ব্ব স্থানে বিশ্বরূপ ঠাকুর বেড়ায়।
ভক্তি-যোগ না শুনিয়া বড় দুঃখ পায়॥
সকলে অদ্বৈত-সিংহ পূর্ণ-কৃষ্ণশক্তি।
পড়াইয়া বাশিষ্ঠ বাখানে কৃষ্ণ-ভক্তি॥

অদ্বৈতের ব্যাখ্যা বুঝে হেন কোন্ আছে
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য নদীয়ার মাঝে ॥
চতুর্দ্দিগে বিশ্বরূপ পায় মনোদুঃখ।
অদ্বৈতের স্থানে সবে পায় প্রেম-সুখ ॥
নিরবধি থাকে প্রভু অদ্বৈতের সঙ্গে।
বিশ্বরূপ সহিত অদ্বৈত বৈসে রঙ্গে ॥
পরম বালক প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
কুটিল কুন্তল, বেশ অতি মনোহর ॥
মায়ে বলে 'বিশ্বম্ভর যাহ রড় দিয়া।
তোমার ভাইরে ঝাট ডাকি আন গিয়া'॥
মায়ের আদেশে প্রভু ধায় বিশ্বম্ভর।
সত্বরে আইলা যথা অদ্বৈতের ঘর ॥
বসিয়াছে অদ্বৈত বেঢ়িয়া ভক্তগণ।
শ্রীবাসাদি করিয়া যতেক মহাজন ॥
বিশ্বম্ভর বলে 'ভাই! ভাত খাও সিয়া।
বিলম্ব না কর' বলে হাসিয়া হাসিয়া ॥
হরিল সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
'সবেই চাহেন রূপ—পরম সুন্দর ॥
মোহিত হইয়া চাহে অদ্বৈত-আচার্য্য।
সেই মুখ চাহে সব পরিহরি কার্য্য ॥
এইমত প্রতিদিন মায়ের আদেশে।
বিশ্বরূপ ডাকিবার ছলেতে আইসে ॥
চিন্তয়ে অদ্বৈত চিত্তে দেখি বিশ্বম্ভর।
'মোর চিত্ত হরে শিশু পরম সুন্দর ॥
মোর চিত্ত হরিতে কি পারে অন্য জন।
এই বা মোহার প্রভু মোহে মোর মন'
সর্ব্ব-ভূত-হৃদয় ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চিন্তিতে অদ্বৈত ঝাট চলি যায় ঘর ॥
নিরবধি বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সঙ্গে।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ গোঙায়েন রঙ্গে ॥

বিশ্বরূপ-কথা আদিখণ্ডেতে বিস্তার।
অনন্ত-চরিত্র নিত্যানন্দ-কলেবর ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা সবে ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল কত দিনে ॥
জগতে বিদিত নাম 'শ্রীশঙ্করারণ্য'।
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥
করি দণ্ড-গ্রহণ চলিলা বিশ্বরূপ।
আইর বিদরে নিরবধি শোকে বুক ॥
মনে মনে গণে আই হইয়া সুস্থির।
'অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিল বাহির' ॥
তথাপিও আই বৈষ্ণবাপরাধ-ভয়ে।
কিছু না বলয়ে, মনে মহাদুঃখ পায়ে ॥
বিশ্বম্ভর দেখি সব পাসরিল দুখ।
প্রভুও মায়ের বড় বাঢ়ায়েন সুখ ॥
দৈবে কত দিনে প্রভু করিলা প্রকাশ।
নিরবধি অদ্বৈতের সংহতি বিলাস ॥
ছাড়িয়া সংসার-সুখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অদ্বৈতের ঘর ॥
না রহে গৃহেতে পুত্র—হেন দেখি আই।
'এহো পুত্র নিল মোর আচার্য্য-গোসাঞি' ॥
সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই।
"কে বলে 'অদ্বৈত'—'দ্বৈত' এ বড় গোসাঞি ॥
চন্দ্র-সম এক পুত্র করিয়া বাহির।
এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥
অনাথিনী মোরে ত কাহারো নাহি দয়া।
জগতেরে অদ্বৈত, মোরে সে দ্বৈত-মায়া ॥"
সবে এই অপরাধ, আর কিছু নাঞি।
ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞি ॥
এ কালে যে বৈষ্ণবেরে 'বড়' 'ছোট' বলে।
নিশ্চিন্তে থাকুক্ সে জানিব কতকালে ॥

জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধ করায়েন সাবধান॥
চৈতন্য-সিংহের আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন।
না বুঝি বৈষ্ণব নিন্দে—পাইব বন্ধন॥
এ কথার হেতু কিছু শুন মন দিয়া।
যে নিমিত্ত গৌরচন্দ্র করিলেন ইহা॥
ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জানেন সেবিবে অদ্বৈতেরে দুষ্টগণ॥
অদ্বৈতেরে গাইবেক 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া।
যত কিছু বৈষ্ণবের বচন নিন্দিয়া॥
যে বলিব অদ্বৈতেরে 'পরম বৈষ্ণব'।
তাহারেই বেঢ়িয়া লঙ্ঘিব পাপী সব॥
সে সব গণের পক্ষ অদ্বৈত ধরিতে।
অতএব শক্তি নাহি এ দণ্ড দেখিতে॥
সকল-সর্ব্বজ্ঞ-চূড়ামণি বিশ্বম্ভর।
জানেন বিলম্বে হইবেক বহুতর॥
অতএব দণ্ড দেখাইয়া জননীরে।
সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবেরে॥
বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যার গণ।
তার রক্ষা-সমর্থ নহিব কোনো জন॥
বৈষ্ণব-নিন্দকগণ যাহার আশ্রয়।
আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয়॥
বড় অধিকারী হয় আপনে এড়ায়।
ক্ষুদ্র হৈলে গণ সহ অধঃপাতে যায়॥
চৈতন্যের দণ্ড বুঝিবার শক্তি কার।
জননীর লক্ষ্যে দণ্ড করিল সবার॥
যে বা জন অদ্বৈতেরে 'বৈষ্ণব' বলিতে।
নিন্দা করে, দ্বন্দ্ব করে, মরে ভালমতে॥
সর্ব্ব-প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর মহেশ্বর।
এই বড় স্তুতি যে 'তাঁহার অনুচর'॥

নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে নিষ্কপট হঞা।
কহিলেন গৌরচন্দ্র 'ঈশ্বর' করিয়া॥

নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি॥

নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বিষ্ণু-ভক্তি হয়॥

নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ-সেবকের মুখে।
অহর্নিশ চৈতন্যের যশ গায় সুখে॥

নিত্যানন্দ-ভৃত্য সর্ব্ব-দিগে সাবধান।
নিত্যানন্দ-ভৃত্যের 'চৈতন্য'—ধন প্রাণ॥

অল্প ভাগ্যে নাহি হই নিত্যানন্দ-দাস।
যাহারা লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥

যে জন শুনয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান।
সে হয় অনন্ত-দাস নিত্যানন্দ-প্রাণ॥

নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ-অভেদ-শরীর।
'আই' ইহা জানে, জানে আর কোন ধীর॥

জয় নিত্যানন্দ—গৌরচন্দ্রের শয়ন।
জয় জয় নিত্যানন্দ সহস্র-বদন॥

গৌড়দেশ-ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ-রায়।
কে পায় চৈতন্য বিনে তোমার কৃপায়॥

নিত্যানন্দ হেন প্রভু হারায় যাহার।
কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার॥

হেন দিন হইব কি চৈতন্য নিতাই।
দেখিব কি পারিষদ সঙ্গে এক ঠাঁই॥

আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর॥

অদ্বৈত-চরণে মোর এক নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
শচীমাতুর্বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডনং নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণনিধি।
জয় বিশ্বম্ভর জয় ভবাদির বিধি॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় দ্বিজরাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর॥
দিনে দিনে মহানন্দ নবদ্বীপ-পুরী।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক বিশ্বম্ভর অবতরী॥
প্রিয়তম নিত্যানন্দ সঙ্গে কুতূহলে।
ভকত-সমাজে নিজ-নাম-রসে খেলে॥
প্রতিদিন নিশাভাগে করয়ে কীর্ত্তন।
ভক্ত বিনু থাকিতে না পায় অন্য জন॥
এত বড় বিশ্বম্ভর-শক্তির মহিমা।
ত্রিভুবনে লঙ্ঘিতে না পারে কেহো সীমা॥
অগোচরে দূরে থাকি মিলি দশে পাঁচে।
মন্দ মাত্র বলে—যম-ঘরে যায় পাছে॥
কেহো বলে কলিকালে কিসের বৈষ্ণব।
যত দেখ হের পেট-পোষাগুলা সব॥
কেহো বলে এ গুলারে বান্ধি হাত পায়।
জলে ফেলি, জীয়ে যদি, তবে ধন্য গায়॥
কেহো বলে আরে ভাই জানিহ নিশ্চিত।
গ্রামখান লুটাইল নিমাই-পণ্ডিত॥
ভয় দেখায়েন সবে—দেখিবার তরে।
অন্তরে নাহিক ভাগ্য, চাতুর্য্যে কি করে॥
সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভু শচীর নন্দন।
জগতের চিত্ত-বিত্ত করয়ে শোধন॥
দেখিতে না পায় লোক, করে অনুতাপ।
সবেই 'অভাগ্য' বলি ছাড়েন নিশ্বাস॥
কেহো বা কাহারো ঠাঞি পরিহার করে।
সঙ্গোপে কীর্ত্তন গিয়া দেখিবার তরে॥
'প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ' ইহা সর্ব্ব দাসে জানে।
এই ভয়ে কেহো কারে না লয় সে স্থানে॥
এক ব্রহ্মচারী সেই নবদ্বীপে বৈসে।
তপস্বী পরম সাধু বসয়ে নির্দ্দোষে॥
সর্ব্বকাল পয়ঃপান, অন্ন নাহি খায়।
শুনিয়ে কীর্ত্তন বিপ্র দেখিবারে চায়॥
প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে ভক্ত বিনা অন্য জন॥
সেই বিপ্র প্রতিদিন শ্রীবাসের স্থানে।
নৃত্য দেখিবার তরে সাধয়ে আপনে॥
"তুমি যদি এক দিন কৃপা কর মোরে।
আপনে লইয়া যাহ বাড়ীর ভিতরে॥
তবে সে দেখিতে পাঙ পণ্ডিতের নৃত্য।
লোচন সফল করোঁ, হঙ কৃতকৃত্য॥"
এইমত প্রতিদিন সাধয়ে ব্রাহ্মণ।
আর দিনে শ্রীনিবাস বলেন বচন॥
"তোমারে ত জানি সর্ব্বকাল বড় ভাল।
ব্রহ্মচর্য্যে ফলাহারে গোঙাইলা কাল॥
কোনো পাপ নাহি জানি তোমার শরীরে।
দেখিবার তোমার ত আছে অধিকারে॥

প্রভুর সে আজ্ঞা নাহি কেহো যাইবারে।
'সঙ্গোপে থাকিবা' এই বলিল তোমারে॥"
এত বলি ব্রাহ্মণেরে লইয়া চলিলা।
একদিগে আড় হই সঙ্গোপে রহিলা॥
নৃত্য করে চতুর্দ্দশ ভুবনের নাথ।
চতুর্দ্দিগে মহাভাগ্যবন্ত-বর্গ সাথ॥
'কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী'।
সবে মেলি গায় হই মহা-কুতূহলী॥
নিত্যানন্দ গদাধর ধরিয়া বেড়ায়।
আনন্দে অদ্বৈত-সিংহ চারিদিগে ধায়॥
পরানন্দ-সুখে কেহো বাহ্য নাহি জানে।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক নৃত্য করয়ে আপনে॥
'হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই'।
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই॥
অশ্রু কম্প লোমহর্ষ সঘন হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে বিশ্বম্ভরের বিকার॥
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি বিশ্বম্ভর-রায়।
জানে বিপ্র লুকাইয়া আছয়ে এথায়॥
রহিয়া রহিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
আজি কেনে প্রেম-যোগ না পাঙ নির্ভর॥
কেহো জানি আসিয়াছে বাড়ীর ভিতরে।
কিছু নাহি বুঝি, সত্য কহ দেখি মোরে॥
ভয় পাই শ্রীনিবাস বোলয়ে বচন।
পাষণ্ডের ইথে প্রভু! নাহি আগমন॥
সবে এক ব্রহ্মচারী বড় সুব্রাহ্মণ।
সর্ব্বকাল পয়ঃপান—নিষ্পাপ-জীবন॥
দেখিতে তোমার নৃত্য শ্রদ্ধা তাঁর বড়।
নিভৃতে আছয়ে প্রভু! জানিয়াছ দঢ়॥
শুনি ক্রোধাবেশে প্রভু বলে বিশ্বম্ভর।
"ঝাট ঝাট বাড়ীর বাহির লঞা কর॥
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।
পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি॥"
দুই ভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
"পয়ঃপানে কভু মোরে কেহো নাহি পায়
চণ্ডালেহ মোহার শরণ যদি লয়।
সেহো মোর, মুঞি তার, জানিহ নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেহো মোর নহে, সত্য বলিল বচন॥
গজেন্দ্র বানর গোপে কি তপ করিল।
বল দেখি তারা মোরে কি তপে পাইল॥
অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার॥"
প্রভু বলে "পয়ঃপানে মোরে নাহি পাই।
সকল করিব চূর্ণ দেখিবে এথাই॥"
মহাভয়ে ব্রহ্মচারী হইলা বাহির।
মনে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ মহাধীর॥
"এই বড় ভাগ্য মুঞি যে কিছু দেখিনু।
অপরাধ-অনুরূপ শাস্তিও পাইনু॥
অদ্ভুত দেখিনু নৃত্য অদ্ভুত ক্রন্দন।
অপরাধ-অনুরূপ পাইনু তর্জ্জন॥"
সেবক হইলে এইমত বুদ্ধি হয়।
সেবক সে প্রভুর সকল দণ্ড সয়॥
এইমত চিন্তিয়া চলিতে বিপ্রবর।
জানিলেন অন্তর্যামী প্রভু বিশ্বম্ভর॥
ডাকিয়া আনিয়া পুন করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক-উপর॥
প্রভু বলে 'তপ' করি না করিহ বল।
'বিষ্ণু-ভক্তি' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিহ কেবল॥
'হরি' বলি সন্তোষে সকল ভক্তগণ।
দণ্ডবত হইয়া পড়িল ততক্ষণ॥

শ্রদ্ধা করি শুনয়ে যে জন এ রহস্য।
গৌরচন্দ্র প্রভু তারে মিলিব অবশ্য॥
ব্রহ্মচারী প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুর।
আনন্দ-আবেশে নৃত্য করেন প্রচুর॥
সেই দ্বিজ-চরণে আমার নমস্কার।
চৈতন্যের দণ্ডে হৈল হেন বুদ্ধি যার॥
এইমত প্রতি নিশা করয়ে কীর্ত্তন।
দেখিবার শক্তি নাহি ধরে অন্য জন॥
অন্তরে দুঃখিত সব লোক নদীয়ার।
সবে পাষণ্ডীরে মন্দ বলয়ে অপার॥
"পাপিষ্ঠ নিন্দক বুদ্ধিনাশের লাগিয়া।
হেন মহোৎসব দেখিবারে নারে গিয়া॥
পাপিষ্ঠ পাষণ্ডী সব সবে নিন্দা জানে।
বঞ্চিত হইয়া মরে এহেন কীর্ত্তনে॥
পাপিষ্ঠ পাষণ্ডী লাগি নিমাঞি-পণ্ডিত।
ভালরেও দ্বার নাহি দেন কদাচিত॥
তেঁহো সে কৃষ্ণের ভক্ত জানেন সকল।
তাঁহার হৃদয় পুনি পরম নির্ম্মল॥
আমরা সবের যদি তাঁকে ভক্তি থাকে।
তবে নৃত্য অবশ্য দেখিব কোনো পাকে॥"
কোনো নগরিয়া বলে "বসি থাক ভাই।
নয়ন ভরিয়া দেখিবাঙ এই ঠাঁই॥
সংসার-উদ্ধার লাগি নিমাঞি-পণ্ডিত।
নদীয়ার মাঝে আসি হইলা বিদিত॥
ঘরে ঘরে নগরে নগরে প্রতি দ্বারে।
করিবেন সঙ্কীর্ত্তন বলিল তোমারে॥"
ভাগ্যবন্ত নগরিয়া সর্ব্ব-অবতারে।
পণ্ডিতের গণ সব নিন্দা করি মরে॥
দিবস হইলে সব নগরিয়াগণ।
প্রভু দেখিবার তরে করেন গমন॥
কেহো বা নূতন দ্রব্য, কারো হাতে কলা।
কেহো ঘৃত, কেহো দধি, কেহো দিব্য মালা॥
লইয়া চলেন সবে প্রভু দেখিবারে।
প্রভু দেখি সর্ব্ব লোক দণ্ডবত করে॥
প্রভু বলে কৃষ্ণ-ভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ বহি না বলিহ আর॥
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
'কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিষে'॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
প্রভু বলে "কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব-সিদ্ধি হইব সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল, ইথে বিধি নাহি আর॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ-দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন'॥
কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সবাকারে।
স্ত্রী পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥"
প্রভু-মুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস।
দণ্ডবত করি সবে চলে নিজ-বাস॥
নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণ-নাম।
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি ধ্যান॥
সন্ধ্যা হইলে আপনার দ্বারে সবে মেলি।
কীর্ত্তন করেন সবে দিয়া করতালি॥
এইমত নগরে নগরে সঙ্কীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥
সবারে উঠিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে।
আপন-গলার মালা দেই সবাকারে॥

দন্তে তৃণ করি প্রভু পরিহার করে।
"অহর্নিশ ভাই সব ভজহ কৃষ্ণেরে॥"
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে সর্ব্ব-জন।
কায়মনোবাক্যে লইলেন সঙ্কীর্ত্তন॥
পরম-আনন্দে সব নগরিয়া-গণ।
হাতে তালি দিয়া বলে 'রাম নারায়ণ'॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্ব ঘরে।
দুর্গোৎসব-কালে বাদ্য বাজাবার তরে॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন-সময়ে।
গায়েন বায়েন সবে আনন্দ-হৃদয়ে॥
'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম'।
এইমত নগরে উঠিল ব্রহ্ম-নাম॥
খোলাবেচা শ্রীধর যায়েন সেই পথে।
দীর্ঘ করি হরিনাম বলিতে বলিতে॥
শুনিয়া কীর্ত্তন আরম্ভিলা মহানৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য॥
দেখিয়া তাহার সুখ নগরিয়া-গণ।
বেঢ়িয়া চৌদিকে সবে করেন কীর্ত্তন॥
গড়াগড়ি যায়েন শ্রীধর প্রেম-রসে।
বহির্ম্মুখ সকল দূরেতে থাকি হাসে॥
কোনো পাপী বলে "হের দেখ ভাই সব।
খোলাবেচা মিনসাও হইল বৈষ্ণব॥
পরিধান-বস্ত্র নাহি, পেটে নাহি ভাত।
লোকেরে জানায় 'ভাব হইল আমাত'॥"
নগরিয়াগুলা বলে "মাগি খাই মরে।
অকালেই দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে॥"
এইমত পাষণ্ডীরা বল্লয়ে সদায়।
প্রতিদিন নগরিয়াগণে কৃষ্ণ গায়॥
এক দিন দৈবে কাজি সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়॥

হরিনাম-কোলাহল চতুর্দ্দিগে মাত্র।
শুনিয়া স্মঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র॥
কাজি বলে "ধর ধর আজি করোঁ কার্য্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাই-আচার্য্য॥"
আথে-ব্যথে পলাইল নগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহো না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে॥
কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি যাঙ আজি, দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন নাগালি পাইলে লৈব জাতি॥
এইমত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া॥
দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
হিন্দু-কাজি-সব আরো মারে কদর্থিয়া॥
কেহো বলে হরিনাম লৈব মনে মনে।
হুড়াহুড়ি বলিয়াছে কোন্ বা পুরাণে॥
লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়।
'জাতি' করিয়াও এ গুলার নাহি ভয়॥
নিমাঞি-পণ্ডিত যে করেন অহঙ্কারে।
সব চূর্ণ হইবেক কাজির দুয়ারে॥
নগরে নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ।
দেখ তার কোন্ দিন বাহিরায় রঙ্গ॥
উচিত বলিতে হই আমরা পাষণ্ড।
ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড॥
ভয়ে কেহো কিছু নাহি করে প্রত্যুত্তর।
প্রভু-স্থানে গিয়া সবে কৈলেন গোচর॥
"কাজির ভয়েতে আর না করি কীর্ত্তন।
প্রতিদিন বুলে লই সহস্রেক জন॥

নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে।
গোচরিল এই দুই তোমার চরণে ॥"
কীর্ত্তনের বাধ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র-মূর্ত্তি-ধর ॥
হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
কর্ণ ধরি 'হরি' বলে নগরিয়াগণ ॥
প্রভু বলে "নিত্যানন্দ হও সাবধান।
এই ক্ষণে চল সব বৈষ্ণবের স্থান ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখি মোরে কোন্ কর্ম্ম করে কোন্ জন ॥
দেখি আজি কাজির পোড়াঙ ঘর দ্বার।
কোন্ কর্ম্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার ॥
প্রেমভক্তি-বৃষ্টি আজি করিব বিশাল।
পাষণ্ডিগণের সে হইব আজি কাল ॥
চল চল ভাই সব নগরিয়া-গণ।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন ॥
কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবেক যে।
এক মহাদীপ লঞা আসিবেক সে ॥
ভাঙ্গিব কাজির ঘর কাজির দুয়ারে।
কীর্ত্তন করিব, দেখোঁ কোন্ কর্ম্ম করে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস।
মুঞি বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ ॥
তিলার্দ্ধেকো ভয় কেহো না করিহ মনে।
বিকালে আসিবে ঝাট করিয়া ভোজনে ॥"
ততক্ষণে চলিলেন নগরিয়াগণ।
আনন্দে ডুবিলা সবে, কিসের ভোজন ॥
"নিমাই-পণ্ডিত আজি নগরে নগরে।
নাচিবেন" ধ্বনি হৈল প্রতি ঘরে ঘরে ॥
যার নৃত্য না দেখিয়া নদীয়ার লোক।
কত কোটী সহস্র করিয়া আছে শোক ॥
হেন জন নাচিবেন নগরে নগরে।
আনন্দে দেউটি বান্ধে প্রতি ঘরে ঘরে ॥
বাপে বান্ধিলেও, পুত্র বান্ধে আপনার।
কেহো কারে হরিষে না পারে রাখিবার ॥
তার বড় তার বড় সবেই বান্ধেন।
বড় বড় ভাণ্ডে তৈল করিয়া লয়েন ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার।
এ দেউটি সংখ্যা করিবার শক্তি কার ॥
ইথি মধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয়।
সহস্রেকো সাজাইয়া কোনো জনে লয় ॥
হইল দেউটি-ময় নবদ্বীপ-পুর।
স্ত্রী বাল বৃদ্ধেরো রঙ্গ বাড়িল প্রচুর ॥
এহো শক্তি অন্যের কি হয় কৃষ্ণ বিনে।
তবু পাপী লোক না জানিল এত দিনে ॥
ঈষত আজ্ঞায় মাত্র সর্ব্ব নবদ্বীপ।
চলিল দেউটি লই প্রভুর সমীপ ॥
শুনি সর্ব্ব বৈষ্ণব আইলা ততক্ষণ।
সবারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন ॥
"আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্য-গোসাঞি।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঞি ॥
মধ্যে নৃত্য করি যাইবেন হরিদাস।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ ॥
তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাস-পণ্ডিত।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ভিত ॥"
নিত্যানন্দ-দিগে চাহিলেন মাত্র প্রভু।
নিত্যানন্দ বলে 'তোমা না ছাড়িব কভু ॥
ধরিয়া বুলিব প্রভু এই কার্য্য মোর।
তিলেকো হৃদয়ে পদ না ছাড়িব তোর ॥
স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু মোর কোন্ শক্তি।
যথা তুমি, তথা আমি, এই মোর ভক্তি' ॥

নিত্যানন্দ ধারা দেখি নিত্যানন্দ-অঙ্গে।
আলিঙ্গন করি রাখিলেন নিজ-সঙ্গে॥
এইমত যার যেন চিত্তের উল্লাস।
কেহো বা স্বতন্ত্র নাচে, কেহো প্রভু-পাশ॥
মন দিয়া শুন ভাই নগর-কীর্ত্তন।
যে কথা শুনিলে কর্ম্ম-বন্ধের খণ্ডন॥
গদাধর বক্রেশ্বর মুরারি শ্রীবাস।
গোপীনাথ জগদীশ বিপ্র গঙ্গাদাস॥
রামাই গোবিন্দানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর।
বাসুদেব শ্রীগর্ভ শ্রীমুকুন্দ শ্রীধর॥
গোবিন্দ জগদানন্দ নন্দন-আচার্য্য।
শুক্লাম্বর আদি যে যে জানে রহঃকার্য্য॥
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য কেবা জানে নাম।
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র পারিষদে প্রভু নাচে।
ইহা বর্ণিবারে কি নরের শক্তি আছে॥
অবতার এমত কি আছে অদভুত।
যাহা প্রকাশিলেন হইয়া শচীসুত॥
তিলে তিলে বাঢ়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।
অপরাহ্ণ আসিয়া হইল পরকাশ॥
ভকতগণের চিত্তে কি হৈল আনন্দ।
সুখ-সিন্ধু মাঝে ভাসে সব ভক্তবৃন্দ॥
নগরে নাচিব প্রভু কমলার কান্ত।
দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিবে নিতান্ত॥
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সে নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব বন্ধের মোচন॥
কাহারো নাহিক বাহ্য আনন্দ-আবেশে।
গোধূলি-সময় আসি হইল প্রবেশে॥
কোটি কোটি লোক আসি আছয়ে দুয়ারে
পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরি-ধ্বনি করে॥

হুঙ্কার করেন প্রভু শচীর নন্দন।
সুখে পরিপূর্ণ হৈল সবার শ্রবণ॥
হুঙ্কারের সুখে সবে হইলা বিহ্বল।
'হরি' বলি সবে দীপ জ্বালিল সকল॥
লক্ষ কোটি দীপ সব চতুর্দ্দিগে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চারিদিগে 'হরি' বলে॥
কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তি কার।
কি সুখের না জানি হইল অবতার॥
কিবা চন্দ্র শোভা করে, কিবা দিনমণি।
কিবা তারাগণ জ্বলে, কিছুই না জানি॥
সবে জ্যোতির্ম্ময় দেখি সকল আকাশ।
জ্যোতীরূপে কৃষ্ণ কিবা করিলা প্রকাশ॥
'হরি' বলি ডাকিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
সকল বৈষ্ণবগণ হইলা সত্বর॥
করিতে লাগিলা প্রভু বেড়িয়া কীর্ত্তন।
সবার অঙ্গেতে মালা শ্রীফাগু চন্দন॥
করতাল মন্দিরা সবার শোভে করে।
কোটি সিংহ জিনিয়া সবেই শক্তি ধরে॥
চতুর্দ্দিগে আপন-বিগ্রহ ভক্তগণ।
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
প্রভু মাত্র বাহির হইলা নৃত্য-রসে।
'হরি' বলি সর্ব্ব লোক মহানন্দে ভাসে॥
সংসারের তাপ হরে শ্রীমুখ দেখিয়া।
সর্ব্ব লোক 'হরি' বলে আলগ হইয়া॥
জিনিয়া কন্দর্প-কোটি লাবণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥
তথাপিহ বলি তান কৃপা-অনুসারে।
অন্যথা সে রূপ কহিবারে কেবা পারে॥
জ্যোতির্ম্ময় কনক-বিগ্রহ বেদ-সার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥

চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্ব্ব কলা॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগু-বিন্দু সনে।
বাহু তুলি 'হরি' বলে শ্রীচন্দ্র-বদনে॥
আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম-নয়নের জলে॥
দুই মহা-ভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।
পুলক শোভয়ে যেন কনক-কদম্ব॥
সুন্দর অধর অতি সুন্দর দর্শন।
শ্রুতি-মূলে শোভা করে ভ্রূযুগ-পত্তন॥
গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ হৃদয় সুপীন।
তঁহি শোভে শুক্ল যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ॥
চরণারবিন্দ—রমা তুলসীর স্থান।
পরম নির্ম্মল সূক্ষ্ম বাস পরিধান॥
উন্নত নাসিকা, সিংহ-গ্রীব মনোহর।
সবা হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর॥
যে সে স্থানে থাকিয়া সকল লোক বলে
অই ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে॥
এতেক সে লোকের হইল সমুচ্চয়।
সরিষাও পড়িলে তল নাহি হয়॥
তথাপিহ হেন কৃপা হইল তখন।
সবেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন॥
প্রভুর শ্রীমুখ দেখি সব নারীগণ।
হুলাহুলি দিয়া 'হরি' বলে অনুক্ষণ॥
কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণ ঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি দুর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর॥
এইমত নদীয়ার প্রতি দ্বারে দ্বারে।
হেন নাহি জানোঁ ইহা কোন্ জন করে

বুলে স্ত্রী পুরুষ সব লোক প্রভু সঙ্গে।
কেহো কাহো না জানে পরমানন্দ-রঙ্গে॥
চোরের আছিল চিত্ত 'এই অবসরে।
আজি চুরি করিবাঙ প্রতি ঘরে ঘরে'॥
সেহো চোর পাসরিল ভাব আপনার।
'হরি' বহি মুখে কারো না আইসে আর॥
হইল সকল পথ খই-কড়িময়।
কেবা করে, কেবা ফেলে, হেন রঙ্গ হয়॥
স্তুতি হেন না মানিহ এ সকল কথা।
এইমত হয় কৃষ্ণ বিহরেন যথা॥
'নব লক্ষ প্রাসাদ দ্বারকা রত্নময়।
নিমেষে হইল'—এই ভাগবতে কয়॥
যে কালে যাদব সঙ্গে সেই দ্বারকায়।
জল-কেলি করিলেন এই দ্বিজরায়॥
জগতে বিদিত হয় লবণ-সাগর।
ইচ্ছামাত্র হইল অমৃত-জল-ধর॥
হরিবংশে কহেন এ সব গোপ্য-কথা।
এতেকে সন্দেহ কিছু না করিহ এথা॥
সেই প্রভু নাচে নিজ-কীর্ত্তনে বিহ্বল।
আপনেই উপসন্ন সকল মঙ্গল॥
ভাগীরথী-তীরে প্রভু নৃত্য করি যায়।
আগে পাছে 'হরি' বলি সর্ব্ব লোকে ধায়
আচার্য্য-গোসাঞি আগে জন কত লঞা।
নৃত্য করি চলিলেন পরানন্দ হঞা॥
তবে হরিদাস—কৃষ্ণ-সুখের সাগর।
আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর॥
তবে নৃত্য করিয়া চলিলা শ্রীনিবাস।
কৃষ্ণ-সুখে পরিপূর্ণ যাহার বিলাস॥
এইমত ভক্তগণ আগে নাচি যায়।
সবারে বেড়িয়া গায় এক সম্প্রদায়॥

সকল-পশ্চাতে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
যায়েন করিয়া নৃত্য অতি মনোহর॥
মধু-কণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
কভু নাহি গায়—সেহো হইল গায়ন॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত রামাই গোবিন্দ।
বক্রেশ্বর বাসুদেব আদি যত বৃন্দ॥
সবেই নাচেন প্রভু বেড়িয়া গায়েন।
আনন্দে পূর্ণিত প্রভু-সংহতি যায়েন॥
নিত্যানন্দ গদাধর যায় দুই পাশে।
প্রেম-সুধা-সিন্ধু মাঝে দুই জন ভাসে॥
চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে॥
কোটি কোটি মহাতাপ জ্বলিতে লাগিল।
চন্দ্রের কিরণ সর্ব্ব শরীরে হইল॥
চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে।
কোটি কোটি লোক চতুর্দ্দিগে 'হরি' বলে॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব্ব বিকার।
আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার॥
ক্ষণে হয় প্রভু-অঙ্গ ধূলা সর্ব্বময়।
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয়॥
সে কম্প সে ঘর্ম্ম সে বা পুলক দেখিতে।
পাষণ্ডীর চিত্ত-বৃত্তি লাগয়ে নাচিতে॥
নগরে উঠিল মহা কৃষ্ণ-কোলাহল।
'হরি' বলি ঠাঞি ঠাঞি নাচয়ে সকল॥
হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।
'হরি' বলি নাচয়ে সকল ভাগ্যবান্॥
ঠাঞি ঠাঞি এইমত মিলি দশ পাঁচে।
কেহো গায়, কেহো বায়, কেহো মাঝে নাচে
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সর্ব্ব নবদ্বীপ যায়॥

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
কেহো কেহো নাচয়ে হইয়া এক-মেলি।
দশে পাঁচে নাচে কাঁহা দিয়া করতালি॥
দুই হাত যোড়া দীপে তৈলের ভাজনে।
এ বড় অদ্ভুত—তালি দিলেন কেমনে॥
হেন বুঝি বৈকুণ্ঠ আইলা নবদ্বীপে।
বৈকুণ্ঠ-স্বভাব-ধর্ম্ম পাইলেক লোকে॥
জীবমাত্র চতুর্ভুজ হইল সকল।
না জানিল কেহো কৃষ্ণ-আনন্দে বিহ্বল॥
হস্ত যে হইল চারি তাহো নাহি জানে।
আপনার স্মৃতি গেল তবে তালি কেনে॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠের সুখ নবদ্বীপে।
নাচিয়ে যায়েন সবে গঙ্গার সমীপে॥
বিজয় করিলা হরি নন্দ-ঘোষের বালা।
হাতেতে মোহন-বাঁশী গলে বনমালা॥
এইমত কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বলোক।
পাসরিলা দেহ-ধর্ম্ম যত দুঃখ শোক॥
গড়াগড়ি যায় কেহো মালসাট্ মারে।
কাহারো জিহ্বায় নানামত বাক্য স্ফুরে॥
কেহো বলে এবে কাজি বেটা গেল কোথা।
লাগ পাঙ এখনে ছিণ্ডিয়া ফেলোঁ মাথা॥
রড় দিয়া যায় কেহো পাষণ্ডী ধরিতে।
কেহো পাষণ্ডীর নামে কিলায় মাটিতে॥
না জানি বা কত জনে মৃদঙ্গ বাজায়।
না জানি বা মহানন্দে কত জনে গায়॥
হেন প্রেম-বৃষ্টি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়।
বৈকুণ্ঠ-সেবকো যাহা চাহে সর্ব্বথায়॥
যে সুখে বিহ্বল অজ অনন্ত শঙ্কর।
হেন রসে ভাসে সর্ব্ব নদীয়া-নগর॥

গঙ্গা-তীরে-তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র পারিষদে নাচি যায়॥
পৃথিবীর আনন্দে নাহিক সমুচ্চয়।
আনন্দে হইলা সর্ব্বদিগ পথময়॥
তিল-মাত্র অনাচার হেন ভূমি নাঞি।
পরম উদ্যান হৈল সর্ব্ব ঠাঞি ঠাঞি॥
নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
বেঢ়িয়া গায়েন চতুর্দ্দিগে অনুচর॥

অথ পদ।

তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।
সারঙ্গ-ধর! তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে॥ ধ্রু॥

চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সঙ্কীর্ত্তন।
ভক্তগণ গায়, নাচে শ্রীশচীনন্দন॥
কীর্ত্তন করেন সবে ঠাকুরের সনে।
কোন্ দিগে যাই ইহা কেহো নাহি জানে
লক্ষ কোটি লোকে যে করয়ে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥
ব্রহ্মলোক শিবলোক বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত।
কৃষ্ণ-সুখে পূর্ণ হৈলা নাহি তার অন্ত॥
সপার্ষদে সর্ব্ব দেব আইলা দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সবার সহিতে॥
চৈতন্য পাইয়া ক্ষণে সর্ব্ব দেবগণ।
নর-রূপে মিশাইয়া করেন কীর্ত্তন॥
অজ ভব বরুণ কুবের দেবরাজ।
যম সোম আদি যত দেবের সমাজ॥
ব্রহ্মসুখ-স্বরূপ অপূর্ব্ব দেখি রঙ্গ।
সবে হৈলা নর-রূপে চৈতন্যের সঙ্গ॥
দেবে নরে একত্র হইয়া 'হরি' বলে।
আকাশ পূরিয়া সব মহা-দীপ জ্বলে॥

কদলক-বৃক্ষ প্রতি দুয়ারে দুয়ারে।
পূর্ণ ঘট ধান্য দূর্ব্বা দীপ আম্রসারে॥
নদীয়ার সম্পত্তি বর্ণিতে শক্তি কার।
অসংখ্য নগর ঘর চত্বর যাহার॥
একো জাতি লোক যাতে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ।
ইহা সংখ্যা করিবেক কেমন অবুধ॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল একত্র করি থুইলেন তথা॥
স্ত্রীয়ে যত জয়কার দিয়া বলে 'হরি'।
তাহি লক্ষ বৎসরেও বর্ণিতে না পারি॥
যে সব দেখয়ে প্রভু নাচিয়া যাইতে।
তারা আর চিত্ত-বৃত্ত না পারে ধরিতে॥
সে কারুণ্য দেখিতে সে ক্রন্দন শুনিতে।
পরম লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে॥
'বোল বোল' বলি নাচে গৌরাঙ্গসুন্দর।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে মালা অতি মনোহর॥
যজ্ঞ-সূত্র ত্রিকচ্ছ-বসন পরিধান।
ধূলায় ধূসর প্রভু কমল-নয়ান॥
মন্দাকিনী হেন প্রেম-ধারার গমন।
চাঁদেরো লাগয়ে মন—দেখি সে বদন॥
সুন্দর নাসাতে বহে অবিরত ধার।
অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার॥
সুন্দর চাঁচর কেশ বিচিত্র বন্ধন।
তঁহি মালতীর মালা অতি সুশোভন॥
জনমে জনমে প্রভু দেহ এই দান।
হৃদয়ে রহুক এই কেলি অবিরাম॥
এইমত বর মাগে সকল ভুবন।
নাচিয়া যায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
প্রিয়তম সব আগে নাচি নাচি যায়।
আপনে নাচয়ে পাছে বৈকুণ্ঠের রায়॥

চৈতন্য প্রভু সে ভক্ত বাঢ়াইতে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করয়ে আপনে ॥
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
সবার সহিত আইসেন গঙ্গা-পথে ॥
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর নাচে সর্ব্ব নদীয়ায়।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ পুণ্য-কীর্ত্তি গায় ॥

'হরি' বোল মুগধা ! 'গোবিন্দ' বোল রে।
যাহা হৈতে নাহি হয় শমন-ভয় রে ॥ ধ্রু ॥

এই সব কীর্ত্তনে নাচয়ে গৌরচন্দ্র।
ব্রহ্মাদি সেবয়ে যাঁর পাদপদ্ম-দ্বন্দ্ব ॥

পাহিড়া রাগ।

নাচে বিশ্বম্ভর, সবার ঈশ্বর,
ভাগীরথী-তীরে-তীরে।
যাঁর পদধূলী, হই কুতূহলী,
সবেই ধরিল শিরে ॥

(শিব শিব নাচে বিশ্বম্ভর ॥ ধ্রু ॥)

অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সুধার,
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি।
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া,
বলে 'হরি হরি' বাণী ॥
মদন-সুন্দর, গৌর কলেবর,
দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর চিকুরে, মালা মনোহরে,
যেন দেখি পাঁচবাণ ॥
চন্দন-চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
গলে দোলে বনমালা।
ঢুলিয়ে পড়য়ে, প্রেমে থির নহে,
আনন্দে শচীর বালা ॥

কাম-শরাসন, ভ্রূযুগ-পত্তন,
ভালে মলয়জ-বিন্দু।
মুকুতা-দশন, শ্রীযুত বদন,
প্রকৃতি করুণা-সিন্ধু ॥
ক্ষণে শত শত, বিকার অদ্ভুত,
কত করিব নিশ্চয়।
অশ্রু কম্প ঘর্ম্ম, পুলক বৈবর্ণ্য,
না জানি কতেক হয় ॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া, কবহুঁ রহিয়া,
অঙ্গুলী-মুরলী বায়।
জিনি মত্ত গজ, চলই সহজ,
দেখি নয়ন জুড়ায় ॥
অতি মনোহর, যজ্ঞসূত্র-ধর,
সদয় হৃদয়ে শোভে।
এ বুঝি অনন্ত, হই গুণবন্ত,
রহিলা পরশ-লোভে ॥
নিত্যানন্দ-চাঁদ, মাধব-নন্দন,
শোভা করে দুই পাশে।
যত প্রিয়-গণ, করয়ে কীর্ত্তন,
সবা চাহি চাহি হাসে ॥
যাঁহার কীর্ত্তন, করি অনুক্ষণ,
শিব দিগম্বর ভোলা।
সে প্রভু বিহরে, নগরে নগরে,
করিয়া কীর্ত্তন-খেলা ॥
যে কর যে বেশ, যে অঙ্গ যে কেশ,
কমলা লালন করে।
সে প্রভু ধূলায়, গড়াগড়ি যায়,
প্রতি নগরে নগরে ॥
লক্ষ কোটি দীপে, চান্দের আলোকে,
না জানি কি ভেল সুখে।

সকল সংসার, 'হরি' বহি আর,
না বোলই কারো মুখে॥
অপূর্ব্ব কৌতুক, দেখি সর্ব্ব লোক,
আনন্দে হইল ভোর।
সবেই সবার, চাহিয়া বদন,
বসে ভাই 'হরি' বোল॥
প্রভুর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ,
যখন যেরূপ হয়।
পড়িবার বেলে, দুই বাহু মেলে,
যেন অঙ্গে প্রভু রয়॥
নিত্যানন্দ ধরি, বীরাসন করি,
ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে।
বাম কক্ষে তালি, দিয়া কুতূহলী,
'হরি হরি' বলি হাসে॥
অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে,
মুঞি দেব নারায়ণ।
কংসাসুর মারি, মুঞি সে কংসারি,
বলি ছলিয়া বামন॥
সেতু বন্ধ করি, রাবণ সংহারি,
মুঞি সে রাঘব-রায়।
করিয়া হুঙ্কার, তত্ত্ব আপনার,
কহি চারিদিগে চায়॥
কে বুঝে সে তত্ত্ব, অচিন্ত্য মহত্ত্ব,
সেই ক্ষণে কহে আন।
দন্তে তৃণ ধরি, 'প্রভু প্রভু' বলি,
মাগয়ে ভকতি দান॥
যখনে যে করে, গৌরাঙ্গসুন্দরে,
সব মনোহর লীলা।
আপন-বদনে, আপন-চরণে,
অঙ্গুলি ধরিয়া খেলা॥
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
সব নবদ্বীপে নাচে।
শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব পাছে॥
মন্দিরা মৃদঙ্গ, শঙ্খ করতাল,
না জানি কতেক বাজে।
মহা হরিধ্বনি, চতুর্দ্দিগে শুনি,
মাঝে শোভে দ্বিজরাজে॥
জয় জয় জয়, নগর-কীর্ত্তন,
জয় বিশ্বম্ভর-নৃত্য।
বিংশ-পদ-গীত, চৈতন্য-চরিত,
জয় চৈতন্যের ভৃত্য॥
যেই দিগে চায়, বিশ্বম্ভর-রায়,
সেই দিগে প্রেমে ভাসে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ,
গায় বৃন্দাবন দাসে॥

হেন মহারঙ্গে প্রতি নগরে-নগর।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর॥
অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে করে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুণ্ঠেরে॥
শুনিয়া বৈকুণ্ঠ-নাথ প্রভু বিশ্বম্ভর
সন্তোষে পূর্ণিত সব হয় কলেবর
পুনঃপুন 'বোল বোল' বলে বিশ্বম্ভর।
উল্লাসে উঠয়ে প্রভু আকাশ উপর॥
মত্ত সিংহ জিনি একো তরঙ্গ প্রভুর।
দেখিতে সবার হর্ষ বাঢ়য়ে প্রচুর॥
গঙ্গা-তীরে-তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর-রায়॥

আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
বারকোনা-ঘাটে নগরিয়া-ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া॥
লক্ষ কোটি মহা-দীপ চতুর্দ্দিগে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চতুর্দ্দিগে 'হরি' বলে॥
চন্দ্রের আলোকে অতি অপূর্ব্ব দেখিতে।
দিবা নিশি একো কেহো নারে নিশ্চয়িতে॥
সকল দুয়ার শোভা করে সুমঙ্গলে।
রম্ভা, পূর্ণ-ঘট, আম্রসার, দীপ জ্বলে॥
অন্তরীক্ষে থাকি যত স্বর্গ-দেবগণ।
চম্পক-মল্লিকা-পুষ্প করে বরিষণ॥
পুষ্প-বৃষ্টি হৈল—নবদ্বীপ-বসুমতী।
পুষ্প-রূপে জিহ্বার সে করিল উন্নতি॥
সুকুমার পদাম্বুজ প্রভুর জানিয়া।
জিহ্বা প্রকাশিল দেবী পুষ্পরূপ হৈয়া॥
আগে নাচে অদ্বৈত শ্রীবাস হরিদাস।
পাছে নাচে গৌরচন্দ্র সকল প্রকাশ॥
যে নগরে প্রবেশ করয়ে গৌররায়।
গৃহ বিত্ত পরিহরি শুনি লোক ধায়॥
দেখিয়া সে চন্দ্রমুখ জগত-জীবন।
দণ্ডবত হইয়া পড়য়ে সর্ব্ব জন॥
নারীগণ হুলাহুলী দিয়া বলে 'হরি'।
স্বামী পুত্র গৃহ বিত্ত সকল পাসরি॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সে নগর নদীয়ার।
শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদ হইল সবাকার॥
কেহো নাচে কেহো গায় কেহো বলে 'হরি'
কেহো গড়াগড়ি যায় আপনা পাসরি॥
কেহো কেহো নানামত বাদ্য বায় মুখে।
কেহো কারো কান্ধে উঠে পরানন্দ-সুখে॥

কেহো কারো চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে।
কেহো কারো চরণ আপন-কেশে বান্ধে॥
কেহো দণ্ডবত হয় কাহারো চরণে।
কেহো কোলাকোলি বা করয়ে কারো সনে॥
কেহো বলে মুঞি এই নিমাই-পণ্ডিত।
জগত-উদ্ধার লাগি হইনু বিদিত॥
কেহো বলে আমি শ্বেতদ্বীপের বৈষ্ণব।
কেহো বলে আমি বৈকুণ্ঠের পারিষদ॥
কেহো বলে এবে কাজি বেটা গেল কোথা।
নাগালি পাইলে আজি চূর্ণ করোঁ মাথা॥
পাষণ্ডী ধরিতে কেহো রড় দিয়া যায়।
ধর ধর এই পাপ পাষণ্ডী পলায়॥
বৃক্ষের উপরে গিয়া কেহো কেহো চড়ে।
সুখে পুনঃপুন গিয়া লাফ দিয়া পড়ে॥
পাষণ্ডীরে ক্রোধ করি কেহো ভাঙ্গে ডাল।
কেহো বলে এই মুঞি পাষণ্ডীর কাল॥
অলৌকিক শব্দ কেহো উচ্চ করি বলে।
যম-রাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহো চলে॥
সেইখানে থাকি বলে আরে যমদূত।
বল গিয়া যথা আছে তোর সূর্য্য-সুত॥
বৈকণ্ঠ-নায়ক অবতরি শচী-ঘরে।
আপনি কীর্ত্তন করে নগরে নগরে॥
যে নাম-প্রভাবে তোর ধর্ম্মরাজ যম।
যে নামে তরিল অজামিল বিপ্রাধম॥
হেন নাম সর্ব্ব-মুখে প্রভু বোলাইল।
যার উচ্চারিতে শক্তি নাহি সে শুনিল॥
প্রাণিমাত্র কারে যদি করে অধিকার।
মোর দোষ নাহি তবে করিব সংহার॥
ঝাট কহ গিয়া যথা আছে চিত্রগুপ্ত।
পাপীর লিখন সব ঝাট করু লুপ্ত॥

যে নাম-প্রভাবে তীর্থ-রাজ বারাণসী।
যাহা গায় শুদ্ধ-সত্ত্ব শ্বেতদ্বীপ-বাসী॥
সর্ব্ব-বন্দ্য মহেশ্বর যে নাম-প্রভাবে।
হেন নাম সর্ব্ব লোকে শুনে বলে এবে॥
হেন নাম লও, ছাড় সর্ব্ব অপকার।
ভজ বিশ্বম্ভর, নহে করিব সংহার॥
আর জন দশ বিশে রড় দিয়া যায়।
ধর ধর কোথা কাজি ভাণ্ডিয়া পলায়॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন যে যে পাপী নাহি মানে।
কোথা গেল সে সকল পাষণ্ডী এখনে॥
মাটিতে কিলায় কেহো পাষণ্ডী বলিয়া।
'হরি' বলি বুলে পুন হুঙ্কার করিয়া॥
এইমত কৃষ্ণের উন্মাদে সর্ব্বক্ষণ।
কিবা বলে কিবা করে নাহিক স্মরণ॥
নগরিয়া সকলের উন্মাদ দেখিয়া।
মরয়ে পাষণ্ডী সব জ্বলিয়া পুড়িয়া॥
সকল পাষণ্ডী মেলি গণে মনে মনে।
'গোসাঞি করেন কাজি আইসে এখনে॥
কোথা যায় রঙ্গ ঢঙ্গ, কোথা যায় ডাক।
কোথা যায় নাট গীত, কোথা যায় জাঁক॥
কোথা যায় কলা-পোতা ঘট আম্রসার।
এ সকল বচনের শুধি তবে ধার॥
যত দেখ মহাতাপ দেউটি সকল।
যত দেখ হের সব ভাবক-মণ্ডল॥
গণ্ডগোল শুনিয়া আইসে কাজি যবে।
সবার গঙ্গায় ঝাঁপ দেখি বল তবে॥
কেহো বলে মুঞি তবে খুলিতে থাকিয়া।
নগরিয়া সব দেও গলায় বান্ধিয়া॥
কেহো বলে চল যাই কাজিরে কহিতে।
কেহো বলে যুক্তি নহে এমত করিতে॥
কেহো বলে ভাই সব এক যুক্তি আছে।
সবে রড় দিয়া যাই ভাবকের কাছে॥
'ঐ আইসে কাজি' বলি বচন তোলাই।
তবে না রহিবে একজনো এই ঠাঁই॥
এইমত পাষণ্ডী আপনা খাই মরে।
চৈতন্যের গণ মত্ত কীর্ত্তনে বিহরে॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
আনন্দে গায়েন 'কৃষ্ণ' সবে হই ভোলা॥
নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা সিয়া॥
অনন্ত অর্ব্বুদ হরি-হরি-ধ্বনি শুনি।
হুঙ্কার করিয়া নাচে দ্বিজ-কুল-মণি॥
সে কমল-নয়নে বা কত আছে জল।
কতেক বা ধারা বহে পরম নির্ম্মল॥
কম্প-ভাবে উঠে পড়ে অন্তরীক্ষ হৈতে।
কান্দে নিত্যানন্দ প্রভু না পারে ধরিতে॥
শেষে বা যে হয় মূর্চ্ছা আনন্দ-সহিত।
প্রহরেকো ধাতু নাহি সবে চমকিত॥
এইমত অপূর্ব্ব দেখিয়া সর্ব্ব জন।
সবেই বলেন 'এ পুরুষ নারায়ণ'॥
কেহো বলে 'নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন'।
কেহো বলে 'যে সে হউ, মনুষ্য নহেন'॥
এইমত বলে যেন যার অনুভব।
অত্যন্ত তার্কিক বলে 'পরম বৈষ্ণব'॥
বাহ্য নাহি প্রভুর পরম-ভক্তি-রসে।
বাহু তুলি 'হরি বোল হরি বোল' ঘোষে॥
শ্রীমুখের বচন শুনিয়া একবারে।
সর্ব্ব লোকে 'হরি হরি' বলে উচ্চস্বরে॥
গৌরাঙ্গসুন্দর যায় যে দিগে নাচিয়া।
সেই দিগে সর্ব্ব লোক চলয়ে ধাইয়া॥

কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য-কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর ॥
কাজি বলে শুনি ভাই কি গীত বাদন।
কিবা কারো বিভা, কিবা ভূতের কীর্ত্তন ॥
মোর বোল লজ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানি।
ঝাট জানি আও, তবে চলিব আপনি ॥
কাজির আদেশে তার অনুচর ধায়।
সমৃদ্ধ দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায় ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোকে বলে 'কাজি মার'।
ডরে ফেলাইল তবে বেঠন মাথার ॥
রড় দিয়া কাজিরে কহিল ঝাট গিয়া।
কি কর চলহ ঝাট যাই পলাইয়া ॥
কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিমাই-আচার্য্য।
সাজিয়া আইসে আজি, কিবা করে কার্য্য ॥
লাখ লাখ মহাতাপ দেউটি সব জ্বলে।
লাখ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানি বলে ॥
দুয়ারে দুয়ারে কলা, ঘট, আম্রসার।
পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার ॥
না জানি কতেক খই-কড়ি ফুল পড়ে।
বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উপড়ে ॥
এইমত নদীয়ার নগরে নগরে।
রাজা আসিতেও কেহো এমত না করে ॥
সব ভাবকের বড় নিমাই-পণ্ডিত।
সবে চলে সে নাচিয়া যায় যেই ভিত ॥
যে সকল নগরিয়া মারিল আমরা।
আজি 'কাজি মার' বলি আইসে তাহারা ॥
একো যে হুঙ্কার করে নিমাই-আচার্য্য।
সেই সে হিন্দুর ভূত যে তাহার কার্য্য ॥
কেহো বলে বামনা এতেক কান্দে কেন।
বামনের দুই চক্ষে নদী বহে যেন ॥
কেহো বলে বামনা আছাড় যত খায়।
সেই দুঃখে কাঁদে হেন বুঝিয়ে সদায় ॥
কেহো বলে বামনা দেখিতে লাগে ভয়।
গিলিতে আইসে যেন, দেখি কম্প হয় ॥
কাজি বলে হেন বুঝি নিমাই-পণ্ডিত।
বিবাহ করিতে বা চলিলা কোন্ ভিত ॥
এ বা নহে, মোরে লজ্ঘি হিন্দুয়ানি করে।
তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে ॥
সর্ব্ব-লোক-চূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিতে যথা কাজির নগর ॥
কোটি কোটি হরি-ধ্বনি মহা-কোলাহল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি পূরিল সকল ॥
শুনিয়া কম্পিত কাজি গণ সহে ধায়।
সর্প-ভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায় ॥
পূরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর-গণে।
ভয়ে পলাইতে কেহো দিগ নাহি জানে ॥
মাথায় বান্ধিয়া পাগ কেহো সেই মেলে।
অলক্ষিতে নাচয়ে অন্তরে প্রাণ হালে ॥
যার দাড়ি আছয়ে সে হঞা অধোমুখ।
নাচে মাথা নাহি তোলে, ডরে হালে বুক ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
আপনার দেহমাত্র কেহো নাহি জানে ॥
সবেই নাচেন সবে গায়েন কৌতুকে।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া 'হরি' বলে সর্ব্ব লোকে ॥
আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর ॥
ক্রোধে বলে প্রভু "আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা ॥
নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন।
পূর্ব্বে যেন বধিয়াছি সে কাল যবন ॥

প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ” প্রভু বলে বারবার॥
সর্ব্ব-ভূত-অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক হেন আছে কোন্ জন॥
মহামত্ত সর্ব্ব লোক চৈতন্যের রসে।
ঘরে উঠিলেন সবে প্রভুর আদেশে॥
কেহো ঘর ভাঙ্গে কেহো ভাঙ্গয়ে দুয়ার।
কেহো লাথি মারে কেহো করয়ে হুঙ্কার॥
আম্র পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহো ফেলে।
কেহো কদলক-বন ভাঙ্গি ‘হরি’ বলে॥
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া॥
পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া।
‘হরি’ বলি নাচে সব শ্রুতি-মূলে দিয়া॥
একটি করিয়া পত্র সর্ব্ব লোকে নিতে।
কিছু না রহিল আর কাজির বাড়ীতে॥
ভাঙ্গিলেক যত সব বাহিরের ঘর।
প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর॥
পুড়িয়া মরুক সব গণের সহিতে।
সর্ব্ব বাড়ী বেড়ি অগ্নি দেহ চারি ভিতে॥
দেখোঁ মোরে কি করে উহার নরপতি।
দেখোঁ আজি কোন্ জনে করে অব্যাহতি॥
যম কাল মৃত্যু—মোর সেবকের দাস।
মোর দৃষ্টিপাতে হয় সবার প্রকাশ॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
কীর্ত্তন-বিরোধী পাপী করিমু সংহার॥
সর্ব্ব-পাতকীও যদি করয়ে কীর্ত্তন।
অবশ্য তাহার মুঞি করিমু স্মরণ॥
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী যে যে জন।
সংহারিব যদি সব না করে কীর্ত্তন॥
অগ্নি দেহ ঘরে তোরা না করিহ ভয়।
আজি সব যবনের করিমু প্রলয়॥
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ সর্ব্ব ভক্তগণ।
গলায় বান্ধিয়া বস্ত্র পড়িলা তখন॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া সকল ভক্তগণ।
প্রভুর চরণারবিন্দে করে নিবেদন॥
তোমার প্রধান অংশ প্রভু সঙ্কর্ষণ।
তাঁহার অকালে ক্রোধ না হয় কখন॥
যে কালে হইব সর্ব্ব সৃষ্টির সংহার।
সঙ্কর্ষণ ক্রোধে হন রুদ্র-অবতার॥
যে রুদ্র সকল সৃষ্টি ক্ষণেকে সংহরে।
শেষে তিহোঁ আসি মিলে তোমার শরীরে॥
অংশাংশের ক্রোধে যার সকল সংহরে।
সে তুমি করিলে ক্রোধ কোন্ জন তরে॥
‘অক্রোধ পরমানন্দ তুমি’ বেদে গায়।
বেদ-বাক্য প্রভু ঘুচাইতে না জুয়ায়॥
ব্রহ্মাদিও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা-মাত্র॥
করিলা ত কাজির অনেক অপমান।
আর যদি ঘটে তবে সংহারিহ প্রাণ॥
“জয় বিশ্বম্ভর মহারাজরাজেশ্বর।
জয় সর্ব্ব-লোক-নাথ শ্রীগৌরসুন্দর॥
জয় জয় অনন্ত-শয়ন রমাকান্ত।”
বাহু তুলি স্তুতি করে সকল মহান্ত॥
হাসে মহাপ্রভু সর্ব্ব দাসের বচনে।
‘হরি’ বলি নৃত্য-রসে চলিলা তখনে॥
কাজিরে করিয়া দণ্ড সর্ব্ব-লোক-রায়।
সঙ্কীর্ত্তন-রসে সর্ব্ব গণে নাচি যায়॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
রাম কৃষ্ণ জয়-ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল॥

কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব্ব নগরিয়া।
মহানন্দে 'হরি' বলি যায়েন নাচিয়া॥
পাষণ্ডীর হইল পরম চিত্ত-ভঙ্গ।
পাষণ্ডী বিষাদ ভাবে, বৈষ্ণবের রঙ্গ॥
'জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী'।
গায় সব নগরিয়া দিয়া করতালী॥
জয় কোলাহল প্রতি নগরে নগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সাগরে॥
কেবা কোন্ দিগে নাচে কেবা গায় বায়।
হেন নাহি জানি কেবা কোন্ দিগে ধায়
আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্তগণ।
শেষে চলে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
কীর্ত্তনীয়া ব্রহ্মা শিব অনন্ত আপনি।
নৃত্য করে সর্ব্ব বৈষ্ণবের চূড়ামণি॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
সেই প্রভু কহিয়াছে কৃপায় আপনে॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা শঙ্খবণিক-নগর॥
শঙ্খবণিকের ঘরে উঠিল আনন্দ।
'হরি' বলি বাজায় মৃদঙ্গ ঘণ্টা শঙ্খ॥
পুষ্পময় পথে নাচি চলে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিগে জ্বলে দীপ পরম সুন্দর॥
সে চন্দ্রের শোভা কিবা কহিবারে পারি
যাহাতে কীর্ত্তন করে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
প্রতি দ্বারে পূর্ণকুম্ভ রম্ভা আম্রসার।
নারীগণে 'হরি' বলি দেয় জয়কার॥
এইমত সকল নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর তন্ত্রবায়ের নগরে॥
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি জয়-কোলাহল।
তন্ত্রবায় সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥

নাচে সব নগরিয়া দিয়া করতালী।
"হরি বোল মুকুন্দ গোপাল বনমালী॥"
সর্ব্ব-মুখে হরি-নাম শুনি প্রভু হাসে।
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে॥
ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের সার।
উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাহার দুয়ার॥
সবে এক লৌহ-পাত্র আছয়ে দুয়ারে।
কত ঠাঁই তালি তাহা চোরেও না হরে॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে।
জল-পূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে॥
ভক্ত-প্রেম বুঝাইতে শ্রীশচী-নন্দন।
লৌহ-পাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ॥
জল পিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার।
কার শক্তি আছে তাহা 'নয়' করিবার॥
"মইলুঁ মইলুঁ" বলি ডাকয়ে শ্রীধর।
"মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর॥"
বলিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর।
প্রভু বলে "শুদ্ধ মোর আজি কলেবর॥
আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে।
শ্রীধরের জল পান করিল যখনে॥
এখনে সে বিষ্ণু-ভক্তি হইল আমার।"
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নে সুধার॥
বৈষ্ণবের জল-পানে বিষ্ণু-ভক্তি হয়।
সবারে বুঝায় প্রভু হইয়া সদয়॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

প্রার্থয়েদ্‌বৈষ্ণবাদন্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ॥

বিচক্ষণ ব্যক্তি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তির নিমিত্ত পরম যত্নে বৈষ্ণবের অন্ন প্রার্থনা করিবে, তদভাবে তাঁহার জল পান করিবে।

ভক্ত-বাৎসল্য দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
সবার উঠিল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন॥
নিত্যানন্দ গদাধর পড়িলা কান্দিয়া।
অদ্বৈত শ্রীবাস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া॥
কান্দে হরিদাস গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর।
মুরারি মুকুন্দ কান্দে শ্রীচন্দ্রশেখর॥
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীগর্ভ শ্রীমান্।
কান্দে কাশীশ্বর শ্রীজগদানন্দ রাম॥
জগদীশ গোপীনাথ কান্দেন নন্দন।
শুক্লাম্বর গরুড়—কান্দয়ে সর্ব্ব জন॥
লক্ষ কোটি লোক কান্দে শিরে দিয়া হাত
'কৃষ্ণ রে! ঠাকুর মোর অনাথের নাথ'॥
কি হৈল বলিতে নারি শ্রীধরের বাসে।
সর্ব্ব-ভাবে প্রেমভক্তি হইল প্রকাশে॥
'কৃষ্ণ' বলি কান্দে সর্ব্ব জগত হরিষে।
সঙ্কল্প হইল সিদ্ধি, গৌর-চন্দ্র হাসে॥
দেখ ভাই-সব! এই ভক্তের মহিমা।
ভক্ত-বাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা॥
লৌহময় জলপাত্র, বাহিরের জল।
পরম-আদরে পান কৈলেন সকল॥
পরমার্থে পান-ইচ্ছা হইল যখনে।
শুদ্ধামৃত ভক্ত-জল হইল তখনে॥
ভক্তি বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল।
পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্ম্মল॥
দাম্ভিকের রত্ন-পাত্র দিব্য জল সনে।
আছুক পিবার কার্য্য, না দেখে নয়নে॥
যে সে দ্রব্য সেবকের সর্ব্ব-ভাবে খায়।
নৈবেদ্যাদি বিধির অপেক্ষা নাহি চায়॥
অল্প দেখি দাসেও না দিলে বলে খায়।
তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ দ্বারকায়॥
অবশেষো সেবকের করে আত্মসাত।
তার সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির-শাক॥
সেবক কৃষ্ণের পিতা মাতা পত্নী ভাই।
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই॥
যেরূপ চিন্তয়ে দাসে সেইরূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয়॥
'সেবক-বৎসল প্রভু' চারি বেদে গায়।
সেবকের স্থানে প্রভু প্রকাশ সদায়॥
নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্য-ভাবে কৃষ্ণে কর অনুরাগ॥
অল্প হেন না মানিহ 'কৃষ্ণ-দাস' নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্॥
বহু কোটি জন্ম যে করিল নিজ-ধর্ম্ম।
অহিংসায় অমায়ায় করে সর্ব্ব কর্ম্ম॥
অহর্নিশ দাস্য-ভাবে যে করে প্রার্থন।
গঙ্গা লভ্য হয় কালে বলি 'নারায়ণ'॥
তবে হয় মুক্ত—সর্ব্ব বন্ধের বিনাশ।
তবে সে হইতে পারে গোবিন্দের দাস॥
এই ব্যাখা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
'মুক্ত সব লীলা-তনু করি কৃষ্ণ ভজে'॥

তথাচোক্তং ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।

ইহার অনুবাদ ২৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর-সমান।
ভক্ত-স্থানে পরাভব মানে ভগবান্॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্তুতিমালা।
'ভক্ত' হেন স্তুতির না ধরে কেহো কলা॥
'দাস' নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ সবার।
ধরণী-ধরেন্দ্র চাহে দাস-অধিকার॥

এ সব ঈশ্বর-তুল্য—স্বভাবেই ভক্ত।
তথাপিহ 'ভক্ত' হইবারে অনুরক্ত ॥
হেন 'ভক্ত' অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপী সব দুঃখ পায় নিজ-কর্ম্ম-দোষে ॥
কৃষ্ণের সন্তোষ বড় 'ভক্ত' হেন নামে।
কৃষ্ণচন্দ্র বহি ভক্তি আর কেবা জানে ॥
উদর-ভরণ লাগি এবে পাপী সব।
লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি'—মূলে জরদ্গব ॥
গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহো বলে 'আমি রঘুনাথ' ভাব গিয়া ॥
কুক্কুরের ভক্ষ্য-দেহ—ইহারে লইয়া।
বোলায়ে 'ঈশ্বর' বিষ্ণু-মায়া-মুগ্ধ হৈয়া ॥
সর্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচীনন্দন।
দেখ তান শক্তি এই ভরিয়া নয়ন ॥
ইচ্ছামাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধ হইল।
কত কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল ॥
কেবা রুইলেক কলা প্রতি ঘরে ঘরে।
কেবা গায় বায় কেবা পুষ্প-বৃষ্টি করে ॥
করিলেন মাত্র শ্রীধরের জল-পান।
কি হইল না জানি প্রেমের অধিষ্ঠান ॥
ভকত-বাৎসল্য দেখি ত্রিভুবন কান্দে।
ভূমিতে লোটায় কেহো কেশ নাহি বান্ধে।
শ্রীধর কান্দয়ে তৃণ ধরিয়া দশনে।
উচ্চ করি 'হরি' বলে সজল-নয়নে ॥
কি জল করিল পান ত্রিদশের রায়।
নাচয়ে শ্রীধর কান্দে করে 'হায় হায়' ॥
ভক্ত-জল পান করি প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥
প্রিয় গণে চতুর্দ্দিগে গায় মহা-রসে।
নিত্যানন্দ গদাধর শোভে দুই পাশে ॥
খোলাবেচা সেবকের দেখ ভাগ্য-সীমা।
ব্রহ্মা শিব কান্দে যার দেখিয়া মহিমা ॥
ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি ॥
জল-পানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি।
নগরে আইলা পুন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥
নাচে গৌরচন্দ্র—ভক্তি-রসের ঠাকুর।
চতুর্দ্দিগে হরি-ধ্বনি শুনিয়া প্রচুর ॥
সর্ব্ব লোক জিনে নবদ্বীপের শোভায়।
'হরি বোল' শুনি মাত্র সবার জিহ্বায় ॥
যে সুখে বিহ্বল শুক নারদ শঙ্কর।
সে সুখে বিহ্বল সর্ব্ব নদীয়া-নগর ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন-রায়।
গাদিগাছা, পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায় ॥
'এক নিশা' হেন জ্ঞান না করিহ মনে।
কত কল্প গেল সেই নিশার কীর্ত্তনে ॥
চৈতন্যচন্দ্রের কিছু অসম্ভব নয়।
ভ্রূ-ভঙ্গে যাঁহার হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রলয় ॥
মহা-ভাগ্যবানে সে এ সব তত্ত্ব জানে।
শুষ্ক-তর্কবাদী পাপী কিছুই না মানে ॥
যে নগরে নাচে বৈকুণ্ঠের অধিরাজ।
তাহারা ভাসয়ে আনন্দের সিন্ধু-মাঝ ॥
সে হুঙ্কার সে গর্জ্জন সে প্রেমের ধার।
দেখিয়া কান্দয়ে স্ত্রী পুরুষ নদীয়ার ॥
কেহো বলে শচীর চরণে নমস্কার।
হেন মহাপুরুষ জন্মিলা গর্ভে যাঁর ॥
কেহো বলে জগন্নাথ মিশ্র পুণ্যবন্ত।
কেহো বলে নদীয়ার ভাগ্যের নাহি অন্ত ॥
এইমত বলি সবে দেই জয়কার।
সর্ব্ব লোক 'হরি' বই নাহি বলে আর ॥

প্রভু দেখি সর্ব্ব লোক দণ্ডবত হৈয়া।
পড়য়ে পুরুষ স্ত্রীয়ে বালক লইয়া॥
শুভ দৃষ্টি গৌরচন্দ্র করি সবাকারে।
স্বানুভাবানন্দে প্রভু কীর্ত্তন বিহরে॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ॥
যেখানে যেরূপে ভক্তগণে করে ধ্যান।
সেইরূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান॥

তথাহি (ভাঃ ৩।৯।১১)—

যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায়! বিভাবয়ন্তি।
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥

হে উরুগায়! তোমার ভক্তগণ যে যে মূর্ত্তি চিন্তা করেন, তুমি তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হও।

অদ্যাপিও চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যার ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে॥
মধ্যখণ্ড-কথা বড় অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড॥
ভক্ত লাগি প্রভুর সকল অবতার।
ভক্ত বহি কৃষ্ণ-মর্ম্ম না জানয়ে আর॥
কোটি জন্ম যদি যোগ যজ্ঞ তপ করে।
ভক্তি বিনা কোনো কর্ম্মে ফল নাহি ধরে॥
হেন 'ভক্তি', বিনে ভক্ত সেবিলে, না হয়।
অতএব ভক্ত-সেবা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
কেহো বলে নিত্যানন্দ বলরাম-সম।
কেহো বলে চৈতন্যের বড় প্রিয়তম॥
কেহো বলে বড় তেজী অংশ-অধিকারী।
কেহো বলে কোন রূপ বুঝিতে না পারি॥
কিবা জীব নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তভু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥
চৈতন্য-প্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার।
'অবধূত-চন্দ্র' প্রভু হউক আমার॥
চৈতন্যের কৃপায় সে নিত্যানন্দ চিনি।
নিত্যানন্দ জানাইলে গৌরচন্দ্র জানি॥
নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র—শ্রীরাম-লক্ষণ।
নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র—কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে চৈতন্যের ভক্তি।
সর্ব্বভাবে করিতে ধরয়ে প্রভু শক্তি॥
চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক-প্রধান।
তাঁহারা সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের আখ্যান॥
তবে যে দেখহ হের অন্যোন্যে বাজে।
রঙ্গ করে কৃষ্ণচন্দ্র কেহো নাহি বুঝে॥
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
আর বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥
সর্ব্বভাবে ভজে কৃষ্ণ যে কারে না নিন্দে।
সেই সব গণ পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে॥
অদ্বৈত-চরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার॥
সর্ব্ব গোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলেই মধ্যখণ্ড ভক্তি লভ্য হয়॥
অদ্বৈতের পক্ষ লঞা নিন্দে গদাধর।
সে পাপিষ্ঠ কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর॥

চৈতন্য-চন্দ্রের কথা অমৃত-মধুর।
সকল জীবের মনে বাঢ়ুক প্রচুর॥
শুনিলে চৈতন্য-কথা যার হয় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-শ্রীমুখ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নগরকীর্ত্তনাদি-বর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

জয় জয় জয় গৌর-সিংহ মহাধীর।
জয় জয় শিষ্ট-পাল জয় দুষ্ট-বীর॥
জয় জগন্নাথ-পুত্র শ্রীশচীনন্দন।
জয় জয় জয় পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
জয় জয় শ্রীজগদানন্দের জীবন।
জয় হরিদাস-কাশীশ্বর-প্রাণধন॥
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু সর্ব্ব-তাত।
যে বলে তোমারে 'প্রভু' তার হও নাথ।
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
বিদত কীর্ত্তন প্রভু করয়ে সদায়॥
হেন সে হইলা প্রভু হরি-সঙ্কীর্ত্তনে।
নাম-শ্রুতি-মাত্র প্রভু পড়ে যে তে স্থানে
কি নগরে কি চত্বরে কিবা জলে বনে।
নিরবধি অশ্রু-ধারা বহে শ্রীনয়নে॥
আপ্তগণে রক্ষিয়া বুলেন নিরন্তর।
ভক্তিরসময় হইলেন বিশ্বম্ভর॥
কেহো মাত্র কোনরূপে যদি বলে 'হরি'।
শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা পাসরি॥
মহা-কম্প অশ্রু হয় পুলক সর্ব্বাঙ্গে।
গড়াগড়ি যায়েন নগরে মহারঙ্গে॥
যে আবেশ দেখিলে ব্রহ্মাদি ধন্য হয়।
তাহা দেখে নদীয়ার লোক-সমুচ্চয়॥
শেষে অতি মূর্চ্ছা দেখি মিলি সর্ব্ব দাসে।
আলগ করিয়া নিয়া চলিলা আবাসে॥
তবে দ্বার দিয়া সে করেন সঙ্কীর্ত্তন।
সে সুখে পূর্ণিত হয় অনন্ত ভুবন॥
যত সব ভাব হয়—অকথ্য সকল।
হেন নাহি বুঝি প্রভু কি রসে বিহ্বল॥
ক্ষণে বলে 'মুঞি সেই মদনগোপাল'।
ক্ষণে বলে 'মুঞি কৃষ্ণ-দাস সর্ব্ব-কাল'॥
'গোপী গোপী গোপী' মাত্র কোন দিন জপে।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহাকোপে॥
কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহা-দস্যু সে।
শঠ ধৃষ্ট কিতব—ভজে বা তারে কে॥
স্ত্রী-জিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কাণ।
লুব্ধকের প্রায় লৈল বালির পরাণ॥
কি কার্য্য আমার সে বা চোরের কথায়।
যে 'কৃষ্ণ' বলয়ে তারে খেদাড়িয়া যায়॥
'গোকুল গোকুল' মাত্র বলে ক্ষণে ক্ষণে।
'বৃন্দাবন বৃন্দাবন' বলে কোন দিনে॥
'মথুরা মথুরা' কোন দিন বলে সুখে।
কোন দিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে॥
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ-আকৃতি।
চাহিয়া রোদন করে, ভাসে সব ক্ষিতি॥
ক্ষণে বলে ভাই সব বড় দেখি বন।
পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের গণ॥

দিবসেরে বলে রাত্তি, রাত্রিরে দিবস।
এইমত প্রভু হইলেন ভক্তিবশ ॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
অন্যোন্যে গলা ধরি করেন ক্রন্দন ॥
যে আবেশ দেখিতে ব্রহ্মার অভিলাষ।
সুখে তাহা দেখে যত বৈষ্ণবের দাস ॥
ছাড়িয়া আপন বাস প্রভু বিশ্বম্ভর।
বৈষ্ণব সভের ঘরে থাকে নিরন্তর ॥
বাহ্য-চেষ্টা ঠাকুর করেন কোন ক্ষণে।
সে কেবল জননীর সন্তোষ-কারণে ॥
সুখময় হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
বিনি ঠাকুরেও সবে করেন কীর্ত্তন ॥
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ সর্ব্ব নদীয়ায়।
ঘরে ঘরে বুলে প্রভু অনন্ত লীলায় ॥
প্রভু সঙ্গে গদাধর থাকেন সর্ব্বথা।
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণবের কথা ॥
এক দিন অদ্বৈত নাচেন গোপী-ভাবে।
কীর্ত্তন করেন সবে মহা-অনুরাগে ॥
আর্ত্তি করি নাচয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
পুনঃপুন দন্তে তৃণ করিয়া পড়য় ॥
গড়াগড়ি যায়েন অদ্বৈত প্রেমরসে।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ গায়েন উল্লাসে ॥
দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ।
শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবতগণ ॥
সবে মেলি আচার্য্যেরে স্থির করাইয়া।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে আচার্য্য বেঢ়িয়া ॥
কিছু স্থির হঞা যদি আচার্য্য বসিলা।
শ্রীবাস রামাই আদি তবে স্নানে গেলা
আর্ত্তিযোগ অদ্বৈতের পুনঃপুন বাড়ে।
একেশ্বর শ্রীবাস-অঙ্গনে গড়ি পাড়ে ॥

কার্য্যান্তরে নিজ-গৃহে ছিলা বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতের আর্ত্তি চিত্তে হইল গোচর ॥
ভক্ত-আর্ত্তি-পূর্ণকারী সদানন্দ-রায়।
আইলা অদ্বৈত যথা গড়াগড়ি যায় ॥
অদ্বৈতের আর্ত্তি দেখি ধরি তাঁর করে।
দ্বার দিয়া বসিলেন গিয়া বিষ্ণু-ঘরে ॥
হাসিয়া ঠাকুর বলে শুনহ আচার্য্য।
কি তোমার ইচ্ছা বল, কিবা চাহ কার্য্য ॥
অদ্বৈত বলয়ে তুমি সর্ব্ববেদ-সার।
তোমারেই চাহোঁ প্রভু, কি চাহিব আর ॥
হাসি বলে প্রভু আমি এই ত সাক্ষাত।
আর কি আমারে চাহ বল ত আমাত ॥
অদ্বৈত বলয়ে প্রভু! কহিলা সুসত্য।
এই তুমি প্রভু—সর্ব্ব-বেদান্তের তত্ত্ব ॥
তথাপিহ বিভব দেখিতে কিছু চাই।
প্রভু বলে কিবা ইচ্ছা বল মোর ঠাঁই ॥
অদ্বৈত বলয়ে প্রভু পূর্ব্বে অর্জ্জুনেরে।
যাহা দেখাইলে তাহা ইচ্ছা বড় ধরে ॥
বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দ্দিগে সৈন্য দেখে মহা-যুদ্ধ-পথ ॥
রথের উপরে দেখে শ্যামল-সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ দেখে সেই ক্ষণে।
চন্দ্র সূর্য্য সিন্ধু গিরি নদী উপবনে ॥
কোটি চক্ষু বাহু মুখ দেখে পুনঃপুন।
সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন ॥
মহা অগ্নি যেন জ্বলে সকল বদন।
পোড়ে যত পাষণ্ড-পতঙ্গ দুষ্টগণ ॥
যে পাপিষ্ঠ পর নিন্দে পরদ্রোহ করে।
চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সেই পুড়ি মরে ॥

এ রূপ দেখিতে অন্য কারো শক্তি নাঞি।
প্রভুর কৃপাতে দেখে আচার্য্য-গোসাঞি॥
প্রেম-সুখে অদ্বৈত কান্দেন অনুরাগে।
দন্তে তৃণ করি পুনঃপুন দাস্য মাগে॥
পরম আনন্দে প্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
পর্য্যটন-সুখে ভ্রমে সর্ব্ব নদীয়ায়॥
প্রভুর প্রকাশ সব জানে নিত্যানন্দ।
জানিলেন হইয়াছেন প্রভু বিশ্ব-অঙ্গ॥
সত্বরে আইলা যথা আছেন ঠাকুর।
বিষ্ণুগৃহ-দ্বারে গিয়া গর্জ্জেন প্রচুর॥
নিত্যানন্দ-আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
দ্বার ঘুচাইয়া প্রভু লইলা ভিতর॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ নিত্যানন্দ দেখি।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা বুজি আঁখি॥
প্রভু বলে উঠ নিত্যানন্দ মোর প্রাণ।
তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান॥
যে তোমারে প্রীত করে মুঞি সত্য তার।
তোমা বই প্রিয়তম নাহিক আমার॥
তুমি আর অদ্বৈতে যে করে ভেদ-বুদ্ধি।
ভালমতে না জানে সে অবতার-শুদ্ধি॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত দেখিয়া বিশ্বরায়।
আনন্দে কান্দিয়া বিষ্ণু-গৃহে গড়ি যায়॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে শ্রীশচীনন্দন।
'দেখ দেখ' করি প্রভু ডাকে ঘনেঘন॥
'প্রভু প্রভু' করি স্তুতি করে দুই জন।
বিশ্বমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দময় মন॥
এ সব কৌতুক হয় শ্রীবাস-মন্দিরে।
তথাপি দেখিতে শক্তি অন্য নাহি ধরে॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহা যে না মানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্ব্বথা॥

'সর্ব্ব-মহেশ্বর গৌরচন্দ্র' যে না বলে।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্ব-কালে॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এই সে ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর॥
নবদ্বীপ হেন সব প্রকাশের স্থান।
তথাপিহ ভক্ত বহি না জানয়ে আন॥
ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ধন।
'ভক্তি সেই—কৃষ্ণনাম-স্মরণ-ক্রন্দন॥
'কৃষ্ণ' বলি কান্দিলে সে কৃষ্ণ-নাথ মিলে।
ধনে কুলে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে॥
মধ্যখণ্ড-কথা বড় অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে খণ্ডে অন্তর পাষণ্ড॥
দুই ঠাকুরের বিশ্বরূপ-দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ-ধন॥
ক্ষণেকে সকল সম্বরিয়া গৌরচন্দ্র।
চলিলেন নিজ-গৃহে লই ভক্তবৃন্দ॥
বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
কাহারো নাহিক বাহ্য—পরম-আনন্দ॥
বিভব-দর্শন-সুখে মত্ত দুই জন।
ধূলায়ে যায়েন গড়ি সকল অঙ্গন॥
কেহো নাচে কেহো গায় দিয়া করতালী।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে দুই মহাবলী॥
এইমতে দুই জনে মহা-কুতূহলী।
শেষে দুই জনেতে বাজিল গালাগালী॥
অদ্বৈত বলয়ে "অবধূত মাতালিয়া।
এথা কোন্ জন তোকে আনিল ডাকিয়া॥
দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি সান্ডাইলি কেনে।
'সন্ন্যাসী' করিয়া তোরে বলে কোন্ জনে॥
হেন জাতি নাহি না খাইলা যার ঘরে।
'জাতি আছে' হেন কোন্ জনে বলে তোরে॥

বৈষ্ণব-সভায় কেনে মহা-মাতোয়াল।
ঝাট নাহি পলাইলে নহিবেক ভাল॥”
নিত্যানন্দ বলে “আরে নাঢ়া বসি থাক।
কিলাইয়া পাড়োঁ পাছে দেখাই প্রতাপ॥
আরে বুঢ়া বামন তোমার ভয় নাই।
আমি অবধূত মত্ত—ঠাকুরের ভাই॥
স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
পরমহংসের পথে আমি অধিকারী॥
আমি মারিলেও কিছু বলিতে না পার।
আমা সনে তুমি অকারণে গর্ব্ব কর॥”
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বলে॥
“মৎস্য খাও মাংস খাও কেমত সন্ন্যাসী।
বস্ত্র এড়িলাম আমি এই দিগবাসী॥
কোথা মাতা পিতা কোন্ দেশে বা বসতি
কে জানয়ে ইহা সে বলুক দেখি ইথি॥
এক চোরা আসিয়া এতেক করে পাক।
খাইমু শুষিমু সংহারিমু সব থাক॥
তারে বলি ‘সন্ন্যাসী’ যে কিছু নাহি চায়।
বোলায় ‘সন্ন্যাসী’ দিনে তিনবার খায়॥
শ্রীনিবাস-পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূত আনি দিলা ঠাঁই॥
অবধূতে করিব সকল জাতি নাশ।
কোথা হৈতে মত্তপের হৈল পরকাশ॥”
কৃষ্ণপ্রেম-সুধারসে মত্ত দুই জন
অন্যোন্যে কলহ করয়ে সর্ব্ব-ক্ষণ॥
ইথে এক জনের হৈয়া পক্ষ করে যে।
অন্য জনে নিন্দা করে ক্ষয় যায় সে॥
হেন প্রেম-কলহের মর্ম্ম না জানিয়া।
এক নিন্দে আর বন্দে সে মরে পুড়িয়া॥
অদ্বৈতের পক্ষ হঞা নিন্দে গদাধর।
সে অধম কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর॥
ঈশ্বরে ঈশ্বরে সেই কলহের পাত্র।
কে বুঝিবে বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা মাত্র॥
সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণ-চরণ ভজে সে যায় তরিয়া॥
ভক্ত-গোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে বিশ্বরূপ-দর্শনাদি-
বর্ণনং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় সর্ব্ব-লোক-নাথ গৌরচন্দ্র।
জয় দেব-ধর্ম্ম-বিপ্র-সন্ন্যাসি-মহেন্দ্র॥
জয় শচী-গর্ভ-রত্ন কারুণ্য-সাগর।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু, জয় বিশ্বম্ভর॥
ভক্ত-গোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভক্তি-রসের নিধান।
নবদ্বীপে যে ক্রীড়া করিলা সর্ব্ব-প্রাণ॥
নিরবধি করে প্রভু হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশয়ে সর্ব্ব-ক্ষণ॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু নিজ-নামাবেশে।
হুঙ্কার করিয়া মহা অট্ট অট্ট হাসে॥

প্রেম-রসে নিরবধি গড়াগড়ি যায়।
ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ পূর্ণিত ধূলায়॥
প্রভুর আনন্দ-আবেশের নাহি অন্ত।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত॥
বাহ্য হৈলে বৈসে সব ভাগবত লঞা।
কোন দিন গঙ্গাজলে বিহরয়ে গিয়া॥
কোন দিন নৃত্য করি বসেন অঙ্গনে।
ঘরে স্নান করায়েন সর্ব্ব ভক্তগণে॥
যতক্ষণে প্রভুর আনন্দ-নৃত্য হয়।
ততক্ষণ 'দুঃখী' পুণ্যবতী জল বয়॥
ক্ষণেক দেখয়ে নৃত্য সজল-নয়ানে।
পুনঃপুন গঙ্গাজল বহি বহি আনে॥
সারি করি চতুর্দ্দিগে এড়ে কুম্ভগণ।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীশচীনন্দন॥
শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে।
প্রতিদিন গঙ্গাজল আনে কোন্ জনে॥
শ্রীবাস বলয়ে প্রভু 'দুঃখী' বহি আনে।
প্রভু বলে 'সুখী' করি বোল সর্ব্ব-জনে॥
এ জনের 'দুঃখী' নাম কভু যোগ্য নয়।
সর্ব্বকাল 'সুখী'—হেন মোর চিত্তে লয়॥
এতেক কারুণ্য শুনি প্রভুর শ্রীমুখে।
কান্দিতে লাগিলা ভক্তগণ প্রেম-সুখে॥
সবে 'সুখী' বলিলেন প্রভুর আজ্ঞায়।
দাসী-বুদ্ধি শ্রীবাস না করে সর্ব্বথায়॥
প্রেম-যোগে সেবা করিলে সে কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যম-দণ্ড না এড়াই॥
কুলে রূপে ধনে বা বিদ্যায় কিছু নহে।
প্রেম-যোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে॥
যতেক কহেন তত্ত্ব বেদে ভাগবতে।
সব দেখায়েন গৌরসুন্দর সাক্ষাতে॥
দাসী হই যে প্রসাদ দুঃখীরে হইল।
বৃথা-অভিমানী সব তাহা না দেখিল॥
কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা।
যার দাস দাসীর ভাগ্যের নাহি সীমা॥
এক দিন নাচে প্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে।
সুখেতে শ্রীবাস আদি সঙ্কীর্ত্তন করে॥
দৈবে ব্যাধি-যোগে গৃহে শ্রীবাস-নন্দন।
পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ॥
আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচীনন্দন।
আচম্বিতে শ্রীবাস-গৃহে উঠিল ক্রন্দন॥
সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস।
দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোক-বাস॥
পরম গম্ভীর ভক্ত মহা-তত্ত্বজ্ঞানী।
স্ত্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি॥
তোমরা তো সব জান কৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর রোদন সবে, চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
অন্তকালে সকৃত শুনিলে যাঁর নাম।
অতি মহাপাতকীও যায় কৃষ্ণ-ধাম॥
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাত করে নৃত্য।
গুণ গায় যত তার ব্রহ্মাদিক ভৃত্য॥
এ সময়ে যাহার হইল পরলোক।
ইহাতে কি জুয়ায় করিতে আর শোক॥
কোনো কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে।
কৃতার্থ করিয়া আপনারে মানি তবে॥
যদি বা সংসার-ধর্ম্মে নার সম্বরিতে।
বিলম্বে কান্দিহ যার যেই লয় চিত্তে॥
অন্য যেন কেহো এ আখ্যান না শুনয়ে।
পাছে ঠাকুরের নৃত্য-সুখ ভঙ্গ হয়ে॥
কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে ত গঙ্গায় প্রবেশিমু সর্ব্বথায়॥

সবে স্থির হইলেন শ্রীবাস-বচনে।
চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে ॥
পরানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করয়ে শ্রীবাস।
পুনঃপুন বাঢ়ে আরো বিশেষ উল্লাস ॥
শ্রীনিবাস-পণ্ডিতের এমন মহিমা।
চৈতন্যের পার্ষদের এই গুণ-সীমা ॥
স্বানুভাবানন্দে নৃত্য করি গৌরচন্দ্র।
কতক্ষণে রহিলেন লই ভক্ত-বৃন্দ ॥
পরস্পর শুনিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
পণ্ডিতের পুত্রের হৈল বৈকুণ্ঠ-গমন ॥
তথাপিও কেহো কিছু ব্যক্ত নাহি করে।
দুঃখ বড় পাইলেন সবেই অন্তরে ॥
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর।
জিজ্ঞাসেন প্রভু সর্ব্ব জনের অন্তর ॥
প্রভু বলে আজি মোর চিত্ত কেমন করে।
কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে ॥
পণ্ডিত বলেন প্রভু মোর কোন্ দুঃখ।
যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ ॥
শেষে আছিলেন যত সকল মহান্ত।
কহিলেন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত ॥
সম্ভ্রমে বলয়ে প্রভু 'কহ কতক্ষণ'।
শুনিলেন চারি দণ্ড রজনী যখন ॥
তোমার আনন্দ-ভঙ্গ-ভয়ে শ্রীনিবাস।
কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ ॥
পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর।
এবে আজ্ঞা দেহ কার্য্য করিতে সত্বর ॥
শুনি শ্রীবাসের অতি অদ্ভুত কথন।
'গোবিন্দ গোবিন্দ' প্রভু করেন স্মরণ ॥
প্রভু বলে "হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে।"
এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে ॥

"পুত্র-শোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে ॥"
এত বলি মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর।
ত্যাগ-বাক্য শুনি সবে চিন্তেন অন্তর ॥
নাহি জানি কি প্রমাদ পড়য়ে কখন।
অন্যোন্যে চিন্তয়ে সকল ভক্তগণ ॥
গারহস্থ ছাড়ি প্রভু করিব সন্ন্যাস।
তবে ধ্বনি করি কান্দে ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥
স্থির হইলেন যদি ঠাকুর দেখিয়া।
সৎকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া ॥
মৃত শিশু প্রতি প্রভু বলেন বচন।
"শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাও কি কারণ ॥"
শিশু বলে "প্রভু! যেন নির্ব্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥"
মৃত শিশু উত্তর করয়ে প্রভু সনে।
পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব্ব ভক্তগণে ॥
শিশু বলে "এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্ব্বন্ধ আছিল, ভুঞ্জিলাম সেই সব ॥
নির্ব্বন্ধ ঘুচিল আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাম আর নির্ব্বন্ধিত পুরী ॥
কে কাহার বাপ প্রভু! কে কার নন্দন।
সবে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন ॥
যত দিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে।
আছিলাম, এবে চলিলাম অন্য পুরে ॥
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ, বিদায় আমার ॥"
এত বলি নীরব হইল শিশু-কায়।
এমত কৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥
মৃত-পুত্র-মুখে শুনি অপূর্ব্ব কথন।
আনন্দ-সাগরে ভাসে সব ভক্ত-গণ ॥

পুত্র-শোক-দুঃখ গেল শ্রীবাস-গোষ্ঠীর।
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-সুখে হইলা অস্থির॥
কৃষ্ণ-প্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ঠীর সহিতে।
প্রভুর চরণ ধরি লাগিলা কান্দিতে॥
জন্ম জন্ম তুমি পিতা মাতা পুত্র প্রভু।
তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু॥
যেখানে সেখানে প্রভু কেনে জন্ম নহে।
তোমার চরণে যেন প্রেমভক্তি রহে॥
চারি ভাই প্রভুর চরণে কাকু করে।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
কৃষ্ণ-প্রেমে চতুর্দ্দিগে উঠিল ক্রন্দন।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল শ্রীবাস-ভবন॥
প্রভু বলে শুন শুন শ্রীবাস-পণ্ডিত।
তুমি ত সকল জান সংসারের রীত॥
এ সব সংসার-দুঃখ—তোমার কি দায়।
যে তোমারে দেখে সেহো কভু নাহি পায়॥
আমি নিত্যানন্দ—দুই নন্দন তোমার।
চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর॥
শ্রীমুখের পরম-কারুণ্য-বাক্য শুনি।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করে জয়-ধ্বনি॥
সর্ব্ব গণ সহ প্রভু বালক লইয়া।
চলিলেন গঙ্গা-তীরে কীর্ত্তন করিয়া॥
যথোচিত ক্রিয়া করি, করি গঙ্গা-স্নান।
'কৃষ্ণ' বলি সবে গৃহে করিলা পয়ান॥
প্রভু ভক্তগণে সবে গেলা নিজ-ঘর।
শ্রীবাসের গোষ্ঠী সব হইলা বিহ্বল॥
এ সব নিগূঢ় কথা যে করে শ্রবণ।
অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন॥
শ্রীবাসের চরণে রহুক নমস্কার।
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ নন্দন যাহার॥

এ সব অদ্ভুত সেই নবদ্বীপে হয়।
তথাপিহ ভক্ত বহি অন্য না জানয়॥
মধ্যখণ্ডে পরম অপূর্ব্ব সব কথা।
মৃত শিশু তত্ত্ব-জ্ঞান কহিলেন যথা॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
বিহরয়ে সঙ্কীর্ত্তন-সুখে নিরন্তর॥
প্রেম-রসে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে।
অন্যের কি দায়, বিষ্ণু পূজিতে না পারে॥
স্নান করি বৈসে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজিতে।
প্রেম-জলে সকল শ্রীঅঙ্গ বস্ত্র তিতে॥
বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া।
পুন অন্য বস্ত্র পরি বিষ্ণু পূজে গিয়া॥
পুন প্রেমানন্দ-জলে তিতে সে বসন।
পুন বাহিরাই অঙ্গ করে প্রক্ষালন॥
এইমত বস্ত্র পরিবর্ত্ত করে মাত্র।
প্রেমে বিষ্ণু পূজিতে না পারে তিলমাত্র॥
শেষে গদাধর প্রতি বলিলেন বাক্য।
তুমি কৃষ্ণ পূজ, মোর নাহিক সে ভাগ্য॥
এইমত বৈকুণ্ঠ-নায়ক ভক্তি-রসে।
বিহরয়ে নবদ্বীপে রাত্রিয়ে দিবসে॥
একদিন শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি-স্থানে।
কৃপায় তাহান অন্ন মাগিলা আপনে॥
তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়।
কিছু ভয় না করিহ, বলিলাম দঢ়॥
এইমত মহাপ্রভু বলে বারবার।
শুনি শুক্লাম্বর কাকু করেন অপার॥
ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপিষ্ঠ গর্হিত।
তুমি ধর্ম্ম সনাতন, মুঞি সে পতিত॥
মোরে কোথা দিবে প্রভু চরণের ছায়া।
কীট-তুল্য নহোঁ প্রভু মোরে এত মায়া॥

প্রভু বলে মায়া হেন না বাসিহ মনে।
বড় ইচ্ছা বসে মোর তোমার রন্ধনে॥
সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহ বাসায়।
আজি আমি মধ্যাহ্ন যাইব সর্ব্বথায়॥
তথাপিহ শুক্লাম্বর ভয় পাই মনে।
যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সকল ভক্তগণে॥
সবে বলিলেন তুমি কেনে কর ভয়।
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহো ভিন্ন নয়॥
বিশেষে যে জন তানে সর্ব্ব-ভাবে ভজে।
সর্ব্ব-কাল তান অন্ন আপনেই খোজে॥
দেখ না শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।
অন্ন মাগি খাইলেন স্বভাব-কারণে॥
ভক্ত-স্থানে মাগি খায় প্রভুর স্বভাব।
দেহ গিয়া তুমি বড় করি অনুরাগ॥
তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস' মনে।
আলগোছে তুমি গিয়া করহ রন্ধনে॥
বড় ভাগ্য তোমার—এমত কৃপা যারে।
শুনি বিপ্র হরিষে আইলা নিজ-ঘরে॥
স্নান করি শুক্লাম্বর অতি সাবধানে।
সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে॥
তণ্ডুল সহিত তবে দিব্য গর্ভথোড়।
আলগোছে দিয়া বিপ্র কৈল করযোড়॥
'জয় কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালী'।
বলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতূহলী॥
সেই ক্ষণে ভক্ত-অন্নে রমা জগন্মাতা।
দৃষ্টিপাত করিলেন মহা-পতিব্রতা॥
তত্ক্ষণে সর্ব্বামৃত হইল সে অন্ন।
স্নান করি প্রভু আসি হৈল উপসন্ন॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ আদি আপ্ত কত জন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন॥
আপনে লইয়া অন্ন তান ইচ্ছা পালি।
শুক্লাম্বর দেখিয়া হাসেন কুতূহলী॥
গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সমীপে।
বিষ্ণু-নিবেদন করিলেন বড় সুখে॥
হাসি বসিলেন প্রভু আনন্দ-ভোজনে।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভৃত্যগণে॥
ব্রহ্মাদির যজ্ঞ-ভোক্তা শ্রীগৌরসুন্দর।
সেহো ধ্যানে—এইমত সাক্ষাত দুষ্কর॥
হেন প্রভু বলে "জন্ম যাবত আমার।
এমত অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর॥
কি গর্ভ-থোড়ের স্বাদু না পারি কহিতে।
আলগোছে এমত রান্ধিলে কোন্ মতে॥
তুমি হেন জন সে আমার বন্ধু-কুল।
তুমি সব লাগি সে আমার আদি মূল॥"
শুক্লাম্বর প্রতি দেখি কৃপার বৈভব।
কান্দিতে লাগিলা অন্যোন্যে ভক্ত সব॥
এইমত প্রভু পুনঃপুন আস্বাদিয়া।
করিলেন ভোজন আনন্দযুক্ত হৈয়া॥
যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর।
দেখুক অভক্ত যত পাপী কোটীশ্বর॥
ধনে জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে গাই॥
বসিলেন প্রভু প্রেম-ভোজন করিয়া।
তাম্বূল খায়েন কিছু হাসিয়া হাসিয়া
পত্র লই ভক্তগণ ভাসিলা আনন্দে।
ব্রহ্মা শিব অনন্ত যে পত্র শিরে বন্দে॥
কি আনন্দ হইল সে ভিক্ষুকের ঘরে।
এমত কৌতুক করে প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গ কহিয়া কতক্ষণ।
সেইখানে মহাপ্রভু করিলা শয়ন॥

ভক্তগণ করিলেন তথাই শয়ন ।
তথি মধ্যে অদ্ভুত দেখয়ে একজন ॥
ঠাকুরের এক শিষ্য শ্রীবিজয় দাস ।
সে মহাপুরুষে কিছু দেখিলা প্রকাশ ॥
নবদ্বীপে এমত নাহিক আখরিয়া ।
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া ॥
'আখরিয়া বিজয়' করিয়া সবে ঘোষে ।
মর্ম্ম নাহি জানে লোক ভক্তিহীন-দোষে ॥
শয়নে ঠাকুর তান অঙ্গে দিলা হস্ত ।
বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব্ব সমস্ত ॥
হেমস্তম্ভ-প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন ।
পরিপূর্ণ দেখে তঁহি রত্ন-আভরণ ॥
শ্রীরত্নমুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে ।
না জানি কি কোটি সূর্য্য চন্দ্র মণি জ্বলে ॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময় ।
হস্ত দেখি পরানন্দ হইলা বিজয় ॥
বিজয় উদ্‌যোগ মাত্র করিলা ডাকিতে ।
শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাহার মুখেতে ॥
প্রভু বলে যত দিন মুঞি থাকোঁ এথা ।
তাবত কাহারে পাছে কহ এই কথা ॥
এত বলি হাসে প্রভু বিজয় চাহিয়া ।
বিজয় উঠিলা মহা হুঙ্কার করিয়া ॥
বিজয়ের হুঙ্কারে জাগিলা ভক্তগণ ।
ধরেন বিজয় তবু না যায় ধরণ ॥
কতক্ষণ উন্মাদ করিয়া মহাশয় ।
শেষে হৈলা পরানন্দ-মূর্চ্ছিত তন্ময় ॥
ভক্ত সব বুঝিলেন বিভব-দর্শন ।
সর্ব্ব গণ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
সবারে জিজ্ঞাসে প্রভু কি বল ইহার ।
আচম্বিতে বিজয়ের বড় ত হুঙ্কার ॥

প্রভু বলে জানিলাম গঙ্গার প্রভাব ।
বিজয়ের বিশেষ গঙ্গায় অনুরাগ ॥
নহে শুক্লাম্বর-গৃহে দেব-অধিষ্ঠান ।
কিবা দেখিলেন ইহা কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥
এত বলি বিজয়ের অঙ্গে দিয়া হস্ত ।
চেতন করিল, হাসে বৈষ্ণব সমস্ত ॥
উঠিয়াও বিজয় হইলা জড়-প্রায় ।
সপ্ত দিন ভ্রমিলেন সর্ব্ব নদীয়ায় ॥
না আহার না নিদ্রা রহিত দেহ-ধর্ম্ম ।
ভ্রমেন বিজয় কেহো নাহি জানে মর্ম্ম ॥
কতদিনে বাহ্য-চেষ্টা জানিলা বিজয় ।
শুক্লাম্বর-গৃহে হেন সব রঙ্গ হয় ॥
শুক্লাম্বর-ভাগ্য বলিবার শক্তি কার ।
গৌরচন্দ্র অন্ন পরিগ্রহ কৈল যার ॥
এইমত ভাগ্যবন্ত শুক্লাম্বর-ঘরে ।
গোষ্ঠীর সহিত গৌরসুন্দর বিহরে ॥
বিজয়েরে কৃপা, শুক্লাম্বরান্ন-ভোজন ।
ইহার শ্রবণে মাত্র মিলে ভক্তি-ধন ॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর ।
সর্ব্ব-দেব-বন্দ্য লীলা করে নিরন্তর ॥
এইমত প্রতি বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে ।
প্রতিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥
নিরবধি প্রেম-রসে শরীর বিহ্বল ।
'ভাব' নামে যত তাহা প্রকাশে সকল ॥
মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বরাহ বামন ।
রঘুসিংহ বৌদ্ধ কল্কি শ্রীনন্দনন্দন ॥
এইমত যত অবতার সে সকল ।
সব রূপ হয় প্রভু করি ভাব-ছল ॥
এ সকল ভাব হই, লুকায় তখনে ।
সবে না ঘুচিল রাম-ভাব চিরদিনে ॥

মহামত্ত হৈলা প্রভু হলধর-ভাবে।
'মদ আন মদ আন' মহা উচ্চ ডাকে॥
নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর সমীহিত।
ঘট ভরি গঙ্গাজল দিলা সাবহিত॥
হেন সে হুঙ্কার করে, হেন সে গর্জ্জন।
নবদ্বীপ আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন॥
হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড।
পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড॥
টলমল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড সহিতে।
ভয় পায় ভৃত্য সব সে নৃত্য দেখিতে॥
বলরাম-বর্ণনা গায়েন সবে গীত।
শুনিয়া হয়েন প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত॥
আর্য্যা তর্জ্জা পড়েন পরম-মত্ত-প্রায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া সব অঙ্গনে বেড়ায়॥
কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ হইল রাম-ভাবে।
দেখিতে দেখিতে কারো আর্ত্তি নাহি ভাঙ্গে॥
অতি অনির্ব্বচনীয় দেখি মুখ-চন্দ্র।
ঘন ঘন ডাকে 'নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ'॥
কদাচিত কখনো প্রভুর বাহ্য হয়।
'প্রাণ যায় মোর' সবে এই কথা কয়॥
প্রভু বলে বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ।
মারিলেন দেখি হেন জেঠা বলরাম॥
এতেক বলিয়া প্রভু হেন মূর্চ্ছা যায়।
দেখি ত্রাসে ভক্তগণ কান্দে উচ্চরায়॥
যেই ক্রীড়া করে প্রভু সেই মহাদ্ভুত।
নানা ভাবে নৃত্য করে জগন্নাথ-সুত॥
কখনো বা বিরহ-প্রকাশ হেন হয়।
অকথ্য অদ্ভুত প্রেম-সিন্ধু যেন বয়॥
হেন সে ডাকিয়া প্রভু করেন রোদন।
শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনন্ত ভুবন॥

আপনার রসে প্রভু আপনে বিহ্বল।
আপনা পাসরি যেন কহেন সকল॥
পূর্ব্বে যেন গোপী সব কৃষ্ণের বিরহে।
পায়েন মরণ-ভয় চন্দ্রের উদয়ে॥
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার।
কান্দেন সবার গলা ধরিয়া অপার॥
ভাবাবেশে প্রভুর দেখিয়া বিহ্বলতা।
রোদন করেন গৃহে শচী জগন্মাতা॥
এইমত প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেম-ভক্তি।
মনুষ্য কি তাহা বর্ণিবারে ধরে শক্তি॥
নানারূপে নাট্য প্রভু করে দিনে দিনে।
যে ভাব প্রকাশ প্রভু করেন যখনে॥
এক দিন গোপী-ভাবে জগত-ঈশ্বর।
'বৃন্দাবন গোপী গোপী' বলে নিরন্তর॥
কোন যোগে তঁহি এক পড়ুয়া আছিল।
ভাব-মর্ম্ম না জানিয়া সে উত্তর দিল॥
'গোপী গোপী' কেনে বল নিমাঞি-পণ্ডিত।
'গোপী গোপী' ছাড়ি 'কৃষ্ণ' বোলহ ত্বরিত॥
কি পুণ্য জন্মিবে 'গোপী গোপী' নাম লৈলে।
'কৃষ্ণনাম' লইলে সে পুণ্য—বেদে বলে॥
ভিন্ন ভাব প্রভুর সে—অজ্ঞে নাহি বুঝে।
প্রভু বলে "দস্যু কৃষ্ণ কোন্ জন ভজে॥
কৃতঘ্ন হইয়া বালি মারে দোষ বিনে।
স্ত্রীজিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক কাণে॥
সর্ব্বস্ব লইয়া বলি পাঠায় পাতালে।
কি হইবে আমার তাহার নাম লৈলে॥"
এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া।
পড়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥
আথে-ব্যাথে পড়ুয়া উঠিয়া দিল রড়।
পাছে ধায় মহাপ্রভু বলে ধর ধর॥

দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ ঠেঙ্গা হাতে ধায়।
সত্বরে সংশয় মানি পড়ুয়া পলায়॥
ভিন্ন ভাবে যায় প্রভু না জানে পড়ুয়া।
প্রাণ লইয়া মহা-ত্রাসে যায় পলাইয়া॥
আথে-ব্যথে ধাইয়া প্রভুর ভক্তগণ।
আনিলেন ধরিয়া প্রভুরে ততক্ষণ॥
সবে মেলি স্থির করাইলেন প্রভুরে।
মহাভয়ে পড়ুয়া পলাঞা গেল দূরে॥
সত্বরে চলিলা যথা পড়ুয়ার গণ।
সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্ম শ্বাস বহে ঘনেঘন॥
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে সবে ভয়ের কারণ।
"কি জিজ্ঞাস' আজি ভাগ্যে রহিল জীবন॥
সবে বলে 'বড় সাধু নিমাঞি-পণ্ডিত'।
দেখিতে গেলাম আমি তাহার বাড়ী ত॥
দেখিলাম বসিয়া জপেন এই নাম।
অহর্নিশ 'গোপী গোপী'—না বলয়ে আন॥
তাহে আমি বলিলাম কি কর পণ্ডিত।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল—যেন শাস্ত্রের বিহিত॥
এই বাক্য শুনি মহা-ক্রোধে অগ্নি হৈয়া।
ঠেঙ্গা হাতে আমারে আনিল খেদাড়িয়া॥
কৃষ্ণেরেও হইল যতেক গালাগালি।
তাহা আর মুখে আমি আনিতে না পারি॥
রক্ষা পাইলাম আজি পরমায়ু-গুণে।
কহিলাম এই আজিকার বিবরণে॥"
শুনিয়া হাসয়ে সব মহামূর্খগণে।
বলিতে লাগিলা যার যেই লয় মনে॥
কেহো বলে ভাল ত বৈষ্ণব বলে লোকে।
ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিতে আইসেন মহাকোপে॥
কেহো বলে বৈষ্ণব বা বলিব কেমনে।
'কৃষ্ণ' হেন নাম ত না বলয়ে বদনে॥

কেহো বলে শুনিলাম অদ্ভুত আখ্যান।
বৈষ্ণবে জপয়ে মাত্র 'গোপী গোপী' নাম॥
কেহো বলে এত বা সম্ভ্রম কেনে করি।
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি॥
তেঁহো সে ব্রাহ্মণ, আমরা কি বিপ্র নহি।
তেঁহো মারিতে বা আমরা কেনে সহি॥
রাজা ত নহেন তেঁহো মারিবেন কেনে।
আমরাও সমবায় হও সর্ব্ব জনে॥
যদি তেঁহো মারিতে ধায়েন পুনর্ব্বার।
আমরা সকলে তবে না সহিব আর॥
তিঁহো নবদ্বীপে জগন্নাথ-মিশ্র-পুত্র :
আমরাও নহি অল্প মানুষের সুত॥
হের সবে পড়িলাম কালি তার সনে।
আজি তিঁহো গোসাঞি বা হইলা কেমনে॥
এইমত যুক্তি করিলেন পাপিগণ।
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন॥
একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চতুর্দ্দিগে সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥
এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত।
কেহো না বুঝিল অর্থ সবে চমকিত॥
"করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥"
বলি অট্ট অট্ট হাসে সর্ব্ব-লোক-নাথ।
কারণ না বুঝি ভয় জন্মিল সবা ত॥
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন—'প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর'॥
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ-রায়।
হইব সন্ন্যাসি-রূপ প্রভু সর্ব্বথায়॥
এ সুন্দর কেশের হইব অন্তর্দ্ধান।
দুঃখে নিত্যানন্দ বিকল হৈল প্রাণ॥

ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ-হস্তে ধরি।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
প্রভু বলে "শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
তোমারে কহিয়ে নিজ-হৃদয়-নিশ্চয়॥
ভাল আমি আইলাম জগত তারিতে।
তারণ নহিল, আমি আইনু সংহারিতে॥
আমা দেখি কোথা পাইবেক বন্ধ-নাশ।
একগুণ বন্ধ আরো হৈল কোটি পাশ॥
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি গেল অশেষ-বন্ধনে॥
ভাল লোক রাখিতে করিনু অবতার।
আপনে করিনু সব জীবের সংহার॥
দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুণ্ডাইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া॥
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে॥
তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ।
এইমতে উদ্ধারিব সকল ভুবন॥
সন্ন্যাসীরে সর্ব্ব-লোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহো আর না করে প্রহার॥
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলোঁ দেখি কে মোহারে মারে
তোমারে কহিনু এই আপন-হৃদয়।
গারিহস্থ সব মুঞি ছাড়িব নিশ্চয়॥
ইথে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস-করণে॥
যেরূপ করাহ তুমি, সেই হই আমি।
এতেকে বিধান দেহ অবতার জানি॥
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে॥

ইথে তুমি দুঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ।
তুমি ত জানহ অবতারের কারণ॥"
শুনি নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল মন দেহ প্রাণ॥
কোন্ বিধি দিব হেন না আইসে বদনে।
অবশ্য করিব প্রভু জানিলেন মনে॥
নিত্যানন্দ বলে "প্রভু! তুমি ইচ্ছাময়।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই সে নিশ্চয়॥
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে।
সেই সত্য যে তোমার আছয়ে অন্তরে॥
সর্ব্ব-লোক-পাল তুমি সর্ব্ব-লোক-নাথ।
ভাল হয় যেমতে সে বিদিত তোমা'ত॥
যেরূপে করিবা প্রভু! জগত-উদ্ধার।
তুমি সে জানহ তাহা, কে জানয়ে আর॥
স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত।
তুমি যে করিব সেই হইব নিশ্চিত॥
তথাপিহ কত সব সেবকের স্থানে।
কেবা কি বলয়ে তাহা শুনহ আপনে॥
তবে যে তোমার ইচ্ছা করিব তাহারে।
কে তোমার ইচ্ছা প্রভু বিরোধিতে পারে॥
নিত্যানন্দ-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃপুন আলিঙ্গন করিতে লাগিলা॥
এইমত নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করি।
চলিলা বৈষ্ণব মাঝে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
গৃহ ছাড়িবেন প্রভু জানি নিত্যানন্দ।
বাহ্য নাহি স্ফুরে দেহ হইল নিষ্পন্দ॥
স্থির হই নিত্যানন্দ মনে মনে গণে।
প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে॥
কেমতে বঞ্চিব আই কাল দিন রাতি।
এতেক চিন্তিতে মূর্চ্ছা পায় মহামতি॥

ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দ-রায়।
নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায়॥
মুকুন্দের বাসায় আইলা গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া মুকুন্দ হৈলা পরম-আনন্দ॥
প্রভু বলে গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।
মুকুন্দ গায়েন—প্রভু শুনিয়া বিহ্বল॥
বোল বোল হুঙ্কার করয়ে দ্বিজমণি।
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য-ধ্বনি॥
ক্ষণেকে করিলা প্রভু ভাব-সম্বরণ।
মুকুন্দের সঙ্গে তবে কহেন কথন॥
প্রভু বলে মুকুন্দ শুনহ কিছু কথা।
বাহির হইব আমি, না রহিব হেথা॥
গারিহস্থ আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত।
শিখা সূত্র ছাড়িয়া চলিব যে তে ভিত॥
শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনিয়া মুকুন্দ।
পড়িলা বিরহে—সব ঘুচিল আনন্দ॥
কাকুতি করিয়া বলে মুকুন্দ মহাশয়।
যদি প্রভু এমত সে করিবা নিশ্চয়॥
দিন কত এইরূপে করহ কীর্ত্তন।
তবে প্রভু করিবা সে যে তোমার মন॥
মুকুন্দের বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলেন যথায় আছেন গদাধর॥
সম্ভ্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর।
প্রভু বলে শুন কিছু আমার উত্তর॥
না রহিব গদাধর! আমি গৃহ-বাসে।
যে তে দিকে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে॥
শিখা সূত্র সর্ব্বথায় আমি না রাখিব।
মাথা মুণ্ডাইয়া যে সে দেশেরে চলিব॥
শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনি গদাধর।
বজ্রপাত হৈল যেন শিরের উপর॥

অন্তরে দুঃখিত হই বলে গদাধর।
"যতেক অদ্ভুত প্রভু তোমার উত্তর॥
শিখা সূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই॥
মাথা মুণ্ডাইলে সে সকল দেখি হয়।
তোমার সে মত—এ বেদের মত নয়॥
অনাথিনী মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে।
প্রথমেই জননী-বধের ভাগী হবে॥
তুমি গেলে সর্ব্বথা জীবন নাহি তান।
সবে অবশিষ্ট আছ তুমি—তাঁর প্রাণ॥
ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বর প্রীত নহে।
গৃহস্থ সে সবার প্রীতের স্থলী হয়ে॥
তথাপিহ মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও।
যে তোমার ইচ্ছা তাই কর চল যাও॥"
এইমত আপ্ত বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে।
'শিখা সূত্র ঘুচাইমু' বলিলা আপনে॥
সবেই শুনিয়া শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছিত পড়য়ে, কারু নাহি রহে জ্ঞান॥

রামকিরি রাগ।

করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শিখা স্মঙরিয়া কান্দে ভাগবতগণ॥ ধ্রু॥

কেহো বলে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া কি না দিব উপরে॥
কেহো বলে না দেখিয়া সে কেশ-বন্ধন।
কেমতে রহিব এই পাপিষ্ঠ-জীবন॥
সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর।
এত বলি শিরে কর হানয়ে অপার॥
কেহো বলে সে সুন্দর কেশে আরবার।
আমলকি দিয়া কি না করিব সংস্কার॥

'হরি হরি' বলি কেহো কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস-প্রস্তাবেন
ভক্ত-দুঃখ-বর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

এইমত অন্যোন্যে সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রভুর বিরহে সবে করেন ক্রন্দন॥
কোথা যাইবেন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
কোথা বা আমরা সব দেখিবাঙ গিয়া॥
সন্ন্যাস করিলে গ্রামে না আসিবে আর।
কোন্ দিকে যায়েন বা করিয়া বিচার॥
এইমত ভক্তগণ ভাবে নিরন্তরে।
অন্ন পানি কারো নাহি রোচয়ে শরীরে॥
সেবকের দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু প্রবোধে সবারে॥
প্রভু বলে "তোমরা চিন্তহ কি কারণ।
তুমি সব যথা, তথা আমি সর্ব্বক্ষণ॥
তোমরা বা ভাব আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিবাঙ আমি তোমা সবারে ছাড়িয়া॥
সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা সবা আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে॥
সর্ব্বকাল তোমরা সকলে মোর সঙ্গ।
এই জন্ম হেন না—জানিবা জন্ম জন্ম॥
এই জন্মে যেন তুমি সব আমা সঙ্গে।
নিরবধি আছ সঙ্কীর্ত্তন-সুখ-রঙ্গে॥
এইমত আরো আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন-আনন্দ রূপ হইব আমার॥
তাহাতেও তুমি সব এইমত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমা সঙ্গে॥
লোক-রক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর নাশ॥"
এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সবারে।
প্রেম-আলিঙ্গন সুখে পুনঃপুন করে॥
প্রভু-বাক্যে ভক্ত সব কিছু স্থির হৈলা।
সবা প্রবোধিয়া প্রভু নিজ-গৃহে গেলা॥
পরস্পর এ সকল যতেক আখ্যান।
শুনিয়া শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণ॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা।
হেন দুঃখ জন্মিল, না জানে আছে কোথা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ক্ষণে পৃথিবীতে।
নিরবধি ধারা বহে, না পারে রাখিতে॥
বসি আছে বিশ্বম্ভর কমল-লোচন।
কহিতে লাগিলা শচী করিয়া ক্রন্দন॥

ভাটিয়ারি রাগ।

"না যাইহ আরে বাপ! মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ চাইয়া॥
কমল-নয়ন তোর শ্রীচন্দ্র-বদন।
অধর সুরঙ্গ, কুন্দ-মুকুতা দশন॥
অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন।
কেমনে বাঁচিব না দেখি গজেন্দ্র-গমন॥
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি তোমার অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর॥

পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে।
গৃহে রহি সঙ্কীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ! তোর অবতার।
জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্ম্ম বা বিচার॥
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥"

প্রেম-শোকে কহে শচী শুনে বিশ্বম্ভর।
প্রেমেতে রোধিত-কণ্ঠ না করে উত্তর॥
"তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু।
তুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্ব্বথা ছাড়িমু॥

প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ।
অনাথিনী ছাড়িতে না জুয়ায়॥
সবা লঞা কর নিজ-অঙ্গনে কীর্ত্তন!
নিত্যানন্দ আছয়ে সহায়॥ ধ্রু॥

(তোমার) প্রেমময় দুই আঁখি,
দীর্ঘ ভুজ দুই দেখি,
বচনেতে অমিয়া বরিষে।
বিনা দীপে ঘর মোর,
তোর অঙ্গে উজোর,
রাঙ্গা পায়ে কত মধু বৈসে॥"

প্রেম-শোকে কহে শচী, বিশ্বম্ভর শুনে বসি,
(যেন) রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ- চান্দ প্রভু সদানন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গায়॥

এইমত বিলাপ করেন শচীমাতা।
মুখ তুলি ঠাকুর না কহে একো কথা॥

বিবর্ণ হইলা শচী—অস্থি-চর্ম্ম-সার।
শোকাকুলী দেবী কিছু না করে আহার॥
প্রভু দেখি জননীর জীবন না রহে।
নিভৃতে বসিয়া কিছু গোপ্য কথা কহে॥
প্রভু বলে "মাতা তুমি স্থির কর মন।
শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন॥
চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণগ্রাম।
কোনো কালে আছিল তোমার 'পৃশ্নি' নাম॥
তথায় আছিলা তুমি আমার জননী।
তবে তুমি স্বর্গে হৈলে অদিতি আপনি॥
তবে আমি হইলুঁ বামন-অবতার।
তথাও আছিলা তুমি জননী আমার॥
তবে তুমি দেবহূতি হৈলা আরবার।
তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার॥
তবে ত কৌশল্যা আরবার হৈলে তুমি।
তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি॥
তবে তুমি মথুরায় দেবকী হইলা।
কংসাসুর-অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা॥
তথাও আমার তুমি আছিলা জননী।
তুমি সেই দেবকী, দেবকী-পুত্র আমি॥
আর আমি দুই জন্ম সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
এইমত তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে॥
অমায়ায় এই সব কহিলাম কথা।
আর তুমি মনে দুঃখ না কর সর্ব্বথা॥"
কহিলেন প্রভু অতি রহস্য-কথন।
শুনিয়া শচীর কিছু স্থির হৈল মন॥
এইমত আছেন ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দ করেন নিরন্তর॥

স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর কখন কি করে।
ঈশ্বরের মর্ম্ম কেহো বুঝিতে না পারে॥
নিরবধি পরানন্দ সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে।
হরিষে থাকেন সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে॥
পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ।
পাসরি রহিলা সবে প্রভুর গমন॥
সর্ব্ব দেবে ভাবেন যে প্রভুরে দেখিতে।
ক্রীড়া করে ভক্তগণ সে প্রভু সহিতে॥
যে দিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে।
নিত্যানন্দ-স্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে॥
"শুন শুন নিত্যানন্দস্বরূপ-গোসাঞি।
এ কথা কহিবা সবে পঞ্চ জন ঠাঞি॥
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥
ইন্দ্রাণি নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশব-ভারতী শুদ্ধ নাম॥
তাঁর স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এই পাঁচ জনে মাত্র করিবা বিদিত॥
আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর মুকুন্দ॥"
এই কথা নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে।
কহিলেন প্রভু ইহা কেহো নাহি জানে॥
পঞ্চ জন স্থানে মাত্র এ সব কথন।
কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন॥
সেই দিন প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।
সর্ব্ব দিন গোঙাইলা সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
পরম আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন।
সন্ধ্যায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন॥
গঙ্গা নমস্করিয়া বসিলা গঙ্গা-তীরে।
ক্ষণেক থাকিয়া পুন আইলেন ঘরে॥

আসিয়া বসিলা গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর।
চতুর্দ্দিকে বসিলেন সব অনুচর॥
সে দিন চলিব প্রভু কেহো নাহি জানে।
কৌতুকে আছেন সবে ঠাকুরের সনে॥
বসিয়া আছেন প্রভু কমল-লোচন।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন॥
যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে।
সবেই চন্দন মালা লই দুই করে॥
হেন আকর্ষণ প্রভু করিলা আপনি।
কেবা কোন্ দিগ হৈতে আইসে না জানি॥
কতেক বা নগরিয়া আইসে দেখিতে।
ব্রহ্মাদিরো শক্তি ইহা নাহিক লিখিতে॥
দণ্ড-পরণাম হঞা পড়ে সর্ব্বজন।
একদৃষ্ট্যে সবেই চাহেন শ্রীচরণ॥
আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু "সবে কৃষ্ণ গাও গিয়া॥
বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহো কিছু না ভাবিহ আন॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকয়ে সবার।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"
এইমত শুভদৃষ্টি করি সবাকারে।
উপদেশ কহি, আজ্ঞা করে যাইবারে॥
এইমত কত যায় কত বা আইসে।
কেহো কারে না চিনে, আনন্দে সব ভাসে॥
পূর্ণ হৈল শ্রীবিগ্রহ চন্দন মালায়।
চন্দ্রে বা কতেক শোভা কহনে না যায়॥
প্রসাদ পাইয়া সবে হরষিত হঞা।
উচ্চ হরিধ্বনি সবে যায়েন করিয়া॥

এক লাউ হাতে করি সুকৃতি শ্রীধর ।
হেনই সময়ে আসি হইলা গোচর ॥
লাউ ভেট দেখি হাসে শ্রীগৌরসুন্দরে ।
কোথায় পাইলা প্রভু জিজ্ঞাসে তাহারে ॥
নিজ-মনে জানে প্রভু কালি চলিবাঙ ।
এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাঙ ॥
শ্রীধরের পদার্থ কি হইব অন্যথা ।
এ লাউ ভোজন আজি করিব সর্ব্বথা ॥
এতেক চিন্তিয়া ভক্ত-বাৎসল্য রাখিতে ।
জননীরে বলিলেন রন্ধন করিতে ॥
হেনই সময়ে আর কোন ভাগ্যবান্ ।
দুগ্ধ ভেট আনিয়া দিলেক বিদ্যমান ॥
হাসিয়া ঠাকুর বলে বড় ভাল ভাল ।
দুগ্ধ লাউ পাক গিয়া করহ সকাল ॥
সন্তোষে চলিলা শচী করিতে রন্ধন ।
হেন ভক্ত-বৎসল শ্রীশচী-নন্দন ॥
এইমতে মহানন্দে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ।
কৌতুকে আছেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ॥
সবারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর ।
ভোজনে বসিলা আসি ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥
ভোজন করিয়া প্রভু মুখ-শুদ্ধি করি ।
চলিলা শয়ন-ঘরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥
যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর ।
নিকটে শুইল হরিদাস গদাধর ॥
আই জানে আজি প্রভু করিব গমন ।
আইর নাহিক নিদ্রা, কান্দে অনুক্ষণ ॥
দণ্ড চারি রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া ।
উঠিলেন চলিবারে সামগ্রী লইয়া ॥
গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি ।
গদাধর বলেন চলিব সঙ্গে আমি ॥

প্রভু বলে আমার নাহিক কারু সঙ্গ ।
এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব্ব রঙ্গ ॥
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন ।
দুয়ারে আসিয়া রহিলেন ততক্ষণ ॥
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর ।
বসিয়া কহেন প্রভু প্রবোধ-উত্তর ॥
"বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন ।
পড়িলাম শুনিলাম তোমার কারণ ॥
আপনার তিলার্দ্ধেকো নাহি কৈলে সুখ ।
আজন্ম আমার তুমি বাঢ়াইলে ভোগ ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার ।
আমি কোটি-কল্পেও নারিব শোধিবার ॥
তোমার সদ্‌গুণ্য সে তাহার প্রতিকার ।
আমি পুন জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার ॥
শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার ।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত ॥
দশ দিন অন্তরে কি এখনে বা আমি ।
চলিবাঙ, কোন চিন্তা না করিহ তুমি ॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার ।
সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার ॥
বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বারবার ।
তোমার সকল ভার আমার আমার ॥"
যত কিছু বলে প্রভু শচী সব শুনে ।
উত্তর না করে কান্দে অঝর-নয়নে ॥
পৃথিবী-স্বরূপা হৈল শচী জগন্মাতা ।
কে বুঝিব কৃষ্ণের অচিন্ত্য-লীলা-কথা ॥
জননীর পদ-ধূলি লই প্রভু শিরে ।
প্রদক্ষিণ করি তাঁরে চলিলা সত্বরে ॥

চলিলেন বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহ হৈতে।
সন্ন্যাস করিয়া সব জীব উদ্ধারিতে॥
শুন শুন আরে ভাই প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে সর্ব্ব বন্ধ হয় নাশ॥
প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা।
জড় হইলেন কিছু নাহি স্ফুরে কথা॥
ভক্ত সব না জানেন এ সব বৃত্তান্ত।
উষাকালে স্নান করি যতেক মহান্ত॥
প্রভু নমস্করিতে আইলা প্রভু-ঘরে।
আসি সবে দেখে আই বাহির-দুয়ারে॥
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
আই কেন রহিয়াছে বাহির-দুয়ার॥
জড়-প্রায় আই কিছু না স্ফুরে উত্তর।
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর॥
ক্ষণেকে বলিলা আই শুন বাপ সব।
বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব॥
এতেকে যে কিছু দ্রব্য আছয়ে তাহান।
তোমরা সভের হয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥
এতেকে তোমরা সবে আপনে মিলিয়া।
যেন ইচ্ছা তেন কর মো যাঙ চলিয়া॥
শুনি মাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন।
ভূমিতে পড়িলা সবে হই অচেতন॥
কি হইল সে বৈষ্ণবগণের বিষাদ।
কান্দিতে লাগিলা সবে করি আর্ত্তনাদ॥
অন্যোন্যে সবেই সবার ধরি গলা।
বিবিধ বিলাপ সবে করিতে লাগিলা॥
কি দারুণ নিশি পোহাইল গোপীনাথ।
বলিয়া কান্দেন সবে শিরে দিয়া হাত॥
না দেখিয়া সে শ্রীমুখ বঞ্চিব কেমনে।
কিবা কার্য্য এ না আর পাপিষ্ঠ জীবনে॥
আচম্বিতে কেনে হেন হৈল বজ্রপাত।
গড়াগড়ি যায় কেহো করে আত্মঘাত॥
সম্বরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন।
হইল ক্রন্দনময় প্রভুর ভবন॥
যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে।
সেই আসি ডুবে মহা-বিরহ-সাগরে॥
কান্দে সব ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া॥
কতক্ষণে ভক্তগণ হই কিছু শান্ত।
শচীদেবী বেঢ়ি সব বসিলা মহান্ত॥
কতক্ষণে সর্ব্ব নবদ্বীপে হৈল ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিতে চলিলেন দ্বিজ-মণি॥
শুনি সর্ব্বলোকের লাগিল চমৎকার।
ধাইয়া আইসে সর্ব্ব লোক নদীয়ার॥
আসি সর্ব্ব লোক দেখে প্রভুর বাড়ীতে।
শূন্য বাড়ী, সবে লাগিয়াছেন কান্দিতে॥
তখনে সে হায় হায় করে সর্ব্বলোক।
পরম নিন্দক পাষণ্ডীও পায় শোক॥
পাপিষ্ঠ আমরা না চিনিল হেন জন।
অনুতাপ ভাবি সবে করেন ক্রন্দন॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়াগণ।
আর না দেখিব বাপ সে চন্দ্র-বদন॥
কেহো বলে চল ঘর-দ্বারে অগ্নি দিয়া।
কাণে পরি কুণ্ডল চলিব যোগী হঞা॥
হেন প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িল যখন।
আরে কেনে আছে আমা সবার জীবন॥
কি স্ত্রী পুরুষ যে শুনিল নদীয়ার।
সবেই বিষাদ বহি না ভাবয়ে আর॥
প্রভু সে জানয়ে যারে তারিব যেমতে।
সর্ব্ব জীব উদ্ধার পাইব হেনমতে॥

নিন্দা দ্বেষ যার যার মনেতে আছিল।
প্রভুর বিরহে সর্ব্ব জীবের খণ্ডিল॥
সর্ব্ব-জীব-নাথ গৌরচন্দ্র জয় জয়।
ভাল রঙ্গে সবে উদ্ধারিলে দয়াময়॥
শুন শুন আরে ভাই প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্ম্ম-বন্ধ যায় নাশ॥
গঙ্গার হইয়া পার শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিনে আইলেন কণ্টক-নগর॥
যারে যারে আজ্ঞা প্রভু পূর্ব্বে করি ছিলা।
তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা॥
শ্রীঅবধূতচন্দ্র গদাধর মুকুন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর ব্রহ্মানন্দ॥
আইলেন প্রভু যথা কেশব-ভারতী।
মত্তসিংহ প্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি॥
অদ্ভুত দেহের জ্যোতি দেখিয়া তাহান।
উঠিলেন কেশব-ভারতী পুণ্যবান্॥
দণ্ডবত-প্রণাম করিয়া প্রভু তানে।
করযোড় করি স্তুতি করেন আপনে॥
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
পতিত-পাবন তুমি মহা-কৃপাময়॥
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমা'ত॥
কৃষ্ণদাস্য বিনু যেন মোর নহে আন।
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ দান॥
প্রেম-জলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে।
হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে॥
গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি ভক্তগণ।
নিজাবেশে মত্ত নাচে শ্রীশচীনন্দন॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক শুনি সেই ক্ষণে।
আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা হনে॥
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম সুন্দর।
একদৃষ্ট্যে পান সবে করেন নির্ভর॥
অকথ্য অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে।
তাহা কি কহিলে হয় অনন্ত-বদনে॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥
সর্ব্ব লোক তিতিল প্রভুর প্রেম-জলে।
স্ত্রী-পুরুষে বাল-বৃদ্ধে 'হরি হরি' বলে॥
ক্ষণে কম্প, ক্ষণে স্বেদ, ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
আছাড় দেখিতে সর্ব্ব লোকে ভয় পায়॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ নিজ-দাস্য-ভাবে।
দন্তে তৃণ করি সবা স্থানে দাস্য মাগে॥
সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সর্ব্ব লোক।
সন্ন্যাস শুনিয়া সবে ভাবে মহা শোক॥
কেমনে ধরিব প্রাণ ইহার জননী।
আজি তানে পোহাইল কি কাল-রজনী॥
কোন্ পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি।
কোন্ বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি॥
আমরা সবের প্রাণ বিদরে দেখিতে।
ভার্য্যা বা জননী প্রাণ রাখিব কেমতে॥
এইমত নারীগণ দুঃখ ভাবি কান্দে।
পড়িলেন সর্ব্ব জীব চৈতন্যের ফান্দে॥
ক্ষণেক সম্বরি নৃত্য বৈসে বিশ্বম্ভর।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে সব অনুচর॥
দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশব-ভারতী।
আনন্দ-সাগরে পূর্ণ হই করে স্তুতি॥
যে ভক্তি তোমার আমি দেখিনু নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে॥
তুমি সে জগত-গুরু জানিনু নিশ্চয়।
তোমার গুরুর যোগ্য কেহো কভু নয়॥

তভু তুমি লোক-শিক্ষা-নিমিত্ত কারণে।
করিবে আমারে গুরু হেন লয় মনে॥
প্রভু বলে মায়া মোরে না কর প্রকাশ।
হেন দীক্ষা দেহ যেন হও কৃষ্ণ-দাস॥
এইমত কৃষ্ণকথা-আনন্দ-প্রসঙ্গে।
বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সবা সঙ্গে॥
পোহাইল নিশা, সর্ব্ব ভুবনের পতি।
আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি॥
বিধি-যোগ্য যত কর্ম্ম সব কর তুমি।
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাম আমি॥
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর-আচার্য্য।
করিতে লাগিলা সর্ব্ব বিধিযোগ্য কার্য্য॥
নানা গ্রাম হৈতে সব নানা উপায়ন।
আসিতে লাগিল অতি অকথ্য-কথন॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মুদ্গ তাম্বূল চন্দন।
পুষ্প যজ্ঞসূত্র বস্ত্র আনে সর্ব্ব জন॥
নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে॥
পরম-আনন্দে সবে করে হরি-ধ্বনি।
ত্রিবিধ লোকের মুখে অন্য নাহি শুনি॥
তবে মহাপ্রভু সর্ব্ব জগতের প্রাণ।
বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান॥
নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখন।
ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখন॥
ক্ষুর দিতে নাপিত সে চাঁচর চিকুরে।
হাত নাহি দেয় সে ক্রন্দন মাত্র করে॥
নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন॥
ভক্তের কি দায়, যত ব্যবহারি-লোক।
তাহারাও কান্দিতে লাগিলা করি শোক॥

কেহো বলে কোন্ বিধি সৃজিল সন্ন্যাস।
এত বলি নারীগণ ছাড়ে মহাশ্বাস॥
অগোচরে থাকি সব কান্দে দেবগণ।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় হইল ক্রন্দন॥
হেন সে কারুণ্য-রস গৌরচন্দ্র করে।
শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণ।
এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্ব্বজন॥
প্রেম-রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র।
স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প॥
'বোল বোল' করি প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর।
গায়েন মুকুন্দ, প্রভু নাচে নিরন্তর॥
বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে।
প্রেমরসে মহাকম্প বহে অশ্রু-ধারে॥
'বোল বোল' করি প্রভু করেন হুঙ্কার।
ক্ষৌরকর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার॥
কথং কথমপি সর্ব্বদিন-অবশেষে।
ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে॥
তবে সর্ব্ব-লোক-নাথ করি গঙ্গা-স্নান।
আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান॥
'সর্ব্ব-শিক্ষাগুরু গৌরচন্দ্র' বেদে বলে।
কেশব-ভারতী-স্থানে তাহা কহে ছলে॥
প্রভু কহে "স্বপ্নে মোরে কোনো মহাজন
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন॥
বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে।"
এই বলি প্রভু তাঁর কর্ণে মন্ত্র কহে॥
ছলে প্রভু কৃপা করি তাঁরে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহা বিস্ময় জন্মিল॥
ভারতী বলেন "এই মহামন্ত্র-বর।
কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর॥"

প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব-ভারতী।
সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি॥
চতুর্দ্দিগে 'হরিনাম' সুমঙ্গল-ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিল বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি॥
পরিলেন অরুণ বসন মনোহর।
তাহাতে হইলা কোটি-কন্দর্প-সুন্দর॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত।
মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত॥
দণ্ড কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল।
নিরবধি নিজ-প্রেম-আনন্দে বিহ্বল॥
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি শোভে শ্রীবদন।
প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল-নয়ন॥
কিবা সে সন্ন্যাসি-রূপ হইল প্রকাশ।
পূর্ণ করি তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস॥
সহস্রনামেতে যে কহিল বেদব্যাস।
কোনো অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস॥
এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ।
এ মর্ম্ম জানয়ে সব বৈষ্ণব-সমাজ॥

তথাহি সহস্রনাম-স্তোত্রে।
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ॥

তবে নাম থুইবারে কেশব-ভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব।
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব॥
এতেকে কোথাও যে নাহিক হেন নাম।
থুইলে সে ইহান আমার পূর্ণ কাম॥
মূলে ভারতীর শিষ্য 'ভারতী' সে হয়।
ইহানে ত তাহা থুইবারে যোগ্য নয়॥
ভাগ্যবান্ ন্যাসিবর এতেক চিন্তিতে।
শুদ্ধা সরস্বতী তান আইলা জিহ্বাতে॥

পাইয়া উচিত নাম কেশব-ভারতী।
প্রভু-বক্ষে হস্ত দিয়া বলে শুদ্ধমতি॥
যত জগতেরে তুমি 'কৃষ্ণ' বোলাইলা।
করাইলা চৈতন্য—কীর্ত্তন প্রকাশিলা॥
এতেকে তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
সর্ব্ব লোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য॥
এত যদি ন্যাসিবর বলিলা বচন।
জয়ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হইল তখন॥
চতুর্দ্দিকে মহা-হরিধ্বনি-কোলাহল।
করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণব সকল॥
ভারতীরে সর্ব্ব ভক্ত করেন প্রণাম।
প্রভুও হইলা তুষ্ট লভিয়া স্বনাম॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম হইল প্রকাশ।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা সব দাস॥
হেন মতে সন্ন্যাস করিলা প্রভু ধন্য।
প্রকাশিল আত্ম-নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'॥
এ সকল কথার অবধি নাহি হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র বেদে কয়॥
সর্ব্বকাল চৈতন্য সকল লীলা করে।
কৃপায় যখন যে দেখায়েন যাহারে॥
আর কত লীলারস হইল সে স্থানে।
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে সব তত্ত্ব জানে॥
তাঁহার আজ্ঞায় আমি কৃপা-অনুরূপে।
কিছুমাত্র সূত্র লিখিলাম এ পুস্তকে॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
বেদে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাসে।
বর্ণিবেন নানামতে অশেষ বিশেষে॥
এইমতে মধ্যখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে হয় চৈতন্যের দাস॥

মধ্যখণ্ডে ঈশ্বরের সন্ন্যাস-করণ।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু।
এই বাঞ্ছা—ইহা যেন না পাসরি কভু॥
হেন দিন হইব চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে ভক্তবৃন্দ॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
মুখেও যে জন বলে 'নিত্যানন্দ-দাস'।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-প্রকাশ॥
চৈতন্যের প্রিয়তম নিত্যানন্দ-রায়।
প্রভু ভৃত্য সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায়॥
জগতের প্রেমদাতা হেন নিত্যানন্দ।
তান হৈয়া যেন ভজোঁ প্রভু গৌরচন্দ্র॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচান্দেরে॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত শক্তি থাকে তত দূর উড়ি যায়॥
এইমত চৈতন্য-কথার অন্ত নাই।
যার যত শক্তি সবে তত তত গাই॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ-
সন্ন্যাস-বর্ণনং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ॥

মধ্যখণ্ড সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাভ্যাং নমঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

অন্ত্যখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে॥
নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

(ইহার অনুবাদ ১পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীকান্ত।
জয় জয় নিত্যানন্দ-বল্লভ একান্ত॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ন্যাসিরাজ।
জয় জয় জয় শ্রীভকত-সমাজ॥
জয় জয় পতিত-পাবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ্ব॥
শেষখণ্ড-কথা ভাই শুন এক-চিত্তে।
নীলাচলে গৌরচন্দ্র আইলা যেমতে॥
করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টক-নগর॥
করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ।
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন॥
'বোল বোল' বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥
শ্বাস হাস স্বেদ কম্প পুলক হুঙ্কার।
না জানি কতেক হয় অনন্ত বিকার॥
কোটি-সিংহ-প্রায় যেন বিশাল গর্জ্জন।
আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্ব্ব জন॥
কোন্ দিগে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িলা।
নিজ-প্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈলা॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হৈয়া॥
পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ-আলিঙ্গন।
ভারতীর প্রেমভক্তি হইল তখন॥
পাক দিয়া দণ্ড কমণ্ডলু দূরে ফেলি।
সুকৃতী ভারতী নাচে 'হরি হরি' বলি॥
বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেম-রসে।
গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে শেষে॥
ভারতীরে কৃপা হৈল প্রভুর দেখিয়া।
সর্ব্ব গণ 'হরি' বলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥
সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য।
দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য॥

চারি বেদে ধ্যানে যারে দেখিতে দুষ্কর।
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসিবর॥
কেশব-ভারতী-পায়ে বহু নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ শিষ্যরূপে যাঁর॥
এইমত সর্ব্ব রাত্রি গুরুর সংহতি।
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি॥
প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
চলিলেন গুরু-স্থানে বিদায় লইয়া॥
"অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥"
গুরু বলে "আমিহ চলিব তোমা সঙ্গে।
থাকিব তোমার সাথে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥"
কৃপা করি প্রভু সঙ্গে লইলেন তানে।
অগ্রে গুরু করিয়া চলিলা প্রভু বনে॥
তবে চন্দ্রশেখর-আচার্য্য কোলে করি।
উচ্চস্বরে কান্দিতে লাগিলা গৌরহরি॥
গৃহে চল তুমি সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
কহিও সবারে আমি চলিলাঙ বনে॥
গৃহে চল তুমি দুঃখ না ভাবিহ মনে।
তোমার হৃদয়ে আমি বন্দী সর্ব্বক্ষণে॥
তুমি মোর পিতা—মুঞি নন্দন তোমার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সংহতি আমার॥
এতেক বলিয়া তানে ঠাকুর চলিলা।
মূর্চ্ছাগত হই চন্দ্রশেখর পড়িলা॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বুঝনে না যায়।
অতএব সে বিরহে প্রাণ রক্ষা পায়॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই শ্রীচন্দ্রশেখর।
নবদ্বীপ প্রতি তিঁহো গেলেন সত্বর॥
তবে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আইলা।
সবা-স্থানে কহিলেন 'প্রভু বনে গেলা'॥

শ্রীচন্দ্রশেখর-মুখে শুনি ভক্তগণ।
আর্ত্তনাদে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
শুনিয়া হইলা মাত্র অদ্বৈত মূর্চ্ছিত।
প্রাণ নাহি দেহে, প্রভু পড়িলা ভূমি'ত॥
শচীদেবী শোকে রহিলেন জড় হৈয়া।
কৃত্রিম পুতলী যেন আছে দাণ্ডাইয়া॥
ভক্ত-পত্নী সব যত পতিব্রতাগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন॥
কোটি মুখ হইলেও সে সব বিলাপ।
বর্ণিতে না পারি সে সবার অনুতাপ॥
অদ্বৈত বলয়ে মোর না রহে জীবন।
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ শুনি সে ক্রন্দন॥
অদ্বৈত বলয়ে আর কি কার্য্য জীবনে।
সে-হেন ঠাকুর মোর ছাড়িল যখনে॥
প্রবিষ্ট হইমু আজি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
দিনে লোকে ধরিবেক, চলিমু নিশায়॥
এইমত বিরহে সকল ভক্তগণ।
সবার হইল বড় চিত্ত উচাটন॥
কোনমতে চিত্তে কেহো স্বাস্থ্য নাহি পায়
দেহ এড়িবারে সবে চাহেন সদায়॥
যদ্যপিও সবেই পরম মহাধীর।
তবু কেহো কাহারে করিতে নারে স্থির॥
ভক্তগণে দেহ-ত্যাগ ভাবিলা নিশ্চয়।
জানি সবা প্রবোধি আকাশবাণী হয়॥
দুঃখ না ভাবিহ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
সবে সুখে কর কৃষ্ণচন্দ্র-আরাধন॥
সেই প্রভু এই দিন দুই চারি ব্যাজে।
আসিয়া মিলিব তোমা সবার সমাজে॥
দেহত্যাগ কেহো কিছু না ভাবিহ মনে।
পূর্ব্ববৎ সবে বিহরিবে প্রভু সনে॥"

শুনিয়া আকাশবাণী সর্ব্ব ভক্তগণ।
দেহত্যাগ প্রতি সবে ছাড়িলেন মন॥
করি অবলম্বন প্রভুর গুণ নাম।
শচী বেঢ়ি ভক্তগণ থাকে অবিরাম॥
তবে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসীর চূড়ামণি।
চলিলা পশ্চিম-মুখে করি হরি-ধ্বনি॥
নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে, অগ্রে কেশব-ভারতী॥
চলিলেন মাত্র প্রভু মত্ত-সিংহ-প্রায়।
লক্ষ কোটি লোক কান্দি পাছে পাছে ধায়
চতুর্দ্দিগে লোক কান্দি বন ভাঙ্গি ধায়।
সবারে করেন প্রভু কৃপা অমায়ায়॥
"সবে গৃহে যাহ, গিয়া লহ কৃষ্ণ-নাম।
সবার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন প্রাণ॥
ব্রহ্মা শিব শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউ তোমা সবার শরীরে॥"
বর শুনি সর্ব্ব লোক কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
পরবশ-প্রায় সবে আইলেন ঘরে॥
রাঢ়ে আসি গৌরচন্দ্র হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য রাঢ়-দেশ॥
রাঢ়দেশ-ভূমি যত দেখিতে সুন্দর।
চতুর্দ্দিগে অশ্বত্থ-মণ্ডলী মনোহর॥
স্বভাব-সুন্দর স্থান শোভে গাভীগণে।
দেখিয়া আবিষ্ট প্রভু হয় সেই ক্ষণে॥
'হরি হরি' বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে বৈকুণ্ঠের রায়।
জগতের লোক যত শুনি মূর্চ্ছা পায়॥
এইমত প্রভু ধন্য করি রাঢ়-দেশ।
সর্ব্ব পথে চলিলেন করি নৃত্যাবেশ॥

প্রভু বলে "বক্রেশ্বর আছেন যে বনে।
তথায়ে যাইমু মুঞি থাকিমু নির্জ্জনে॥
এতেক বলিয়া প্রেমাবেশে চলি যায়।
নিত্যানন্দ আদি সব পাছে পাছে ধায়॥
অদ্ভুত প্রভুর নৃত্য, অদ্ভুত কীর্ত্তন।
শুনি মাত্র ধাইয়া আইসে সর্ব্ব জন॥
যদ্যপিও কোন দেশে নাহি সঙ্কীর্ত্তন।
কেহো নাহি দেখে কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন॥
তথাপি প্রভুর দেখি অদ্ভুত ক্রন্দন।
দণ্ডবত হইয়া পড়য়ে সর্ব্ব-জন॥
তথি মধ্যে কেহো কেহো অত্যন্ত পামর।
তারা বলে এত কেনে কান্দেন বিস্তর॥
সেহো সব জন এবে প্রভুর কৃপায়।
সেই প্রেম স্মঙরিয়া কান্দি গড়ি যায়॥
সকল ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র।
তথাপিও সবে নাহি জানে ভূতবৃন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে বিমুখ যে জন।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী ভূতগণ॥
হেন মতে নৃত্য-রসে বৈকুণ্ঠের নাথ।
নাচিয়া যায়েন সব ভক্তগণ সাথ॥
দিন-অবশেষে প্রভু এক ধন্য গ্রামে।
রহিলেন পুণ্যবন্ত-ব্রাহ্মণ-আশ্রমে॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
চতুর্দ্দিগে বেঢ়িয়া শুইলা ভক্তগণ॥
প্রহর খানেক নিশা থাকিতে ঠাকুর।
সবা ছাড়ি পলাইয়া গেল কত দূর॥
শেষে সবে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ।
না দেখিয়া প্রভু সবে করেন ক্রন্দন॥
সর্ব্ব গ্রাম বিচার করিয়া ভক্তগণ।
প্রান্তর-ভূমিতে তবে করিলা গমন॥

নিজ-প্রেম-রসে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
প্রান্তরে রোদন করে করি উচ্চস্বর॥
'কৃষ্ণ রে প্রভু রে ওরে কৃষ্ণ মোর বাপ'
বলিয়া রোদন করে সর্ব্ব-জীব-নাথ॥
হেন সে ডাকিয়া কান্দে ন্যাসি-চূড়ামণি।
ক্রোশেকের পথ যায় রোদনের ধ্বনি॥
কতদূর থাকিয়া সকল ভক্তগণ।
শুনেন প্রভুর অতি অদ্ভুত রোদন॥
চলিলেন সবে ক্রন্দনের অনুসারে।
দেখিলেন প্রভু সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
প্রভুর ক্রন্দনে কান্দে সর্ব্ব ভক্তগণ।
মুকুন্দ লাগিলা তবে করিতে কীর্ত্তন॥
শুনিয়া কীর্ত্তন প্রভু লাগিলা নাচিতে।
আনন্দে গায়েন সবে বেঢ়ি চারি ভিতে॥
এইমত সর্ব্ব পথে নাচিয়া নাচিয়া।
যায়েন পশ্চিম-মুখে আনন্দিত হৈয়া॥
ক্রোশ চারি সকলে আছেন বক্রেশ্বর।
সেই স্থানে ফিরিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর॥
নাচিয়া যায়েন প্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
পূর্ব্ব-মুখ হইলেন প্রভু নিজ-সুখে॥
পূর্ব্ব-মুখে চলিয়া যায়েন নৃত্য-রসে।
অন্তর-আনন্দে প্রভু অট্ট অট্ট হাসে॥
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু নিজ-কুতূহলে।
বলিলেন আমি চলিলাম নীলাচলে॥
জগন্নাথ-প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
'নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে'॥
এত বলি চলিলেন হই পূর্ব্ব-মুখ।
ভক্ত সব পাইলেন পরানন্দ-সুখ॥
তান ইচ্ছা তিহোঁ সে জানেন সবে মাত্র।
তান অনুগ্রহে জানে তান কৃপাপাত্র॥
কি ইচ্ছায় চলিলেন 'বক্রেশ্বর' প্রতি।
কেনে বা না গেলা, বুঝে কাহার শকতি॥
হেন বুঝি করি প্রভু বক্রেশ্বর-ব্যাজ।
ধন্য করিলেন সর্ব্ব রাঢ়ের সমাজ॥
গঙ্গা-মুখ হইয়া চলিলা গৌরচন্দ্র।
নিরবধি দেহে নিজ-প্রেমের আনন্দ॥
ভক্তিশূন্য সর্ব্ব দেশ, না জানে কীর্ত্তন।
কারো মুখে নাহি কৃষ্ণনাম-উচ্চারণ॥
প্রভু বলে হেন দেশে আইলাম কেনে।
কৃষ্ণ হেন নাম কারো না শুনি বদনে॥
কেনে হেন দেশে মুঞি করিনু পয়ান।
না রাখিব দেহ মুঞি ছাড়োঁ এই প্রাণ॥
হেনই সময়ে ধেনু রাখে শিশুগণ।
তার মধ্যে সুকৃতী আছয়ে এক জন॥
হরি-ধ্বনি করিতে লাগিলা আচম্বিত।
শুনিয়া হইলা প্রভু অতি হরষিত॥
'হরি বোল' বাক্য প্রভু শুনি শিশু-মুখে।
বিচার করিতে লাগিলেন মহাসুখে॥
দিন দুই চারি যত দেখিলাম গ্রাম।
কাহারো মুখেতে না শুনিনু হরিনাম॥
আচম্বিতে শিশু-মুখে শুনি হরি-ধ্বনি।
কি হেতু ইহার সবে কহ দেখি শুনি॥
প্রভু বলে 'গঙ্গা কত দূর এথা হৈতে।
সবে বলিলেন 'এক প্রহরের পথে'॥
প্রভু বলে এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব এথা হরিনামের প্রচার॥
গঙ্গার বাতাস আসিয়া লাগে এথা।
অতএব শুনিলাম হরি-গুণ-গাথা॥
গঙ্গার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে ঠাকুর।
গঙ্গা প্রতি অনুরাগ বাঢ়িল প্রচুর॥

প্রভু বলে আজি আমি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
মজ্জন করিব এত বলি চলি যায়॥
মত্ত-সিংহ-প্রায় চলিলেন গৌর-সিংহ।
পাছে ধাইলেন সব চরণের ভৃঙ্গ॥
গঙ্গা-দরশনাবেশে প্রভুর গমন।
নাগালি না পায় কেহো যত ভক্তগণ॥
সবে এক নিত্যানন্দ-সিংহ করি সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে করি গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা গঙ্গা' বলি বহু করিলা স্তবন॥
পূর্ণ করি করিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃপুন স্তুতি করি করেন প্রণাম॥
"প্রেমরস-স্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥
সকৃত তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণুভক্তি হয়, কি পুন ভক্ষণ॥
তোমার সে প্রসাদে 'শ্রীকৃষ্ণ' হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন॥
কীট পক্ষী কুক্কুর শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়॥
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের উপমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বহি নাহি আর॥"
এইমত স্তুতি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
শুনিয়া জাহ্নবী-দেবী লজ্জিত-অন্তর॥
যে প্রভুর পাদপদ্মে বসতি গঙ্গার।
সে প্রভু করয়ে স্তুতি—হেন অবতার॥
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের গঙ্গা প্রতি স্তুতি।
তার হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি মতি॥

নিত্যানন্দ-সংহতি সে নিশা সেই গ্রামে।
আছিলেন কোন পুণ্যবন্তের আশ্রমে॥
তবে আর দিনে কতক্ষণে ভক্তগণ।
আসিয়া পাইলা সবে প্রভুর দর্শন॥
তবে প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ করি সঙ্গে।
নীলাচল প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে॥
প্রভু বলে "শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
শ্রীবাসাদি করি যত সব ভক্তগণ।
সবার করহ গিয়া দুঃখ-বিমোচন॥
এই কথা গিয়া তুমি কহিও সবারে।
আমি যাব নীলাচলচন্দ্র দেখিবারে॥
সবার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে।
রহিবাঙ শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের ঘরে॥
তা সবা লইয়া তুমি আসিবা সত্বর।
আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া-নগর॥"
নিত্যানন্দে পাঠাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া-নগর॥
প্রভুর আজ্ঞায় মহামত্ত নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে চলিলেন পরম-আনন্দ॥
প্রেমরসে মহামত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়॥
মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
বিধি-নিষেধের পার বিহার সকল॥
ক্ষণেকে কদম্ব-বৃক্ষে করি আরোহণ।
বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ মোহন॥
ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায়।
বৎস-প্রায় হৈয়া গাভীর দুগ্ধ খায়॥
আপনা-আপনি সর্ব্ব পথে নৃত্য করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবি আনন্দ-সাগরে॥

কখনো বা পথে বসি করেন রোদন।
হৃদয় বিদরে তাহা করিতে শ্রবণ॥
কখনো হাসেন অতি মহা-অট্টহাস।
কখনো বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগবাস॥
কখনো বা স্বানুভাবে অনন্ত-আবেশে।
সর্প-প্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে॥
অনন্তের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতর।
ভাসিয়া যায়েন অতি দেখি মনোহর॥
অচিন্ত্য অগম্য নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সীমা॥
এইমত গঙ্গা মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া।
নবদ্বীপে প্রভুর ঘাটে উঠিলা আসিয়া॥
আপনা সম্বরি নিত্যানন্দ-মহাশয়।
প্রথমে উঠিলা আসি প্রভুর আলয়॥
আসিয়া দেখয়ে আই দ্বাদশ উপাস।
সবে কৃষ্ণ-ভক্তি-বলে দেহে আছে শ্বাস॥
যশোদার ভাবে আই পরম বিহ্বল।
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম-জল॥
যারে দেখে আই তাহারেই বার্ত্তা কহে।
"মথুরার লোক কি তোমরা সব হয়ে॥
কহ কহ রাম-কৃষ্ণ আছয়ে কেমনে।"
বলিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা তখনে॥
ক্ষণে বলে আই "ওই শুনি বেণু বাজে।
অক্রূর আইলা কিবা পুন গোষ্ঠ মাঝে॥"
এইমত আই কৃষ্ণ-বিরহ-সাগরে।
ডুবিয়া আছেন বাহ্য নাহিক শরীরে॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু হেনই সময়।
আইর চরণে আসি দণ্ডবত হয়॥
নিত্যানন্দ দেখি সব ভাগবতগণ।
উচ্চস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
'বাপ বাপ' বলি আই হইলা মূর্চ্ছিত।
না জানিয়ে কেবা কান্দি পড়ে কোন্ ভিত॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু সবা করি কোলে।
সিঞ্চিলেন সবার শরীর প্রেম-জলে॥
শুভ বাণী নিত্যানন্দ কহেন সবারে।
"সত্বরে চলহ সবে প্রভু দেখিবারে॥
শান্তিপুর গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘরে।
আমি আইলাম তোমা সবারে নিবারে॥"
চৈতন্য-বিরহে জীর্ণ সর্ব্ব ভক্তগণ।
পূর্ণ হৈলা শুনি নিত্যানন্দের বচন॥
সভেই হইলা অতি আনন্দে বিহ্বল।
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণ-কোলাহল॥
যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস হইতে আইর উপবাস॥
দ্বাদশ উপাস তান—নাহিক ভোজন।
চৈতন্য-প্রভাবে মাত্র আছয়ে জীবন॥
দেখি নিত্যানন্দ বড় দুঃখিত-অন্তর।
আইরে প্রবোধি কহে মধুর উত্তর॥
"কৃষ্ণের রহস্য কোন্ না জান বা তুমি।
তোমারে বা কিবা কহিবারে জানি আমি॥
তিলার্দ্ধেকো চিত্তে নাহি করিহ বিষাদ।
বেদেও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ॥
বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু তোমার পুত্র—সবার জীবন॥
হেন প্রভু বুকে হাত দিয়া আপনার।
আপনে সকল ভার লইল তোমার॥
'ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
মোর দায়'—প্রভু বলিয়াছে বার বার॥
ভাল হয় যেমতে প্রভু সে সব জানে।
সুখে থাক তুমি দেহ সমর্পিয়া তানে॥

শীঘ্র গিয়া কর মাতা কৃষ্ণের রন্ধন।
আনন্দিত হউক সকল ভক্তগণ॥
তোমার হস্তের অন্নে সবাকার আশ।
তোমার উপাসে সে কৃষ্ণের উপবাস॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মোহার একান্ত তাহা খাইবারে মন॥”
তবে আই শুনি নিত্যানন্দের বচন।
পাসরি বিরহ গেলা করিতে রন্ধন॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি আই পুণ্যবতী।
অগ্রে দিলা নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রতি॥
তবে আই সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে অগ্রে দিয়া।
করিলেন ভোজন সবারে সন্তোষিয়া॥
পরম আনন্দ হইলেন ভক্তগণ।
দ্বাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন॥
তবে সর্ব্ব ভক্তগণ নিত্যানন্দ সঙ্গে।
প্রভু দেখিবারে সজ্জ করিলেন রঙ্গে॥
এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপ-বাসী।
শুনিলেন ‘গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী’॥
শুনিয়া অদ্ভুত নাম ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’।
সর্ব্ব লোক ‘হরি’ বলি বলে ‘ধন্য ধন্য’॥
ফুলিয়া-নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া।
দেখিতে চলিলা সব লোক হর্ষ হৈয়া॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু কি পুরুষ নারী।
আনন্দে চলিলা সবে বলি হরি হরি॥
পূর্ব্বে যে পাষণ্ডী সব করিলা নিন্দন।
তারাও সপরিবারে করিলা গমন॥
“গূঢ়রূপে নবদ্বীপে লভিলেন জন্ম।
না বুঝিয়া নিন্দা করিলাম তান ধর্ম্ম॥
এবে লই গিয়া তান চরণে শরণ।
তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন॥”

এইমত বলি লোক মহানন্দে ধায়।
হেন নাহি জানি লোক কত পথে যায়॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥
কেহো বান্ধে ভেলা কেহো ঘট বুকে করে।
কেহো বা কলার গাছ ধরিয়া সাঁতারে॥
কত বা হইল লোক নাহি সমুচ্চয়।
যে যেমতে পারে সেই মতে পার হয়॥
গর্ভবতী নারী চলে ঘন শ্বাস বয়।
চৈতন্যের নাম করি সেহ পার হয়॥
অন্ধ খোঁড়া লোক সব চলে সাথে সাথে।
চৈতন্যের নামেতে প্রশস্ত পথ দেখে॥
সহস্র সহস্র লোক এক নায়ে চড়ে।
কতদূর গিয়া মাত্র নৌকা ডুবি পড়ে॥
তথাপিহ চিত্তে কেহো বিষাদ না করে।
ভাসে সর্ব্ব লোক, হরি বলে উচ্চস্বরে॥
হেন সে আনন্দ জন্মিয়াছয়ে অন্তরে।
সর্ব্ব লোক ভাসে মহা-আনন্দ-সাগরে॥
যে না জানে সাঁতারিতে সেহো ভাসে সুখে।
ঈশ্বর-প্রভাবে কূল পায় বিনা দুখে॥
কত দিগে লোক পার হয় নাহি জানি।
সবে মাত্র চতুর্দ্দিগে শুনি হরিধ্বনি॥
এইমত আনন্দে চলিলা সব লোক।
পাসরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা গৃহধর্ম্ম শোক॥
আইলা সকল লোক ফুলিয়া-নগরে।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া ‘হরি’ বলে উচ্চস্বরে॥
শুনিয়া অপূর্ব্ব অতি উচ্চ হরি-ধ্বনি।
বাহির হইলা সর্ব্ব-ন্যাসি-চূড়ামণি॥
কি অপূর্ব্ব শোভা সে কহিল কিছু নয়।
কোটি চন্দ্র যেন আসি করিল উদয়॥

সর্ব্বদা শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে'।
বলিতে আনন্দ-ধারা নিরবধি ঝরে॥
চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব লোক দণ্ডবত হয়।
কে কার উপরে পড়ে নাহি সমুচ্চয়॥
কণ্টক-ভূমিতে লোক নাহি করে ভয়।
আনন্দিত সর্ব্ব লোক দণ্ডবত হয়॥
সর্ব্ব লোক 'ত্রাহি ত্রাহি' বলে হাত তুলি।
এমত করয়ে গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক একত্র হইল।
কি প্রান্তর কিবা গ্রাম সকল পূরিল॥
নানা গ্রাম হৈতে লোক লাগিল আসিতে।
কেহো নাহি যায় ঘর সে মুখ দেখিতে॥
হইতে লাগিল বড় লোকের গহন।
গৌরাঙ্গ-পূর্ণিত-মন হৈল সর্ব্ব জন॥
দেখি গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর।
সর্ব্ব লোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর॥
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টি করিয়া সবারে।
চলিলেন শান্তিপুর—আচার্য্যের ঘরে॥
সম্ভ্রমে অদ্বৈত দেখি নিজ-প্রাণনাথ।
পাদপদ্মে পড়িলেন হই দণ্ডবত॥
আর্ত্তনাদে লাগিলেন ক্রন্দন করিতে।
না ছাড়েন পাদপদ্ম দুই বাহু হৈতে॥
শ্রীচরণ অভিষেক করি প্রেম-জলে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন পদতলে॥
দুই হস্তে তুলি প্রভু লইলেন কোলে।
আচার্য্য ভাসিলা ঠাকুরের প্রেম-জলে॥
স্থির হই ঠাকুর বসিলা কতক্ষণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে॥
দিগম্বর শিশু-রূপ অদ্বৈত-তনয়।
নাম শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহাজ্যোতির্ম্ময়॥
পরম সর্ব্বজ্ঞ তিঁহো অকথ্য-প্রভাব।
যোগ্য অদ্বৈতের পুত্র সেই মহাভাগ॥
ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ হাসিতে হাসিতে।
জানিয়া আইলা প্রভু-চরণ দেখিতে॥
আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র-পদতলে।
ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে॥
প্রভু বলে "অচ্যুত! আচার্য্য মোর পিতা।
সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই ভ্রাতা॥"
অচ্যুত বলেন "তুমি দৈবে জীব-সখা।
সবে কে তোমার বাপ তার নাহি লেখা॥"
হাসে প্রভু ভক্তগণ অচ্যুত-বচনে।
বিস্ময় সবার বড় উপজিল মনে॥
এ সকল কথা ত শিশুর কভু নয়।
না জানি জন্মিয়াছেন কোন্ মহাশয়॥
হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত নিত্যানন্দ।
আইলা নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর।
লাগিলেন হরিধ্বনি করিতে প্রচুর॥
দণ্ডবত হইয়া সকল ভক্তগণ।
ক্রন্দন করেন সবে ধরি শ্রীচরণ॥
সবারে করিলা প্রভু আলিঙ্গন-দান।
সবেই প্রভুর নিজ-প্রাণের সমান॥
আর্ত্তনাদে ক্রন্দন করয়ে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হয় সকল ভুবন॥
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে কান্দে যে সুকৃতী জন।
সে ধ্বনি-শ্রবণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন॥
চৈতন্য-প্রসাদে ব্যক্ত হৈল হেন ধন।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ প্রেম ভুঞ্জে যে তে জন॥
ভক্তগণ দেখি প্রভু পরম-হরিষে।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু নিজ-প্রেমরসে॥

সম্বরে গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ।
'বোল বোল' বলি প্রভু গর্জ্জে ঘনে-ঘন॥
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলী॥
অশ্রু কম্প পুলক হুঙ্কার অট্টহাস।
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গ-ভঙ্গীর প্রকাশ॥
কিবা সে মধুর পদ-চালন-ভঙ্গিমা।
কিবা সে শ্রীহস্ত-চালনাদির মহিমা॥
কি কহিব সে বা প্রেম-রসের মাধুরী।
আনন্দে তুলিয়া বাহু বলে 'হরি হরি'॥
রসময় নৃত্য অতি অদ্ভুত কথন।
দেখিয়া পরমানন্দে ডুবে ভক্তগণ॥
হারাইয়াছিলা প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ।
হেন প্রভু পুনর্ব্বার দিলা দরশন॥
আনন্দে নাহিক বাহ্য কাহারো শরীরে।
প্রভু বেঢ়ি সবেই উল্লাসে নৃত্য করে॥
কেবা কার গায়ে পড়ে কে কাহারে ধরে।
কেবা কার চরণ ধরিয়া বক্ষে করে॥
কারে কেবা ধরি কান্দে কেবা কিবা বলে।
কেহো কিছু না জানে প্রেমের কুতূহলে॥
সপার্ষদে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
এমত অপূর্ব্ব হয় পৃথিবী-ভিতর॥
"হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই।"
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই॥
কি আনন্দ হইল সে অদ্বৈত-ভবনে।
সে মর্ম্ম জানেন সবে সহস্র-বদনে॥
আপনে ঠাকুর সবা ধরি জনে জনে।
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে করে প্রেম-আলিঙ্গনে॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
বিশেষ আনন্দে মত্ত হয় ভক্তগণ॥

'হরি' বলি সর্ব্ব গণে করে সিংহনাদ।
পুনঃপুন বাঢ়ে আরো সবার উন্মাদ॥
সাঙ্গোপাঙ্গে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের পতি।
পদ-ভরে টলমল করে বসুমতী॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উদ্দাম।
চৈতন্য বেঢ়িয়া নাচে মহাজ্যোতির্ধাম॥
আনন্দে অদ্বৈত নাচে করিয়া হুঙ্কার।
সবেই চরণ ধরে যে পায় যাহার॥
নবদ্বীপে যেন হৈল আনন্দ-প্রকাশ।
সেই মত নৃত্য গীত সকল বিলাস॥
কতক্ষণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
স্বানুভাবে বৈসে বিষ্ণু-খট্টার উপর॥
যোড়হস্তে সবে রহিলেন চারিভিতে।
প্রভু লাগিলেন নিজ-তত্ত্ব প্রকাশিতে॥
"মুঞি কৃষ্ণ, মুঞি রাম, মুঞি নারায়ণ।
মুঞি মৎস্য, মুঞি কূর্ম্ম, বরাহ, বামন॥
মুঞি পৃশ্নিগর্ভ, হয়গ্রীব, মহেশ্বর।
মুঞি বৌদ্ধ, কল্কি, হংস, মুঞি হলধর॥
মুঞি নীলাচলচন্দ্র, কপিল, নৃসিংহ।
দৃশ্যাদৃশ্য সব মোর চরণের ভৃঙ্গ॥
মোহার সে গুণগ্রাম বলে সর্ব্ব বেদে।
মোহারে সে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি সেবে॥
মুঞি সর্ব্ব-কালরূপী ভক্তজন বিনে।
সকল আপদ খণ্ডে মোহার স্মরণে॥
দ্রৌপদীরে লজ্জা হৈতে মুঞি উদ্ধারিনু।
জউ-গৃহে মুঞি পঞ্চ পাণ্ডবে রক্ষিনু॥
বৃকাসুর বধি মুঞি রাখিনু শঙ্কর।
মুঞি উদ্ধারিনু মোর গজেন্দ্র কিঙ্কর॥
মুঞি সে করিনু প্রহ্লাদেরে বিমোচন।
মুঞি সে করিনু গোপবৃন্দের রক্ষণ॥

মুঞি সে করিনু পূর্ব্ব অমৃত-মন্থন।
বঞ্চিয়া অসুর, রক্ষা কৈনু দেবগণ॥
মুঞি সে বধিনু মোর ভক্তদ্রোহী কংস।
মুঞি সে করিনু দুষ্ট রাবণ নির্ব্বংশ॥
মুঞি সে ধরিনু বাম-হাতে গোবর্দ্ধন।
মুঞি সে করিনু কালি-নাগের দমন॥
মুঞি করোঁ সত্যযুগে তপস্যা-প্রচার।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ লাগি মোর অবতার॥
এই আমি অবতীর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা-ধর্ম্ম শিখাইনু সকল লোকেরে॥
কত মোর অবতার বেদেও না জানে।
সম্প্রতি আইনু মুঞি কীর্ত্তন-কারণে॥
কীর্ত্তন-আরম্ভে প্রেমভক্তির বিলাস।
অতএব কলিযুগে আমার প্রকাশ॥
সর্ব্ব বেদে পুরাণে আশ্রয় মোরে চায়।
ভক্তের আশ্রমে মুঞি থাকোঁ সর্ব্বদায়॥
ভক্ত বহি আমায় দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র-বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ স্বভাব আমার॥
তোমরা সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার।
তোমা সবা লাগি মোর সব অবতার॥
তিলার্দ্ধেকো আমি তোমা সবারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি, সবে সত্য জান ইহা॥"
এইমত প্রভু তত্ত্ব কহে করুণায়।
শুনি সব ভক্তগণ কান্দে উর্দ্ধরায়॥
পুনঃপুন সবে দণ্ড-প্রণাম করিয়া।
উঠেন পড়েন কাকু করেন কান্দিয়া॥
হেন সে আনন্দ হৈল অদ্বৈতের ঘরে।
যে রস হইল পূর্ব্বে নদীয়া-নগরে॥

পূর্ণ-মনোরথ হইলেন ভক্তগণ।
যতেক পূর্ব্বের দুঃখ হইল খণ্ডন॥
প্রভু সে জানেন ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে।
হেন প্রভু দুঃখী জীব না ভজে কেমতে॥
করুণা-সাগর গৌরচন্দ্র মহাশয়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু, গুণমাত্র লয়॥
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া মহাধীর।
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু হইলেন স্থির॥
ভক্ত সব লই প্রভু গঙ্গাস্নানে গেলা।
বহুবিধ জাহ্নবীতে ক্রীড়ন করিলা॥
সবার সহিত আইলেন করি স্নান।
তুলসীরে প্রদক্ষিণ করি জল-দান॥
বিষ্ণু-গৃহে প্রদক্ষিণ নমস্কার করি।
সবা ল'য়ে ভোজনে বসিলা গৌরহরি॥
মধ্যে বসিলেন প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ বসিলেন রঙ্গে॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন প্রভুর প্রসন্ন বদন।
ভোজন করেন চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ॥
বৃন্দাবন মধ্যে যেন গোপগণ সঙ্গে।
রাম-কৃষ্ণ ভোজন করেন যেন রঙ্গে॥
সেই সব কথা প্রভু সবারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥
কার শক্তি আছে ইহা সব বর্ণিবারে।
তাঁহার কৃপায় যেই বোলায় যাহারে॥
ভোজন করিয়া প্রভু চলিলেন মাত্র।
ভক্তগণে লুট করিলেন শেষ-পাত্র॥
ভব্য ভব্য বৃদ্ধ সব হৈলা শিশুমতি।
এইমত হয় বিষ্ণু-ভক্তির শকতি॥
যে সুকৃতী জনে শুনে এ সব আখ্যান।
তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান্॥

পুন প্রভু-সঙ্গে ভক্তগণ-দরশন।
পুনর্ব্বার ঐশ্বর্য্য-আবেশে সঙ্কীর্ত্তন॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রভু-সংহতি ভোজন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে
পুনর্মিলন-বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় সর্ব্ব-প্রাণ।
জয় দুষ্ট-ভয়ঙ্কর জয় শিষ্ট-ত্রাণ॥
জয় শেষ-রমা-অজ-ভবের ঈশ্বর।
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু ন্যাসিবর॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
কৃপা কর প্রভু! যেন তোঁহে মন রয়॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
করিলা অশেষ রঙ্গ অদ্বৈতের ঘরে॥
বহুবিধ আপন-রহস্য-কথা-রঙ্গে।
সুখে গোঙাইলা রাত্রি ভক্তগণ সঙ্গে॥
পোহাইল নিশা প্রভু করি নিজ-কৃত্য।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে বেঢ়ি সব ভৃত্য॥
প্রভু বলে "আমি চলিলাঙ নীলাচলে।
কিছু দুঃখ না ভাবিহ তোমরা সকলে॥
নীলাচলচন্দ্র দেখি আমি পুনর্ব্বার।
আসিয়া হইব সঙ্গ তোমা সবাকার॥
সবে গিয়া সুখে গৃহে করহ কীর্ত্তন।
জন্ম জন্ম তুমি সব আমার জীবন॥"
ভক্তগণে বলে "প্রভু যে তোমার ইচ্ছা।
কার শক্তি তাহা করিবারে পারে মিছা॥
তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্যে এ রাজ্যে কেহো পথ নাহি বয়॥
দুই রাজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহাদস্যু স্থানে স্থানে—পরম প্রমাদ॥
যাবত উৎপাত নাহি উপশম হয়।
তাবত বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয়॥"
প্রভু বলে "যে সে কেনে উৎপাত না হয়।
অবশ্য চলিব মুঞি কহিনু নিশ্চয়॥"
বুঝিলেন অদ্বৈত প্রভুর চিত্ত-বৃত্ত।
চলিবেন নীলাচলে, নহিলা নিবৃত্ত॥
যোড়হস্তে সত্য কথা লাগিলা কহিতে।
"কে পারে তোমার পথ নিরোধ করিতে॥
সর্ব্ব বিঘ্ন কিঙ্করের কিঙ্কর তোমার।
তোমারে করিতে বিঘ্ন শক্তি আছে কার॥
যখনে করিয়া আছ চিত্ত নীলাচলে।
তখনে চলিবা প্রভু মহা-কুতূহলে॥"
শুনিয়া অদ্বৈত-বাক্য প্রভু সুখী হৈলা।
পরম সন্তোষে 'হরি' বলিতে লাগিলা॥
সেই ক্ষণে মহাপ্রভু মত্ত-সিংহ-গতি।
চলিলেন শুভ করি নীলাচল প্রতি॥
ধাইয়া চলিলা পাছে সর্ব্ব ভক্তগণ।
কেহো নাহি পারে সম্বরিবারে ক্রন্দন॥
কত দূরে গিয়া প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সবা প্রবোধেন বলি মধুর উত্তর॥
চিত্তে কেহো কোনো কিছু না ভাবিহ ব্যথা
তোমা সবা আমি নাহি ছাড়িব সর্ব্বথা॥

'কৃষ্ণনাম' সবে লহ বসি গিয়া ঘরে।
আমিহ আসিব দিন কতক ভিতরে॥
এত বলি মহাপ্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে ধরি আলিঙ্গন করে॥
প্রভুর নয়ন-জলে সর্ব্ব ভক্তগণ।
সিঞ্চিত হইয়া অঙ্গ করেন ক্রন্দন॥
এইমত নানারূপে সবা প্রবোধিয়া।
চলিলেন প্রভু দক্ষিণাভিমুখ হৈয়া॥
কান্দিতে কান্দিতে সব প্রিয় ভক্তগণ।
উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ॥
যেন গোপীগণ কৃষ্ণ মথুরা চলিলে।
ডুবিলেন মহাশোক-সমুদ্রের জলে॥
যেরূপে রহিল তাঁহা সবার জীবন।
সেইমত বিরহে রহিলা ভক্তগণ॥
দৈবে সেই প্রভু, ভক্তগণো সেই সব।
উপমাও সেই সেই, সেই অনুভব॥
জীবন মরণ কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয়॥
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা বহি আর কেহো করিতে না পারে॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
চলিয়া যায়েন প্রভু নিজ-কুতূহলে॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ॥
পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সবা প্রতি।
"কি সম্বল আছে বল কাহার সংহতি॥
কেবা কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল।
নিষ্কপটে মোর স্থানে কহ ত সকল॥"
সবে বলে "প্রভু! বিনা তোমার আজ্ঞায়।
কারো দ্রব্য লৈতে বা শক্তি আছে কা'য়॥"
শুনিয়া ঠাকুর বড় সন্তোষ হইলা।
শেষে সেই লক্ষ্যে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা॥
প্রভু বলে "কাহারো যে কিছু না লইলা।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা॥
ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে দিনে লিখন।
অরণ্যেতে আসি মিলে অবশ্য তখন॥
প্রভু যারে যে দিবস না লিখে আহার।
রাজপুত্র হউ তবু উপবাস তার॥
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা বিনে।
অকস্মাৎ কন্দল করয়ে কারো সনে॥
ক্রোধ করি বলে মুঞি না খাইব ভাত।
দিব্য করিলেক নিজ-শিরে দিয়া হাত॥
অথবা সকল দ্রব্য হৈল বিদ্যমান।
আচম্বিতে জ্বর দেহে হৈল অধিষ্ঠান॥
জ্বর-বেদনায় কোথা থাকিল ভক্ষণ।
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র।
ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে, মিলিব সর্ব্বত্র॥"
আপনে ঈশ্বর সর্ব্ব জনেরে শিখায়।
ইহাতে বিশ্বাস যার, সেই সুখ পায়॥
যে তে মতে কেনে কোটি যত্ন নাহি করে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সে ফল ধরে॥
হেন মতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি আঠিসারা-নগরেতে॥
সেই আঠিসারা গ্রামে মহা ভাগ্যবান্।
আছেন পরম সাধু—শ্রীঅনন্ত নাম॥
রহিলেন আসি প্রভু তাঁহার আলয়ে।
কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য-সমুচ্চয়ে॥
অনন্ত-পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর॥

বৈকুণ্ঠের পতি আসি অতিথি হইলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জা করিতে লাগিলা॥
সর্ব্ব গণ সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীরে ভিক্ষা-ধর্ম্ম করাইলা শিক্ষা॥
সর্ব্ব রাত্রি কৃষ্ণ-কথা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত-পণ্ডিত-গৃহে রঙ্গে॥
শুভদৃষ্টি অনন্ত-পণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি 'হরি হরি'॥
দেখি সর্ব্ব-তাপ-হর শ্রীচন্দ্র-বদন।
'হরি' বলি সর্ব্বলোকে ডাকে অনুক্ষণ॥
যোগেন্দ্র-হৃদয়ে অতি দুর্ল্লভ চরণ।
হেন প্রভু চলি যায় দেখে সর্ব্বজন॥
এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহা-কুতূহলে॥
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্ব লোকে করি সুখী॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গ-ঘাট' করি বলে সর্ব্বজনে॥
অম্বুলিঙ্গ শঙ্কর হইলা যে নিমিত্ত।
সেই কথা কহি শুন হঞা এক-চিত্ত॥
পূর্ব্বে ভগীরথ করি গঙ্গা-আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন বংশ-উদ্ধার-কারণ॥
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া।
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা স্মঙরিয়া॥
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল হইলা অতি গঙ্গা-অনুরাগে॥
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িলা।
জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা॥
জগন্মাতা জাহ্নবীও দেখিয়া শঙ্কর।
পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর॥

শিব সে জানেন গঙ্গা-ভক্তির মহিমা।
গঙ্গাও জানেন শিব-ভক্তির যে সীমা॥
গঙ্গাজল স্পর্শি শিব হৈলা জলময়।
গঙ্গাও পাইয়া শিব করিলা বিনয়॥
জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গ-ঘাট' করি ঘোষে সর্ব্বজনে॥
গঙ্গা-শিব-প্রভাবে সে ছত্রভোগ গ্রাম।
হইল পরম ধন্য মহাতীর্থ নাম॥
তথি মধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর।
পাইয়া চৈতন্যচন্দ্র-চরণ-বিহার॥
ছত্রভোগ গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গ-ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে॥
দেখিয়া হইল প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
'হরি' বলি হুঙ্কার করেন কোলাহল॥
আছাড় খায়েন নিত্যানন্দ কোলে করি।
সর্ব্ব গণে 'জয়' দিয়া বলে 'হরি হরি'॥
আনন্দ-আবেশে প্রভু সর্ব্ব গণ লৈয়া।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হৈয়া॥
অনেক কৌতুকে প্রভু করিলেন স্নান।
বেদব্যাস তাহা সব লিখিব পুরাণ॥
স্নান করি মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে।
যেই বস্ত্র পরে সেই তিতে প্রেমজলে॥
পৃথিবীতে রহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে হাসে ভক্তগণ।
হেন মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের ক্রন্দন॥
সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খান।
যদ্যপি বিষয়ী তবু মহা-ভাগ্যবান্॥
অন্যথা প্রভুর সঙ্গে দেখা তান কেনে।
দৈবগতি আসিয়া মিলিলা সেই স্থানে॥

দেখিয়া প্রভুর তেজ ভয় হৈল মনে।
দোলা হৈতে সত্বরে নামিলা সেইক্ষণে॥
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পদতলে।
প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ-জলে॥
'হাহা জগন্নাথ প্রভু' বলে ঘনে-ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন॥
দেখিয়া প্রভুর আর্ত্তি রামচন্দ্র খান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ॥
'কোন্ মতে এ আর্ত্তির হয় সম্বরণ'।
কান্দে, আর এইমত চিন্তে মনে-মন॥
ত্রিভুবনে হেন আছে দেখি সে ক্রন্দন।
বিদীর্ণ না হয় কাষ্ঠ পাষাণের মন॥
কিছু স্থির হই বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র খানেরে 'কে তুমি'॥
সম্ভ্রমে করিয়া দণ্ডবত করযোড়।
বলে 'প্রভু! দাস-অনুদাস মুঞি তোর'॥
তবে শেষে সর্ব্ব লোক লাগিলা কহিতে।
'এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাজ্যেতে'॥
প্রভু বলে "তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে আমি যাই কেমতে সকাল॥"
বহয়ে আনন্দ-ধারা কহিতে কহিতে।
নীলাচল-চন্দ্র বলি পড়িলা ভূমিতে॥
রামচন্দ্র খান বলে "শুন মহাশয়।
যে আজ্ঞা তোমার সেই কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥
সবে প্রভু! হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহো পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে 'জাশু' বলি লয় প্রাণে॥
কোন্ দিগ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাঙ প্রভু! শুন মন দিয়া॥
মুঞি সে নস্কর এথা—সব মোর ভার।
নাগালি পাইলে, আগে সংশয় আমার॥
তথাপিহ যে তে কেনে প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিব নিশ্চয়॥
যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
তবে আজি ভিক্ষা এথা কর সর্ব্ব জনে॥
জাতি প্রাণ ধন কেনে আমার না যায়।
রাত্রে আজি তোমা পাঠাইব সর্ব্বথায়॥"
শুনিয়া হইল সুখী বৈকুণ্ঠের নাথ।
হাসি তানে করিলেন শুভ-দৃষ্টিপাত॥
দৃষ্টিমাত্র তাঁর সর্ব্ব বন্ধ ক্ষয় করি।
ব্রাহ্মণ-আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি॥
ব্রাহ্মণ-মন্দিরে হৈল পরম মঙ্গল।
প্রত্যক্ষ পাইল সর্ব্ব সুকৃতির ফল॥
নানা যত্নে দৃঢ়-ভক্তিযোগ-চিত্ত হৈয়া।
প্রভুর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া॥
নামে সে ঠাকুর মাত্র করেন ভোজন।
নিজাবেশে অবকাশ নাহি একক্ষণ॥
ভিক্ষা করে প্রভু প্রিয়বর্গ-সন্তোষার্থ।
নিরবধি প্রভুর ভোজন 'পরমার্থ'॥
বিশেষে চলিলা যে অবধি জগন্নাথে।
নামে সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে॥
নিরবধি জগন্নাথ প্রতি আর্ত্তি করি।
আইসেন সব পথ আপনা পাসরি॥
কারে বলি রাত্র দিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল কিবা স্থল কিবা পারাপার॥
কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি ভক্তিরসে।
প্রিয়বর্গ রাখে নিরবধি রহি পাশে॥
যে আবেশ মহাপ্রভু করেন প্রকাশ।
তাহা কে কহিতে পারে বিনা বেদব্যাস॥

ঈশ্বরের চরিত্র বুঝিতে শক্তি কার।
কখন কিরূপে কৃষ্ণ করেন বিহার॥
কারে বা করেন আর্ত্তি, কান্দেন বা কারে।
এ মর্ম্ম জানিতে নিত্যানন্দ শক্তি ধরে॥
নিজ-ভক্তি-রসে ডুবি বৈকুণ্ঠের রায়।
আপনা না জানে প্রভু আপন-লীলায়॥
আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে।
আপনে করিয়া আর্ত্তি লওয়ায়েন জনে॥
যদি কৃপা-দৃষ্টি না করেন জীব প্রতি।
তবে কার আছে তানে জানিতে শকতি॥
নিত্যানন্দ আদি সব প্রিয়বর্গ লৈয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥
কিছু মাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি।
উঠিলেন হুঙ্কার করিয়া গৌরহরি॥
আবিষ্ট হইলা প্রভু করি আচমন।
'কত দূর জগন্নাথ' বলে ঘনে-ঘন॥
মুকুন্দ লাগিলা মাত্র কীর্ত্তন করিতে।
আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে॥
পুণ্যবন্ত যত যত ছত্রভোগ-বাসী।
সবে দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-বিলাসী॥
অশ্রু কম্প হুঙ্কার পুলক স্তম্ভ ঘর্ম্ম।
কত হয় কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম॥
কিবা সে অদ্ভুত নয়নের প্রেমধার।
ভাদ্র মাসে যে-হেন গঙ্গার অবতার॥
পাক দিয়া নৃত্যেতে নয়নে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥
ইহারে সে কহি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্যচন্দ্র বহি নাহি আর॥
এইমতে গেলা রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥

সকল লোকের চিত্তে যেন ক্ষণপ্রায়।
সবার নিস্তার হৈল চৈতন্য-কৃপায়॥
হেনই সময়ে কহে রামচন্দ্র খান।
নৌকা আসি ঘাটে প্রভু হৈল বিদ্যমান॥
তৎক্ষণে 'হরি' বলি শ্রীগৌরসুন্দর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু নৌকার উপর॥
শুভ দৃষ্ট্যে লোকেরে বিদায় দিয়া ঘরে।
চলিলেন প্রভু নীলাচল—নিজ-পুরে॥
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়।
কীর্ত্তন করেন, প্রভু নৌকায় বিজয়॥
অবুধ নাবিক বলে "হইল সংশয়।
বুঝিলাম আজি আর প্রাণ নাহি রয়॥
কূলে উঠিলে সে বাঘে লইয়া পলায়।
জলে পড়িলে সে বোল কুম্ভীরেই খায়॥
নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে॥
এতেকে যাবত উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবত নীরব হও সকল গোসাঞি॥"
সঙ্কোচ হইল সবে নাবিকের বোলে।
প্রভু সে ভাসেন নিরবধি প্রেম-জলে॥
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
সবারে বলেন "কেনে ভয় কর কার॥
এই না সম্মুখে সুদর্শন-চক্র ফিরে।
বৈষ্ণব জনের নিরবধি বিঘ্ন হরে॥
কিছু চিন্তা নাহি, কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
তোরা কি না দেখ হের ফিরে সুদর্শন॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব ভক্তগণ।
আনন্দে লাগিল সবে করিতে কীর্ত্তন॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু কহেন সবারে।
"নিরবধি সুদর্শন ভক্ত রক্ষা করে॥

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন-অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি মরে॥
বিষ্ণু-চক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে ভক্ত-জনেরে লঙ্ঘিতে॥"
এইমত শ্রীগৌরসুন্দর-গোপ্যকথা।
তান কৃপা যারে সেই বুঝয়ে সর্ব্বথা॥
হেন মতে মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-রসে।
প্রবেশ হইলা আসি শ্রীউৎকল-দেশে॥
উত্তরিলা গিয়া নৌকা শ্রীপ্রয়াগ-ঘাটে।
নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে॥
প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র ওড্রদেশে।
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেম-রসে॥
আনন্দে ঠাকুর ওড্রদেশ হই পার।
সর্ব্ব গণ সহিত হইলা নমস্কার॥
সেই স্থানে আছে তার 'গঙ্গাঘাট' নাম।
তঁহি গৌরচন্দ্র প্রভু করিলেন স্নান॥
যুধিষ্ঠির-স্থাপিত মহেশ তথি আছে।
স্নান করি তাঁরে নমস্করিলেন পাছে॥
ওড্রদেশে প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র।
গণ সহ হইলেন পরম-আনন্দ॥
এক দেবস্থানেতে থুইয়া সবাকারে।
আপনে চলিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥
যার ঘরে গিয়া প্রভু উপসন্ন হয়।
সে বিগ্রহ দেখিতে কাহার মোহ নয়॥
আঁচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সবেই তণ্ডুল আনি দেয়েন সত্বর॥
ভক্ষ্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যার ঘরে।
সন্তোষে সবেই আনি দেয়েন প্রভুরে॥
'জগতের অন্নপূর্ণা' যে লক্ষ্মীর নাম।
সে লক্ষ্মী মাগয়ে যাঁর পাদপদ্মে স্থান॥
হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে।
ন্যাসিরূপে ভিক্ষা-ছলে জীব ধন্য করে॥
ভিক্ষা করি প্রভু হই হরষিত-মন।
আইলেন যথা বসি আছে ভক্তগণ॥
ভিক্ষা দ্রব্য দেখি সবে লাগিলা হাসিতে।
সবেই বলেন 'প্রভু! পারিবা পোষিতে'॥
সন্তোষে জগদানন্দ করিলা রন্ধন।
সবার সংহতি প্রভু করিলা ভোজন॥
সর্ব্ব রাত্রি সেই গ্রামে করি সঙ্কীর্ত্তন।
উষাকালে মহাপ্রভু করিলা গমন॥
কতদূর গেলে মাত্র দানী দুরাচার।
রাখিলেক, দান চাহে, না দেয় যাইবার॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ পাইল বিস্ময়।
জিজ্ঞাসিল 'কতেক তোমার লোক হয়'॥
প্রভু কহে "জগতে আমার কেহো নয়।
আমিহ কাহারো নহি, কহিল নিশ্চয়॥
এক আমি, দুই নহি, সকল আমার"।
কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার॥
দানী বলে গোসাঞি করহ শুভ তুমি।
এ সবার দান পাইলে ছাড়ি দিব আমি॥
শুভ করিলেন প্রভু 'গোবিন্দ' বলিয়া।
কতদূর সবা ছাড়ি বসিলেন গিয়া॥
সবা পরিহরি প্রভু করিলা গমন।
হরিষ-বিষাদ হইলেন ভক্তগণ॥
দেখিয়া প্রভুর অতি নিরপেক্ষ খেলা।
অন্যোন্যে সর্ব্ব গণে হাসিতে লাগিলা॥
পাছে প্রভু সবা ছাড়ি করেন গমন।
এতেকে বিষাদ আসি ধরিলেক মন॥
নিত্যানন্দ সবা প্রবোধেন 'চিন্তা নাই।
আমা সবা ছাড়িয়া না যাবেন গোসাঞি॥'

দানী বলে তোমরা ত সন্ন্যাসীব নহ।
এতেকে আমারে যে উচিত দান দেহ॥
কতদূরে প্রভু সব পার্ষদ ছাড়িয়া।
হেঁটমাথা করি মাত্র কান্দেন বসিয়া॥
কাষ্ঠ পাষাণাদি দ্রবে শুনি সে ক্রন্দন।
অদ্ভুত দেখিয়া দানী ভাবে মনে-মন॥
দানী বলে "এ পুরুষ নর কভু নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে॥"
সবারে জিজ্ঞাসে দানী প্রণতি করিয়া।
"কে তোমরা, কার লোক, কহ ত ভাঙ্গিয়া॥"
সবে বলিলেন "অই 'ঠাকুর' সবার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম শুনিয়াছ যাঁর॥
সবেই উঁহার ভৃত্য আমরা সকল।"
কহিতে সবার আঁখি বহি পড়ে জল॥
দেখিয়া সবার প্রেম মুগ্ধ হৈলা দানী।
দানীর নয়ন দুই বহি পড়ে পানী॥
আস্তে-ব্যস্তে দানী গিয়া প্রভুর চরণে।
দণ্ডবত হই বলে বিনয়-বচনে॥
কোটি কোটি জন্মে যত আছিল মঙ্গল।
তোমা দেখি আজি পূর্ণ হইল সকল॥
অপরাধ ক্ষমা কর করুণা-সাগর।
চল নীলাচল গিয়া দেখহ সত্বর॥
দানী প্রতি করি প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত।
'হরি' বলি চলিলেন সর্ব্ব-জীব-নাথ॥
সবার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
বিনা পাপী বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥
অসুর দ্রবিল চৈতন্যের গুণ-নামে।
অত্যন্ত দুষ্কৃতী পাপী সেই নাহি মানে॥
হেনমতে নীলাচলে বৈকুণ্ঠের নাথ।
আইসেন সবারে করিয়া দৃষ্টিপাত॥
নিজ-প্রেমানন্দে প্রভু পথ নাহি জানে।
অহর্নিশ সুবিহ্বল প্রেমরস-পানে॥
এইমতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে।
কত দিনে উত্তরিলা সুবর্ণরেখাতে॥
সুবর্ণরেখার জল পরম নির্ম্মল।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব সকল॥
স্নান করি স্বর্ণরেখা নদী ধন্য করি।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি॥
রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দ-চন্দ্র।
সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ॥
কতদূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের অপেক্ষা করিয়া॥
চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
বিহ্বলের প্রায় ব্যবসায় সর্ব্বথায়॥
কখনো হুঙ্কার করে, কখনো রোদন।
ক্ষণে মহা অট্টহাস্য, ক্ষণে বা গর্জ্জন॥
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।
ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে ধূলা মাখেন অপার॥
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেম-রসে।
চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্ব্ব লোক বাসে॥
আপনা-আপনি নৃত্য করেন কখনে।
টলমল করয়ে পৃথিবী ততক্ষণে॥
এ সকল কথা তানে কিছু চিত্র নয়।
অবতীর্ণ আপনে 'অনন্ত' মহাশয়॥
নিত্যানন্দ-কৃপায় এ সব শক্তি হয়।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁহার হৃদয়॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপে থুইয়া এক স্থানে।
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা-অন্বেষণে॥
ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে।
দণ্ড থুই নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে কহে॥

"ঠাকুরের দণ্ডে মন দিও সাবধানে।
ভিক্ষা করি আমিহ আসিব এইক্ষণে॥"
আস্তে-ব্যস্তে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি করে।
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল-অন্তরে॥
দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ-রায়।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়॥
"অহে দণ্ড! আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এ ত যুক্ত নহে॥"
এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন ঈশ্বর সে জানে।
কেন ভাঙ্গিলেন দণ্ড জানিব কেমনে॥
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর।
নিত্যানন্দেরেও জানে শ্রীগৌরসুন্দর॥
আগে যেন দুই ভাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দোঁহার অন্তর দোঁহে জানে অনুক্ষণ॥
এক বস্তু দুই ভাগ, ভক্তি বুঝাইতে।
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে॥
বলরাম বিনা অন্য চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড॥
সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌরসুন্দরে।
যে জানয়ে মর্ম্ম, সেই জন সুখে তরে॥
দণ্ড ভাঙ্গি নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া।
ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া॥
ভগ্ন দণ্ড দেখি মহা হইলা বিস্মিত।
অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত॥
বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন 'দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে'।
নিত্যানন্দ বলে "দণ্ড ধরিলেক যে॥
আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে।
তাঁর দণ্ড ভাঙ্গিতে কি পারে অন্য জনে॥"
শুনি বিপ্র আর না করিলা প্রত্যুত্তর।
ভাঙ্গা দণ্ড লই মাত্র চলিলা সত্বর॥
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
ভাঙ্গা দণ্ড ফেলি দিল প্রভুর গোচর॥
প্রভু বলে "কহ দণ্ড ভাঙ্গিলে কেমনে।
পথে নাকি কন্দল করিলা কারো সনে॥
কহিলা জগদানন্দ-পণ্ডিত সকল।
ভাঙ্গিলেক নিত্যানন্দ দণ্ড সুবিহ্বল॥"
নিত্যানন্দ প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি।
"কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি॥"
নিত্যানন্দ বলে "ভাঙ্গিয়াছি বাঁশ-খান।
না পার ক্ষমিতে কর যে শাস্তি প্রমাণ॥"
প্রভু বলে "যঁহি সর্ব্ব-দেব-অধিষ্ঠান।
সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ-খান॥"
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা।
মনে করে এক, মুখে পাতে আর খেলা॥
এতেকে যে 'বুঝি' বলে 'কৃষ্ণের হৃদয়'।
সেই সে অবোধ ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
মারিবেন যারে হেন আছয়ে অন্তরে।
তাহারেও দেখি যেন মহা-প্রীতি করে॥
প্রাণ সম অধিক যে সব ভক্তগণ।
তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ-মন॥
এইমত অচিন্ত্য অগম্য লীলা মাত্র।
তান অনুগ্রহে বুঝে তান কৃপা-পাত্র॥
দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি।
ক্রোধে লাগিলেন ব্যঞ্জিবারে গৌরহরি॥
প্রভু বলে "সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহা আজ কৃষ্ণের প্রসাদে হৈল ভঙ্গ॥
এতেকে আমার সঙ্গে কারো সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল, কিবা আমি যাই॥

দ্বিরুক্তি করিতে আজ্ঞা শক্তি আছে কার।
সবেই হইলা যেন চিন্তিত অপার॥
মুকুন্দ বলেন তবে তুমি চল আগে।
আমরা সবের কিছু কৃত্য আছে পাছে॥
'ভাল' বলি চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
মত্ত-সিংহ-প্রায় গতি লখিতে দুষ্কর॥
মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর-গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বর-দেব-স্থানে॥
জলেশ্বর পূজিতে আছেন বিপ্রগণ।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ মাল্য বিভূষণ॥
বহুবিধ বাদ্য উঠিয়াছে কোলাহল।
চতুর্দ্দিগে নৃত্য গীত পরম মঙ্গল॥
দেখি প্রভু ক্রোধ পাসরিলেন সন্তোষে।
সেই বাদ্যে প্রভু মিশাইলা প্রেমরসে॥
নিজ-প্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হৈয়া॥
শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।
এতেকে শঙ্কর-প্রিয় সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ॥
না মানে চৈতন্য-পথ বোলায় 'বৈষ্ণব'।
শিবেরে অমান্য করে—ব্যর্থ তার সব॥
করিতে আছেন নৃত্য জগত-জীবন।
পর্ব্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জ্জন॥
দেখি শিব-দাস সব হইলা বিস্মিত।
সবেই বলেন 'শিব হইলা বিদিত'॥
আনন্দে অধিক সবে করে গীত বাদ্য।
প্রভুও নাচেন, তিলার্দ্ধেকো নাহি বাহ্য॥
কতক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা॥
প্রিয়গণ দেখি প্রভু অধিক আনন্দে।
নাচিতে লাগিলা, বেঢ়ি গায় ভক্তবৃন্দে॥

সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কার।
নয়নে বহয়ে সুরধুনী-শত-ধার॥
এবে সে শিবের পুর হইল সফল।
যঁহি নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর॥
কতক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া।
স্থির হইলেন তবে প্রিয় গোষ্ঠী লৈয়া॥
সবা প্রতি করিলেন প্রেম-আলিঙ্গন।
সবে হৈলা নির্ভয় পরমানন্দ-মন॥
নিত্যানন্দ দেখি প্রভু লইলেন কোলে।
বলিতে লাগিলা তাঁরে কিছু কুতূহলে॥
"কোথা তুমি আমারে করিবা সম্বরণ।
যেমতে আমার রহে সন্ন্যাস-গ্রহণ॥
আরো আমা পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর তবে মোর মাথা খাও॥
যেন কর তুমি আমা তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি সবা স্থানে কই॥"
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
"নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান॥
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দঢ়॥
নিত্যানন্দ-স্থানে যার হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি, তার প্রেমভক্তি-বাধ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥"
আত্ম-স্তুতি শুনি নিত্যানন্দ-মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়॥
পরম-আনন্দ হইলেন ভক্তগণ।
হেন লীলা করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
এইমতে জলেশ্বরে সে রাত্রি রহিয়া।
উষাকালে চলিলা সকল ভক্ত লৈয়া॥

বাঁশধায় পথে এক শাক্ত ন্যাসি-বেশ।
আসিয়া প্রভুরে পথে করিল আদেশ॥
'শাক্ত' হেন প্রভু জানিলেন নিজ-মনে।
সম্ভাষিতে লাগিলেন মধুর-বচনে॥
প্রভু বলে "কহ কহ কোথা তুমি সব।
চিরদিনে আমি সবে দেখিল বান্ধব॥"
প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইলা।
আপনার তত্ত্ব যত কহিতে লাগিলা॥
যত যত শাক্ত বৈসে যত যত দেশে।
সব কহে একে একে, শুনি প্রভু হাসে॥
শাক্ত বলে "চল ঝাট মঠেতে আমার।
সবেই 'আনন্দ' আজি করিব অপার॥"
পাপী শাক্ত মদিরারে বলয়ে 'আনন্দ'।
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ॥
প্রভু বলে আসি আমি 'আনন্দ' করিতে।
আগে গিয়া তুমি সজ্জ করহ ত্বরিতে॥
শুনিয়া চলিলা শাক্ত হই হরষিত।
এইমত ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥
'পতিত-পাবন কৃষ্ণ' সর্ব্ব বেদে কহে।
অতএব শাক্ত সনে প্রভু কথা কহে॥
লোকে বলে "এ শাক্তের হইল উদ্ধার।
এ শাক্ত-পরশে অন্য শাক্তের নিস্তার॥"
এইমত শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।
নানামতে করিলেন সর্ব্ব-জীব-ত্রাণ॥
হেনমতে শাক্তের সহিত রস করি।
আইলা রেমুণা গ্রামে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
রেমুণায় দেখি নিজ-মূর্ত্তি গোপীনাথ।
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্তবর্গ সাথ॥
আপনার প্রেমে প্রভু পাসরি আপনা।
রোদন করেন অতি করিয়া করুণা॥
সে করুণা শুনিতে পাষাণ কাষ্ঠ দ্রবে।
এবে না দ্রবিলা ধর্ম্মধ্বজিগণ সবে॥
কতদিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন যাজপুর—ব্রাহ্মণ-নগর॥
যঁহি আদি-বরাহের অদ্ভুত প্রকাশ।
যাঁর দরশনে হয় সর্ব্ব-বন্ধ-নাশ॥
মহাতীর্থ—বহে যথা নদী বৈতরণী।
যাঁর দরশনে পাপ পলায় আপনি॥
জন্তু মাত্র যে নদীর হইলেই পার।
দেবগণে দেখে চতুর্ভুজের আকার॥
নাভিগয়া—বিরজা-দেবীর যথা স্থান।
যথা হৈতে ক্ষেত্র দশ-যোজন-প্রমাণ॥
যাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান।
লক্ষ লক্ষ বৎসরেও লৈতে নারি নাম॥
দেবালয় নাহি হেন নাহি তথা স্থান।
কেবল দেবের বাস যাজপুর-গ্রাম॥
প্রথমে দশাশ্বমেধ-ঘাটে ন্যাসিমণি।
স্নান করিলেন ভক্ত-সংহতি আপনি॥
তবে প্রভু গেলা আদিবরাহ-সম্ভাষে।
বিস্তর করিলা নৃত্য-গীত প্রেমরসে॥
বড় সুখী হৈলা প্রভু দেখি যাজপুর।
পুনঃপুন বাঢ়ে আনন্দাবেশ প্রচুর॥
কে জানে কি ইচ্ছা তান ধরিলেক মনে।
সবা ছাড়ি একা পলাইলেন আপনে॥
প্রভু না দেখিয়া সবে হইলা বিকল।
দেবালয়ে চাহি চাহি বুলেন সকল॥
না পাইয়া কোথাও প্রভুর অন্বেষণ।
পরম চিন্তিত হইলেন ভক্তগণ॥
নিত্যানন্দ বলে "সবে স্থির কর চিত্ত।
জানিলাম প্রভু গিয়াছেন যে নিমিত্ত॥

নিভৃতে ঠাকুর সব যাজপুর গ্রাম।
দেখিবেন যত দেবালয় পুণ্য-স্থান॥
আমরাও সবে ভিক্ষা করি এই ঠাঁই ;
আজি থাকি, কালি প্রভু পাইব এথাই॥"
সেইমত করিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
ভিক্ষা করি আনি সবে করিলা ভোজন॥
প্রভুও বুলিয়া সব যাজপুর-গ্রাম।
দেখিয়া যতেক যাজপুর-পুণ্যস্থান॥
সর্ব্ব ভক্তগণ যথা আছেন বসিয়া।
আর দিনে সেই স্থানে মিলিলা আসিয়া॥
আস্তে-ব্যস্তে ভক্তগণ 'হরি হরি' বলি।
উঠিলেন সবেই হইয়া কুতূহলী॥
সবা লই প্রভু যাজপুর ধন্য করি।
চলিলেন 'হরি' বলি গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
হেনমতে মহানন্দে শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন কতদিনে কটক-নগর॥
ভাগ্যবতী-মহানদী-জলে করি স্নান।
আইলেন প্রভু সাক্ষিগোপালের স্থান॥
দেখি সাক্ষিগোপালের লাবণ্য মোহন।
আনন্দে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন॥
'প্রভু' বলি নমস্কার করেন স্তবন।
অদ্ভুত করেন প্রেম-আনন্দ-ক্রন্দন॥
যার মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ।
সেই প্রভু—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম॥
তথাপিও নিরবধি করে দাস্যলীলা।
অবতার হৈলে হয় এইমত খেলা॥
তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্তকাশী—বাস যথা করেন শঙ্কর॥
সর্ব্ব-তীর্থ-জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।
'বিন্দু-সরোবর' শিব সৃজিলা আপনি॥

'শিবপ্রিয় সরোবর' জানি শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি বিশেষে করিলা অতি ধন্য॥
দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর।
চতুর্দ্দিগে শিব-ধ্বনি করে অনুচর॥
চতুর্দ্দিগে সারি সারি ঘৃত-দীপ জ্বলে।
নিরবধি অভিষেক হইতেছে জলে॥
নিজ-প্রিয়-শঙ্করের দেখিয়া বিভব।
তুষ্ট হইলেন প্রভু সকল বৈষ্ণব॥
যে চরণ-রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নৃত্য করে শিব-বিদ্যমানে॥
নৃত্য গীত শিব-অগ্রে করিয়া আনন্দ।
সে রাত্রি রহিলা সেই গ্রামে গৌরচন্দ্র॥
সেই স্থান শিব পাইলেন যেন মতে।
সেই কথা কহি স্কন্দপুরাণের মতে॥
কাশী মধ্যে পূর্ব্বে শিব পার্ব্বতী সহিতে।
আছিলা অনেক কাল পরম নিভৃতে॥
তবে গৌরী সহ শিব গেলা ত কৈলাস।
নররাজগণে কাশী করয়ে বিলাস॥
তবে কাশীরাজ নামে হৈলা এক রাজা।
কাশী-পুর ভোগ করে করি শিব-পূজা॥
দৈবে আসি কাল-পাশ লাগিল তাহারে।
উগ্র তপে শিব পূজে কৃষ্ণ জিনিবারে॥
প্রত্যক্ষ হইলা শিব তপের প্রভাবে।
'বর মাগ' বলেন, সে রাজা বর মাগে॥
"এক বর মাগোঁ প্রভু! তোমার চরণে।
যেন মুঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পারোঁ রণে॥"
ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ।
কে বুঝে কিরূপে কারে করেন প্রসাদ॥
তারে বলিলেন "রাজা চল যুদ্ধে তুমি।
তোর পাছে সর্ব্ব গণ সহ আছি আমি॥

তোরে জিনিবেক হেন কার শক্তি আছে।
পাশুপত-অস্ত্র লই মুঞি তোর পাছে॥"
পাইয়া শিবের বর সেই মূঢ়মতি।
চলিলা হরিষে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি॥
শিব চলিলেন তার পাছে সর্ব্ব গণে।
তার পক্ষ হই যুদ্ধ করিবার মনে॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী দেবকীনন্দন।
সকল বৃত্তান্ত জানিলেন সেইক্ষণ॥
জানিয়া বৃত্তান্ত নিজ-চক্র সুদর্শন।
এড়িলেন মহাপ্রভু সবার দলন॥
কারো অব্যাহতি নাই সুদর্শন-স্থানে।
কাশীরাজ-মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে॥
শেষে তার সম্বন্ধে সকল বারাণসী।
পোড়াইয়া সকল করিল ভস্মরাশি॥
বারাণসী-দাহ দেখি ক্রুদ্ধ মহেশ্বর।
পাশুপত-অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর॥
পাশুপত-অস্ত্র কি করিব চক্র-স্থানে।
চক্র-তেজ দেখি পলাইল সেইক্ষণে॥
শেষে মহেশ্বর প্রতি যায়েন ধাইয়া।
চক্র-ভয়ে শঙ্কর যায়েন পলাইয়া॥
চক্র-তেজে ব্যাপিলেক সকল ভুবন।
পলাইতে দিগ না পায়েন ত্রিলোচন॥
পূর্ব্বে যেন চক্র-তেজে দুর্ব্বাসা পীড়িত।
শিবেরো হইল এবে সেই সব রীত॥
শেষে শিব বলিলেন সুদর্শন-স্থানে।
রক্ষা করিবেক হেন নাহি কৃষ্ণ বিনে॥
এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্র ত্রিলোচন।
ভয়ে ত্রস্ত হই গেলা গোবিন্দ-শরণ॥
"জয় জয় মহাপ্রভু দেবকীনন্দন।
জয় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব জীবের শরণ॥
জয় জয় সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি সর্ব্বদাতা।
জয় জয় স্রষ্টা হর্ত্তা সবার রক্ষিতা॥
জয় জয় অদোষ-দরশী কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় সন্তপ্ত জনের এক-বন্ধু॥
জয় জয় অপরাধ-ভঞ্জন-শরণ।
দোষ ক্ষম প্রভু তোর লইনু শরণ॥"
শুনি শঙ্করের স্তব সর্ব্ব-জীব-নাথ।
চক্র-তেজ নিবারিয়া হইলা সাক্ষাত॥
চতুর্দ্দিগে শোভা করে গোপগোপীগণ।
কিছু ক্রোধ-হাস্য-মুখে বলেন বচন॥
"কেনে শিব তুমি ত জানহ মোর শুদ্ধি।
এত কালে তোমার এমত কেনে বুদ্ধি॥
কোন্ কীট কাশীরাজ অধম নৃপতি।
তার লাগি যুদ্ধ কর আমার সংহতি॥
এই যে দেখহ মোর চক্র-সুদর্শন।
তোমারেও না সহে যাহার পরাক্রম॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র পাশুপত-অস্ত্র আদি যত।
পরম অব্যর্থ মহা-অস্ত্র আর কত॥
সুদর্শন-স্থানে কারো নাহি প্রতিকার।
যার অস্ত্র তারে চাহে করিতে সংহার॥
হেন ত না দেখি আমি পৃথিবী-ভিতর।
তোমা বই যে আমারে করে অনাদর॥"
শুনিয়া প্রভুর কিছু সক্রোধ উত্তর।
অন্তরে কম্পিত বড় হইলা শঙ্কর॥
তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ।
করিতে লাগিলা শিব আত্ম-নিবেদন॥
"তোমার অধীন প্রভু! সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
পবনে চালায় যেন সূক্ষ্ম তৃণগণ।
এইমত অস্বতন্ত্র সকল ভুবন॥

যে করাও প্রভু! তুমি সেই জীব করে।
হেন কেবা আছে যে তোমার মায়া তরে
বিশেষে দিয়াছ প্রভু মোরে অহঙ্কার।
আপনারে বড় বই নাহি দেখোঁ আর॥
তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি।
কি করিব প্রভু! মুঞি অস্বতন্ত্র-মতি॥
তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন।
অরণ্যে থাকিব চিন্তি তোমার চরণ॥
তথাপিহ মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার।
মুঞি কি করিব প্রভু! যে ইচ্ছা তোমার
তথাপিহ প্রভু মুঞি কৈনু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥
এমত কুবুদ্ধি মোর যেন আর নহে।
এই বর দেহ প্রভু হইয়া সদয়ে॥
যেন অপরাধ কৈনু করি অহঙ্কার।
হইল তাহার শাস্তি শেষ নাহি আর॥
এবে আজ্ঞা কর প্রভু থাকিব কোথায়।
তোমা বই আর বা বলিব কার পায়॥"
শুনি শঙ্করের বাক্য ঈষত হাসিয়া।
বলিতে লাগিলা প্রভু কৃপাযুক্ত হৈয়া॥
"শুন শিব তোমারে দিলাম দিব্য স্থান।
সর্ব্ব গোষ্ঠী সহ তথা করহ পয়ান॥
একাম্রক-বন নাম স্থান মনোহর।
তথায় হইবা তুমি কোটি-লিঙ্গেশ্বর॥
সেহো বারাণসী-প্রায় সুরম্য নগরী।
সেই স্থানে আমার পরম গোপ্য পুরী॥
সেই স্থান শিব আজ কহি তোমা স্থানে।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহো নাহি জানে॥
সিন্ধুতীরে বটমূলে নীলাচল নাম।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম অতি রম্য স্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে।
'মরণ মঙ্গল' করি কহিয়ে সে স্থানে॥
নিদ্রায়ে যে স্থানে সমাধির ফল হয়।
শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয়॥
প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথা-মাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥
নিজ-নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম॥
সে স্থানে নাহিক যমদণ্ড-অধিকার।
আমি করি ভাল মন্দ বিচার সবার॥
হেন সে আমার পুরী, তাহার উত্তরে।
তোমারে দিলাম স্থান রহিবার তরে॥
ভক্তি-মুক্তি-প্রদ সেই স্থান মনোহর।
তথায় বিখ্যাত হৈবা 'শ্রীভুবনেশ্বর'॥"
শুনিয়া অদ্ভুত-পুরী-মহিমা শঙ্কর।
পুন শ্রীচরণ ধরি করিলা উত্তর॥
"শুন প্রাণনাথ মোর এক নিবেদন।
মুঞি সে পরম অহঙ্কৃত সর্ব্বক্ষণ॥
এতেকে তোমারে ছাড়ি আমি অন্য স্থানে।
থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে॥
তোমার নিকটে থাকি সবে মোর মন।
দুষ্ট-সঙ্গ-দোষে ভাল নহিব কখন॥

এতেকে আমারে যদি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান।
তবে প্রভু ক্ষেত্রে মোরে দেহ এক স্থান॥
ক্ষেত্রের মহিমা শুনি শ্রীমুখে তোমার।
বড় ইচ্ছা হৈল তথা থাকিতে আমার॥
নিকৃষ্ট হইয়া প্রভু! সেবিব তোমারে।
তথায় তিলেক স্থান দেহ প্রভু! মোরে॥
ক্ষেত্র-বাস প্রতি মোর বড় লয় মন।"
এত বলি মহেশ্বর করেন ক্রন্দন॥
শিব-বাক্যে তুষ্ট হই শ্রীচন্দ্রবদন।
বলিতে লাগিলা তাঁরে করি আলিঙ্গন॥
"শুন শিব! তুমি মোর নিজ-দেহ-সম।
যে তোমার প্রিয়, সে মোহার প্রিয়তম॥
যথা তুমি, তথা আমি, ইথে নাহি আন।
সর্ব্ব-ক্ষেত্রে তোমারে দিলাম আমি স্থান॥
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বথা আমার।
সর্ব্ব-ক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার॥
একাম্রক-বন যে তোমারে দিল আমি।
তাহাতেও পরিপূর্ণ-রূপে থাক তুমি॥
সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয় স্থান।
মোর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্ব্বক্ষণ॥
যে আমার ভক্ত হই তোমা অনাদরে।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে॥
হেন মতে শিব পাইলেন সেই স্থান।
অদ্যাপিও বিখ্যাত 'ভুবনেশ্বর' নাম॥
শিব-প্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে॥
যত কিছু কৃষ্ণ কহিয়াছেন পুরাণে।
এবে তাহা দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে॥
'শিব রাম গোবিন্দ' বলিয়া গৌররায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়॥

আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিব-পূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ॥
শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে।
নিজ-দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে॥
সেই শিব-গ্রামে প্রভু ভক্তবৃন্দ সঙ্গে।
শিবলিঙ্গ দেখি দেখি ভ্রমিলেন রঙ্গে॥
পরম নিভৃত এক দেখি শিব-স্থান।
সুখী হৈল শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্॥
সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়।
সব দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়॥
এইমতে সর্ব্ব পথে সন্তোষে আসিতে।
উত্তরিলা আসি প্রভু কমল-পুরেতে॥
দেউলের ধ্বজ মাত্র দেখিলেন দূরে।
প্রবেশিলা প্রভু নিজ-আনন্দ-সাগরে॥
অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।
বিশাল গর্জ্জন কম্প সর্ব্ব-দেহ তাঁর॥
প্রাসাদের দিকে মাত্র চাহিতে চাহিতে।
চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে॥
শ্রীমুখের অর্দ্ধ শ্লোক শুন সাবধানে।
যে লীলা করিলা গৌরচন্দ্র ভগবানে॥

তথাহি।

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
মামালোক্য স্মিত-সুবদনো বালগোপাল-মূর্ত্তিঃ।

যাঁহার মুখারবিন্দ ঈষৎ হাস্যযুক্ত, দেখ দেখ সেই বালগোপাল-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখিয়া মৃদু মধুর হাস্য করিতে করিতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করতঃ প্রাসাদের উপরিভাগে ঐ আমার সম্মুখেই অবস্থান করিতেছেন।

প্রভু বলে দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।
হাসেন আমারে দেখি শ্রীবালগোপালে॥

এই শ্লোক পুনঃপুন পড়িয়া পড়িয়া।
আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়া॥
সে দিনের যে আছাড় যে আর্ত্তি ক্রন্দন।
অনন্তের জিহ্বায় সে হয়েন বর্ণন॥
চক্র প্রতি দৃষ্টি মাত্র করেন সকলে।
সেই শ্লোক পঢ়িয়া পড়েন ভূমিতলে॥
এইমত দণ্ডবত হইতে হইতে।
সর্ব্ব পথ আইলেন প্রেম প্রকাশিতে॥
ইহারে সে বলি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্য বহি অন্যে নাহি আর॥
পথে যত দেখয়ে সুকৃতি নরগণ।
তারা বলে এই ত সাক্ষাত নারায়ণ॥
চতুর্দ্দিগে বেড়াইয়া আইসে ভক্তগণ।
আনন্দ-ধারায় পূর্ণ সবার নয়ন॥
সবে চারি দণ্ডের পথ প্রেমের আবেশে।
প্রহর তিনেতে আসি হইলা প্রবেশে॥
আইলেন মাত্র প্রভু আঠার-নালায়।
সর্ব্ব ভাব সম্বরণ কৈলা গৌর-রায়॥
স্থির হই বসিলেন প্রভু সবা লৈয়া।
সবারে বলেন অতি বিনয় করিয়া॥
তোমরা ত আমার করিলা বন্ধু-কাজ।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ-মহারাজ॥
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি বা যাইব আগে, তাহা বল মোরে॥
মুকুন্দ বলেন তবে তুমি আগে যাও।
'ভাল' বলি চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
মত্তসিংহ-গতি জিনি চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর॥
প্রবেশ হইলা গৌরচন্দ্র নীলাচলে।
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেম-জলে॥

ঈশ্বর-ইচ্ছায় সার্ব্বভৌম সেই কালে।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে॥
হেন কালে গৌরচন্দ্র জগত-জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ সুভদ্রা সঙ্কর্ষণ॥
দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার॥
লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিগে ছুটে সব নয়নের জল॥
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥
অজ্ঞ পড়িহারী সব উঠিল মারিতে।
আস্তে-ব্যস্তে সার্ব্বভৌম পড়িলা পৃষ্ঠেতে॥
হৃদয়ে চিন্তেন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
এত শক্তি মনুষ্যের কোন কালে নয়॥
এ হুঙ্কার এ গর্জ্জন এ প্রেমের ধার।
যত কিছু অলৌকিক শক্তির প্রচার॥
এই জন হেন বুঝি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
এইমত চিন্তে সার্ব্বভৌম অতি ধন্য॥
সার্ব্বভৌম-নিবারণে সর্ব্ব পড়িহারী।
রহিলেন দূরে সবে মহা-ভয় করি॥
প্রভু সে হইয়াছেন অচেতন-প্রায়।
দেখি মাত্র জগন্নাথ—নিজ-প্রিয়-কায়॥
কি আনন্দে মগ্ন হৈলা বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
বেদেও এ সব তত্ত্ব জানিতে দুষ্কর॥
সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ব্ব্যূহ-রূপে।
আপনে বসিয়াছেন সিংহাসনে সুখে॥
আপনেই উপাসক হই করে ভক্তি।
অতএব কে বুঝয়ে ঈশ্বরের শক্তি॥
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে সে জানে।
বেদে ভাগবতে এইমত সে বাখানে॥

তথাপি যে লীলা প্রভু করেন যখনে।
তাহা কহে বেদে জীব-উদ্ধার-কারণে॥
মগ্ন হইলেন প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
বাহ্য গেল দূরে, প্রেমসিন্ধু মাঝে ভাসে॥
আবরিয়া সার্ব্বভৌম আছেন আপনে।
প্রভুর আনন্দ-মূর্চ্ছা না হয় খণ্ডনে॥
শেষে সার্ব্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে।
প্রভু লই যাইবারে আপন-ভবনে॥
সার্ব্বভৌম বলে ভাই পড়িহারিগণ।
সবে তুলি লহ এই পুরুষ-রতন॥
পাণ্ডু-বিজয়ের যত নিজ-ভৃত্যগণ।
সবে প্রভু কোলে করি করিলা গমন॥
কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র গহন।
হেন রূপে সার্ব্বভৌম-মন্দিরে গমন॥
চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি করিয়া করিয়া।
বহিয়া আনেন সবে হরিষ হইয়া॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব ভক্ত সিংহদ্বারে।
আসিয়া মিলিলা সবে হরিষ-অন্তরে॥
পরম অদ্ভুত সব দেখেন আসিয়া।
পিপীলিকাগণ যেন অন্ন যায় লৈয়া॥
এইমত প্রভুরে অনেক লোক ধরি।
লইয়া যায়েন সবে মহানন্দ করি॥
সিংহদ্বারে নমস্করি সর্ব্ব ভক্তগণ।
হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন॥
সর্ব্ব লোকে ধরি' সার্ব্বভৌমের মন্দিরে।
আনিলেন, কপাট পড়িল তার দ্বারে॥
প্রভুরে আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ।
দেখি হৈলা সার্ব্বভৌম হরষিত-মন॥
যথাযোগ্য সম্ভাষা করিয়া সবা সনে।
বসিলেন, সন্দেহ ভাঙ্গিল ততক্ষণে॥

বড় সুখী হৈলা সার্ব্বভৌম মহাশয়।
আর তাঁর কিবা ভাগ্য-ফলের উদয়॥
যার কীর্ত্তি মাত্র সর্ব্ব বেদে ব্যাখ্যা করে।
অনায়াসে সে ঈশ্বর আইলা তাঁর ঘরে॥
নিত্যানন্দ দেখি সার্ব্বভৌম মহাশয়।
লইলা চরণধূলি করিয়া বিনয়॥
মনুষ্য দিলেন সার্ব্বভৌম সবা সনে।
চলিলেন সবে জগন্নাথ-দরশনে॥
যে মনুষ্য যায় দেখাইতে জগন্নাথ।
নিবেদন করেন করিয়া যোড়হাত॥
"স্থির হই জগন্নাথ সবেই দেখিবা।
পূর্ব্ব-গোসাঞিঁর মত কেহো না করিবা॥
কিরূপ তোমরা কিছু না পারি বুঝিতে।
স্থির হই দেখ, তবে যাই দেখাইতে॥
যেরূপ তোমার করিলেন এক জনে।
জগন্নাথ দৈবে রাহিলেন সিংহাসনে॥
বিশেষে বা কি কহিব যে দেখিনু তান।
সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ॥
এতেকে তোমরা সব—অচিন্ত্য-কথন।
সম্বরিয়া দেখিবা করিনু নিবেদন॥"
শুনি সব হাসিতে লাগিলা ভক্তগণ।
'চিন্তা নাহি' বলি সবে করিলা গমন॥
আসি দেখিলেন চতুর্ব্ব্যূহ জগন্নাথ।
প্রকট-পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাথ॥
দেখি সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।
দণ্ডবত প্রদক্ষিণ করেন স্তবন॥
প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া।
দিলেন সবার গলে সন্তোষিত হৈয়া॥
আজ্ঞা-মালা পাঞা সবে সন্তোষিত-মনে।
আইলা সত্বরে সার্ব্বভৌমের ভবনে॥

প্রভুর আনন্দ-মূর্চ্ছা হইল যেমতে।
বাহ্য নাহি তিলেক, আছেন সেই মতে॥
বসিয়া আছেন সার্ব্বভৌম পদতলে।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ 'রাম কৃষ্ণ' বলে॥
অচিন্ত্য অগম্য গৌরচন্দ্রের চরিত।
তিন প্রহরেও বাহ্য নহে কদাচিত॥
ক্ষণেকে উঠিলা সর্ব্ব-জগত-জীবন।
হরিধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ॥
স্থির হই প্রভু জিজ্ঞাসেন সবা স্থানে।
"কহ দেখি আজি মোর কোন্ বিবরণে॥"
শেষে নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা।
"জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মূর্চ্ছা গেলা॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আছিলেন সেই স্থানে।
ধরি তোমা আনিলেন আপন-ভবনে॥
আনন্দ-আবেশে তুমি হই পরবশ।
বাহ্য না জানিলা তিন প্রহর দিবস॥
এই সার্ব্বভৌম নমস্করেন তোমারে।"
আস্তে-ব্যস্তে প্রভু সার্ব্বভৌমে কোলে করে॥
প্রভু বলে "জগন্নাথ বড় কৃপাময়।
আনিলেন মোরে সার্ব্বভৌমের আলয়॥
পরম সন্দেহ চিত্তে আছিল আমার।
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার॥
কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে."
এত বলি সার্ব্বভৌমে চাহি প্রভু হাসে॥
প্রভু বলে "শুন আজি আমার আখ্যান।
জগন্নাথ আমি দেখিলাঙ বিদ্যমান॥
জগন্নাথ দেখি চিত্তে হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষ মাঝে থুই আপনার॥
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আজি আছিল নিকটে।
অতএব রক্ষা হৈল এ মহা সঙ্কটে॥
আজি হৈতে এই আমি বলি দঢ়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া॥
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব॥
ভাগ্যে আমি আজি না ধরিল জগন্নাথ।
তবে ত সঙ্কট আজি হইত আমা'ত॥"
নিত্যানন্দ বলে "বড় এড়াইলে ভাল।
বেলা নাহি এবে, স্নান করহ সকাল॥"
প্রভু বলে "নিত্যানন্দ সম্বরিবা মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥"
তবে কতক্ষণে স্নান করি প্রেম-সুখে।
বসিলেন সবার সহিত হাস্য-মুখে॥
বহুবিধ মহাপ্রসাদ আনিয়া সত্বর।
সার্ব্বভৌম থুইলেন প্রভুর গোচর॥
মহাপ্রসাদেরে প্রভু করি নমস্কার।
বসিলা ভুঞ্জিতে লই সর্ব্ব পরিবার॥
প্রভু বলে বিস্তর লাফরা মোরে দেহ।
পিঠা পানা ছেনাবড়া তোমরা সে লহ॥
এইমত বলি প্রভু মহা-প্রেমরসে।
লাফরা খায়েন, সর্ব্ব ভক্তগণ হাসে॥
জন্ম জন্ম সার্ব্বভৌম প্রভুর পার্ষদ।
অন্যথা অন্যের নাহি হয় এ সম্পদ॥
সুবর্ণ-থালীতে অন্ন আনিয়া আপনে।
সার্ব্বভৌম দেন, প্রভু করেন ভোজনে॥
সে ভোজনে যতেক হইল প্রেমরঙ্গ।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সব প্রসঙ্গ॥
অশেষ কৌতুকে করি ভোজন-বিলাস।
বসিলেন প্রভু, ভক্তবর্গ চারি পাশ॥

নীলাচলে প্রভুর ভোজন-মহারঙ্গ।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যের সঙ্গ॥
শেষখণ্ডে চৈতন্য আইলা নীলাচলে।
এ আখ্যান শুনিলে ভাসয়ে প্রেমজলে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে নীলাচল-
গমন-বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ-নায়ক কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় ন্যাসি-চূড়ামণি দীনবন্ধু॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
শেষখণ্ড কথা ভাই শুন এক-চিতে।
শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলা যেন মতে॥
অমৃতের অমৃত শ্রীগৌরাঙ্গের কথা।
ব্রহ্মা শিব যে অমৃত বাঞ্ছেন সর্ব্বথা॥
অতএব শ্রীচৈতন্য-কথার শ্রবণে।
সবার সন্তোষ হয়, দুষ্টগণ বিনে॥
শুন শেষখণ্ড-কথা চৈতন্য-রহস্য।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবা অবশ্য॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
আত্ম-সংগোপন করি আছে কুতূহলে।

যদি তিঁহো ব্যক্ত না করেন আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে তাঁরে জানিবারে॥
দৈবে একদিন সার্ব্বভৌমের সহিতে।
বসিলেন প্রভু তানে লইয়া নিভৃতে॥
প্রভু বলে "শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
তোমারে কহিয়ে আমি আপন-হৃদয়॥
জগন্নাথ দেখিতে সে আইলাম আমি।
উদ্দেশ্য আমার মূল—এথা আছ তুমি॥
জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথা।
তুমি সে আমার বন্ধু জানিবে সর্ব্বথা॥
তোমাতে সে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি॥
এতেকে তোমার আমি লইনু আশ্রয়।
তাহা কর যেরূপে আমার ভাল হয়॥
কি বিধি করিব মুঞি থাকিব কিরূপে।
যেমতে না পড়োঁ মুঞি এ সংসার-কূপে॥
সব উপদেশ মোরে কহ অমায়ায়।
তোমার সে আমি ইহা জান সর্ব্বথায়॥"
এইমতে অনেক প্রকারে মায়া করি।
সার্ব্বভৌম প্রতি কহিলেন গৌরহরি॥
না জানিয়া সার্ব্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম্ম।
কহিতে লাগিলা সে জীবের যত ধর্ম্ম॥
সর্ব্বভৌম বলেন "কহিলা যত তুমি।
সকল তোমার ভাল বাসিলাম আমি॥
যে তোমার হইয়াছে ভক্তির উদয়।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব সে কহিল কভু নয়॥
কৃষ্ণ-কৃপা হইয়াছে তোমার উপরে।
সবে এক খানি করিয়াছ অব্যভারে॥
পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে॥

বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে।
প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কার-পাশে॥
দণ্ড ধরি মহাজ্ঞানী হয় আপনারে।
কাহারেও বল যোড়হস্ত নাহি করে॥
যাঁর পদধূলি লৈতে বেদের বিহিত।
হেন জনে নমস্করে, তবু নহে ভীত॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বা বলিবা সেহো নহে।
বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে॥

তথাহি (ভাঃ ১১।২৯।১৬)—

প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্।
প্রবিষ্টো জীব-কলয়া তত্রৈব ভগবানিতি॥

শ্রীভগবান্ জীবরূপ অংশে সকল দেহেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল, গো এবং গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সকলকেই ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবত করিবেক বহু মান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি রতি॥
শিখা সূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ।
নমস্কার করে আসি মহা-মহাভাগ॥
প্রথমে শুনিলে এই এক অপচয়।
এবে আর শুন সর্ব্বনাশ বুদ্ধি-ক্ষয়॥
জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম—ঈশ্বর-ভজন।
তাহা ছাড়ি আপনারে বলে 'নারায়ণ'॥
গর্ভবাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা।
যাঁহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধি জ্ঞান শিক্ষা॥
যাঁর দাস্য লাগি শেষ অজ ভব রমা।
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাঁহার দাসে করে।
লজ্জা নাহি হেন 'প্রভু' বলে আপনারে॥
নিদ্রা হৈলে 'আপনে কে' ইহাও না জানে।
আপনারে 'নারায়ণ' বলে হেন জনে॥
'জগতের পিতা কৃষ্ণ' সর্ব্ব বেদে কয়।
পিতারে সে ভক্তি করে যে সুপুত্র হয়॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং (৯।১৭)—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, রক্ষাকর্ত্তা ও পিতামহ।

গীতা-শাস্ত্রে অর্জ্জুনেরে সন্ন্যাস-করণ।
শুন যে কহিয়াছেন দেব নারায়ণ॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং (৬।১)—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥

কর্ম্মফলের কামনা না করিয়া যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সমূহ করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও প্রকৃত যোগী; অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মত্যাগী যতি-বেশধারী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নহেন, আর কর্ম্মত্যাগী যোগীও যোগী নহেন।

নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ-ভজন।
তাহারে সে বলি 'যোগী'-'সন্ন্যাসী'-লক্ষণ॥
বিষ্ণু-ক্রিয়া না করিয়া পরান্ন খাইলে।
কিছু নহে, সাক্ষাতেই এই বেদে বলে॥

তথাহি (ভাঃ ৪।২৯।৪৯)—

তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ॥

যাহা শ্রীহরির সন্তোষ সাধন করে তাহাই 'কর্ম্ম' এবং যদ্দ্বারা শ্রীহরিতে মতি হয় তাহাই 'বিদ্যা',

যেহেতু তিনি সর্ব্ব জীবের আত্মা, তিনিই ঈশ্বর এবং তিনি সকলেরই কারণ-স্বরূপ।

তাহারে সে বলি কর্ম্ম ধর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥
তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যে করায়ে স্থির মন॥
সবার জীবন কৃষ্ণ—জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥
যদি বল শঙ্করের মত সেহো নহে।
তাঁর অভিপ্রায় দাস্য, তাঁরি মুখে কহে॥

তথাহি শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বাক্যং (ষট্‌পদীস্তোত্রে)—
সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকিলেও, হে নাথ! আমি জানি আমি তোমারই অধীন, তুমি আমার অধীন নহ; যেমন তরঙ্গ সমুদ্রেরই, কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গের নহে।

যদ্যপিও জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্ব্বময়—পরিপূর্ণ আছে সর্ব্ব ঠাঁই॥
তবু তোমা হৈতে সে হইয়াছি আমি।
আমা হইতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি॥
যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ' লোকে বলে।
'তরঙ্গের সমুদ্র' না হয় কোন কালে॥
অতএব জগত তোমার—তুমি পিতা।
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা॥
যাঁহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন।
তাঁরে যে না ভজে, বর্জ্জ্য হয় সেই জন॥
এই শঙ্করের বাক্য, এই অভিপ্রায়।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায়॥

সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি 'নারায়ণ'।
বলিবেক প্রেমভক্তি-যোগে অনুক্ষণ॥
না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায়॥
অতএব তোমারে সে কহি এই আমি।
হেন পথে প্রবিষ্ট হইলা কেনে তুমি॥
যদি কৃষ্ণভক্তিযোগে করিব উদ্ধার।
তবে শিখা-সূত্র-ত্যাগে কোন্ লভ্য আর॥
যদি বল মাধবেন্দ্র আদি মহাভাগ।
তাঁহারাও করিয়াছে শিখা-সূত্র-ত্যাগ॥
তথাপিহ তোমার সন্ন্যাস করিবার।
এ সময়ে কেমতে হইল অধিকার॥
সে সব মহান্ত শেষ, ত্রিভাগ বয়সে।
গ্রাম্য-রস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে॥
যৌবন-প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার।
কেমতে হইল সন্ন্যাসের অধিকার॥
পরমার্থে সন্ন্যাসে কি করিব তোমারে।
যেই ভক্তি হইয়াছে তোমার শরীরে॥
যোগেন্দ্রাদি সবের যে দুর্ল্লভ প্রসাদ।
তবে কেনে করিয়াছ এমত প্রমাদ॥"
শুনি ভক্তিযোগ সার্ব্বভৌমের বচন।
বড় সুখী হৈলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
প্রভু বলে "শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা সূত্র মুণ্ডাইয়া॥
'সন্ন্যাসী' করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥"
প্রভু হই নিজ-দাস মোহে হেন মতে।
এ মায়ায় দাসে প্রভু জানিব কেমতে॥

যদি তিঁহো নাহি জানায়েন আপনারে ।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তাঁহারে
না জানিয়া সেবকে যতেক কথা কয় ।
তাহাতেও ঈশ্বরের মহাপ্রীত হয় ॥
সর্ব্বকাল ভৃত্য-সঙ্গে প্রভু ক্রীড়া করে ।
সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতরে ॥
যেমতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে ।
কৃষ্ণ সেইমত দাসে ভজেন আপনে ॥
এই তান স্বভাব—শ্রীভকত-বৎসল ।
ইহা তানে নিবারিতে কার আছে বল ॥
হাসে প্রভু সার্ব্বভৌমে চাহিয়া চাহিয়া ।
না বুঝেন সার্ব্বভৌম মায়া-মুগ্ধ হৈয়া ॥
সার্ব্বভৌম বলেন আশ্রমে বড় তুমি ।
শাস্ত্র-মতে তুমি বন্দ্য, উপাসক আমি ॥
তুমি যে আমারে স্তব কর—যুক্ত নহে ।
তাহাতে আমার পাছে অপরাধ হয়ে ॥
প্রভু বলে ছাড় মোরে এ সকল মায়া ।
সর্ব্বভাবে তোমার লইনু মুঞি ছায়া ॥
হেন মতে প্রভু ভৃত্য-সঙ্গে করে খেলা ।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা ॥
প্রভু বলে মোর এক আছে মনোরথ ।
তোমার মুখেতে শুনিবাঙ ভাগবত ॥
যতেক সংশয় চিত্তে আছয়ে আমার ।
তোমা বই ঘুচাইতে হেন নাহি আর ॥
সার্ব্বভৌম বলে তুমি সকল বিদ্যায় ।
পরম প্রবীণ, আমি জানি সর্ব্বথায় ॥
কোন্ ভাগবত-অর্থ না জান বা তুমি ।
তোমারে বা কোনরূপে প্রবোধিব আমি ॥
তথাপিহ অন্যোন্যে ভক্তির বিচার ।
করিবেক—সুজনের স্বভাব ব্যভার ॥
বল দেখি সন্দেহ তোমার কোন্ স্থানে ।
আছে তাহা যথাশক্তি করিব বাখানে ॥
তবে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঈষত হাসিয়া ।
বলিলেন এক শ্লোক—অষ্ট-আখরিয়া ॥

তথাহি (ভাঃ ১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

যাঁহারা বিধি নিষেধের অতীত বা যাঁহাদের অহঙ্কার-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই আত্মারাম মুনিগণও অমিত-বিক্রম শ্রীভগবানে বাসনা-শূন্য ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যেহেতু শ্রীহরির গুণই এইরূপ ।

সরস্বতী-পতি গৌরচন্দ্রের অগ্রেতে ।
কৃপায় লাগিলা সার্ব্বভৌম বাখানিতে ॥
সার্ব্বভৌম বলেন শ্লোকার্থ এই সত্য ।
কৃষ্ণপদে ভক্তি সে সবার মূল তত্ত্ব ॥
সর্ব্বকাল পরিপূর্ণ হয় যে যে জন ।
অন্তরে বাহিরে যার নাহিক বন্ধন ॥
এবম্বিধ মুক্ত সবো করে কৃষ্ণভক্তি ।
হেন কৃষ্ণ-গুণের স্বভাব মহাশক্তি ॥
হেন কৃষ্ণ-গুণ-নাম মুক্ত সবো গায় ।
ইথে অনাদর যার সেই নাশ যায় ॥
এইমত নানামত পক্ষ তোলাইয়া ।
ব্যাখ্যা করে সার্ব্বভৌম আবিষ্ট হইয়া ॥
ত্রয়োদশ প্রকার শ্লোকার্থ বাখানিয়া ।
রহিলেন 'আর শক্তি নাহিক' বলিয়া ॥
ঈষত হাসিয়া গৌরচন্দ্র প্রভু কহে ।
যত বাখানিলে তুমি সব সত্য হয়ে ॥

এবে শুন আমি কিছু করিয়ে ব্যাখ্যান।
বুঝ দেখি বিচারিয়া হয় কি প্রমাণ॥
তখনে বিস্মিত সার্ব্বভৌম মহাশয়।
'আরো অর্থ নরের শক্তিতে কভু হয়'॥
আপনার অর্থ প্রভু আপনে বাখানে।
যাহা কেহো কোনো কল্পে উদ্দেশ না জানে॥
ব্যাখ্যা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত।
মনে ভাবে "এই কিবা ঈশ্বর বিদিত॥"
শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্মভাবে হইয়া ষড়্ভুজ-অবতার॥
প্রভু বলে "সার্ব্বভৌম কি তোর বিচার।
সন্ন্যাসে আমার নাহি হয় অধিকার॥
সন্ন্যাসী কি আমি হেন তোর চিত্তে লয়।
তোর লাগি এথা আমি হইনু উদয়॥
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন।
অতএব তোরে আমি দিনু দরশন॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুঞি বহি নাহি আর॥
জন্ম জন্ম তুমি মোর শুদ্ধ-প্রেম-দাস।
অতএব তোরে আমি হইনু প্রকাশ॥
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
চিন্তা কিছু নাহি তোর, পড় মোর স্তব॥"
অপূর্ব্ব ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি কোটি-সূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়॥
বিশাল করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
আনন্দে ষড়্ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
বড় সুখী প্রভু সার্ব্বভৌমেরে অন্তরে।
'উঠ' বলি শ্রীহস্ত দিলেন তান শিরে॥
শ্রীহস্ত-পরশে বিপ্র পাইল চেতন।
তথাপি আনন্দে জড়, না স্ফুরে বচন॥
করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তার হৃদয়-উপর॥
পাই শ্রীচরণ সার্ব্বভৌম-মহাশয়।
হইলা কেবল পরানন্দ-প্রেমময়॥
দৃঢ় করি পাদপদ্ম ধরি প্রেমানন্দে।
'আজি সে পাইনু চিত্তচোর' বলি কান্দে॥
আর্ত্তনাদে সার্ব্বভৌম করেন রোদন।
ধরিয়া অপূর্ব্ব পাদপদ্ম রমা-ধন॥
"প্রভু মোর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ।
মুঞি অধমেরে প্রভু কর দৃষ্টিপাত॥
তোমারে সে মুঞি পাপী শিখাইনু ধর্ম্ম।
না জানিয়া তোমার অচিন্ত্য শুদ্ধ মর্ম্ম॥
হেন কোন্ আছে প্রভু তোমার মায়ায়।
মহাযোগেশ্বর আদি মোহ নাহি পায়॥
সে তুমি যে আমারে মোহিলে কোন্ শক্তি।
এবে দেহ তোমার চরণে প্রেমভক্তি॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ।
জয় জয় শচী-পুণ্যবতী-গর্ভজাত॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বপ্রাণ।
জয় জয় দেব-বিপ্র-সাধু-ধর্ম্ম-ত্রাণ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠাদি লোকের ঈশ্বর।
জয় জয় শুদ্ধসত্ত্বরূপ ন্যাসিবর॥"
পরম সুবুদ্ধি সার্ব্বভৌম মহামতি।
শ্লোক পড়ি পড়ি পুনঃপুন করে স্তুতি॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে—

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

কাল-প্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় স্বীয় অসাধারণ ভক্তিযোগ বিতরণ করিবার নিমিত্ত যিনি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমার মনোভৃঙ্গ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রগাঢ়রূপে বিলীন হউক।

"কালবশে ভক্তি লুকাইয়া দিনে দিনে।
পুনর্ব্বার নিজ-ভক্তি-প্রকাশ-কারণে॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম প্রভু অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে চিত্ত রহুক আমার॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

বৈরাগ্য, জ্ঞান ও নিজ-ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যে করুণাময় পুরাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি তাঁহারই শরণাপন্ন হইতেছি।

বৈরাগ্য সহিত নিজ-ভক্তি বুঝাইতে।
যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তনু পুরুষ পুরাণ।
ত্রিভুবনে নাহি যাঁর অধিক সমান॥
হেন কৃপাসিন্ধুর চরণ গুণ নাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম॥
এইমত সার্ব্বভৌম শত শ্লোক করি।
স্তুতি করে চৈতন্যের পাদপদ্ম ধরি॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
মুঞি পতিতেরে প্রভু করহ উদ্ধার॥
বন্দী করিয়াছ মোরে অশেষ বন্ধনে।
বিদ্যা ধনে কুলে তোমা জানিব কেমনে॥
এবে এই কৃপা কর সর্ব্ব-জীব-নাথ।
অহর্নিশ চিত্ত মোর রহুক তোমা'ত॥
অচিন্ত্য অগম্য প্রভু তোমার বিহার।
তুমি না জানাইলে জানিতে শক্তি কার॥
আপনেই দারুব্রহ্ম-রূপে নীলাচলে।
বসিয়া আছহ ভোজনের কুতূহলে॥
আপন-প্রসাদ কর আপনে ভোজন।
আপনে আপনা দেখি' করহ ক্রন্দন॥
আপনে আপনা দেখি হও মহামত্ত।
এতেকে কে বুঝে প্রভু তোমার মহত্ত্ব॥
আপনে সে আপনারে জান তুমি মাত্র।
আর জানে যে জন তোমার কৃপাপাত্র॥
মুঞি ছার তোমারে বা জানিব কেমনে।
যাতে মোহ মানে অজ ভব দেবগণে॥"
এইমত অনেক করিয়া কাকুর্ব্বাদ।
স্তুতি করে সার্ব্বভৌম পাইয়া প্রসাদ॥
শুনিয়া ষড়্ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
হাসি সার্ব্বভৌম প্রতি বলিলা বচন॥
"শুন সার্ব্বভৌম তুমি আমার পার্ষদ।
এতেকে দেখিলা তুমি এ সব সম্পদ॥
তোমার নিমিত্তে মোর এথা আগমন।
অনেক করিয়াছ তুমি মোর আরাধন॥
ভক্তির মহিমা তুমি যতেক কহিলা।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা॥
যতেক কহিলা তুমি—সব সত্য কথা।
তোমার মুখেতে কেনে আসিবে অন্যথা॥
শত শ্লোক করি তুমি যে কৈলে স্তবন।
যে জন করিব ইহা শ্রবণ পঠন॥

আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চয়।
'সার্ব্বভৌম-শতক' যে-হেন কীর্ত্তি রয়॥
যে কিছু দেখিলা তুমি প্রকাশ আমার।
সঙ্গোপ করিবা পাছে জানে কেহো আর॥
যতেক দিবস মুঞি থাকোঁ পৃথিবীতে।
তাবত নিষেধ কৈনু কাহারে কহিতে॥
আমার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ-চন্দ্র।
ভক্তি করি সেবিহ তাঁহার পদদ্বন্দ্ব॥
পরম নিগূঢ় তিঁহো আমার বচনে।
আমি যারে ব্যক্ত করি জানে সেই জনে॥"
এই সব তত্ত্ব সার্ব্বভৌমেরে কহিয়া।
রহিলেন আপনে ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া॥
চিনি নিজ প্রভু সার্ব্বভৌম মহাশয়।
বাহ্য আর নাহি, হৈলা পরানন্দময়॥
যে শুনয়ে এ সব চৈতন্য-গুণগ্রাম।
সে যায় সংসার তরি শ্রীচৈতন্য-ধাম॥
পরম নিগূঢ় এ সকল কৃষ্ণকথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা॥
হেন মতে করি সার্ব্বভৌমেরে উদ্ধার।
নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন-বিহার॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-আনন্দ-আবেশে।
রাত্রি দিন না জানেন কৃষ্ণ-প্রেমরসে॥
নীলাচল-বাসী যত অপূর্ব্ব দেখিয়া।
সর্ব্ব লোকে 'হরি' বলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥
প্রভুকে 'সচল জগন্নাথ' লোকে বলে।
হেন নাহি যে প্রভুরে দেখিয়া না ভোলে॥
যে পথে যায়েন চলি শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিগে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর॥
যেখানে পড়য়ে প্রভুর চরণ-যুগল।
সে স্থানের ধূলি লুট করয়ে সকল॥
ধূলি গুঁড়ি পায় মাত্র যে সুকৃতী জন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য-কথন॥
কিবা সে বিগ্রহের সৌন্দর্য্য অনুপাম।
দেখিতেই সর্ব্ব-চিত্ত হরে অবিরাম॥
নিরবধি শ্রীআনন্দ-ধারা শ্রীনয়নে।
'হরে কৃষ্ণ' নাম মাত্র শুনি শ্রীবদনে॥
চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর।
মত্ত-সিংহ জিনি অতি গমন মন্থর॥
পথে চলিতেও ঈশ্বরের বাহ্য নাঞি।
ভক্তিরসে বিহরেন চৈতন্য-গোসাঞি॥
কতদিন বিলম্বে পরমানন্দপুরী।
আসিয়া মিলিলা তীর্থ-পর্য্যটন করি॥
দূরে প্রভু দেখিয়া পরমানন্দ-পুরী।
সম্ভ্রমে উঠিলা প্রভু গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
প্রিয় ভক্ত দেখি প্রভু পরম হরিষে।
স্তুতি করি নৃত্য করে মহা-প্রেমরসে॥
বাহু তুলি বলিতে লাগিলা 'হরি হরি'।
দেখিলাম নয়নে পরমানন্দ-পুরী॥
আজি ধন্য লোচন, সফল আজি জন্ম।
সফল আমার আজি হৈল সর্ব্ব ধর্ম্ম॥
প্রভু বলে আজি মোর সফল সন্ন্যাস।
আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ॥
এত বলি প্রিয় ভক্ত লই প্রভু কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে॥
পুরীও প্রভুর মাত্র শ্রীমুখ দেখিয়া।
আনন্দে আছেন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া॥
কতক্ষণে অন্যোন্যে করেন প্রণাম।
পরমানন্দ-পুরী—চৈতন্যের প্রিয় ধাম॥
পরম সন্তোষ প্রভু তাঁহারে পাইয়া।
রাখিলেন নিজ-সঙ্গে পার্ষদ করিয়া॥

নিজ-প্রভু পাইয়া পরমানন্দ-পুরী।
রহিলা আনন্দে পাদপদ্ম সেবা করি॥
মাধব-পুরীর প্রিয় শিষ্য মহাশয়।
শ্রীপরমানন্দ-পুরী—তনু প্রেমময়॥
দামোদর-স্বরূপ মিলিলা কতদিনে।
রাত্রিদিন যাঁহার বিহার প্রভু সনে॥
দামোদর-স্বরূপ সঙ্গীত-রসময়।
যাঁর ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয়॥
দামোদর-স্বরূপ পরমানন্দ-পুরী।
শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী॥
এইমতে নীলাচলে যে যে ভক্তগণ।
অল্পে অল্পে আসি হৈলা সবার মিলন॥
যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা।
তাঁহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা
মিলিলা প্রদ্যুম্ন-মিশ্র প্রেমের শরীর।
পরমানন্দ রামানন্দ—দুই মহাধীর॥
দামোদর-পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর-পণ্ডিত।
কতদিনে আসিয়া হইলা উপনীত॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী নৃসিংহের দাস।
যাঁহার শরীরে নৃসিংহের পরকাশ॥
কীর্ত্তনে বিহরে নরসিংহ ন্যাসিরূপে।
জানিয়া রহিলা আসি প্রভুর সমীপে॥
ভগবান্-আচার্য্য আইলা মহাশয়।
শ্রবণেও যাঁরে নাহি পরশে বিষয়॥
এইমত যতেক সেবক যথা ছিলা।
সবেই প্রভুর পাশে আসিয়া মিলিলা॥
প্রভু দেখি সবার হইল দুঃখ-নাশ।
সবে করে প্রভু-সঙ্গে কীর্ত্তন-বিলাস॥
সন্ন্যাসীর রূপে বৈকুণ্ঠের অধিপতি।
কীর্ত্তন করেন সব ভক্তের সংহতি॥

চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহাধীর।
পরম উদ্দাম—এক স্থানে নহে স্থির॥
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে।
পড়িহারিগণে কেহো রাখিতে না পারে॥
এক দিন উঠিয়া সুবর্ণ-সিংহাসনে।
বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে॥
উঠিতেই পড়িহারী ধরিলেক হাতে।
ধরিতে পড়িলা গিয়া হাত পাঁচ সাতে॥
নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার।
মালা লই পরিলেন গলে আপনার॥
মালা পরি চলিলেন গজেন্দ্র-গমনে।
পড়িহারী উঠিয়া চিন্তেন মনে মনে॥
এ ত অবধূতের মনুষ্য-শক্তি নহে।
বলরাম-স্পর্শে কি অন্যের দেহ রহে॥
মত্ত হস্তী ধরি মুঞি পারোঁ রাখিবারে।
আমি ধরিলেও কি মনুষ্য যাইতে পারে॥
হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিনু।
তৃণ-প্রায় হই গিয়া কোথায় পড়িনু॥
এইমত চিন্তে পড়িহারী মহাশয়।
নিত্যানন্দ দেখিলেই করেন বিনয়॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ সবারে বাল্যভাবে।
আলিঙ্গন করেন পরম-অনুরাগে॥
তবে কতদিনে গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীপতি।
সমুদ্র-তীরেতে আসি করিলা বসতি॥
সিন্ধু-তীর স্থান অতি রম্য মনোহর।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীগৌরসুন্দর॥
চন্দ্রবতী রাত্রি, বহে দক্ষিণ পবন।
বৈসেন সমুদ্র-কূলে শ্রীশচীনন্দন॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে।
নিরবধি 'হরে কৃষ্ণ' বলে শ্রীবদনে॥

মালায় পূর্ণিত বক্ষ—অতি মনোহর।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া আছয়ে অনুচর॥
সমুদ্রের তরঙ্গ নিশায় শোভে অতি।
হাসি দৃষ্টি করে প্রভু তরঙ্গের প্রতি॥
গঙ্গা যমুনার যত ভাগ্যের উদয়।
তাহা পাইলেন এবে সিন্ধু মহাশয়॥
হেন মতে সিন্ধু-তীরে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
বসতি করেন লই সর্ব্ব অনুচর॥
সর্ব্ব রাত্রি সিন্ধু-তীরে পরম বিরলে।
কীর্ত্তন করেন প্রভু মহা-কুতূহলে॥
তাণ্ডব-পণ্ডিত প্রভু নিজ-প্রেমরসে।
করেন তাণ্ডব—ভক্তগণ সুখে ভাসে॥
রোমহর্ষ অশ্রু কম্প হুঙ্কার গর্জ্জন।
স্বেদ বহুবিধ বর্ণ হয় ক্ষণে-ক্ষণ॥
যত ভক্তি-বিকার সকল একেবারে।
পরিপূর্ণ হয় আসি প্রভুর শরীরে॥
যত ভক্তি-বিকার সবেই মূর্ত্তিমন্ত।
সবেই ঈশ্বর-কলা মহা জ্ঞানবন্ত॥
আপনে ঈশ্বর নাচে বৈষ্ণব-আবেশে।
জানি সবে নিরবধি থাকে প্রভু-পাশে॥
অতএব তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ প্রেম সনে।
নাহিক গৌরাঙ্গসুন্দরের কোন ক্ষণে॥
যত শক্তি ঈষত লীলায় করে প্রভু।
সেহো আর অন্যের সম্ভব্য নহে কভু॥
ইহাতে সে তান শক্তি অসম্ভব্য নয়।
সর্ব্ব বেদে ঈশ্বরের এই তত্ত্ব কয়॥
যে প্রেম প্রকাশে প্রভু চৈতন্য-গোসাঞি
তাঁহা বই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর নাঞি॥
এতেকে সে শ্রীচৈতন্য প্রভুর উপমা।
তাঁহা বই আর কারে দিতে নাহি সীমা॥
সবে যারে শুভদৃষ্টি করেন আপনে।
সে তাহান শক্তি ধরে, সেই তত্ত্ব জানে॥
অতএব সর্ব্ব-ভাবে ঈশ্বর-শরণ।
লইলে সে ভক্তি হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন॥
যে প্রভুরে অজ ভব আদি ঈশগণে।
পূর্ণ হইয়াও নিরবধি ভাবে মনে॥
হেন প্রভু আপনে সকল ভক্ত সঙ্গে।
নৃত্য করে আপনার প্রেমযোগ-রঙ্গে॥
সে সব ভক্তের পায়ে বহু নমস্কার।
গৌরচন্দ্র-সঙ্গে যাঁর কীর্ত্তন-বিহার॥
হেন মতে সিন্ধু-তীরে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব রাত্রি নৃত্য করে অতি মনোহর॥
নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।
প্রভু-গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে॥
গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত।
শুনি প্রভু হয় প্রেমরসে মহামত্ত॥
গদাধর-বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়।
ভ্রমে গদাধর-সঙ্গে বৈষ্ণব-আলয়॥
একদিন প্রভু পুরী-গোসাঞির মঠে।
বসিলেন গিয়া তান পরম নিকটে॥
পরমানন্দ-পুরীরে প্রভুর বড় প্রীত।
পূর্ব্বে যেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন দুই মিত॥
কৃষ্ণকথা বাকোবাক্য রহস্য-প্রসঙ্গে।
নিরবধি পুরী সঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে॥
পুরী-গোসাঞির কূপে ভাল নহে জল।
অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানেন সকল॥
পুরী-গোসাঞিরে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি।
কূপে জল কেমত হইল কহ শুনি॥

পুরী বলে প্রভু ! বড় অভাগিয়া কূপ ।
জল হৈল যেন ঘোল কর্দ্দমের রূপ ॥
শুনি প্রভু 'হায় হায়' করিতে লাগিলা ।
প্রভু বলে "জগন্নাথ কৃপণ হইলা ॥
পুরীর কূপের জল পরশিবে যে ।
সর্ব্ব পাপ থাকিলেও তরিবেক সে ॥
অতএব জগন্নাথ-দেবের মায়ায় ।
নষ্ট-জল হৈল যেন কেহো নাহি খায় ॥"
এত বলি মহাপ্রভু আপনে উঠিলা ।
তুলিয়া শ্রীভুজ দুই কহিতে লাগিলা ॥
"জগন্নাথ মহাপ্রভু ! মোরে এই বর ।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর ॥
ভোগবতী গঙ্গা যে আছেন পাতালেতে ।
তাঁরে আজ্ঞা কর এই কূপে প্রবেশিতে ॥"
সর্ব্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি ।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি ॥
তবে কতক্ষণে প্রভু বাসায় চলিলা ।
ভক্তগণ সবে গিয়া শয়ন করিলা ॥
সেইক্ষণে গঙ্গাদেবী আজ্ঞা করি শিরে ।
পূর্ণ হই প্রবেশিলা কূপের ভিতরে ॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে দেখেন অদ্ভুত ।
পরম নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ কূপ ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া 'হরি' বলে ভক্তগণ ।
পুরী-গোসাঞি হৈলা আনন্দে অচেতন ॥
গঙ্গার বিজয় সবে বুঝিয়া কূপেতে ।
কূপ প্রদক্ষিণ সবে লাগিলা করিতে ॥
মহাপ্রভু শুনিয়া আইলা সেই ক্ষণে ।
জল দেখি পরম-আনন্দযুক্ত মনে ॥
প্রভু বলে "শুনহ সকল ভক্তগণ ।
এ কূপের জলে যে করিবে স্নান পান ॥
সত্য সত্য হৈব তার গঙ্গাস্নান-ফল ।
কৃষ্ণভক্তি হৈব তার পরম নির্ম্মল ॥"
সর্ব্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি ।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি ॥
পুরী-গোসাঞির কূপে সেই দিব্য জলে ।
স্নান পান করে প্রভু মহা কুতূহলে ॥
প্রভু বলে "আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে ।
নিশ্চয় জানিহ পুরী-গোসাঞির প্রীতে ॥
'পুরী-গোসাঞির আমি'—নাহিক অন্যথা ।
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্ব্বথা ॥
সকৃত যে দেখে পুরী-গোসাঞিরে মাত্র ।
সেহো হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্র ॥"
পুরীর মহিমা প্রভু কহিয়া সবারে ।
কূপ ধন্য করি প্রভু চলিলা বাসারে ॥
ঈশ্বরে সে জানে ভক্ত-মহিমা বাঢ়াতে ।
হেন প্রভু না ভজে কৃতঘ্ন কেন-মতে ॥
ভক্ত-রক্ষা লাগি প্রভু করে অবতার ।
নিরবধি ভক্ত-সঙ্গে করেন বিহার ॥
অকর্ত্তব্য করে প্রভু সেবক রাখিতে ।
তার সাক্ষী বালি-বধ সুগ্রীব-নিমিত্তে ॥
দাস্য প্রভু সেবকের করে নিজানন্দে ।
অজয় চৈতন্য-সিংহ জিনে ভক্তবৃন্দে ॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু সমুদ্রের তীরে ।
সর্ব্ব-বৈকুণ্ঠাদি-নাথ কীর্ত্তনে বিহরে ॥
বাস করিলেন প্রভু সমুদ্রের তীরে ।
বিহরেন প্রভু ভক্তি-আনন্দ-সাগরে ॥
এই অবতারে সিন্ধু কৃতার্থ করিতে ।
অতএব লক্ষ্মী জন্মিলেন তাহা হৈতে ॥
নীলাচল-বাসীর যে কিছু পাপ হয় ।
অতএব সিন্ধু-স্নানে সব যায় ক্ষয় ॥

অতএব গঙ্গাদেবী বেগবতী হৈয়া।
সেই ভাগ্যে সিন্ধু মাঝে মিলিলা আসিয়া
হেন মতে সিন্ধুতীরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
বৈসেন সকল-মতে সিন্ধু করি ধন্য ॥
যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে ॥
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়া-নগরে।
অতএব প্রভু নাহি দেখিলা সে বারে ॥
ঠাকুর থাকিয়া কতদিন নীলাচলে।
পুনঃ গৌড়দেশে আইলেন কুতূহলে ॥
গঙ্গা প্রতি মহা অনুরাগ বাঢ়াইয়া।
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া ॥
সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম।
শান্ত দান্ত ধর্ম্মশীল মহা-ভাগ্যবান্ ॥
সব পারিষদ সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর।
আচম্বিতে আসি উত্তরিলা তাঁর ঘর ॥
বৈকুণ্ঠ-নাথকে গৃহে অতিথি পাইয়া।
পড়িলেন বাচস্পতি দণ্ডবত হৈয়া ॥
হেন সে আনন্দ হৈল বিপ্রের শরীরে।
কি বিধি করিব তাহা কিছুই না স্ফুরে ॥
প্রভুও তাঁহারে করিলেন আলিঙ্গন।
প্রভু বলে শুন কিছু আমার বচন ॥
"চিত্ত মোর হইয়াছে মথুরা যাইতে।
কতদিন গঙ্গাস্নান করিব এথাতে ॥
নিভৃতে আমারে একখানি দিবা স্থান;
যেন কতদিন মুঞি করোঁ গঙ্গাস্নান ॥
তবে শেষে মোরে মথুরায় চালাইবা।
যদি মোরে চাহ ইহা অবশ্য করিবা ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য বিদ্যাবাচস্পতি।
লাগিলেন কহিতে হইয়া নম্রমতি ॥

বিপ্র বলে "ভাগ্য সর্ব্ব বংশের আমার।
যথায় চরণ-ধূলি আইল তোমার ॥
মোর ঘর দ্বার যত সকল তোমার।
সুখে থাক তুমি কেহো না জানিবে আর ॥"
শুনি তাঁর বাক্য প্রভু সন্তোষ হইলা।
তান ভাগ্যে কতদিন সেখানে রহিলা ॥
সূর্য্যের উদয় কি কখনো গোপ্য হয়।
সর্ব্ব লোক শুনিলেক প্রভুর বিজয় ॥
নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিগে হৈল ধ্বনি।
বাচস্পতি-ঘরে আইলেন ন্যাসিমণি ॥
শুনিয়া লোকের হৈল চিত্তের উল্লাস।
সশরীরে যেন হৈল বৈকুণ্ঠেতে বাস ॥
আনন্দে সকল লোক বলে 'হরি হরি'।
স্ত্রী পুত্র দেহ গেহ সকল পাসরি ॥
অন্যোন্যে সব লোকে করে কোলাহল।
চল দেখি গিয়া তান চরণ-যুগল ॥
এত বলি সর্ব্ব লোক পরম উল্লাসে।
চলিলেন কেহো কারো নাহিক সম্ভাষে ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি 'হরি হরি'।
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥
লোকের গহনে কেহো পথ নাহি পায়।
বন ডাল ভাঙ্গি লোক দশ দিগে ধায় ॥
শুন শুন আরে ভাই চৈতন্য-আখ্যান।
যেরূপে করিলা সর্ব্ব-জীব-পরিত্রাণ ॥
বন ডাল কণ্টক ভাঙ্গিয়া লোক ধায়।
তথাপি আনন্দে কেহো দুঃখ নাহি পায় ॥
লোকের গহনে যত অরণ্য আছিল।
ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হৈল ॥
সর্ব্বদিগে লোক সব 'হরি' বলি যায়।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥

কেহো বলে মুঞি তান ধরিয়া চরণ।
মাগিব যেমতে মোর খণ্ডিব বন্ধন॥
কেহো বলে মুঞি তানে দেখিলে নয়নে।
তবেই সকল পাঙ, মাগিব বা কেনে॥
কেহো বলে মুঞি তান না জানি মহিমা।
যত নিন্দা করিয়াছোঁ তার নাহি সীমা॥
এবে তান পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
মাগিব 'কিরূপে মোর সে পাপ ঘুচয়ে'॥
কেহো বলে মোর পুত্র পরম জুয়ার।
মোরে এই বর—যেন না খেলায় আর॥
কেহো বলে মোর এই বর কায়-মনে।
তাঁর পাদপদ্ম যেন না ছাড়োঁ কখনে॥
কেহো বলে ধন্য ধন্য মোর এই বর।
কভু যেন না পাসরোঁ গৌরাঙ্গসুন্দর॥
এইমত বলিয়া আনন্দে সর্ব্বজন।
চলিয়া যায়েন সবে পরানন্দ-মন॥
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥
সহস্র সহস্র লোক এক নায়ে চড়ে।
বড় বড় নৌকা সেইক্ষণে ভাঙ্গি পড়ে॥
নানা দিগে লোক খেয়ারিরে বস্ত্র দিয়া।
পার হই যায় সবে আনন্দিত হৈয়া॥
নৌকা যে না পায় তারা নানা বুদ্ধি করে।
ঘট বুকে দিয়া কেহো গঙ্গায় সাঁতারে॥
কেহো বা কলার গাছ বান্ধি করে ভেলা।
কেহো কেহো সাঁতারিয়া যায় করি খেলা॥
চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব লোক করে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি॥
সত্বরে আসিয়া বাচস্পতি মহাশয়।
করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয়॥
নৌকার অপেক্ষা আর কেহো নাহি করে।
নানামতে পার হয় যে যেমতে পারে॥
হেন আকর্ষণ মন শ্রীচৈতন্য-দেবে।
এহো কি ঈশ্বর বিনে অন্যেতে সম্ভবে॥
হেন মতে গঙ্গা পার হই সর্ব্বজন।
সবেই ধরেন বাচস্পতির চরণ॥
"পরম সুকৃতী তুমি মহা ভাগ্যবান্।
যার ঘরে আইলা চৈতন্য ভগবান্॥
এতেকে তোমার ভাগ্য কে বলিতে পারে।
এখনে নিস্তার কর আমা সবাকারে॥
ভব-কূপে পতিত পাপিষ্ঠ আমি সব।
এক গ্রামে—না জানিল তান অনুভব॥
এখনে দেখাও তান চরণ-যুগল।
তবে আমি পাপী সব হইয়ে সফল॥"
দেখিয়া লোকের আর্ত্তি বিদ্যাবাচস্পতি।
সন্তোষে রোদন করে বিপ্র মহামতি॥
সবা লই আইলেন আপন-মন্দিরে।
লক্ষ কোটি লোক মহা হরিধ্বনি করে॥
হরিধ্বনি মাত্র শুনি সবার বদনে।
আর বাক্য কেহো নাহি বলে নাহি শুনে॥
করুণা-সাগর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সবা উদ্ধারিতে হইয়াছেন গোচর॥
হরিধ্বনি শুনি প্রভু পরম-সন্তোষে।
হইলেন বাহির পরম-ভাগ্যবশে॥
কিবা সে বিগ্রহের সৌন্দর্য্য মনোহর।
সে রূপের উপমা সেই সে কলেবর॥
সর্ব্বদায় প্রসন্ন শ্রীমুখ বিলক্ষণ।
আনন্দ-ধারায় পূর্ণ দুই শ্রীনয়ন॥
ভক্তগণে লেপিয়াছে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
মালায় পূর্ণিত বক্ষ, গজেন্দ্র-গমন॥

আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ তুলিয়া।
হরি বলি সিংহনাদ করেন গর্জ্জিয়া॥
দেখিয়া প্রভুরে চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব লোকে।
'হরি' বলি নৃত্য সবে করেন কৌতুকে॥
দণ্ডবত হই সবে পড়ে ভূমিতলে।
আনন্দে হইয়া মগ্ন 'হরি হরি' বলে॥
দুই বাহু তুলি সর্ব্ব লোকে স্তুতি করে।
উদ্ধারহ সব প্রভু! আমি পাপিষ্ঠেরে॥
ঈষত হাসিয়া প্রভু সর্ব্ব লোক প্রতি।
আশীর্ব্বাদ করেন "কৃষ্ণেতে হউ মতি॥
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ॥"
সর্ব্বলোকে হরি বলে শুনি আশীর্ব্বাদ।
পুনঃপুন সবেই করেন কাকুর্ব্বাদ॥
জগত-উদ্ধার লাগি তুমি গূঢ়রূপে।
অবতীর্ণ হৈলা শচী-গর্ভে নবদ্বীপে॥
আমি সব পাপিষ্ঠ তোমারে না চিনিয়া।
অন্ধকূপে পড়িলাম আপনা খাইয়া॥
করুণা-সাগর তুমি পর-হিতকারী।
কৃপা কর আর যেন তোমা না পাসরি॥
এইমত সর্ব্বদিগে লোকে স্তুতি করে।
হেন রঙ্গ করায়েন গৌরাঙ্গসুন্দরে॥
মনুষ্যে হইল পরিপূর্ণ সর্ব্ব গ্রাম।
নগর চত্বর প্রান্তরেও নাহি স্থান॥
দেখিতে সবার পুনঃপুন আর্ত্তি বাড়ে।
সহস্র সহস্র লোক এক বৃক্ষে চড়ে॥
গৃহের উপরে বা কত লোক চড়ে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় ঘর ভাঙ্গিয়া না পড়ে॥
দেখি মাত্র সর্ব্ব লোক শ্রীচন্দ্রবদন।
'হরি' বলি সিংহনাদ করে ঘনে-ঘন॥

নানাদিগ থাকি লোক আইসে সদায়।
শ্রীমুখ দেখিয়া কেহো ঘরে নাহি যায়॥
নানা রঙ্গ জানে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
লুকাইয়া গেলা প্রভু কুলিয়া-নগর॥
নিত্যানন্দ আদি জন কত সঙ্গে লৈয়া।
চলিলেন বাচস্পতিরেও না কহিয়া॥
কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
এথা সর্ব্ব লোক হইল পরম কাতর॥
চতুর্দ্দিগে বাচস্পতি লাগিলা চাহিতে।
কোথা গেল প্রভু নাহি পায়েন দেখিতে॥
বিচার করিয়া দ্বিজ প্রভু না দেখিয়া।
কান্দিতে লাগিলা ঊর্দ্ধ-বদন করিয়া॥
বিরলে আছেন প্রভু বাড়ীর ভিতরে।
এই জ্ঞান হইয়াছে সবার অন্তরে॥
বাহির হয়েন প্রভু হরিনাম শুনি।
অতএব সবে বলে মহা-হরিধ্বনি॥
কোটি কোটি লোকে হেন হরিধ্বনি করে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি সর্ব্ব লোক পুরে॥
কতক্ষণে বাচস্পতি হইয়া বাহিরে।
প্রভুর বৃত্তান্ত আসি কহিল সবারে॥
"কত রাত্রে কোন্ দিগে হেন নাহি জানি।
আমা পাপিষ্ঠেরে বঞ্চি গেলা ন্যাসিমণি॥
সত্য কহি ভাই সব তোমা সবা স্থানে।
না জানি চৈতন্য গিয়াছেন কোন্ গ্রামে॥"
যত-মতে বাচস্পতি কহেন লোকেরে।
প্রতীত কাহারো নাহি জন্ময়ে অন্তরে॥
'লোকের গহন দেখি আছেন বিরলে'।
এই কথা সবে বাচস্পতি-স্থানে বলে॥
কেহো কেহো সাধে বাচস্পতিরে বিরলে।
'আমারে দেখাও আমি কেবল একলে'॥

সর্ব্ব লোক ধরে বাচস্পতির চরণে।
একবার মাত্র তাঁরে দেখিমু নয়নে॥
তবে সবে ঘরে যাই আনন্দিত হৈয়া।
এই বাক্য প্রভু-স্থানে জানাইবা গিয়া॥
কভু নাহি লঙ্ঘিবেন তোমার বচন।
যেমতে আমরা পাপী পাই দরশন॥
যত-মতে বাচস্পতি প্রবোধিয়া কয়।
কাহারো চিত্তেতে আর প্রতীত না হয়॥
কতক্ষণে সর্ব্ব লোক দেখা না পাইয়া।
বাচস্পতিরেও বলে মুখর হইয়া॥
"ঘরে লুকাইয়া বাচস্পতি ন্যাসিমণি।
আমা সবা ভাণ্ডেন কহিয়া মিথ্যাবাণী॥
আমরা তরিলে বা উহার কোন্ দুখ।
আপনেই তরি মাত্র—এই কোন্ সুখ॥"
কেহো বলে সুজনের এই ধর্ম্ম হয়।
সবার উদ্ধার করে হইয়া সদয়॥
আপনার ভাল হউ যে তে জনে দেখে।
সুজন আপনা ছাড়িয়াও পর রাখে॥
কেহো বলে ব্যভারেও মিষ্ট দ্রব্য আনি।
একা উপভোগ কৈলে অপরাধ গণি॥
এত মিষ্ট ত্রিভুবনে অতি অনুপাম।
একেশ্বর ইহা কি করিতে আছে পান॥
কেহো বলে দ্বিজ কিছু কপট-হৃদয়।
পর-উপকারে তত নহেন সদয়॥
একে বাচস্পাত দুঃখী প্রভুর বিরহে।
আরো সর্ব্ব লোকেও দুর্যশ-বাণী কহে॥
এইমতে দুঃখী বিপ্র পরম উদার।
না জানেন কোন্ মতে হয় প্রতীকার॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
বাচস্পতি-কর্ণমূলে কহিল বচন॥
চৈতন্য-গোসাঞি গেলা কুলিয়া-নগর।
এবে যে জুয়ায় তাহা করহ সত্বর॥
শুনি মাত্র বাচস্পতি পরম-সন্তোষে।
ব্রাহ্মণেরে আলিঙ্গন দিলেন হরিষে॥
ততক্ষণে আইলেন সর্ব্ব লোক যথা।
সবারেই আসি কহিলেন গোপ্য কথা॥
"তোমরা সকল লোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষো আমা 'আমি থুইয়াছি লুকাইয়া॥'
এবে এই শুনিলাম কুলিয়া-নগরে।
আছেন আসিয়া কহিলেন দ্বিজবরে॥
সবে চল যদি সত্য হয় এ বচন।
তবে সে আমারে সবে বলিহ 'ব্রাহ্মণ'॥"
সর্ব্ব লোক 'হরি' বলি বাচস্পতি-সঙ্গে।
সেই ক্ষণে সবে চলিলেন মহারঙ্গে॥
কুলিয়া-নগরে আইলেন ন্যাসিমণি।
সেই ক্ষণে সর্ব্বদিগে হৈল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্র সর্ব্ব লোকে মহানন্দে ধায়॥
বাচস্পতি-গ্রামে যত গহন আছিল।
তার কোটি কোটি গুণে সকল পূরিল॥
কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় কথন।
কেবল বর্ণিতে শক্তি সহস্র-বদন॥
লক্ষ লক্ষ লোক বা আইল কোথা হৈতে।
না জানি কতেক পার হয় কত মতে॥
কত বা ডুবয়ে নৌকা গঙ্গার ভিতরে।
তথাপি সবেই তরে, জনেক না মরে॥
নৌকা ডুবিলেই মাত্র গঙ্গা হয় স্থল।
হেন চৈতন্যের অনুগ্রহ ইচ্ছা বল॥
যে প্রভুর নাম গুণ সকৃত যে গায়।
সংসার-সাগর তরে বৎসপদ-প্রায়॥

হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিতে যে আইসে।
তাহাতে বা গঙ্গা তরিবার চিত্র কিসে॥
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সবে পার হয়েন পরম-কুতূহলে॥
গঙ্গায় হইয়া পার আপনা-আপনি।
কোলাকোলি করেন করিয়া হরিধ্বনি॥
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জ্জন।
কত হাট বাজার বসায় কত জন॥
চতুর্দ্দিগে যার যেই ইচ্ছা সেই কিনে।
হেন নাহি জানি ইহা করে কোন্ জনে॥
ক্ষণেকের মধ্যে গ্রাম নগর প্রান্তর।
পরিপূর্ণ হৈল, স্থল নাহি অবসর॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক করে হরিধ্বনি।
বাহির না হয়, গুপ্তে আছে ন্যাসিমণি॥
ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি।
তিঁহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি॥
কতক্ষণে মাত্র বাচস্পতি একেশ্বর।
ডাকি আনিলেন প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর॥
দেখি মাত্র প্রভু বিশারদের নন্দন।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা সেই ক্ষণ॥
চৈতন্যের অবতার বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
শ্লোক পড়ে পুনঃপুন প্রণত হইয়া॥
"সংসার-উদ্ধার লাগি যে চৈতন্য-রূপে।
তারিলেন যতেক পতিত ভব-কূপে॥
সে গৌরসুন্দর কৃপা-সমুদ্রের পায়।
জন্ম জন্ম চিত্ত মোর বসুক সদায়॥
সংসার-সমুদ্রে মগ্ন জগত দেখিয়া।
নিরবধি বর্ষে প্রেম কৃপাযুক্ত হৈয়া॥
হেন সে অতুল কৃপাময় গৌরধাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম॥"

এইমতে শ্লোক পড়ি করে দ্বিজ স্তুতি।
পুনঃপুন দণ্ডবত হয় বাচস্পতি॥
বিশারদ-চরণে আমার নমস্কার।
সার্ব্বভৌম বাচস্পতি নন্দন যাঁহার॥
বাচস্পতি দেখি প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা-দৃষ্টে্য বসিবারে বলিলা উত্তর॥
দাণ্ডাইয়া কর যুড়ি বলে বাচস্পতি।
মোর এক নিবেদন শুন মহামতি॥
স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ তুমি মহাশয়।
সব কর্ম্ম তোমার আপন-ইচ্ছাময়॥
আপন-ইচ্ছায় থাক, চলহ আপনে।
আপনে জানাও তেঞি লোকে তোমা জানে।
এতেকে তোমার কর্ম্মে তুমি সে প্রমাণ।
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিব আন॥
সবে তোমা সর্ব্ব লোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষেন অন্তরে মোরে ক্রূর যে বলিয়া॥
তোমারে আপন-ঘরে মুঞি লুকাইয়া।
থুইয়াছোঁ লোকে বলে তত্ত্ব না জানিয়া॥
তুমি প্রভু তিলার্দ্ধেকো বাহির হইলে।
তবে মোরে 'ব্রাহ্মণ' করিয়া লোকে বলে॥
হাসিতে লাগিলা প্রভু ব্রাহ্মণ-বচনে।
তাঁর ইচ্ছা পালিয়া চলিলা সেই ক্ষণে॥
যেই মাত্র মহাপ্রভু বাহির হইলা।
দেখি সবে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈলা॥
চতুর্দ্দিগে লোক দণ্ডবত হই পড়ে।
যার যেন মত স্ফুরে, সেই স্তুতি পড়ে॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হরিধ্বনি করে।
ভাসিল সকল লোক আনন্দ-সাগরে॥
সহস্র সহস্র কীর্ত্তনীয়া-সম্প্রদায়।
স্থানে স্থানে সবেই পরমানন্দে গায়॥

অহর্নিশ পরানন্দ কৃষ্ণনাম-ধ্বনি।
সকল ভুবন পূর্ণ কৈলা ন্যাসিমণি ॥
ব্রহ্মলোক শিবলোক আদি যত লোক।
যে সুখের কণা-লেশে সবেই অশোক ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মত্ত যে সুখের লেশে।
পৃথিবীতে কৃষ্ণ প্রকাশিলা ন্যাসিবেশে ॥
হেন সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত ভগবান্।
যে পাপিষ্ঠ মায়া-বশে বলে অপ্রমাণ ॥
তার জন্ম কর্ম্ম বিদ্যা ব্রহ্মণ্য আচার।
সব মিথ্যা—সেই পাপী শোচ্য সবাকার
ভজ ভজ আরে ভাই চৈতন্য-চরণে।
অবিদ্যা-বন্ধন খণ্ডে যাহার শ্রবণে ॥
যাহার শরণে সর্ব্ব-তাপ-বিমোচন।
ভজ ভজ হেন ন্যাসিমণির চরণ ॥
এইমতে চতুর্দ্দিগে দেখি সঙ্কীর্ত্তন।
আনন্দে ভাসেন প্রভু লই ভক্তগণ ॥
আনন্দ-ধারায় পূর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর।
যেন চতুর্দ্দিগে বহে জাহ্নবীর জল ॥
বাহ্য নাহি পরানন্দ-সুখে আপনার।
সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দ-বিহ্বল অবতার ॥
যেই সম্প্রদায় প্রভু দেখেন সম্মুখে।
তাহাতেই নৃত্য করে পরানন্দ-সুখে ॥
তাহারা কৃতার্থ হেন মানে আপনারে।
হেন মতে রঙ্গ করে শ্রীগৌরসুন্দরে ॥
বিহ্বলের অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ-রায়।
কখনো ধরিয়া তাঁরে আপনে নাচায় ॥
আপনে কখনো নৃত্য করে তাঁর সঙ্গে।
আপনে বিহ্বল আপনার প্রেমরঙ্গে ॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু করি সিংহনাদ।
যে নাদ-শ্রবণে খণ্ডে সকল বিষাদ ॥
যাঁর রসে মত্ত বস্ত্র না জানে শঙ্কর।
হেন প্রভু নাচে সর্ব্বলোকের ভিতর ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় যাঁর শক্তি-বশে।
সে প্রভু নাচয়ে পৃথিবীতে প্রেমরসে ॥
যে প্রভু দেখিতে সর্ব্ব বেদে কাম্য করে।
সে প্রভু নাচয়ে সর্ব্ব জীবের গোচরে ॥
এইমত সর্ব্ব লোক মহানন্দে ভাসে।
সংসার তরিল চৈতন্যের পরকাশে ॥
যতেক আইসে লোক দশদিগ হৈতে।
সবেই আসিয়া দেখে প্রভুরে নাচিতে ॥
বাহ্য নাহি প্রভুর—বিহ্বল প্রেমরসে।
দে'খে সর্ব্ব লোক সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে ॥
কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল।
উত্তম মধ্যম নীচ—সবে পার হৈল ॥
কুলিয়া গ্রামেতে চৈতন্যের পরকাশ।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব-কর্ম্ম-বন্ধ-নাশ ॥
সকল জীবেরে প্রভু দরশন দিয়া।
সুখময় চিত্তবৃত্ত সবার করিয়া ॥
তবে সব আপন পার্ষদগণ লৈয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া ॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ ॥
বিপ্র বলে প্রভু মোর এক নিবেদন।
আছে তাহা কহোঁ যদি ক্ষণে দেহ মন ॥
ভক্তির প্রভাব মুঞি পাপী না জানিয়া।
বিস্তর করিনু নিন্দা আপনা খাইয়া ॥
কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব, কি কীর্ত্তন।
এইমত অনেক নিন্দিনু অনুক্ষণ ॥
এবে প্রভু সেই পাপকর্ম্ম স্মঙরিতে।
অনুক্ষণ চিত্ত মোর দহে সর্ব্ব-মতে ॥

সংসার-উদ্ধার-সিংহ তোমার প্রতাপ।
বল মোর কিরূপে খণ্ডয়ে সেই পাপ ॥
শুনি প্রভু অকৈতব বিপ্রের বচন।
হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচীনন্দন ॥
"শুন বিপ্র বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত-গ্রহণ ॥
বিষ হয় জীর্ণ, দেহ হয় ত অমর।
অমৃত-প্রভাবে—এবে শুন সে উত্তর ॥
না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন ॥
পরম অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর তুমি পান ॥
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন।
সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব-বন্দন ॥
সবা হৈতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া।
সঙ্গীত কবিত্ব ভক্তি-মত কর গিয়া ॥
কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার।
নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার ॥
এই সত্য কহি তোমা সবারে কেবল।
না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল ॥
আর যদি নিন্দা-কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে ॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়ে।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়ে
চল বিপ্র। কর গিয়া ভক্তের বর্ণন।
তবে সে তোমার সব-পাপ-বিমোচন ॥"
সকল বৈষ্ণব শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
আনন্দে করয়ে জয় জয় হরিধ্বনি ॥
নিন্দা-পাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর অবতার ॥

এই আজ্ঞা যে না মানে, নিন্দে সাধুজন।
দুঃখ-সিন্ধু মাঝে ভাসে সেই পাপিগণ ॥
চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদ-সার।
সুখে সেই জন হয় ভবসিন্ধু-পার ॥
বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব-উপদেশ।
ক্ষণেকে পণ্ডিত-দেবানন্দের প্রবেশ ॥
গৃহ-বাসে যখন আছিলা গৌরচন্দ্র।
তখনে যতেক করিলেন পরানন্দ ॥
সে সময়ে দেবানন্দ-পণ্ডিতের মনে।
নহিল বিশ্বাস, না দেখিল এ কারণে ॥
দেখিবার যোগ্যতা আছয়ে পুনি তান।
তবে কেনে না দেখিলা, কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥
সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা।
তবে তান ভাগ্য হৈতে বক্রেশ্বর আইলা ॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত—চৈতন্য-কৃপাপাত্র।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যাঁর স্মরণেই মাত্র ॥
নিরবধি কৃষ্ণপ্রেম-বিগ্রহ বিহ্বল।
যাঁর নৃত্যে দেবাসুর মোহিত সকল ॥
অশ্রু কম্প স্বেদ হাস্য পুলক হুঙ্কার।
বৈবর্ণ্য আনন্দ-মূর্চ্ছা আদি যে বিকার ॥
চৈতন্য-কৃপায় মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া বক্রেশ্বর-দেহে মিলে ॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের উদ্দাম বিকার।
সকল কহিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥
দৈবে দেবানন্দ-পণ্ডিতের ভাগ্য-বশে।
রহিলেন তাঁহার আশ্রমে প্রেমরসে ॥
দেখিয়া তাঁহার তেজঃপুঞ্জ-কলেবর।
ত্রিভুবনে অতুলিত বিষ্ণু-ভক্তি-ধর ॥
দেবানন্দ-পণ্ডিত পরম সুখী মনে।
অকৈতব প্রেমে তানে করেন সেবনে ॥

বক্রেশ্বর-পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ।
বেত্র-হস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ॥
আপনে করেন সব লোক এক ভিতে।
পড়িলে আপনে ধরি রাখেন কোলেতে॥
তাঁহার অঙ্গের ধূলা বড় ভক্তি-মনে।
আপনার সর্ব্ব অঙ্গে করেন লেপনে॥
তাঁর সঙ্গে থাকি তাঁর দেখিয়া প্রকাশ।
তখনে জন্মিল প্রভু-চৈতন্যে বিশ্বাস॥
বৈষ্ণব-সেবার ফল কহয়ে পুরাণে।
তার সাক্ষী এই সবে দেখ বিদ্যমানে॥
আজন্ম ধার্ম্মিক উদাসীন জ্ঞানবান্।
ভাগবত অধ্যাপনা বিনা নাহি আন॥
শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় নির্লোভ বিষয়ে।
প্রায় আর কতেক বা গুণ তানে হয়ে॥
তথাপিহ গৌরচন্দ্রে নহিল বিশ্বাস।
বক্রেশ্বর-প্রসাদে সে কুবুদ্ধি-বিনাশ॥
কৃষ্ণ-সেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।
ভাগবত আদি সর্ব্ব শাস্ত্রে কৈল দঢ়॥

তথাহি।

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত সেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্ত-পরিচর্য্যা-রতাত্মনাম্॥

যাঁহারা কেবলমাত্র অচ্যুতের সেবা করিয়া থাকেন, 'সিদ্ধি হয় কি না হয়' এরূপ সংশয় তাঁহাদিগেরই হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা সেই ভগবানের ভক্তগণের পরিচর্য্যায় নিরত, তাঁহাদিগের আর ওরূপ সংশয় হইতে পারে না।

এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।
ভক্ত-সেবা হৈতে সে সবেই কৃষ্ণ পায়॥

বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে।
গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে॥
বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান্।
দেবানন্দ-পণ্ডিত হইলা বিদ্যমান॥
দণ্ডবত দেবানন্দ-পণ্ডিত করিয়া।
রহিলেন একদিগে সঙ্কোচিত হৈয়া॥
প্রভুও তাহানে দেখি সন্তোষিত হৈলা।
বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা॥
পূর্ব্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ॥
প্রভু বলে তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত—কৃষ্ণের পূর্ণ-শক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায় যে তাহারে করে ভক্তি॥
বক্রেশ্বর-হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ-ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিতে বক্রেশ্বর॥
যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্ব-তীর্থ-শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥
শুনি দ্বিজ-দেবানন্দ প্রভুর বচন।
যোড়হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন॥
"জগত-উদ্ধার লাগি তুমি কৃপাময়।
নবদ্বীপ মাঝে আসি হইলা উদয়॥
মুঞি পাপী দৈব-দোষে তোমা না জানিনু।
তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইনু॥
সর্ব্ব-ভূতে কৃপালুতা তোমার স্বভাব।
এই মাগোঁ 'তোমাতে হউক অনুরাগ'॥
এক নিবেদন মোর তোমার চরণে।
করিব, উপায় প্রভু কহিবা আপনে॥
মুঞি অসর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ লৈয়া।
ভাগবত পড়াঙ আপনে অজ্ঞ হৈয়া॥

কিবা বাখানিব পড়াইব বা কেমনে।
ইহা মোরে আজ্ঞা প্রভু করহ আপনে॥
শুনি তান বাক্য গৌরচন্দ্র ভগবান্।
কহিতে লাগিলা ভাগবতের প্রমাণ॥
"শুন বিপ্র! ভাগবতে এই বাখানিবা।
'ভক্তি' বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা॥
আদি মধ্য অন্ত্যে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণুভক্তি।
মহা-প্রলয়েও যার থাকে পূর্ণ শক্তি॥
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে॥
ভাগবত-শাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবত-সম কোনো শাস্ত্র নহে॥
যেনরূপ মৎস্য কূর্ম্ম আদি অবতার।
আবির্ভাব তিরোভাব যেন তা সবার॥
এইমত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়॥
ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্ত্তি সে হয়েন মাত্র কৃষ্ণের কৃপায়॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এই মত ভাগবত—সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই না জানয়ে—ভাগবতের প্রমাণ॥
অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তার হয় দরশন॥
প্রেমময় ভাগবত কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ॥
বেদ শাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ॥
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল॥
হেন গ্রন্থ পড়ি কেহো সঙ্কটে পড়িল।
শুন বিপ্র অকপটে তোমারে কহিল॥
আদি মধ্য অবসানে তুমি ভাগবতে।
ভক্তিযোগ মাত্র বাখানিহ সর্ব্ব-মতে॥
তবে আর তোমার নহিব অপরাধ।
সেইক্ষণে চিত্তবৃত্তে পাইবে প্রসাদ॥
সকল শাস্ত্রেই মাত্র 'কৃষ্ণ-ভক্তি' কয়।
বিশেষে শ্রীভাগবত কৃষ্ণ-রসময়॥
চল তুমি যাহ অধ্যাপনা কর গিয়া।
কৃষ্ণভক্তি-অমৃত সবারে বুঝাইয়া॥"
দেবানন্দ-পণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি।
দণ্ডবত হইলেন ভাগ্য হেন মানি॥
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি ধ্যান।
চলিলেন বিপ্র করি বিস্তর প্রণাম॥
সবারেই এই ভাগবতের ব্যাখ্যান।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্॥
'ভক্তিযোগ মাত্র' ভাগবতের ব্যাখ্যান।
আদি মধ্য অন্ত্যে কভু না বুঝায়ে আন॥
না মানয়ে 'ভক্তি', ভাগবত যে পড়ায়।
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে, অপরাধ পায়॥
মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রেমপাত্র॥
ভাগবত-পুস্তক থাকয়ে যার ঘরে।
কোনো অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময়॥
দুই স্থানে 'ভাগবত' নাম শুনি মাত্র।
'গ্রন্থ ভাগবত' আর 'কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র'॥

নিত্য পূজে পঢ়ে শুনে চাহে ভাগবত।
সত্য সত্য সেহো হইবেক সেইমত॥
হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতী পঢ়িয়া।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে তত্ত্ব না জানিয়া॥
ভাগবত-রস—নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
ইহা জানে যে হয় পরম ভাগ্যবন্ত॥
নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্র বদনে।
ভাগবত-অর্থ সে গায়েন অনুক্ষণে॥
আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত যদ্যপি।
তথাপিও পার নাহি পায়েন অদ্যাপি॥
হেন ভাগবত যেন অনন্তের পার।
ইহাতে কহিল সব ভক্তিরস-সার॥
দেবানন্দ-পণ্ডিতের লক্ষ্যে সবাকারে।
ভাগবত-অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে॥
এইমত যে যত আইসে জিজ্ঞাসিতে।
সবারেই প্রতিকার কহেন সুরীতে॥
কুলিয়া গ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি যারে প্রভু না করিলা ধন্য॥
সর্ব্ব লোক সুখী হৈলা প্রভুরে দেখিয়া।
পুনঃপুন দেখে সবে নয়ন ভরিয়া॥
মনোরথ পূর্ণ করি দেখে সর্ব্ব লোক।
আনন্দে ভাসয়ে পাসরিয়া দুঃখ শোক॥
এ সব বিলাস যে শুনয়ে হর্ষ-মনে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্গ পায় সেই সব জনে॥
যথা তথা জন্মুক সবার শ্রেষ্ঠ হয়।
কৃষ্ণ-যশ শুনিলে কখনো মন্দ নয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে নীলাচল-
বিলাসাদি-বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

চতুর্থ অধ্যায়

জয় জয় জয় কৃপাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সকল-মঙ্গল-পদদ্বন্দ্ব॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ন্যাসিরাজ।
জয় জয় চৈতন্যের শ্রীভক্ত-সমাজ॥
হেন মতে প্রভু সর্ব্ব জীব উদ্ধারিয়া।
মথুরায় চলিলেন ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥
গঙ্গা-তীরে-তীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নান পানে পূরান গঙ্গার মনোরথ॥
গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ-সমাজ—তার 'রামকেলি' নাম॥
দিন চারি পাঁচ প্রভু সেই পুণ্য স্থানে।
আসিয়া রহিলা যেন কেহো নাহি জানে॥
সূর্য্যের উদয় কি কখনো গোপ্য হয়।
সর্ব্ব লোক শুনিলেন চৈতন্য-বিজয়॥
সর্ব্ব লোক দেখিতে আইসে হর্ষ-মনে।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি সজ্জন দুর্জ্জনে॥
নিরবধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ।
প্রেমভক্তি বিনা আর নাহি কোনো রঙ্গ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন কম্প পুলক ক্রন্দন।
নিরন্তর আছাড় পাড়েন ঘনে-ঘন॥
নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
তিলার্দ্ধেকো অন্য কর্ম্ম নাহি কোনো ক্ষণ।
হেন সে ক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া।
লোকে শুনে ক্রোশেকের পথেতে থাকিয়া
যদ্যপিও ভক্তিরসে অজ্ঞ সর্ব্ব লোক।
তথাপিও প্রভু দেখি সবার সন্তোষ॥
দূরে থাকি সর্ব্ব লোক দণ্ডবত করি।
সবে মেলি উচ্চ করি বলে 'হরি হরি'॥

শুনি মাত্র প্রভু 'হরিনাম' লোক-মুখে।
বিশেষে উল্লাস বাঢ়ে প্রেমানন্দ-সুখে॥
'বোল বোল বোল' প্রভু বলে বাহু তুলি।
বিশেষে বলেন সবে হই কুতূহলী॥
হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌর-রায়।
যবনেও বলে 'হরি'—অন্যের কি দায়॥
যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য-অবতার॥
তিলার্দ্ধেকো প্রভুর নাহিক অন্য কর্ম্ম।
নিরন্তর লওয়ায়েন সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম॥
চতুর্দ্দিগ হৈতে লোক আইসে দেখিতে।
দেখিয়া কাহারো চিত্ত না লয় যাইতে॥
সবে মেলি আনন্দে করেন হরিধ্বনি।
নিরন্তর চতুর্দ্দিগে আর নাহি শুনি॥
নিকটে যবন-রাজ পরম দুর্ব্বার।
তথাপিও চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার॥
নির্ভয় হইয়া সর্ব্ব লোক বলে 'হরি'।
দুঃখ-শোক ঘর দ্বার সকল পাসরি॥
কোতোয়াল গিয়া কহিলেক রাজ-স্থানে।
"এক ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলি-গ্রামে॥
নিরবধি করয়ে ভূতের সঙ্কীর্ত্তন।
না জানি তাহার স্থানে মিলে কত জন॥"
রাজা বলে "কহ কহ সন্ন্যাসী কেমন।
কি খায়, কি নাম, কৈছে দেহের গঠন॥"
কোতোয়াল বলে "শুন শুনহ গোসাঞি।
এমত অদ্ভুত কভু দেখি শুনি নাঞি॥
সন্ন্যাসীর শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিতে।
কামদেব-সম হেন, না পারি বলিতে॥
জিনিয়া কনক-কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ নাভি সুগভীর॥
সিংহগ্রীব, গজস্কন্ধ, কমল-নয়ান।
কোটি চন্দ্র সে মুখের না করি সমান॥
সুরঙ্গ অধর, মুক্তা জিনিয়া দশন।
কাম-শরাসন যেন ভ্রুভঙ্গ-পত্তন॥
সুন্দর সুপীন বক্ষে লেপিত চন্দন।
মহা কটিতটে শোভে অরুণ বসন॥
রাতুল চরণ যেন কমল-যুগল।
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্ম্মল॥
কোনো বা রাজ্যের কোনো রাজার নন্দন।
জ্ঞান পাই ন্যাসী হই করয়ে ভ্রমণ॥
নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ।
তাহাতে অদ্ভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ॥
এক দণ্ডে পড়েন আছাড় শত শত।
পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত॥
নিরন্তর সন্ন্যাসীর ঊর্দ্ধ রোমাবলী।
পনসের প্রায় যেন পুলক-মণ্ডলী॥
ক্ষণে ক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্প হয়।
সহস্র জনেও ধরিবারে শক্ত নয়॥
দুই লোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে।
কত নদী বহে হেন না পারি কহিতে॥
কখনো বা সন্ন্যাসীর হেন হাস্য হয়।
অট্ট অট্ট দুই প্রহরেও ক্ষমা নয়॥
কখনো মূর্চ্ছিত হয় শুনিয়া কীর্ত্তন।
সবে ভয় পায়, কিছু না থাকে চেতন॥
বাহু তুলি নিরন্তর বলে হরিনাম।
ভোজন শয়ন কিছু নাহি আর কাম॥
চতুর্দ্দিগে থাকি লোক আইসে দেখিতে।
কাহারো না লয় চিত্ত ঘরেতে যাইতে॥
কত দেখিয়াছি আমি ন্যাসী যোগী জ্ঞানী।
এমত অদ্ভুত কভু নাহি দেখি শুনি॥

কহিলাঙ এই মহারাজ তোমা স্থানে।
দেশ ধন্য হৈল এ পুরুষ-আগমনে॥
না খায় না লয় কারো, না করে সম্ভাষ।
সবে নিরবধি এক কীর্ত্তন-বিলাস॥”
যদ্যপি যবন রাজা পরম দুর্ব্বার।
কথা শুনি চিত্তে বড় হৈল চমৎকার॥
কেশব খানেরে রাজা ডাকিয়া আনিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্মিত হইয়া॥
“কহ ত কেশব খান কেমত তোমার।
‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ বলি নাম বল যার॥
কেমত তাঁহার কথা, কেমত মনুষ্য।
কেমত গোসাঞি তিঁহো কহিবা অবশ্য॥
চতুর্দ্দিগে থাকি লোক তাঁহারে দেখিতে।
কি নিমিত্তে আইসে, কহিবা ভালমতে॥”
শুনিয়া কেশব খান—পরম সজ্জন।
ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন॥
“কে বলে ‘গোসাঞি’, এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী
দেশান্তরী গরিব—বৃক্ষের তলবাসী॥”
রাজা বলে “গরিব না বল কভু তানে।
মহা দোষ হয় ইহা শুনিলে শ্রবণে॥
হিন্দু যারে বলে ‘কৃষ্ণ’, ‘খোদায়’ যবনে।
সেই তিঁহো নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে॥
আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে।
তাঁর আজ্ঞা শিরে করি সর্ব্ব দেশে বহে॥
এই নিজ-রাজ্যেই আমারে কত জনে।
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে॥
তাঁহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা অর্থে ভজে কেনে॥
ছয় মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে।
নানা যুক্তি করিবেক সেবক সকলে॥
আপনার খাই লোক তাহানে সেবিতে।
চাহে, তাহা কেহো নাহি পায় ভালমতে॥
অতএব তিঁহো সত্য জানিহ ‘ঈশ্বর’।
‘গরিব’ করিয়া তাঁরে না বল উত্তর॥”
রাজা বলে “এই মুঞি বলিয়ে সবারে।
কেহো যদি উপদ্রব করয়ে তাঁহারে॥
যেখানে তাহান ইচ্ছা থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্র-মত করুন বিধানে॥
সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন।
বিরলে থাকুন, কিবা যেন লয় মন॥
কাজী বা কোটাল কিবা হউ কোনো জন।
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন॥”
এই আজ্ঞা করি রাজা গেলা অভ্যন্তর।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল-বিশেষে॥
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপিও এবে না মানয়ে যত অন্ধ॥
মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
চৈতন্যের গুণ শুনি পোড়য়ে অন্তরে॥
যার যশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ।
যার যশে অবিদ্যা-সমূহ করে চূর্ণ॥
যার যশে শেষ রমা অজ ভব মত্ত।
যার যশ গায় চারি বেদে করি তত্ত্ব॥
হেন শ্রীচৈতন্য-যশে যার অসন্তোষ।
সর্ব্ব গুণ থাকিলেও তার সর্ব্ব দোষ॥
সর্ব্ব-গুণ-হীনো যদি—চৈতন্য-চরণ।
স্মরণ করিলে যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥
শুন আরে ভাই সব শেষখণ্ড-লীলা।
যেরূপে খেলিলা কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন-খেলা॥

শুনিয়া রাজার মুখে সুসত্য বচন।
তুষ্ট হইলেন যত সুসজ্জনগণ॥
সবে মেলি এক স্থানে বসিয়া নিভৃতে।
লাগিলেন যুক্তিবাদ মন্ত্রণা করিতে॥
"স্বভাবেই রাজা মহা-কাল-যবন।
মহা-তমোগুণ-বুদ্ধি হয় ঘনে-ঘন॥
ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ॥
দৈবে আসি সত্ত্বগুণ উপজিল মনে।
তেঁই ভাল কহিলেক আমা সবা স্থানে॥
আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে।
আর-বার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে॥
যদি কদাচিত বলে কেমন গোসাঞি।
আন গিয়া দেখিবারে চাহি এই ঠাঞি॥
অতএব গোসাঞিরে পাঠাই কহিয়া।
রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া॥"
এই যুক্তি করি সবে এক সুব্রাহ্মণ।
পাঠাইয়া সঙ্গোপে দিলেন ততক্ষণ॥
নিজানন্দে মহাপ্রভু মত্ত সর্ব্বক্ষণ।
প্রেমরসে নিরবধি হুঙ্কার গর্জ্জন॥
লক্ষ কোটি লোক মেলি করে হরিধ্বনি।
আনন্দে নাচয়ে মাঝে প্রভু ন্যাসিমণি॥
অন্য কথা অন্য কার্য্য নাহি কোন ক্ষণ।
অহর্নিশ বোলায়েন বলেন কীর্ত্তন॥
দেখিয়া বিস্মিত বড় হইলা ব্রাহ্মণ।
কথা কহিবারে অবসর নাহি ক্ষণ॥
অন্য জন সহিত কথার কোন্ দায়।
নিজ পারিষদেই সম্ভাষা নাহি পায়॥
কিবা দিবা কিবা রাত্রি কিবা নিজ পর।
কিবা জল কিবা স্থল কি গ্রাম প্রান্তর॥
কিছু নাহি জানে প্রভু নিজ-ভক্তিরসে।
অহর্নিশ নিজ-প্রেমসিন্ধু মাঝে ভাসে॥
প্রভু সঙ্গে কথা কহিবার নাহি ক্ষণ।
ভক্তবর্গ-স্থানে কথা কহিল ব্রাহ্মণ॥
দ্বিজ বলে তুমি সব গোসাঞির গণ।
সময় পাইলে এই কহিও কথন॥
"রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া।
এই কথা সবে পাঠাইলেন কহিয়া॥"
কহি এই কথা দ্বিজ গেলা নিজ-স্থানে।
প্রভুরে করিয়া কোটি দণ্ড-পরণামে॥
কথা শুনি ঈশ্বরের পারিষদগণে।
সবে কিছু চিন্তাযুক্ত হইলেন মনে॥
ঈশ্বরের স্থানে সে কহিতে নাহি ক্ষণ।
বাহ্য নাহি প্রকাশেন শ্রীশচীনন্দন॥
'বোল বোল হরি বোল হরি বোল হরি'
এই মাত্র বলে প্রভু দুই বাহু তুলি॥
চতুর্দ্দিগে মহানন্দে কোটি কোটি লোকে।
তালি দিয়া 'হরি' বলে পরম কৌতুকে॥
যাঁর সেবকের নাম করিলে স্মরণ।
সর্ব্ব বিঘ্ন দূর হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন॥
যাঁহার শক্তিতে জীব বলে, করে, চলে।
পরংব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ যাঁরে বেদে বলে॥
যাঁহার মায়ায় জীব পাসরি আপনা।
বদ্ধ হই পাইয়াছে সংসার-যাতনা॥
সে প্রভু আপনে সর্ব্ব জীব উদ্ধারিতে।
অবতরিয়াছে ভক্তিরসে পৃথিবীতে॥
কোন্ বা তাহানে রাজা, কারে তাঁর ভয়।
যম কাল আদি যাঁর ভৃত্য বেদে কয়॥
স্বচ্ছন্দে করেন সবা লই সঙ্কীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক-চূড়ামণি শ্রীশচীনন্দন॥

আছুক তাহান ভয়, তাহানে দেখিতে।
যতেক আইসে লোক চতুর্দ্দিগ হৈতে॥
তাহারাই কেহো ভয় না করে রাজারে।
হেন সে আনন্দ দিয়াছেন সবাকারে॥
যদ্যপিও সর্ব্বলোক পরম অজ্ঞান।
তথাপিও দেখিয়া চৈতন্য ভগবান্॥
হেন সে আনন্দ জন্মে লোকের শরীরে।
'যম' করি ভয় নাহি, কি দায় রাজারে॥
নিরন্তর সর্ব্ব লোক বলে হরিধ্বনি।
কারো মুখে আর কোনো শব্দ নাহি শুনি॥
হেন মতে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
সঙ্কীর্ত্তন করে সর্ব্ব লোকের ভিতর॥
মনে কিছু চিন্তা পাইলেন ভক্তগণ।
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন॥
ঈষত হাসিয়া কিছু বাহ্য প্রকাশিয়া।
লাগিলা কহিতে প্রভু মায়া ঘুচাইয়া॥
প্রভু বলে "তুমি সব ভয় পাও মনে।
রাজা আমা দেখিবারে নিবে কি কারণে॥
আমা চাহে হেন জন আমিও তা' চাঙ।
সবে আমা চাহে হেন কোথাও না পাঙ॥
তোমরা ইহাতে কেনে ভয় পাও মনে।
রাজা আমা চাহে আমি যাইব আপনে॥
রাজা বা আমারে কেনে বলিব চাহিতে।
কি শক্তি রাজার এ বা বোল উচ্চারিতে॥
আমি যদি বোলাই সে রাজার মুখেতে।
তবে সে বলিব রাজা আমারে চাহিতে॥
আমা দেখিবারে শক্তি কোন্ বা তাহার।
বেদে অন্বেষিয়া দেখা না পায় আমার॥
দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণে ভারতে।
আমা অন্বেষয়ে, কেহো না পায় দেখিতে॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে আমার অবতার।
উদ্ধার করিব সর্ব্ব পতিত সংসার॥
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে।
এ যুগে তারাও কান্দিবেক মোর নামে॥
যতেক অস্পৃশ্য দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত অধম রাখাল॥
হেন ভক্তিযোগ দিব এ যুগে সবারে।
সুর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে॥
বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥
সেই সব জন হৈবে এ যুগে বঞ্চিত।
সবে তারা না মানিব আমার চরিত॥
পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥
পৃথিবীতে আসিয়া আমিই ইহা চাঙ।
খোঁজে হেন জন মোরে কোথাও না পাঙ॥
রাজা মোরে কোথা চাহিবেক দেখিবারে।
এ কথা সকল মিথ্যা, কহিল সবারে॥"
বাহ্য প্রকাশিলা প্রভু এতেক কহিয়া।
ভক্ত সব সন্তোষিত হইলা শুনিয়া॥
এইমত প্রভু কতদিন সেই গ্রামে।
নির্ভয়ে আছেন নিজ-কীর্ত্তন-বিধানে॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার।
না গেলেন মথুরা, ফিরিলা আর-বার॥
ভক্ত-সব-স্থানে কহিলেন এই কথা।
আমি চলিবাঙ নীলাচল-চন্দ্র যথা॥
এত বলি স্বতন্ত্র পরমানন্দ রায়।
চলিলা দক্ষিণ-মুখে কীর্ত্তন-লীলায়॥
নিজানন্দে রহিয়া রহিয়া গঙ্গাতীরে।
কতদিনে আইলেন অদ্বৈত-মন্দিরে॥

পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত-আচার্য্য।
আবিষ্ট হইয়া আছে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥
হেনই সময়ে গৌরচন্দ্র ভগবান্।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হৈলা অধিষ্ঠান॥
যে নিমিত্ত অদ্বৈত আবিষ্ট পুত্র-সঙ্গে।
সে বড় অদ্ভুত কথা কহি শুন রঙ্গে॥
যোগ্য পুত্র অদ্বৈতের সেই সে উচিত।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ নাম জগতে বিদিত॥
দৈবে একদিন এক উত্তম সন্ন্যাসী।
অদ্বৈত-আচার্য্য-স্থানে মিলিলেন আসি॥
অদ্বৈত দেখিয়া ন্যাসী সঙ্কোচে রহিলা।
ন্যাসীরে অদ্বৈত নমস্করি বসাইলা॥
অদ্বৈত বলেন 'ভিক্ষা করহ গোসাঞি'।
সন্ন্যাসী বলেন 'ভিক্ষা দেহ যাহা চাই॥
কিছু মোর জিজ্ঞাসা আছয়ে তোমা স্থানে।
মোর সেই ভিক্ষা, তাহা কহিবা আপনে'॥
আচার্য্য বলেন 'আগে করহ ভোজন।
শেষে জিজ্ঞাসার তবে হইব কথন'॥
ন্যাসী বলে 'আগে আছে জিজ্ঞাসা আমার'
আচার্য্য বলেন 'বল যে ইচ্ছা তোমার'॥
সন্ন্যাসী বলেন 'এই কেশব-ভারতী।
চৈতন্যের কে হয়েন, কহ মোর প্রতি'॥
মনে মনে চিন্তেন অদ্বৈত মহাশয়।
ব্যবহার, পরমার্থ—দুই পক্ষ হয়॥
যদ্যপিও ঈশ্বরের পিতা মাতা নাই।
তথাপিও 'দেবকীনন্দন' করি গাই॥
পরমার্থে গুরু যে তাঁহার কেহো নাই।
তথাপি যে করে প্রভু, তাহা সবে গাই॥
প্রথমেই পরমার্থ কি কার্য্য কহিয়া।
ব্যবহার কহিয়াই যাই প্রবোধিয়া॥

এত ভাবি বলিলা অদ্বৈত মহাশয়।
"কেশব-ভারতী চৈতন্যের গুরু হয়॥
দেখিতেছ গুরু ভান কেশব-ভারতী।
আর কেনে তবে জিজ্ঞাসহ মোর প্রতি॥"
এইমাত্র অদ্বৈত বলিতে সেইক্ষণে।
ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইলা সেই স্থানে॥
পঞ্চবর্ষ বয়স—মধুর, দিগম্বর।
খেলা খেলি সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥
অভিন্ন-কার্ত্তিক যেন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।
সর্ব্বজ্ঞ, পরম-ভক্ত, সর্ব্ব-শক্তিধর॥
'চৈতন্যের গুরু আছে' বচন শুনিয়া।
ক্রোধাবেশে কহে কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥
"কি বলিলা বাপ! বল দেখি আর-বার।
চৈতন্যের গুরু আছে বিচার তোমার॥
কোন্ বা সাহসে তুমি এমত বচন।
জিহ্বায় আনিলা ইহা, না বুঝি কারণ॥
তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল।
হেন বুঝি—এখনে সে কলিকাল হৈল॥
অথবা চৈতন্য-মায়া—পরম দুস্তর।
যাহাতে পায়েন মোহ ব্রহ্মাদি শঙ্কর॥
বুঝিলাম বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে।
কেবা চৈতন্যের মায়া তরিবারে পারে॥
'চৈতন্যের গুরু আছে' বলিলা যখনে।
মায়াবশ বিনা ইহা কহিলে কেমনে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যবে চৈতন্য-ইচ্ছায়।
সব চৈতন্যের লোমকূপেতে মিশায়॥
জলক্রীড়া-পরায়ণ চৈতন্য-গোসাঞি।
বিহরেন আত্মক্রীড়—আর দুই নাঞি॥
যত দেখ মহামুনি মহা অভিমান।
উদ্দেশো না থাকে কারো কোথা কার নাম॥

পুন সেই চৈতন্যের অচিন্ত্য ইচ্ছায়।
নাভিপদ্ম হৈতে ব্রহ্মা হয়েন লীলায়॥
হইয়াও না থাকে দেখিতে কিছু শক্তি।
অবশেষে করেন একান্ত-ভাবে ভক্তি॥
তবে ভক্তি-বশে তুষ্ট হৈয়া তাহানে।
তত্ত্ব-উপদেশ প্রভু কহেন আপনে॥
তবে সেই ব্রহ্মা প্রভু-আজ্ঞা করি শিরে।
সৃষ্টি করি সেই জ্ঞান কহেন সবারে॥
সেই জ্ঞান সনকাদি পাই ব্রহ্মা হৈতে।
প্রচার করেন তবে কৃপায় জগতে॥
যাঁহা হৈতে হয় আসি জ্ঞানের প্রচার।
তাঁর গুরু কেমতে বলহ আছে আর॥
বাপ তুমি, তোমা হৈতে শিখিবাঙ কোথা
শিক্ষাগুরু হই কেনে বলহ অন্যথা॥"
এত বলি শ্রীঅচ্যুতানন্দ মৌন হৈলা।
শুনিয়া অদ্বৈত পরানন্দে প্রবেশিলা॥
'বাপ বাপ' বলি ধরি করিলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেম-জলে॥
"তুমি সে জনক বাপ! আমি সে তনয়।
শিখাইতে পুত্ররূপে হইলে উদয়॥
অপরাধ করিনু, ক্ষমহ বাপ মোরে।
আর না বলিব এই কহিনু তোমারে॥"
আত্ম-স্তুতি শুনি শ্রীঅচ্যুত মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়॥
শুনিয়া সন্ন্যাসী শ্রীঅচ্যুত-বচন।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ॥
সন্ন্যাসী বলেন যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যেন পিতা, তেন পুত্র—অচিন্ত্য কথন॥
এই ত ঈশ্বর-শক্তি বহি অন্য নহে।
বালকের মুখে কি এমত কথা হয়ে॥

শুভ-লগ্নে আইলাঙ অদ্বৈত দেখিতে।
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ নয়নেতে॥
পুত্রের সহিত অদ্বৈতেরে নমস্করি।
পূর্ণ হই ন্যাসী চলে বলি 'হরি হরি'॥
ইহানে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যে চৈতন্য-পাদপদ্মে একান্ত-শরণ॥
অদ্বৈতেরে ভজে, গৌরচন্দ্রে করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের, তবু তেঁহো গেলা॥
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত-আচার্য্য।
পুত্র কোলে করি কান্দে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥
পুত্রের অঙ্গের ধূলা আপনার অঙ্গে।
লেপেন অদ্বৈত অতি পরানন্দ-রঙ্গে॥
'চৈতন্যের পার্ষদ জন্মিলা মোর ঘরে'।
এত বলি নাচে প্রভু তালি দিয়া করে॥
পুত্র কোলে করি নাচে অদ্বৈত-গোসাঞি।
ত্রিভুবনে যাঁহার ভক্তির সম নাঞি॥
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত বিহ্বল।
হেনকালে উপসন্ন সর্ব্ব সুমঙ্গল॥
সপার্ষদে শ্রীগৌরসুন্দর সেইক্ষণে।
আসি আবির্ভাব হৈলা অদ্বৈত-ভবনে॥
প্রাণনাথ ইষ্টদেব অদ্বৈত দেখিয়া।
পড়িলেন পৃথিবীতে দণ্ডবত হৈয়া॥
'হরি' বলি শ্রীঅদ্বৈত করেন হুঙ্কার।
পরানন্দে দেহ পাসরিলা আপনার॥
জয়-জয়কার-ধ্বনি করে নারীগণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে॥
প্রভুও করিলা অদ্বৈতেরে নিজ-কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দ-জলে॥
পাদপদ্ম বক্ষে করি আচার্য্য-গোসাঞি।
রোদন করেন অতি বাহ্য কিছু নাঞি॥

চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করেন ক্রন্দন।
কি অদ্ভুত প্রেম সেই না যায় বর্ণন ॥
স্থির হই ক্ষণেকে অদ্বৈত মহাশয়।
বসিতে আসন দিলা করিয়া বিনয় ॥
বসিলেন মহাপ্রভু উত্তম আসনে।
চতুর্দ্দিগে শোভা করে পারিষদগণে ॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী।
দোঁহা দেখি অন্তরেতে দোঁহে কুতূহলী ॥
আচর্য্যেরে নমস্করিলেন ভক্তগণ।
আচার্য্য সবারে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥
যে আনন্দ উপজিল অদ্বৈতের ঘরে।
বেদব্যাস বিনা তাহা কে বর্ণিতে পারে ॥
ক্ষণেকে অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-কুমার।
প্রভুর চরণে আসি হৈলা নমস্কার ॥
অচ্যুতেরে কোলে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে ধুইলেন তাঁর কলেবর ॥
অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে।
অচ্যুত প্রবিষ্ট হৈলা প্রভুর দেহেতে ॥
অচ্যুতেরে কৃপা দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রেমে সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
যত চৈতন্যের প্রিয় পারিষদগণ।
অচ্যুতের প্রিয় নহে হেন নাহি জন ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণের সমান।
গদাধর-পণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান ॥
ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যেন পিতা তেন পুত্র উচিত মিলন ॥
এইমত শ্রীঅদ্বৈত গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ডুবিলা প্রভু পাইয়া সাক্ষাতে ॥
শ্রীচৈতন্য কতদিন অদ্বৈত-ইচ্ছায়।
রহিলা অদ্বৈত-ঘরে কীর্ত্তন-লীলায় ॥

প্রাণনাথ গৃহে পাই আচার্য্য-গোসাঞি।
না জানে আনন্দে আছেন কোন্ ঠাঞি ॥
কিছু স্থির হইয়া অদ্বৈত মহামতি।
আই-স্থানে লোক পাঠাইলা শীঘ্রগতি ॥
দোলা লই নবদ্বীপে আইলা সত্বরে।
আইরে বৃত্তান্ত কহে চলিবার তরে ॥
প্রেমরস-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে আই।
কি বলেন, কি শুনেন, বাহ্য কিছু নাই ॥
সম্মুখে যাহারে আই দেখেন তাহারে।
জিজ্ঞাসেন মথুরার কথা কহ মোরে ॥
রাম কৃষ্ণ কেমত আছেন মথুরায়।
পাপী কংস কেমত বা করে ব্যবসায় ॥
চোর অক্রূরের কথা কহ জান কে।
রাম-কৃষ্ণ মোর চুরি করি নিল সে ॥
শুনিলাম পাপী কংস মরি গেল হেন।
মথুরার রাজা কি হইল উগ্রসেন ॥
'রাম কৃষ্ণ' বলিয়া কখনো ডাকে আই।
ঝাট গাভী দোহ, দুগ্ধ বেচিবারে যাই ॥
হাতে বাড়ি করিয়া কখনো আই ধায়।
ধর ধর সবে এই ননী-চোরা যায় ॥
কোথা পলাইবা আজি এড়িব বান্ধিয়া।
এত বলি ধায় আই আবিষ্ট হইয়া ॥
কখনো কাহারে কহে সম্মুখে দেখিয়া।
চল যাই যমুনায় স্নান করি গিয়া ॥
কখনো যে উচ্চ করি করেন ক্রন্দন।
পাষাণ দ্রবয়ে তাহা করিতে শ্রবণ ॥
অবিচ্ছিন্ন ধারা দুই নয়নেতে ঝরে।
সে কাকু শুনিয়া কাষ্ঠ পাষাণ বিদরে ॥
কখনো বা ধ্যানে কৃষ্ণ স্বসাক্ষাত করি।
অট্ট অট্ট হাসে আই আপনা পাসরি ॥

হেন সে আনন্দ হাস্য—অদ্ভুত পরম।
দুই প্রহরেও কভু নহে উপশম॥
কখনো বা আই হয় আনন্দ-মূর্চ্ছিত।
প্রহরেক ধাতু নাহি থাকে কদাচিত॥
কখনো বা হেন কম্প উপজে আসিয়া।
পৃথিবীতে কেহো যেন তোলে আছাড়িয়া
আইর সে কৃষ্ণাবেশ—কি তার উপমা।
আই বই অন্য আর নাহি তার সীমা॥
গৌরচন্দ্র-শ্রীবিগ্রহে যত কৃষ্ণভক্তি।
আইরেও প্রভু দিয়াছেন সেই শক্তি॥
অতএব আইর যে ভক্তির বিকার।
তাহা বর্ণিবেক সব—হেন শক্তি কার॥
হেন মতে পরানন্দ-সমুদ্র-তরঙ্গে।
ভাসেন দিবস নিশি আই মহারঙ্গে॥
কদাচিত আইর যে কিছু বাহ্য হয়।
সেহো বিষ্ণু-পূজা লাগি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের প্রসঙ্গে আই আছেন বসিয়া।
হেনই সময়ে শুভ বার্ত্তা হৈলা গিয়া॥
"শান্তিপুরে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
চল আই ঝাট গিয়া দেখহ সত্বর॥"
বার্ত্তা শুনি যে সন্তোষ হইলেন আই।
তাহার অবধি আর কহিবারে নাই॥
বার্ত্তা শুনি প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
সবেই হইলা অতি পরানন্দ-মন॥
গঙ্গাদাস পণ্ডিত—প্রভুর প্রিয়-পাত্র।
আই লই চলিলেন সেইক্ষণ মাত্র॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত আদি যত ভক্তগণ।
সবেই আইর সঙ্গে করিলা গমন॥
সত্বরে আইলা শচী আই শান্তিপুরে।
বার্ত্তা শুনিলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরে॥

শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া।
সত্বরে পড়িলা দূরে দণ্ডবত হৈয়া॥
পুনঃপুন প্রদক্ষিণ হইয়া হইয়া।
দণ্ডবত হয় শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া॥
"তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী।
তোমারে সে গুণাতীত-সত্ত্বরূপা কহি॥
তুমি যদি শুভদৃষ্টি কর জীব প্রতি।
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতি মতি॥
তুমি সে কেবল মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি।
যাহা হৈতে সব হয়—তুমি সেই শক্তি॥
তুমি গঙ্গা দেবকী যশোদা দেবহূতি।
তুমি পৃশ্নি অনসূয়া কৌশল্যা অদিতি॥
যত দেখি সব তোমা হৈতে যে উদয়।
পালয়িতা তুমি সে, তোমাতে লীন হয়॥
তোমার প্রভাব বলিবারে শক্তি কার।
সবার হৃদয়ে পূর্ণ বসতি তোমার॥"
শ্লোক-বন্ধে এইমত করিয়া স্তবন।
দণ্ডবত হয় প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন॥
কৃষ্ণ বহি ও কি পিতৃ-মাতৃ-গুরু-ভক্তি।
করিবারে ধরয়ে এমত কেহো শক্তি॥
আনন্দাশ্রু-ধারা বহিতেছে সর্ব্বাঙ্গেতে।
শ্লোক পড়ি নমস্কার হয় বহুমতে॥
আইও দেখিয়া মাত্র গৌরাঙ্গ-বদন।
পরানন্দে জড় হইলেন সেইক্ষণ॥
রহিয়াছে আই যেন কৃত্রিম পুতলী।
স্তুতি করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর কুতূহলী॥
প্রভু বলে "কৃষ্ণভক্তি যে কিছু আমার।
কেবল একান্ত সব প্রসাদে তোমার॥
কোটি দাস-দাসেরো যে সম্বন্ধ তোমার।
সেহ জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার॥

বারেকো যে জন তোমা করিব স্মরণ।
তার কভু নহিবেক সংসার-বন্ধন॥
সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী।
তাঁরাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি॥
তুমি যত করিয়াছ আমার পালন।
আমার শক্তিতে তাহা নহিব শোধন॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলে আমারে।
তোমার সদ্‌গুণ সে তাহার প্রতিকারে॥"
এইমত স্তুতি প্রভু করেন সন্তোষে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে॥
আই জানে অবতীর্ণ 'প্রভু নারায়ণ'।
যখনে যে ইচ্ছা তান কহেন তেমন॥
কতক্ষণে আই বলিলেন এই মাত্র।
"তোমার বচন বুঝে কেবা আছে পাত্র॥
প্রাণহীন জন যেন সিন্ধু মাঝে ভাসে।
স্রোতে যথা লয় তথা চলয় অবশে॥
এইমত সর্ব্ব জীব সংসার-সাগরে।
তোমার মায়ায় যে করায় তাহা করে॥
সবে এই বলোঁ। বাপ তোমারে উত্তর।
ভাল হয় যেমতে সে তোমার গোচর॥
স্তুতি প্রদক্ষিণ কিবা কর নমস্কার।
মুঞি ত না বুঝোঁ কিছু, যে ইচ্ছা তোমার॥"
শুনিয়া আইর বাক্য সর্ব্ব ভাগবতে।
মহা জয়-জয়-ধ্বনি লাগিলা করিতে॥
আইর ভক্তির সীমা কে বলিতে পারে।
গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ যাঁহার উদরে॥
প্রাকৃত শব্দেও যে বা বলিবেক 'আই'।
'আই'-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥
প্রভু দেখি সন্তোষে পূর্ণিত হৈলা আই।
ভক্তগণ আনন্দে কাহারো বাহ্য নাই॥

তখনে যে হইল আনন্দ-সমুচ্চয়।
মনুষ্যের শক্তিতে কি তাহা কহা যায়॥
নিত্যানন্দ মহামত্ত আইর সন্তোষে।
পরানন্দ-সিন্ধু-মাঝে ভাসেন হরিষে॥
দেবকীর স্তুতি পড়ি আচার্য্য-গোসাঞি।
আইরে করেন দণ্ডবত—অন্ত নাঞি॥
হরিদাস শ্রীগর্ভ মুরারি নারায়ণ।
জগদীশ গোপীনাথ আদি ভক্তগণ॥
আইর সন্তোষে সবে হেন সে হইলা।
পরানন্দে যে-হেন সবেই মিশাইলা॥
এ সব আনন্দ পঠে শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলয়ে তারে প্রেমভক্তি-ধন॥
প্রভুরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী।
প্রভু-স্থানে অদ্বৈত লইলা অনুমতি॥
সন্তোষে চলিলা আই করিতে রন্ধন।
প্রেমযোগে চিন্তি গৌরচন্দ্র-নারায়ণ॥
কতেক প্রকারে আই করিলা রন্ধন।
নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন॥
আই জানে প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে।
বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিলা একেকে॥
এক এক ব্যঞ্জন প্রকার দশ বিশে।
রান্ধিলেন আই অতি চিত্তের সন্তোষে॥
অশেষ-প্রকারে আই রন্ধন করিয়া।
ভোজনের স্থানে তবে থুইলেন লৈয়া॥
শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন সব উপস্কার করি।
সবার উপরে দিল তুলসী-মঞ্জরী॥
চতুর্দ্দিগে সারি করি শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন।
মধ্যে পাতিলেন ল'য়ে উত্তম আসন॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
সংহতি লইয়া সব পারিষদগণ॥

দেখি প্রভু শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জনের উপস্কার।
দণ্ডবত হইয়া করিলা নমস্কার॥
প্রভু বলে "এ অন্নের থাকুক ভোজন।
এ অন্ন দেখিলে হয় বন্ধ-বিমোচন॥
কি রন্ধন—ইহা ত কহিল কিছু নয়।
এ অন্নের গন্ধেও কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
বুঝিলাম কৃষ্ণ লই সব পরিবার।
এ অন্ন করিয়াছেন আপনে স্বীকার॥"
এত বলি প্রভু অন্ন প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরি॥
প্রভুর আজ্ঞায় সব পারিষদগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে দেখিতে ভোজন॥
ভোজন করেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী॥
প্রত্যেকে প্রত্যেকে প্রভু সকল ব্যঞ্জন।
মহা আমোদিয়া নাথ করেন ভোজন॥
সবা হৈতে ভাগ্যবন্ত শ্রীশাক ব্যঞ্জন।
পুনঃপুন যাহা প্রভু করেন গ্রহণ॥
শাকেতে দেখিয়া বড় প্রভুর আদর।
হাসেন প্রভুর যত সব অনুচর॥
শাকের মহিমা প্রভু সবারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু ঈষত হাসিয়া॥
প্রভু বলে এই যে অচ্যুতা-নামে শাক।
ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ॥
পটোল-বাস্তুক-কাল-শাকের ভোজনে।
জন্ম জন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণবের সনে॥
সালঞ্চা-হেলঞ্চা-শাক ভোজন করিলে।
আরোগ্য থাকয়ে তারে কৃষ্ণভক্তি মিলে॥
এইমত শাকের মহিমা সবে কহি।
ভোজন করেন প্রভু পুলকিত হই॥
যতেক আনন্দ হৈল এ দিন ভোজনে
সবে ইহা জানে প্রভু সহস্র-বদনে॥
এই যশ সহস্র জিহ্বায় নিরন্তর।
গায়েন অনন্ত আদিদেব মহীধর॥
সেই প্রভু কলিযুগে অবধূত-রায়।
সূত্র মাত্র লিখি আমি তাহান আজ্ঞায়॥
বেদব্যাস আদি করি যত মুনিগণ।
এই সব যশ সবে করেন বর্ণন॥
এ যশের যদি করে শ্রবণ পঠন।
তবে সে জীবের খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥
হেন রঙ্গে মহাপ্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন॥
আচমন করি মাত্র ঈশ্বর বসিলা।
ভক্তগণ অবশেষ লুটিতে লাগিলা॥
কেহো বলে ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায়।
শূদ্র আমি, আমারে সে উচ্ছিষ্ট জুয়ায়॥
আর কেহো বলে আমি নহিয়ে ব্রাহ্মণ।
আড়ে থাকি লই কেহো করে পলায়ন॥
কেহো বলে শূদ্ররে উচ্ছিষ্ট যোগ্য নহে।
হয় নয় বিচারিয়া বুঝ—শাস্ত্রে কহে॥
কেহো বলে আমি অবশেষ নাহি চাই।
শুধু পাতখানা মাত্র আমি লই যাই॥
কেহো বলে আমি পাত ফেলি সর্ব্বকাল।
তোমরা যে লও সে কেবল ঠাকুরাল॥
এইমত কৌতুকে চপল ভক্তগণ।
ঈশ্বর-অধরামৃত করেন ভোজন॥
আইর রন্ধন—ঈশ্বরের অবশেষ।
কার বা ইহাতে লোভ না জন্মে বিশেষ॥
পরানন্দে ভোজন করিয়া ভক্তগণ।
প্রভুর সম্মুখে সবে করিলা গমন॥

বসিয়া আছেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চতুর্দ্দিগে বসিলেন সর্ব্ব অনুচর॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সম্মুখে দেখিয়া।
বলিলেন তারে কিছু ঈষত হাসিয়া॥
পড় গুপ্ত! রাঘবেন্দ্র বর্ণিয়াছ তুমি।
অষ্ট-শ্লোক করিয়াছ, শুনিয়াছি আমি॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা গুপ্ত মুরারি শুনিয়া।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥

তথাহি (শ্রীচৈতন্যচরিতে ৩য় প্রক্রমে)—

অগ্রে ধনুর্দ্ধর-বরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো
জ্যেষ্ঠানুসেবন-রতো বর-ভূষণাঢ্যঃ।
শেষাখ্যধাম-বর-লক্ষ্মণ-নাম যস্য
রামং জগত্ত্রয়-গুরুং সততং ভজামি॥১॥

হত্বা খর-ত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধং
শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা।
সুগ্রীব-মৈত্রমকরোদ্‌বিনিহত্য শত্রুং
রামং জগত্ত্রয়-গুরুং সততং ভজামি॥২॥

ধনুর্দ্ধারিগণের অগ্রগণ্য, সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বলাঙ্গ, অগ্রজের সেবায় সংরত, উৎকৃষ্ট-অলঙ্কার-বিভূষিত, সাক্ষাৎ 'অনন্ত'-স্বরূপ এবং সকলের শ্রেষ্ঠ 'লক্ষ্মণ'-নামধারী মহাপুরুষ যাঁহার অগ্রভাগে বিরাজমান রহিয়াছেন, সেই ত্রিজগদ্‌গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি॥১॥

যিনি খর ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষসদ্বয়কে স্বজন-গণের সহিত হনন করিয়াছিলেন, যিনি কবন্ধ নামক রাক্ষসের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন, যিনি দণ্ডকারণ্যকে দূষণ নামক রাক্ষস-শূন্য করিয়াছিলেন, যিনি বালি-নামক শত্রুকে নিপাত করিয়া সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই ত্রিজগদ্‌-গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি॥২॥

এইমত অষ্ট-শ্লোক মুরারি পড়িলা।
প্রভুর আজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলা॥
দূর্ব্বাদল-শ্যামল কোদণ্ড-দীক্ষাগুরু।
ভক্তগণ প্রতি অতি বাঞ্ছাকল্পতরু॥
হাস্যমুখে রত্নময় রাজ-সিংহাসনে।
বসিয়া আছেন শ্রীজানকী-দেবী বামে॥
অগ্রে মহাধনুর্দ্ধর অনুজ লক্ষ্মণ।
কনকের প্রায় দ্যুতি কনক-ভূষণ॥
আপনে অনুজ হই শ্রীঅনন্তধাম।
জ্যেষ্ঠের সেবনে রত—শ্রীলক্ষ্মণ নাম॥
সর্ব্ব-মহাগুরু হেন শ্রীরঘুনন্দন।
জন্ম জন্ম ভজোঁ মুঞি তাঁহার চরণ॥
ভরত শত্রুঘ্ন দুই চামর ঢুলায়।
সম্মুখে কপীন্দ্রগণ পুণ্য কীর্ত্তি গায়॥
যে প্রভু করিলা গুহ চণ্ডালেরে মিত।
জন্ম জন্ম গাও যেন তাঁহার চরিত॥
গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি ছাড়ি নিজ-রাজ্য।
বন ভ্রমিলেন যে করিতে সুর-কার্য্য॥
বালি মারি সুগ্রীবেরে রাজ্য-ভার দিয়া।
মৈত্র-পদ দিলা তারে করুণা করিয়া॥
যে প্রভু করিলা অহল্যার বিমোচন।
ভজোঁ হেন ত্রিভুবন-গুরুর চরণ॥
দুস্তর-তরঙ্গ-সিন্ধু ঈষত লীলায়।
কপি দ্বারে যে বান্ধিলা লক্ষ্মণ-সহায়॥
ইন্দ্রাদির অজিত রাবণ বংশ-সনে।
যে প্রভু মারিল ভজোঁ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার কৃপায় বিভীষণ ধর্ম্মপর।
ইচ্ছা নাহি, তথাপি হইলা লঙ্কেশ্বর॥
যবনেও যাঁর কীর্ত্তি শ্রদ্ধা করি শুনে।
ভজোঁ হেন রাঘবেন্দ্র-প্রভুর চরণে॥

দুষ্ট-ক্ষয় লাগি নিরন্তর ধনুর্দ্ধর।
পুত্রের সমান প্রজা-পালনে তৎপর ॥
যাঁহার কৃপায় সব অযোধ্যা-নিবাসী।
সশরীরে হইলেন শ্রীবৈকুণ্ঠ-বাসী ॥
যাঁর নাম-রসে মহেশ্বর দিগম্বর।
রমা যাঁর পাদপদ্ম সেবে নিরন্তর ॥
'পরং ব্রহ্ম জগন্নাথ' বেদে যাঁরে গায়।
ভজোঁ হেন সর্ব্বগুরু-রাঘবেন্দ্র-পায় ॥
এইমত অষ্ট-শ্লোক আপনার কৃত।
পঢ়িলা মুরারি রাম-মহিমা-অমৃত ॥
শুনি তুষ্ট হই তাঁরে শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তাঁর মস্তক উপর ॥
শুন গুপ্ত এই তুমি আমার প্রসাদে।
জন্ম জন্ম রাম-দাস হও নির্ব্বিরোধে ॥
ক্ষণেকো যে করিবেক তোমার আশ্রয়।
সেহো রাম-পদাম্বুজ পাইব নিশ্চয় ॥
মুরারি গুপ্তেরে চৈতন্যের বর শুনি।
সবেই করেন মহা জয়-জয়-ধ্বনি ॥
এইমত কৌতুকে আছেন গৌরসিংহ।
চতুর্দ্দিগে শোভে সব চরণের ভৃঙ্গ ॥
হেনই সময়ে কুষ্ঠরোগী একজন।
প্রভুর সম্মুখে আসি দিল দরশন ॥
দণ্ডবত হইয়া পড়িল আর্ত্তনাদে।
দুই বাহু তুলি মহা আর্ত্তি করি কান্দে ॥
"সংসার উদ্ধার লাগি তুমি কৃপাময়।
পৃথিবীর মাঝে আসি হইলা উদয় ॥
পর-দুঃখ দেখি তুমি স্বভাবে কাতর।
এতেকে আইনু মুঞি তোমার গোচর ॥
কুষ্ঠরোগে পীড়িত, জ্বালায় মুঞি মরোঁ।
বলহ উপায় মোরে কোন্ মতে তরোঁ ॥"

শুনি মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর বচন।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে তর্জ্জন-বচন ॥
"ঘুচ ঘুচ মহাপাপী বিদ্যমান হৈতে।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময়ে লোকেতে ॥
পরম ধার্ম্মিকো যদি দেখে তোর মুখ।
সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুঃখ ॥
বৈষ্ণব-নিন্দক তুই পাপী দুরাচার।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর ॥
এই জ্বালা সহিতে না পার দুষ্ট-মতি।
কেমতে করিবা কুম্ভীপাকেতে বসতি ॥
যে 'বৈষ্ণব'-নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যেই বৈষ্ণব-চরিত্র ॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
যে বৈষ্ণব-পূজা হৈতে বড় আর নাই ॥
শেষ, রমা, অজ, ভব, নিজ-দেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় কহে ভাগবতে ॥

তথাহি (ভাঃ ১১।১৪।১৫)—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী অথবা এমন কি আমার নিজ-দেহও আমার তদ্রূপ প্রিয় নহে।

হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ জন্ম জীবন মরণ ॥
বিদ্যা কুল তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণবেরে নিন্দে যে যে পাপী দুরাচার ॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন ॥

যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যার দৃষ্টি মাত্র দশদিগে পাপ-ক্ষয়॥
যে বৈষ্ণব-জন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গের সকল বিঘ্ন ঘুচে ভালমতে॥
হেন মহাভাগবত শ্রীবাস-পণ্ডিত।
তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাঁহার চরিত॥
এতেকে তোমার কুষ্ঠ-জ্বালা কোন্ কাজ।
মূল শাস্তা পশ্চাতে আছেন ধর্ম্মরাজ॥
এতেকে আমার দৃশ্যযোগ্য নহ তুমি।
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি॥"
সেই কুষ্ঠরোগী শুনি প্রভুর উত্তর।
দন্তে তৃণ ধরি বলে হইয়া কাতর॥
"কিছু না জানিনু মুঞি আপনা খাইয়া।
বৈষ্ণবের নিন্দা কৈনু প্রমত্ত হইয়া॥
অতএব তার শাস্তি পাইনু উচিত।
এখনে ঈশ্বর তুমি চিন্ত মোর হিত॥
সাধুর স্বভাব-ধর্ম্ম—দুঃখীরে উদ্ধারে।
কৃত-অপরাধেরেও সাধু কৃপা করে॥
এতেকে তোমার মুঞি লইনু শরণ।
তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিবে কোন্ জন॥
যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত—সব তুমি জ্ঞাতা।
প্রায়শ্চিত্ত বল মোরে—তুমি সর্ব্ব-পিতা।
বৈষ্ণব-জনের যেন নিন্দন করিনু।
উচিত তাহার প্রভু! শাস্তিও পাইনু॥"
প্রভু বলে "বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন্ তার শাস্তিয়ে এখন॥
আপাততঃ ফল কিছু পাইয়াছ মাত্র।
আরো কত আছে—যম-যাতনার পাত্র॥
চৌরাশি-সহস্র যম-যাতনা প্রত্যেকে।
পুনঃপুন করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে॥
চল কুষ্ঠরোগি! তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে॥
তাঁর ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার—তিঁহো করিলে প্রসাদ॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়॥
এই কহিলাম তোর নিস্তার-উপায়।
শ্রীবাস-পণ্ডিত ক্ষমিলেই দুঃখ যায়॥
মহা-শুদ্ধবুদ্ধি তিঁহো, তাঁর ঠাঞি গেলে।
ক্ষমিবেন সব তোরে, নিস্তারিবে হেলে॥"
শুনিয়া প্রভুর অতি সুসত্য বচন।
মহা জয়-জয়-ধ্বনি করে ভক্তগণ॥
সেই কুষ্ঠরোগী শুনি প্রভুর বচন।
দণ্ডবত হইয়া চলিলা ততক্ষণ॥
সেই কুষ্ঠরোগী পাই শ্রীবাস-প্রসাদ।
মুক্ত হৈল—খণ্ডিল সকল অপরাধ॥
যতেক অনর্থ হয় বৈষ্ণব-নিন্দায়।
আপনে কহিলা এই শ্রীবৈকুণ্ঠ-রায়॥
তথাপিহ বৈষ্ণবেরে নিন্দয়ে যে জন।
তার শাস্তা আছে শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ॥
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখহ গালাগালী।
পরম আনন্দ ইথে কৃষ্ণ কুতূহলী॥
সত্যভামা-রুক্মিণীতে গালাগালি যেন।
পরমার্থে এক তাঁরা দেখি ভিন্ন হেন॥
এইমত বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে ভিন্ন নাঞি।
ভিন্ন করায়েন রঙ্গ চৈতন্য-গোসাঞি॥
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥
এক হস্তে ঈশ্বরেরে সেবয়ে কেবল।
আর হস্তে দুঃখ দিলে তার কি কুশল॥

এইমত সব ভক্ত—কৃষ্ণের শরীর।
ইহা বুঝে যে হয় পরম মহাধীর॥
অভেদ-দৃষ্টিতে সব বৈষ্ণব ভজিয়া।
যে কৃষ্ণ-চরণ ভজে, সে যায় তরিয়া॥
যে গায় যে শুনে এ সকল পুণ্য-কথা।
বৈষ্ণবাপরাধ তার না জন্মে সর্ব্বথা॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
আছেন পরমানন্দে অদ্বৈতের ঘরে॥
মাধব-পুরীর আরাধনা পুণ্য-তিথি।
দৈবযোগে উপসন্ন হৈল আসি তথি॥
মাধবেন্দ্র-অদ্বৈতে যদ্যপি ভেদ নাঞি।
তথাপি তাহান শিষ্য আচার্য্য-গোসাঞি
মাধবেন্দ্র-পুরী-দেহে শ্রীগৌরসুন্দর।
সত্য সত্য সত্য বিহরয়ে নিরন্তর॥
মাধবেন্দ্র-পুরীর অকথ্য বিষ্ণুভক্তি।
কৃষ্ণের প্রসাদে সর্ব্বকাল পূর্ণ-শক্তি॥
যেমতে অদ্বৈত শিষ্য হইলেন তান।
চিত্ত দিয়া শুন সেই মঙ্গল-আখ্যান॥
যে সময়ে না ছিল চৈতন্য-অবতার।
বিষ্ণুভক্তি-শূন্য সব আছিল সংসার॥
তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্য-কৃপায়।
প্রেম-সুখ-সিন্ধু মাঝে ভাসেন সদায়॥
নিরবধি দেহে রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প।
হুঙ্কার, গর্জ্জন, মহা-হাস্য, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম॥
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন কি করেন কার্য্য॥
পথে চলি যাইতেও আপনা-আপনি।
নাচেন পরম-রঙ্গে করি হরিধ্বনি॥
কখনো বা হেন সে আনন্দ-মূর্চ্ছা হয়।
দুই তিন প্রহরেও দেহে বাহ্য নয়॥
কখনো বা বিরহে যে করেন রোদন।
গঙ্গা-ধারা বহে যেন—অদ্ভুত-কথন॥
কখনো হাসেন অতি অট্ট অট্ট হাস।
পরানন্দ-রসে ক্ষণে হয় দিগবাস॥
এইমত কৃষ্ণ-সুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তিশূন্য লোক দেখি বড় দুঃখী॥
তার হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি।
কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তাঁর মতি॥
কৃষ্ণ-যাত্রা-মহোৎসব কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দেবতা জানেন সবে 'ষষ্ঠী বিষহরি'।
তাহারে সেবেন সবে মহা-দম্ভ করি॥
'ধন বংশ বাড়ুক' করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিতে সে সর্ব্ব লোক আনন্দিত॥
অতি বড় সুকৃতী সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ' 'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয়॥
কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সঙ্কীর্ত্তন।
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা ক্রন্দন॥
বিষ্ণুমায়া-বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগত বদ্ধ মহাতমোগুণে॥
লোক দেখি দুঃখ ভাবে শ্রীমাধব-পুরী।
হেন নাহি তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যারে করি॥
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহো আপনারে মাত্র বলে 'নারায়ণ'॥
এ দুঃখে সন্ন্যাসী সঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি, কৃষ্ণভক্তি শুনি যথা॥

'জ্ঞানী যোগী তপস্বী বিরক্ত' খ্যাতি যার।
কারো মুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তারা বল কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে॥
দেখিতে শুনিতে দুঃখে শ্রীমাধব-পুরী।
মনে মনে চিন্তে বনবাস গিয়া করি॥
লোক-মধ্যে ভ্রমি কেনে 'বৈষ্ণব' দেখিতে।
কোথাও 'বৈষ্ণব'-নাম না শুনি জগতে॥
অতএব এ সকল লোক-মধ্য হৈতে।
বনে যাই, লোক যেন না পাই দেখিতে॥
এতেকে সে বন ভাল এ সব লোক হৈতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে॥
এইমত মনোদুঃখে ভাবিতে চিন্তিতে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত সহিতে॥
বিষ্ণুভক্তি-শূন্য দেখি সকল সংসার।
অদ্বৈত-আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার॥
তথাপি অদ্বৈত-সিংহ কৃষ্ণের কৃপায়।
প্রৌঢ় করি বিষ্ণুভক্তি বাখানে সদায়॥
নিরন্তর পড়ায়েন গীতা ভাগবত।
ভক্তি বাখানেন মাত্র গ্রন্থের যে মত॥
হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয়।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হইলা উদয়॥
দেখিয়া অদ্বৈত তান বৈষ্ণব-লক্ষণ।
প্রণাম হইয়া পড়িলেন সেই ক্ষণ॥
মাধবেন্দ্রপুরীও অদ্বৈত করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে॥
অন্যোন্যে কৃষ্ণকথা-রসে দুই জন।
আপনার দেহ কারো না হয় স্মরণ॥
মাধব-পুরীর প্রেম অকথ্য-কথন।
মেঘ-দরশনে মূর্চ্ছা পায় সেই ক্ষণ॥
কৃষ্ণনাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
দণ্ডেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার॥
দেখিয়া তাঁহার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
বড় সুখী হইলা অদ্বৈত মহাশয়॥
তাঁর ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেন মতে মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন॥
মাধব-পুরীর আরাধনার দিবসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিষে॥
দৈবে সেই পুণ্য-তিথি আসিয়া মিলিলা।
সন্তোষে অদ্বৈত সজ্জ করিতে লাগিলা॥
শ্রীগৌরসুন্দর সব পারিষদ সনে।
বড় সুখী হইলেন সেই পুণ্য-দিনে॥
সেই তিথি পূজিবারে আচার্য্য-গোসাঞি।
যত সজ্জ করিলেন তার অন্ত নাই॥
নানা দিগ হৈতে সজ্জ লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে॥
মাধবেন্দ্র-পুরী প্রতি প্রীতি সবাকার।
সভেই লইল যথাযোগ্য অধিকার॥
আই লইলেন যত রন্ধনের ভার।
আই বেঢ়ি সর্ব্ব বৈষ্ণবের পরিবার॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু সন্তোষ অপার।
বৈষ্ণব পূজিতে লইলেন অধিকার॥
কেহ বলে 'আমি সব ঘষিব চন্দন'।
কেহ বলে 'মালা আমি করিব গ্রন্থন'॥
কেহ বলে 'জল আনিবারে মোর ভার'।
কেহ বলে 'মোর দায় স্থান উপস্কার'॥
কেহ বলে 'মুঞি যত বৈষ্ণব-চরণ।
মোর ভার সকল করিব প্রক্ষালন'॥
কেহ বান্ধে পতাকা, চান্দোয়া কেহ টানে।
কেহ ভাণ্ডারের দ্রব্য দেয় কেহ আনে॥

কত জনে লাগিলা করিতে সঙ্কীর্ত্তন।
আনন্দে করেন নৃত্য আর কত জন॥
আর কত জন 'হরি' বলয়ে কীর্ত্তনে।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজায়েন আর কত জনে॥
কত জন করে তিথি পূজিবার কার্য্য।
কেহ বা হইলা তিথি-পূজার আচার্য্য॥
এইমত পরানন্দ-রসে ভক্তগণ।
সভেই করেন কর্ম্ম—যার যেই মন॥
খাও পিও লেহ দেহ আর হরিধ্বনি।
ইহা বই চতুর্দ্দিগে আর নাহি শুনি॥
শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল॥
পরানন্দে কাহারো নাহিক বাহ্য-জ্ঞান।
অদ্বৈত-ভবন হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরম-সন্তোষে।
সম্ভারের সজ্জ দেখি বুলেন হরিষে॥
তণ্ডুল দেখয়ে প্রভু ঘর দুই চারি।
পর্ব্বত-প্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি॥
ঘর পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী।
ঘর দুই চারি দেখে মুদ্গের বিয়লি॥
নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর পাঁচ সাত।
ঘর দশ বার প্রভু দেখে খোলা পাত॥
ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপীটক।
সহস্র সহস্র কান্দী দেখে কদলক॥
না জানি কতেক নারিকেল গুয়া পাণ।
কোথা হৈতে আসিয়া হইল বিদ্যমান॥
পটোল বার্ত্তাকু থোড় আলু শাক মান।
কত ঘর ভরিয়াছে—নাহিক প্রমাণ॥
সহস্র সহস্র ঘড়া দেখে দধি দুগ্ধ।
ক্ষীর ইক্ষুদণ্ড অঙ্কুরের সনে মুদ্গ॥

তৈল লবণ ঘৃত-কলস দেখে যত।
সকলি অনন্ত—লিখিবারে পারি কত॥
অতি অমানুষি দেখি সকল সম্ভার।
চিত্তে যেন প্রভুর হইল চমৎকার॥
প্রভু বলে "এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়।
আচার্য্য 'মহেশ' হেন মোর চিত্তে লয়॥
মনুষ্যের এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে।
এ সম্পত্তি সকল সম্ভবে মহাদেবে॥
বুঝিলাম আচার্য্য 'মহেশ-অবতার'।"
এইমত হাসি প্রভু বলে বার বার॥
ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়।
যে হয় সুকৃতী সে পরমানন্দে লয়॥
তান বাক্যে অনাদর অনাস্থা যাহার।
তারে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি-অবতার॥
যদ্যপি অদ্বৈত কোটি-চন্দ্র-সুশীতল।
তথাপি চৈতন্য-বিমুখের কালানল॥
সকৃত যে জন বলে 'শিব' হেন নাম।
সেহো কোনো প্রসঙ্গে, না জানি তত্ত্ব তান॥
সেই ক্ষণে সর্ব্ব পাপ হৈতে শুদ্ধ হয়।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয়॥
হেন শিব-নাম শুনি যার দুঃখ হয়।
সেই জন অমঙ্গল-সমুদ্রে ভাসয়॥

তথাহি (ভাঃ ৪।৪।১৪)—

যদ্দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং
সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।
পবিত্র-কীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্য-শাসনং
ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ॥

যাঁহার দুই-অক্ষরাত্মক 'শিব' নাম প্রসঙ্গক্রমেও বাক্য দ্বারা একবার মাত্র উচ্চারিত হইলে মানব-

গণের সমস্ত পাপ বিধ্বংস করে, যাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অতি পবিত্র এবং যাঁহার আদেশ অলঙ্ঘনীয়, আপনি সেই শিবের দ্বেষ করিতেছেন! হায়, হায়! আপনি সাক্ষাৎ অমঙ্গল-স্বরূপ।

শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বলেন আপনে।
শিব যে না পূজে, সে বা মোরে পূজে কেনে॥
মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইব তাহার॥

তথাহি—

কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতাং পাপ-পূরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূজয়েন্ন হি॥

আমার পরম-ভক্ত শিবের পূজা যে না করে, সেই পাপাত্মা কিরূপে আমাতে ভক্তিলাভ করিবে?

অতএব সর্ব্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে।
প্রীতে শিব পূজি পূজিবেক সর্ব্ব দেবে॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

প্রথমং কেশবং পূজ্য ততো দেব-মহেশ্বরম্।
পূজনীয়া মহাভক্ত্যা যে চান্যে সন্তি দেবতাঃ॥

প্রথমে কেশবের পূজা করিয়া তৎপরে মহাদেবের পূজা করিবে। তৎপরে অন্যান্য দেবতাগণকে পরম ভক্তি সহকারে পূজা করিতে হইবে।

হেন 'শিব' অদ্বৈতেরে বলে সাধু-জনে।
সেহো শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-ইঙ্গিত-কারণে॥
ইহাতে অবুধগণ মহা কলি করে।
অদ্বৈতের মায়া না বুঝিয়া ভালে মরে॥
নব নব বস্তু সব দেখে প্রভু যত।
সকলি অনন্ত, লিখিবারে পারি কত॥

সম্ভার দেখিয়া প্রভু মহাহর্ষ-মন।
আচার্য্যের প্রশংসা করে অনুক্ষণ॥
একে একে দেখি প্রভু সকল সম্ভার।
সঙ্কীর্ত্তন-স্থানেতে আইলা পুনর্ব্বার॥
প্রভু মাত্র আইলেন সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে।
পরানন্দ পাইলেন সর্ব্ব ভক্তগণে॥
না জানি কে কোন্ দিগে নাচে গায় বায়।
না জানি কে কোন্ দিগে মহানন্দে ধায়॥
সবে করে জয় জয় মহা-হরিধ্বনি।
'বোল বোল হরি বোল', আর নাহি শুনি॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে ভূষিত।
সবার সুন্দর বক্ষ মালায় পূর্ণিত॥
সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান।
সবে নৃত্য গীত করে প্রভু বিদ্যমান॥
মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন।
যে ধ্বনি পবিত্র করে অনন্ত ভুবন॥
নিত্যানন্দ মহামত্ত প্রেমসুখময়।
বাল্যভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয়॥
বিহ্বল হইয়া অতি আচার্য্য-গোসাঞি।
যত নৃত্য করিলেন, তার অন্ত নাই॥
নাচিলেন অনেক ঠাকুর হরিদাস।
সবেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস॥
মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বশেষে।
নৃত্য করিলেন অতি অশেষ-বিশেষে॥
সর্ব্ব পারিষদ প্রভু আগে নাচাইয়া।
শেষে নৃত্য করেন আপনে সবা লৈয়া॥
মণ্ডলী করিয়া নাচে সর্ব্ব ভক্তগণ।
মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
এইমত সর্ব্ব দিন নাচিয়া গাইয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু সবারে লইয়া॥

তবে শেষ আজ্ঞা মাগি অদ্বৈত-আচার্য্য ।
ভোজনের করিতে লাগিলা সর্ব্ব কার্য্য ॥
বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন ।
মধ্যে প্রভু—চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব ভক্তগণ ॥
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ যেন তারাময় ।
মধ্যে কোটি-চন্দ্র যেন প্রভুর উদয় ॥
দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন ।
মাধবেন্দ্র-আরাধনা—আইর রন্ধন ॥
মাধব-পুরীর কথা কহিয়া কহিয়া ।
ভোজন করেন প্রভু সর্ব্ব গণ লৈয়া ॥
প্রভু বলে "মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি ।
ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি ।"
এইমত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন ।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন ॥
তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য মালা ।
প্রভুর সম্মুখে আনি অদ্বৈত থুইলা ॥
তবে প্রভু নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে আগে ।
দিলেন চন্দন মালা মহা অনুরাগে ॥
তবে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে জনে জনে ।
শ্রীহস্তে চন্দন মালা দিলেন আপনে ॥
শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ ।
সবার হইল পরানন্দময় মন ॥
উচ্চ করি সভেই করেন হরিধ্বনি ।
কিবা সে আনন্দ হৈল কহিতে না জানি ॥
অদ্বৈতের যে আনন্দ অন্ত নাহি তার ।
আপনে বৈকুণ্ঠনাথ গৃহ মধ্যে যার ॥
এ সকল রঙ্গ প্রভু করিলেন যত ।
মনুষ্যের শক্তি ইহা বর্ণিবেক কত ॥
এক দিবসের যত চৈতন্য-বিহার ।
কোটি বৎসরেও কেহো নারে বর্ণিবার ॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায় ।
যত দূর শক্তি তত দূর উড়ি যায় ॥
এইমত চৈতন্য-যশের অন্ত নাই ।
তিঁহো যত শক্তি দেন তত সবে গাই ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥
এ সব কথার অনুক্রম নাহি জানি ।
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার ।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥
এ সকল পুণ্য-কথা যে করে শ্রবণ ।
যেবা পঢ়ে তারে মিলে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে বিলাস-বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব-গুরু ।
জয় জয় ভক্তজন-বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
জয় জয় ন্যাসিমণি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ।
জীব প্রতি কর প্রভু ! শুভ-দৃষ্টিপাত
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় ।
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু দয়াময় ॥
শেষখণ্ড-কথা ভাই শুন একমনে ।
শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলেন যেমনে ॥

কতদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
আইলা কুমারহট্ট—শ্রীবাস-মন্দিরে॥
কৃষ্ণ-ধ্যানানন্দে বসি আছেন শ্রীবাস।
আচম্বিতে ধ্যান-ফল সম্মুখে প্রকাশ॥
নিজ-প্রাণনাথ দেখি শ্রীবাস-পণ্ডিত।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবী'ত॥
শ্রীচরণ বক্ষে করি পণ্ডিত-ঠাকুর।
উচ্চস্বরে দীর্ঘশ্বাসে কান্দেন প্রচুর॥
গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবাসেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নিজ-প্রেম-জলে॥
সুকৃতী শ্রীবাস-গোষ্ঠী চৈতন্য-প্রসাদে।
সবে প্রভু দেখি ঊর্দ্ধবাহু করি কান্দে॥
বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহে পাইয়া শ্রীবাস।
হেন নাহি জানেন কি জন্মিল উল্লাস॥
আপনে মাথায় করি উত্তম আসন।
দিলেন, বসিলা তথি কমল-লোচন॥
চতুর্দ্দিগে বসিলেন পারিষদগণ।
সভেই গায়েন কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ॥
গৃহে জয় জয় করে পতিব্রতাগণ।
হইল আনন্দময় শ্রীবাস-ভবন॥
প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর।
বার্ত্তা পাই আইলা আচার্য্য-পুরন্দর॥
তাহানে দেখিয়া প্রভু 'পিতা' করি বোলে
প্রেমাবেশে মত্ত তানে করিলেন কোলে॥
পরম সুকৃতী সে আচার্য্য-পুরন্দর।
প্রভু দেখি কান্দে অতি হই অসম্বর॥
বাসুদেব দত্ত আইলেন সেইক্ষণে।
শিবানন্দ সেন আদি আপ্তবর্গ সনে॥
প্রভুর পরম প্রিয় বাসুদেব দত্ত।
প্রভুর কৃপায় সে জানেন সর্ব্ব তত্ত্ব॥

জগতের হিতকারী বাসুদেব দত্ত।
সর্ব্বভূতে কৃপালু, চৈতন্য-রসে মত্ত॥
গুণগ্রাহী অদোষ-দরশী সবা প্রতি।
ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি মতি॥
বাসুদেব দত্ত দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
কোলে করি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
বাসুদেব দত্ত ধরি প্রভুর চরণ।
উচ্চস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
বাসুদেব কান্দিতে কে আছে হেন জন।
শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণ যে না করে ক্রন্দন॥
বাসুদেব দত্তের যতেক গুণ-সীমা।
বাসুদেব দত্ত বহি নাহিক উপমা॥
হেন সে প্রভুর প্রীতি দত্তের বিষয়।
প্রভু বলে 'আমি বাসুদেবের নিশ্চয়'॥
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে বার-বার।
"এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার॥
দত্ত আমা যথা বেচে তথাই বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥
বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গায়।
লাগিয়াছে, তারে কৃষ্ণ রক্ষিবে সদায়॥
সত্য আমি কহি, শুন বৈষ্ণব-মণ্ডল।
এ দেহ আমার—বাসুদেবের কেবল॥"
বাসুদেব দত্তেরে প্রভুর কৃপা শুনি।
আনন্দে বৈষ্ণবগণ করে হরিধ্বনি॥
ভক্ত বাঢ়াইতে গৌরসুন্দর সে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে॥
এইমত রঙ্গে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
কতদিন রহিলেন শ্রীবাসের ঘর॥
শ্রীবাস রামাই দুই ভাই গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে বৈকুণ্ঠের রায়॥

চৈতন্যের অতি প্রিয় শ্রীবাস রামাই।
দুই চৈতন্যের দেহ—দ্বিধা কিছু নাই॥
সঙ্কীর্ত্তন ভাগবত-পাঠ ব্যবহারে।
বিদূষক-লীলায় কি অশেষ প্রকারে॥
জন্মায়েন প্রভুর সন্তোষ শ্রীনিবাস।
যার গৃহে প্রভুর সর্ব্বদা পরকাশ॥
এক দিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিতে।
ব্যবহার-কথা কিছু কহেন নিভৃতে॥
প্রভু বলে তুমি দেখি কোথাও না যাও।
কেমতে বা কুলাইবা, কেমতে কুলাও॥
শ্রীবাস বলেন প্রভু কোথাও যাইতে।
না লয় আমার চিত্ত কহিনু তোমাতে॥
প্রভু বলে পরিবার অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার॥
শ্রীবাস বলেন যার অদৃষ্টে যা থাকে।
সেই হইবেক, মিলিবেক যে তে পাকে॥
প্রভু বলে তবে তুমি করহ সন্ন্যাস।
তাহা না পারিব মুঞি বলেন শ্রীবাস॥
প্রভু বলে সন্ন্যাস-গ্রহণ না করিবা।
ভিক্ষা করিতেও কারো দ্বারে না যাইবা॥
কেমতে করিবা পরিবারের পোষণ।
কিছু ত না বুঝি মুঞি তোমার বচন॥
এ কালে ত কোথাও না গেলে না আইলে।
বটমাত্র কাহারেও আসিয়া না মিলে॥
না মিলিল যদি আসি তোমার দুয়ারে।
তবে তুমি কি করিবা বলহ আমারে॥
শ্রীবাস বলেন হাতে তিন তালি দিয়া।
'এক দুই তিন' এই কহিনু ভাঙ্গিয়া॥
প্রভু বলে 'এক দুই তিন' যে কহিলা
কি অর্থ ইহার বল, কেনে তালি দিলা।
শ্রীবাস বলেন "এই দঢ়ান আমার।
তিন উপবাসে যদি না মিলে আহার॥
তবে সত্য কহোঁ ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিমু প্রভু সর্ব্বথা গঙ্গায়॥"
এইমাত্র শ্রীবাসের শুনিয়া বচন।
হুঙ্কার করিয়া উঠে শ্রীশচীনন্দন॥
প্রভু বলে "কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
তোমার কি অন্ন-দুঃখে হৈব উপবাস॥
যদি কদাচিত বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে।
তথাপিহ দারিদ্র নহিব তোর ঘরে॥
আপনেও গীতাতে যে বলিয়াছোঁ মুঞি।
তাহা কি শ্রীবাস সব পাসরিলি তুঞি॥

তথাহি (শ্রীগীতায়াং ৯।২২)—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ-ক্ষেমং বহাম্যহম্॥

যাহারা একমাত্র আমাকেই পাইবার লালসায় আমারই ধ্যান করিতে করিতে একান্তভাবে আমারই উপাসনা করে, সেই নিত্যানুরক্ত ব্যক্তিগণের অন্নাহরণ ও সংরক্ষণ আমিই করিয়া থাকি।

যে জন চিন্তয়ে মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভক্ষ্য দেও মুঞি মাথায় বহিয়া॥
যে মোরে চিন্তয়ে, নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্ব সিদ্ধি মিলে তারে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায়, না লয় মোর দাসে॥
মোর সুদর্শন-চক্রে রাখে মোর দাস।
মহাপ্রলয়েতে যার নাহিক বিনাশ॥
যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করি মুঞি পোষণ পালন॥

সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সেই সে মোহারে পায় দঢ় ॥
কোন্ চিন্তা মোর সেবকের 'ভক্ষ্য' করি।
মুঞি যার পোষ্টা আছোঁ সকল উপরি ॥
সুখে শ্রীনিবাস তুমি বসি থাক ঘরে।
আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে ॥
অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর।
'জরাগ্রস্ত নহিব দোঁহার কলেবর' ॥
রাম-পণ্ডিতেরে ডাকি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রভু বলে "শুন রাম! আমার উত্তর ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীবাসেরে তুমি সর্ব্বথায়।
সেবিবে ঈশ্বর-বুদ্ধ্যে আমার আজ্ঞায় ॥
প্রাণ-সম মোর তুমি শ্রীরাম-পণ্ডিত।
শ্রীবাসের সেবা না ছাড়িবা কদাচিত ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাস শ্রীরাম।
অন্ত নাহি আনন্দে, হইলা পূর্ণকাম ॥
অদ্যাপিহ শ্রীবাসের চৈতন্য-কৃপায়।
দ্বারে সব উপসন্ন হতেছে লীলায় ॥
কি কহিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
ত্রিভুবন হয় যাঁর স্মরণে পবিত্র ॥
সত্য সেবিলেন চৈতন্যেরে শ্রীনিবাস।
যাঁর ঘরে চৈতন্যের সকল বিলাস ॥
হেন রঙ্গে শ্রীবাস-মন্দিরে গৌররায়।
রহিলেন কত দিন শ্রীবাস-ইচ্ছায় ॥
ঠাকুর-পণ্ডিত সর্ব্ব গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ভাসেন প্রভু দেখিতে দেখিতে ॥
কতদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পাণিহাটী রাঘব-মন্দিরে ॥
কৃষ্ণ-কার্য্যে আছেন শ্রীরাঘব-পণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত ॥

প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘব-পণ্ডিত।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবী'ত ॥
দৃঢ় করি ধরি রমাবল্লভ-চরণ।
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ॥
প্রভুও রাঘব-পণ্ডিতেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব-শরীরে।
কোন্ বিধি করিবেন কিছুই না স্ফুরে ॥
রাঘবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
রাঘবেরে করিলেন শুভ-দৃষ্টিপাত ॥
প্রভু বলে "রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিনু সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাম রাঘব-আলয় ॥"
হাসি বলে প্রভু শুন রাঘব-পণ্ডিত।
কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত ॥
আজ্ঞা পাই শ্রীরাঘব পরম সন্তোষে।
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমরসে ॥
চিত্তবৃত্তি যতেক মানস আপনার।
সেইমত পাক বিপ্র করিলা অপার ॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে আর যত আপ্তগণ ॥
ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত।
সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে একান্ত ॥
প্রভু বলে রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক ॥
শাকেতে প্রভুর প্রীত রাঘব জানিয়া।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া ॥
এইমত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন ॥

রাঘব-মন্দিরে শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
গদাধর দাস ধাই আইলা সত্বর॥
প্রভুর পরম প্রিয় গদাধর দাস।
ভক্তি-সুখে পূর্ণ যার বিগ্রহ প্রকাশ॥
প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতীরে।
শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তার শিরে॥
পুরন্দর-পণ্ডিত পরমেশ্বর দাস।
যাহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥
সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে।
প্রভু দেখি প্রেমযোগে কান্দে দুই জনে॥
রঘুনাথ বৈদ্য আইলেন ততক্ষণে।
পরম বৈষ্ণব, অন্ত নাহি যার গুণে॥
এইমত যথা যত বৈষ্ণব আছিলা।
সভেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা॥
পাণিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ।
আপনে সাক্ষাত যথা প্রভু গৌরচন্দ্র॥
রাঘব-পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর।
নিভৃতে করিলা কিছু রহস্য-উত্তর॥
"রাঘব! তোমারে আমি নিজ গোপ্য কহি।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বহি॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে।
সেই করি আমি, এই বলিল তোমারে॥
আমার সকল কর্ম্ম নিত্যানন্দ-দ্বারে।
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে॥
যেই আমি সেই নিত্যানন্দ—ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই॥
মহাযোগেশ্বরো যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইবা সুলভ॥
এতেকে হইয়া তুমি মহা-সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ—যে-হেন ভগবান্॥"

মকরধ্বজ কর প্রতি শ্রীগৌরচন্দ্র।
বলিলেন "সেবিহ তুমি শ্রীরাঘবানন্দ॥
রাঘব-পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার।
সে সকল সুনিশ্চয় জানিহ আমার॥"
হেন মতে পাণিহাটী গ্রাম ধন্য করি।
আছিলেন কত দিন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
তবে প্রভু আইলেন বরাহ-নগরে।
মহা-ভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পঢ়িতে॥
শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র-নারায়ণ॥
'বোল বোল' বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়॥
সেহো বিপ্র পঢ়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া॥
ভক্তির মহিমা শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃপুন আছাড় পড়েন পৃথিবীতে॥
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্ব লোক পায় ত্রাস॥
এইমত রাত্রি তিন প্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি॥
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে বিপ্রেরে করিলেন আলিঙ্গন॥
প্রভু বলে "ভাগবত এমত পঢ়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥"
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি।
সবে করিলেন মহা-জয়-হরি-ধ্বনি॥

এইমত প্রতি গ্রামে গ্রামে গঙ্গাতীরে।
রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে॥
সবার করিয়া মনোরথ পূর্ণ কাম।
পুন আইলেন প্রভু নীলাচল-ধাম॥
গৌড়দেশে পুনর্ব্বার প্রভুর বিহার।
ইহা যে শুনয়ে তার দুঃখ নহে আর॥
সর্ব্ব নীলাচল-দেশে উপজিল ধ্বনি।
পুন আইলেন প্রভু ন্যাসি-চূড়ামণি॥
মহানন্দে সর্ব্বলোকে 'জয় জয়' বলে।
আইলা সচল-জগন্নাথ নীলাচলে॥
শুনি সব উৎকলের পারিষদগণ।
সার্ব্বভৌম আদি আইলেন সেইক্ষণ॥
চিরদিন প্রভুর বিরহে ভক্তগণ।
আনন্দে প্রভুরে দেখি করেন ক্রন্দন॥
প্রভুও সবারে মহাপ্রেমে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কাশীমিশ্র-গৃহে কুতূহলে॥
নিরন্তর নৃত্য গীত আনন্দ-আবেশ।
প্রকাশেন গৌরচন্দ্র—দেখে সর্ব্ব দেশ॥
কখনো নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে।
তিলার্দ্ধেকো বাহ্য নাহি নিজানন্দ-সুখে॥
কখনো নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে।
কখনো নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধু-তীরে॥
এইমত নিরন্তর প্রেমের বিলাস।
তিলার্দ্ধেকো অন্য কর্ম্ম নাহিক প্রকাশ॥
পানীশঙ্খ বাজিলে উঠেন সেইক্ষণ।
কপাট খুলিলে জগন্নাথ-দরশন॥
জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম।
অকথ্য অদ্ভুত—গঙ্গাধারা বহে যেন॥

দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক।
কারো দেহে আর নাহি রহে দুঃখ শোক॥
যে দিগে চৈতন্য-মহাপ্রভু চলি যায়।
সেই দিগে সর্ব্বলোক 'হরি হরি' গায়॥
প্রতাপরুদ্রের স্থানে হইল গোচর।
'নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর'॥
সেইক্ষণে শুনি মাত্র নৃপতি প্রতাপ।
কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ॥
প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত।
প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত॥
সার্ব্বভৌম আদি সবা স্থানে রাজা কহে।
তথাপি প্রভুরে কেহো না জানায় ভয়ে॥
রাজা বলে "তুমি সব যদি কর ভয়।
অগোচরে আমারে দেখাহ মহাশয়॥"
দেখিয়া রাজার আর্ত্তি সর্ব্ব ভক্তগণে।
সবে মেলি এই যুক্তি করিলেন মনে॥
"যে সময়ে প্রভু নৃত্য করেন কীর্ত্তনে।
বাহ্য-জ্ঞান দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে॥
রাজাও পরম ভক্ত সেই অবসরে।
দেখিবেন প্রভুরে থাকিয়া অগোচরে॥"
এই যুক্তি সবে কহিলেন রাজা-স্থানে।
রাজা বলে যে তে মতে দেখি মাত্র তানে॥
দৈবে একদিন নৃত্য করেন ঈশ্বর।
শুনি রাজা একেশ্বর আইলা সত্বর॥
আড়ে থাকি দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু।
পরম অদ্ভুত যাহা নাহি দেখে কভু॥
অবিচ্ছিন্ন কত ধারা বহে শ্রীনয়নে।
কম্প স্বেদ বৈবর্ণ্য পুলক ক্ষণে ক্ষণে॥
হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন ভূমিতে।
হেন নাহি যে বা ত্রাস না পায় দেখিতে॥

হেন সে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র ধরেন শ্রবণ॥
কখনো করেন হেন রোদন বিরহে।
রাজা দেখে পৃথিবীতে যেন নদী বহে॥
এইমত কত হয় অনন্ত বিকার।
কত যায় কত হয় লেখা নাহি তার॥
নিরবধি দুই মহা-বাহুদণ্ড তুলি।
'হরি বোল' বলিয়া নাচেন কুতূহলী॥
এইমত নৃত্য প্রভু করি কতক্ষণে।
বাহ্য প্রকাশিয়া বসিলেন সর্ব্ব গণে॥
রাজাও চলিলা অলক্ষিতে সেই ক্ষণে।
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য মহানন্দ-মনে॥
দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য, অদ্ভুত বিকার।
রাজার মনেতে হৈল সন্তোষ অপার॥
সবে একখানি মাত্র ধরিলেক মনে।
সেহো তান অনুগ্রহ হইবার কারণে॥
প্রভুর নাসায় যত দিব্য ধারা বহে।
নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয়ে॥
ধূলায় লালায় নাসিকার প্রেমধারে।
সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্ত্তন-বিকারে॥
এ সকল কৃষ্ণ-ভাব না বুঝি নৃপতি।
ঈষত সন্দেহ তান ধরিলেক মতি॥
কারো স্থানে রাজা ইহা না করি প্রকাশ
পরম সন্তোষে রাজা গেলা নিজ-বাস॥
প্রভুরে দেখিয়া রাজা মহাসুখী হৈয়া।
থাকিলেন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া॥
আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসি-রূপ ধরি।
নিজে সঙ্কীর্ত্তন-ক্রীড়া করে অবতরি॥
ঈশ্বর-মায়ায় রাজা মর্ম্ম নাহি জানে।
সেই প্রভু জানাইতে লাগিলা আপনে॥

সুকৃতী প্রতাপ সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখে।
স্বপ্নে গিয়াছেন জগন্নাথের সম্মুখে॥
রাজা দেখে—জগন্নাথ-অঙ্গ ধূলাময়।
দুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গা-ধারা বয়॥
দুই শ্রীনাসায় জল পড়ে নিরন্তর।
শ্রীমুখে পড়য়ে লালা তিতে কলেবর॥
স্বপ্নে রাজা মনে চিন্তে এ কিরূপ লীলা।
বুঝিতে না পারি জগন্নাথের কি খেলা॥
জগন্নাথের চরণ স্পর্শিতে রাজা যায়।
জগন্নাথ বলে "রাজা এ ত না জুয়ায়॥
কর্পূর কস্তুরী গন্ধ চন্দন কুঙ্কুমে।
লেপিত তোমার অঙ্গ সকল উত্তমে॥
আমার শরীর দেখ ধূলা-লালাময়।
আমা পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয়॥
আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলা।
ঘৃণা কৈলে মোর অঙ্গে দেখি ধূলা লালা॥
সেই ধূলা লালা দেখ সর্ব্বাঙ্গে আমার।
তুমি মহারাজা—মহারাজার কুমার॥
আমারে স্পর্শিতে কি তোমার যোগ্য হয়।"
এত বলি ভৃত্যে চাহি হাসে দয়াময়॥
সেইক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে।
চৈতন্য-গোসাঞি বসি আছেন আপনে॥
সেইমত সকল শ্রীঅঙ্গ ধূলাময়।
রাজারে বলেন হাসি "এ ত যোগ্য নয়॥
তুমি যে আমারে ঘৃণা করি গেলা মনে।
তবে তুমি আমা পরশিবা কি কারণে॥"
এইমত প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা করি।
সিংহাসনে বসি হাসে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
রাজার হইল কতক্ষণে জাগরণ।
পাইয়া চৈতন্য রাজা করেন ক্রন্দন॥

"মহা-অপরাধী মুঞি পাপী দুরাচার।
না জানিনু চৈতন্য— ঈশ্বর-অবতার॥
জীবের বা কোন্ শক্তি তাঁহারে জানিতে।
ব্রহ্মাদির মোহ হয় যাঁহার মায়াতে॥
এতেকে ক্ষমহ প্রভু! মোর অপরাধ।
নিজ-দাস করি মোরে করহ প্রসাদ॥"
আপনে শ্রীজগন্নাথ—চৈতন্য-গোসাঞি।
রাজা জানিলেন ইথে কিছু ভেদ নাই॥
বিশেষ উৎকণ্ঠা হৈল প্রভুরে দেখিতে।
তথাপি না পারে কেহো দেখা করাইতে।
দৈবে একদিন প্রভু পুষ্পের উদ্যানে।
বসিয়া আছেন কত পারিষদ সনে॥
একাকী প্রতাপরুদ্র গিয়া সেই স্থানে।
দীর্ঘ হই পড়িলেন প্রভুর চরণে॥
অশ্রু কম্প পুলক রাজার অন্ত নাই।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন সেই ঠাঁই॥
বিষ্ণুভক্তি-চিহ্ন প্রভু দেখিয়া রাজার।
'উঠ' বলি শ্রীহস্ত দিলেন অঙ্গে তার॥
শ্রীহস্ত-পরশে রাজা পাইল চেতন।
প্রভুর চরণ ধরি করেন ক্রন্দন॥
"ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্ব-জীব-নাথ।
মুঞি পাতকীরে কর শুভ-দৃষ্টিপাত॥
ত্রাহি ত্রাহি স্বতন্ত্র-বিহারি কৃপাসিন্ধু।
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু॥
ত্রাহি ত্রাহি সর্ব্ব-বেদ-গোপ্য রমাকান্ত।
ত্রাহি ত্রাহি ভক্তজন-বল্লভ একান্ত॥
ত্রাহি ত্রাহি মহা-শুদ্ধসত্ত্বরূপ-ধারি।
ত্রাহি ত্রাহি সঙ্কীর্ত্তন-লম্পট মুরারি॥
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব-গুণ-নাম।
ত্রাহি ত্রাহি পরম-কোমল গুণধাম॥
ত্রাহি ত্রাহি অজ-ভব-বন্দ্য-শ্রীচরণ।
ত্রাহি ত্রাহি সন্ন্যাস-ধর্ম্মের বিভূষণ॥
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু।
এই কৃপা কর নাথ! না ছাড়িবা কভু॥"
শুনি প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাকুর্ব্বাদ।
তুষ্ট হই প্রভু তারে করিলা প্রসাদ॥
প্রভু বলে "কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণ-কার্য্য বিনা তুমি না করিবা আর॥
নিরন্তর কর গিয়া কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা কৃষ্ণ-চক্র সুদর্শন॥
তুমি, সার্ব্বভৌম আর রামানন্দ-রায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইনু এথায়॥
সবে এক বাক্য মাত্র পালিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার॥
এবে যদি আমারে প্রচার কর তুমি।
তবে এথা ছাড়ি সত্য চলিবাঙ আমি॥"
এত বলি আপন গলার মালা দিয়া।
বিদায় দিলেন তারে সন্তোষ হইয়া॥
চলিলা প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা করি শিরে।
দণ্ডবত পুনঃপুন করিয়া প্রভুরে॥
প্রভু দেখি নৃপতি হইলা পূর্ণকাম।
নিরবধি করেন চৈতন্যচন্দ্র-ধ্যান॥
প্রতাপরুদ্রের প্রভু-সহিত দর্শন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেমধন॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কীর্ত্তন-বিহার-কুতূহলে॥
উৎকলে জন্মিয়াছিলা যত অনুচর।
সবে চিনিলেন নিজ-প্রাণের ঈশ্বর॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃষ্ণ-প্রেমের সাগর।
আত্মপদ যারে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর॥

শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র মহাশয়।
যার তনু শ্রীচৈতন্য-ভক্তিরসময়॥
কাশীমিশ্র পরম বিহ্বল কৃষ্ণ-রসে।
আপনে রহিলা প্রভু যাহার আবাসে॥
এইমত প্রভু সর্ব্ব ভৃত্য করি সঙ্গে।
নিরবধি গোঙায়েন সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
যত যত উদাসীন শ্রীচৈতন্য-দাস।
সবে করিলেন আসি নীলাচলে বাস॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নীলাচলে ভ্রমে মহাজ্যোতির্ধাম॥
নিরবধি পরানন্দ-রসে উনমত্ত।
লখিতে না পারে কেহো—অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব
সদাই জপেন নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দ-মুখে অন্য॥
রামচন্দ্রে যেন লক্ষ্মণের রতি মতি।
সেইমত নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য প্রতি॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিও গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার॥
হেন মতে মহাপ্রভু—চৈতন্য নিতাই।
নীলাচলে বসতি করেন দুই ভাই॥
এক দিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি॥
প্রভু বলে "শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিল আমি আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্রে ভাসাব প্রেম-সুখে॥
তুমিও থাকিলে যদি মুনি-ধর্ম্ম করি।
আপন-উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥
ভক্তিরস-দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার কিবা নিমিত্তে করিলে॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন॥"
আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দ-চন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজ-গণে॥
রামদাস গদাধর-দাস মহাশয়।
রঘুনাথ-বৈদ্য-ওঝা ভক্তিরসময়॥
কৃষ্ণদাস-পণ্ডিত পরমেশ্বর-দাস।
পুরন্দর-পণ্ডিতের পরম উল্লাস॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে সবে করিলা গমন॥
চলিলেন নিত্যানন্দ গৌড়দেশ প্রতি।
সর্ব্ব পারিষদগণ করিয়া সংহতি॥
পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব্ব পারিষদ আগে কৈলা প্রেমময়॥
সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি অত্যন্ত।
কার দেহে কত ভাব নাহি হয় অন্ত॥
প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তান দেহে হইলেন গোপাল-প্রকাশ॥
মধ্য-পথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা প্রহর তিন বাহ্য পাসরিয়া॥
হইলা রাধিকা-ভাব গদাধর-দাসে।
'দধি কে কিনিবে' বলি অট্ট অট্ট হাসে॥
রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় মহামতি।
হইলেন মূর্ত্তিমতী যে-হেন রেবতী॥
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর-দাস দুই জন।
গোপাল-ভাবে হৈ হৈ করেন অনুক্ষণ॥

পুরন্দর-পণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।
'মুঞি রে অঙ্গদ' বলি লম্ফ দিয়া পড়ে॥
এইমত নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত-ধাম।
সবারে দিলেন ভাব পরম উদ্দাম॥
দণ্ড-পথ ছাড়ি সবে ক্রোশ দুই চারি।
যায়েন দক্ষিণ-বামে আপনা পাসরি॥
কতক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোক-স্থানে।
বল ভাই গঙ্গাতীরে যাইব কেমনে॥
লোক বলে হায় হায় পথ পাসরিলা।
দুই প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা॥
লোক-বাক্যে ফিরিয়া যায়েন যথা পথ।
পুন পথ ছাড়িয়া যায়েন সেইমত॥
পুন পথ জিজ্ঞাসা করেন লোক-স্থানে।
লোক বলে পথ রহে দশ ক্রোশ বামে॥
পুন হাসি সবেই চলেন পথ যথা।
নিজ-দেহ না জানেন পথের কা কথা॥
যত দেহ-ধর্ম্ম—ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ।
কাহারো নাহিক পাই পরানন্দ-সুখ॥
পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ।
কে বর্ণিব—কেবা জানে—সকলি অনন্ত॥
হেন মতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত-ধাম।
আইলেন গঙ্গাতীরে পাণিহাটী-গ্রাম॥
রাঘব-পণ্ডিত-গৃহে সর্ব্বাদ্য আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥
পরম আনন্দ হৈলা রাঘব-পণ্ডিত।
শ্রীমকরধ্বজ কর গোষ্ঠীর সহিত॥
হেন মতে নিত্যানন্দ পাণিহাটী-গ্রামে।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ সনে॥
নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বই দেহে বাহ্য নাহি আর॥

নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ন সকল আসি মিলিলা সত্বরে॥
সুকৃতী মাধব ঘোষ—কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনিয়া নাহি পৃথিবী-ভিতর॥
যাহারে কহেন 'বৃন্দাবনের গায়ন'।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহা-প্রিয়তম॥
মাধব গোবিন্দ বাসুদেব—তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর-নিতাই॥
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদ-ভরে পৃথিবী করয়ে টলমল॥
নিরবধি 'হরি' বলি করয়ে হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোক পায় চমৎকার॥
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ প্রেমরসময় নিত্যানন্দ।
সংসার তারিতে করিলেন শুভারম্ভ॥
যতেক আছিল প্রেমভক্তির বিকার।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার।
কতক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
আজ্ঞা হৈল অভিষেক করিবার তরে॥
রাঘব-পণ্ডিত আদি পারিষদগণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেই ক্ষণে।
সহস্র সহস্র ঘট আনি গঙ্গাজল।
নানা গন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল॥
সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
চতুর্দ্দিগে সবেই বলেন 'হরি হরি'॥
সবেই পড়েন অভিষেক-মন্ত্র-গীত।
পরম আনন্দে সবে হৈলা আনন্দিত॥
অভিষেক করাইয়া নূতন বসন।
পরাইয়া লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন॥

দিব্য দিব্য বনমালা তুলসী সহিতে।
পীন বক্ষ পূর্ণ করিলেন নানামতে॥
তবে দিব্য খট্টা স্বর্ণে করিয়া ভূষিত।
সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত॥
খট্টায় বসিলা মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ।
ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ॥
জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ।
চতুর্দ্দিগে হৈল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন॥
'ত্রাহি ত্রাহি' সবেই বলেন বাহু তুলি।
কারো বাহ্য নাহি, সবে মহা-কুতূহলী॥
স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
প্রেমবৃষ্টি-দৃষ্টি করি চারিদিগে চায়॥
আজ্ঞা করিলেন শুন রাঘব-পণ্ডিত।
কদম্বের মালা গাঁথি আনহ ত্বরিত॥
বড় প্রীত আমার কদম্ব-পুষ্প প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি॥
করযোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে।
কদম্ব-পুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে॥
প্রভু বলে বাড়ী গিয়া চাহ ভাল-মনে।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোন স্থানে
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইলা দেখি মহা-অনুভব॥
জাম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি-পরম-অতুল॥
কি অপূর্ব্ব বর্ণ সে বা, কি অপূর্ব্ব গন্ধ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় ভব-বন্ধ॥
দেখিয়া কদম্ব-পুষ্প রাঘব-পণ্ডিত।
বাহ্য দূর গেল, হৈলা মহা-আনন্দিত॥
আপনা সম্বরি মালা গাঁথিয়া সত্বরে।
আনিলেন নিত্যানন্দ-প্রভুর গোচরে॥

কদম্বের মালা দেখি নিত্যানন্দ-রায়।
পরম সন্তোষে মালা দিলেন গলায়॥
কদম্ব-মালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব।
বিহ্বল হইলা দেখি মহা-অনুভব॥
আর মহা-আশ্চর্য্য হইল কতক্ষণে।
অপূর্ব্ব দনার গন্ধ পায় সর্ব্বজনে॥
দমনক-পুষ্পের সুগন্ধে মন হরে।
দশদিগ ব্যাপ্ত হৈল সকল মন্দিরে॥
হাসি নিত্যানন্দ বলে "শুন ভাই সব।
বল দেখি কি গন্ধের পাই অনুভব॥"
করযোড় করি সবে লাগিলা কহিতে।
"অপূর্ব্ব দনার গন্ধ পাই চারি ভিতে॥"
সবার বচন শুনি নিত্যানন্দ-রায়।
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরম কৃপায়॥
প্রভু বলে "শুন সবে পরম রহস্য।
তোমরা সকলে ইহা জানিবা অবশ্য॥
চৈতন্য-গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন॥
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক-মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য-দমনক-গন্ধে।
চতুর্দ্দিগে পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে॥
তোমা সবাকার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে॥
এতেকে তোমরা সর্ব্ব কার্য্য পরিহরি।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' গাও আপনা পাসরি॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে।
সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে॥"
এত কহি 'হরি' বলি করয়ে হুঙ্কার।
সর্ব্বদিগে প্রেমদৃষ্টি করিলা বিস্তার॥

নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টি-পাতে।
সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি দেহেতে॥
শুন শুন আরে ভাই! নিত্যানন্দ-শক্তি।
যেরূপে দিলেন সর্ব্ব জগতেরে ভক্তি॥
যে ভক্তি গোপিকাগণে কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে॥
নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে॥
কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায়, তথাপি নাহি পড়ে।
কেহ কেহ প্রেমসুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লম্ফ দিয়া॥
কেহ বা হুঙ্কার করে বৃক্ষ-মূল ধরি।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি 'হরি হরি'॥
কেহ বা গুবাক-বনে যায় রড় দিয়া।
গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল।
তৃণ-প্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল॥
অশ্রু কম্প স্তম্ভ ঘর্ম্ম পুলক হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ বৈবর্ণ্য গর্জ্জন সিংহসার॥
শ্রীআনন্দ-মূর্চ্ছা আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ-অনুরাগ॥
সবার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-বল॥
যে দিগে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেই দিগে মহা-প্রেমভক্তি-বৃষ্টি হয়॥
যাহারে চাহেন সেই প্রেমে মূর্চ্ছা পায়।
বস্ত্র না সম্বরে ভূমে পড়ি গড়ি যায়॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে ধরিবারে যায়।
হাসে নিত্যানন্দ প্রভু বসিয়া খট্টায়॥
যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সবাতে হইল সর্ব্বশক্তি অধিষ্ঠান॥
সর্ব্বজ্ঞতা, বাক্য-সিদ্ধি হইল সবার।
সবে হইলেন যেন কন্দর্প-আকার॥
সবে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া॥
এইরূপে পাণিহাটী গ্রামে তিন মাস।
নিত্যানন্দ-প্রভু করে ভক্তির বিলাস॥
তিন মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহ-ধর্ম্ম তিলার্দ্ধেকো কারে নাহি স্ফুরে।
তিন মাস কেহ নাহি করিল আহার।
সবে প্রেম-সুখে নৃত্য বহি নাহি আর॥
পাণিহাটী গ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ।
চারি বেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক॥
এক দণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত।
তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কার কত॥
ক্ষণে ক্ষণে আপনে করেন নৃত্য-রঙ্গ।
চতুর্দ্দিগে লই সব পারিষদ সঙ্গ॥
কখনো বা আপনে বসিয়া বীরাসনে।
নাচায়েন সকল ভকত জনে জনে॥
এক সেবকের নৃত্যে হেন রঙ্গ হয়।
চতুর্দ্দিগে দেখি যেন প্রেমবন্যাময়॥
মহাঝড়ে পড়ে যেন কদলক-বন।
এইমত প্রেমসুখে পড়ে সর্ব্বজন॥
আপনে যে-হেন মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ।
সেইমত করিলেন সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন করেন লইয়া ভক্তগণ॥
হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে।
সেই হয় বিহ্বল যে আইসে দেখিতে॥

যে সেবক যখনে যে ইচ্ছা করে মনে।
সেই আসি উপসন্ন হয় ততক্ষণে॥
এইমত পরানন্দ প্রেমসুখ-রসে।
ক্ষণ-প্রায় কেহো না জানিল তিন মাসে।
তবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কতদিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে॥
ইচ্ছামাত্র সর্ব্ব অলঙ্কার সেই ক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হৈল বিদ্যমানে॥
সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রস্তর॥
মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার।
সুকৃতী সকলে দিয়া করে নমস্কার॥
কত বা নির্ম্মিত, কত করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার যেন ইচ্ছা তান॥
দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি পরিলেন আত্ম-ইচ্ছাময়॥
সুবর্ণ মুদ্রিকা রত্নে করিয়া খিচন।
দশ অঙ্গুলিতে শোভা করে বিভূষণ॥
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্য হার।
মণি মুক্তা প্রবালাদি যত সর্ব্ব-সার॥
রুদ্রাক্ষ বিরালাক্ষ দুই সুবর্ণ রজতে।
বান্ধিয়া ধরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে॥
মুক্তা-কসা-সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
দুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন॥
পাদপদ্মে রজত নূপুর সুশোভন।
তদুপরি মল্ল শোভে জগত-মোহন॥
শুক্ল পট্ট নীল পীত বহুবিধ বাস।
অপূর্ব্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস॥
মালতী মল্লিকা যূথী চম্পকের মালা।
শ্রীবক্ষে করয়ে শোভা আন্দোলন-খেলা॥
গোরোচনা সহিত চন্দন দিব্য গন্ধে।
বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে॥
শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস।
তদুপরি নানাবর্ণ-মাল্যের বিলাস॥
প্রসন্ন শ্রীমুখ কোটি শশধর জিনি।
হাসিয়া করেন নিরবধি হরিধ্বনি॥
যে দিগে চাহেন দুই কমল-নয়নে।
সেই দিগে প্রেমরসে ভাসে সর্ব্বজনে॥
রজতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন।
দুই দিগে করি তাতে সুবর্ণ-বন্ধন॥
নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভে করে।
মুষল ধরিলা যেন প্রভু-হলধরে॥
পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ বলয় মল্ল নূপুর সুহার॥
শিঙ্গা বেত্র বংশী ছাঁদডোড়ি গুঞ্জামালা।
সবে ধরিলেন গোপালের অংশ-কলা॥
এইমত নিত্যানন্দ স্বানুভাব-রঙ্গে।
বিহরেন সকল পার্ষদ করি সঙ্গে॥
তবে প্রভু সর্ব্ব পারিষদগণ মেলি।
ভক্ত-গৃহে করে প্রভু পর্য্যটন-কেলি॥
জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্ব্বত্র ফিরেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম॥
দরশন মাত্র সর্ব্ব জীব মুগ্ধ হয়।
নাম তনু দুই নিত্যানন্দ-রসময়॥
পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি।
সর্ব্বস্ব দিবারে সেইক্ষণে হয় মতি॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের শরীর মধুর।
সবারেই কৃপাদৃষ্টি করেন প্রচুর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সঙ্কীর্ত্তন বিনে॥

যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় যত যত জন॥
গৃহস্থের শিশু কোনো কিছুই না জানে।
তাহারাও মহা মহা বৃক্ষ ধরি টানে॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।
'মুঞি রে গোপাল' বলি বেড়ায় ধাইয়া॥
হেন সে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে।
শত জনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ' বলি।
সিংহনাদ করে শিশু হই কুতূহলী॥
এইমত নিত্যানন্দ—বালক-জীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ॥
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার॥
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ॥
পুত্র-প্রায় করি প্রভু সবারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপন-হস্ত দিয়া॥
কাহারেও বান্ধিয়া রাখেন নিজ-পাশে।
বান্ধেন মারেন কভু অট্ট অট্ট হাসে॥
একদিন গদাধর দাসের মন্দিরে।
আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে॥
গোপী-ভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময়॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকে 'কে কিনিবে রে গো-রস'
শ্রীবালগোপাল-মূর্ত্তি তান দেবালয়।
আছেন পরম লাবণ্যের সমুচ্চয়॥
দেখি বাল-গোপালের মূর্ত্তি মনোহর।
প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর॥
'অনন্ত'-হৃদয়ে দেখি শ্রীবাল-গোপাল।
সর্ব্ব গণে হরিধ্বনি করেন বিশাল॥
হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ-মল্লরায়।
করিতে লাগিল নৃত্য গোপাল-লীলায়॥
দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি অবধূত-সিংহ পরম সন্তোষ॥
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন দিব্য ধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূতমণি॥
সুকৃতী শ্রীগদাধর দাস করি সঙ্গে।
দানখণ্ড-নৃত্য প্রভু করে নিজ-রঙ্গে॥
গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে।
নিরবধি আপনারে 'গোপী' হেন বাসে॥
দানখণ্ড-লীলা শুনি নিত্যানন্দ-রায়।
যে নৃত্য করেন তাহা বর্ণন না যায়॥
প্রেমভক্তি-বিকারের যত আছে নাম।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপাম॥
বিদ্যুতের প্রায় নৃত্য-গতির ভঙ্গিমা।
কিবা সে অদ্ভুত ভুজ-চালন-মহিমা॥
কিবা সে নয়ন-ভঙ্গী কি সুন্দর হাস।
কিবা সে অদ্ভুত শির-কম্পন-বিলাস॥
একত্র করিয়া দুই চরণ সুন্দর।
কিবা জোড়ে জোড়ে লম্প দেন মনোহর॥
যে দিগে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে।
সেই দিগে স্ত্রী পুরুষে কৃষ্ণসুখে ভাসে॥
হেন সে করেন কৃপাদৃষ্টি অতিশয়।
পরানন্দে দেহ-স্মৃতি কারো না থাকয়॥
যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রাদি মুনিগণে।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ভুঞ্জে যে তে জনে॥
হস্তী-সম জনো না খাইলে তিন দিন।
চলিতে না পারে, দেহ হয় অতি ক্ষীণ॥

একমাস এক শিশু না করে আহার।
তথাপিও সিংহ-প্রায় সর্ব্ব ব্যবহার॥
হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দ-রায়।
তথাপি না বুঝে কেহো চৈতন্য-মায়ায়॥
এইমত কতদিন প্রেমানন্দ-রসে।
গদাধর দাসের মন্দিরে প্রভু বৈসে॥
বাহ্য নাহি গদাধর দাসের শরীরে।
নিরবধি 'হরিবোল' বোলায় সবারে॥
সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্ব্বার।
কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার॥
পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেলা সেই কাজীর আলয়॥
যে কাজীর ভয়ে লোক পলায় অন্তরে।
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তার ঘরে॥
নিরবধি হরিধ্বনি করিতে করিতে।
প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজীর বাড়ীতে॥
দেখে মাত্র বসিয়া কাজীর সর্ব্ব গণে।
বলিবারে কারো কিছু না আইসে বদনে॥
গদাধর বলে আরে কাজী বেটা কোথা।
ঝাট 'কৃষ্ণ' বোল, নহে ছিণ্ডিবাঙ মাথা॥
অগ্নি হেন ক্রোধে কাজী হইলা বাহির।
গদাধর দাস দেখি মাত্র হৈলা স্থির॥
কাজী বলে 'গদাধর তুমি কেনে এথা'।
গদাধর বলেন আছয়ে কিছু কথা॥
"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি।
জগতের মুখে বোলাইলা 'হরি হরি'॥
সবে তুমি মাত্র নাহি বল 'হরিনাম'।
তাহা বোলাইতে আইলাম তোমা স্থান॥
পরম-মঙ্গল হরিনাম বল তুমি।
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি॥"

যদ্যপিও কাজী মহা-হিংসক-চরিত।
তথাপি না বলে কিছু, হইলা স্তম্ভিত॥
হাসি বলে কাজী "শুন দাস-গদাধর।
কালি বলিবাঙ 'হরি', আজি যাহ ঘর॥"
'হরিনাম' মাত্র শুনিলেন তার মুখে।
গদাধর দাস পূর্ণ হৈলা প্রেমসুখে॥
গদাধর দাস বলে "আর কালি কেনে:
এই ত বলিলা 'হরি' আপন-বদনে॥
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণে।
যখনে করিলা হরিনামের গ্রহণে॥"
এত বলি পরম-উন্মাদী গদাধর।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর॥
কতক্ষণে আইলেন আপন-মন্দিরে।
নিত্যানন্দ-অধিষ্ঠান যাঁহার শরীরে॥
হেন মত গদাধর দাসের মহিমা।
চৈতন্য-পার্ষদ-মধ্যে যাঁহার গণনা॥
যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই মাত্র জাতি লয় সেইক্ষণে॥
হেন কাজী দুর্ব্বার দেখিলে জাতি লয়।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয়॥
হেন জন পাসরিল সব হিংসা-ধর্ম্ম।
ইহারে সে বলি কৃষ্ণ-আবেশের কর্ম্ম॥
সত্য কৃষ্ণ-ভাব হয় যাহার শরীরে।
অগ্নি সর্প ব্যাঘ্রেও লঙ্ঘিতে নাহি পারে॥
ব্রহ্মাদির অভীষ্ট যে সব কৃষ্ণ-ভাব।
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ॥
ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দ-রায়।
দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায়॥
ভজ ভাই! হেন নিত্যানন্দের চরণ।
যাহার প্রসাদে পাই চৈতন্য-শরণ॥

তবে নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু কতদিনে।
শচী আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে॥
শুভযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ প্রতি।
পারিষদগণ সব করিয়া সংহতি॥
তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়-স্থানে॥
খড়দহ গ্রামে আসি নিত্যানন্দ-রায়।
যত নৃত্য করিলেন কহনে না যায়॥
পুরন্দর-পণ্ডিতের পরম উন্মাদ।
বৃক্ষের উপরে চড়ি করে সিংহনাদ॥
বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্য-দাসের শরীরে।
ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে॥
কভু লম্ফ দিয়া উঠে ব্যাঘ্রের উপরে।
কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে॥
মহা অজগর সর্প লই নিজ-কোলে।
নির্ভয়ে চৈতন্য-দাস থাকে কুতূহলে॥
ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়ে।
হেন কৃপা করে অবধূত-মহাশয়ে॥
সেবক-বৎসল প্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ রস ইঙ্গিতে ভুঞ্জায়॥
চৈতন্য-দাসের আত্ম-বিস্মৃতি সর্ব্বথা।
নিরন্তর কহেন আনন্দ-মনঃকথা॥
দুই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতরে।
থাকেন, কোথাও দুঃখ না হয় শরীরে॥
জড়-প্রায় অলক্ষিত-বেশ-ব্যবহার।
পরম উদ্দাম সিংহ-বিক্রম অপার॥
চৈতন্য-দাসের যত ভক্তির বিকার।
কত বা কহিতে পারি—সকল অপার॥
যোগ্য শ্রীচৈতন্য-দাস মুরারি পণ্ডিত।
যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত॥
এবে কেহো বোলায় 'চৈতন্য-দাস' নাম।
স্বপ্নেহো না বলে শ্রীচৈতন্য-গুণগ্রাম॥
অদ্বৈতের প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁর ভক্তি-প্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য॥
জয় খড়্গ অদ্বৈতের যে চৈতন্য-ভক্তি।
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্ব শক্তি॥
সাধু লোকে অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে।
কেহো ইহা অদ্বৈতের নিন্দা হেন বাসে॥
সেহো ছার বোলায় 'চৈতন্য-দাস' নাম।
সে কেমনে জানিবে অদ্বৈত-গুণগ্রাম॥
এ পাপীরে 'অদ্বৈতের লোক' বলে যে।
অদ্বৈতের হৃদয় কভু নাহি জানে সে॥
রাক্ষসের নাম যেন কহে 'পুণ্যজন'।
এইমত এ সব চৈতন্য-দাসগণ॥
কতদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্ব গণ সহে॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষি-স্থান।
জগতে বিদিত সে 'ত্রিবেণীঘাট' নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত-ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ-চরণ॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণীঘাট' সকল ভুবনে।
সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় যার দরশনে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন ভক্তবৃন্দে॥
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়-বাক্য-মনে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥

নিত্যানন্দ-স্বরূপের সেবা-অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ—কিবা ভাগ্য তার॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর॥
যতেক বণিক-কুল নিত্যানন্দ হৈতে।
পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার॥
সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তনে বিহরে॥
বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥
বণিক সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক অধম মূর্খ যে কৈল নিস্তার॥
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু-নিত্যানন্দরায়।
গণ সহ সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায়॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন-বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া-নগরে।
সেইমত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম-পুরে॥
রাত্রিদিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয়।
সর্ব্বদিগে হৈল হরিসঙ্কীর্ত্তনময়॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে চত্বরে।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিস্তারে॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ॥

যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেও আপনারে করেন ধিক্কার॥
জয় জয় অবধূতচন্দ্র মহাশয়।
যাঁহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয়॥
এইমত সপ্তগ্রামে আম্বুয়া-মুলুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ-স্বরূপ কৌতুকে॥
তবে কতদিনে আইলেন শান্তিপুরে।
আচার্য্য-গোসাঞি প্রিয়-বিগ্রহের ঘরে॥
দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ।
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন্ সুখ॥
'হরি' বলি লাগিলেন করিতে হুঙ্কার।
প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করেন অপার॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ অদ্বৈত করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে॥
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হইলা বিবশ।
জন্মিল অনন্ত অনির্ব্বচনীয় রস॥
দোঁহে দোঁহা ধরি গড়ি যায়েন অঙ্গনে।
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে॥
কোটি সিংহ জিনি দোঁহে করে সিংহনাদ।
সম্বরণ নহে দুই প্রভুর উন্মাদ॥
তবে কতক্ষণে দুই প্রভু হৈলা স্থির।
বসিলেন একস্থানে দুই মহাধীর॥
করযোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি।
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি॥
"তুমি নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম॥
সর্ব্বজীব-পরিত্রাণ তুমি মহাহেতু।
মহা-প্রলয়েতে তুমি সত্য-ধর্ম্মসেতু॥
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্যের মাত্র ধর পূর্ণ-শক্তি॥

ব্রহ্মা শিব নারদাদি 'ভক্ত' নাম যাঁর।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার॥
বিষ্ণুভক্তি সবেই লয়েন তোমা হৈতে।
তথাপিহ অভিমান না স্পর্শে তোমাতে॥
পতিত-পাবন তুমি দোষদৃষ্টি-শূন্য।
তোমারে সে জানে যার আছে বহু পুণ্য॥
সর্ব্বযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যা-বন্ধন খণ্ডে স্মরণে যাহার॥
যদি তুমি প্রকাশ না কর আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তোমারে॥
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্র-বদন আদিদেব মহীধর॥
রক্ষকুল-হন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র।
তুমি গোপ-পুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত॥
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে॥
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর সব মনে।
তোমা হৈতে তাহা পাইবেক যে তে জনে॥
কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা।
আনন্দ-আবেশে পাসরিলেন আপনা॥
অদ্বৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব।
এ মর্ম্ম জানয়ে কোন কোন মহাভাগ॥
তবে যে কলহ হের অন্যোন্যে বাজে।
সে কেবল পরানন্দ যদি মনে বুঝে॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর সনে ভেদ নাহি যার॥
হেনমতে দুই মহাপ্রভু মহারঙ্গে।
বিহরেন কৃষ্ণকথা-মঙ্গল-প্রসঙ্গে॥
অনেক রহস্য করি অদ্বৈত সহিত।
অশেষ-প্রকারে তান জন্মাইয়া প্রীত॥

তবে অদ্বৈতের স্থানে লই অনুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ প্রতি॥
সেইমত সর্ব্বাদ্যে আইলা আই-স্থানে।
আসি নমস্করিলেন আইর চরণে॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে দেখি শচী আই।
কি আনন্দ পাইলেন, তার অন্ত নাই॥
আই বলে "বাপ! তুমি সত্য অন্তর্যামী।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাম আমি॥
মোর চিত্ত জানি তুমি আইলা সত্বর।
কে তোমা চিনিতে পারে সংসার-ভিতর॥
কতদিন থাক বাপ! নবদ্বীপ-বাসে।
যেন তোমা দেখোঁ মুঞি দশে পক্ষে মাসে
মুঞি দুঃখিতের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
দৈবে তুমি আসিয়াছ দুঃখিত তারিতে॥"
শুনিয়া আইর বাক্য হাসে নিত্যানন্দ।
যে জানে আইর প্রভাবের আদি অন্ত॥
নিত্যানন্দ বলে "শুন আই সর্ব্ব-মাতা।
তোমারে দেখিতে আমি আসিয়াছোঁ হেথা
মোর ইচ্ছা তোমা দেখোঁ থাকিয়া হেথায়।
রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায়॥"
হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া।
নবদ্বীপে ভ্রমেন আনন্দযুক্ত হইয়া॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি ঘরে ঘরে।
সব পারিষদ সঙ্গে কীর্ত্তন বিহরে॥
নবদ্বীপে আসি মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ।
হইলেন কীর্ত্তন-আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত॥
প্রতি ঘরে ঘরে সব পারিষদ-সঙ্গে।
নিরবধি বিহরেন সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
পরম-মোহন সঙ্কীর্ত্তন-মল্লবেশ।
দেখিতে সুকৃতী পায় আনন্দ বিশেষ॥

শ্রীমস্তকে শোভে বহুবিধ পট্টবাস।
তদুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস॥
কণ্ঠে বহুবিধ মণি-মুক্তা-স্বর্ণ-হার।
শ্রুতিমূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার॥
সুবর্ণের অঙ্গদ বলয় শোভে করে।
না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে॥
গোরোচনা চন্দনে লেপিত সর্ব্ব অঙ্গ।
নিরবধি বাল-গোপালের প্রায় রঙ্গ॥
কি অপূর্ব্ব লৌহদণ্ড ধরেন লীলায়।
পূর্ণ দশ অঙ্গুলি সুবর্ণ-মুদ্রিকায়॥
শুক্ল নীল পীত পট্ট বহুবিধ বাস।
পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস॥
বেত্র বংশী পাঁচনী জঠর-তটে শোভে।
যার দরশনে ধ্যানে জগ-মন লোভে॥
রজত-নূপুর-মল্ল শোভে শ্রীচরণে।
পরম মধুর ধ্বনি গজেন্দ্র-গমনে॥
যে দিকে চাহেন মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ।
সেই দিকে হয় কৃষ্ণ-রস মূর্ত্তিমন্ত॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে।
আছেন চৈতন্য-জন্মভূমি নবদ্বীপে॥
নবদ্বীপ যে-হেন মথুরা-রাজধানী।
কত মত লোক আছে, অন্ত নাহি জানি॥
হেন সব সুজন আছেন যাহা দেখি।
সর্ব্ব মহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী॥
তথি মধ্যে দুর্জ্জনো যে কত কত বৈসে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তার ছায়ার পরশে॥
তাহারাও নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপায়।
কৃষ্ণে রতি মতি হৈল অতি অমায়ায়॥
আপনে চৈতন্য কত করিলা মোচন।
নিত্যানন্দ-দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন॥

চোর দস্যু অধম পতিত নাম যার।
নানামতে নিত্যানন্দ কৈলেন উদ্ধার॥
শুন শুন নিত্যানন্দ-প্রভুর আখ্যান।
চোর দস্যু যেমতে করিলা পরিত্রাণ॥
নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণ-কুমার।
তাহার সমান চোর দস্যু নাহি আর॥
যত চোর দস্যু তার মহা-সেনাপতি।
নামে সে ব্রাহ্মণ—অতি পরম কুমতি॥
পর-বধে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে।
নিরন্তর দস্যুগণ-সংহতি বিহরে॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখি অলঙ্কার।
সুবর্ণ প্রবাল মণি মুক্তা দিব্যহার॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি বহুবিধ ধন।
হরিতে হইল দস্যু-ব্রাহ্মণের মন॥
মায়া করি নিরবধি নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
ভ্রময়ে তাঁহার ধন হরিবারে রঙ্গে॥
অন্তরে পরম দুষ্ট বিপ্র ভাল নহে।
জানিলেন নিত্যানন্দ-অনন্ত হৃদয়ে॥
হিরণ্য-পণ্ডিত নামে এক সুব্রাহ্মণ।
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-অকিঞ্চন॥
সেই ভাগ্যবন্তের মন্দিরে নিত্যানন্দ।
থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ॥
সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ—পরম-দুষ্টমতি।
লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি॥
আরে ভাই সবে আর কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডীমায়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাঁই॥
এই অবধূতের অঙ্গেতে অলঙ্কার।
সোণা মুক্তা হীরা কসা বহি নাহি আর॥
কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডীমায়ে এক ঠাঞি মিলাইলা আনি॥

শূন্য বাড়ী মাঝে থাকে হিরণ্যের ঘরে।
কাড়িয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে॥
ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায়॥
এইমত যুক্তি করি সব দস্যুগণ।
সবে নিশাভাগ করি করিল গমন॥
খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে।
আসিয়া বেড়িলা নিত্যানন্দ যেই স্থানে॥
এক স্থানে রহিয়া সকল দস্যুগণ।
আগে চর পাঠাইয়া দিল এক জন॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু করেন ভোজন।
চতুর্দ্দিগে হরিনাম লয় ভক্তগণ॥
কৃষ্ণানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ-ভৃত্যগণ।
কেহো করে সিংহ-নাদ, কেহো বা গর্জ্জন॥
রোদন করয়ে কেহো পরানন্দ-রসে।
কেহো করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাসে॥
হৈ হৈ হায় হায় করে কোনো জন।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি—সবে সচেতন॥
চর আসি কহিলেক দস্যুগণ-স্থানে।
"ভাত খায় অবধূত, জাগে সর্ব্ব জনে॥"
দস্যুগণ বলে সবে শুটক খাইয়া।
আমরাও বসি সবে, হানা দিব গিয়া॥
বসিলা সকল দস্যু এক বৃক্ষ-তলে।
পর-ধন লইবেক এই কুতূহলে॥
কেহো বলে 'মোহার সোণার তাড়বালা'।
কেহো বলে 'মুঞি নিব মুকুতার মালা'॥
কেহো বলে 'মুঞি নিমু কর্ণ-আভরণ'।
'স্বর্ণ-হার নিমু মুঞি' বলে কোনো জন॥
কেহো বলে 'মুঞি নিব রজত-নূপুর'।
সবে এই মনঃকলা খায়েন প্রচুর॥

হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায়।
নিদ্রা-ভগবতী আসি চাপিলা সবায়॥
সেইখানে ঘুমাইলা সব দস্যুগণ।
নিদ্রায় হইলা সবে মহা অচেতন॥
প্রভুর মায়ায় হেন হইল মোহিত।
রাত্রি পোহাইল তভু নাহিক সম্বিত॥
কাক-রবে জাগিলা সকল দস্যুগণ।
রাত্রি নাহি দেখি সবে হৈলা দুঃখি-মন॥
আস্তে-ব্যস্তে ঢাল খাঁড়া ফেলাইয়া বনে।
সত্বরে চলিলা সব দস্যু গঙ্গাস্নানে॥
শেষে সব দস্যুগণ নিজ-স্থানে গেলা।
সবেই সবারে গালি পাড়িতে লাগিলা॥
কেহো বলে 'তুই আগে পড়িলি শুইয়া'।
কেহো বলে 'তুই বড় আছিলি জাগিয়া'॥
কেহো বলে 'কলহ করহ কেনে আর।
লজ্জা ধর্ম্ম চণ্ডী আজি রাখিল সবার'॥
দস্যু-সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ দুরাচার।
সে বলয়ে কলহ করহ কেনে আর॥
যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
একদিন গেলে কি সকল দিন যায়॥
বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি চণ্ডী পূজি সবে গেনু তে কারণে॥
ভাল করি আজি সবে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া॥
এতেক করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ।
মদ্য মাংস দিয়া সবে করিলা পূজন॥
আর দিন দস্যুগণ কাচি নানা অস্ত্র।
আইলেন বীরছাঁদে পরি নীলবস্ত্র॥
মহানিশা—সর্ব্বলোক আছেন শয়নে।
হেনই সময়ে বেড়িলেক দস্যুগণে॥

বাড়ীর নিকটে থাকি দস্যুগণ দেখে।
চতুর্দ্দিগে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে॥
চতুর্দ্দিগে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ।
নিরবধি 'হরিনাম' করেন গ্রহণ॥
পরম প্রকাণ্ড মূর্ত্তি—সবেই উদ্দণ্ড।
নানা-অস্ত্রধারী সবে—পরম প্রচণ্ড॥
সর্ব্ব দস্যুগণ দেখে তার এক জনে।
শত জন মারিতে পারয়ে সেই ক্ষণে॥
সবার গলায় মালা, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
নিরবধি করিতেছে নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু আছেন শয়নে।
চতুর্দ্দিগে 'কৃষ্ণ' গায় সেই সব গণে॥
দস্যুগণ দেখি বড় হইলা বিস্মিত।
বাড়ী ছাড়ি সবে বসিলেন এক ভিত॥
সর্ব্ব দস্যুগণে যুক্তি লাগিল করিতে।
"কোথাকার পদাতিক আইল এথাতে॥"
কেহো বলে "অবধূত কেমতে জানিয়া।
কাহারো পাইক আনিয়াছে যে মাগিয়া॥"
কেহো বলে "ভাই! অবধূত বড় জ্ঞানী।
মাঝে মাঝে অনেক লোকের মুখে শুনি॥
জ্ঞানবান্ কিবা অবধূত মহাশয়।
আপনার রক্ষা কিবা আপনে করয়॥
অন্যথা যে সব দেখি পদাতিকগণ।
মনুষ্যের প্রায় যে না দেখি এক জন॥
হেন বুঝি এই সব শক্তির প্রভাবে।
গোসাঞি করিয়া তানে কহে লোক সবে॥"
আর কেহো বলে "তুমি বসি থাক ভাই।
যে খায় যে পরে সে বা কেমত গোসাঞি॥"
সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
সে বলয়ে "জানিলাম সকল কারণ॥
যত বড় বড় লোক চারিদিগ হৈতে।
সবে আইসেন অবধূতেরে দেখিতে॥
কোন দিগ হৈতে কোন বিশ্বাস নস্কর।
আসিয়াছে, তার পদাতিক বহুতর॥
অতএব পদাতিক সকল ভাবক।
এই সে কারণে 'হরি হরি' করে জপ॥
এ বা নহে- কোন পদাতিক আনি থাকে।
তবে কত দিন এড়াইব এই পাকে॥
অতএব চল সবে আজি ঘরে যাই।
চুপে চাপে দিন দশ বসি থাকি ভাই॥"
এত বলি সব দস্যুগণ গেল ঘরে।
অবধূতচন্দ্র প্রভু স্বচ্ছন্দে বিহরে॥
নিত্যানন্দ-চরণ ভজয়ে যে যে জনে।
সর্ব্ব বিঘ্ন খণ্ডে তাঁহা সবার স্মরণে॥
হেন নিত্যানন্দ-প্রভু বিহরে আপনে।
তাহানে করিতে বিঘ্ন পারে কোন্ জনে॥
অবিদ্যা খণ্ডয়ে যাঁর দাসের স্মরণে।
সে প্রভুরে বিঘ্ন করিবেক কোন্ জনে॥
সর্ব্ব গণ সহ বিঘ্ননাথ যাঁর দাস।
যাঁর অংশ রুদ্র করে জগত-বিনাশ॥
যার অংশ চলিতে ভুবন-কম্প হয়।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ—কারে তান ভয়॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে করে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন॥
সর্ব্ব অঙ্গে সকল অমূল্য অলঙ্কার।
যেন দেখি বলদেব—নন্দের কুমার॥
কর্পূর তাম্বূল প্রভু করেন ভোজন।
ঈষত হাসিয়া মোহে ত্রিজগত-মন॥
অভয় পরমানন্দ বুলে সর্ব্ব স্থানে।
অভয় পরমানন্দ ভক্তগোষ্ঠী সনে॥

আর-বার যুক্তি করি পাপী দস্যুগণে।
আইলেন নিত্যানন্দ-চন্দ্রের ভবনে॥
দৈবে সেই দিন মহা-ঘোর অন্ধকার।
মহা-ঘোর নিশা—নাহি লোকের সঞ্চার॥
মহা-ভয়ঙ্কর নিশা চোর দস্যুগণ।
দশ পাঁচ অস্ত্র এক জনের কাচন॥
প্রবিষ্ট হইবা মাত্র বাড়ীর ভিতরে।
সবে হৈল অন্ধ, কেহো চাহিতে না পারে॥
কিছু নাহি দেখে অন্ধ হৈল দস্যুগণ।
সবে হইলেন হত-প্রাণ-বুদ্ধি-মন॥
কেহো গিয়া পড়ে গড়খাইর ভিতরে।
জোঁকে পোকে ডাঁসে তারে কামড়াই মারে॥
উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে।
তথাও মরয়ে বিছা পোকের কামড়ে॥
কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার ভিতরে।
সর্ব্ব অঙ্গে ফুটে কাঁটা নড়িতে না পারে॥
খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোনো জন।
হস্ত পদ ভাঙ্গিলেক, করয়ে ক্রন্দন॥
সেইখানে কারো কারো গায়ে হৈল জ্বর।
সর্ব্ব দস্যুগণ চিন্তা পাইল অন্তর॥
হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম-কৌতুকী।
করিতে লাগিলা মহা ঝড় বৃষ্টি তথি॥
একে মরে দস্যু জোঁক পোকের কামড়ে।
বিশেষে মরয়ে আরো মহাবৃষ্টি ঝড়ে॥
শিলাবৃষ্টি পড়ে সর্ব্ব অঙ্গের উপরে।
প্রাণ নাহি যায়, ভাসে দুঃখের সাগরে॥
হেন সে পড়য়ে এক মহা-ঝন্‌ঝনা।
ত্রাসে মূর্চ্ছা যায় সবে পাসরি আপনা॥
মহাবৃষ্ট্যে দস্যুগণ তিতে নিরন্তর।
মহা-শীতে সবার কম্পিত কলেবর॥
অন্ধ হইয়াছে কিছু না পায় দেখিতে।
মরে দস্যুগণ মহা ঝড় বৃষ্টি শীতে॥
নিত্যানন্দ-দ্রোহে আসিয়াছে এ জানিয়া।
ক্রোধে ইন্দ্র অধিক মারয়ে দুঃখ দিয়া॥
কতক্ষণে দস্যু-সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ ভাগ্যে তার হইল স্মরণ॥
মনে ভাবে বিপ্র "নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য সেহো ঈশ্বর—মনুষ্যে সত্য কহে॥
একদিন মোহিলেন সবারে নিদ্রায়।
তথাপিহ না বুঝিনু ঈশ্বর-মায়ায়॥
আর-দিন অদভুত পদাতিকগণ।
দেখাইল, তভু মোর নহিল চেতন॥
যোগ্য মুঞি-পাপিষ্ঠের এ সব দুর্গতি।
হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈলুঁ মতি॥
এ মহা-সঙ্কটে মোরে কে করিব পার।
নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাহি আর॥"
এত ভাবি দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্ত-ভাবে লইল শরণ॥
সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটি অপরাধীরো নিস্তার॥

কারুণ্যশারদা-রাগেন গীয়তে।

"রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল-গোপাল।
রক্ষা কর প্রভু! তুমি সর্ব্বজীব-পাল॥
যে জন আছাড় প্রভু! পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায়॥
এইমত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহো তোমার স্মরণে দুঃখে তরে॥
তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব্ব অপরাধ।
পতিত জনেরে তুমি করহ প্রসাদ॥

তথাপি যগুপি আমি ব্রহ্মঘ্ন গোবধী।
মোর বড় আর প্রভু! নাহি অপরাধী॥
সর্ব্ব মহাপাতকীও তোমার শরণ।
লইলে, খণ্ডয়ে তার সকল বন্ধন॥
জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ।
অন্তেও তুমি সে প্রভু! কর পরিত্রাণ॥
এ সঙ্কট হৈতে প্রভু! কর আজি রক্ষা।
যদি জীঙ প্রভু! তবে হৈল এই শিক্ষা॥
জন্ম জন্ম প্রভু তুমি, মুঞি তোর দাস।
কিবা জীঙ মরোঁ। এই হউ মোর আশ॥"
কৃপাময় নিত্যানন্দ-চন্দ্র অবতার।
শুনি করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার॥
এইমত চিন্তিতে সকল দস্যুগণ।
সবার হইল তুই-চক্ষু-বিমোচন॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্মরণ-প্রভাবে।
ঝড় বৃষ্টি আর কারো দেহে নাহি লাগে॥
কতক্ষণে পথ দেখি সব দস্যুগণ।
মৃতপ্রায় হই সবে করিলা গমন॥
সবে ঘরে গিয়া সেইমতে দস্যুগণ।
গঙ্গাস্নান করিলেন গিয়া সেইক্ষণ॥
দস্যু-সেনাপতি দ্বিজ কান্দিতে কান্দিতে।
নিত্যানন্দ-চরণে আইলা সেইমতে॥
বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ।
পতিত জনেরে করি শুভ-দৃষ্টিপাত॥
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করে 'হরিধ্বনি'।
আনন্দে হুঙ্কার করে অবধূতমণি॥
সেই মহাদস্যু দ্বিজ হেনই সময়।
'ত্রাহি' বলি বাহু তুলি দণ্ডবত হয়॥
আপাদ-মস্তক পুলকিত সর্ব্ব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে মহাকম্প॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি বিপ্র করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবি আনন্দ-সাগরে॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনা-আপনি নাচে হরষিত হৈয়া॥
"ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিত-পাবন।"
বাহু তুলি এইমত বলে ঘনেঘন॥
দেখি হইলেন সবে পরম বিস্মিত।
এমত দস্যুর কেনে এমত চরিত॥
কেহো বলে 'মায়া বা করিয়া আসিয়াছে।
কোনো পাক করিয়া বা হানা দেয় পাছে'॥
কেহো বলে 'নিত্যানন্দ পতিত-পাবন'।
কৃপায় ইহার বা হইল ভাল মন॥
বিপ্রের অত্যন্ত প্রেম-বিকার দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নিত্যানন্দ ঈষত হাসিয়া॥
প্রভু বলে "কহ দ্বিজ! কি তোমার রীত।
বড় ত তোমার দেখি অদ্ভুত চরিত॥
কি দেখিলা কি শুনিলা কৃষ্ণ-অনুভব।
কিছু চিন্তা নাহি, অকপটে কহ সব॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতী ব্রাহ্মণ।
কহিতে না পারে কিছু, করয়ে ক্রন্দন॥
গড়াগড়ি যায় পড়ি সকল অঙ্গনে।
হাসে কান্দে নাচে গায় আপনা-আপনে॥
সুস্থির হইয়া দ্বিজ তবে কতক্ষণে।
কহিতে লাগিলা সব প্রভু-বিগুমানে॥
"এই নদীয়ায় প্রভু! বসতি আমার।
নাম সে ব্রাহ্মণ—ব্যাধ-চণ্ডাল-আচার॥
নিরন্তর তুষ্ট সঙ্গে করি ডাকা চুরি।
পরহিংসা বহি জন্মে আর নাহি করি॥
আমা দেখি সর্ব্ব নবদ্বীপ কাঁপে ডরে।
কিবা পাপ নাহি হয় আমার শরীরে॥

দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার।
তাহা হরিবারে চিত্ত হইল আমার॥
একদিন সাজি বহু লই দস্যুগণ।
হরিতে আইলুঁ মুঞি শ্রীঅঙ্গের ধন॥
সে দিন নিদ্রায় প্রভু! মোহিলা সবারে।
তোমার মায়ায় নাহি জানিলুঁ তোমারে॥
আর দিন নানামতে চণ্ডিকা পূজিয়া।
আইলাম খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল কাচিয়া॥
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাম সেই দিনে।
সর্ব্ব বাড়ী আছে বেড়ি পদাতিকগণে॥
একেক পদাতি যেন মত্ত-হস্তি-প্রায়।
আজানুলম্বিত মালা সবার গলায়॥
নিরবধি 'হরিধ্বনি' সবার বদনে।
তুমি আছ এই গৃহে আনন্দে শয়নে॥
হেন সে পাপিষ্ঠ চিত্ত আমা সবাকার।
তভু নাহি বুঝিলাম মহিমা তোমার॥
'কারো পদাতিক আসিয়াছে কোথা হৈতে'।
এত ভাবি সে দিন গেলাম সেইমতে॥
তবে কতদিন ব্যাজে কালি আইলাম।
আসিয়াই মাত্র দুই চক্ষু খাইলাম॥
বাড়ীতে প্রবিষ্ট হই সব দস্যুগণে।
অন্ধ হই সবে পড়িলাম নানা স্থানে॥
কাঁটা জোঁক পোক ঝড় বৃষ্টি শিলাপাতে।
সবে মরি, কারো শক্তি নাহিক যাইতে॥
মহা যম-যাতনা হইল যদি ভোগ।
তবে শেষে সবার হইল ভক্তিযোগ॥
তোমার কৃপায় সবে তোমার চরণ।
করিলুঁ একান্ত-ভাবে সবেই স্মরণ॥
তবে হইল সবার লোচন-বিমোচন।
হেন মহাপ্রভু তুমি পতিত-পাবন॥
আমি সব এড়াইলুঁ এ সব যাতনা।
এ তোমার স্মরণের কোন্ বা মহিমা॥
যাঁহার স্মরণে খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন।
অনায়াসে চলি যায় বৈকুণ্ঠভুবন॥"
কহিয়া কহিয়া দ্বিজ কান্দে উর্দ্ধরায়।
হেন লীলা করে প্রভু অবধূত-রায়॥
শুনিয়া সবার হৈল মহাশ্চর্য্য-জ্ঞান।
ব্রাহ্মণের প্রতি সবে করেন প্রণাম॥
দ্বিজ বলে "প্রভু এবে আমার বিদায়।
এ দেহ রাখিতে আর মোর নাহি ভায়॥
যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
সেই মোর প্রায়শ্চিত্ত---মরিব গঙ্গায়॥"
শুনি অতি অকৈতব দ্বিজের বচন।
তুষ্ট হইলেন প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ॥
প্রভু বলে "দ্বিজ তুমি ভাগ্যবান্ বড়।
জন্ম জন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দঢ়॥
নহিলে এমত কৃপা করিবেন কেনে।
এ প্রকাশ অন্যে কি দেখয়ে ভক্ত বিনে॥
পতিত-তারণ-হেতু চৈতন্য-গোসাঞি।
অবতরি আছেন, ইহাতে অন্য নাঞি॥
শুন দ্বিজ! যতেক পাতক কৈলি তুঞি।
আর যদি না করিস্ সব নিমু মুঞি॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া—ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও 'হরিনাম'।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ॥
যত চোর দস্যু সব ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথ সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥"
এত বলি আপন-গলার মালা আনি।
তুষ্ট হই ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি॥

মহা জয়-জয়-ধ্বনি হইল তখন।
দ্বিজের হইল সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন॥
কাকু করে দ্বিজ প্রভু-চরণে ধরিয়া।
ক্রন্দন করয়ে অতি ডাকিয়া ডাকিয়া॥
"প্রভু মোর নিত্যানন্দ পাতকি-পাবন।
মুঞি পাতকীরে দেহ চরণে শরণ॥
তোমার হিংসায় সে হইল মোর মতি।
মুঞি পাপিষ্ঠের কোন্ লোকে হৈব গতি
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর॥
চরণারবিন্দ পাই মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ॥
সেই দ্বিজ-দ্বারে যত চোর-দস্যুগণ।
ধর্ম্মপথে লইলেন চৈতন্য-শরণ॥
ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার।
সবে হইলেন অতি সাধু-ব্যবহার॥
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণু-ভক্তিযোগ-দক্ষ॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর।
নিত্যানন্দ-প্রভু হেন করুণা-সাগর॥
অন্য অবতারে কেহো ঝাট নাহি পায়।
নিরবধি নিত্যানন্দ 'চৈতন্য' লওয়ায়॥
যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ-স্বরূপ না মানে।
তাহারে লওয়ায় সেই চোর-দস্যুগণে॥
যোগেশ্বর সব বাঞ্ছে যে প্রেম-বিকার।
যে অশ্রু যে কম্প যে বা পুলক হুঙ্কার॥
চোর ডাকাইতের হইল হেন ভক্তি।
হেন প্রভু-নিত্যানন্দ-স্বরূপের শক্তি॥
ভজ ভজ ভাই! হেন প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু গৌরচন্দ্র॥

যে শুনয়ে নিত্যানন্দ-প্রভুর আখ্যান।
তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
দস্যুগণ-মোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দেখিবে সেই জনে॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে।
বিহরেন অভয় পরমানন্দ-সুখে॥
তবে নিত্যানন্দ সব পারিষদ-সঙ্গে।
প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
খানাচৌড়া বড়্গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥
বিশেষে সুকৃতী অতি বড়্গাছি গ্রাম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের বিহারের স্থান॥
বড়্গাছি গ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।
তাহার করিতে নাহি পারি সমুচ্চয়॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সবেই পরমানন্দ-মন॥
কারো কোনো কর্ম্ম নাহি সঙ্কীর্ত্তন বিনে।
সবার গোপাল-ভাব বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাঁদ-দড়ি গুঞ্জাহার।
তাড় খাড়ু হাতে, পায়ে নূপুর সবার॥
নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণ-ভাব।
অশ্রু কম্প পুলক—যতেক অনুরাগ॥
সবার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন-মদন।
নিরবধি সবেই করেন সঙ্কীর্ত্তন॥
পাইয়া অভয় স্বামী প্রভু নিত্যানন্দ।
নিরবধি কৌতুকে থাকেন ভক্তবৃন্দ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দাসের মহিমা।
শত বৎসরেও করিবারে নারি সীমা॥
তথাপিহ নাম কহি জানি যাঁর যাঁর।
নাম-মাত্র স্মরণেও তরিয়ে সংসার॥

যাঁর যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার।
সবে নন্দগোষ্ঠী-গোপ-গোপী-অবতার ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব্ব-নাম না লিখিল বিদিত করিয়া ॥
পরম পার্ষদ—রামদাস মহাশয়।
নিরবধি ঈশ্বর-ভাবে সে কথা কয় ॥
যাঁর বাক্য কেহো ঝাট না পারে বুঝিতে
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁর হৃদয়েতে ॥
সবার অধিক ভাবগ্রস্ত রামদাস।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস ॥
প্রসিদ্ধ চৈতন্য-দাস মুরারি-পণ্ডিত।
যাঁর খেলা মহাসর্প ব্যাঘ্রের সহিত ॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি ॥
প্রেমভক্তি-রসময় গদাধর দাস।
যাঁর দরশন মাত্র সর্ব্ব-পাপ-নাশ ॥
প্রেমরস-সমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের পার্ষদ-প্রধান ॥
পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্দাম।
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান্।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ ॥
পুরন্দর-পণ্ডিত পরম শান্ত দান্ত।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের বল্লভ একান্ত ॥
নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বর দাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥
ধনঞ্জয়-পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ ॥
প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস।
যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ ॥

যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার হৃদয় ॥
জগদীশ-পণ্ডিত পরম-জ্যোতির্ধাম।
সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধন প্রাণ ॥
পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহা ভৃত্য মর্ম্ম ॥
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
যাঁহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥
রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ-পারিষদে যাঁহার বিলাস ॥
প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে ॥
সদাশিব কবিরাজ মহাভাগ্যবান্।
যাঁর পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস নাম ॥
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে।
নিত্যানন্দ-চন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে ॥
উদ্ধারণ দত্ত মহাবৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ-সেবায় যাঁহার অধিকার ॥
মহেশ-পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত।
পরমানন্দ উপাধ্যায় বৈষ্ণব একান্ত ॥
চতুর্ভুজ-পণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ পরম উদার।
পূর্ব্বে রঘুনাথ-পুরী নাম খ্যাতি যাঁর ॥
প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয় ॥
বড়গাছি-নিবাসী সুকৃতী কৃষ্ণদাস।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ দুই শুদ্ধমতি।
মহান্ত আচার্য্যচন্দ্র নিত্যানন্দ-গতি ॥

গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়।
বাসুদেব ঘোষ অতি প্রেমরসময়॥
মহাভাগ্যবন্ত জীব-পণ্ডিত উদার।
যাঁর ঘরে নিত্যানন্দ-চন্দ্রের বিহার॥
নিত্যানন্দ-প্রিয় মনোহর নারায়ণ।
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ এই চারি জন॥
যত ভৃত্য নিত্যানন্দ-চন্দ্রের সহিতে।
শত বৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে॥
সহস্র সহস্র এক সেবকের গণ।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে তাঁহারা গুরু-সম॥
শ্রীচৈতন্য-রসে সবে পরম উদ্দাম।
সবার চৈতন্য নিত্যানন্দ ধন প্রাণ॥
কিছুমাত্র আমি লিখিলাম জানি যাঁরে।
সকল বিদিত হৈব বেদব্যাস-দ্বারে॥
সর্ব্বশেষ-ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস।
অবশেষপাত্র-নারায়ণী-গর্ভজাত॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
"চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥"
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-
বিলাস-বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তবৃন্দ॥
হেনমতে মহাপ্রভু-নিত্যানন্দচন্দ্র।
সর্ব্ব দাস সহ করে কীর্ত্তন-আনন্দ॥
বৃন্দাবন মধ্যে যেন করিলেন লীলা।
সেইমত নিত্যানন্দ-স্বরূপের খেলা॥
অকৈতব-রূপে সর্ব্ব জগতের প্রতি।
লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি মতি॥
সঙ্গে পারিষদগণ পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে মহা-জ্যোতির্ধাম॥
অলঙ্কার মালায় পূর্ণিত কলেবর।
কর্পূর তাম্বূল শোভে সুরঙ্গ অধর॥
দেখি নিত্যানন্দ-মহাপ্রভুর বিলাস।
কেহো সুখ পায়, কারো না জন্মে বিশ্বাস॥
সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব্ব অধ্যয়ন॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে তান কিছু জন্মিয়াছে অবিশ্বাস॥
চৈতন্যচন্দ্রেতে তাঁর বড় দৃঢ় ভক্তি।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের না জানেন শক্তি॥
দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে।
তথাই আছেন কতদিন কুতূহলে॥
প্রতিদিন যায় বিপ্র শ্রীচৈতন্য-স্থানে।
পরম বিশ্বাস তান প্রভুর চরণে॥
দৈবে একদিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে।
চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে॥
বিপ্র বলে "প্রভু! মোর এক নিবেদন।
করিব তোমার স্থানে, যদি দেহ মন॥
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ-অবধূত।
কিছু ত না বুঝোঁ মুঞি করেন কিরূপ॥
সন্ন্যাস-আশ্রম তান বলে সর্ব্ব জন।
কর্পূর তাম্বূল সে ভোজন সর্ব্বক্ষণ॥
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোণা রূপা মুক্তা সে সকল কলেবরে॥

কাষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস॥
দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
শাস্ত্রমত মুঞি তান না দেখি আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার॥
'বড় লোক' বলি তাঁরে বলে সর্ব্ব জনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥
যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
কি মর্ম্ম ইহার প্রভু কহ শ্রীবদনে॥"
সুকৃতী ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে।
অমায়ায় প্রভু তত্ত্ব কহিলেন তানে॥
শুনিয়া বিপ্রের বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রের প্রতি কহিলা উত্তর॥
শুন বিপ্র মহা-অধিকারী যে বা হয়।
তবে তাঁর দোষ গুণ কিছু না জন্ময়॥

তথাহি (ভাঃ ১১।২০।৩৬)—

ন ময্যেকান্ত-ভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥

প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর-রূপে আমাকে যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই রাগ-দ্বেষাদি-রহিত, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ও আমার একান্ত-ভক্ত সাধুগণের সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ-জনিত পাপ-পুণ্যের কোন সম্পর্ক নাই।

পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এইমত নিত্যানন্দ-স্বরূপ নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র! সর্ব্বদা বিহরে॥

অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে তার॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান।
সর্ব্বথায় মরে, সর্ব্ব পুরাণ প্রমাণ॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৩৩।৩০-২৯)—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥
ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥

দেহাদি-পরতন্ত্র সাধারণ ব্যক্তি সকল কদাচ, এমন কি মন দ্বারাও, ঈশ্বরগণের ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম-বিশিষ্ট আচরণ সমূহের অনুষ্ঠান করিবে না; করিলে তাহার ফল এই হইবে যে, রুদ্র ভিন্ন অপর কোনও ব্যক্তি সাগরোৎপন্ন বিষ ভক্ষণ করিলে যেরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেও নিশ্চয়ই তদ্রূপ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

ঈশ্বরগণের যে ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম ও সাহস পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তাহা দোষের নহে,—সর্ব্বভুক্ বহ্নির সর্ব্ব-ভোজন যেমন দোষের নহে, তেজীয়ান্‌দিগের ঐরূপ আচরণও তদ্রূপ দোষাবহ নহে।

এতেকে যে না জানিয়া নিন্দে তান কর্ম্ম।
নিজ-দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
গর্হিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁরে হাসিলেই মরি॥
ভাগবত হৈতে সে এ সব তত্ত্ব জানি।
তাহো যদি বৈষ্ণব-গুরুর মুখে শুনি॥
মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয়।
চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয়॥
এককালে রাম-কৃষ্ণ গেলেন পড়িতে।
বিদ্যা পূর্ণ করি চিত্ত করিলা আসিতে॥

'কি দক্ষিণা দিব' বলিলেন গুরু প্রতি।
তবে পত্নী সঙ্গে গুরু করিলা যুকতি ॥
মৃত পুত্র মাগিলেন রাম-কৃষ্ণ-স্থানে।
তবে রাম-কৃষ্ণ গেলা যম-বিদ্যমানে ॥
আজ্ঞায় শিশুর সর্ব্ব কর্ম্ম ঘুচাইয়া।
যমালয় হৈতে পুত্র দিলেন আনিয়া ॥
পরম অদ্ভুত শুনি এ সব আখ্যান।
দৈবকীও মাগিলেন মৃত-পুত্র-দান ॥
দৈবে রাম-কৃষ্ণে একদিন সম্বোধিয়া।
কহেন দৈবকী অতি কাতর হইয়া ॥
"শুন শুন রাম কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর।
তুমি দুই আদি নিত্য-শুদ্ধ-কলেবর ॥
সর্ব্ব জগতের পিতা তুমি দুই জন।
আমি জানি তুমি দুই পরম-করণ ॥
জগতের উৎপত্তি স্থিতি বা প্রলয়।
তোমার অংশের অংশ হৈতে সব হয় ॥
তথাপিও পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার।
হইয়াছ মোর পুত্র-রূপে অবতার ॥
যম-ঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন।
আনিয়া দক্ষিণা দিলে তুমি দুই জন ॥
মোর ছয় পুত্র যে মরিল কংস হৈতে।
বড় চিত্ত মোর তাহা সবারে দেখিতে ॥
কত কাল গুরু-পুত্র আছিল মরিয়া।
তাহা যেন আনি দিলা শক্তি প্রকাশিয়া
এইমত আমারেও কর পূর্ণ-কাম।
আনি দেহ মোরে মৃত ছয় পুত্র দান ॥"
শুনি জননীর বাক্য কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ।
সেই ক্ষণে চলি গেলা বলির ভবন ॥
নিজ-ইষ্টদেব দেখি বলি-মহারাজ।
মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দ-সিন্ধু-মাঝ ॥
গৃহ পুত্র দেহ বিত্ত সকল বান্ধব।
সেইক্ষণে পাদপদ্মে আনি দিলা সব ॥
লোমহর্ষ অশ্রুপাত পুলক আনন্দে।
স্তুতি করি পাদপদ্ম ধরি বলি কান্দে ॥
"জয় জয় প্রকট অনন্ত সঙ্কর্ষণ।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুল-ভূষণ ॥
জয় সখ্য গোপাচার্য্য হলধর রাম।
জয় জয় কৃষ্ণ ভক্ত-পূর্ণমনস্কাম ॥
যদ্যপিও শুদ্ধ-সত্ত্ব দেব-ঋষিগণ।
তাঁ সবারো দুর্ল্লভ তোমার দরশন ॥
তথাপি হেন সে প্রভু কারুণ্য তোমার।
তমোগুণ অসুরেও হও সাক্ষাৎকার ॥
অতএব শত্রু মিত্র নাহিক তোমাতে।
বেদেও কহেন ইহা দেখিও সাক্ষাতে ॥
মারিতে যে আইল লইয়া বিষস্তন।
তাহারেও পাঠাইলে বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে।
বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বর-সবেও না পারে ॥
যোগেশ্বর-সবে যাঁর মায়া নাহি জানে।
মুঞি পাপী অসুর বা জানিব কেমনে ॥
এই কৃপা কর মোরে সর্ব্ব-লোক-নাথ।
গৃহ-অন্ধকূপে মোরে না করিহ পাত ॥
তোর দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
শান্ত হই বৃক্ষমূলে পড়ি থাকোঁ গিয়া ॥
তোমার দাসের মেলে মোরে কর দাস।
আর যেন চিত্তে মোর না থাকয়ে আশ ॥"
রাম-কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
এইমত স্তুতি করে বলি-মহাশয়ে ॥
ব্রহ্মলোক শিবলোক যে চরণোদকে।
পবিত্র করিতেছেন ভাগীরথী-রূপে ॥

হেন পুণ্য-জল বলি গোষ্ঠীর সহিতে।
পান করে শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার॥
"আজ্ঞা কর প্রভু! মোরে শিখাও আপনে।
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে॥
যে করয়ে প্রভু! আজ্ঞা পালন তোমার।
সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার॥"
শুনিয়া বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা।
যে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা॥
প্রভু বলে "শুন শুন বলি-মহাশয়।
যে নিমিত্তে আইলাম তোমার আলয়॥
আমার মায়ের ছয় পুত্র পাপী কংসে।
মারিলেক, সেই পাপে সেহো মৈল শেষে॥
নিরবধি সেই পুত্র-শোক সঙরিয়া।
কান্দেন দেবকী-দেবী দুঃখিতা হইয়া॥
তোমার নিকটে আছে সেই ছয় জন।
তাহা নিব জননীর সন্তোষ-কারণ॥
সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ।
তা সবার এত দুঃখ শুন যে কারণ॥
প্রজাপতি মরীচি যে ব্রহ্মার নন্দন।
পূর্ব্বে তান পুত্র ছিল এই ছয় জন॥
দৈবে ব্রহ্মা কাম-বশে হইলা মোহিত।
লজ্জা ছাড়ি কন্যা প্রতি করিলেন চিত॥
তাহা দেখি হাসিলেন সেই ছয় জন।
সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেই ক্ষণ॥
মহান্তের কর্ম্মেতে করিলা উপহাস।
অসুর-যোনিতে পাইলেন গর্ভবাস॥
হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ করে।
দেব-দেহ ছাড়ি জন্মিলেন তার ঘরে॥
তথাও ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয় জন।
নানা দুঃখ যাতনায় পাইল মরণ॥
তবে যোগমায়া ধরি পুন আর-বার।
দেবকীর গর্ভে লঞা কৈলেন সঞ্চার॥
ব্রহ্মারে যে হাসিলেন সেই পাপ হৈতে।
সেহো দেহে দুঃখ পাইলেন নান মতে॥
জন্ম হৈতে অশেষ-প্রকার যাতনায়।
ভাগিনা—তথাপি মারিলেন কংস-রায়॥
দৈবকী এ সব গুপ্ত রহস্য না জানি।
তা সবারে কান্দেন আপন পুত্র মানি॥
সেই ছয় পুত্র জননীরে দিব দান।
সেই কার্য্য লাগি আইলাম তোমা স্থান॥
দেবকীর স্তন-পানে সেই ছয় জন।
শাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেই ক্ষণ॥"
প্রভু বলে "শুন শুন বলি-মহাশয়।
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন হয়॥
সিদ্ধ-সবো পাইলেন এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ জনের দুঃখ কি কহিব সীমা॥
যে দুষ্কৃতী জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্মজন্ম নিরবধি সেই দুঃখে মরে॥
শুন বলি! এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু জানি নিন্দা হাস্য কর বৈষ্ণবেরে॥
মোর পূজা মোর নাম-গ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে যদি, তারো বিঘ্ন ধরে॥
মোর ভক্ত প্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে॥

তথাহি বরাহপুরাণে—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত-সেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্ত-পরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥

কৃষ্ণ-সেবা-পরায়ণ ব্যক্তিগণের সিদ্ধিলাভ হইতেও পারে না হইতেও পারে, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত-সেবা-পরায়ণ ব্যক্তিগণের সিদ্ধিলাভ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক – নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণু-প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥

যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করেন কিন্তু তদীয় ভক্তগণের পূজা করেন না, তাঁহারা কদাচ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ-ভাজন নহেন, পরন্তু তাঁহারা কেবলই দাম্ভিক মাত্র।

তুমি বলি! মোর প্রিয়-সেবক সর্ব্বথা।
অতএব তোমারে কহিনু গোপ্য-কথা॥”
শুনিয়া প্রভুর শিক্ষা বলি-মহাশয়।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হইলা হৃদয়॥
সেই ক্ষণে ছয় পুত্র, আজ্ঞা শিরে ধরি।
সম্মুখে দিলেন আনি পুরস্কার করি॥
তবে রাম-কৃষ্ণ-প্রভু লই ছয় জন।
জননীরে আনিয়া দিলেন ততক্ষণ॥
মৃত পুত্র দেখিয়া দেবকী সেই ক্ষণে।
স্নেহে স্তন সবারে দিলেন হর্ষ-মনে॥
ঈশ্বরের অবশেষ-স্তন করি পান।
সেই ক্ষণে সবার হইল দিব্য-জ্ঞান॥
দণ্ডবত হই সবে ঈশ্বর-চরণে।
পড়িলেন সাক্ষাতে দেখয়ে সর্ব্বজনে॥
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে সবারে চাহিয়া।
শিখাইতে লাগিলেন সদয় হইয়া॥

“চল চল দেবগণ যাহ নিজ-বাস।
মহান্তেরে আর নাহি কর উপহাস॥
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা—ঈশ্বর-সমান।
মন্দ কর্ম্ম করিলেও মন্দ নহে তান॥
তাঁহানে হাসিয়া এত পাইলে যাতনা।
হেন বুদ্ধি নাহি আর করিহ কামনা॥
ব্রহ্মা-স্থানে গিয়া মাগি লহ অপরাধ।
তবে সবে চিত্তে পুন পাইবা প্রসাদ॥”
ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি সেই ছয় জন।
পরম-আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ॥
পিতা-মাতা-রাম-কৃষ্ণ-পদে নমস্করি।
চলিলেন সব্ব দেবগণ নিজ-পুরী॥
“কহিলাম এই বিপ্র! ভাগবত-কথা।
নিত্যানন্দ প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ পরম-অধিকারী।
অল্প ভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি॥
অলৌকিক চেষ্টা যে বা কিছু দেখ তান।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ॥
পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার।
তাঁহা হৈতে সর্ব্ব জীব হইব উদ্ধার॥
তাঁহার আচার—বিধি-নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ॥
চল বিপ্র! তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা কহি তুমি সবারে বুঝাও॥
পাছে তাঁরে কেহো কোনরূপে নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যম-ঘরে॥
যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে।
সত্য সত্য সত্য বিপ্র! কহিল তোমারে॥

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে ॥"

তথাহি শ্রীমুখকৃত-শিক্ষাশ্লোকঃ—

"গৃহ্নীয়াদ্ যবনী-পাণিং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ-পদাম্বুজম্ ॥"

শ্রীনিত্যানন্দ যদি যবনীর হস্তও ধারণ করেন, কিম্বা মদ্য-পানও করেন, তথাপি তাঁহার চরণ-পদ্ম ব্রহ্মারও বন্দনীয়।

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সেই সুব্রাহ্মণ।
পরম-আনন্দযুক্ত হইলা তখন ॥
নিত্যানন্দ প্রতি বড় জন্মিল বিশ্বাস।
তবে আইলেন নবদ্বীপে নিজ-বাস ॥
সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি নবদ্বীপে।
সর্ব্বাদ্যে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে ॥
অকৈতবে কহিলেন নিজ-অপরাধ।
প্রভুও শুনিয়া তাঁরে করিলা প্রসাদ ॥
হেন নিত্যানন্দ-স্বরূপের ব্যবহার।
বেদ-গুহ্য লোক-বাহ্য যাঁহার আচার ॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ পরম-যোগেন্দ্র।
যাঁরে কহি আদিদেব ধরণীধরেন্দ্র ॥
সহস্র-বদন নিত্য-শুদ্ধ-কলেবর।
চৈতন্যের কৃপা বিনা জানিতে দুষ্কর ॥
কেহ বলে 'নিত্যানন্দ যেন বলরাম'।
কেহ বলে 'চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম' ॥
কেহ বলে 'মহাতেজী অংশ অধিকারী'।
কেহ বলে 'কোনরূপ বুঝিতে না পারি' ॥
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত, জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তান পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে ॥
সে আমার প্রভু, আমি জন্মজন্ম দাস।
সভার চরণে মোর এই অভিলাষ ॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর ॥
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে ভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর গৌরহরি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমা না পাসরি ॥
যথা যথা তুমি দুই কর অবতার।
তথা তথা দাস্যে মোর হউ অধিকার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য-বর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রিয়ধাম।
জয় গদাধর-শ্রীজগদানন্দ-প্রাণ ॥

জয় শ্রীপরমানন্দ-পুরীর জীবন।
জয় দামোদর-স্বরূপের প্রাণধন ॥
জয় বক্রেশ্বর পণ্ডিতের প্রিয়কারী।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-মনোহারী ॥
জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত ॥
হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ-পুরে।
বিহরেন প্রেমভক্তি-আনন্দ-সাগরে ॥
নিরবধি ভক্ত-সঙ্গে করেন কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-নৃত্য-গীত হৈল সবার ভজন ॥
গোপ-শিশুগণ সঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে।
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুল-নগরে ॥
সেইমত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি।
কীর্ত্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী ॥
ইচ্ছাময় নিত্যানন্দ-চন্দ্র ভগবান্।
গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥
আই-স্থানে হইলেন সন্তোষে বিদায়।
নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য-ইচ্ছায় ॥
পরম-বিহ্বল, পারিষদ সব সঙ্গে।
আইলেন শ্রীচৈতন্য-নাম-গুণ-রঙ্গে ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নৃত্য আনন্দ-ক্রন্দন।
নিরবধি করে সব পারিষদগণ ॥
এইমত সর্ব্ব পথে প্রেমানন্দ-রসে।
আইলেন নীলাচলে কতক দিবসে ॥
কমলপুরেতে আসি প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি করেন হুঙ্কার ॥
আসিয়া রহিলা এক পুষ্পের উদ্যানে।
কে বুঝে তাঁহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে

নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গৌরচন্দ্র।
একেশ্বর আইলেন ছাড়ি ভক্তবৃন্দ ॥
ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ।
সেই স্থানে বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র ॥
প্রভু আসি দেখে—নিত্যানন্দ ধ্যানপর।
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর ॥
শ্লোকবন্ধে নিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণিয়া।
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া ॥
শ্রীমুখের শ্লোক শুন—নিত্যানন্দ-স্তুতি।
যে শ্লোক শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥

তথাহি শ্রীমুখকৃত-শিক্ষাশ্লোকঃ—

গৃহ্ণীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ-পদাম্বুজম্ ॥

ইহার অনুবাদ ৪০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

"মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য" বলে গৌরচন্দ্র ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেমবৃষ্টি করি।
নিত্যানন্দ-প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ জানিয়া সেই ক্ষণে।
উঠিলেন 'হরি' বলি পরম-সম্ভ্রমে ॥
দেখি নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন।
কি আনন্দ হৈল তাহা না যায় বর্ণন ॥
'হরি' বলি সিংহনাদ লাগিলা করিতে।
প্রেমানন্দে আছাড় পড়েন পৃথিবীতে ॥
দুই জনে প্রদক্ষিণ করেন দোঁহারে।
দোঁহে দণ্ডবত হই পড়ে দুজনারে ॥
ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম-আলিঙ্গন।
ক্ষণে গলা ধরি করে আনন্দ-ক্রন্দন ॥

ক্ষণে পরানন্দে গড়ি যায় তুই জন।
মহামত্ত সিংহ জিনি দোঁহার গর্জ্জন ॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন তুই জনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
তুই জনে শ্লোক পড়ি বর্ণেন দোঁহারে।
দোঁহারেই দোঁহে যোড়হস্তে নমস্করে ॥
অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক বৈবর্ণ্য।
কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে মর্ম্ম ॥
ইহা বই তুই শ্রীবিগ্রহে আর নাঞি।
সব করে করায়েন চৈতন্য-গোসাঞি ॥
কি অদ্ভুত প্রেমভক্তি হইল প্রকাশ।
নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্ত-দাস ॥
তবে কতক্ষণে প্রভু যোড়হস্ত করি।
নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি ॥
"নাম-রূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণব-ধাম তুমি—ঈশ্বর অনন্ত ॥
যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ-অবতার ॥
স্বর্ণ মুক্তা হীরা কসা রুদ্রাক্ষাদিরূপে।
নব বিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ-সুখে ॥
নীচ জাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা হৈতে সবার হইল বিমোচন ॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্ সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে ॥
'স্বতন্ত্র' করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয় ॥
তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার।
বাহ্য নাহি জান তুমি সঙ্কীর্ত্তন-সুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণ-গুণ তোমার শ্রীমুখে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ-বিলাসের ঘর ॥
অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু না ছাড়িব তারে ॥"
তবে কতক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয়।
বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয় ॥
"প্রভু হই তুমি যে আমারে কর স্তুতি।
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি ॥
প্রদক্ষিণ কর কিবা কর নমস্কার।
কিবা মার, কিবা রাখ, যে ইচ্ছা তোমার ॥
কোন্ বা বক্তব্য প্রভু আছে তোমা স্থানে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে ॥
মন প্রাণ সবার ঈশ্বর প্রভু! তুমি।
তুমি যে করাহ সেইরূপ করি আমি ॥
আপনে আমারে তুমি দণ্ড ধরাইলা।
আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা ॥
তাড় খাড়ু বেত্র বংশী শিঙ্গা ছান্দ-দড়ি।
ইহা সে ধরিনু আমি মুনি-ধর্ম্ম ছাড়ি ॥
আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সবারেই দিলা তপ-ভক্তি-আচরণ ॥
মুনি-ধর্ম্ম ছাড়াইয়া কি কৈলে আমারে।
ব্যবহারি-জনে সে সকলে হাস্য করে ॥
তোমার নর্ত্তক আমি, নাচাও যেরূপে।
সেইরূপে নাচি আমি তোমার কৌতুকে ॥
নিগ্রহ কি অনুগ্রহ তুমি সে প্রমাণ।
বৃক্ষ-দ্বারে কর তভু তোমার সে নাম ॥"
প্রভু বলে "তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নববিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি নমস্কার।
এই সে তোমার সর্ব্বকাল অলঙ্কার ॥

নাগ-বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্ব্ব জনে বুঝিবারে পারে॥
পরমার্থে মহাদেব অনন্ত-জীবন।
নাগ-ছলে অনন্ত ধরেন সর্ব্বক্ষণ॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
যতেক নিন্দয়ে তার হয় কার্য্য-বাধ॥
আমি ত তোমার অঙ্গে ভক্তিরস বিনে।
অন্য নাহি দেখোঁ, কহোঁ কায়-বাক্য-মনে॥
নন্দগোষ্ঠী-রসে তুমি বৃন্দাবন-সুখে।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন-কৌতুকে॥
ইহা দেখি যে সুকৃতী চিত্ত পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক কৃষ্ণের শ্রীমুখ॥
বেত্র বংশী শিঙ্গা গুঞ্জাহার মাল্য গন্ধ।
সর্ব্বকাল এইরূপ তোমার শ্রীঅঙ্গ॥
যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম-সুদাম-প্রায় লয় মোর মতি॥
বৃন্দাবন-ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে—লয় মোর মন॥
সেই ভাব, সেই কান্তি, সেই সব শক্তি।
সর্ব্বদেহে দেখি সেই নন্দগোষ্ঠী-ভক্তি॥
এতেকে যে তোমারে, তোমার সেবকেরে।
প্রীতি করে, সত্য সত্য সে করে আমারে॥
স্বানুভাবানন্দে দুই—মুকুন্দ অনন্ত।
কিরূপে কি কহে কে জানিব তার অন্ত॥
কতক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া॥
ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা।
বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দ চৈতন্যে যখন দেখা হয়।
প্রায় আর কেহো নাহি থাকে সে সময়॥

কি করেন আনন্দ-বিগ্রহ দুই জনে।
চৈতন্য-ইচ্ছায় কেহো না থাকে তখনে॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপেও প্রভু ইচ্ছা জানি।
একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসিমণি॥
আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত।
এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দ-তত্ত্ব॥
সুকোমল দুর্ব্বিজ্ঞেয় ঈশ্বর-হৃদয়।
বেদে শাস্ত্রে ব্রহ্মা আদি সবে এই কয়॥
না বুঝি না জানি মাত্র সবে গায় গাথা।
লক্ষ্মীরো এই সে বাক্য, অন্যের কি কথা॥
এইমত ভাব-রঙ্গে চৈতন্য-গোসাঞি।
এক কথা না কহেন একজন-ঠাঞি॥
হেন সে তাঁহার রঙ্গ—সবেই মানেন।
আমার অধিক প্রীত কারো না বাসেন॥
আমারে সে কহেন সকল গোপ্য-কথা।
মুনি-ধর্ম্ম করি কৃষ্ণ ভজিব সর্ব্বথা॥
বেত্র বংশী বর্হি-পুচ্ছ গুঞ্জা ছাঁদ-দড়ি।
ইহা বা ধরেন কেনে মুনি-ধর্ম্ম ছাড়ি॥
কেহো বলে ভক্ত-নাম যতেক প্রকার।
বৃন্দাবনে গোপক্রীড়া অধিক সবার॥
গোপ-গোপী-ভক্তি সব তপস্যার ফল।
যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা শিব ঈশ্বর সকল॥
অতি কৃপাপাত্র সে গোকুল-ভক্তি পায়।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু-শ্রীউদ্ধবরায়॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।৪৭।৬৩)—

বন্দে নন্দব্রজ-স্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবন-ত্রয়ম্॥

যাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক উচ্চ গীত ত্রিভুবন পবিত্র করে, আমি নন্দব্রজ-বাসিনী সেই গোপ-সুন্দরীগণের পদরেণু বারংবার বন্দনা করি।

এইমত বৈষ্ণব যে করেন বিচার।
সর্ব্বত্র শ্রীগৌরচন্দ্র করেন স্বীকার॥
অন্যোন্যে বাজায়েন আনন্দ-ইচ্ছায়।
হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥
কৃষ্ণের কৃপায় সবে আনন্দে বিহ্বল।
কখনো কখনো বাজে আনন্দ-কন্দল॥
ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া।
অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে, সেই অভাগিয়া॥
ঈশ্বরের অভিন্ন সকল ভক্তগণ।
দেহের যে-হেন বাহু অঙ্গুলি চরণ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (৪।৭।৫০)—

যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্য-বুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, লোকে যেমন মস্তক হস্তাদি নিজের কোন অঙ্গকে পরের বলিয়া বিবেচনা করে না, মৎপরায়ণ ব্যক্তিও তদ্রূপ আমার জীবগণকে আমা হইতে ভিন্ন জ্ঞান করে না।

তথাপিও সর্ব্ব বৈষ্ণবের এই কথা।
সবার ঈশ্বর—কৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বথা॥
নিয়ন্তা পালক স্রষ্টা দুর্ব্বিজ্ঞেয়-তত্ত্ব।
সবে মেলি এই মাত্র গায়েন মহত্ত্ব॥
আবির্ভাব হৈতেছেন যে সব শরীরে।
তাঁ সবার অনুগ্রহে ভক্তি-ফল ধরে॥
সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তি দিয়াও আপনে।
অপরাধে শাস্তিও করেন ভাল-মনে॥
ইতি মধ্যে সকলে বিশেষ দুই প্রতি।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি॥
কোটি অলৌকিকো যদি এ দুই করেন।
তথাপিও গৌরচন্দ্র কিছু না বলেন॥

এইমত কতক্ষণ পরানন্দ করি।
অবধূতচন্দ্র-সঙ্গে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
তবে নিত্যানন্দ-স্থানে হইয়া বিদায়।
বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপো পরম-হর্ষ-মনে।
আনন্দে চলিলা জগন্নাথ-দরশনে॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে যে হৈল দরশন।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন॥
জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দ-রায়।
আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যায়॥
আছাড় পড়েন প্রভু প্রস্তর উপরে।
শত জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন।
সবা দেখি নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন॥
সবার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিয়া।
পুনঃপুন দেন সবে প্রভাব জানিয়া॥
নিত্যানন্দ দেখি যত জগন্নাথ-দাস।
সবার জন্মিল অতি পরম উল্লাস॥
যে জন না চিনে, সে জিজ্ঞাসে কারো ঠাঁই।
সবে কহে 'এই কৃষ্ণচৈতন্যের ভাই'॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপো সবারে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে॥
তবে জগন্নাথ হেরি হর্ষ সর্ব্ব গণে।
আনন্দে চলিলা গদাধর-দরশনে॥
নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীত অন্তরে।
তাহা কহিবার শক্তি ঈশ্বর সে ধরে॥
গদাধর-ভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন যে-হেন নন্দকুমার সাক্ষাত॥
আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছে কোলে।
অতি পাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি ভুলে॥

দেখি শ্রীমুরলীমুখ-অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রুর নাহি সীমা ॥
নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গদাধর।
ভাগবত-পাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর ॥
দোঁহে মাত্র দেখিয়া দোঁহার শ্রীবদন।
গলা ধরি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
অন্যোন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার।
অন্যোন্যে দোঁহে বলে মহিমা দোঁহার ॥
কেহো বলে আজি হৈল লোচন নির্ম্মল।
কেহো বলে আজি হইল জনম সফল ॥
বাহ্য-জ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে।
দুই প্রভু ভাসে ভক্তি-আনন্দ-সাগরে ॥
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
দেখি চতুর্দ্দিগে পড়ি কান্দে সব দাস ॥
কি অদ্ভুত প্রেম নিত্যানন্দ-গদাধরে।
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে ॥
গদাধর-দেবের সঙ্কল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ-নিন্দকের না দেখেন মুখ ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে প্রীতি যার নাঞি।
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত-গোসাঞি ॥
তবে দুই প্রভু স্থির হই একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তনে ॥
তবে গদাধর-দেব নিত্যানন্দ প্রতি।
নিমন্ত্রণ করিলেন 'আজি ভিক্ষা ইথি' ॥
নিত্যানন্দ গদাধরে দিবার কারণে।
এক মান চাউল আনিয়াছেন যতনে ॥
অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেবযোগ্য সর্ব্বমতে।
গোপীনাথ লাগি আনিয়াছেন গৌড় হৈতে
আর একখানি বস্ত্র রঙ্গিম সুন্দর।
দুই আনি দিলা গদাধরের গোচর ॥
"গদাধর! এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন।
শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন ॥"
তণ্ডুল দেখিয়া হাসে পণ্ডিত-গোসাঞি।
নয়নে ত এমত তণ্ডুল দেখি নাঞি ॥
এ তণ্ডুল গোসাঞি কি বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
আনিয়াছ গোপীনাথ-দেবের লাগিয়া ॥
লক্ষ্মী-মাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন।
কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ ॥
আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর।
বস্ত্র লই গেলা গোপীনাথের গোচর ॥
দিব্য রঙ্গ-বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে।
দিলেন, দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে ॥
তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা।
আপনে টোটায় শাক তুলিতে লাগিলা ॥
কেহো করে নাহি, দৈবে হইয়াছে শাক।
তাহা তুলি আনিয়া করিলা এক পাক ॥
তেঁতুলি-বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল।
তাহা আনি বাটি তায় দিলা লোণ জল ॥
তার এক ব্যঞ্জন করিলা অম্ল নাম।
রন্ধন করিলা গদাধর ভাগ্যবান্ ॥
গোপীনাথ-অগ্রে লঞা ভোগ লাগাইলা।
হেনকালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা ॥
প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥
'গদাধর গদাধর' ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমে বন্দেন গদাধর পদদ্বন্দ্ব ॥
হাসিয়া বলেন প্রভু কেন গদাধর।
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর ॥
আমি ত তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই।
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি খাই ॥

নিত্যানন্দ-দ্রব্য—গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন—মোর ইথে আছে ভাগ॥
কৃপা-বাক্য শুনি নিত্যানন্দ গদাধর।
মগ্ন হইলেন সুখ-সাগর-ভিতর॥
সন্তোষে প্রসাদ আনি দেব-গদাধর।
থুইলেন গৌরচন্দ্র-প্রভুর গোচর॥
সর্ব্ব টোটা ব্যাপিলেক অন্নের সৌগন্ধে।
ভক্তি করি প্রভু পুনঃপুন অন্ন বন্দে॥
প্রভু বলে তিন ভাগ সমান করিয়া।
ভুঞ্জিব প্রসাদ-অন্ন একত্র বসিয়া॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে॥
দুই প্রভু ভোজন করেন দুই পাশে।
সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রশংসে॥
প্রভু বলে "এ অন্নের গন্ধেও সর্ব্বথা।
কৃষ্ণভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা॥
গদাধর! কি তোমার মনোহর পাক।
আমি ত এমত কভু নাহি খাই শাক॥
গদাধর! কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
তেঁতুলি-পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন॥
বুঝিলাম বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি।
তবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি॥
এইমত মহানন্দে হাস্য পরিহাসে।
ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে॥
এ তিন জনের প্রীতি এ তিনে সে জানে
গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কারো স্থানে॥
কতক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন।
চলিলেন, পাত্র লুট কৈল ভক্তগণ॥
এ আনন্দ-ভোজন যে পড়ে যে বা শুনে
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ পায় সেই সব জনে॥

গদাধর শুভদৃষ্টি করেন যাহারে।
সেই সে জানয়ে নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপো যাহারে প্রীত-মনে।
লওয়ায়েন গদাধর, জানে সেই জনে॥
হেনমতে নিত্যানন্দ-প্রভু নীলাচলে।
বিহরেন গৌরচন্দ্র-সঙ্গে কুতূহলে॥
তিনজন একত্র থাকেন নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ গদাধর॥
জগন্নাথ একত্র দেখেন তিন জনে।
আনন্দে বিহ্বল সবে মাত্র সঙ্কীর্ত্তনে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-গদাধর-বিলাস-বর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টম অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ ত্রিভুবন-ধন্য॥
ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
এবে শুন বৈষ্ণব সবার আগমন।
আচার্য্য-গোসাঞি আদি যত প্রিয়গণ॥
শ্রীরথযাত্রার আসি হইল সময়।
নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠীর হইল বিজয়॥
ঈশ্বর-আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে।
সবে আইসেন রথযাত্রা দেখিবারে॥

আচার্য্য-গোসাঞি অগ্রে করি ভক্তগণ।
সবে নীলাচল প্রতি করিলা গমন ॥
চলিলেন ঠাকুর-পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস ॥
চলিল আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর।
দেবী-ভাবে যাঁর গৃহে নাচিলা ঈশ্বর ॥
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় কর্ম্মবন্ধ-নাশ ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চলিলা আনন্দে।
উচ্চস্বরে যাঁরে স্মরি গৌরচন্দ্র কান্দে ॥
চলিলেন আনন্দে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
যে নাচিতে কীর্ত্তনীয়া শ্রীগৌরসুন্দর ॥
চলিলা প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী মহাশয়।
সাক্ষাত নৃসিংহ যাঁর সঙ্গে কথা কয় ॥
চলিলেন আনন্দে ঠাকুর হরিদাস।
আর হরিদাস— যাঁর সিন্ধুকূলে বাস ॥
চলিলেন বাসুদেব দত্ত মহাশয়।
যাঁর স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয় ॥
চলিলা মুকুন্দ দত্ত—কৃষ্ণের গায়ন।
শিবানন্দ সেন আদি লৈয়া আপ্তগণ ॥
চলিলা গোবিন্দানন্দ আনন্দে বিহ্বল।
দশ দিগ হয় যাঁর স্মরণে নির্ম্মল ॥
চলিলা গোবিন্দ দত্ত মহাহর্ষ-মনে।
মূল হৈয়া যে কীর্ত্তন করে প্রভু-সনে ॥
চলিলেন আখরিয়া শ্রীবিজয় দাস।
'রত্নবাহু' যাঁরে প্রভু করিলা প্রকাশ ॥
সদাশিব-পণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি।
যাঁর ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি ॥
পুরুষোত্তম-সঞ্জয় চলিলা হর্ষ-মনে।
যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্ব্ব অধ্যয়নে ॥

'হরি' বলি চলিলেন পণ্ডিত শ্রীমান্।
প্রভু-নৃত্যে দেউটি যে ধরে সাবধান ॥
নন্দন-আচার্য্য চলিলেন প্রীত-মনে।
নিত্যানন্দ যাঁর গৃহে আইলা প্রথমে ॥
হরিষে চলিলা শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী।
যাঁর অন্ন মাগি খাইলেন গৌরহরি ॥
অকিঞ্চন কৃষ্ণ-দাস চলিলা শ্রীধর।
যাঁর জল পান কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
চলিলেন লেখক পণ্ডিত ভগবান্।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ হৈয়াছিলা অধিষ্ঠান ॥
গোপীনাথ-পণ্ডিত আর শ্রীগর্ভ-পণ্ডিত।
চলিলেন দুই কৃষ্ণ-বিগ্রহ নিশ্চিত ॥
চলিলেন বনমালী পণ্ডিত মঙ্গল।
যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহল মুষল ॥
জগদীশ-পণ্ডিত হিরণ্য-ভাগবত।
হরিষে চলিলা দুই কৃষ্ণ-রসে মত্ত ॥
পূর্ব্বে শিশুরূপে প্রভু যে দুইর ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা আনি শ্রীহরিবাসরে ॥
চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়।
আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞা যাঁহার বিষয় ॥
হরিষে চলিলা শ্রীআচার্য্য-পুরন্দর।
'বাপ' বলি যাঁরে ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর ॥
চলিলেন শ্রীরাঘব-পণ্ডিত উদার।
গুপ্তে যাঁর ঘরে হৈল চৈতন্য-বিহার ॥
ভবরোগ-বৈদ্যসিংহ চলিলা মুরারি।
গুপ্তে যাঁর দেহে বৈসে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।
চলিলেন শ্রীগরুড়-পণ্ডিত হরিষে।
নাম-বলে যাঁরে না লঙ্ঘিল সর্প-বিষে ॥
চলিলেন গোপীনাথ-সিংহ মহাশয়।
'অক্রূর' করিয়া যাঁরে গৌরচন্দ্র কয় ॥

প্রভুর পরম-প্রিয় শ্রীরাম পণ্ডিত।
চলিলেন নারায়ণ-পণ্ডিত-সহিত॥
আই-দরশনে শ্রীপণ্ডিত-দামোদর।
আসিছিলা, আই দেখি চলিলা সত্বর॥
অনন্ত চৈতন্য-ভক্ত, কত জানি নাম।
চলিলেন সবে হই আনন্দের ধাম॥
আই-স্থানে ভক্তি করি বিদায় হইয়া।
চলিলা অদ্বৈত-সিংহ ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥
যে যে দ্রব্যে জানেন প্রভুর পূর্ব্ব প্রীত।
সবে সব লৈলা প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত॥
সর্ব্ব-পথে সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দ করিতে।
আইলেন পবিত্র করিয়া সর্ব্ব-পথে॥
উল্লাসেতে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হয় ত্রিভুবন-জন॥
পত্নী পুত্র দাস-দাসীগণের সহিতে।
আইলেন পরানন্দে চৈতন্য দেখিতে॥
যে স্থানে রহেন আসি সবে বাসা করি।
সেই স্থান হয় যেন শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥
শুন শুন আরে ভাই। মঙ্গল-আখ্যান।
যাহা গায় মহাপ্রভু-'শেষ'-ভগবান্॥
এইমত রঙ্গে মহাপুরুষ-সকলে।
সকল মঙ্গলে আইলেন নীলাচলে॥
কমলপুরেতে ধ্বজ প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন কান্দি সবে দণ্ডবত হৈয়া॥
প্রভুও জানিয়া ভক্তগোষ্ঠীর বিজয়।
আগে বাঢ়িবারে চিত্ত কৈলা ইচ্ছাময়॥
অদ্বৈতের প্রতি অতি প্রীতিযুক্ত হৈয়া।
অগ্রে মহাপ্রসাদ দিলেন পাঠাইয়া॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে তাহার নাহি অন্ত।
প্রসাদ চলয়ে যাঁরে কুটক পর্য্যন্ত॥

"শয়নে আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাঢ়ার হুঙ্কারে॥
অদ্বৈত-নিমিত্ত মোর এই অবতার।"
এইমত মহাপ্রভু বলে বারবার॥
এতেকে ঈশ্বর-তুল্য যতেক মহান্ত।
অদ্বৈত-সিংহেরে ভক্তি করেন একান্ত॥
'আইলা অদ্বৈত' শুনি শ্রীবৈকুণ্ঠপতি।
আগু বাঢ়িলেন প্রিয় গোষ্ঠীর সংহতি॥
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরী-গোসাঞি।
চলিলেন হরিষে, কাহারো বাহ্য নাঞি॥
সার্ব্বভৌম জগদানন্দ কাশীমিশ্রবর।
দামোদরস্বরূপ শ্রীপণ্ডিত শঙ্কর॥
কাশীশ্বর-পণ্ডিত আচার্য্য-ভগবান্।
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র—প্রেমভক্তির প্রধান॥
পাত্র-শ্রীপরমানন্দ রায়-রামানন্দ।
চৈতন্যের দ্বারপাল—সুকৃতী গোবিন্দ॥
ব্রহ্মানন্দ-ভারতী শ্রীরূপ সনাতন।
রঘুনাথ বৈদ্য শিবানন্দ নারায়ণ॥
অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
বাণীনাথ শিখি-মাহাতি আদি ভক্তবৃন্দ॥
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য কত জানি নাম।
কি ছোট কি বড় সবে করিলা পয়ান॥
পরানন্দে সবে চলিলেন প্রভু-সঙ্গে।
বাহ্য-দৃষ্টি বাহ্য-জ্ঞান নাহি কারো অঙ্গে॥
শ্রীঅদ্বৈত-সিংহ সর্ব্ব বৈষ্ণব সহিতে।
আসিয়া মিলিলা প্রভু আঠারোনালাতে॥
প্রভুও আইলা নরেন্দ্রেরে আগুয়ান।
দুই গোষ্ঠী দেখাদেখি হৈল বিদ্যমান॥
দূরে দেখি দুই গোষ্ঠী অন্যোন্যেতে সব।
দণ্ডবত হই সব পড়িলা বৈষ্ণব॥

দূরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অশ্রুমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডবত॥
শ্রীঅদ্বৈতো দূরে দেখি নিজ-প্রাণনাথ।
পুনঃপুন হইতে লাগিলা প্রণিপাত॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
দণ্ডবত বহি কিছু নাহি দেখি আর॥
দুই গোষ্ঠী দণ্ডবত কেবা কারে করে।
সবেই চৈতন্য-রসে বিহ্বল অন্তরে॥
কিবা ছোট, কিবা বড়, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী।
দণ্ডবত করি সবে করে হরিধ্বনি॥
ঈশ্বরো করেন ভক্ত সঙ্গে দণ্ডবত।
অদ্বৈতাদি প্রভুও করেন সেইমত॥
এইমত দণ্ডবত করিতে করিতে।
দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিলা ভালমতে॥
এখানে যে হইল আনন্দ-দরশন।
উচ্চ হরিধ্বনি উচ্চ আনন্দ-ক্রন্দন॥
মনুষ্যে কি পারে ইহা করিতে বর্ণন।
সবে বেদব্যাস আর সহস্র-বদন॥
অদ্বৈত দেখিয়া প্রভু লইলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে॥
শ্লোক পড়ি অদ্বৈত করেন নমস্কার।
হইলেন অদ্বৈত আনন্দ-অবতার॥
যত সজ্জ আনি ছিলা প্রভু পূজিবারে।
সব দ্রব্য পাসরিলা, কিছু নাহি স্ফুরে॥
আনন্দে অদ্বৈত-সিংহ করেন হুঙ্কার।
'আনিলুঁ আনিলুঁ' বলি ডাকে বারবার॥
হেন সে হইল অতি উচ্চ হরিধ্বনি।
কোন্ লোক পূর্ণ নহে হেন ত না জানি॥
বৈষ্ণবের কি দায়, অজ্ঞান যত জন।
তাহারাও বলে 'হরি' করয়ে ক্রন্দন॥
সর্ব্ব ভক্তগোষ্ঠী অন্যোন্যে গলা ধরি।
আনন্দে ক্রন্দন করে বলে 'হরি হরি'॥
অদ্বৈতেরে সবে করিলেন নমস্কার।
যাঁহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য-অবতার॥
মহা উচ্চ-ধ্বনি করি হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
দুই গোষ্ঠী করিতে লাগিলা ততক্ষণ॥
কোথা কেবা নাচে কেবা কোন্ দিগে গায়।
কেবা কোন্ দিগে পড়ি গড়াগড়ি যায়॥
প্রভু দেখি সবে হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
প্রভুও নাচেন মাঝে সকল মঙ্গল॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে করিয়া কোলাকোলি।
নাচে দুই মত্ত সিংহ হই কুতূহলী॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে প্রভু ধরি জনে জনে।
আলিঙ্গন করেন পরম-প্রীতমনে॥
ভক্তনাথ ভক্তবশ ভক্তের জীবন।
ভক্ত-গলা ধরি প্রভু করেন ক্রন্দন॥
জগন্নাথ-দেবের আজ্ঞায় সেইক্ষণ।
সহস্র সহস্র মালা আইল চন্দন॥
আজ্ঞামালা দেখি হর্ষে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
অগ্রে দিলা শ্রীঅদ্বৈত-সিংহের গলায়॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের অঙ্গ শ্রীহস্তে আপনে।
পরিপূর্ণ করিলেন মালায় চন্দনে॥
দেখিয়া প্রভুর কৃপা সর্ব্ব ভক্তগণ।
বাহু তুলি উচ্চৈঃস্বরে করেন ক্রন্দন॥
সবেই মাগেন বর শ্রীচরণ ধরি।
"জন্মে জন্মে যেন প্রভু! তোমা না পাসরি॥
কি মনুষ্য পশু পক্ষী ঘরে জন্মি যথা।
তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সর্ব্বথা॥
এই বর দেহ প্রভু করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম ধরি কান্দে সব অনুচর॥

বৈষ্ণব-গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে ক্রন্দন॥
তাঁ সবার প্রেমধারে অন্ত নাহি পাই।
সবেই বৈষ্ণবী-শক্তি, ভেদ কিছু নাই॥
জ্ঞান-ভক্তি-যোগে সবে পতির সমান।
কহিয়া আছেন শ্রীচৈতন্য-ভগবান্॥
এইমত বাদ্য গীত নৃত্য সঙ্কীর্ত্তনে।
আইলেন সবেই চলিয়া প্রভু সনে॥
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
হেন নাহি দেখি যার না হয় উল্লাস॥
আঠারোনালায় হৈতে দশ দণ্ড হৈলে।
মহাপ্রভু আইলেন নরেন্দ্রের কূলে॥
হেন কালে রাম-কৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ।
জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র॥
হরিধ্বনি নৃত্যগীত মঙ্গল কাহাল।
শঙ্খ ভেরী জয়ঢাক বাজয়ে বিশাল॥
সহস্র সহস্র ছত্র পতাকা চামর।
চতুর্দ্দিগে শোভা করে পরম সুন্দর॥
মহা জয় জয় শব্দ, মহা হরিধ্বনি।
ইহা বই আর কোনো শব্দ নাহি শুনি॥
রাম-কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা-কুতূহলে।
উত্তরিলা আসি সবে নরেন্দ্রের কূলে॥
জগন্নাথ-গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী সনে।
মিশাইলা তাঁরাও ভুলিলা সঙ্কীর্ত্তনে॥
দুই গোষ্ঠী এক হই কি হৈল আনন্দ।
কি বৈকুণ্ঠ-সুখ আসি হৈল মূর্ত্তিমন্ত॥
চতুর্দ্দিগে লোকের আনন্দে অন্ত নাঞি।
সব করেন করায়েন চৈতন্য-গোসাঞি॥
রাম-কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ চামর ঢুলায়॥

রাম-কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়।
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়॥
প্রভুও সকল ভক্ত লই কুতূহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে॥
শুন ভাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতার।
যেরূপে নরেন্দ্র-জলে করিলা বিহার॥
পূর্ব্বে যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি।
মণ্ডলী হইয়া করিলেন জলকেলি॥
সেইরূপ সকল বৈষ্ণবগণে মেলি।
পরস্পর করে ধরি হইলা মণ্ডলী॥
গৌড়দেশে জলকেলি আছে 'কয়া' নামে।
সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে॥
'কয়া কয়া' বলি করতালি দেন জলে।
জলে বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব সকলে॥
গোকুলের শিশু-ভাব হইল সবার।
প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র-অবতার॥
বাহ্য নাহি কারো, সবে আনন্দে বিহ্বল।
নির্ভয়ে ঈশ্বর-দেহে সবে দেন জল॥
অদ্বৈত চৈতন্য দোঁহে জল-ফেলাফেলি।
প্রথমে লাগিলা দোঁহে মহা-কুতূহলী॥
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে, ক্ষণে বা ঈশ্বর।
নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর॥
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরী-গোসাঞি।
তিনজনে জলযুদ্ধ, কারো হারি নাঞি॥
দত্তে গুপ্তে জলযুদ্ধ লাগে বারবার।
পরানন্দে দুইজনে করেন হুঙ্কার॥
দুই সখা—বিদ্যানিধি স্বরূপদামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর॥
শ্রীবাস শ্রীরাম হরিদাস বক্রেশ্বর।
গঙ্গাদাস গোপীনাথ শ্রীচন্দ্রশেখর॥

এইমত অন্যোন্যে দেন সবে জল।
চৈতন্য-আনন্দে সবে হইলা বিহ্বল॥
শ্রীগোবিন্দ-রাম-কৃষ্ণ-বিজয় নৌকায়।
লক্ষ লক্ষ লোক জলে আনন্দে বেড়ায়॥
সেই জলে বিষয়ী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী।
সবেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি॥
হেন সে চৈতন্য-মায়া, সে স্থানে আসিতে।
কারো শক্তি নাহি, কেহ না পায় দেখিতে॥
অল্প ভাগ্যে শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী নাহি পাঞি।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি॥
ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায় তপস্যায়।
কিছু নাহি হয়, সবে দুঃখ মাত্র পায়॥
সাক্ষাত দেখহ এই সেই নীলাচলে।
এতেক চৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন-কুতূহলে॥
যত মহা মহা নাম সন্ন্যাসী সকল।
দেখিতেও ভাগ্য কারো নহিল কেবল॥
আরো বলে চৈতন্য বেদান্ত-পাঠ ছাড়ি।
কি কার্য্যে বা করেন কীর্ত্তন-হুড়াহুড়ি॥
সর্ব্বদাই প্রাণায়াম—এই সে যতি-ধর্ম্ম।'
নাচিব কাঁদিব—এ কি সন্ন্যাসীর কর্ম্ম॥
তাহাতেই যে সব উত্তম ন্যাসিগণ।
তারা বলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—মহাজন॥"
কেহ বলে 'জ্ঞানী,' কেহ বলে 'বড় ভক্ত'।
প্রশংসেন সবে, কেহ না জানেন তত্ত্ব॥
এইমত জলক্রীড়া-রঙ্গ কুতূহলে।
করেন ঈশ্বর-সঙ্গে বৈষ্ণব-সকলে॥
পূর্ব্বে যেন জলক্রীড়া হৈল যমুনায়।
সেই সব ভক্ত লই শ্রীচৈতন্যরায়॥
যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী যমুনা।
নরেন্দ্র-জলেরো হৈল সেই ভাগ্যসীমা॥

এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
কর্ম্ম-বন্ধ ছিণ্ডে ইহা শ্রবণে পঠনে॥
তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া।
জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সবা লৈয়া॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ।
লাগিলা করিতে সবে আনন্দ-ক্রন্দন॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু হয়েন বিহ্বল।
আনন্দ-ধারায় অঙ্গ তিতিল সকল॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগোষ্ঠী দেখেন সন্তোষে।
কেবল আনন্দ-সিন্ধু-মধ্যে সবে ভাসে॥
দুই দিগে সচল নিশ্চল জগন্নাথ।
দেখি দেখি ভক্তগোষ্ঠী হয় দণ্ডবত॥
কাশী মিশ্র আনি জগন্নাথের গলার।
মালা দিয়া অঙ্গভূষা কৈলেন সবার॥
মালা লয় প্রভু মহা ভয় ভক্তি করি।
শিক্ষাগুরু নারায়ণ ন্যাসি-বেশধারী॥
বৈষ্ণব তুলসী গঙ্গা প্রসাদের ভক্তি।
তিহোঁ সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি
বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখায়ে সাক্ষাত।
গৃহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডবত॥
সন্ন্যাস-গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তার।
পিতা আসি পুত্রেরে করেন নমস্কার॥
অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত॥
তথাপি আশ্রম-ধর্ম্ম ছাড়ি বৈষ্ণবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে॥
তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া॥

এক ক্ষুদ্র ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া॥
প্রভু বলে 'তুলসীরে মুঞি না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসোঁ যেন মৎস্য বিনা-জলে'॥
যবে চলে সংখ্যা-নাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন॥
পথেও চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দ-ধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া॥
সংখ্যা নাম লইতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা-নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন॥
পুন সেই সংখ্যা-নাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে সেই জন পায় রক্ষা॥
জগন্নাথ দেখি, জগন্নাথ নমস্করি।
বাসায় চলিলা গোষ্ঠী-সঙ্গে গৌরহরি॥
যে ভক্তের যেন রূপ চিত্তের বাসনা।
সেইরূপ সিদ্ধ করে সবার কামনা॥
পুত্র-প্রায় করি সবা রাখিলেন কাছে।
নিরবধি ভক্ত সব থাকে প্রভু-পাছে॥
যতেক বৈষ্ণব গৌড়দেশে নীলাচলে।
একত্রে থাকেন সবে কৃষ্ণ-কুতূহলে॥
শ্বেতদ্বীপ-নিবাসীও যতেক বৈষ্ণব।
চৈতন্য-প্রসাদে দেখিলেক লোক সব॥
শ্রীমুখে অদ্বৈতচন্দ্র বারবার কহে।
'এ সব বৈষ্ণব দেবতারো দৃশ্য নহে'॥
ক্রন্দন করিয়া কহে চৈতন্য-চরণে।
'বৈষ্ণব দেখিল প্রভু তোমার কারণে'॥

এ সব বৈষ্ণব অবতারে অবতারি।
প্রভু অবতরে ইহা সবা অগ্রে করি॥
যেরূপে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
যেইরূপে লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘন॥
তাঁহারা যেরূপে প্রভু-সঙ্গে অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপে প্রভু আজ্ঞা করে॥
অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই॥
কর্ম্মবন্ধ-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে॥

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া॥
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্‌বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্।
ন কর্ম্ম-বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥

যেমন লক্ষ্মণ ও ভরত, যেমন সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি, সেইরূপ বৈষ্ণবগণও যদৃচ্ছাক্রমে ভগবানের সহিত মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন, আবার তাঁহারই সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করেন। বৈষ্ণবগণের জন্ম কর্ম্ম-বন্ধন-জনিত নহে।

হেনমতে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তগণ।
প্রেমে পূর্ণ হইয়া থাকেন সর্ব্বক্ষণ॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
ভক্ত-সঙ্গে তারে মিলে গৌর ভগবান্॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে জলক্রীড়াদি-বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রমাকান্ত।
জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের বল্লভ একান্ত॥
জয় জয় কৃপাময় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত॥
হেনমতে ভক্তগোষ্ঠী ঈশ্বরের সঙ্গে।
থাকিলা পরমানন্দে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পূর্ব্বে শিশুকালে।
সকল জানেন সব বৈষ্ণব-মণ্ডলে॥
সেই সব দ্রব্য সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া।
আনিয়া আছেন প্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া॥
সেই সব দ্রব্য প্রীতে করিয়া রন্ধন।
ঈশ্বরেরে আসিয়া করেন নিমন্ত্রণ॥
তথাই পরম-প্রীতে করেন ভোজন।
যে দিন যে ভক্ত-গৃহে হয় নিমন্ত্রণ॥
শ্রীলক্ষ্মীর অংশ যত বৈষ্ণব-গৃহিণী।
কি বিচিত্র রন্ধন করেন নাহি জানি॥
নিরবধি সবার নয়নে প্রেমধার।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ বদন সবার॥
পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে।
নবদ্বীপে শ্রীবৈষ্ণবী সবে তাহা জানে॥
প্রেমযোগে সেইমত করেন রন্ধন।
প্রভুও পরম প্রেমে করেন ভোজন॥
একদিন শ্রীঅদ্বৈত-সিংহ মহামতি।
প্রভুরে বলিলা 'আজি ভিক্ষা কর ইথি'॥
মুষ্ট্যেক তণ্ডুল প্রভু! রান্ধিব আপনে।
হস্ত মোর সত্য হউ তোমার ভক্ষণে॥
প্রভু বলে যে জন তোমার অন্ন খায়।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়॥
আচার্য্য! তোমার অন্ন আমার জীবন।
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মাগিয়াও খাইতে আমার হয় মন॥
শুনিয়া প্রভুর ভক্তবৎসলতা-বাণী।
কি আনন্দে অদ্বৈত ভাসেন নাহি জানি॥
পরম-সন্তোষে তবে বাসায় আইলা।
প্রভুর ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা॥
লক্ষ্মী-অংশে জন্ম অদ্বৈতের পতিব্রতা।
লাগিলা করিতে কার্য্য হই হরষিতা॥
প্রভুর প্রীতের দ্রব্য গৌড়দেশ হৈতে।
যত আনিয়াছেন সব লাগিলেন দিতে॥
রন্ধনে বসিলা শ্রীঅদ্বৈত-মহাশয়।
চৈতন্যচন্দ্রেরে করি হৃদয়ে বিজয়॥
পতিব্রতা ব্যঞ্জনের পরিপাটী করে।
কতেক প্রকার করে যেন চিত্তে স্ফুরে॥
'শাকেতে ঈশ্বর বড় প্রীত' ইহা জানি।
নানা শাক দিলেন প্রকার দশ আনি॥
আচার্য্য রান্ধেন, পতিব্রতা কর্ম্ম করে।
দুই জন ভাসে যেন আনন্দ-সাগরে॥
অদ্বৈত বলেন "শুন কৃষ্ণদাসের মাতা।
তোমারে কহিয়ে আমি এক মনঃকথা॥
যত কিছু এই মোরা করিনু সম্ভার।
কোন্ রূপে প্রভু সব করেন স্বীকার॥
যদি আসিবেন সন্ন্যাসীর গোষ্ঠী লৈয়া।
কিছু না খাইব তবে, জানি আমি ইহা॥
অপেক্ষিত যত যত মহান্ত সন্ন্যাসী।
সবেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করে আসি॥
সবেই প্রভুরে করে পরম অপেক্ষা।
প্রভু সঙ্গে সবে আসি প্রীতে করে ভিক্ষা॥"

অদ্বৈত চিন্তয়ে মনে "হেন পাক হয়।
একেশ্বর প্রভু আসি করেন বিজয়॥
তবে আমি ইহা সব পারোঁ খাওয়াইতে।
এ কামনা মোর সিদ্ধি হয় কোন্ মতে॥"
এইমত মনে চিন্তে গোসাঞি-আচার্য্য।
রন্ধন করেন মনে ভাবি সেই কার্য্য॥
ঈশ্বরো করিয়া সংখ্যা-নামের গ্রহণ।
মধ্যাহ্নাদি ক্রিয়া করিবারে হৈল মন॥
যে সব সন্ন্যাসী প্রভু-সঙ্গে ভিক্ষা করে।
তারা সবো চলিলা মধ্যাহ্ন করিবারে॥
হেন কালে মহা ঝড় বৃষ্টি আচম্বিতে।
আরম্ভিলা দেবরাজ অদ্বৈতের হিতে॥
শিলা-বৃষ্টি চতুর্দ্দিগে বাজে ঝন্‌ঝনা।
অসম্ভব বাতাস, বৃষ্টির নাহি সীমা॥
সর্ব্ব দিগ অন্ধকার হইল ধূলায়।
বাসায় যাইতে কেহ পথ নাহি পায়॥
হেন ঝড় বহে কেহ স্থির হৈতে নারে।
কেহ নাহি জানে কোথা লৈয়া যায় কারে।
সবে যথা শ্রীঅদ্বৈত করেন রন্ধন।
তথা মাত্র হয় অল্প ঝড় বরিষণ॥
যত ন্যাসী ভিক্ষা করে প্রভুর সংহতি।
উদ্দেশ নাহিক কারো কেবা গেলা কতি॥
এথা শ্রীঅদ্বৈত-সিংহ করিয়া রন্ধন।
উপস্করি থুইলেন শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ সর নবনী পিষ্টক।
নানাবিধ শর্করা সন্দেশ কদলক॥
সবার উপরে দিয়া তুলসী-মঞ্জরী।
ধ্যানে বসিলেন আনিবারে গৌরহরি॥
একেশ্বর প্রভু আইসেন যেন মতে।
এইরূপ মনে ধ্যান লাগিলা করিতে॥

সত্য গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের ইচ্ছাময়।
একেশ্বর মহাপ্রভু হইলা বিজয়॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলি প্রেম-সুখে।
প্রত্যক্ষ হইলা আসি অদ্বৈত-সম্মুখে॥
সম্ভ্রমে অদ্বৈত পাদপদ্মে নমস্করি।
আসন দিলেন, বসিলেন গৌরহরি॥
ভিন্ন সঙ্গ কেহো নাহি, ঈশ্বর কেবল।
দেখিয়া অদ্বৈত হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥
হরিষে করেন পত্নী সহিতে সেবন।
পাদ প্রক্ষালিয়া দেন চন্দন ব্যজন॥
বসিলেন মহাপ্রভু আনন্দ-ভোজনে।
অদ্বৈত করেন পরিবেশন আপনে॥
যতেক ব্যঞ্জন দেন অদ্বৈত হরিষে।
প্রভুও করেন পরিগ্রহ প্রেম-রসে॥
যতেক ব্যঞ্জন প্রভু ভোজন করেন।
সকলের কিছু কিছু অবশ্য এড়েন॥
অদ্বৈতের প্রতি প্রভু বলেন হাসিয়া।
'কেনে এড়ি ব্যঞ্জন, জানহ তুমি ইহা॥
কতেক ব্যঞ্জন খাই চাহি জানিবার।
অতএব কিছু কিছু রাখিয়ে সবার'॥"
হাসিয়া বলেন প্রভু "শুনহ আচার্য্য।
কোথায় শিখিলা এত রন্ধনের কার্য্য॥
আমি ত এমন কভু নাহি খাই শাক।
সকল বিচিত্র—যত করিয়াছ পাক॥"
যত দেন অদ্বৈত—সকল প্রভু খায়।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত সর সন্দেশ অপার।
যত দেন সব প্রভু করেন স্বীকার॥
ভোজন করেন শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
অদ্বৈত-সিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম॥

পরিপূর্ণ হৈল যদি প্রভুর ভোজন।
তখনে অদ্বৈত করে ইন্দ্রের স্তবন॥
"আজি ইন্দ্র! জানিনু তোমার অনুভব।
আজি জানিলাম তুমি নিশ্চয় 'বৈষ্ণব'॥
আজি হৈতে তোমারে দিবাঙ পুষ্প জল।
আজি ইন্দ্র! তুমি আমা কিনিলা কেবল॥"
প্রভু বলে "আজি যে ইন্দ্রের বড় স্তুতি।
কি হেতু ইহার কহ দেখি মোর প্রতি॥"
অদ্বৈত বলেন "তুমি করহ ভোজন।
কি কার্য্য তোমার ইহা করিয়া শ্রবণ॥"
প্রভু বলে "আর কেনে লুকাও আচার্য্য।
যত ঝড় বৃষ্টি সব তোমারি সে কার্য্য॥
ঝড়ের সময় নহে, তবে অকস্মাত।
মহা-ঝড় মহা-বৃষ্টি মহা শিলাপাত॥
তুমি ইচ্ছা করিয়া সে এ সব উৎপাত।
করাইয়া আছ, তাহা জানিনু সাক্ষাত॥
যে লাগি ইন্দ্রের দ্বারে করাইলা ইহা।
তাহা কহি এই আমি বিদিত করিয়া॥
সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি করিলে ভোজন।
কিছু না খাইব আমি এ তোমার মন॥
একেশ্বর আইলে সে আমারে সকল।
খাওয়াইয়া নিজ-ইচ্ছা করিবা সফল॥
অতএব এ সকল উৎপাত স্থজিয়া।
নিষেধিলে ন্যাসিগণ মনে আজ্ঞা দিয়া॥
'ইন্দ্র আজ্ঞাকারী'—এ তোমার কোন্ শক্তি
ভাগ্য সে ইন্দ্রের যে তোমারে করে ভক্তি॥
কৃষ্ণ না করেন যার সঙ্কল্প অন্যথা।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ-সাক্ষাত সর্ব্বথা॥
কৃষ্ণচন্দ্র যার বাক্য করেন পালন।
কি অদ্ভুত তারে এই ঝড় বরিষণ॥
যম কাল মৃত্যু যার আজ্ঞা শিরে ধরে।
যার পদ বাঞ্ছে যোগেশ্বর মুনীশ্বরে॥
যে তোমা-স্মরণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন।
কি বিচিত্র তারে এই ঝড় বরিষণ॥
তোমা জানে হেন জন কে আছে সংসারে।
তুমি কৃপা করিলে সে ভক্তি-ফল ধরে॥"
অদ্বৈত বলেন "তুমি সেবক-বৎসল।
কায়মনোবাক্যে আমি ধরি এই বল॥
সর্ব্বকাল সিংহ আমি তোর ভক্তিবলে।
এই বর মোরে না ছাড়িবা কোনো কালে॥"
এইমত দুই প্রভু বাকোবাক্য-রসে।
ভোজন সম্পূর্ণ হৈল আনন্দ-বিশেষে॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
সত্য সত্য সত্য ইথে নাহিক অন্যথা॥
শুনিতে এ সব কথা যার প্রীত নয়।
সে অধম অদ্বৈতের অদৃশ্য নিশ্চয়॥
হরি-শঙ্করের যেন প্রীত—সত্য কথা।
অবুধ প্রাকৃত জনে না বুঝে সর্ব্বথা॥
একের অপ্রীতে হয় দোহার অপ্রীত।
হরি-হরে যেন—তেন চৈতন্য-অদ্বৈত॥
নিরবধি অদ্বৈত এ সব কথা কয়।
জগতের ত্রাণ লাগি কৃপালু-হৃদয়॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর সঙ্গে ভেদ নাহি তাঁর॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
কৃষ্ণে ভক্তি হয় তার—সর্ব্বত্র কল্যাণ॥
অদ্বৈত-সিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম।
বাসায় চলিলা শ্রীচৈতন্য ভগবান্॥
এইমত শ্রীবাসাদি সব ভক্ত-ঘরে।
ভিক্ষা করি সবারেই পূর্ণকাম করে॥

সর্ব্ব গোষ্ঠী লই নিরবধি সঙ্কীর্ত্তন।
নাচায়েন নাচেন আপনে অনুক্ষণ॥
দামোদর পণ্ডিত আইয়ে দেখিবারে।
গিয়াছিলা, আই দেখি আইলা সত্বরে॥
দামোদর দেখি প্রভু আনিয়া নিভৃতে।
আইর বৃত্তান্ত লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে॥
প্রভু বলে "তুমি যে আছিলা তান কাছে।
সত্য কহ আইর কি বিষ্ণুভক্তি আছে॥"
পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর।
শুনি ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর॥
"কি বলিলা গোসাঞি আইর ভক্তি আছে।
ইহাও জিজ্ঞাস' প্রভু! তুমি কোন্ কাজে॥
আইর প্রসাদে সে তোমার কৃষ্ণভক্তি।
যত কিছু তোমার—সকল তাঁর শক্তি॥
যতেক তোমার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয়॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
যতেক আছয়ে বিষ্ণুভক্তির বিকার॥
ক্ষণেকো আইর দেহে নাহিক বিরাম।
নিরবধি শ্রীবদনে স্ফুরে কৃষ্ণনাম॥
আইর ভক্তির কথা জিজ্ঞাস' গোসাঞি।
'বিষ্ণুভক্তি' যারে বলে—সেই দেখ আই॥
'মূর্ত্তিমতী ভক্তি আই'—কহিল তোমারে।
জানিয়াও মায়া করি জিজ্ঞাস' আমারে॥
প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই।
'আই'-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥"
দামোদর-মুখে শুনি আইর মহিমা।
গৌরচন্দ্র-প্রভুর আনন্দে নাহি সীমা॥
দামোদর-পণ্ডিতেরে ধরি প্রেমরসে।
পুনঃপুন আলিঙ্গন করেন সন্তোষে॥

"আজি দামোদর তুমি আমারে কিনিলা।
মনের বৃত্তান্ত যত আমারে কহিলা॥
যত কিছু বিষ্ণুভক্তি-সম্পত্তি আমার।
আইর প্রসাদে সব—দ্বিধা নাহি আর॥
তাহান ইচ্ছায় আমি আছোঁ পৃথিবীতে।
তাঁর ঋণ আমি কভু নারিব শুধিতে॥
আই-স্থানে বদ্ধ আমি, শুন দামোদর।
আইরে দেখিতে আমি আছি নিরন্তর॥"
দামোদর-পণ্ডিতেরে প্রভু কৃপা করি।
ভক্তগোষ্ঠী সঙ্গে বসিলেন গৌরহরি॥
আইরো যে ভক্তি আছে জিজ্ঞাসে ঈশ্বরে।
সে কেবল শিক্ষা করায়েন জগতেরে॥
বান্ধবের বার্ত্তা যেন জিজ্ঞাসে বান্ধবে।
কহ বন্ধু-সব কি কুশলে আছে সবে॥
কুশল শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিবারে।
'ভক্তি আছে' করি বার্ত্তা লয়েন সবারে॥
ভক্তিযোগ থাকে—তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল॥
ধন জন ভোগ যার আছয়ে সকল।
ভক্তি যার নাহি তার সব অমঙ্গল॥
অন্ন-খাদ্য নাহি যার—দরিদ্রের অন্ত।
'বিষ্ণুভক্তি' থাকিলে সেই সে ধনবন্ত॥
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ-ছলে প্রভু সবা-স্থানে।
ব্যক্ত করি ইহা কহিয়াছেন আপনে॥
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণে প্রভু বলেন হাসিয়া।
"চল তুমি আগে 'লক্ষেশ্বর' হও গিয়া॥
তথা ভিক্ষা আমার যে হয় লক্ষেশ্বর।"
শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব চিন্তিত-অন্তর॥
বিপ্রগণ স্তুতি করি বলেন গোসাঞি।
"লক্ষের কি দায়, সহস্রেকো কারো নাই॥

তুমি না করিলে ভিক্ষা, গার্হস্থ্য আমার।
এখনেই পুড়িয়া হউক ছারখার॥”
প্রভু বলে “জান ‘লক্ষেশ্বর’ বলি কারে।
প্রতিদিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে॥
সে জনের নাম আমি বলি ‘লক্ষেশ্বর’।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর॥”
শুনিয়া প্রভুর কৃপা-বাক্য বিপ্রগণে।
চিন্তা ছাড়ি মহানন্দ হৈলা মনে মনে॥
“লক্ষ নাম লৈব প্রভু! তুমি কর ভিক্ষা।
মহাভাগ্য—এমত করাও তুমি শিক্ষা॥”
প্রতিদিন লক্ষ নাম সব দ্বিজগণে।
লয়েন চৈতন্যচন্দ্র-ভিক্ষার কারণে॥
হেনমতে ভক্তিযোগ লওয়ায় ঈশ্বরে।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক ভক্তি-সাগরে বিহরে॥
‘ভক্তি’ লওয়াইতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
‘ভক্তি’ বিনা জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর॥
প্রভু বলে “যে জনের কৃষ্ণ-ভক্তি আছে।
কুশল মঙ্গল তার নিত্য থাকে কাছে॥”
যার মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাহি কথা।
তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা॥
নিজ-গুরু শ্রীকেশব-ভারতীর স্থানে।
‘ভক্তি’ ‘জ্ঞান’ দুই জিজ্ঞাসিলা এক দিনে॥
প্রভু বলে ‘জ্ঞান’ ‘ভক্তি’ দুইতে কে বড়।
বিচারিয়া গোসাঞি কহ ত করি দঢ়॥
কতক্ষণে ভারতী বিচার করি মনে।
কহিতে লাগিলা গৌরসুন্দরের স্থানে॥
ভারতী বলেন মনে বিচারিনু তত্ত্ব।
সবা হৈতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ত্ব॥
প্রভু বলে জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কেনে।
‘জ্ঞান বড়’ করিয়া সে কহে ন্যাসিগণে॥
ভারতী বলেন তাঁরা না বুঝে বিচার।
মহাজন-পথে সে গমন সবাকার॥
বেদে শাস্ত্রে মহাজন-পথ সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি অবুধ সে আর পথে যায়॥
ব্রহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ ব্যাস শুক।
সনকাদি নন্দ যুধিষ্ঠির-পঞ্চ-রূপ॥
প্রিয়ব্রত পৃথু ধ্রুব অক্রূর উদ্ধব।
‘মহাজন’ হেন নাম যত আছে সব॥
ভক্তি সে মাগেন সবে ঈশ্বর-চরণে।
জ্ঞান বড় হৈলে, ভক্তি মাগে কি কারণে॥
বিনি বিচারিয়া কি সে সব মহাজন।
মুক্তি ছাড়ি ভক্তি কেনে মাগে অনুক্ষণ॥
সবার বচন এই পুরাণ-প্রমাণ।
কি বর মাগিলা ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থানে।

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।৩০)—

তদস্তু মে নাথ! স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥

ব্রহ্মা বলিলেন, অতএব হে নাথ! আমার সেই মহা-সৌভাগ্যের উদয় হউক যাহার বলে আমি এই ব্রহ্ম-জন্মেই হউক, বা পশু পক্ষী প্রভৃতি অন্য যে কোন জন্মেই হউক, যেন তোমার অনুগত জনের মধ্যে এক জন হইয়া তোমার পদ-পল্লবের সেবা করিতে পারি।

কিবা ব্রহ্ম-জন্ম কিবা হউ যথা তথা।
দাস হই যেন তোমা সেবিয়ে সর্ব্বথা॥
এইমত যত মহাজন-সম্প্রদায়।
সবেই সকল ছাড়ি ভক্তি মাত্র চায়॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।২০।১৭)—

নাথ ! যোনি-সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥
স্বকর্ম্মফল-নির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহং।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ! ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে ॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে নাথ ! আমি সহস্র সহস্র যোনির মধ্যে যে যে যোনিতেই ভ্রমণ করি না কেন, হে অচ্যুত ! সেই সমস্ত যোনিতেই যেন তোমার প্রতি আমার নিশ্চলা ভক্তি থাকে।

আমি স্বীয় কর্ম্ম-ফলে যে যে যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করি না কেন, হে হৃষীকেশ ! সেই সমস্ত জন্মেই তোমার প্রতি আমার দৃঢ় ভক্তি হউক।

কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরেচ্ছায় আমি যে কোন যোনিতে ভ্রমণ করি না কেন, শুভানুষ্ঠান ও দানাদি সৎ ক্রিয়ার ফলে সেই ঈশ্বর কৃষ্ণেই আমাদের রতি হউক।

অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রধান।
মহাজন-পথ সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

তথাহি।

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা ॥

তর্কের দ্বারা মীমাংসা সম্ভবপর নহে; শ্রুতি-সমূহও ভিন্ন ভিন্ন নানারূপ বলেন; এমন কোনও ঋষি নাই যাঁহার মত ভিন্ন নহে অর্থাৎ এক এক মুনির এক এক মত; ধর্ম্মের তত্ত্ব পর্ব্বতগুহার ন্যায় দুর্গম প্রদেশে অবস্থিত অর্থাৎ সাধুগণের হৃদয়-গহ্বর-রূপ নিগূঢ় প্রদেশে অবস্থিত। অতএব সাধুগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত ও প্রশস্ত পথ।

'ভক্তি বড়' শুনি প্রভু ভারতীর মুখে।
'হরি' বলি গর্জ্জিতে লাগিলা প্রেম-সুখে ॥
প্রভু বলে "আমি কতদিন পৃথিবীতে।
থাকিলাম—এই সত্য কহিল তোমাতে ॥
যদি তুমি 'জ্ঞান বড়' বলিতে আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি তবে সমুদ্র-ভিতরে ॥"
সন্তোষে ধরেন প্রভু গুরুর চরণে।
গুরুও প্রভুরে নমস্করে প্রীত-মনে ॥
প্রভু বলে "যার মুখে নাহি ভক্তি-কথা।
তপ শিখা-সূত্র-ত্যাগ তার সব বৃথা ॥
ভক্তি বিনা প্রভুর জিজ্ঞাসা নাহি আর।
ভক্তিরসময় শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥
রাত্রিদিন কেহো না জানেন ভক্তগণ।
সর্ব্বদা করেন নৃত্য কীর্ত্তন গর্জ্জন ॥
একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত প্রতি।
বলিলেন পরানন্দে মত্ত হই অতি ॥
"শুন ভাই সব ! এক কর সমবায়।
মুখ ভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্য-রায় ॥
আজি আর কোনো অবতার গাওয়া নাঞি।
সর্ব্ব-অবতারময় চৈতন্য-গোসাঞি ॥
যে প্রভু করিল সর্ব্ব-জগত-উদ্ধার।
আমা সবা লাগি যে প্রভুর অবতার ॥
সর্ব্বত্র আমরা যার প্রসাদে পূজিত।
সঙ্কীর্ত্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত ॥
নাচি আমি—তোমরা চৈতন্য-যশ গাও।
সিংহ হই বল, পাছে মনে ভয় পাও ॥

প্রভু সে আপনা লুকায়েন নিরন্তর।
'ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন' সবার এই ডর॥
তথাপি অদ্বৈত-বাক্য অলঙ্ঘ্য সবার।
গাইতে লাগিলা শ্রীচৈতন্য-অবতার॥
নাচেন অদ্বৈত-সিংহ পরম বিহ্বল।
চতুর্দ্দিগে গায় সবে চৈতন্য-মঙ্গল॥
নব অবতারের শুনিয়া নাম যশ।
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ॥
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বোলাইয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি
"শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা-সাগর।
দীন-দুঃখিতের বন্ধু! মোরে দয়া কর।
অদ্বৈত-সিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাঢ়ে সকল সম্পদ॥
কেহো বলে 'জয় জয় শ্রীশচীনন্দন'।
কেহো বলে 'জয় গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
জয় সঙ্কীর্ত্তন-প্রিয় শ্রীগৌর-গোপাল।
জয় ভক্তজন-প্রিয় পাষণ্ডীর কাল'॥
নাচেন অদ্বৈতসিংহ পরম উদ্দাম।
সবে এক চৈতন্যের গুণ কর্ম্ম নাম॥

শ্রীরাগ।

পুলকে চরিত গায়,　　সুখে গড়াগড়ি যায়,
দেখ রে চৈতন্য-অবতার।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি,　　দ্বিজ-রূপে অবতরি,
সঙ্কীর্ত্তনে করেন বিহার॥
কনক জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ-শোভা ভান্তি
আজানুলম্বিত ভুজ সাজে রে।
ন্যাসিবর-রূপ-ধর,　　আপনা রসে বিহ্বল,
না জানি কেমন সুখে নাচে রে॥ ধ্রু॥

জয় গৌরসুন্দর,　　করুণাসিন্ধুময়,
জয় জয় বৃন্দাবন-রায়া রে।
জয় জয় সম্প্রতি,　　নবদ্বীপ-পুরন্দর,
চরণ-কমলে দেহ ছায়া রে॥
এই সব কীর্ত্তন করেন ভক্তগণ।
নাচেন অদ্বৈত ভাবি শ্রীগৌর-চরণ॥
নব অবতারের নূতন পদ শুনি।
উল্লাসে বৈষ্ণব সব করে হরিধ্বনি॥
কি অদ্ভুত হইল সে কীর্ত্তন-আনন্দ।
সবে তাহা বর্ণিতে পারেন নিত্যানন্দ॥
পরম উদ্দাম শুনি কীর্ত্তনের ধ্বনি।
শ্রীবিজয় আসিয়া হইলা ন্যাসিমণি॥
প্রভু দেখি ভক্ত সব অধিক হরিষে।
গায়েন, অদ্বৈত নৃত্য করেন উল্লাসে॥
আনন্দে প্রভুরে কেহো নাহি করে ভয়।
সাক্ষাতে গায়েন সবে চৈতন্য-বিজয়॥
নিরবধি দাস্য-ভাবে প্রভুর বিহার।
'মুঞি কৃষ্ণদাস' বই না বোলয়ে আর॥
হেন কারো শক্তি নাহি সম্মুখে তাহানে।
'ঈশ্বর' করিয়া বলিবেক 'দাস' বিনে॥
তথাপিও সবে অদ্বৈতের বল ধরি।
গায়েন নির্ভয় হৈয়া শ্রীচৈতন্য-হরি॥
ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আত্ম-স্তুতি শুনি।
লজ্জা যেন পাইতে লাগিলা ন্যাসিমণি॥
সবা শিক্ষাইতে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
বাসায় চলিলা শুনি আপন-কীর্ত্তন॥
তথাপি কাহারো চিত্তে না জন্মিল ভয়।
বিশেষে গায়েন আরো চৈতন্য-বিজয়॥
আনন্দে কাহারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
সবে দেখে প্রভু আছে কীর্ত্তন-ভিতরে॥

মত্ত-প্রায় সবেই চৈতন্য-যশ গায়।
সুখে শুনে সুকৃতী, দুষ্কৃতী দুঃখ পায়॥
শ্রীচৈতন্য-যশে প্রীত না হয় যাহার।
ব্রহ্মচর্য্য সন্ন্যাসে বা কি কার্য্য তাহার॥
এইমত পরানন্দ-সুখে ভক্তগণ।
সর্ব্বকাল করেন শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন॥
এ সব আনন্দ-ক্রীড়া পড়িলে শুনিলে।
এ সব গোষ্ঠীতে আসিয়াও সেহো মিলে॥
নৃত্য গীত করি সবে মহাভক্তগণ।
আইলেন প্রভুরে করিতে দরশন॥
শ্রীচৈতন্য-প্রভু নিজ-কীর্ত্তন শুনিয়া।
সবারে দেখাই ভয় আছেন শুইয়া॥
সুকৃতী গোবিন্দ জানাইলেন প্রভুরে।
বৈষ্ণব সকল আসিয়াছেন দুয়ারে॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা হইল সবারে আনিতে
শয়নে আছেন, না চাহেন কারো ভিতে॥
ভয়-যুক্ত হইয়া সকল ভক্তগণ।
চিন্তিতে লাগিলা গৌরচন্দ্রের চরণ॥
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু শ্রীভক্তবৎসল।
বলিতে লাগিলা "অয়ে বৈষ্ণব সকল॥
অয়ে অয়ে শ্রীনিবাস-পণ্ডিত উদার।
আজি তুমি সব কি করিবা অবতার॥
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
কি গাইলা আমারে ত বুঝাহ এখন॥"
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলেন "গোসাঞি।
জীবের স্বতন্ত্র শক্তি মূলে কিছু নাই॥
যেন করায়েন যেন বলায়েন ঈশ্বরে।
সেই আজি বলিলাম, কহিল তোমারে॥"
প্রভু বলে "তুমি সব হইয়া পণ্ডিত।
লুকায় যে কেনে তারে করহ বিদিত॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য পণ্ডিত-শ্রীবাসে।
হস্তে সূর্য্য আচ্ছাদিয়া মনে মনে হাসে॥
প্রভু বলে "কি সঙ্কেত কৈলে হস্ত দিয়া।
তোমার সঙ্কেত তুমি কহ ত ভাঙ্গিয়া॥"
শ্রীবাস বলেন "হস্তে সূর্য্য ঢাকিলাম।
তোমারে বিদিত করি এই কহিলাম॥"
"হস্তে কি কখনো পারি সূর্য্য আচ্ছাদিতে।"
"সেইমত অসম্ভব তোমা লুকাইতে॥
সূর্য্য যদি হস্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত।
তবু তুমি লুকাইতে নার কদাচিত॥
তুমি কিবা লুকাইবা পৃথিবী-ভিতরে।
যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরোদ-সাগরে॥
হেমগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত।
তোমার নির্ম্মল যশে পূরিল দিগন্ত॥
আব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হৈল তোমার কীর্ত্তনে।
কত জনে গায়, দণ্ড করিবা কেমনে॥"
সর্ব্বকাল ভক্ত-জয় বাঢ়ায় ঈশ্বরে।
হেন কালে অদ্ভুত হইল আসি দ্বারে॥
সহস্র সহস্র জন না জানি কোথার।
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবার॥
কেহ বা ত্রিপুরা, কেহ চাটিগ্রাম-বাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ, কেহ বঙ্গদেশী॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন॥
"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী।
জয় জয় নিজ-ভক্তিরস-কুতূহলী॥
জয় জয় পরম-সন্ন্যাসিরূপ-ধারী।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-লম্পট মুরারি॥
জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠ-বিহারী।
জয় জয় সর্ব্ব জগতের উপকারী॥

জয় কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশচীর নন্দন।"
এইমত গাই নাচে শত-সংখ্য জন॥
শ্রীবাস বলেন "প্রভু! এবে কি করিবা।
সকল সংসার গায়, কোথা লুকাইবা॥
মুঞি নি শিখাইয়াছোঁ এ সব লোকেরে।
এইমত গায় প্রভু! সকল সংসারে॥
অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ।
করুণায়ে হইয়াছ জীবের সাক্ষাত॥
লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ' আপনে।
যারে অনুগ্রহ কর জানে সেই জনে॥"
প্রভু বলে "তুমি নিজ-শক্তি প্রকাশিয়া।
বোলাও লোকের মুখে জানিলাম ইহা॥
তোমারে হারিনু আমি শুনহ পণ্ডিত।
জানিলাম—তুমি সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত॥"
সর্ব্বকাল প্রভু বাঢ়ায়েন ভক্ত-জয়।
এ তান স্বভাব—বেদে ভাগবতে কয়॥
হাস্য-মুখে সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে গৌর-রায়।
বিদায় দিলেন, সবে চলিলা বাসায়॥
হেন সে চৈতন্য-দেব শ্রীভক্ত-বৎসল।
ইহানে সে 'কৃষ্ণ' করি গায়েন সকল॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান।
সবে বলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্॥"
এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া।
অন্যেরে বলয়ে কৃষ্ণ সেই অভাগিয়া॥
শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।
কৌস্তুভ-ভূষণ আর গরুড়-বাহন॥
এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয়।
গঙ্গা আর কারো পাদপদ্মে না জন্ময়॥
শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা অন্যে না সম্ভবে।
এই কহে বেদে শাস্ত্রে সকল বৈষ্ণবে॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয়।
সেই সব জন পায় সর্ব্বত্র বিজয়॥
হেনমতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
ভক্তগোষ্ঠী সঙ্গে বিহরেন নিরন্তর॥
প্রভু বেড়ি ভক্তগণ বৈসেন সকল।
চৌদিগে শোভয়ে যেন চন্দ্রের মণ্ডল॥
মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যাসি-চূড়ামণি।
নিরবধি কৃষ্ণ-কথা করি হরিধ্বনি॥
হেনই সময়ে দুই মহা-ভাগ্যবান্।
হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান॥
শাকর-মল্লিক আর রূপ—দুই ভাই।
দুই প্রতি কৃপা-দৃষ্ট্যে চাহিলা গোসাঞি॥
দূরে থাকি দুই ভাই দণ্ডবত করি।
কাকুর্ব্বাদ করেন দশনে তৃণ ধরি॥
"জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁহার কৃপায় হৈল সর্ব্ব লোক ধন্য॥
জয় দীন-বৎসল জগত-হিতকারী।
জয় জয় পরম-সন্ন্যাসিরূপ-ধারী॥
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-বিনোদ অনন্ত।
জয় জয় জয় সর্ব্ব-আদি-মধ্য-অন্ত॥
আপনে হইয়া শ্রীবৈষ্ণব-অবতার।
ভক্তি দিয়া উদ্ধারিলা সকল সংসার॥
তবে প্রভু! মোরে না উদ্ধারো কোন্ কাজে।
মুঞি কি না হও প্রভু সংসারের মাঝে॥
আজন্ম বিষয়-ভোগে হইয়া মোহিত।
না ভজিনু তোমার চরণ—নিজ-হিত॥
তোমার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিনু।
তোমার কীর্ত্তন না করিনু না শুনিনু॥
রাজপাত্র করি মোরে বঞ্চনা করিলা।
তবে মোরে মনুষ্য-জনম কেনে দিলা॥

যে মনুষ্য-জন্ম লাগি দেবে কাম্য করে।
হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু! মোরে॥
এবে এই কৃপা কর অমায়া হইয়া।
বৃক্ষমূলে পড়ি থাকোঁ তোর নাম লৈয়া॥
যে তোমার প্রিয়-ভক্ত লওয়ায় তোমারে।
অবশেষ-পাত্র যেন হঙ তার দ্বারে॥"
এইমত রূপ সনাতন দুই ভাই।
স্তুতি করে, শুনে প্রভু চৈতন্য-গোসাঞি॥
কৃপা-দৃষ্ট্যে প্রভু দুই ভাইরে চাহিয়া।
বলিতে লাগিলা অতি সদয় হইয়া॥
প্রভু বলে "ভাগ্যবন্ত তুমি দুই জন।
বাহির হইলা ছিণ্ডি সংসার-বন্ধন॥
বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ সকল সংসার।
সে বন্ধন হৈতে তুমি দুই হৈলে পার॥
প্রেমভক্তি বাঞ্ছা যদি করহ এখনে।
তবে ধরি পড় এই অদ্বৈত-চরণে॥
ভক্তির ভাণ্ডারী শ্রীঅদ্বৈত-মহাশয়।
অদ্বৈতের কৃপায়ে সে কৃষ্ণভক্তি হয়॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা দুই মহাজনে।
দণ্ডবত পড়িলেন অদ্বৈত-চরণে॥
"জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিত-পাবন।
মুই দুই পতিতেরে করহ মোচন॥"
প্রভু বলে "শুন শুন আচার্য্য-গোসাঞি।
কলিযুগে এমন বিরক্ত ঝাট নাঞি॥
রাজ্যসুখ ছাড়ি, কাঁথা করঙ্গ লইয়া।
মথুরায় থাকেন কৃষ্ণের নাম লৈয়া॥
অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ দোঁহেরে।
জন্মজন্ম যেন আর কৃষ্ণ না পাসরে॥
ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে তুমি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণ কারে মিলে॥"

অদ্বৈত বলেন "প্রভু! সর্ব্বদাতা তুমি।
তুমি আজ্ঞা করিলে সে দিতে পারি আমি॥
প্রভু আজ্ঞা দিলে সে ভাণ্ডারী দিতে পারে।
এইমত যারে কৃপা কর যার দ্বারে॥
কায়-মন-বচনে মোহার এই কথা।
এ দুইর প্রেমভক্তি হউক সর্ব্বথা॥"
শুনি প্রভু অদ্বৈতের কৃপাযুক্ত বাণী।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি॥
দবীর-খাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা।
এখনে তোমার কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি হৈলা॥
অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় কৃষ্ণভক্তি।
জানিহ অদ্বৈত—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-শক্তি॥
কতদিন জগন্নাথ-শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে দুই ভাই মথুরাতে থাক গিয়া॥
তোমা সবা হৈতে যত রাজস তামস।
পশ্চিমা সবারে গিয়া দেহ ভক্তিরস॥
আমিহ দেখিব গিয়া মথুরা-মণ্ডল।
আমা থাকিবারে স্থল করিহ বিরল॥
শাকরমল্লিক-নাম ঘুচাইয়া তান।
'সনাতন' অবধূত থুইলেন নাম॥
অদ্যাপিও দুই ভাই রূপ সনাতন।
চৈতন্য-কৃপায় হৈল বিখ্যাত ভুবন॥
যার যত কীর্ত্তি ভক্তি-মহিমা উদার।
চৈতন্য প্রভু সে সব করয়ে প্রচার॥
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কিবা অদ্বৈতের তত্ত্ব।
যত মহাপ্রিয়-ভক্ত-গোষ্ঠীর মহত্ত্ব॥
চৈতন্য প্রভু সে সব করিলা প্রকাশে।
সেই প্রভু সব ইহা কহেন সন্তোষে॥
যে ভক্ত যে বস্তু, যার যেন অবতার।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী যার অংশে জন্ম যার॥

যার যেন মত পূজা, যার যে মহত্ত্ব।
চৈতন্য-প্রভু সে সব করিলেন ব্যক্ত ॥
একদিন প্রভু বসি আছেন প্রকাশে।
অদ্বৈত শ্রীবাস আদি ভক্ত চারি পাশে ॥
শ্রীনিবাস-পণ্ডিতেরে ঈশ্বর আপনে।
আচার্য্যের বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন তান স্থানে ॥
প্রভু বলে "শ্রীনিবাস কহ ত আমারে।
কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস' অদ্বৈতেরে ॥"
মনে ভাবি বলিলা শ্রীবাস-মহাশয়।
"শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর মনে লয় ॥"
অদ্বৈতের মহিমা প্রহ্লাদ শুক যেন।
শুনি প্রভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন ॥
পিতা যেন পুত্রে শিখাইতে স্নেহে মারে।
এইমত এক চড় হৈল শ্রীবাসেরে ॥
"কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস।
মোহার নাঢ়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ ॥
যে শুকেরে 'মুক্ত' তুমি বল সর্ব্বমতে।
কালিকার বালক শুক নাঢ়ার অগ্রেতে ॥
এত বড় বাক্য মোর নাঢ়ারে বলিলি।
আজি বড় শ্রীবাস আমারে দুঃখ দিলি ॥"
এত বলি ক্রোধে হাতে দীপযষ্টি লৈয়া।
শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া শ্রীঅদ্বৈত-মহাশয়।
ধরিলা প্রভুর হস্ত করিয়া বিনয় ॥
"বালকেরে বাপ শিখাইবা কৃপা-মনে।
কে আছে তোমার ক্রোধপাত্র ত্রিভুবনে ॥"
আচার্য্যের বাক্যে প্রভু ক্রোধ করি দূর।
আবেশে কহেন তান মহিমা প্রচুর ॥
প্রভু বলে "তোহার বালক শিশু তোর।
এতেকে সকল ক্রোধ দূরে গেল মোর ॥

মোর নাঢ়া জানিবারে আছে হেন জন।
যে মোহারে আনিলেক ভাঙ্গিয়া শয়ন ॥"
প্রভু বলে "অয়ে শ্রীনিবাস-মহাশয়।
মোহার নাঢ়ারে এই তোমার বিনয় ॥
শুক আদি করি সব বালক উহার।
নাঢ়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সবার ॥
অদ্বৈতের লাগি মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি নাঢ়ার হুঙ্কার ॥
শয়নে আছিনু মুঞি ক্ষীরোদ-সাগরে।
জাগাই আনিল মোরে নাঢ়ার হুঙ্কারে ॥"
শ্রীবাসের অদ্বৈতের প্রতি বড় প্রীত।
প্রভু-বাক্য শুনি হৈলা অতি হরষিত ॥
মহা-ভয়ে কম্প হই বলেন শ্রীবাস।
"অপরাধ করিনু ক্ষমহ মোরে নাথ ॥
তোমার অদ্বৈত-তত্ত্ব জানহ তুমি সে।
তুমি জানাইলে সে জানয়ে অন্য দাসে ॥
আজি মোর মহাভাগ্য সকল মঙ্গল।
শিখাইয়া আমারে আপনে কৈলা ফল ॥
এখনে সে ঠাকুরালি বলিয়ে তোমার।
আজি বড় মনে বল বাড়িল আমার ॥
এই মোর মনের সঙ্কল্প আজি হৈতে।
মদিরা যবনী যদি ধরেন অদ্বৈতে ॥
তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি।
কহিল তোমারে প্রভু! সত্য করি অতি ॥"
তুষ্ট হইলেন প্রভু শ্রীবাস-বচনে।
পূর্ব্ব-প্রায় আনন্দে বসিলা তিন জনে ॥
পরম রহস্য এ সকল পুণ্য-কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা ॥
যার যেন প্রভাব, যাহার যেন ভক্তি।
যেবা আগে, যেবা পাছে, যার যেন শক্তি ॥

সবার সর্ব্বজ্ঞ এক প্রভু গৌররায়।
আর জানে যে তাহানে ভজে অমায়ায়॥
বিষ্ণুতত্ত্ব যেন অবিজ্ঞাত বেদবাণী।
এইমত বৈষ্ণবেরো তত্ত্ব নাহি জানি॥
সিদ্ধ-বৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যভার।
না বুঝি নিন্দিয়া মরে সকল সংসার॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যভার।
সাক্ষাতে দেখহ ভাগবত-কথা-সার॥
বৈষ্ণব-প্রধান ভৃগু—ব্রহ্মার নন্দন।
অহর্নিশ মনে ভাবে যাঁহার চরণ॥
সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পদাঘাত।
তথাপি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ দেখহ সাক্ষাত॥
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
যে নিমিত্ত ভৃগু করিলেন হেন কাম॥
পূর্ব্বে সরস্বতী-তীরে মহাঋষিগণ।
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ পুরাণ-শ্রবণ॥
সবে শাস্ত্রকর্ত্তা, সবে মহাতপোধন।
অন্যোন্যে লাগিল ব্রহ্ম-বিচার-কথন॥
'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—তিন-জন-মাঝে।
কে প্রধান' বিচারেন মুনির সমাজে॥
কেহ বলে 'ব্রহ্মা' বড়, কেহ 'মহেশ্বর'।
কেহ বলে 'বিষ্ণু বড়—সবার উপর'॥
পুরাণেই নানামত করেন কথন।
'শিব বড়' কোথাও, কোথাও 'নারায়ণ'॥
তবে সব ঋষিগণ মিলিয়া ভৃগুরে।
আদরিলা এ প্রমাণ তত্ত্ব জানিবারে॥
"ব্রহ্মার মানস-পুত্র তুমি মহাশয়।
সর্ব্বমতে তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তত্ত্বময়॥
তুমি ইহা জান গিয়া করিয়া বিচার।
সন্দেহ ভঞ্জহ আসি আমা সবাকার॥
তুমি যে কহিবা সেই সবার প্রমাণ।"
শুনি ভৃগু চলিলেন আগে ব্রহ্মা-স্থান॥
ব্রহ্মার সভায় গিয়া ভৃগু মুনিবর।
দম্ভ করি রহিলেন ব্রহ্মার গোচর॥
পুত্র দেখি ব্রহ্মা বড় সন্তোষ হইলা।
সকল কুশল জিজ্ঞাসিবারে লাগিলা॥
সত্ত্ব পরীক্ষিতে ভৃগু ব্রহ্মার নন্দন।
শ্রদ্ধা করি না শুনেন বাপের বচন॥
স্তুতি বা গৌরব বা বিনয় নমস্কার।
কিছু না করেন পিতা-পুত্র-ব্যবহার॥
দেখিয়া পুত্রের অনাদর অব্যভার।
ক্রোধে ব্রহ্মা হইলেন অগ্নি-অবতার॥
ভস্ম করিবেন হেন ক্রোধে অগ্নি হৈলা।
দেখিয়া পিতার মূর্ত্তি ভৃগু পলাইলা॥
সবে বুঝাইলেন ব্রহ্মার পায়ে ধরি।
পুত্রেরে কি গোসাঞি এমত ক্রোধ করি॥
তবে পুত্র-স্নেহে ব্রহ্মা ক্রোধ পাসরিলা।
জল পাই যেন অগ্নি সুশাম্য হইলা॥
তবে ভৃগু ব্রহ্মারে বুঝিয়া ভালমতে।
কৈলাসে আইলা মহেশ্বর পরীক্ষিতে॥
ভৃগু দেখি মহেশ্বর আনন্দিত হৈয়া।
উঠিলা পার্ব্বতী-সঙ্গে আদর করিয়া॥
জ্যেষ্ঠ-ভাই-গৌরবে আপনে ত্রিলোচন।
প্রেমযোগে উঠিলা করিতে আলিঙ্গন॥
ভৃগু বলে "মহেশ! পরশ নাহি কর।
যতেক পাষণ্ড-বেশ সব তুমি ধর॥
ভূত প্রেত পিশাচ অস্পৃশ্য যত আছে।
হেন সব পাষণ্ড রাখহ তুমি কাছে॥
যতেক উৎপাত সেই ব্যভার তোমার।
ভস্মাস্থি-ধারণ কোন্ শাস্ত্রের বিচার॥

তোমার পরশে স্নান করিতে জুয়ায়।
দূরে থাক, দূরে থাক, অয়ে ভূতরায় ॥”
পরীক্ষা-নিমিত্ত ভৃগু বলেন কৌতুকে।
কভু শিব-নিন্দা নাহি ভৃগুর শ্রীমুখে ॥
ভৃগু-বাক্যে মহাক্রোধ হৈয়া ত্রিলোচন।
ত্রিশূল তুলিয়া লইলেন ততক্ষণ ॥
জ্যেষ্ঠভাই-ধর্ম্ম পাসরিলেন শঙ্কর।
হইলেন যে-হেন সংহার-মূর্ত্তি-ধর ॥
শূল তুলিলেন শিব ভৃগুরে মারিতে।
আস্তেব্যস্তে দেবী আসি ধরিলেন হাতে ॥
চরণে ধরিয়া বুঝায়েন মহেশ্বরী।
জ্যেষ্ঠ ভাইরে কি প্রভু! এত ক্রোধ করি ॥
দেবী-বাক্যে লজ্জা পাই রহিলা শঙ্কর।
ভৃগুও চলিলা শ্রীবৈকুণ্ঠ—কৃষ্ণ-ঘর ॥
শ্রীরত্ন-খট্টায় প্রভু আছেন শয়নে।
লক্ষ্মী সেবা করিতে আছেন শ্রীচরণে ॥
হেনই সময়ে ভৃগু আসি অলক্ষিতে।
পদাঘাত করিলেন প্রভুর বক্ষেতে ॥
ভৃগু দেখি মহাপ্রভু সম্ভ্রমে উঠিয়া।
নমস্করিলেন প্রভু মহাপ্রীত হৈয়া ॥
লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু ভৃগুর চরণ।
সন্তোষে করিতে লাগিলেন প্রক্ষালন ॥
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন।
শ্রীহস্তে তাঁহার অঙ্গে লেপেন চন্দন ॥
অপরাধি-প্রায় যেন হইয়া আপনে।
অপরাধ মাগিয়া লয়েন তাঁর স্থানে ॥
“তোমার শুভ বিজয় আমি না জানিয়া।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম মোরে ইহা ॥
এই যে তোমার পাদোদক পুণ্যজল।
তীর্থেরে করয়ে তীর্থ হেন সুনির্ম্মল ॥
যতেক ব্রহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে।
যত লোকপাল সব আমার সহিতে ॥
পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র।
অক্ষয় হইয়া রহু তোমার চরিত্র ॥
এই যে তোমার শ্রীচরণ-চিহ্ন-ধূলি।
বক্ষে রাখিলাম আমি হই কুতূহলী ॥
লক্ষ্মী-সঙ্গে নিজ-বক্ষে দিনু আমি স্থান।
বেদে যেন “শ্রীবৎস-লাঞ্ছন” বলে নাম ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য, বিনয়-ব্যভার।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ—সকলের পার ॥
দেখি মহা-ঋষি পাইলেন চমৎকার।
লজ্জিত হইয়া মাথা না তোলেন আর ॥
যাহা করিলেন সে তাঁহার কর্ম্ম নয়।
আবেশের কর্ম্ম ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
বাহ্য পাই প্রীতি শ্রদ্ধা দেখিতে দেখিতে।
ভক্তিরসে পূর্ণ হই লাগিলা নাচিতে ॥
হাস্য কম্প ঘর্ম্ম মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
ভক্তিরসে মগ্ন হইলা ব্রহ্মার কুমার ॥
“সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ, সবার জীবন।”
এই সত্য বলি নাচে ব্রহ্মার নন্দন ॥
দেখিয়া কৃষ্ণের শান্ত-বিনয়-ব্যভার।
বিপ্রভক্তি যে কোথাও না সম্ভবে আর ॥
ভক্তি-জড় হৈলা, বাক্য না আইসে বদনে।
আনন্দাশ্রুধারা মাত্র বহে শ্রীনয়নে ॥
সর্ব্ব-ভাবে ঈশ্বরেরে দেহ সমর্পিয়া।
পুন মুনি সভা-মধ্যে মিলিলা আসিয়া ॥
ভৃগু দেখি সবে হৈলা আনন্দ অপার।
“কহ ভৃগু! কার কোন্ দেখিলে ব্যভার ॥
তুমি যেই কহ, সেই সবার প্রমাণ।”
তবে সব কহিলেন ভৃগু ভগবান্ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনের ব্যভার।
সকল কহিয়ে এই কহিলেন স্যর॥
"সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ—জনক সবার।
ব্রহ্মা-শিবো করেন যাঁহার অধিকার॥
কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ।
নিঃসন্দেহ ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥
ধর্ম্ম জ্ঞান পুণ্য কীর্ত্তি ঐশ্বর্য্য বিরক্তি।
আত্ম-শ্রেষ্ঠ-মধ্যম যতেক যার শক্তি॥
সকল কৃষ্ণের ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অতএব গাও ভজ কৃষ্ণের বিজয়॥"
সেই কৃষ্ণ সাক্ষাত চৈতন্য ভগবান্।
কীর্ত্তন-বিহারে হইয়াছে বিদ্যমান॥
ভৃগুর বচন শুনি সব ঋষিগণ।
নিঃসন্দেহ হৈলা—'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ'॥
ভৃগুরে পূজিয়া বলে সব ঋষিগণ।
'সংশয় ছিণ্ডিলা তুমি ভাল কৈলা মন'॥"
কৃষ্ণ-ভক্তি সবে লইলেন দৃঢ়-মনে।
ভক্ত-রূপে ব্রহ্মা-শিবো পূজেন যতনে॥
সিদ্ধ-বৈষ্ণবের যেন বিষয়-ব্যভার।
কহিলাম ইহা বুঝিবারে শক্তি কার॥
পরীক্ষিতে কর্ম্ম কি না ছিল কিছু আর।
তার লাগি করিলেন চরণ-প্রহার॥
সৃষ্টিকর্ত্তা ভৃগুদেব যাঁর অনুগ্রহে।
কি সাহসে চরণ দিলেন সে হৃদয়ে॥
'অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যভার'।
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর॥
মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে।
করাইলা ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥
জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয়।
কৃষ্ণ বাঢ়ায়েন অধিকারি-ভক্ত-জয়॥
বিরিঞ্চি শঙ্কর বাঢ়াইতে কৃষ্ণ-জয়।
ভৃগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয়॥
ভক্ত সব যেন গায় নিত্য কৃষ্ণ-জয়।
কৃষ্ণ বাঢ়ায়েন ভক্ত-জয় অতিশয়॥
অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি ব্যভার।
যে জন নিন্দয়ে, তার নাহিক নিস্তার॥
অধম জনের যে আচার যেন ধর্ম্ম।
অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণ-কৃপায় সে ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে কেহ তরে॥
সবে ইথে দেখি এক মহা-প্রতিকার।
সবারে করিব স্তুতি বিনয়-ব্যভার॥
যোগ্য হই লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্ত-বচন॥
তবে কৃষ্ণ তারে দেন হেন দিব্য-মতি।
সর্ব্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি॥
ভক্তি করি যে শুনে চৈতন্য-অবতার।
সেই সব জন সুখে পাইব নিস্তার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত-মহিমাদি-বর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশম অধ্যায়।

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীবৎস-লাঞ্ছন
জয় শচীগর্ভ-রত্ন ধর্ম্ম-সনাতন॥

জয় সঙ্কীর্ত্তন-প্রিয় গৌরাঙ্গ-গোপাল।
জয় শিষ্টজন-প্রিয় জয় দুষ্ট-কাল ॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক ন্যাসিরূপে।
বিহরেন ভক্তগোষ্ঠী লইয়া কৌতুকে ॥
একদিন বসিয়া আছেন প্রভু সুখে।
হেনকালে শ্রীঅদ্বৈত আইলা সম্মুখে ॥
বসিলেন অদ্বৈত প্রভুরে নমস্করি।
হাসি অদ্বৈতেরে জিজ্ঞাসেন গৌরহরি ॥
সন্তোষে বলেন প্রভু "কহ ত আচার্য্য।
কোথা হৈতে আইলা, করিলা কোন্ কার্য্য ॥"
অদ্বৈত বলেন "দেখিলাম জগন্নাথ।
তবে আইলাম এই তোমার সাক্ষাত ॥"
প্রভু বলে "জগন্নাথ-শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে আর কি করিলা কহ দেখি তাহা ॥"
অদ্বৈত বলেন আগে দেখি জগন্নাথ।
তবে করিলাম প্রদক্ষিণ পাঁচ সাত ॥
'প্রদক্ষিণ' শুনি প্রভু হাসিতে লাগিলা।
হাসি প্রভু বলে তুমি হারিলা হারিলা ॥
আচার্য্য বলেন কি সামগ্রী হারিবারে।
লক্ষণ দেখাহ, তবে জিনিহ আমারে ॥
প্রভু বলে সামগ্রী শুনহ হারিবার।
তুমি যে করিলা প্রদক্ষিণ-ব্যবহার ॥
যতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠদিগেরে চলিলা।
ততক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা ॥
আমি যতক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ।
আমার লোচন আর না যায় কোথা'ত ॥
কি দক্ষিণে কিবা বামে কিবা প্রদক্ষিণে।
আর নাহি দেখি জগন্নাথ-মুখ বিনে ॥
করযোড় করি বলে আচার্য্য-গোসাঞি।
এরূপে সকল হারি তোমার সে ঠাঞি ॥
এ কথার অধিকারী আর ত্রিভুবনে।
সত্য কহিলাম এই নাহি তোমা বিনে ॥
তুমি সে ইহার প্রভু! এক অধিকারী।
এ কথায় তোমারে সে মাত্র আমি হারি ॥
শুনিয়া হাসেন সব বৈষ্ণব-মণ্ডল।
'হরি' বলি উঠিল মঙ্গল-কোলাহল ॥
এইমত প্রভুর বিচিত্র সর্ব্ব কথা।
অদ্বৈতেরে অতি প্রীত করেন সর্ব্বথা ॥
একদিন গদাধর-দেব প্রভু-স্থানে।
কহিলেন পূর্ব্ব-মন্ত্রদীক্ষার কারণে ॥
"ইষ্টমন্ত্র আমি যে কহিনু কারো প্রতি।
সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি ॥
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার।
তবে মন-প্রসন্নতা হইব আমার ॥"
প্রভু বলে "তোমার যে উপদেষ্টা আছে।
সাবধান—তথা অপরাধ হয় পাছে ॥
মন্ত্রের কি দায়, প্রাণো আমার তোমার।
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার ॥"
গদাধর বলে তিহোঁ না আছেন এথা।
তাঁর পরিবর্ত্ত তুমি করহ সর্ব্বথা ॥
প্রভু বলে "তোমার যে গুরু বিদ্যানিধি।
অনায়াসে তোমারে মিলাঞা দিবে বিধি ॥"
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি—জানেন সকল।
"বিদ্যানিধি শীঘ্রগতি আসিবে উৎকল ॥
এথাই দেখিবা দিন দশের ভিতরে।
আইসেন কেবল আমারে দেখিবারে ॥
নিরবধি বিদ্যানিধি হয় মোর মনে।
বুঝিলাম তুমি আকর্ষিয়া আন তানে ॥"

এইমত প্রভু প্রিয়-গদাধর-সঙ্গে।
তান মুখে ভাগবত শুনি থাকে রঙ্গে॥
গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনিয়া প্রকাশে প্রভু প্রেমভাব যত॥
প্রহ্লাদ-চরিত্র আর ধ্রুবের চরিত্র।
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত॥
আর কার্য্যে প্রভুর নাহিক অবসর।
নাম গুণ বলেন শুনেন নিরন্তর॥
'ভাগবত-পাঠ' গদাধরের বিষয়।
দামোদরস্বরূপের 'কীর্ত্তন' বিষয়॥
একেশ্বর দামোদরস্বরূপ গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
যত কিছু আছে প্রেমভক্তির বিকার॥
মূর্ত্তিমন্ত সবে থাকে ঈশ্বরের স্থানে।
নাচেন চৈতন্যচন্দ্র ইহা সবা সনে॥
দামোদরস্বরূপের উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনিলে না থাকে বাহ্য পড়ে সেইক্ষণ॥
সন্ন্যাসি-পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদরস্বরূপ-সমান কেহ নয়॥
যত প্রীত ঈশ্বরের পুরী-গোসাঞিরে।
দামোদরস্বরূপেরে তত প্রীত করে॥
দামোদরস্বরূপ—সঙ্গীত-রসময়।
যাঁর ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয়॥
অলক্ষিত-রূপ—কেহ চিনিতে না পারে।
কপটীর রূপে যেন বুলেন নগরে॥
কীর্ত্তন করিতে যেন তুম্বুরু নারদ।
একা প্রভু নাচায়েন—কি আর সম্পদ॥
সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।
আর নাহি—এক পুরী-গোসাঞি সে মাত্র॥

দামোদরস্বরূপ পরমানন্দ-পুরী।
সন্ন্যাসি-পার্ষদে এই দুই অধিকারী॥
নিরবধি নিকটে থাকেন দুই জন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ॥
পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্ত্তন।
ন্যাসি-রূপে ন্যাসি-দেহে বাহু দুই জন॥
অহর্নিশ গৌরচন্দ্র সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে।
বিহরেন দামোদর-স্বরূপের সঙ্গে॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা পর্য্যটনে।
দামোদরে প্রভু না ছাড়েন কোনো ক্ষণে॥
পূর্ব্বাশ্রমে পুরুষোত্তমাচার্য্য নাম তান।
প্রিয়-সখা পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-নাম॥
পথে চলিতেও প্রভু দামোদর-গানে।
নাচেন বিহ্বল হৈয়া পথ নাহি জানে॥
একেশ্বর দামোদরস্বরূপ-সংহতি।
প্রভু সে আনন্দে পড়ে না জানেন কতি॥
কিবা জল, কিবা স্থল, কিবা বন ডাল।
কিছু না জানেন প্রভু, গর্জ্জেন বিশাল॥
একেশ্বর দামোদর কীর্ত্তন করেন।
প্রভুরেও বনে ডালে পড়িতে ধরেন॥
দামোদরস্বরূপের ভাগ্যের যে সীমা।
দামোদরস্বরূপ সে তাহার উপমা॥
একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া।
পড়িলা কূপের মাঝে আছাড় খাইয়া॥
দেখিয়া অদ্বৈত আদি সম্মোহ পাইয়া।
ক্রন্দন করেন সবে শিরে হাত দিয়া॥
কিছু না জানেন প্রভু প্রেমভক্তি-রসে।
বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি ভাসে॥
সেইক্ষণে কূপ হৈলা নবনীতময়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয়॥

এ কোন্ অদ্ভুত যাঁর ভক্তির প্রভাবে।
বৈষ্ণব নাচিতে অঙ্গে কণ্টক না লাগে॥
তবে অদ্বৈতাদি মিলি সর্ব্ব ভক্তগণে।
তুলিলেন প্রভুরে ধরিয়া সেই ক্ষণে॥
পড়িল কূপেতে প্রভু তাহা নাহি জানে।
'কি বোল কি কথা' প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে॥
বাহ্য না জানেন প্রভু প্রেমভক্তি-রসে।
অসর্ব্বজ্ঞ-প্রায় প্রভু সবারে জিজ্ঞাসে॥
শ্রীমুখের শুনি অতি-অমৃত-বচন।
আনন্দে ভাসয়ে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ॥
এইমত ভক্তিরসে ঈশ্বর বিহরে।
বিদ্যানিধি আইলেন জানিয়া অন্তরে॥
চিত্তে মাত্র করিতে ঈশ্বর সেই ক্ষণে।
বিদ্যানিধি আসিয়া দিলেন দরশনে॥
বিদ্যানিধি দেখি প্রভু হাসিতে লাগিলা।
'বাপ আইলা, বাপ আইলা' বলিতে লাগিলা॥
প্রেমনিধি প্রেমে হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
পূর্ণ হৈল হৃদয়ের সকল মঙ্গল॥
শ্রীভক্ত-বৎসল গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
প্রেমনিধি বক্ষে করি করেন ক্রন্দন॥
সকল বৈষ্ণববৃন্দ কান্দে চারি-ভিতে।
বৈকুণ্ঠ-স্বরূপ সুখ মিলিলা সাক্ষাতে॥
ঈশ্বর-সহিত যত আছে ভক্তগণ।
প্রেমনিধি প্রতি প্রেম বাঢ়ে অনুক্ষণ॥
দামোদর-স্বরূপ তাঁহার পূর্ব্ব সখা।
চৈতন্যের অগ্রে দুই জনে হৈল দেখা॥
দুই জনে চাহেন দুঁহার পদধূলি।
দুঁহে ধরাধরি ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি॥
কেহো কারে নাহি পারে—দুই মহাবলী।
করায়েন হাসেন গৌরাঙ্গ কুতুহলী॥

তবে বাহ্য পাই প্রভু বিদ্যানিধি প্রতি।
কহে নীলাচলে কত দিন কর স্থিতি॥
শুনি প্রেমনিধি মহা সন্তোষ হইলা।
ভাগ্য হেন মানি প্রভু-নিকটে রহিলা॥
গদাধর-দেব ইষ্টমন্ত্র পুনর্ব্বার।
প্রেমনিধি-স্থানে প্রেমে কৈলেন স্বীকার॥
আর কি কহিব প্রেমনিধির মহিমা।
যাঁর শিষ্য গদাধর—এই প্রেম-সীমা॥
যাঁর কীর্ত্তি বাখানে অদ্বৈত শ্রীনিবাস।
যাঁর কীর্ত্তি বলেন মুরারি হরিদাস॥
হেন নাহি বৈষ্ণব যে তানে না বাখানে।
পুণ্ডরীকো সর্ব্ব-ভক্ত কায়বাক্যমনে॥
অহঙ্কার তান দেহে নাহি তিলমাত্র।
না জানি কি অদ্ভুত চৈতন্য-কৃপাপাত্র॥
যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
গদাধর-শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি॥
বিদ্যানিধি রাখি প্রভু আপন-নিকটে।
বাসা দিলা যমেশ্বরে সমুদ্রের তটে॥
নীলাচলে রহিয়া দেখেন জগন্নাথ।
দমোদর-স্বরূপের বড় প্রেমপাত্র॥
দুই জনে জগন্নাথ দেখে একসঙ্গে।
অন্যোন্যে থাকেন শ্রীকৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
যাত্রা আসি বাজিল, 'ওঢ়ন-ষষ্ঠী' নাম।
নয়া বস্ত্র পরে জগন্নাথ ভগবান্॥
সে দিন মাণ্ড়ুয়া-বস্ত্র পরেন ঈশ্বরে।
তান যেই ইচ্ছা সেইমত দাসে করে॥
শ্রীগৌরসুন্দর লই সর্ব্ব ভক্তগণ।
আইলা দেখিতে যাত্রা শ্রীবস্ত্র-ওঢ়ন॥
মৃদঙ্গ মুহরী শঙ্খ দুন্দুভি কাহাল।
ঢাক দগড় কাড়া বাজয়ে বিশাল॥

সেই দিনে নানা বস্ত্র পরেন অনন্ত।
ষষ্ঠী হৈতে লাগি রহে মকর পর্য্যন্ত ॥
বস্ত্র লাগি হইতে লাগিলা রাত্রি-শেষে।
ভক্তগোষ্ঠী সহিত দেখিয়া প্রেমে ভাসে ॥
আপনেই উপাসক, উপাস্য আপনে।
কে বুঝে তাহান মন, তান কৃপা বিনে ॥
এই প্রভু দারু-রূপে বৈসে যোগাসনে।
স্যাসিরূপে ভক্তিযোগ করেন আপনে ॥
পট্ট-নেত শুক্ল পীত নীল নানা বর্ণে।
দিব্য বস্ত্র দেন মুক্তা রচিত সুবর্ণে ॥
বস্ত্র লাগি হৈলে দেন পুষ্প-অলঙ্কার।
পুষ্পের কঙ্কণ শ্রীকিরীট পুষ্পহার ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ষোড়শোপচারে।
পূজা করি ভোগ দিলা বিবিধ-প্রকারে ॥
তবে প্রভু যাত্রা দেখি সর্ব্ব গোষ্ঠী সঙ্গে।
আইলা বাসায় প্রেমানন্দ-সুখ-রঙ্গে ॥
বাসায়ে বিদায় কৈলা বৈষ্ণব সবেরে।
বিরলে রহিলা নিজানন্দে একেশ্বরে ॥
যার যে বাসায় সবে করিলা গমন।
বিদ্যানিধি দামোদর সঙ্গে অনুক্ষণ ॥
অন্যোন্যে দুঁহার যতেক মনঃকথা।
নিষ্কপটে দুঁহে কহে দুঁহারে সর্ব্বথা ॥
মাণ্ডুয়া-বসন যে ধরিলা জগন্নাথে।
সন্দেহ জন্মিল বিদ্যানিধির ইহাতে ॥
জিজ্ঞাসিলা দামোদরস্বরূপের স্থানে।
মাণ্ডুয়া-বসন ঈশ্বরেরে দেন কেনে ॥
এ দেশে ত শ্রুতি স্মৃতি সকল প্রচুরে।
তবে কেনে বিনা ধোতে মণ্ড-বস্ত্র পরে ॥
দামোদর-স্বরূপ কহেন শুন কথা।
দেশাচারে ইথে দোষ না লয়েন এথা ॥
শ্রুতি স্মৃতি যে জানে সে না করে সর্ব্বথা।
এ যাত্রায় এইমত সর্ব্বকাল এথা ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি না থাকে অন্তরে।
তবে দেখ রাজা কেনে নিষেধ না করে ॥
বিদ্যানিধি বলে "ভাল, করুক ঈশ্বরে।
ঈশ্বরের যে কর্ম্ম, সেবকে কেনে করে ॥
পূজা-পাণ্ডা পশুপাল পড়িছা বেহারা।
অপবিত্র বস্ত্র কেনে ধরে বা ইহারা ॥
জগন্নাথ—ঈশ্বর, সম্ভবে সব তানে।
তান আচরণ কি করিব সর্ব্ব জনে ॥
মণ্ডবস্ত্র-স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি।
ইহা বা না করে কেনে হইয়া সুবুদ্ধি ॥
রাজা পাত্র অবুধ যে ইহা না বিচারে।
রাজাও মাণ্ডুয়া-বস্ত্র দেন নিজ-শিরে ॥
দামোদর-স্বরূপ বলেন শুন ভাই।
হেন বুঝি ওঢ়ন-যাত্রায় দোষ নাই ॥
পরং ব্রহ্ম জগন্নাথরূপ-অবতার।
বিধি বা নিষেধ এথা না করি বিচার ॥"
বিদ্যানিধি বলে "ভাই! শুন এক কথা।
পরং ব্রহ্ম জগন্নাথ-বিগ্রহ সর্ব্বথা ॥
তানে দোষ নাহি বিধি নিষেধ লঙ্ঘিলে।
এ গুলাও ব্রহ্ম হৈল থাকি নীলাচলে ॥
ইহারাও ছাড়িলেক লোক-ব্যবহার।
সবে হইলেন ব্রহ্মরূপ-অবতার ॥"
এত বলি সর্ব্ব পথে হাসিয়া হাসিয়া।
যায়েন যে-হেন হাস্যাবেশ-যুক্ত হৈয়া ॥
দুই সখা হাতাহাতি করিয়া হাসেন।
জগন্নাথ-দাসেরেও আচার দোষেন ॥
সবে না জানেন সর্ব্ব দাসের স্বভাব।
কৃষ্ণ সে জানেন যার যত অনুরাগ ॥

ভ্রমো করায়েন কৃষ্ণ আপন দাসেরে।
ভ্রমচ্ছেদো করে পাছে সদয়-অন্তরে॥
ভ্রম করাইলা বিদ্যানিধিরে আপনে।
ভ্রমচ্ছেদ-কৃপাও শুনিবা এই ক্ষণে॥
এইমত রঙ্গে ঢঙ্গে দুই প্রিয় সখা।
চলিলেন কৃষ্ণ-কার্য্যে যার যথা বাসা॥
ভিক্ষা করি আইলেন গৌরাঙ্গের স্থানে।
প্রভু-স্থানে আসি সবে থাকিলা শয়নে॥
সকল জানেন প্রভু চৈতন্য-গোসাঞি।
জগন্নাথ-রূপে স্বপ্নে গেলা তান ঠাঞি॥
অদ্ভুত দেখিলা বিদ্যানিধি মহাশয়।
জগন্নাথ আসি হৈলা সম্মুখে বিজয়॥
ক্রোধ-রূপ জগন্নাথ বিদ্যানিধি দেখে।
আপনে ধরিয়া তাঁরে চড়ায়েন মুখে॥
দুই ভাই মিলি চড় মারে দুই গালে।
হেন দৃঢ় চড় যে অঙ্গুলি গালে ফুলে॥
দুঃখ পাই বিদ্যানিধি 'কৃষ্ণ রক্ষ' বলে।
'অপরাধ ক্ষম' বলি পড়ে পদতলে॥
"কোন্ অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞি।"
প্রভু বলে "তোর অপরাধের অন্ত নাঞি॥
মোর জাতি মোর সে সেবকের জাতি নাঞি।
সকল জানিলা তুমি রহি এই ঠাঞি॥
তবে কেনে রহিয়াছ জাতি-নাশা-স্থানে।
জাতি রাখি চল তুমি আপন-ভবনে॥
আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ।
তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ॥
আমারে করিয়া ব্রহ্ম, সেবক নিন্দিয়া।
মাণ্ডুয়া-কাপড়-স্থানে দোষ-দৃষ্টি দিয়া॥"
স্বপ্নে বিদ্যানিধি মহাভয় পাই মনে।
ক্রন্দন করেন মাথা ধরি শ্রীচরণে॥

"সব অপরাধ প্রভু ক্ষম পাপিষ্ঠেরে।
ঘাটিলুঁ ঘাটিলুঁ এই বলিল তোমারে॥
যে মুখে হাসিনু প্রভু তোর সেবকেরে।
সে মুখের শাস্তি প্রভু ভাল কৈলে মোরে॥
ভাল দিন হৈল মোর আজি সুপ্রভাত।
মুখ কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাত॥"
প্রভু বলে "তোরে অনুগ্রহের লাগিয়া।
তোমারে করিনু শাস্তি, সেবক দেখিয়া॥"
স্বপ্নে প্রেমনিধি প্রতি প্রেমদৃষ্টি হৈয়া।
রাম কৃষ্ণ দেউলে আইলা দুই ভায়্যা॥
স্বপ্ন দেখি বিদ্যানিধি জাগিয়া উঠিলা।
সব গালে চড় দেখি হাসিতে লাগিলা॥
শ্রীহস্তের চড়ে সব ফুলিয়াছে গাল।
দেখি প্রেমনিধি বলে বড় ভাল ভাল॥
যেন কৈনু অপরাধ তার শাস্তি পাইনু।
ভালই কৈলেন প্রভু, অল্পে এড়াইনু॥
দেখ দেখ এই বিদ্যানিধির মহিমা।
সেবকেরে দয়া যত তার এই সীমা॥
পুত্র যে প্রদ্যুম্ন তাহারেও হেনমতে।
চড় না মারেন প্রভু শিক্ষার নিমিত্তে॥
জানকী রুক্মিণী সত্যভামা আদি যত।
ঈশ্বর ঈশ্বরী আর আছে কত কত॥
সাক্ষাতেই মারে যার অপরাধ হয়।
স্বপ্নের প্রসাদ শাস্তি দৃশ্য কভু নয়॥
স্বপ্নে দণ্ড পায়, কিবা অর্থ-লাভ হয়।
জাগিলে পুরুষ, সে সকল কিছু নয়॥
শাস্তি বা প্রসাদ প্রভু স্বপ্নে যারে করে।
সে যদি সাক্ষাতে লোকে দেখে ফল ধরে॥

তার বড় ভাগ্যবান্ নাহিক সংসারে।
স্বপ্নেও না কহে কিছু অভক্ত-জনেরে॥
সাক্ষাতে সে এই সব বুঝহ বিচারে।
এই যে যবনগণে নিন্দা হিংসা করে॥
তাহারাও স্বপ্নে অনুভব মাত্র চায়।
নিন্দা হিংসা করে দেখি স্বপ্ন নাহি পায়॥
যবনের কি দায়, যে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তাঁরা যত অপরাধ করে অনুক্ষণ॥
অপরাধ হৈলে দুই লোকে দুঃখ পায়।
স্বপ্নেও অভক্ত পাপিষ্ঠেরে না শিখায়॥
স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রভু করেন যাহারে।
সেই মহাভাগ্য হেন মানে আপনারে॥
সাক্ষাতে আপনে স্বপ্নে মারিল তাহারে।
এ প্রসাদ সবে দেখে শ্রীপ্রেমনিধিরে॥
তবে পুণ্ডরীক-দেব উঠিলা প্রভাতে।
চড়ে গাল ফুলিয়াছে দেখে দুই হাতে॥
প্রতিদিন দামোদর-স্বরূপ আসিয়া।
জগন্নাথ দেখে দোঁহে একসঙ্গ হৈয়া॥
প্রত্যহ আইসে স্বরূপ সে দিনো আইলা।
আসিয়া তাঁহাকে কিছু কহিতে লাগিলা॥
"সকালে আইস জগন্নাথ-দরশনে।
আজি শয্যা হইতে নাহি উঠ কি কারণে॥"
বিদ্যানিধি বলে "ভাই! হেথায় আইস।
সব কথা কব মোর এথা আসি বৈস॥"
দামোদর আসি দেখে—তার দুই গাল।
ফুলিয়াছে চড়-চিহ্ন দেখেন বিশাল॥
দামোদর-স্বরূপ জিজ্ঞাসে "এ কি কথা।
কেনে গাল ফুলিয়াছে, কি পাইলে ব্যথা॥"

হাসিয়া বলেন বিদ্যানিধি-মহাশয়।
"শুন ভাই কালি গেল যতেক সংশয়॥
মাণ্ডুয়া-কাপড় যে করিনু অবজ্ঞান।
তার শাস্তি গালে এই দেখ বিদ্যমান॥
আজি স্বপ্নে আসি জগন্নাথ বলরাম।
দুই দণ্ড চড়ায়েন, নাহিক বিশ্রাম॥
"মোর পরিধান-বস্ত্র করিলি নিন্দন।"
এত বলি গালে চড়ায়েন দুই জন॥
গালে বাজিয়াছে যত অঙ্গুলের অঙ্গুরি।
ভালমতে উত্তরো করিতে নাহি পারি॥
এ লজ্জায় কাহারে সম্ভাষ নাহি করি।
গাল ভাল হইলে সে বাহির হৈতে পারি॥
এত কথা অন্যত্র কহিতে যোগ্য নহে।
বড় ভাগ্য হেন ভাই মানিনু হৃদয়ে॥
ভাল শাস্তি পাইনু অপরাধ-অনুরূপে।
এ নহিলে পড়িতাম মহা-অন্ধকূপে॥
বিদ্যানিধি প্রতি দেখি স্নেহের উদয়।
আনন্দে ভাসেন দামোদর মহাশয়॥
সখার সম্পদে হয় সখার উল্লাস।
দুই জনে হাসেন পরমানন্দ-হাস॥
দামোদর-স্বরূপ বলেন শুন ভাই।
এমত অদ্ভুত দণ্ড দেখি শুনি নাই॥
স্বপ্নে আসি শাস্তি করে আপনে সাক্ষাতে।
আর শুনি নাহি সবে দেখিনু তোমাতে॥
হেনমতে দুই সখা ভাসেন সন্তোষে।
রাত্রি দিন না জানেন কৃষ্ণকথা-রসে॥
হেন পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির প্রভাব।
ইহানে সে গৌরচন্দ্র-প্রভু বলে 'বাপ'॥

পাদস্পর্শ-ভয়ে না করেন গঙ্গাস্নান।
সবে গঙ্গা দেখেন, করেন জল-পান॥
এ ভক্তের নাম লৈয়া গৌরাঙ্গ ঈশ্বর।
পুণ্ডরীক নাম ধরি কান্দেন বিস্তর॥
পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-চরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাহারে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম মিলে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীপুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-
চরিত্র-বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

অন্ত্যখণ্ড সম্পূর্ণ।

—:*:—

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীশ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ।
শ্রীশ্রীগৌরভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ। শ্রীশ্রীললিতাদি-সখীবৃন্দেভ্যো নমঃ।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপবাসিবৃন্দেভ্যো নমঃ। শ্রীশ্রীব্রজবাসিবৃন্দেভ্যো নমঃ। শ্রীশ্রীবৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দৌ জয়তাং

ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য।

(অঙ্কে লিখিত সঙ্কেতগুলি প্রথমে মূল-গ্রন্থের পৃষ্ঠা, তৎপরে স্তম্ভ (Colmum) ও তৎপরে পংক্তি (Line) এই হিসাবে ধরিতে হইবে।)

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত—যে গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যরূপী ভগবানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যরূপী ভগবান্‌কে অবলম্বন করিয়া যে গ্রন্থ রচিত।

২।২।৩—"সহস্রেক······বলরাম"—প্রভু বলরাম যে সহস্র-ফণা-ধর অর্থাৎ শ্রীঅনন্তদেব, তাহাই বলিতেছেন।

২।২।৫-৬—"হলধর······মহাধীর"—হলধর-মহাপ্রভু অর্থাৎ শ্রীবলরাম। এখানে সেই বলরামরূপী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে বুঝাইতেছেন। প্রকাণ্ড শরীর—তাঁহার বিশাল দেহ। তিনি মহা-গম্ভীর হইলেও শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর যশোগানে সর্ব্বদাই উন্মত্ত অর্থাৎ ঠিক যেন পাগলের ন্যায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন।

২।২।১৯—"দুই মাস ....নাম"—বসন্তকালান্তর্গত দুই মাস—চৈত্র ও বৈশাখ। মাধব অর্থাৎ বৈশাখ মাস এবং মধু অর্থাৎ চৈত্র মাস।

৩।১।২১—"চারি বেদে···চরিত"—লোকে যেমন নিজের অতি-প্রিয় বস্তুকে গোপন করিয়া রাখে, কাহাকেও সহজে দেখিতে বা জানিতে দেয় না, তদ্রূপ শ্রীবলরামের চরিত্র বেদসমূহের অতি-প্রিয় বলিয়া, বেদে উহা গুপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যেন সহজে কেহ বুঝিতে না পারে।

৩।১।২৩-২৪—"মূর্খ দোষে······অপ্রমাণ"—মূর্খলোকে পুরাণাদি শাস্ত্র-সমূহ বুঝিতে পারে না বলিয়া উহা পাঠ করে না, সুতরাং তাহারা শাস্ত্রের কিছুই জানে না; এই দোষেই তাহারা শ্রীবলরামের রাসলীলাকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করে না; কিন্তু বলরামের এই রাসক্রীড়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা যে সত্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

৩।২।২০-২১—"ভাগবত ··বর্জ্জিত"—শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি শুনিয়াও, শ্রীবলদেবে যাহার প্রীতি না জন্মে, বিষ্ণু-বৈষ্ণবে তাহার কিছুমাত্র প্রীতি নাই বুঝিতে হইবে। যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে বিষ্ণু-বৈষ্ণবে প্রীতি জন্মে, সে তাহাতে বঞ্চিত অর্থাৎ সেই ভক্তি-পথ আশ্রয় করা তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তাহার বিষ্ণু-বৈষ্ণব-প্রীতি-বিহীন জীবনই বৃথা।

৩।২।২৪—"এবে···নাচে"—নপুংসকগণ অর্থাৎ হিজ্‌ড়েরা যেমন রতি-রসের কোনরূপ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, কেবলমাত্র উদ্দেশে পড়িয়া, নানারূপ ভাবভঙ্গী সহকারে নৃত্য ও আস্ফালন করে, তদ্রূপ কেহ কেহ শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বা ভালরূপে শাস্ত্র না পড়িয়াই 'বলরামের রাস শাস্ত্রে নাই' বলিয়া লম্ফ ঝম্ফ করিতে থাকে। এরূপ লোক নপুংসকেরই তুল্য; নপুংসকগণের যেমন রতিরস বা রতিক্রীড়ার আনন্দ উপভোগ করিবার ভাগ্য নাই, তদ্রূপ শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া

শাস্ত্রাস্বাদনের বিমল আনন্দ উপভোগ করিবার ভাগ্যও এ সকল লোকের নাই।

৪।১।১৭-১৮—'অনন্তের…কুতূহলী'—যে গরুড় পরমানন্দ-ভরে শ্রীকৃষ্ণকে অবলীলাক্রমে বহন করিতে সমর্থ, সেই অসীম প্রতাপশালী শ্রীগরুড়-মহাশয় যে অনন্তদেবের অংশ, সেই অনন্তদেবই সাক্ষাৎ এই মহামহিমান্বিত শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু।

৪।১।২৩-২৪—"আদিদেব……..সব"—সাক্ষাৎ বলদেবরূপী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুই আদিদেব অর্থাৎ সকল দেবতার আদি; তিনি মহাযোগী অর্থাৎ মহাযোগেশ্বর; তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপী শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অভিন্নাত্মা; তিনি বৈষ্ণব অর্থাৎ তিনি সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত ভক্ত, এবং তিনি মহিমার অন্ত অর্থাৎ তাঁহার মহিমার সীমা পরিসীমা নাই। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু যে কি বস্তু, তাহা অথবা তাঁহার এই সমস্ত তত্ত্ব সকলে জানে না।

৫।১।২৯-৩০—"শুদ্ধ-সত্ত্ব-মূর্ত্তি……কুতূহলী"—যিনি জীবের প্রতি অশেষ-করুণা-বশে বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণময় শ্রীবিগ্রহ ধারণ করেন, যাঁহার শ্রীবিগ্রহে সমস্ত বস্তুই বিরাজিত রহিয়াছে; যিনি অলৌকিক লীলা করিয়া থাকেন এবং যাঁহার লীলা-ভঙ্গীর কণা-মাত্র শিক্ষা ও অনুকরণ করিয়া মহাবলবান্ সিংহ কৌতুহলক্রমে নিজ-জনের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়।

৫।২।৫-১৮—"শেষ………বাছে"—শেষ অর্থাৎ শ্রীঅনন্তদেব। শ্রীঅনন্তদেব তদীয় সহস্র ফণার একটীমাত্র ফণার উপর সসাগরা পৃথিবীকে একটী বিন্দুর ন্যায় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার সেই ফণার উপরে কিছু আছে বলিয়াই তিনি অনুভব করিতে পারেন না। সেই আদিদেব মহীধর অর্থাৎ শ্রীঅনন্ত মহাশয় সহস্র-বদনে অবিরত কৃষ্ণ-যশ কীর্ত্তন করিতেছেন, তথাপি যশের অন্ত পান না। শ্রীকৃষ্ণের যশেরও যেমন অন্ত নাই, সেইরূপ অনন্তের শ্রীমুখে সেই যশ-কীর্ত্তনেরও অন্ত নাই, দুইই পরম বলবান্, কাহারও হারি-জিত নাই, কাহারও জয়ের ভঙ্গ নাই অর্থাৎ দুইই যেন পরস্পরকে জয় করিয়াই চলিয়াছে। অনাদিকাল হইতে অদ্যাবধি শ্রীঅনন্তদেব সহস্র বদনে শ্রীচৈতন্যের যশোগান করিতেছেন, তথাপি অন্ত পান না; সেই কৃষ্ণযশ-সমুদ্রের পরপার 'নাগ বলি' অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া তিনি বেগে ধাবিত হন, কিন্তু সেই যশ-সাগরের আর কূল কিনারা পান না, উহা উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে।

৫।২।২০-২২—"কি আরে……..দেখিছে"—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণে কি কলহই বাধিয়া গিয়াছে; একদিকে কৃষ্ণ-যশেরও যেমন অন্ত নাই, ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই বলরামও শ্রীঅনন্তরূপে অনন্ত কাল ধরিয়া সেই যশ নিরবধি গান করিতেছেন, তথাপি অবধি পাইতেছেন না, ঐ যশোগানও ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে, এ দুইয়েতে পরস্পর যেন হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছে; আর ব্রহ্মা-মহেশ্বরাদি দেবগণ, সিদ্ধগণ, যোগিগণ, মুনিগণ—সকলে পরম রঙ্গে এই মহা-কৌতুক দেখিতেছেন ও কৃষ্ণ-যশ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন।

৬।২।৩-৪—"সর্ব্ব………..আমার"—পূজ্যপাদ শ্রীগ্রন্থকার মহোদয় বলিতেছেন যে, শ্রীচৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাই, কেহ ইহা বলিয়া শেষ করিতে পারে না, কিন্তু আমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে, আমি তাহা তিন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া শেষ করিলাম। শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনা করিতে যাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার কার্য্য ও অপরাধের কথা বটে, কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোনও হাত নাই, কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই, কৃপাময়

শ্রীগৌরচন্দ্র ও তাঁহার ভক্তগণ আমাকে যাহা করাইতেছেন তাহাই করিতেছি, যাহা লিখাইতেছেন তাহাই লিখিতেছি। অতএব তাঁহাদের শ্রীচরণে আমি বারম্বার নমস্কার করিতেছি, আমার যেন ইহাতে কোনও অপরাধ না হয়।

৬।২।২২—"জন্মিলা......আগে"—সঙ্কীর্ত্তন সম্মুখে করিয়া অর্থাৎ গ্রহণচ্ছলে অগ্রে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন প্রচার করিয়া, ঈশ্বর অবতীর্ণ হইলেন।

৭।২।৪—"কিছু .....ব্যাস"—পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে, শ্রীভগবানের লীলা বর্ণনা করিতে একমাত্র শ্রীব্যাসদেবই সমর্থ এবং অন্যে যাহা কিছু করেন, তাহাও সেই ব্যাসদেবের শক্তিতেই করিয়া থাকেন। যেমন ভাল লোকে কোনও উৎকৃষ্ট বস্তু বা খাদ্যদ্রব্য পাইলে তাহা একাকী উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন না, তদ্রূপ শ্রীভগবানের লীলা এতই মধুর যে, সাধু-পুরুষগণ উহা একাকী আস্বাদন করিয়া পরিতুষ্ট হন না, অন্যকেও আস্বাদন করাইয়া তৃপ্তি লাভ করেন। এ নিমিত্ত শ্রীভগবানের পরম মধুর অনন্ত লীলা পূর্ব্ব মহাজনগণ নিজে কিছু কিছু বর্ণনা করিয়া পরবর্ত্তী মহাত্মাগণের জন্য কিছু কিছু রাখিয়া যান। সুতরাং গ্রন্থকার-মহোদয় 'ব্যাস' এই শব্দ দ্বারা ব্যাস-শক্তির বলে শ্রীভগবল্লীলা-বর্ণনে শক্তিমান্ মহাপুরুষগণকেই বুঝাইতেছেন। পরবর্ত্তী গ্রন্থকার পরমারাধ্যপাদ শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী প্রভুই "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীবৃন্দাবন দাস-ঠাকুরের উল্লিখিত "ব্যাসদেব" হইতেছেন।

৭।২।৫-৬—"বাল্যলীলা......বিলাস"—বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গয়া-গমন পর্য্যন্ত যে সমস্ত লীলা, তাহাই আদিখণ্ড মধ্যে পরিগণিত।

৭।২।৭-৮—"মধ্যখণ্ডে......ভৃঙ্গ"—শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তন-বিলাসাদি অলৌকিক লীলা দ্বারা স্বীয় ভক্তগণ সমীপে প্রকাশ হইলেন। ভক্তগণ তখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের প্রভুই স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন; এ সমস্ত কথা মধ্যখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। 'গৌরসিংহ' অর্থে বুঝিতে হইবে যে, সিংহ যেমন করী দলন করে, তদ্রূপ শ্রীগৌররূপ সিংহও মানব-হৃদয়ের পাপরূপ হস্তী বিধ্বংস করেন।

৭।২।১৫—"নিত্যানন্দ......মধ্যখণ্ডে"—যেহেতু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু তখন সন্ন্যাসী, তজ্জন্য সন্ন্যাসিগণের নিয়মানুসারে তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ব্যাস-পূজা করিলেন। ইহা মধ্যখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

৮।২।১৩-১৪—"কীর্ত্তন.........বিলাস"—কীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত লীলা মধ্যখণ্ড মধ্যে পরিগণিত।

৯।১।২—"শেষখণ্ডে........অধিকারী"—মহা-প্রভুর অন্ত্যলীলায় শ্রীনীলাচলে এই দুই জন প্রধান পাত্র তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।

৯।১।২২—"দবির-খাস"—নবাব-দত্ত উপাধি। ইনিই শ্রীরূপ গোস্বামী।

৯।১।২৪—"শেষে.....সনাতন"—'দবির-খাস' ও 'শাকর-মল্লিক' এই দুই নাম ঘুচাইয়া যথাক্রমে 'রূপ' ও 'সনাতন' নাম রাখিলেন।

৯।১।৩০—"করিলেন.....রস"—জীব উদ্ধারের নিমিত্ত দেশ-ভ্রমণ করিলেন।

৯।২।১৬—"তিনি......গাইয়া"—তিন খণ্ডে এই লীলা কিছু বিস্তারিত-রূপে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব।

১০।১।৭-৮—"অবিজ্ঞাত.....সুব্যক্ত"—দুই ভাই অর্থাৎ শ্রীগৌর নিত্যানন্দ এবং তাঁহাদের ভক্তগণকে কেহই সহজে চিনিতে পারে না, কিন্তু তাঁহারা কৃপা করিয়া তাঁহাদিগের তত্ত্ব জানাইয়া দেন।

১০।২।১—"অচিন্ত্য......লীলা"—কৃষ্ণের অবতার ও লীলা অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তার অতীত—চিন্তা দ্বারা ধারণা করা যায় না, এবং উহা অগম্য অর্থাৎ জ্ঞানাদি দ্বারা বোধগম্য হইবার নহে।

১১।২।২৯-৩০—"হাড়াই..............ব্যাজ"—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যদিও মূলে সকলেরই পিতা, তথাপি লীলাচ্ছলে হাড়াই পণ্ডিত নামক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে পিতৃত্বে বরণ করিয়া (অবতীর্ণ হইলেন)।

১২।১॥১—"শ্রীবৈষ্ণব-ধাম"—শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-

১২।১।১৪—"যে.........কদাচিত"—পাণ্ডবেরা যে দেশে কখনও গমন করেন নাই, তাহার নাম 'পাণ্ডব-বর্জ্জিত' দেশ। এরূপ দেশ অপবিত্র বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

১২।২।৭—"ত্রিবিধ......লক্ষ"—প্রত্যেক জাতিরই বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই ত্রিবিধ বয়সের লক্ষ লক্ষ লোক বাস করেন।

১২।২।১৮—"প্রথম.........আচার"—ভবিষ্যতে যেরূপ অনাচার হইবে, কলির প্রথম ভাগেই তাহার নমুনা পরিদৃষ্ট হইল।

১৩।১।১২—"নিরবধি......ব্যাখ্যান"—সর্ব্বদাই বিদ্যা ও কুলের প্রাধান্য বিষয়েই কথোপকথন করেন।

১৩।১।২১-২২—"ত্রিভুবনে......সার"—যেখানে যত শাস্ত্র আছে, তদ্দ্বারা তিনি এই বুঝাইয়া দেন যে, সর্ব্ব শাস্ত্রেই বলিতেছে 'শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি করাই সার পদার্থ'।

১৩।২।২৫—"চারি ভাই" অর্থাৎ শ্রীবাস, শ্রীরাম (রামাই), শ্রীনিধি ও শ্রীপতি।

১৪।১।৬—"কেহো......অবতার"—তাঁহারা যে ঈশ্বরের পার্ষদ ও এখনও সেই পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে কথা তাঁহারা নিজে জানেন না।

১৫।১।২৯-৩০—"ধর্ম্ম......অন্তরে"—ধর্ম্ম বিদূরিত হইয়া অধর্ম্মের প্রভাব হইলে ভক্তগণ দুঃখ পায়, ইহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন।

১৬।২।৫—"সর্ব্ব......সঙ্গে"—সমস্ত লীলা, মাধুর্য্য ও রস-চাতুর্য্য সঙ্গে লইয়া।

১৭।২।১৮-১৯—"রাহু......বানা"—চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলেন, তন্নিবন্ধন শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের সুধা-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তন ও হরিধ্বনি হইতে লাগিল, আর সেই হরিনামের প্রভাবে সকলে কলিকে দলন করিবার অর্থাৎ কলিকাল জনিত সমস্ত পাপরাশি বিধ্বংস করিবার জয়-পতাকা বান্ধিতে লাগিলেন।

১৮।১।৫—"আব্রহ্ম ভরি"—ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া।

১৮।১।১৫—"চারি-বেদ-শির-মুকুট"—সর্ব্ববেদ-শিরোমণি; সর্ব্ব-বেদ-পূজ্য।

১৮।১।২৭—"সব......লোভে"—সমস্ত অঙ্গেরই সৌন্দর্য্যে জগদ্বাসীর মন হরণ করে।

১৮।২।২০—"কারো হাতে ছাতি"—কেহ ছত্র ধরে।

১৯।১।২—"দুন্দুভি ডিণ্ডিম"—বাদ্য-বিশেষ।

১৯।২।১১—"কি.........স্ফুরে"—আনন্দে এরূপ আত্মহারা হইয়াছেন যে, কি করিব কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

২০।১।৭-৮—"সর্ব্বভূত ....ইহানে"—ইনি সর্ব্ব-জীবের প্রতি দয়ালু, ইঁহাকে দর্শন করিলে বৈরাগ্য উদয় হয় এবং ইঁহার প্রতি সমগ্র জগতের প্রীতি স্থাপিত হইবে।

২০।২।১৯-২০—"লোকে ....যায়"—লোকে দেখিতেছে যেন কেবল শচী-গৃহেই এইরূপ আনন্দ হইতেছে, কিন্তু তাহা নহে, সমগ্র নবদ্বীপেই এইরূপ আনন্দ হইতেছিল; এ আনন্দ বর্ণনাতীত।

২১।১।৫-৬—"ঈশ্বরের......চরিত্র"—শ্রীভগবানের জন্মতিথি যেরূপ পবিত্র, তাহার ভক্তগণের জন্ম-তিথিও তদ্রূপ পবিত্র।

২১।১।১৩-১৪—"এ......বেদ"—শ্রীভগবানের এই যে সমস্ত লীলা, ইহা নিত্য—ইহার কখনও বিরাম নাই, ইহা অবিচ্ছিন্ন-ভাবেই চলিতেছে। যখন তিনি ইহ জগতে অবতীর্ণ হন, তৎকালে তাঁহার

লীলা জীবের নয়ন-গোচর হইয়া থাকে; কিন্তু যখন তাঁহার অন্তর্দ্ধান হয়, তখনও ঐ লীলা আমাদের অগোচরে অবিশ্রান্ত-ভাবে চলিতে থাকে।

২২।১।৩—"বালক-উত্থান-পর্ব্ব"—জাত-শিশুর ৩য় বা ৪র্থ মাসে এই সংস্কার করিতে হয়। ইহা দশবিধ সংস্কারের অন্তর্গত "নিষ্ক্রামণ" নামক সংস্কারের নামান্তর।

২২।২।১-২—"রক্ষা……লঙ্ঘিবারে"—রক্ষা-কবচ দেওয়া ছিল বলিয়া, শিশুর কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

২৩।২।৩০—"সংসার……লঙ্ঘনে"—সংসাররূপ সর্প তাহাকে দংশন করিতে পারে না অর্থাৎ তাহাকে সংসারের মায়ায় আবদ্ধ করিতে পারে না।

২৪।২।২৯—"নিজ……করে"—ইহা স্বাভাবিক, যেহেতু আত্মাকে সকলেই ভালবাসে, আবার শ্রীভগবান্ হইতেছেন সকলেরই আত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা; সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসাই স্বাভাবিক।

২৫।১।১৬—"এইমতে……মনকলা"—এইরূপে মনে মনে কলা খাইতেছে অর্থাৎ কত কি লইব বলিয়া তাহারা মনে মনে আশা করিতেছে, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছে না যে, তাহাদের কপালে কিছুই জুটিবে না।

২৫।১।১৭—"নিজ-মর্ম্মস্থানে"—নিজের অভিপ্রেত স্থানে।

২৬।১।৬—"দৈবে……আপনি"—শিশু, বৃদ্ধ ও অনাথকে বিধাতা স্বয়ং রক্ষা করেন।

২৬।১।১৪—"অলক্ষিতে……করে"—তিনি যে কি বস্তু তাহা লোকে না বুঝিতে পারে, এইরূপ ভাবে নানা প্রকারে তিনি স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন।

২৬।২।১৯—"কণ্ঠে………শালগ্রাম"—তাঁহার গলদেশে বালগোপাল ও শালগ্রাম-শিলা ভুষণ-স্বরূপ সংলগ্ন রহিয়াছেন। বিদেশ-ভ্রমণ কালে গলদেশেই ঝুলাইয়া লইতে হয়।

২৭।১।১১-১৬—"সন্তোষে……শ্রীগৌরসুন্দর"—এতদ্দ্বারা শ্রীগৌরচন্দ্র ইহাই বুঝাইলেন যে, তিনিই সেই স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

২৮।১।৩-৮—"হাসিয়া……তান"—এই সমস্ত কথা দ্বারা তিনি যে গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রকারান্তরে প্রকাশ করিলেও, তাঁহার এমনই মায়ার প্রভাব যে, কেহ তাহা বুঝিতে পারে না।

২৮।১।১৩-১৮—"সেই……………হাসিতে"—এতদ্দ্বারাও শ্রীগৌরসুন্দর যে নন্দ-নন্দন শ্রীগোপাল-দেব হইতে অভিন্ন, তাহাই তিনি প্রকাশ করিলেন।

২৮।১।২৭-২৮—"মিশ্র বলে…………আর্য্য"—জগন্নাথ মিশ্র ক্রোধ-ভরে বলিতে লাগিলেন "নিমাই! দাঁড়া, আজ তোর উচিত শাস্তি দিতেছি। আমি যদিও তোর চেয়ে অনেক বিজ্ঞ, তথাপি তুই মনে করিস্ 'আমি বড় বোকা'—না?

২৯।১।৫—"শোধিতে"—পবিত্র করিতে।

২৯।২।৪—"তথাপিহ……খাইবার"—এতদ্দ্বারা কৃষ্ণে দৃঢ় বিশ্বাস প্রদর্শিত হইতেছে অর্থাৎ আমরা খাই, পরি, চলি, বলি, শুই ইত্যাদি যাহা কিছু করি সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছায় করিতেছি, তিনি যেরূপ করাইতেছেন তাহাই করিতেছি, এরূপ বিশ্বাসই দৃঢ় বিশ্বাস।

৩০।১।১৯-২০—"মোর…………স্থান"—'মোর মন্ত্র' অর্থে শ্রীগোপালমন্ত্রকে বুঝাইতেছে, কেননা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঐ তৈর্থিক ব্রাহ্মণ ষড়ক্ষর গোপল-মন্ত্রের উপাসক। ঐ বিপ্রের 'গোপালমন্ত্র'-জপে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে দর্শন দিয়া এই বুঝাইলেন যে, তিনিই সেই বৃন্দাবনের নন্দের গোপাল, তিনিই সেই মা যশোদার ননীচোরা গোপাল। গোপাল-মন্ত্র জপ করায় শ্রীগৌরসুন্দর

আসিলেন বলিয়া তাঁহার সেবাপূজার পৃথক্ মন্ত্রাদি নাই, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে না। প্রকট লীলায় তিনি যে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ইহা তিনি না বুঝাইয়া দিলে, না দেখাইয়া দিলে, না প্রকাশ করিলে, কাহার সাধ্য উহা জানিতে পারে? সুতরাং আত্ম-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে এইরূপ লীলা করিতে হইয়াছে বলিয়া তাঁহার পূজাদির পৃথক্ মন্ত্রাদি নাই এরূপ কল্পনা করা সমীচীন হইতে পারে না। প্রকট লীলায় ভক্তগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছিলেন, সুতরাং তৎকালে পৃথক্ মন্ত্রের প্রয়োজন নাও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অপ্রকট লীলায় তাঁহার পৃথক্ মন্ত্রাদি না হইলে কিরূপেই বা তাঁহার সেবা পূজা করিব, আর তাহা না করিতে পারিলে কিরূপেই বা তাঁহার দেবদুর্ল্লভ শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিব? শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা পূজা আরাধনার পৃথক্ মন্ত্রাদি দ্বারা তাঁহার উপাসনা-পদ্ধতি তৎপার্ষদগণ কর্ত্তৃক পরে প্রচারিত হয় এবং তদবধি ভক্তগণ সেই পৃথক্ গৌর-মন্ত্রাদি দ্বারা তাঁহার সেবা পূজা করিয়া আসিতেছেন। এই প্রথাই সৎ-সমাজে প্রচলিত। শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিতে হইলে যেমন রাম-মন্ত্রের, নৃসিংহদেবের পূজা করিতে হইলে যেমন নৃসিংহ-মন্ত্রের, বাল-গোপালের পূজা করিতে হইলে যেমন গোপাল-মন্ত্রের আবশ্যক হয়,—কেন হয়, ইঁহারা সকলে ত একই বস্তু—তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করিতে হইলেও যে গৌর-মন্ত্রের আবশ্যক, ইহাতে প্রশ্ন করিবার কি আছে?

৩১।১।১১-১২—"সঙ্কীর্ত্তন...........প্রচার"—জন্মগ্রহণকালে আমি গ্রহণ-ব্যপদেশে চতুর্দ্দিকে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করাইয়াছিলাম, সুতরাং সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াই আমি অবতীর্ণ হইয়াছিলাম; সেই সঙ্কীর্ত্তনই আমি সর্ব্ব দেশে প্রচার করিব।

৩১।১।২৮—"আপনা সম্বরি"—আপনার তৎ-কালীন ভাব গোপন করিয়া; আপনাকে সামলাইয়া লইয়া।

৩২।২।২০—"হেন......বেদ"—এমন কথা বলে যাহাতে লোকেও নিন্দা করে এবং যাহা শাস্ত্র-বিহিতও নহে।

৩৩।১।৭-৮—"দুই........আমার"—দুই বিপ্র তখন বলিলেন, বাপ! তুমি সব নৈবেদ্য খাও; তুমি খাইলে কৃষ্ণকেই আমাদের সব খাওয়ান হইল। দুই বিপ্র তখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কৃষ্ণই এই শিশুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৩৩।২।১—"প্রভু-বলে" অর্থাৎ প্রভুর জোরে।

৩৪।২।৫—"অলক্ষিতে......... বোল"—হঠাৎ কাণের কাছে আসিয়া খুব জোরে চীৎকার করে।

৩৫।১।২১—"বাড়ি"—ঠেঙ্গা।

৩৫।২।১১—"সেহ পুত্র তোমা সবাকার"—সেও তোমাদের সকলেরই পুত্রের তুল্য।

৩৫।২।১২—"যদি......আমার"—আমার দিব্য, যেন তাহার কোনও অপরাধ লইও না।

৩৬।২।৪—"নাহি সমুচ্চয়"—বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

৩৭।১।২৩-২৬—"আর্য্যা...... ..নড়ে"—লোকে বৈষ্ণব দেখিলে ছড়া কাটিয়া বলিতে থাকে যে, কি সন্ন্যাসী, কি সতী, কি তপস্বী ইহারা সকলেই ত মরিয়া যাইবে, তবে কেন ইহারা কিছুমাত্র ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ না করিয়া, তীর্থভ্রমণ, সতীত্বরক্ষা, তপাচরণ প্রভৃতি কঠোর ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক অনর্থক আত্মাকে কষ্ট দিয়া মরে? সেই লোকই ত ভাগ্যবান্ যে দোলা চড়িয়া বেড়ায়, ঘোড়া চড়িয়া বেড়ায়, বিবিধরূপে বিলাস ও উপভোগ করে এবং যার আগে পাছে দশ বিশ জন লোক চলে। এখানে বুঝিতে হইবে যাহারা এরূপ বলে, তাহারা পরকাল মানে না, তাহারা মনে করে এই জীবনে যাহা উপভোগ

করিয়া লইতে পারিলাম তাহাই সত্য, পরলোকে সুখ দুঃখ ভোগ আবার কি ? ইংরাজিতেও ঠিক এইরূপ একটি কথা আছে—"Eat, drink and be merry, for to-morrow we shall die". যাহারা পরকাল মানে না, ঈশ্বরের ধার ধারে না, তাহাদিগেরই এই সমস্ত কথা—তাহারা ইহ জীবনের ভোগ বিলাসাদিই সত্য বলিয়া মনে করে, পরলোক বা পুনর্জন্ম বা তৎকালে কর্ম্মফলের ভোগাদি তাহারা স্বীকার করে না। এই শ্রেণীর লোক ভগবদ্বিমুখ, ইহাদিগের সঙ্গ অকর্ত্তব্য।

৩৮।১।৯-১৪—"দেখি.........লয়"—সেই বিশ্ব-বিমোহন রূপ দেখিয়া ভক্তগণ চমকিত হইয়া একদৃষ্টে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের কি অবস্থা হইল—না তাঁহারা ধ্যানমগ্ন মুনি ঋষির ন্যায় নিশ্চল হইয়া কৃষ্ণকথার আলোচনা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়া ইনিই যে আমার প্রাণের প্রভু তাহা জানিতে বা বুঝিতে না পারিলেও, তাঁহার রূপ দর্শন মাত্রেই মুগ্ধ হইয়া যাওয়া ভক্তগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীভগবান্‌কে অনুভব না করিতে পারিলে যেমন যোগী, ঋষি, তপস্বিগণের চিত্তের সমাধি হয় না অর্থাৎ চিত্ত তন্ময় হয় না, ভক্তগণের সেরূপ নহে—শ্রীভগবানের রূপ দর্শন মাত্রেই তাঁহাদের চিত্তে 'লয়' অর্থাৎ সমাধি উপস্থিত হইয়া থাকে—তাঁহারা তন্ময় হইয়া যান।

৩৮।২।৩-৬—"শ্রীশুক......ততক্ষণ"—শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতকে বলিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন; পরমাত্মা শ্রীভগবান্‌ই সকল দেহে জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং তিনিই সমস্ত দেহের স্বামী। জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করিলে সে দেহ বৃথা হইয়া যায়, সুতরাং আত্মীয় স্বজনগণ তখন তাহাকে ফেলিয়া দেয়।

৩৮।২।১১-১২—"এহো......করয়ে"—পরমাত্মা শ্রীভগবানের প্রতি সমধিক স্নেহ করা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলেও, কেবল ভক্তগণই তাঁহাকে স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা এবং নিজের প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর ভাল বাসিয়া থাকেন ও তদ্গতচিত্ত হইয়া যান; অন্যের এরূপ হয় না, কারণ তাহা হইলে সকলেই স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি মমতা শূন্য হইয়া পড়িত এবং শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর কাহাকেও ভলবাসিতে পারিত না, তাহা হইলে সৃষ্টি ত রক্ষা হয় না; সুতরাং সৃষ্টি-রক্ষার নিমিত্ত ইহাও তাঁহারই মায়া-বিস্তার।

৩৯।২।২৪—"নিত্যানন্দ......শরীর"—যে বিশ্ব-রূপ শ্রীনিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন।

৪১।১।২৪-২৫—"অনায়াসে........ধনে"—কৃষ্ণ-ভজন করিলে বিনা কষ্টে মরণ ও বিনা দুঃখে জীবন-যাপন ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, বিদ্যা কিম্বা অর্থ দ্বারা তাহা হয় না।

৪১।১।২৮-৪১।২।২—"যার.........তারে"—যার ঘরে উপভোগ করিবার সমস্ত বস্তুই রহিয়াছে, কিন্তু তার এমন একটী রোগ জন্মিল যে, তজ্জন্য সে কিছুই উপভোগ করিতে পাইল না, কাজে কাজেই দুঃখে পুড়িয়া মরিতে লাগিল। সুতরাং যার কিছু নাই, তার চেয়েও এইরূপ ব্যক্তি অধিক দুঃখী।

৪২।১।৬—"লঘী........পারে"—ইহাতে ছোট বড় গৃহস্থ কেহই প্রভুর কিছু করিতে পারে না।

৪২।১।২২—"কনক...........গন্ধে"—সোণার পুতুলকে যেন কৃষ্ণ অগুরু মাখাইয়াছে।

৪২।২।২—"সর্ব্বত্র......জ্ঞান"—সর্ব্বত্র আমার সম জ্ঞান হয়। বিষ্ঠা-চন্দন, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থই আমি সম-দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। এতাদৃশ সমদৃষ্টি একমাত্র শ্রীভগবানেই সম্ভবে। সুতরাং এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ তাহাই তিনি ছলে প্রকাশ করিলেন।

৪২।২৪—"দত্তাত্রেয়-ভাব"—অত্রি মুনি শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন যে "হে ভগবন্! যেন তোমার মত একটী পুত্র পাই। ভগবান্ তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং দেখিলেন যে তিনি ভিন্ন তাঁহার মত কেহই হইতে পারে না। সুতরাং তিনি নিজেই অত্রি মুনির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। অত্রি মুনিকে নিজেকে পুত্ররূপে দান করিলেন বলিয়া "দত্ত" এবং অত্রি মুনির পুত্র বলিয়া আত্রেয়, তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম হইল 'দত্তাত্রেয়'। ইনি যদু, হৈহয় প্রভৃতি নৃপতিগণকে যোগতত্ত্ব ও জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেন। ইনি সর্ব্বত্র সমদর্শী ও ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং দত্তাত্রেয়-ভাবের অর্থ হইতেছে—দত্তাত্রেয়ের ন্যায় সর্ব্বত্র সমদর্শী ও ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন।

৪২।২।১১-১২—'আমার......বুঝি"—শুচি বা অশুচি আমার কল্পনা মাত্র অর্থাৎ আমি যাহাকে শুচি করিয়াছি সেই শুচি, আর যাহাকে অশুচি করিয়াছি সেই অশুচি। অতএব বুঝিয়া দেখ, ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার কোন দোষ নাই, আমারই নির্দ্দেশানুসারে তিনি শুচি বা অশুচির পার্থক্য করিয়াছেন।

৪২।২।১৩-১৪—"লোক........রয়"—এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু অতি অলক্ষিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন অর্থাৎ বলিতেছেন যে, যদি বা কোনও দ্রব্য লোকের মতে বা বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রের মতে অশুদ্ধ হয়, তথাপি ঈশ্বর আমি, আমি স্পর্শ করিলেও কি আর তাহা অপবিত্র থাকিতে পারে?

৪২ ২।২২—"তথাপি..............বশে"—তাঁহার মায়ার এমনই প্রভাব যে, তিনি প্রকারান্তরে নিজ-তত্ত্ব ব্যক্ত করিলেও, মায়া-মুগ্ধ হইয়া কেহ তাহা বুঝিতে পারে না।

৪৩।২।১-২—"প্রাকৃত......হৃদয়ে"—এ বালক কখনও সাধারণ বালক নহে—এই শিশু অপ্রাকৃত বস্তু অর্থাৎ ভাবান্তরে বলিয়া দিলেন যে, এই শিশু শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্‌কে যেমন নিরবধি পরমাদরে হৃদয়ে রাখিতে হয়, ইহাকেও সেইরূপে হৃদয়ে রাখিও।

৪৩।২।২২—"বেদ... , ...পুরাণে"—বেদ-ব্যাস দ্বারা বেদে ও তদনুগত পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রেই বর্ণিত হইবে। গ্রন্থকর্ত্তা বেদ পুরাণ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা শ্রীভগবল্লীলা-বর্ণনকারী গ্রন্থমাত্রকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থের স্থলে স্থলে তিনি যে এইরূপে বেদ, পুরাণাদি শাস্ত্রবাচক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি ভবিষ্যৎ মহাজনগণ কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাগ্রন্থ সমূহকেই বুঝাইতেছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ সমূহই তাঁহার এবম্প্রকারে উল্লিখিত বেদ, পুরাণাদি পর্য্যায়ভুক্ত বুঝিতে হইবে। কেবল এই স্থলেই 'বেদ' শব্দ দ্বারা বেদ-ব্যাস বুঝাইতেছে।

৪৪।১।২১-২৪—"দ্বিজপত্নী...... , ...হাসে"—ব্রহ্মাণী, ভবানী, প্রভৃতি দেবীগণ এবং মুনি ঋষিগণের পতিব্রতা নারীগণ সকলেই ত মহাপ্রভুর পার্ষদ-পত্নীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে মহাপ্রভুর বামন-রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পরম সন্তোষ সহকারে তাঁহার ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন।

৪৪।২।২০—"সকৃৎ......ধরেন"—একবার মাত্র শুনিলেই তাঁহার সমস্ত বোধগম্য হইয়া যায়।

৪৫।২।২—"শুদ্ধি"—অভিপ্রায়, মর্ম্ম।

৪৬।১।১৯-২২—"যেমতে......মানে"—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র যেরূপ তদ্গতভাবে পুত্রের রূপামৃত পান করেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি যেন সশরীরে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিলেন। সাযুজ্য মুক্তিতে জীব ভগবানের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। মিশ্রদেব যখন পুত্রের রূপামৃত পান করেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন সাযুজ্য-

মুক্তি-লাভের ন্যায় একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মিশ্রদেব পুত্রের রূপামৃত পান করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করেন, সাযুজ্য-মুক্তি-সুখ তাহার কোথায় লাগে? ভক্তগণ অবশ্য সার্ষ্টি, সামীপ্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির কোনটীই কামনা করেন না, এমন কি শ্রীভগবান্ স্বয়ং দিতে চাহিলেও, তাঁহারা উহা বিষবৎ পরিত্যজ্য বোধে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন, যেহেতু তাঁহারা জানেন যে শ্রীভগবৎ-সেবায় যে অপূর্ব্ব অপার ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, মুক্তিতে তাহার কণা-মাত্রও লাভ করা যায় না।

৪৭।২।১৫-১৬—"ব্রহ্মা......হেলে"—যে জিনিষ ব্রহ্মা-শিবাদিরও দুর্ল্লভ, তাহা আমি তোমাকে অনায়াসে আনিয়া দিব।

৪৮।১।২৭—"দোহাতিয়া...উপরে"—দু'হাত দিয়া লাঠি ধরিয়া গৃহের উপর মারিতে লাগিলেন।

৪৮।২।৭-৮—"এতাদৃশ...গিয়া"—সচরাচর ইহাই দৃষ্ট হয় যে, বালকগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে মাতাকে গিয়া প্রহার করে, কিন্তু মহাপ্রভু এতদূর রাগান্বিত হইয়াছিলেন যে, ঘর বাড়ী জিনিষপত্র সকলই চূরমার করিলেন, তথাপি মায়ের গায়ে হাত তুলিলেন না, যেহেতু তিনি যে ধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তা, তিনি ধর্ম্ম-পথ কিরূপে নষ্ট করিবেন? পিতা মাতা সাক্ষাৎ দেবতা, তাঁহাদের কোনও প্রকার কষ্ট দেওয়া সন্তানের পক্ষে মহা-অধর্ম্ম, মহাপাপ, মহা-অপরাধ।

৪৯।১।১৮—"হইলেন ....আপনে"—পৃথিবী যেমন সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেন, আইও তেমনই পৃথিবীর মত সহ্যগুণ-সম্পন্ন হইলেন।

৫০।১।২৪—"জগতের দিন-দোষে"—জগতের ভাগ্যে এখনও দুর্দ্দিন রহিয়াছে বলিয়া।

৫০।২।৭—"কৃষ্ণ-......পর্ব্ব"—"যাত্রা" অর্থাৎ রথযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি দ্বাদশ যাত্রা। "মহোৎসব" অর্থাৎ বসন্তোৎসবাদি। "পর্ব্ব" অর্থাৎ অক্ষয়-তৃতীয়াদি পর্ব্বসকল।

৫১।১।১৪—"মৌড়েশ্বর-গোসাঞির"—মৌড়েশ্বর-নদী-তীরস্থ ঠাকুরের। মৌড়েশ্বর-শিব।

৫১।২।২২—"বক অঘ বৎস"—কৃষ্ণকে মারিবার নিমিত্ত কংসের প্রেরিত অসুরগণ॥

৫২।১।১১—"কুবলয়"—কংসের হস্তী। "চানূর ও মুষ্টিক"—কংসের বীর।

৫২।২।৫—"পঞ্চ বানরের" অর্থাৎ সুগ্রীব ও হনুমান্ প্রভৃতি তাঁহার আর ৪ জন মন্ত্রীর।

৫২।২।২৩—"পরমার্থে.........শরীরে"—এইরূপ পরমার্থ-ভাবাপন্ন অবস্থায় তাঁহার শরীরের কোথাও আর জীবনের চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।

৫৩।১।১৬—"আশংসে"—আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন।

৫৩।১।১৯—"কার্য্য-গৌরবে"—কোনও গুরুতর কার্য্যের জন্য।

৫৪।১।৩০—"তবে......স্থান"—পূর্ব্বে শ্রীবলরাম-রূপে যে মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথায় গেলেন।

৫৩।২।১০—"তারে নাহি.........বস্তু-বুদ্ধি"—তোর রাবণকেই তাই বস্তু জ্ঞান করি না অর্থাৎ তাকেই তাই তুচ্ছ অপদার্থ বলিয়া মনে করি।

৫৪।২।১—"বিশ্রাম-ঘাট"—মথুরায় শ্রীযমুনার প্রসিদ্ধ ঘাট। শ্রীকৃষ্ণ কংস-বধ করিয়া এই ঘাটে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম 'বিশ্রাম-ঘাট' হইয়াছে।

৫৪।২।১০—"না বুঝে.. ...কারণ"—ভক্তি নাই বলিয়া তীর্থের লোক-সকল এই ক্রন্দনের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না।

৫৪।২।১১—"বলরাম-কীর্ত্তি......হস্তিনা-নগরে"—জাম্ববতীর পুত্র শাম্ব দুর্য্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ম্বর-সভা হইতে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, কর্ণ

প্রভৃতি কৌরবগণ শাম্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া লক্ষ্মণার সহিত তাঁহাকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করেন। নারদের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিবাদ-ভঞ্জনের নিমিত্ত শ্রীবলদেব হস্তিনাপুরে গমন করেন; কিন্তু দুর্য্যোধনাদি তাঁহাকে অত্যন্ত অবমানিত করায়, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তিনাপুরকে হল দ্বারা আকর্ষণ করেন। অদ্যাপি তথায় সেই চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। হস্তিনাপুরের বর্ত্তমান নাম দিল্লী।

৫৬।২।২২—"কে জানয়ে ..... . প্রমাণ"—তাহা আর কে জানিবে? একমাত্র কৃষ্ণই জানেন।

৫৭।১।২৯-৩০—"দেখিলেন......সাথ"—জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্র এই চতুর্ব্বিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়া সাক্ষাৎ পরমানন্দ-স্বরূপ যে জগন্নাথ-দেব চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ সহকারে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলেন।

৫৮।১।২১-২২—"এত পরিহারেও......উপরে" —শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে কেহ বা সন্ন্যাসী, কেহ বা ভক্ত, কেহ বা জ্ঞানী ইত্যাদি নানা জনে নানারূপ বলিতেছে; কিন্তু যাহার যাহা ইচ্ছা বলুক না কেন এবং তিনি চৈতন্তের যাহাই হউন না কেন, অর্থাৎ লোকে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করুক বা নাই করুক, তথাপি তাঁহার সেই শ্রীপাদপদ্ম সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে বিরাজিত থাকুক। সে যাহা হউক, লোকে যদি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার নাইই করে, তথাপি তিনি যে লোকাতীত মহাপুরুষ তদ্বিষয়ে ত কোনও সন্দেহ নাই—না হয় তাহাই ধরিয়া লইলাম। আমি এতদুর ত্যাগ স্বীকার করিতেছি অর্থাৎ তিনি ত ঈশ্বর, কিন্তু তবুও লোকের অনুরোধে তাঁহাকে ঈশ্বর না বলিয়া মহা-পুরুষ বলিয়াই মানিয়া লইতেছি; তথাপি যে পাপাত্মা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর নিন্দা করে, আমি তাহার মাথায় তিন লাথি মারি। ইহা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি গ্রন্থকারের অসাধারণ অনুরাগের নিদর্শন।

৫৯।১।১২—"পক্ষ-প্রতিপক্ষ"—তর্ক-বিতর্ক; তর্ক দ্বারা খণ্ডন ও স্থাপন।

৫৯।১।১৩—"প্রভু-স্থানে........জন"—যে জন প্রভুর নিকট পাঠ অভ্যাস না করে।

৫৯।১।১৪—"কদর্থেন"—নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন।

৫৯।১।২৬—"স্বতন্ত্র......হাস"—যে জন প্রভুর নিকটে পাঠ অভ্যাস না করিয়া পৃথক্-ভাবে করে, প্রভু তাহাকে উপহাস করেন।

৫৯।১।২৯ ৬৯।২২।—"সন্ধিকার্য্য...হয়"—যাহাদের সন্ধি-জ্ঞান পর্য্যন্তও নাই, এমন লোকও নিজে নিজে পাঠ অভ্যাস করিতে যায়, নিজে নিজে ব্যাখ্যা করে, এইরূপে তাহারা অহঙ্কারেই মরে, বিদ্যাশিক্ষা কিছুই করিতে পারে না। তাহাদের অহঙ্কার এতই প্রবল যে, যে ব্যক্তি ভালরূপ পণ্ডিত, তাঁহার কাছেও শিক্ষা করিতে তাহারা লজ্জা বোধ করে, ফলে তাহারা মূর্খ ই হইয়া থাকে।

৬০।১।২৩-২৪—"হেন.........সবার"—আমার প্রশ্নের উত্তর করিতে পারে, এমন লোক কে আছে দেখি, তাহা হইলে তখন বুঝিতে পারিব যে হাঁ তাহাদের ভট্ট, মিশ্র প্রভৃতি পদবী সার্থক।

৬১।১।১৩—"মিশ্র-পুরন্দর-পুত্র"—জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। জগন্নাথ মিশ্রকে লোকে সম্মান করিয়া মিশ্র-পুরন্দর বলিতেন।

৬২।২।২৮—"পরম......পারে"—এরূপ অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ যে, তাঁহার দিকে চাওয়া যায় না, চোক ঝল্‌সিয়া যায়।

৬৫।২।৪—"আইলেন......ধরি"—বড়ই প্রচ্ছন্ন বেশে আসিলেন, অর্থাৎ তাঁহার বেশ দেখিয়া সহজে বুঝা যায় না যে, তিনি কিরূপ সন্ন্যাসী।

৬৫।২।১৫—"শূদ্রাধম"—শূদ্রের তুল্য অধম অর্থাৎ অতি নীচ এই অর্থ বুঝিতে হইবে। এতদ্দ্বারা তিনি যে তখন শূদ্র বা পূর্ব্বাশ্রমে শূদ্র

ছিলেন তাহা বুঝাইতেছে না, তবে তিনি বৈষ্ণবোচিত দৈন্য সহকারে শূদ্রাধম বলিয়া নিজের হীনতা প্রকাশ করিতেছেন মাত্র।

৬৭।১।২৯—"একত্র নহে স্থিতি"—একস্থানে থাকেন না।

৬৭।১।৩০—"পর্য্যটনে........ক্ষিতি"—পৃথিবী ভ্রমণ করিতে চলিলেন, তাহাতে তাঁহার পদধূলিতে পৃথিবী পবিত্র হইতে লাগিল।

৬৮।১।২৬—"ন্যায়............প্রবোধিয়া"—তুমি ন্যায় শাস্ত্র পড়, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাও।

৬৮।২।৪—"হেন......স্থিতি"—তর্কশাস্ত্রে এমন কোন পণ্ডিত নাই যে প্রভুর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া স্বমত স্থাপন করিবে।

৬৮।২।৬—"গদাধর.........পলাইলে"—গদাধর মনে মনে করিতেছেন, আজ পলাইতে পারিলে বাঁচি।

৭১।১।১১—"কতক্ষণ......দিয়া" অর্থাৎ কিছুক্ষণ ঘুমাইয়া। শ্রীভগবানের কোলে যোগ-নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করাকে তাঁহার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি দেওয়া বলে।

৭১।১।২৬—"দশে পক্ষে দিবা"—দশ দিনে হয়, পনর দিনে হয়, যেরূপে তোমার ইচ্ছা হয় দিও, তার জন্য চিন্তা কি?

৭১।১।২৮—"পাছে............সমাবেশে"—পরে তোমার যখন যেরূপ যোগাড় হইবে, সেইরূপ দিও।

৭২।১।২৫—"দিব্য...........অনুকূল"—উৎকৃষ্ট পাণ এবং সেই পাণ সাজিবার জন্য ভাল ভাল মসলা সব দিলেন, যাহাতে পাণ খাইতে খুব সুস্বাদু হয়।

৭৩।১।৮—"চতুর্দ্দিকে......গোপীগণ"—গোপীগণ চতুর্দ্দিকে যন্ত্র বাজাইতেছেন ও গান করিতেছেন।

৭৩।২।৪—"সর্ব্বজ্ঞ......আমারে"—আমি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আমার সঙ্গে এইরূপ বিদ্রূপ করিতেছেন নাকি অর্থাৎ এইরূপে আমাকে প্রকারান্তরে বলিতেছেন নাকি যে, এখন বুঝিয়া দেখ তুমি কিরূপ সর্ব্বজ্ঞ, তোমার জ্ঞান কতদূর।

৭৩।২।১৭—"পরম.........ব্যবসায়"—শ্রীধরের আচরণ অতীব শিষ্ট ও নম্র।

৭৪।২।৫—"আমারে......শ্রীধর"—ওহে শ্রীধর! তুমি আমাকে কি মনে কর?

৭৪।২।১৪—"আমা............মহত্ত্ব"—তুই যে গঙ্গাকে এত ভক্তি করিস্, সেই গঙ্গা আমার চরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়াই তাহার এত মাহাত্ম্য।

৭৫।১।২৪- -"বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী"—মূর্ত্তিমতী শ্রীভক্তিদেবী।

৭৫।২।৭—"কাম-লীলা"—রতিক্রীড়া।

৭৬।১।১৮-২০—"সকলঙ্ক......গেলা"—চন্দ্রে ত কলঙ্ক রহিয়াছে এবং তাঁর যে ষোল কলা, তাহারও ক্ষয় ও বৃদ্ধি হয়; কিন্তু গৌরচন্দ্রে কোন কলঙ্ক নাই এবং তিনি সর্ব্বকালই নৃত্য-গীতাদি চৌষট্টি কলায় পরিপূর্ণ।

৭৬।২।২১-২২—"সেই...........কার"—সেই ব্যাখ্যা যদি আমি দ্বিতীয় বার অন্যরূপে ব্যাখ্যা করি, অর্থাৎ বিপরীত ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারে এমন শক্তি কার আছে দেখি।

৭৬।২।৩০—"কিছু......আপনে"—কিছু শিখিতে পারি, এই কৃপা কর।

৭৭।২।৬—"নানা-শাস্ত্র-সাজ"—বিবিধ শাস্ত্রে সজ্জিত অর্থাৎ নিপুণ; বিবিধ শাস্ত্রে পণ্ডিত।

৭৭।২।৯-১৬—"স্ব পিণ্ড ..... . হৈয়া"—যদিও সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান অর্থাৎ যিনি যে শাস্ত্রের পণ্ডিত, তিনি সে শাস্ত্র বুঝিবার জন্য অন্য কাহারও

অপেক্ষা করেন না; সকলেই জয়ী অর্থাৎ কেহ কাহারও নিকট পরাজিত হন না; আর শাস্ত্র-চর্চ্চায় ব্রহ্মার পর্য্যন্তও রক্ষা নাই অর্থাৎ ব্রহ্মার সহিত শাস্ত্র-বিচার করিতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ নহেন; এবং প্রভু যদিও "কই আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে ত কেহ আসে না, বা আমার প্রশ্নের জবাব দিবে এমন কাহাকেও ত দেখিতে পাই না" ইত্যাদি রূপ বলিয়া আক্ষেপ করেন ও সকলে তাহা লোক-পরম্পরায় অর্থাৎ পরস্পর লোকের মুখে এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও শুনিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া লোকের মনে এরূপ সঙ্কোচের উদ্রেক হয় যে, কাহারও কোনরূপ জবাব করিবার সাধ্য হয় না, সকলেই নম্র হইয়া একধার দিয়া চলিয়া যান।

৭৮।১।৭-৮—"বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী......জগন্মাতা" —যিনি মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি এবং যিনি বিষ্ণু-বক্ষে অবস্থান করেন, সেই লক্ষ্মীদেবীরই অন্য মূর্ত্তি হইতেছেন জগন্মাতা সরস্বতী।

৭৮।১।২১-২২—"পরম .. দিগ্বিজয়ী"—অনেক লোক জন, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত সকলকে জয় করিয়া শেষে নবদ্বীপে আসিলেন।

৭৮।১।২৯—"জম্বুদ্বীপে......বাখান"—'ভারতবর্ষে পণ্ডিতের স্থান যত আছে তন্মধ্যে নবদ্বীপই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' নবদ্বীপের এইরূপ সুযশ জগতের লোকে ঘোষণা করিয়া থাকে।

৭৮।২।১৭-১৮—"নবদ্বীপে............সভায়"—নবদ্বীপে আসিয়া বলিতে লাগিল "কে আমার সঙ্গে বিচার করিবে আসুক। যদি বিচার করিতে না চায় ত সমগ্র পণ্ডিত-সমাজ আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিউক।"

৭৮।২।২৫-৩০—"ফলবস্ত......সয়"—ফল থাকিলে বৃক্ষ স্বভাবতঃই সর্ব্বদা নীচু হইয়া থাকে এবং গুণ থাকিলে মনুষ্যও স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই নম্র হইয়া থাকে। কিন্তু হৈহয়, নহুষ প্রভৃতি মহা-প্রতাপ-শালী রাজগণ, যাঁহারা সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছ, তাঁহারা মহাদাম্ভিক ছিলেন; বল দেখি তাঁহাদের কাহার না দর্প চূর্ণ হইয়াছে? শ্রীভগবান্ অহঙ্কার কদাচ সহ্য করেন না। "নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ" অর্থাৎ অহঙ্কারের চেয়ে বড় শত্রু আর কেহ নাই অহঙ্কারীর পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব অহঙ্কার বিষয়ে আমাদের সকলেরই প্রথম হইতেই সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মই হইতেছে "তৃণাদপি সুনীচেন"—ইহা তাঁহার শ্রীমুখেরই বাক্য।

'হৈহয়'—হৈহয় দেশের রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। ইনি বাহুবলে রাবণকেও জয় করিয়াছিলেন; পরে পরশুরামের হস্তে নিহত হন।

'নহুষ'—রাজা যযাতির পিতা। ইনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন; সেই অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করেন; পরে অগস্ত্য মুনির শাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হন।

'নরক'—ভগবদবতার শ্রীবরাহদেবের ঔরসে ও পৃথিবীর গর্ভে জাত নরক নামে অসুর-বিশেষ। ইঁহার অত্যাচারে সমস্ত জগৎ উত্যক্ত হইয়া উঠে। পরে শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে স্বয়ং বধ করেন।

'রাবণ'—লঙ্কাধিপতি রাক্ষস-বিশেষ। ইঁহার অত্যাচারে দেবগণ পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। পরে শ্রীরামচন্দ্র ইঁহাকে বধ করেন।

৭৯।২।৬—"যজ্ঞসূত্র ....বিজয়"—সেই হৃদয়ে শ্রীঅনন্তদেব যজ্ঞসূত্র অর্থাৎ উপবীত (পৈতা) রূপে জয়যুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

৭৯।২।৯—"যোগপট্ট .. .. বন্ধন"—যোগিগণ যেরূপে যোগপট্ট বন্ধন করেন, সেইরূপে বস্ত্র বাঁধিয়া। 'যোগপট্ট'—যোগীদিগের বস্ত্র-বিশেষ।

৭৯।২।২৫—"পরম .. ..আর"—একে ত তিনি স্বভাবতঃই অত্যন্ত নির্ভীক, তাহার উপর আবার দিগ্বিজয়ী।

৮০।২।৬—"শাস্ত্রমতে ...... অপার"—এ সমস্ত শাস্ত্রমতে একেবারেই অশুদ্ধ।

৮১।১।৩—"পরাভবে প্রবেশিলা"—পরাজিত হইলেন।

৮১।১।৭—"তুমি... ..প্রতি"—তুমি বাসায় গমন কর।

৮১।১।১১—"কোমল ব্যবসায়"—অতি নম্র ব্যবহার।

৮১।১।১৭—"জিনিয়াও .. ..ভঙ্গ"—পরাজয় করিয়াও কাহাকেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দেন না, তাঁহার মান বজায় রাখেন।

৮২।১।৯—"আব্রহ্মাদি ....পায়"—এই যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্ত জীবজন্তু হইতে ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত সকলেই সুখ ও দুঃখ ভোগ করে।

৮৩।১।৫-৬—"অবিদ্যা .....বঞ্চিয়া"—মায়া ও কামনার বন্ধনে বদ্ধ ও তন্নিমিত্ত মুগ্ধ হইয়া শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছি।

৮৩।২।১৭-১৮—"প্রভুর . ...অধিষ্ঠান"—প্রভুর আদেশক্রমে সেই পরম দাম্ভিক দিগ্বিজয়ী বিপ্রের চিত্তে বিষ্ণুভক্তি, বিষয়-বৈরাগ্য ও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলেন; তখন তাঁহার দম্ভ কোথায় চলিয়া গেল; তিনি অত্যন্ত নম্র হইলেন।

৮৪।১।৪ "মোক্ষসুখ .:...অনুচরে" কৃষ্ণের দাসগণ মোক্ষ-সুখকে অতি তুচ্ছ বলিয়া তাহা গ্রাহ্যই করেন না, মোক্ষ ত তাঁহাদের করতলে অবস্থিত। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় ভগবান্‌কে বলিলেন :—

ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্ত-জগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিতা ত্বয়ি॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ।

৮৪।১।২০ "বাদি-সিংহ"—এই পদবীর অর্থ হইতেছে যে, শাস্ত্র-বিচার দ্বারা যে সকল ব্যক্তি জয়-লাভ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। "পদবী"—উপাধি; যেমন "তর্কচূড়ামণি," "ন্যায়রত্ন," "ভাগবত-ভূষণ" ইত্যাদি এক একটী পদবী বা উপাধি।

৮৫।২।৩-৪—"সত্য.........তাহার"—ভক্ষ্য দ্রব্যাদি দ্বারা অতিথি-সেবার ক্ষমতা না থাকিলেও, অতিথির প্রতি নম্রভাবে সত্য বাক্য বলিলেও আতিথ্য-ব্রত রক্ষা পাইবে।

৮৫।২।২৬—"ব্রহ্মাদিরো দুর্ল্লভ"—যে বস্তু ব্রহ্মাদি দেবতাগণের পক্ষেও পাওয়া দুষ্কর তাহা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম।

৮৬।১।১৬—"মহা .. ..জ্বলে"—পঞ্চ অগ্নির প্রবল জ্যোতির ন্যায় মহাজ্যোতিঃ যেন ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

৮৬।১।২২—"বঙ্গদেশ"—পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা পূর্ব্ববঙ্গকে সচরাচর বঙ্গদেশ বা বাঙ্গাল-দেশ বলিয়া থাকেন।

৮৭।১।১৯ "উদ্দেশে ... টিপ্পনী"—হে বিপ্র-কুল-শিরোমণি! তোমাকে কখন না দেখিয়া কেবল তোমার নাম শুনিয়াই, আমরা তোমার রচিত টীকা লইয়া পড়ি ও পড়াইয়া থাকি।

৮৭।১।৩০—"রঘুনাথ........বলে"—পাপিষ্ঠগণ নিজের উদর-পূর্ত্তির জন্য 'আমিই সেই বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র আসিয়াছি' বলিয়া লোক সকলকে প্রতারিত করে। কোন পাপিষ্ঠ আবার বলিতে থাকে 'আমিই নারায়ণ—তোমরা সব কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ছাড়িয়া আমার কীর্ত্তন কর'। দিনের মধ্যে যার দশ রকম অবস্থা দেখিতে পাইতেছি, সে বেহায়া পাজি লজ্জার মাথা খাইয়া কোন্ মুখে নিজের কীর্ত্তন করিতে বলে বা করায়।

৮৭।২।৫-৮—"রাঢ়ে ......শিয়াল"—রাঢ়দেশে আর একজন ব্রাহ্মণরূপে মহাদৈত্য রহিয়াছে, সে বাহিরে ব্রাহ্মণ, কিন্তু অন্তরে রাক্ষস; সে নরাধম বলে 'আমি গোপাল', সুতরাং লোকে তারে বলে 'তুই শিয়াল'।

৮৮।১।১৮—"সূত্রমতে"—সংক্ষেপ করিয়া।

৮৯।১।৩—"সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব"—অর্থাৎ কাহার সাধনা করা কর্ত্তব্য এবং কি প্রকার সাধনা দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়, এই সব তত্ত্ব।

৮৯।২।১২—"কুটিনাটি পরিহরি"—অতএব গৃহে গিয়া পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, দ্বেষ, হিংসা, কপটতা প্রভৃতি মনের নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল এবং জ্ঞান, কর্ম্ম, তপ, যোগাদি ভক্তিবিরোধী আচরণ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্য-শরণ হইয়া একান্ত-ভাবে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই ভজনা কর।

৯১।১।৯—"লোকানুকরণ-দুঃখ......করিয়া"—লোকে সচরাচর যেরূপ দুঃখ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ দুঃখ করিয়া।

৯১।২।১৯—"চণ্ডী-গৃহে"—চণ্ডী-মণ্ডপে।

৯১।২।২৩—"ধর্ম্ম......ধর্ম্ম"—সনাতন-ধর্ম্মরূপী প্রভু সর্ব্ব ধর্ম্ম স্থাপন করেন। তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

৯১।২।২৪—"কর্ম্ম"—শাস্ত্রবিহিত আচার বা কার্য্য।

৯২।১।২১-২২—"আপনে .....হয়"—তুমি নিজে ত শ্রীহট্টিয়ার ছেলে, তবে যে আবার আমাদের কথার অনুকরণ করিয়া বড় ঠাট্টা করিতেছ, এ তোমার কি রকম কাজ?

৯২।১।২৩—"প্রবোধ না মানে"—কিছুতেই শোনেন না, গ্রাহ্য করেন না।

৯২।১।২৫—"তাবত চালেন"—ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপই ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে থাকেন।

৯২।২।২—"সমঞ্জস"—সামঞ্জস্য, মধ্যস্থতা মিটমাট।

৯২।২।৭-১২—"স্ত্রী......বুধগণে"—শ্রীপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন, "শ্রীগৌরাঙ্গ-চাঁদ এই অবতারে গার্হস্থ্য অবস্থাতেও স্ত্রীলোক দেখিলে ঘাড় হেঁট করিয়া চলিতেন, সন্ন্যাসাশ্রমের ত কথাই নাই, তখন 'স্ত্রী' এই নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ করিতেন না; অতএব মহানুভবগণ তাঁহাকে 'গৌরাঙ্গ-নাগর' বলিয়া স্তব করেন না। কিন্তু যদিও তাঁহাতে সকল প্রকার স্তবই শোভা পায়, তথাপি পণ্ডিতগণ 'নাগর-ভাব' তাঁহার এই অবতারের ভাব নহে বলিয়া, সে ভাবে তাহার গুণ গান করেন না।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এই ত দেখিতেছি যে, তদীয় সাক্ষাৎ পার্ষদ শ্রীমন্নরহরি সরকার-ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক মহাজনই নাগর-ভাবেও তাহার গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন, সুতরাং এরূপ স্থলে গ্রন্থকারের উল্লিখিত বাক্যের সামঞ্জস্য কিরূপে থাকিতে পারে? কিন্তু একটু বুঝিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে যে, সামঞ্জস্য ঠিকই আছে, কেননা তিনিও সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, তাঁহাতে সকল স্তবই সম্ভবে। আর যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের 'নাগর-ভাবে' গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারাও নিজেদের 'নাগরী-ভাব' বশতঃ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গের 'নাগর-ভাবে' এত আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের হৃদয়ে আর অন্য কোন ভাব স্থান পাইত না।

৯৩।১।২৯—"পরম......যথোচিত"—যথাবিধি ও যথাযোগ্যরূপে তাঁহার আদর অভ্যর্থনাদি করিয়া, অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন।

৯৪।১।২৪—"দ্বিজেন্দ্র-কুল-মণি"—ব্রাহ্মণ-কুলের রত্ন-স্বরূপ; বিপ্র-শিরোমণি।

৯৪।২।১—"বিপ্রকুল নদীয়া"—নদীয়ায় প্রধানতঃ ব্রাহ্মণেরই বাস অর্থাৎ নদীয়া ব্রাহ্মণ-প্রধান দেশ।

৯৫।২।৮—"হেন .. ..জন"—এমন কেহ নাই যিনি সম্পূর্ণরূপে পরিতুষ্ট না হইলেন।

৯৬।১।৬—"সকল..........রঙ্গে"—সকলে মহা কৌতূহলের সহিত যোজনা করিলেন অর্থাৎ পরাইলেন।

৯৭।১।৪—"দুই......বাজিতে"- দুই দলে আড়াআড়ি বা পাল্লাপাল্লি করিয়া বাজনা বাজাইতে লাগিল।

৯৮।১।৭—"নগ্নজিত"—ইনি শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী নাগ্নজিতী দেবীর পিতা। "জনক"—শ্রীরামচন্দ্র-মহিষী সীতাদেবীর পিতা। "ভীষ্মক"—শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী রুক্মিণী দেবীর পিতা। "জাম্বুবন্ত"—শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী জাম্ববতীর পিতা।

৯৯।২।৭-৮—"আমি .. .. . কারণ"—তাহারা ভক্তগণের উদ্দেশে এই বলিতে থাকে যে, আমিই ত ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ত আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছেন, তবে ইহারা 'ঈশ্বর প্রভু ও জীব তাঁহার দাস' এরূপ ভেদ করিয়া মরে কেন?

১০০।১।৪—"নানা মতি"—অর্থাৎ নানা ভাব।

১০১।১।১২—"ক্ষণে......করিয়া"—কখনও বা সেই অলৌকিক শব্দের ভালরূপে ব্যাখা করেন।

১০১।২।৮—"করি...উচ্চার"—কল্‌মা পড়িয়া।

১০২।২।৩০ "মনস্পথো... .... ঠাকুরেরে"—তাহারা যে এত প্রহার করিতেছে, তাহা হরিদাস ঠাকুরের মানস-পথে একবারও উদয় হইতেছে না অর্থাৎ তিনি সে বিষয় একবারও কিছু মনে করিতেছেন না।

১০৩।২।১৩-১৪—"রাক্ষসের···সম্মান"—ভক্তরাজ হনুমান্ যেরূপ ব্রহ্মার সম্মান রক্ষার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ইন্দ্রজিতের বন্ধন ইচ্ছা করিয়াই নিজ-অঙ্গে গ্রহণ করিলেন, অন্যথা কাহার সাধ্য যে ব্রহ্মাস্ত্র বা অন্য যে কোনও অস্ত্রেই হউক না কেন, তদ্দ্বারা কৃষ্ণ-ভক্তের অঙ্গে আঘাত করিতে পারে।

১০৪।১।৪—"এক-জ্ঞান .....স্থির"—'সকলেরই ঈশ্বর যে এক অর্থাৎ ঈশ্বর যে এক বই আর দ্বিতীয় নাই' এই জ্ঞান তোমার দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়াছে।

১০৫।১।২০—"চিন্তা ....কৃষ্ণগাথা"—শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশকারী বলিয়া যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে তাঁহাদের অমঙ্গলই বা কোথায়, কিম্বা অমঙ্গল আসিবার আশঙ্কাই বা কোথায়? এরূপ কৃষ্ণভক্তগণ যে বিঘ্নের মাথায় পদাঘাত করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত শ্রীহরিদাস ঠাকুর অনায়াসেই বলিলেন, 'আমার জন্য তোমরা কিছু ভাবিও না, নিশ্চিন্তে কৃষ্ণগুণ গান কর'।

১০৫।২।১২—"ডঙ্ক"—যাহারা সাপ খেলায়; সাপুড়ে। "সর্প-ক্ষত"—যাহার অঙ্গ সর্প-দংশনে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে।

১০৫।২।১৩-১৪—"মৃদঙ্গ . ...উচ্চৈঃস্বরে"—মৃদঙ্গ ও মন্দিরা বাজিতেছে এবং সর্পের মোহ-জনক গীত হইতেছে, আর সেই গীত-মন্ত্রের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সকলে ডঙ্ক বেড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে।

১০৫।২।১৭-১৮—"মনুষ্য ..কুতূহলে"—সর্পরাজ মন্ত্র-শক্তিতে ডঙ্করূপ মানব-শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া নাচিতে লাগিলেন।

১০৬।২।৬—"আহার্য্য"—কপটতা। "মাশ্চর্য্য"—মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতা; পরের ভাল দেখিতে না পারা বা পরের প্রশংসা সহ্য করিতে না পারার নাম মাৎসর্য্য।

১০৭।১।৭-৮—"হরিদাস . ...মজ্জন"—কৃষ্ণভক্ত এহেন পবিত্র পদার্থ যে, দেবতাগণও তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইতে বাসনা করেন; এমন কি ত্রিভুবন-পবিত্র-কারিণী পরম পূত-সলিলা শ্রীগঙ্গাদেবীও অভিলাষ করেন যে, পরমভক্ত হরিদাস ঠাকুর তাঁহাতে অবগাহন করুন।

১০৭।১।২১-২২—"হেন .....নাগ"—যে বিষ্ণু-ভক্ত সর্প শ্রীহরিদাস ঠাকুরের আবাসে গর্ত্তের মধ্যে থাকিতেন, তিনি শ্রীহরিদাসের এরূপ মহিমার কথা পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন।

১০৭।১।২৩-২৪— সবার......অতি"—সকলেরই হরিদাস ঠাকুরের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই ত প্রীতি জন্মিয়া রহিয়াছে, তাহার উপর আবার ভক্তরূপী নাগের মুখে তাঁহার মহিমা শ্রবণ করিয়া ঐ প্রীতি নিরতিশয় বর্দ্ধিত হইল।

১০৭।১।২৭-২৮—"সর্ব্বদিকে... ..কীর্ত্তন"—যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সব দিকেই দেখা যায় যে, সমস্ত লোকই কৃষ্ণভক্তিহীন, কৃষ্ণভক্তির চিহ্নমাত্র কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; আর শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন যে কিরূপ, তাহার বিন্দুবিসর্গ মাত্রও কেহ অবগত নহে।

১০৮।২।২১—"পুরাণেতে ধরি"—পুরাণে ইহা বলিয়াছেন।

১০৮।২।২৪-২৬—"জপি .....বিমোচন"—যিনি মনে মনে কৃষ্ণনাম জপ করেন, তিনি কেবলমাত্র নিজেরই উদ্ধার-সাধন করেন, কিন্তু যিনি উচ্চ করিয়া গোবিন্দ-নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি জীব-মাত্রেরই উদ্ধার-সাধন করিয়া থাকেন, কেননা উচ্চ করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিলে, তাহা সর্ব্ব জীবেরই কর্ণে প্রবেশ করে—কৃষ্ণনাম শুনিয়া তাহারা পরিত্রাণ লাভ করে।

১১০।১।১৯—"ভক্তিযোগ......দুষ্কর"—ভক্তি-কথা বা ভক্তি-চর্চ্চা কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না।

১১০।২।১০—"শ্রীচরণ .....বিজয়"—গয়া দর্শন করিবার জন্য প্রভু যাত্রা করিলেন।

১১১।১।২৪—"শ্রীচরণ-স্থান"—যেখানে গদাধরের শ্রীপাদপদ্ম রহিয়াছেন।

১১১।১।২৫—"শ্রীচরণে .....প্রমাণ"—গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে সকলে এত ফুলের মালা দিয়াছে যে মন্দিরের মত উঁচু হইয়াছে।

১১১।১।২৭—"লেখাজোখা নাহি তার" অর্থাৎ তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

১১১।২।১—"কাশীনাথ"—শ্রীমহাদেব।

১১১।২।৬—"যম .....পায়"—তাহাকে আর যমে ছুঁইতে পারে না।

১১১।২।৯—"যে... .....প্রকাশ"—যে পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে।

১১২।১।১-৪—"তীর্থে......বিমোচন"—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীকে বলিতেছেন যে, 'তীর্থে পিণ্ডদান করিলে পিতৃপুরুষ উদ্ধার লাভ করেন বটে, কিন্তু সে কেবল যাঁহার উদ্দেশে পিণ্ডদান করা যায়, মাত্র তিনিই উদ্ধার প্রাপ্ত হন। পরন্তু যে ব্যক্তি তোমাকে একবার মাত্র কেবল দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ তাহার কোটী কোটী পিতৃপুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়।' বৈষ্ণব-দর্শনের এই অপূর্ব্ব মহিমা। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় বৈষ্ণবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:—

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গুণ॥

১১৩।২।২৩-২৪—"তবে......গ্রহণ"—শ্রীনারায়ণ চতুর্দ্দশ ভুবনেরই শিক্ষাগুরু। সেই নারায়ণ-রূপী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদীশ্বর-পুরী-মহারাজের নিকট দশাক্ষর যুগল-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। এই দশাক্ষর-মন্ত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃকই অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র হইতে সৃষ্ট ও প্রচলিত হইল। তৎপূর্ব্বে কেবল অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্ররাজেরই প্রচলন ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র হইতেই দশাক্ষর-মন্ত্র গঠন করিয়া স্বয়ং গ্রহণ পূর্ব্বক জগতে প্রচার করিয়া মানবগণকে ধন্য করিলেন। এ দাসের প্রণীত

"শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" গ্রন্থের "অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্ররাজ-মাহাত্ম্য" শীর্ষক বিষয়ে লিখিত অর্থ ও বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১১৪।১।৫—"আত্মপ্রকাশের"—তিনি যে কি বস্তু তাহা প্রকাশ করিবার; তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবার।

১১৪।১।৬—"বিজয়"—প্রভাব।

১১৪।২।১৬—"মহাপ্রভু-অনন্ত"—পরম প্রভু শ্রীঅনন্তদেব।

১১৪।২।২১—"আপনার... ......প্রভু"—হে প্রভো! তুমিই তোমার বিধাতা, তোমার বিধাতা আর কেহ নাই।

১১৪।২।২৬—"নিবর্ত্ত হইলা"—মথুরা গমনে ক্ষান্ত হইলেন।

১১৫।২।১-২—"আমার . ...নিরন্তর"—আমার প্রভু হইতেছেন শ্রীনিত্যানন্দ, আবার তাঁহার প্রভু হইতেছেন শ্রীগৌরচন্দ্র। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর শরণাগত হইলেই অনায়াসে জীবের ভব-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় এবং দেব-দুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ ও দেহান্তে শ্রীব্রজধামে অবিনশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসেবা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনন্দ-নন্দনরূপী গৌরচন্দ্র যখন আমার প্রভু নিত্যানন্দের প্রভু, তখন সেই গৌর-পদারবিন্দ লাভ করিতে আমার যে কোনও চিন্তা নাই, সর্ব্বদা আমি হৃদয়ে এই ভরসা পোষণ করিতেছি।

১১৫।২।৭-১২—ইহার ব্যাখ্যা ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১১৭।২।১৮—"গোবিন্দ... .....প্রসাদ"—যিনি পরম নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ আনন্দ অর্থাৎ প্রেমানন্দ প্রদান করেন, সেই গোবিন্দ তোমাকে কৃপা করুন।

১১৮।২।১৪—"তুমি" শব্দে শ্রীমান্ পণ্ডিতকে বলিতেছেন।

১১৮।২।২৫-২৬—"কিছু .....শরণ"—আই অর্থাৎ শ্রীশচীমাতা পুত্রের ঐ সমস্ত ভাব কিছুই না বুঝিতে পারিয়া করযোড় করিয়া শ্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হইলেন।

১১৮।২।২৯-৩০—"প্রেমবৃষ্টি......বৃন্দ"—প্রেম বর্ষণ করিতে প্রভু শুভ আরম্ভ করিলেন; তখন তাঁহার এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সকলে গাহিতে লাগিল এবং সেই কীর্ত্তিসূচক গান-ধ্বনি ভক্তবৃন্দের নিকট পৌছিল এবং সকলে প্রভুর সমীপে আসিতে লাগিলেন।

১১৯।২।১৪—"তোমা..... গোহারি"—আমার প্রাণের দুঃখ তোমাদিগকে জানাইব, দেখি যদি কিছু প্রতিকার হয়।

১১৯।২।২০—"গোত্র ....সবাকার"—শ্রীকৃষ্ণ আমাদের গোষ্ঠী অর্থাৎ বৈষ্ণব-পরিকর বৃদ্ধি করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি।

১২০।১।২৬—"কেবা ....পরাপর"—কে কোথায় পড়িতেছে তার স্থানাস্থান, দিক্ বিদিক্ বা ছোট বড় কিছুই জ্ঞান নাই।

১২০।১।২৭-২৮—"সবেই ....বিস্মিত"—শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘর গঙ্গাতীরে অবস্থিত; সুতরাং গঙ্গাদেবী এই সমস্ত প্রেমানন্দময় ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন এবং উহা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত ও বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

১২০।২।৫-৬—"আছাড়ের ....রঙ্গে" প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আছাড়ের কোনও চিহ্নই নাই অর্থাৎ আছাড়ের জন্য কোনরূপ আঘাত লাগার কিছু চিহ্নই দেখা যাইতেছে না এবং প্রভুও প্রেমানন্দে আছাড়ের কোন ব্যথাই অনুভব করিতে পারেন নাই। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়কে উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে নীচে নিক্ষেপ করিলেও, যে কৃষ্ণনামের প্রভাবে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বিন্দুমাত্রও আঘাত বা ব্যথা লাগে নাই, সেই কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমানন্দ-ভরে মূর্চ্ছিত হইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলে কি ভক্তের অঙ্গে কখনও আঘাত বা ব্যথা লাগিতে পারে? আর তিনি যখন

স্বয়ংই আছাড় খাইতেছেন, তখন আর আঘাত বা ব্যথার সম্ভাবনা কোথায়?

১২০।২।১৮—"পাইনু......দীন-দোষে"—অমূল্য রত্ন পাইলাম বটে, কিন্তু আমি দীন দরিদ্র, সে রত্নের মর্ম্ম কি বুঝিব? আমার অযত্নে সে রত্ন হারাইয়া ফেলিলাম। "দিন-দোষে" এইরূপ বানান হইলে "আমার বড় দুর্দ্দিন বলিয়া" এই অর্থ হইবে।

১২১।১।২৮—"ঠাকুর.........স্ববাসে"—মহাপ্রভু নিজ-ভাবে আবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

১২১।২।৭—"এখনে......প্রকাশ"—তুমি এখন আসিলে, এখন দেখ সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে।

১২২।১।১১—"ভিন্ন লোক"—বহিরঙ্গ লোক।

১২২।১।১৭-১৮—"অনুরোধে......করিতে"—তাঁহার নিজের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুরুজনের অনুরোধে পড়াইতে বসিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ ও আত্ম-প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যও রহিল।

১২২।১।২৭—"হর্ত্তা... ..ঈশ্বর"—কৃষ্ণই ঈশ্বর—তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা ও সংহার-কর্ত্তা।

১২২।২।১৫-১৬—"শাস্ত্রের ....মরে"—যে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না জানিয়া পড়াইতে যায়, তাহার কেবল গর্দ্দভের ন্যায় শাস্ত্রের বোঝা বহিয়া মরাই সার হয় অর্থাৎ গর্দ্দভ যেমন কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য বহন করিলেও, তাহার কোনও আস্বাদ গ্রহণ করিতে না পাওয়ায়, তার কেবল বোঝা বহিয়া মরাই সার হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় না বুঝিতে পারিয়া শাস্ত্র লইয়া নাড়াচাড়া করে, তাহার ঐ শাস্ত্র ঘাঁটিয়া মরাই সার হয়, তাহার পণ্ডশ্রম হয় মাত্র।

১২৩।১।৭-৮—"পরং ব্রহ্ম.........হয়"—বিশ্বম্ভর অর্থাৎ শ্রীগৌরচন্দ্র হইতেছেন পরং ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর; তিনি শব্দ-মূর্ত্তিময় অর্থাৎ শব্দরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন; তিনি যে শব্দে যাহা ব্যাখ্যা করেন তাহাই সত্য অর্থাৎ তিনি যে শব্দমাত্রেই কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহাই যথার্থ ব্যাখ্যা।

১২৪।১।৭-৮—"চণ্ডাল............চলে"—চণ্ডাল হইয়াও যদি কৃষ্ণ ভজন করে, তাহা হইলে সে আর চণ্ডাল নহে, তখন সে ব্রাহ্মণের তুল্য পূজ্য; কিন্তু ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি শাস্ত্র-বিগর্হিত পথে চলেন অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভজনাদি না করেন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য নহেন; যথা শাস্ত্রে বলিতেতেছেন:—

চণ্ডালোঽপি মুনি-শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

পদ্মপুরাণ।

শ্বপচোঽপি মহীপাল! বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ।

নারদ-পুরাণ।

১২৪।১।১৪—"কালচক্র......কৃষ্ণ-দাস"—চক্রবৎ ভ্রমণশীল যে কাল সকলকে বিনাশ করিতেছে, সেও কৃষ্ণ-দাসকে দেখিয়া ভয় করে, কারণ কৃষ্ণ-দাসের কভু বিনাশ নাই; অথবা এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে, কালচক্র অর্থাৎ যম-দণ্ডও কৃষ্ণ-দাসকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে।

১২৪।১।২৮"ভবিতব্য কাজে"—নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত।

১২৪।২।১—"শুন.........সংস্থান"—হে জননি! মাতৃগর্ভে জীব কিরূপ ভাবে অবস্থিতি করে, তাহার তত্ত্ব শ্রবণ করুন।

১২৪।২।৬—"নিবেদিব কাত"—অর্থাৎ আর কাহার কাছে নিবেদন করিব?

১২৪।২।৭-৮—"যে করয়ে.........কিসে"—এই সংসার-কারাগারে যিনি আবদ্ধ করেন, তিনিই আবার কৃপা করিয়া মুক্ত করেন। হে প্রভো! এই সংসার-কারাগারে আবদ্ধ হইয়া স্বভাবতঃ মরিয়াই ত রহিয়াছি, তবে আর মায়া করিতেছ কেন, দয়া

করিয়া বন্ধন মোচন করিয়া দাও। কারাগারে আবদ্ধ করিলে মনে হইতে পারে বটে যে, তাই ত বন্ধন করিয়াছি, আবার বন্ধনটা খুলিয়া দিব, কিন্তু বন্ধনের জোরে যখন মরিয়াই গিয়াছি, তখন আর বন্ধন খুলিয়া দিতে মায়া করিতেছ কেন ? ভাবার্থ এই যে, সংসার-সাগরে পতিত হইয়া হে কৃষ্ণ! তোমার পাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া যখন একেবারেই ডুবিয়া মরিয়াছি, তখন প্রভো! তুমি কৃপা করিয়া তোমার মৃত-সঞ্জীবনী শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করাইয়া না দিলে, আমার আর পুনর্জীবিত হইবার কোনও উপায় নাই। অতএব হে প্রভো! আমাকে বাঁচাও, শরণাগতকে রক্ষা কর।

১২৫।১।১৪ –"সব মোর কর্ম্ম"—সকলই আমার কর্ম্ম-ফল।

১২৫।২।৩—"অন্যথা.........করে"—তাহা না করিয়া যদি তাহার বিপরীত আচরণ করে অর্থাৎ কৃষ্ণ না ভজে এবং অসৎ সঙ্গ করে।

১২৬।১।৮—"কৃষ্ণময় ....নিরন্তর"—সর্ব্বদাই সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় দেখেন অর্থাৎ কৃষ্ণ ছাড়া কোথাও আর কিছুই দেখিতে পান না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন :—

স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥

১২৬।১।১৭—"সিদ্ধ বর্ণ-সমাম্নায়......নারায়ণ"—কলাপ ব্যাকরণের প্রথম সূত্র "সিদ্ধো বর্ণ-সমাম্নায়ঃ"। শিষ্যগণ যেমন ব্যাকরণের ঐ সূত্র বলিতেছেন, আর প্রভু তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন যে, 'সর্ব্ব বর্ণে নারায়ণই সিদ্ধ'।

১২৬।১।২৩-২৪—"কৃষ্ণের........বুঝায়"—প্রভু বলিতেছেন, "কৃষ্ণ-ভজনই সম্যক্ আম্নায়" অর্থাৎ বেদ আগম প্রভৃতি শাস্ত্রগণ কৃষ্ণ-ভজন করিতেই সম্যক্‌রূপে উপদেশ দি[illegible]েন। সর্ব্বত্রই আদি, মধ্য ও অন্তে কৃষ্ণ-ভজনের কথাই বলিতেছেন, যথাঃ—

"আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।"

১২৬।২।৮—"শব্দ........সমীহিত"—প্রত্যেক শব্দে কৃষ্ণ-ভজন-সম্বন্ধীয় কথাই ব্যাখ্যা করেন।

১২৭।১।১০—"ব্যতিরিক্ত অর্থ"—প্রকৃত অর্থ ছাড়িয়া অন্যরূপ বিপরীত অর্থ।

১২৭।১।২১-২২ —"আর... ..আরাধ্য"—চতুর্দ্দশ ভুবনের অধিপতি শ্রীগৌরচন্দ্র যে তাঁহার শিষ্য, ইহা অপেক্ষা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পক্ষে সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল আর কি হইতে পারে ?

১২৮।১।১৭—"পড়ে...রঙ্গ"—কত ভাবভঙ্গী করিয়া পরম-ভক্তি-সহকারে ভক্তির শ্লোক পাঠ করেন।

১২৯।১।১ -"যম.....কয়"—লোকে বলে যম ও লক্ষ্মী ইঁহাদের আজ্ঞাকারী অর্থাৎ লোকে মনে করে যে, যমেও ইঁহাদিগকে ভয় করে এবং লক্ষ্মীও ইঁহাদিগকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না।

১২৯।১।২—"ধাতু"—জীবনী-শক্তি বা জীবাত্মা। এখানে ব্যাকরণান্তর্গত "ধাতু" শব্দকে পরমার্থ হিসাবে অর্থ করিতেছেন।

১২৯।১।৫—"সর্ব্ব.......... .শক্তি"—সকলের দেহেতেই কৃষ্ণেরই শক্তি 'ধাতু'-রূপে অর্থাৎ জীবাত্মা বা জীবনীশক্তি-রূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

১২৯।১।১৩—"ধাতু-সংজ্ঞা......সবার"— ধাতু-সংজ্ঞা অর্থাৎ জীবাত্মা নামে যে কৃষ্ণ-শক্তি সর্ব্ব দেহে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাহাই সর্ব্ব জীবের অধিপতি।

১২৯।২।২৩ –"ভক্তির........হয়"—ভক্তিকথা শুনিলে তোমার যে ভাবোদ্গম হয়।

১৩০।১।১৭—"আপাদ......উন্নতি"—সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

১৩০।১।১৪—"আসি বাহ্য হৈল মতি"—বাহ্য-জ্ঞান হইল।

১৩০।১।২২—"হাসি......উত্তর"—তুমি হাসিতে হাসিতে বা হাস্যচ্ছলে যে ব্যাখ্যা কর, তাহারই প্রতিবাদ করিতে কে সমর্থ হইবে ?

১৩০।১।২৪—"সত্য.........সমীহিত"—'কৃষ্ণই সত্য' ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম।

১৩১।২।৩-৪—"পড়িলাম .....করি"—এই যে এত দিন ধরিয়া যত পড়িলাম শুনিলাম, এখন এস কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া তাহা সার্থক করি।

১৩৩।১।১৯-২০—"হরি......অবতার" – সকলে আনন্দে 'হরি হরি' বলিয়া এরূপ ডাকিতে লাগিলেন যে, তাহাতে মনে হইল যেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কীর্ত্তন-রূপে অবতীর্ণ হইয়া মহা হরি হরি' ধ্বনি উঠাইলেন।

১৩৩।১।২১ –"ভাল হৈলে" অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভক্ত হইলে। তাঁহারা নিজে পরম ভক্ত, সুতরাং তাঁহারা এইমাত্র জানেন যে, মানবগণ কৃষ্ণ-ভক্ত হইলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইল, ইহার চেয়ে ভাল আর মানুষের হইতে পারে না।

১৩৩।২।১৪—"তেঞি ...কর্ম্ম"—সে কারণে বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অনেক সুকৃতি আছে।

১৩৩।২।২৭-৩০—"সকল.........মরণে"—সকল শাস্ত্রেই বলিতেছেন "কৃষ্ণ সকলেরই বন্ধু", সে কারণে কেহই কৃষ্ণের বিদ্বেষের পাত্র নহে অর্থাৎ কৃষ্ণ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করেন না। তথাপি তিনি ভক্তের নিমিত্ত অর্থাৎ ভক্ত রক্ষার জন্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন অর্থাৎ যাহারা ভক্তের প্রতি দ্বেষ বা অত্যাচার করে, তিনি তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ না করিয়া থাকিতে পারেন না অর্থাৎ বিনাশ-সাধনাদি দ্বারা তাহাদের সমুচিত শাস্তি প্রদান করেন। তার সাক্ষী এই দেখুন যে, যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি দ্বেষ করিয়াছিলেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ সবংশে দুর্য্যোধনের নিধন সাধন করিলেন।

১৩৪।১।১-৪—"কৃষ্ণের......নিবাসে"—ভক্তের স্বাভাবিক ধর্ম্মই হইতেছে কৃষ্ণের সেবা করা, তেমনই কৃষ্ণেরও সকল কার্য্য ভক্তের সুখের নিমিত্ত। ভক্ত ভক্তি-বলে কৃষ্ণকে বেচিতে পারেন; দ্বারকা-ধামে শ্রীসত্যভামা দেবী তাহার সাক্ষী রহিয়াছেন।

১৩৪।২।১-২—"এই.........বক"—এই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছেন, কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে তাঁহারা একেবারে বক হইয়া যান অর্থাৎ বক যেমন মৎস্য ধরিবার সময় কপটভাবে মৌনব্রতাব-লম্বন করে, ইঁহারাও সেইরূপ বিদ্যা-চর্চ্চা ও বৃথা তর্ক বিতর্কের সময় কতরূপ আড়ম্বর করিতে বিশেষ দক্ষ হইলেও, কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে আর মুখে কথা সরে না, একেবারেই চুপ; বক যেরূপ ভণ্ড, ইঁহারাও সেইরূপ ভণ্ড।

১৩৫।২।১২—"যাবত......বল"—যেন উন্মাদ-জনক বায়ু প্রবল হইয়া না উঠিতে পারে।

১৩৫।২।১৪—"শিবাঘৃত"—শৃগাল-মাংস দ্বারা প্রস্তুত আয়ুর্ব্বেদীয় ঘৃত-বিশেষ।

১৩৬।১।৪—"কি......বিধানে"—শ্রীবাস তুমি আমার এই রোগ সম্বন্ধে কিরূপ বুঝিতেছ ?

১৩৬।১।১৩—"সকলে... .....তুমি"—সকলেই বলিতেছে আমার বায়ু-রোগ হইয়াছে, কিন্তু 'আমার এই রোগ বায়ু-রোগ নহে, পরন্তু মহা-ভক্তিযোগ' এই কথা বলিয়া তুমি আমাকে বড়ই আশ্বাসিত করিলে।

১৩৭।১।৮-৯—"হাসি... .....জুয়ায়"—গদাধর জিহ্বা কামড়াইয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, গোসাঞি! বালকের প্রতি এরূপ আচরণ করা উচিত হয় না।

১৩৮।২।২৫—"অনুপাল্য.........জন"—আমরা সকলেই তোমার অনুগত লোক।

১৩৯।১।১—"ব্যভার-প্রস্তাব"-ঘরসংসারের কথা।

১৪০।১।১—"কেহো......পাকে"—কেহ বলিতে লাগিল উচ্চ করিয়া ডাকিলে ঠাকুর রুষ্ট হইবেন। এই ক্রোধের কারণে ইহাদের সর্ব্বনাশ হইবে।

১৪০।১।৭-৮—"মাগিয়া........বাই"—ভিক্ষা করিয়া খাইবার মতলবে চারি ভাই মিলিয়া মহাবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় উন্মত্ত-ভাবে চীৎকার করিয়া 'হরি' বলিতে থাকে।

১৪১।১।৯—"গর্জ্জিতে... . সার"—মত্ত সিংহের ন্যায় প্রবল বেগে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

১৪১।১।২৭—"ভাগবতে আছে ব্রহ্মমোহাপনোদনে"—ব্রহ্মার মোহ-দূরীকরণ বিষয়ক উপাখ্যানে শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা বর্ণিত আছে। একদা ব্রহ্মা মোহ-বশে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ ও ধেনুবৎসগণকে অপহরণ করেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই সেই সখা ও বৎসরূপ ধারণ করেন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ বৈভব ও মহিমা দর্শন করিয়া চমকিত হইলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন "হায়! আমি কি মায়া-মুগ্ধ, কি মূঢ়, কি অপরাধী!" তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্তব-প্রভাবে তাঁহার মোহ বিদূরিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

১৪২।১।৫-৬—"তোমার.........একসঙ্গ"—তোমার মায়ার নিকট কে না পরাভূত হয়? যিনি তোমার সঙ্গে একত্র অবস্থিতি করেন, সেই লক্ষ্মীদেবীও তোমার মায়ার প্রভাব সম্যক্‌রূপে অবগত নহেন। যিনি সখা, ভাই প্রভৃতি বিবিধরূপে তোমার সেবা করেন, সেই প্রভু বলদেবও তোমার মায়ায় বিমুগ্ধ হন, তা অন্য জনের কথা আর কি বলিব?

১৪২।২।২২—'সবার......বশে'—একমাত্র কেবল আমিই স্বতন্ত্র, আর এই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত জীব আছে সকলেই আমার অধীন; আমি যাহার হৃদয়ে যেরূপ প্রেরণা করি, সে সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, অন্যথা জীবের স্বতন্ত্র শক্তি কিছুই নাই।

১৪২।২।২৫-২৬—"যদি.........ইহা"—যদি বা লোকে মনে করে যে, না তাহা নহে, তবে সে নিজের ইচ্ছানুসারে আমাকে ধরিতে বলিতেছে, তাহা হইলে আমি কিরূপে আমার প্রতাপ দেখাইব তাহা বলিতেছি।

১৪২।২।২৯-৩০—"মোরে.........সেইখানে"—রাজার কি ক্ষমতা যে আমাকে দেখিয়াও সে সম্ভ্রমের সহিত দাঁড়াইয়া না উঠিয়া সেইরূপে রাজ-সিংহাসনেই বসিয়া থাকিবে? আর যদি তাইই থাকে, তাহা হইলে তাহাকে সিংহাসন হইতে টানিয়া আনিয়া সেইখানে পাড়িয়া ফেলিব না?

১৪৩।১।১-২—"নতুবা......তোরে"—যদি সেরূপ ঘটনাও না হয়, কিন্তু কেবলমাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি এরূপ করিতেছ কেন? তাহা হইলে তাহাকে বলিব।

১৪৩।১।১০—"তবে...... রাজাতে"—তাহা হইলে তখন রাজাকে আমার ক্ষমতা দেখাইব।

১৪৩।১।১৯-২০—"ইহাতে......নয়নে"—ইহাতে যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে এই দেখ এখনই প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতেছি।

১৪৩।১।২৭-২৮—"চারি ......সম্বিত"—৪ বছর বয়সের সেই বালিকা তৎক্ষণাৎ পাগলের ন্যায় হইয়া গেল এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

১৪৩।২।১৩-১৪—"কি......পবিত্র"—শ্রীবাস যে কিরূপ মহাশয় ব্যক্তি তাহা আর কি বলিব? তাঁহার চরণ-ধূলি সমস্ত জগৎকে পবিত্র করে।

১৪৩।২।২১—"অনুভবে.........মুখে"—যাঁহাকে সাক্ষাৎ করার ভাগ্য হয় না বলিয়া, কেবলমাত্র মানসে অনুভব করিয়াই সকলে বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা যাঁহার স্তব করে।

১৪৪।১।৩-৪ —"অন্তর্যামী........আখ্যান"— নিত্যানন্দ-রূপী ভগবান্ শ্রীবলদেব আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-কথা বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন।

১৪৪।২।১-২—"আছুক... ..ভূমিতে"—দাসগণ ত কৃষ্ণ বই আর কিছুই জানেন না. তাঁহাদের হৃদয় ত গলিয়া যাইবেই, কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠ এবং পাষাণ পর্য্যন্তও সে প্রেম দেখিয়া গলিয়া গেল অর্থাৎ যত বড় নিষ্ঠুর-হৃদয় পাষণ্ড হউক না কেন, সে প্রেমময় ক্রন্দন দেখিয়া দ্রবীভূত হইয়া গেল।

১৪৪।২।১১-১২—"ক্ষণে........হাসে"—কখনও বা তাঁহার নিজের যে ভাব অর্থাৎ ঈশ্বর-ভাব তাহাই হয় এবং তখন সেই ঐশ্বর্য্যভাবে বসিয়া "মুঞি সেই, মুঞি সেই" অর্থাৎ "আমিই সেই ভগবান্, আমিই সেই ভগবান্" এইরূপ বলিয়া বলিয়া হাসিতে থাকেন।

১৪৪।২.১৭—"অক্রূর.........পড়িয়া"—শ্রীঅক্রূর মহাশয় কৃষ্ণকে স্বীয় রথে করিয়া মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য নন্দ-মহারাজকে যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত সেই সমস্ত শ্লোক বলিয়া বলিয়া।

১৪৪।২।২২—"ধনুর্ম্ময় রাজ-মহোৎসব"—রাজাদিগের ধনুক-ক্রীড়া-প্রদর্শনোৎসব।

১৪৫।১।৬—"স্বানুভাবে"—নিজের ভাবে অর্থাৎ ঈশ্বর-ভাবে।

১৪৫।১।১৫-১৮—"অনন্ত......... হয়"—যাঁহার একটী মাত্র ফণা কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সেই শ্রীঅনন্তদেব সহস্র বদনে স্তুতি করিয়া যে তোমার অন্ত পান না, এ কথা তিনি নিজ-মুখেই বলিয়া থাকেন, সে তোমার স্তুতি কিরূপে করিতে হয় তাহা তুমিই জান, অন্যে কি জানিবে?

১৪৫।১।১৯—"যে......সংসার"—সমস্ত জগৎ যে বেদের মত মান্য করিয়া চলে।

১৪৫।২।১-২—"হস্ত........বিড়ম্বন"—আমার হাত, পা, মুখ, চোক নাই এইরূপ বলিয়া বেদে আমার লাঞ্ছনা করে।

১৪৫।২।৩—"পরকাশানন্দ"— প্রকাশানন্দ সরস্বতী।

১৪৫।২।১৯ —"পুত্র......লাগিয়া"- আমি আমার দাসকে এত ভালবাসি যে, তাহার জন্য আমি সমস্তই করিতে পারি—এমন কি পুত্রকে পর্য্যন্তও কাটিতে কুণ্ঠিত হই না।

১৪৫।২।২২—"রহিল...... ..আমার"—আমার অর্থাৎ আমার বরাহাবতারের স্পর্শে পৃথিবীর গর্ভ-সঞ্চার হইল।

১৪৬।১।১৫—"মিলিলা......নিত্যানন্দ"—সকল ভক্ত আসিয়া মিলিত হইলেন, কেবল শ্রীনিত্যানন্দ আসিলেন না।

১৪৬।১।১৭—"নিরন্তর ....বিশ্বম্ভর"— শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু সর্ব্বদাই শ্রীনিত্যানন্দকে স্মরণ করিতেছেন, অনন্তরূপী ভগবান্ শ্রীনিত্যানন্দ তাহা জানিতে পারিলেন।

১৪৬।১।২৩—"মৌড়েশ্বর নামে দেব'—মৌড়েশ্বর নামে শিবলিঙ্গ। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর জন্মস্থান একচাকা গ্রাম হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ময়ূরাক্ষী নদীর তীরবর্ত্তী মৌড়েশ্বর গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেবতা।

১৪৬।২।২০—"প্রাণ........হাড়াই"—শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের দেহটা তাঁহার রহিল বটে, কিন্তু সেই দেহের প্রাণ হইলেন নিত্যানন্দ। লোকের নিকট প্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু। সুতরাং নিত্যানন্দ শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের নিকট সব চেয়ে বেশী ভালবাসার জিনিস হইলেন। এইরূপ করিয়া ভালবাসিতে না পারিলে, এইরূপ তদ্গতচিত্ত হইতে না পারিলে, শ্রীভগবান্‌কে লাভ করা যায় না।

১৪৭।১।২১-২২—"দৈবে........উৎপতি"—স্বয়ং দশরথই যখন শ্রীহাড়াই-পণ্ডিত-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সেইরূপ মতি না হইবে

কেন অর্থাৎ দশরথ যেমন বিশ্বামিত্র ঋষির হস্তে শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়াছিলেন, সেইরূপ সন্ন্যাসীর হস্তে শ্রীনিত্যানন্দকে দিবার মতি হাড়াই পণ্ডিতের না হইবে কেন? আর শ্রীহাড়াই পণ্ডিত যদি দশরথই না হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার ঘরে লক্ষ্মণ-রূপী নিত্যানন্দ জন্মিবেন কেন? লক্ষ্মণ ও নিত্যানন্দ একই তত্ত্ব। যে মূল-সঙ্কর্ষণ রাম-লীলায় হইতেছেন লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ-লীলায় হইতেছেন বলরাম, তিনিই গৌর-লীলায় হইলেন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু।

১৪৭।১।২৩-২৮—"ভাবিয়া.. ....মাথা"—শ্রীভগবান্ যাঁহাদের গর্ভে অবতীর্ণ [illegible]তে বড় ত্যাগ-স্বীকার তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব হয়, সাধারণ মানব-জীবনে হয় না।

১৪৭।২।১১-১২—"স্বামিহীনা...হৈয়া"—শ্রীকপিল দেবের মাতা দেবহূতি যদিও পতিহীনা নিরাশ্রয়া, তথাপি সেই মাতাকে ছাড়িয়া তিনি অনায়াসে গৃহত্যাগ করিলেন। এতদ্দ্বারা ইহাই দেখাইতেছেন যে, শ্রীভগবান্ একেবারেই স্বতন্ত্র, তিনি কাহারও অপেক্ষা করেন না। শ্রীকপিলদেব ভগবানেরই অবতার-বিশেষ।

১৪৭।২।১৭—"পরমার্থে......., নহে"—মায়িক জীবের সঙ্গে পরস্পর যে সম্বন্ধ তাহা ঐহিক সম্বন্ধ—ইহা অনিত্য। কিন্তু শ্রীভগবানের সঙ্গে জীবের যে সম্বন্ধ তাহাই পরমার্থ সম্বন্ধ—ইহা নিত্য। সুতরাং পরমার্থ হিসাবে ধরিতে গেলে, এই ত্যাগকে ত্যাগ বলা যায় না, কারণ এতদ্দ্বারা সম্বন্ধ ত্যাগ ত হয়ই না, বরঞ্চ শ্রীভগবানের প্রতি আর্ত্তি ও অনুরাগ প্রবলই হইতে থাকে; সেই প্রিয় বস্তু দূরে থাকায় নিরন্তরই তাঁহার কথা স্মরণ হইতে থাকে, তাঁহার রূপ, গুণ, ক্রিয়া-কলাপের বিষয় সর্ব্বদা ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় তন্ময় হইয়া যায়। স্ত্রী-পুত্রাদি মায়িক প্রিয়-বস্তুর বিরহে জীবের হৃদয় কাতর হইলে তদ্দ্বারা তাহার কোনও মঙ্গলই সাধিত হয় না, কিন্তু শ্রীভগবানের বিরহে যদি হৃদয় কাতর হইয়া উঠে, তবে তদপেক্ষা মঙ্গলের বিষয় আর কি হইতে পারে, কেননা তখন জীবের পক্ষে শ্রীভগবানের দেবদুর্ল্লভ শ্রীপাদপদ্ম লাভের ভাগ্য নিকটবর্ত্তী হয়।

১৪৮।১।১—"নিরবধি ...স্ফুরে"—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সর্ব্বদাই যেন শিশুর মত—সদাই সেইরূপ চঞ্চল, সেইরূপই খেলাধূলা করিতেছেন, তাঁহার আর অন্য কোন ভাব নাই অর্থাৎ কৈশোর বা যৌবনাবস্থার চেষ্টাদি কিছুই নাই।

১৪৮।১।২৪—"যে ....বাস"—মহাপ্রভুর যে প্রকাশের অপেক্ষা করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন।

১৪৮।১।৩০—"নিরবধি... .....মহাধীর"—"গতি স্খলে" অর্থাৎ গতি চ্যুত হয়, কেননা তিনি সর্ব্বদাই প্রেমানন্দে বিভোর। "মহাধীর" অর্থাৎ মহা-ধৈর্য্যশালী ও গম্ভীর-প্রকৃতি।

১৪৮।২।৮—"আয়ত . ...সুভাতি"—বিস্তৃত ও রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটী মনোহররূপে দীপ্তি পাইতেছে।

১৪৮।২।১০—"চলিতে.............দক্ষ"—তাঁহার শ্রীচরণ দুইখানি অতিশয় কোমল বটে, কিন্তু চলিতে বিশেষ দক্ষ অর্থাৎ তাঁহার সেই সুকোমল চরণে খুবই চলিতে পারেন।

১৪৮।২।১৭—"বণিক......পার"—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বণিকগণের উদ্ধারের কথা অন্ত্যখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

১৪৮।২।২৫-২৬—"পূর্ব্বে..... ....জানে"—শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ সকল বৈষ্ণবের কাছে আগে এ কথা কৌশলে বলিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। তিনি কৌশলে যে কি বলিয়াছিলেন তাহা পরের পঙ্‌ক্তি (Line) গুলিতে ব্যক্ত হইতেছে অর্থাৎ "আরে ভাই" ইত্যাদি হইতে "যেন সেই সম" পর্য্যন্ত ২৪ পঙ্‌ক্তি দ্রষ্টব্য।

১৪৯।১।১৩—"তালধ্বজ...... ..সার"—বলরামের একখানি রথ। এই রথকে আবার সংসারের সার বলিতেছেন, কেননা এই রথের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব অনায়াসে ভব সংসার পার হইয়া যাইতে পারে।

১৪৯।১।১৭—"কানা কুম্ভ বাম হাতে"—"কানা কুম্ভ" অর্থাৎ ভাঙ্গা কলসী। এতদ্দ্বারা ইহাই দেখান হইতেছে যে, জগতের সকলেই যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু তাহাকেও আশ্রয় দিয়াছেন অর্থাৎ মহাপাপী অধম দুরাচার পর্য্যন্ত সকলকেই—যাহাদিগকে অন্য লোকে ঘৃণা করে, তাহাদিগকেও—তিনি উদ্ধার করিয়াছেন।

১৪৯।২।১৩ ৪—"ক্ষণেকে......রাম-মিত্র"—স্বভাব-চরিত্র—প্রকৃতিস্থ। রাম-মিত্র অর্থাৎ বলরাম-রূপী শ্রীনিত্যানন্দের বন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ। অল্প ক্ষণের মধ্যে শ্রীগৌরচন্দ্র প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ সহজ লোকের ন্যায় হইয়া প্রকাশ্যভাবে স্বপ্নের অর্থ বলিতে লাগিলেন।

১৪৯।২।২০—"উপাধিক... ...দরশনে"—তুমি যেরূপ লোকের কথা বর্ণনা করিলে সেরূপ ভাবের কোনও লোক ত অর্থাৎ অপরিচিত কোনও 'মহাপুরুষ' ত খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোথাও দেখিতে পাইলাম না। "উপাধিক"—উপাধি অর্থাৎ পদবী দ্বারা যেমন মানুষকে পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ করিয়া চিনাইয়া দেয়, তদ্রূপ 'মহাপুরুষ' এই শব্দ দ্বারাও তাঁহাকে অন্য সমস্ত লোক হইতে পৃথকরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

১৫০।১।৩-৪—"না বুঝিয়া... বাধ"—যে ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার নিন্দা করে, বিষ্ণু-ভক্তি পাইয়াও তাহার তাহা বিফল হয় অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি অশ্রদ্ধা বশতঃ তাহার সেই বিষ্ণুভক্তি কোনও কার্য্যকরী হন না, তাহার কোনও মঙ্গলই করেন না।

১৫০।২।১৫-১৬—"হরিষে......চায়"—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু আনন্দ-ভরে জড়প্রায় হইয়া গেলেন এবং একদৃষ্টিতে শ্রীগৌরাঙ্গের রূপের দিকে চাহিয়া রহিলেন—সে কিরূপ ভাবে, না যেন জিহ্বা দ্বারা সেই রূপামৃত লেহন ও নেত্র দ্বারা পান করিতে লাগিলেন, এবং বাহু দ্বারা সেই শ্রীঅঙ্গ আলিঙ্গন ও নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন।

১৫০।২।১৬—"শক্তিহত... .....কোলে"—শক্তি-শেলে আহত শ্রীলক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া যেরূপে শ্রীরাম-চন্দ্রের কোলে অবস্থিত ছিলেন।

১৫১।১।১৬—"অচিন্ত্য........ চরিত্র"—তোমার লীলা পরম নিগূঢ়—ইহা চিন্তা দ্বারাও ধারণা করা যায় না বা জ্ঞান দ্বারাও কেহ বুঝিতে সমর্থ হয় না।

১৫২।১।১৭—"তোমা ....জন"—তোমাকে নির্দ্দেশ করিতে পারিবে এমন সাধ্য কার আছে?

১৫২।২।২৩-২৪—"হাসিয়া .....সবারা"—মুরারি হাসিয়া হাসিয়া যাহা বলিলেন তাহার ভাব এই যে, তোমরা ঈশ্বরে ঈশ্বরে কি বলিতেছ, আমরা মানুষে মানুষে তাহার কি বুঝিব?

১৫২।২।২৬—"মাধব........পূজি"—শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেব দুজনেই পরস্পর যেন ইনি উঁহার পূজা করিতেছেন, উনি ইঁহার পূজা করিতেছেন।

১৫৩।১।২৩-২৪—"রঘুনাথ.........বলদেব"—"রঘুনাথ" অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র এবং "যদুনাথ" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—এ দুইয়েতে শুধু যেমন নামে তফাৎ মাত্র, কিন্তু দুইই এক বস্তু, সেইরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবলদেব এ দুই জন নামে ভেদ হইলেও, দুইই এক বস্তু।

১৫৪।১।২১—"চির............নিতাই"—অনাদি অনন্তকাল হইতে পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ।

১৫৪।২।৫—"যে ধরয়ে..........তারে"—যিনি শ্রীঅনন্ত-রূপে ত্রিভুবন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে ধরিতে কে সমর্থ হইবে?

১৫৪।২।৯-১০—"চিরদিনে........ভাসে"—বহু দিন পরে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বাঞ্ছিত-ধন প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

১৫৪।২।২৯-৩০—"এ বড়......স্থানে"—এ সকল অত্যন্ত গুহ্যকথা—এ সব কথা কেহ কেহ জানেন মাত্র। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সেই সব লোকের নিকটই প্রকট রহিয়াছেন।

১৫৫।১।৯—"রাম-স্তুতি"—বলরামের স্তব।

১৫৫।১।১২—"নাঢ়ার সন্দর্ভ"—শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর মস্তকে সম্মুখের দিকে চুল না থাকায় মহাপ্রভু তাঁহাকে "নাঢ়া" বলিতেন, কিন্তু এই "নাঢ়া" বলিবার রহস্য কেহ বুঝিতে পারিতেন না।

১৫৬।১।১৮—"বিধি যে বোধিত"—শাস্ত্র-বিধানানুসারে।

১৫৬।২।২৯—"পাইলা.....বচনে"—মহাপ্রভুর বচনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু চৈতন্য পাইলেন।

১৫৭।১।১-২—"যে অনন্ত........নিত্যানন্দ"—যে অনন্তদেবের হৃদয়ে শ্রীগৌরচন্দ্র বসতি করেন, সেই অনন্তদেবেই হইতেছেন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু—ইহাতে বিস্মিত হইও না।

১৫৭।১।১৫—"যদ্যপিও......নিরাশ্রয়"—যদিও শ্রীঅনন্তদেব হইতেছেন ঈশ্বর এবং সকলেরই আশ্রয়, কিন্তু নিজে কাহারও আশ্রিত নহেন।

১৫৭।২।২৩ ২৮—"সর্ব্ব............যশ"—ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেব যদিও সর্ব্বশক্তিমান্, তথাপি তাঁহার প্রভু শ্রীবিষ্ণুর সেবা করাই তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অতএব তাঁহার সেই সেবা-ধর্ম্মের গুণ-ব্যাখ্যা করিলে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হন। অনন্ত-রূপী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুরও এই স্বভাব। ঈশ্বরের স্বভাব হইতেছে তিনি কেবল ভক্তির বশ। কিন্তু শ্রীঅনন্তদেব ও অনন্তরূপী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ঈশ্বর হইলেও, তাঁহারা তাঁহাদের প্রভু শ্রীবিষ্ণু ও বিষ্ণু-রূপী শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রতি স্ব স্ব সেবাকার্য্যের প্রশংসাবাদ শুনিতে অত্যন্ত সুখানুভব করেন।

১৫৮।১।১-২—"স্বভাব.....চরিত"—বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবের নিজ নিজ যে ভাব, সেই ভাব কীর্ত্তন করিলে তাঁহারা উভয়েই প্রীত হন। তন্নিমিত্ত বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁহাদিগের স্ব স্ব ভাবানুযায়ী চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকে। বিষ্ণুর স্ব-ভাব হইতেছে ঐশ্বরিক ভাব অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর এই ভাব এবং বৈষ্ণবের স্ব-ভাব হইতেছে সেই বিষ্ণুর প্রতি দাস্য-ভাব অর্থাৎ তাঁহারা সেই শ্রীবিষ্ণুরই দাস এই ভাব। সুতরাং বিষ্ণুকে ঈশ্বর-রূপে এবং বৈষ্ণবকে তদীয় দাস-রূপে কীর্ত্তন করিলে, উভয়েই প্রীত হন।

১৫৮।১।১৭-১৮—"সেহো .....পুরাণে"—তাহা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিজ-মুখেই বলিয়া থাকেন এবং তাহাই বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রগণ কীর্ত্তন ও বর্ণনা করে। তিনি যে কর্ম্ম করেন, তাহাই বেদ-রূপে গণ্য এবং ভাল-মন্দ, মঙ্গলামঙ্গল প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিচার-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বেদে সেই কর্ম্মের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

১৫৮।২।১২—"সহজ জীবেরে"—সামান্য যে কোন জীবকেই, তা সে যতই নিকৃষ্ট জীব হউক না কেন।

১৫৮।২।১৩—"প্রজার"—তাঁহার জীবগণের।

১৫৮।২।১৬—"বিষ্ণু-পূজা........হইয়া"—অতি নিকৃষ্ট-ভাবাপন্ন হইয়া বিষ্ণু-পূজা করে অর্থাৎ বিষ্ণু-পূজা করিতে হইলে যে জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবা প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের আনুষঙ্গিক বিবিধ আচার সমূহ প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা না করিয়া কেবল নামমাত্রই বিষ্ণু-পূজা করে।

১৫৯।১।১৫—"প্রসঙ্গে"—কথাপ্রসঙ্গে, কথায় কথায় সুযোগ পাইয়া।

১৫৯।১।১৬—"পূর্ণ হৈলা"—আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন।

১৫৯।১।১৮—"তার বন্ধ-বিমোচন"—তাহার ভব-বন্ধন মুক্ত হয়।

১৬০।২।৯—"গহন"—গভীর।

১৬০।২।১১-১২—"কোথা........অবতারে"—মানুষের মধ্যে আবার ঈশ্বর আসিল কোথায়? নদীয়ায় যে ঈশ্বরের অবতার হইবে, ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও এইরূপ রহস্য করিতেছেন।

১৬০।২।১৩-১৫—"মোর........জানে"—আমার ভক্তি, চিত্তের বৈরাগ্য ও জ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই তোর ভাই শ্রীনিবাস জানে।

১৬০।২।১৭-১৮—"এইমত ....বাধ"—এইরূপ শ্রীঅদ্বৈতের চরিত্র পরম গভীর অর্থাৎ তাঁহার ক্রিয়াকলাপ সহজে বোধগম্য হইবার নহে। পুণ্যবান্ লোকে তাঁহার যশ কীর্ত্তন করেন, সুতরাং ইহা তাঁহাদের পক্ষে পরম মঙ্গলের বিষয়, কিন্তু দুরাচার লোকে উহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার নিন্দা করে, সুতরাং সেই অপরাধে তাহাদের সমস্ত কার্য্যই বিফল হইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়।

১৬০।২।২০—"গমন"—আগমন।

১৬০।২।২৮—"তোমারে······বিবর্ত্তন"—যাইবার জন্য তোমার প্রতি আজ্ঞা হইয়াছে।

১৬০।২।২৯—"ষড়ঙ্গ······ লৈয়া"—অন্ন, জল, বস্ত্র, দীপ, তাম্বুল ও আসন এই ছয়টী ষড়ঙ্গ পূজার উপচার।

১৬২।১।৬—"হেনই........ ...গোচরে"—এমন সময়ে রামাই আসিয়া দেখা দিলেন।

১৬২।১।২৬—"প্রসন্ন ....ঠাকুর"—ঠাকুরের চাঁদমুখখানি কোটী চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতিকেও তিরস্কার করিয়া মধুর হাস্যে পরিপূর্ণ।

১৬২। ।৫—"কিবা ......চিনিতে"- তাঁহার নখগুলি সত্য সত্যই নখ কি মণি তাহা বুঝিতে পারা যায় না অর্থাৎ নখের সৌন্দর্য্য ও চাক্‌চিক্য দেখিয়া মণি বলিয়াই মনে হয়।

১৬২।২।১১-১২—"মকর-বাহন......গঙ্গা-সমা"—যে রথের বাহন হইতেছে মকর, সেই রথ হইতে গঙ্গাদেবীর ন্যায় এক শ্রেষ্ঠা নারী অবতরণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছে।

১৬২।২।২৩-২৪—"অন্তরীক্ষে.........বায়ুপথ"—দেখিতে পাইলেন যে দেবগণের কোটী কোটী রথ আসিয়া আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সেই সমস্ত রথের বাহন হস্তী, হংস, অশ্ব প্রভৃতির সংখ্যা এত অধিক যে, তদ্দ্বারা যেন বায়ু চলাচলের পথ পর্য্যন্তও বন্ধ হইয়া গেল। 'গজবাহন'—ইন্দ্র, 'হংস-বাহন'—ব্রহ্মা, 'অশ্ববাহন'—কুবের।

১৬৩।১।১৪—"প্রশ্রয়-বাক্য"—আশ্বাস ও আদর-সূচক বচন।

১৬৩।১।২৫—"পূজার কর কার্য্য"—পূজার যোগাড় কর।

১৬৩।২।৩—"পঞ্চ উপচার"—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

১৬৩।২।৫—"পঞ্চশিখা ....বন্দাপনা"—পঞ্চ অগ্নি জ্বালিয়া বন্দনা করিতে লাগিলেন।

১৬৩।২।৭—"ষোড়শোপচার"—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও স্তুতিপাঠ।

১৬৩।২।৯—"পটল-বিধানে"—তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে।

১৬৩।২।২০—"সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম"—লক্ষ্মী-দেবীর সৌন্দর্য্য যাঁহার চিত্তকে প্রফুল্লিত করে।

১৬৩।২।২২—"হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ" অর্থাৎ

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এই মহামন্ত্র যিনি প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন।

১৬৩।২।২৩—"নিজ.........বিলাস"—লোককে কৃষ্ণ-ভক্তি গ্রহণ করানই যাঁহার লীলা।

১৬৩।২।২৪—"অনন্ত-শয়ন" অর্থাৎ শ্রীঅনন্তদেব হইতেছেন যাঁহার শয্যা।

১৬৪।১।১—"রক্ষকুল-হন্তা"—রাম-অবতারে রাবণাদি রাক্ষস-বংশ-ধ্বংসকারী।

১৬৩।১।২—"গুহ-বরদাতা"—রাম-অবতারে গুহক চণ্ডালের মনোবাঞ্ছা-পূর্ণকারী। "অহল্যা-মোচন" অর্থাৎ পাষাণরূপী অহল্যার উদ্ধার-কর্ত্তা।

১৬৪।১।৪—"হিরণ্য.........যার"—শ্রীনৃসিংহ-অবতারে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া যাঁহার নাম নৃসিংহ বা নরসিংহ হইয়াছে।

১৬৪।১।১৯-২০—"সত্যলোক.........অর্পণে"—"সত্যলোক"—সপ্ত ভুবনের উপরিস্থিত লোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোক। শ্রীবামন-অবতারে তদীয় যাচ্ঞা অনুসারে বলি-মহারাজের দানে যখন শ্রীবামনদেবের একখানি শ্রীচরণে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ত্রিভুবন ভরিয়া গিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অধিকার করিল, তখন দ্বিতীয় চরণ রাখিবার আর স্থান নাই দেখিয়া, বলি-মহারাজ নিজের মস্তক পাতিয়া দিলেন; প্রভুও সেই বলি-শিরে দ্বিতীয় চরণ অর্পণ করিয়া তাঁহাকে কৃতকৃতার্থ করিলেন।

১৬৪।১।২৩—"বৃহস্পতি"—দেবগুরু; ইঁহার অসাধারণ বুদ্ধি সুপ্রসিদ্ধ।

১৬৪।১।২৪—"চৈতন্যের শুদ্ধি"—মহাপ্রভুর তত্ত্ব বা মাহাত্ম্য।

১৬৪।২।১৪—"ক্ষণে.........প্রচুর"—কখনও বা দন্তে কতকগুলি তৃণ ধারণ করেন। দন্তে তৃণ ধারণ করা অত্যন্ত দৈন্যের কাজ, কারণ পশুরাই দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া থাকে; সুতরাং দন্তে তৃণ ধারণ করিলে এই দেখান হয় যে, আমি পশু অপেক্ষাও হীন।

১৬৪।২।১৭—"যে.........হয়"—শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ যখন যে ভাবের কীর্ত্তন শ্রবণ করেন, তখনই সেই ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন; যথা:—যখন মানের কীর্ত্তন শুনেন, তখন 'তিনি নিজেই যেন শ্রীমতী হইয়া মান করিয়াছেন' তাঁহার এই ভাব হয়। এইরূপে তাঁহার সমস্ত ভাবই কীর্ত্তনানুযায়ী হইয়া থাকে।

১৬৪,২।২৮—"এক......লীলায়"—শ্রীভগবানের অর্থাৎ শ্রীগৌর-ভগবানের লীলা-সাধনের নিমিত্ত এক মূর্ত্তি তাহাই দুই ভাগ হইয়া নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত যে একই বস্তু, তাহাই বুঝাইতেছেন।

১৬৪,২।২৯—"পূর্ব্বে" অর্থাৎ আদিখণ্ড ১ম অধ্যায়ে; (৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৬৫।১।১২—"কোনো......গান"—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নানা রূপ ধারণ করিয়া বিবিধ-প্রকারে পরম-রঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিয়া থাকেন—কোনও রূপে বা তাঁহার স্তব করেন, কোনও রূপে বা তাঁহার ধ্যান করেন এবং কোনও রূপে ছত্র, কোনও রূপে শয্যা ইত্যাদি নানা রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সেবা করেন, আবার কোনও রূপে বা তাঁহার যশ-কীর্ত্তন করেন।

১৬৫।১।৩-৬—"নিত্যানন্দ...........ব্যভার"—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুতে কিছুমাত্র ভেদ নাই জানিতে হইবে। এই অবতারে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-অবতারে যাঁহারা সুকৃতী পুরুষ, তাঁহারা

তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। তবে যে সজ্জনগণের পরস্পর কলহ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা প্রকৃতপক্ষে কলহ নহে, উহা কৌতুক মাত্র। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দু'জনেই ঈশ্বর—তাঁহাদের এই সমস্ত আচরণ ঈশ্বরের লীলামাত্র। এ সমস্ত কৌতুকময় লীলা চিন্তার অতীত অর্থাৎ তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত কেবল চিন্তা দ্বারা ইহার মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না।

১৬৫।১।৭—"অনন্ত শঙ্কর"—অনন্ত হইতেছেন শ্রীনিত্যানন্দ এবং শঙ্কর হইতেছেন শ্রীঅদ্বৈত।

১৬৫।২।৬—"বাধে"—বাধা দেয়, বিঘ্ন করে।

১৬৬।২।৩-৪—"সবে.........বিচারে"—সকলে বলিতেছেন যে, পুণ্ডরীকাক্ষ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝি ভাবাবেশে পুণ্ডরীক বলিয়া ডাকিতেছেন, কিন্তু আবার ভাবিতেছেন যে তাই বা কি করিয়া হয়, তাহা হইলে আবার সঙ্গে সঙ্গে "বিদ্যানিধি" নামও বলিতেছেন কেন? সুতরাং কৃষ্ণকে ডাকিতেছেন ইহা ত হইতে পারে না, তাহা হইলে অনুমান হয় আর কাহাকেও ডাকিতেছেন?

১৬৬।২।২৮—"দেবার্চ্চন......পান"—গঙ্গাজলের উপর তাঁহার এতদূর বিশ্বাস যে, তিনি জানেন গঙ্গাজল পান করিলে চিত্তের মালিন্য বিদূরিত হয় এবং তাহা হইলেই সুচারুরূপে ইষ্টদেবের পূজা করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

১৬৭।২।৫-৮ ...ত......আমারে"—তোমাকে আজি এমন একজন অসাধারণ বৈষ্ণব দেখাইব, যেন তুমি চিরদিন আমাকে ভৃত্য বলিয়া মনে কর। শেষের পঙ্ক্তিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক দৈন্য প্রকাশ পাইতেছে।

১৬৭।২।২—"করি পুরস্কার"—সাদরে সম্মুখে করিয়া।

১৬৭।২।২৭—"দিব্য......করে"—উজ্জ্বল পীতবর্ণ পিত্তলে নির্ম্মিত সুন্দর খাট শোভা পাইতেছে।

১৬৭।২।৩০—"পট্ট-নেত"—রেশমী বস্ত্র-নির্ম্মিত।

১৬৮।১।১৪—"ব্যভার সংস্থান" অর্থাৎ চালচলন।

১৬৮।১।২৫-২৬—"কৃষ্ণের......মায়াধর"—কৃষ্ণের কৃপায় গদাধরের অবিদিত কিছুই নাই, কিন্তু তথাপি তিনি বিদ্যানিধিকে দেখিয়া বৈষ্ণব বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, যেহেতু ইহাও সেই জ্ঞানাতীত কৃষ্ণেরই কার্য্য—তিনি যে অত্যন্ত মায়াবী। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, সংসারী ভক্তকে বিষয়ী বলিয়া ঘৃণা করা কোনক্রমে উচিত নহে যেহেতু তাঁহাদের ব্যবহার বিষয়ীর মত হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে এরূপ সাধুপুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাঁহারা সংসার-ত্যাগী বৈষ্ণবেরই তুল্য। এইজন্যই মহাজনেরা বলিয়াছেন :—

✓ "বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি"।

১৬৯।১।১৯-২০—"সেবক .. ..ধন"—ভৃত্যেরা যে সমস্ত জিনিষ সরাইয়া ফেলিল, কেবলমাত্র সেইগুলিই বাঁচিয়া গেল।

১৬৯।২।১০—"উদয়"—আবির্ভাব, প্রভাব।

১৭০।১।১—"ব্যবহারে ···... ......তোমার"—লৌকিক হিসাবে তোমার ভোগ বিলাসাদি দেখিয়া।

১৭০।১।৫-৬—"বিষ্ণু-ভক্ত.........উচিত"—এই গদাধর পরম ভক্তিমান্, শিশুকাল হইতেই সংসারে অনাসক্ত এবং জ্ঞানবান্। ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র—বংশের সুযোগ্য পুত্র বটে।

১৭০।২।১—"বিদ্যানিধি...... ..চিনে"—ভক্তগণ বিদ্যানিধি বলিয়া কাহাকেও চিনেন না।

১৭০।২।১৮—"প্রীতি... .. ..তানে"—সকলেরই তাঁহার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা জন্মিল, তাঁহার প্রতি যেন কোনরূপ অসম্মান না হয়, সকলের হৃদয়েই এরূপ সাবধানতা-সূচক ভয় জন্মিল এবং তাঁহাকে পরমাত্মীয় বলিয়া সকলের জ্ঞান হইল। ভক্তের

প্রতি ভক্তের এই সমস্ত ভাব না হইলে পদে পদে অপরাধী হইতে হয় এবং তন্নিমিত্ত তাহার কৃষ্ণ-ভজন বিফল হইয়া যায়।

১৭১।১।১৬—"তখন সে প্রভু চিনি"—তখন তিনি মহাপ্রভুকে আপনার প্রভু বলিয়া চিনিতে পারিয়া অর্থাৎ ইনিই আমার কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া।

১৭১।১।১৬—"অবজ্ঞান"—তাচ্ছীল্য-জ্ঞান।

১৭১।২।২০—"নিত্যানন্দ .....মাতা"—শ্রীবাস-পত্নী পরম পতিব্রতা শ্রীমালিনী দেবী নিত্যানন্দ-প্রভুর মাহাত্ম্য ও প্রভাব বিশেষরূপে অবগত আছেন। মাতা যেমন পুত্রের সেবা করেন, তিনিও সেইরূপ স্নেহে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

১৭২।১।৮—"নিত্যানন্দ.......প্রমাণ"—তোমার প্রতি আমার যেরূপ ভালবাসা হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছি যে, তোমাতে ও শ্রীনিত্যানন্দে কিছুই ভেদ নাই।

১৭২।১।৯-১২—"মদিরা......কথা"—এতদ্দ্বারা শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি শ্রীবাস-মহাশয়ের চূড়ান্ত বিশ্বাস ও ভক্তি ব্যঞ্জিত হইতেছে।

১৭২।১।২৪—"সর্ব্বমতে.........আপনে"—নিত্যানন্দের ঐশ্বরিক তত্ত্ব সর্ব্বপ্রকারে গোপন করিও।

১৭৩।১।৩—"আমার ....বড়"—আমাদের গৃহে যে ঠাকুর অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ রহিয়াছেন, ইনি বড়ই প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বড়ই জাগ্রত।

১৭৩।২।১-২—"এ......সকল"—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু রঙ্গ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিতেছেন "হাঁ, তোমার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি আমাকে খুব চঞ্চল মনে করিয়াছ; তা ত হবেই, তুমি নিজেও যেমন, অপরকেও তেমনই মনে করিতেছ"।

১৭৪।১।২৯-৩০—"নিত্যানন্দ .....বিশ্বম্ভর"—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ভাব হইতেছে সর্ব্বদাই বাল্য ভাব—তাঁহার আর অন্য ভাব নাই, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুতে সর্ব্ব ভাবই বিরাজিত, তিনি সর্ব্ব ভাবেই আবিষ্ট হইয়া থাকেন।

১৭৪।২।১২—"বাহিরায়......মনঃকথা"—পুত্র পাছে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাঁহার মনে সর্ব্বদাই এই আশঙ্কা।

১৭৪।২।২৯-৩০—"সে ....পাইল"—সেই মহাপুরুষ যে এতকাল ধরিয়া শিবের গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়া তাঁহার শিব-কীর্ত্তনের পূর্ণ-ফল প্রাপ্ত হইলেন। সমস্ত নদীই যেমন সাগরে গিয়া পতিত হয়, সর্ব্বদেবোপাসকগণই তদ্রূপ পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ-মনোরথ হন।

১৭৫।১।৭-৮—"জয়.........বিলাস"—হরিনামের সেই জয় কীর্ত্তন ও জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে ভক্তিভাব উচ্ছলিত হইয়া উঠিল এবং ঈশ্বর অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তদীয় দাস অর্থাৎ ভক্তগণ পরমানন্দে বিলাস করিতে লাগিলেন।

১৭৫।১।৯—"শুন মন্ত্র-সার"—সার কথা শ্রবণ কর।

১৭৫।১।১১—"নির্ব্বন্ধিত করহ সকল" অর্থাৎ সকলে এই বাঁধাবাঁধি নিয়ম কর যে।

১৭৫।১।১৬—"পরমার্থে........প্রাণ"—লোকে যেমন ধন ও প্রাণ মঙ্গলের বিষয় মনে করে, তোমরাও তদ্রূপ পরমার্থ হিসাবে সকলের ধন প্রাণ সদৃশ হও অর্থাৎ পরম মঙ্গলের বিষয় হও। শ্রীকৃষ্ণভক্তি-লাভই জীবের পরম মঙ্গল, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল জীবের আর হইতে পারে না। তোমরা কৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তন করিয়া, অকাতরে কৃষ্ণ-ভক্তি বিতরণ পূর্ব্বক, জীবের পরম মঙ্গল সাধন কর।

১৭৫।২।১৯-২০—"প্রভু... ....বশে"—মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া যে আছাড় খান, তাহাতে তাঁহার অঙ্গে বিন্দুমাত্র আঘাত বা ব্যথা লাগিবার

কোনও সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, মায়ের প্রাণ কি তাই বুঝে?—বিশেষ শচীমাতার স্নেহের অবধি নাই; তাঁহার নয়ন-পুতলী নিমাই আছাড় খাইতেছেন দেখিলে, তাঁহার মন-প্রাণ কি আর স্থির থাকিতে পারে?

১৭৫।২।২১-২২ –"আছাড়ের ......অপার"—এই আছাড় হইতে রক্ষা করিবার যে কি উপায় করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাগত হইয়া অতি কাকুতি মিনতি সহকারে এই প্রার্থনা করেন যে,

কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দেহ এই বর।

ইত্যাদি পরের ৬ পঙ্‌ক্তি (Line) অর্থাৎ ২৩ হইতে ২৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

১৭৬।১।১৩—"শ্রীহরিবাসরে"—শ্রীএকাদশীতে।

১৭৬।১।২৮ –"বিকার"—স্তম্ভ, স্বেদ প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক-বিকার। মৎপ্রণীত "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" গ্রন্থে "ভক্তিরস-সুধানিধি" প্রবন্ধে ইহা দ্রষ্টব্য।

১৭৬।২।১৪—"ক্ষণে ক্ষণে... .....ভর"—তাহার দেহ কথনও কথনও ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় ভারী হয়।

১৭৬।২।২৩-২৪—"ক্ষণে ক্ষণে .....দন্ত"—প্রবল শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বালকের যেমন দন্তে দন্তে ঘর্ষণ পূর্ব্বক মহাকম্প উপস্থিত হয়, সেইরূপ ক্ষণে ক্ষণে কৃষ্ণপ্রেম-বিকার বশতঃ মহাপ্রভুর মহাকম্প হইতে লাগিল।

১৭৭।১।৬ –"লুটয়ে .... রতন"—তাহার শ্রীচরণ-ধূলিরূপ অমূল্য নিধি সকলে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন।

১৭৭।১।৭-৮—"আচার্য্য ...মোরা"—যশোদা-নন্দনই যে শচীনন্দন হইয়া আসিয়াছেন তাহা ধরা দিতেছেন না বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বলিলেন, "ওরে চোরা! আর লুকাইয়া থাকিতে হইবে না, এইবার তোমায় ধরিয়া ফেলিয়াছি, তোমার সমস্ত জারিজুরি ভাঙ্গিয়া দিলাম।"

১৭৭।১।১৫-১৬—"কথনো . . তাঁর"– কখনও বা এমন জোরে গর্জ্জন করেন যে, তাহাতে মনে হয় যেন কোটী সিংহ একেবারে গর্জ্জন করিতেছে; কিন্তু এরূপ বিশাল গর্জ্জন শুনিয়াও যে কর্ণ বধির হয় না, তাহার একমাত্র কারণ "তাঁহারই কৃপা" ব্যতীত আর কিছুই নহে।

১৭৭।১।১৭—"পৃথিবীর আলগ হইয়া"—মাটী হইতে উঁচু হইয়া।

১৭৭।১।১৯—"পাকল-লোচনে"—ঘূর্ণিত-নেত্রে।

১৭৭।১।৩০—"জানুগতি .... .আবেশে"—বাল্যভাবাবিষ্ট হইয়া বালকের ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া যান।

১৭৭।২।৩—"কর-মুরলীর ছন্দ"—হাতে বাঁশী নাই, অথচ মনে হয় ঠিক যেন হাতে বাঁশী লইয়া বাজাইতেছেন।

১৭৮।১।১৫-১৬—"হইল .....পাইল"—এতদ্দ্বারা মনে হয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট অবস্থায় শ্রীমদ্-বৃন্দাবন দাস-ঠাকুর জন্ম-গ্রহণ করেন নাই, অথবা করিলেও নিতান্ত শিশু বা বালক ছিলেন।

১৭৮।১।৩০ —"বিরহী......মুখ" কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত দুঃখ-ভরে বাহু তুলিয়া ঊর্দ্ধমুখে কাঁদিতে লাগিলেন।

১৭৮।২।৭-৮ –"সে .....জিহ্বায়"—যে ব্যক্তি ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করে না, তাহার শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়া বা পড়াইয়া কি ফল?

১৭৮।২।১২—"অধম ....বাখানে"—মূর্খ ও নীচ লোকের কাছে পণ্ডিতাভিমানী মূর্খ ও নীচ লোকে যেরূপ অযথা অর্থ ব্যাখ্যা করে, সেইরূপ অর্থাৎ এইরূপ লোকে যেমন প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিতে পারে না, সেইরূপ যাহারা শাস্ত্র জানে না, তাহারাও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত অর্থ অর্থাৎ ভক্তি-প্রতিপাদক অর্থ অবগত নহে বলিয়া, ঐরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

১৭৮।২।১৫-১৬ —"চৈতন্যের ....আন"— মহাপ্রভুর বাক্যে যার বিশ্বাস নাই, তার কোনও জ্ঞান নাই, অধিক আর কি বলিব, সে যেন মরিয়াই রহিয়াছে।

১৭৮।২।২১-২২—"আপাদ... ....করিয়া"— শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু তৃণ দ্বারা মহাপ্রভুর আপাদ-মস্তক সর্ব্বাঙ্গ বরণ করিয়া, তাঁহার সমস্ত আপদ-বালাই লইয়া, ঐ তৃণ নিজ-মস্তকে ধারণ করিলেন অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত আপদ-বালাই নিজে মাথায় করিয়া লইলেন এবং কত অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া কত রঙ্গে নাচিতে লাগিলেন।

১৭৮।২।২৩-২৪ —"অদ্বৈতের... .... হাস"— শ্রীঅদ্বৈতের এরূপ অদ্ভুত ভক্তি দেখিয়া অন্য সকলে ভীত হইলেন; তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, এ আবার কিরূপ ভক্তি! কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধর ইঁহারা দুই জনে অদ্বৈতের ভাব অবগত ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা হাসিতে লাগিলেন।

১৭৮।২।২৬—"আবেশের অন্ত নাহি" নিরন্তর কত কত ভাবাবেশ হইতেছে।

১৭৮।২।২৯—"অঙ্গ.........স্তম্ভাকৃতি"- দেহটা এমন হয় ঠিক যেন একটা থাম দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

১৭৯।১।২—"অস্থিমাত্র...........নবনীতময়"— শরীরের কোথাও যেন একখানিও হাড় নাই অর্থাৎ সর্ব্ব শরীর যেন মাখন দিয়া গঠিত এইরূপ কোমল হইয়া যায়।

১৭৯।১।৩-৪—"কথনো .....ক্ষীণ"—কখনও বা ভাবাবেশে অঙ্গ দুই তিন গুণ মোটা হইয়া যায়, আবার কখনও বা স্বাভাবিক অবস্থা হইতেও কত সরু হইয়া যায়।

১৭৯।১।২৩-২৪—"যতেক... .....কিসে"—যত বৈষ্ণবগণ সকলেই কীর্ত্তনের আনন্দে আপন আপন দেহের কথাই ভুলিয়া গিয়াছেন, তা অন্য কথা আর কি বলিব?

১৭৯।১।২৭-২৮ —"কেহো .. ..ঘুচায়" কেহ কেহ বলিতে লাগিল, এগুলা নাকি মদ্য মাংস সবই খায়, কিন্তু লোকে দেখিলে জানিতে পারিবে বলিয়া দরজা খুলিয়া দেয় না।

১৭৯।২।৭-৮ —"নিয়ামক.........নিমাই" - বাপ নাই যে শাসন বা পরিচালন করিবে, তাহাতে আবার বায়ুরোগ; এইবার দেখিতেছি নিমাই সঙ্গদোষে একেবারে উৎসন্ন গেল।

১৭৯।২।১৪—"নানাবিধ দ্রব্য"—মদ্য-মাংসাদি এবং গন্ধ মাল্যাদি বিবিধ বিলাসের দ্রব্য।

১৭৯।২।১৯-২০—"কেহো ..... · জনে"—কেহ বলে, রাত্রি প্রভাত হইলে রাজ-দরবারে গিয়া বলিয়া দিব, তখন রাজার পাইক আসিয়া প্রত্যেককে কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবে।

১৭৯।২।২২—"সব গেল চিরন্তন"– চিরকালের প্রথা সব লোপ পাইতে বসিল।

১৭৯।২।২৫—"থলিয়াতি ... .কার্য্য"—যত নষ্টের গোড়া হইতেছে শ্রীবাস, এই দেখ কাল তাহার শ্রাদ্ধ করিতেছি।

১৮০।১।৯-১০—"কেহো..... ইহা"—কেহ বলে পরমাত্মার দর্শন লাভ না করিয়া, কেবল উদ্দেশে তাঁহাকে ডাকিলে, কি ফল হইবে বুঝিতে পারিতেছি না।

১৮০।১।১১—"নিরঞ্জন"—পরমাত্মা, পরং ব্রহ্ম।

১৮০।১।১২—"ঘরে......বন"—নিজের দেহের মধ্যে পরমাত্মা বাস করিতেছেন তাহা না জানিয়া কেবল এদিকে ওদিকে খুঁজিয়া মরিতেছে।

১৮০।১।১৫-১৮—"কেহো·........ধাঞা"—কেহ বলিতে লাগিল, নিজ-কর্ম্ম-দোষে যাহারা এই কীর্ত্তন দেখিতে পাইল না, তাহাদিগকে ভাগ্যবান্ কি প্রকারে বলিব? তাহার এই কথা শুনিয়া পাষণ্ডীগণ তাহাকে কীর্ত্তনের দলেরই লোক মনে

করিয়া দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য দৌড়িয়া গেল এবং বলিতে লাগিল।

১৮০।১।২০—"জন শত ...মহাদ্বন্দ্ব"—উহা ত কীর্ত্তন নহে যেন শতখানেক লোক জড় হইয়া মহা হৈ হৈ ঝগড়া লাগাইয়া দিয়াছে। যাহারা কীর্ত্তনের মর্ম্ম জানে না, কীর্ত্তন যে কি মধুর জিনিস তাহা অনুভব করিবার শক্তি যাহাদের নাই, কীর্ত্তনের আনন্দ উপভোগ করিবার ভাগ্য যাহাদের ঘটে নাই, সেই হতভাগ্যগণ দেব-দুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনকে কোলাহল ব্যতীত আর কি বলিয়া বুঝিবে?

১৮০।১।২১-২২ "কোন্ . ধ্যান"—ইহা কোনও জপও নহে, তপও নহে, বা তত্ত্বজ্ঞানও নহে, যে না দেখিলে নয়; চল চল উহা আর দেখিতে হইবে না, নিজের নিজের কাজ করি গিয়ে, যাহাতে ফল হইবে।

১৮০।২।৫-৬—"দুর্দ্দুরি ...হুড়াহুড়ি"—শ্রীবাসের বাড়ীতে যেন দুন্দুমারি বেধে গেছে, কেবল হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ হচ্ছে, দেখে শুনে মনে হচ্ছে যেন দুর্গোৎসবের "সারি" গানের হুড়াহুড়ি পড়ে গেছে।

১৮০।২।২৭-২৮—"অহর্নিশ... ...মানিল"—রাত্রিদিন কীর্ত্তন-আনন্দে মহাপ্রভু নাচিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণও নাচিতেছেন, কিন্তু তথাপি কাহারও কোনও কষ্টবোধ নাই, কারণ সকলেরই সাত্ত্বিক দেহ-সাত্ত্বিক দেহে কোনও রূপ ক্লেশ অনুভব হয় না। এইরূপ নৃত্য কীর্ত্তন যে কেবল এক বৎসর কি দুই চারি বৎসর ধরিয়া হইতেছে তাহা নহে, ইহা কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া চলিতেছে, কিন্তু কীর্ত্তন-আনন্দে কেহ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। মহারাস যেমন কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া হইতেছে, কিন্তু গোপীগণ তাহা মুহূর্ত্ত কাল বলিয়া মনে করিতেছেন, ইহাও ঠিক তদ্রূপ।

১৮২।১।৬—"ঐশ্বর্য্য করি"—ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া।

১৮২।১।১১ "লখিতে .....করে"—প্রভু এমন মায়া বিস্তার করেন যে, তিনি যে 'ঈশ্বর' তাহা ভক্তগণ ব্যতীত অন্য কেহ বুঝিতে পারে না।

১৮৩।১।২৭—"অভিষেক শুনি"—অভিষেকের গান শুনিয়া।

১৮৩।২।২৩-২৬—"যার.....লয়"—যাঁর পাদপদ্মে বিন্দুমাত্র জল অর্পণ করিলে—তাহাও ধ্যানের দ্বারা, পরন্তু প্রত্যক্ষভাবে নহে—শমন-ভয় বিদূরিত হয়, সেই প্রভু,—যাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে জল দিবার ভাগ্য কাহারও হয় না,—তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে সকলের জল গ্রহণ করিলেন। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

১৮৩।২।২৮—"ভক্ত-সেবার এই ফল" অর্থাৎ ভক্ত-সেবা করিলে তাহার এই ফল হয় যে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে প্রভুর সেবা লাভ করা যায়।

১৮৪।১।১০—"কোন ভাগ্যবন্ত ...ঢুলায়"—কেহ কেহ বলেন যে, "এই 'ভাগ্যবন্ত' শব্দ শ্রীনরহরি সরকার-ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া লেখা হইয়াছে, যেহেতু গ্রন্থকারের সহিত সরকার-ঠাকুরের প্রীতি না থাকায়, তিনি তাঁহার নামোল্লেখ না করিয়া, সঙ্কেতে এইরূপ লিখিয়াছেন।" কিন্তু এরূপ অযথা কল্পনা করা অপরাধজনক বলিয়াই মনে হয়, যেহেতু এরূপ বলিলে ইহাই প্রকাশ পায় যে, গ্রন্থকার-মহোদয় শ্রীসরকার-ঠাকুরকে বিদ্বেষ করিতেন। এত বড় মহাপুরুষ যে কোন মহাপুরুষকে বিদ্বেষ করিতে পারেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এরূপ বিদ্বেষ ত অপরাধজনক কার্য্য। মধ্যখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে ২৬৩ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন যে, সেখানে আছে "চারিদিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায়"। সুতরাং সরকার ঠাকুর যে একাই চামর ঢুলাইতেন তাহা নহে, অন্যেও চামর ব্যজন

করিতেন। অতএব কোন্ ভাগ্যবান্ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা লেখা হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে এবং কেনই বা তাঁহার নাম দেওয়া হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? গ্রন্থের অনেক স্থলেও ত ঐরূপ ভক্তগণের নাম না দিয়া সেবা-কার্য্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক অযথা কল্পনা করিয়া মহাপুরুষের নিন্দা করা অনুচিত বলিয়াই মনে হয়। হয় ত শ্রীসরকার-ঠাকুরের নিষেধ ছিল বলিয়া গ্রন্থ-মধ্যে তাঁহার নাম দেওয়া হয় নাই; তা ছাড়া আরও দেখিতে হইবে যে, মহাপ্রভুর সমস্ত পার্ষদবর্গের নামই যে গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও ত হয় নাই।

১৮৪।১।১৯-২০—"দশাক্ষর .. ..পড়িতে"—দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রের দ্বারা যেরূপ বিধিতে পূজা করিতে হয়, সেইরূপ বিধি অনুসারে পূজা করিয়া সকলে স্তব করিতে লাগিলেন। প্রকট লীলায় মহাপ্রভু যখন আত্ম-প্রকাশ করিতেন, তখন ভক্তগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ জানিয়া সেই ভাবেই তাঁহার পূজা করিতেন। তজ্জন্য তাঁহার সেবা-পূজার পৃথক্ মন্ত্রাদি নাই এরূপ কল্পনা করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার অপ্রকট অবস্থায় যদি পৃথক্ মন্ত্রে তাঁহার সেবা-পূজা না করি, তবে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম কিরূপে লাভ করিব? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া যদি বিষ্ণুমন্ত্রে তাঁহার সেবা-পূজা করিলেই চলে, তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহদেব প্রভৃতি অবতারগণের সেবা পূজার জন্য পৃথক্ মন্ত্র থাকিবার প্রয়োজন কি? সুতরাং মহাজনগণ পৃথক্ মন্ত্রেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা পূজা করা বিধেয় বলিয়া তাহাই করিয়া আসিতেছেন এবং বিচার করিয়া দেখিলে তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে।

১৮৪।২।৩-৪—"জয় জয় .....বিলাসী"—ক্ষীর-সমুদ্র মধ্যে তুমি গোপনে বাস কর বটে, কিন্তু ভক্তগণের চিত্ত-বিনোদনের জন্য তুমি প্রকটরূপে বিলাস করিয়া থাক।

১৮৪।২।১০—"পূতনা-দুষ্কৃতি-বিমোচন"—পূতনা রাক্ষসীর পাপ-রাশি ধ্বংস করিয়া তাহার উদ্ধার-সাধনকারী।

১৮৭।১।২৪—"এইমত ....পরীক্ষা"—শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিষ্কপট গাঢ় ভক্তি হইয়াছে কি না, এইরূপ দারিদ্র্য দশা দ্বারাই তাহার পরীক্ষা হইয়া থাকে। প্রকৃত ঐকান্তিক ভক্তের যতই দারিদ্র্য দশা, যতই দুঃখ ক্লেশ, যতই রোগ শোকাদি হউক না কেন, তিনি কদাচ কোনরূপ প্রলোভনের বশীভূত হন না; চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা আচরণ প্রভৃতি কোনও প্রকার দুষ্কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন না; কৃষ্ণ-সেবা-পূজা, কৃষ্ণগুণানুবাদ-কীর্ত্তন হইতে কদাচ বিচলিত হন না; দুঃখ কষ্ট বশতঃ তাঁহার চিত্ত কদাচ বিক্ষুব্ধ হয় না, পরন্তু তিনি নিজের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া, পরমানন্দে হরিগুণ গান করিতে থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিষ্কপট ভক্তি থাকিলে, দুঃখ কষ্ট ভক্তের মঙ্গলের কারণই হইয়া উঠে, যেহেতু দুঃখ কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভক্তি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উত্তরোত্তর গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেই থাকে।

১৮৭।১।২৬—"যার .....বাহির"—যে জিনিসের যে দাম বলেন, তাহার আর কম বেশী করেন না, অর্থাৎ কোনরূপ তঞ্চকতা নাই—এক কথায় বিক্রয় করেন।

১৮৮।১।২০—"প্রকৃতি.........চঞ্চল"—তাঁহার নয়ন দুইটী স্বভাবতঃই বড় চঞ্চল।

১৮৮।১।২১-২২—"শুক্ল... .. . কলেবরে"—শুভ্র যজ্ঞসূত্র (শাদা পৈতা) তাহার অঙ্গ বেড়িয়া শোভা পাইতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে যেন শ্রীঅনন্ত-নাগ অতি ক্ষীণ রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার শরীর বেড়িয়া রহিয়াছে।

১৮৯।২।৪—"তুমি.........সব"—তুমি বা এই সমস্ত হইতে যাইবে কেন?—এ সব ত তোমারই

১৮৯।২।১৭—"অনন্ত... ..মনে"—অনন্ত-কোটী-ব্রহ্মাণ্ডবাসিগণ চিত্তে যাঁহাকে বহন করে। ধ্যান করাকেই প্রকারান্তরে "মনে বহে" বলিতেছেন।

১৮৯।২।২৭-২৮ -"মহাশুদ্ধা···· বৈষ্ণবাগ্রগণি"—শ্রীধরের মুখে পরম মনোহর বিশুদ্ধ স্তব শুনিয়া মহা মহা বৈষ্ণবগণ সকলে বিস্মিত হইলেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা ভাবিতেছেন, শ্রীধর তাদৃশ বিদ্যাবান্ না হইয়াও কিরূপে এরূপ মনোহর স্তব করিতে সমর্থ হইলেন। কৃষ্ণভক্তের পক্ষে সকলই সম্ভবে, যেহেতু ভক্তগণ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র, আর তাঁহার কৃপায় কি করে?—না

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবং॥

১৯০।১।২১—"এতেকে... ..হইল"—এ কারণে কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে তোমার মন বিচলিত হইল না।

১৯০।২।১—"অহঙ্কার ·······আছে"—বিষয়ের ধর্ম্ম হইতেছে কেবল অহঙ্কার জন্মাইয়া দেয় এবং পরের অনিষ্টাচরণ করাইয়া থাকে; কিন্তু তাহার ফলে পশ্চাতে যে অধঃপতন হইবে, তাহা বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারে না।

১৯০।২।৩—"দেখি...........হাসে"—মূর্খ এবং দরিদ্র বলিয়া সাধু ব্যক্তিকে যে উপহাস করে।

১৯০।২।৫-৬—"বৈষ্ণব... ..দুর্গতি"—কার সাধ্য আছে যে, বৈষ্ণবকে চিনিতে পারে, যেহেতু ক্রিয়া মুদ্রা দেখিয়াও ইনি প্রকৃত বৈষ্ণব কি না তাহা বুঝিতে পারা যায় না। মহাজন-বাক্য যথা:—"বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়"; "বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি"। অণিমা লঘিমা প্রভৃতি যে অষ্টসিদ্ধি আছে, তাহারা নিজেদের যে কি দুর্দ্দশা তাহা বৈষ্ণবের নিকটেই ভালরূপ বুঝিতে পারে, কেননা প্রভু স্বয়ংই এই অষ্টসিদ্ধি ভক্তগণকে দিতে চাহিলেও, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না, ঘৃণার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহারা ত অষ্টসিদ্ধির মাথায় পদাঘাত করিয়াছেন! অষ্টসিদ্ধি ত দূরের কথা, মুক্তিও তাঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ পদার্থ!

১৯১।১।৭—"মাগহ নিজ কার্য্য"—নিজের অভীষ্ট প্রার্থনা কর।

১৯১।১।১১—"মহাপরকাশ .... রায়"—শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপুল বৈভব প্রকাশ করতঃ রাজ-রাজেশ্বরের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

১৯১।১।১৪—-"মহাপাত্র" অর্থে উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী। ঈশ্বরের অর্থাৎ মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ হইয়াছে—তিনি রাজরাজেশ্বরের ন্যায় বিরাজমান হইয়াছেন। ভক্তগণই হইতেছেন তাঁহার প্রধান আজ্ঞাকারী; সুতরাং এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি মহা মহা ভক্তগণ মহাপাত্র অর্থাৎ আজ্ঞাকারী ভৃত্য-রূপে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১৯২।১।২৫—"তাহা নাহি লেখ"—তাহা গ্রাহ্য কর না।

১৯২।১।২৬—"মনে ভাল দেখ"—মনে মনে তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করিতেছ।

১৯২।১।২৭—"তুমি ....বল"—তুমি যখন তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করিলে, তখন আর আমি নিজ-শক্তি প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

১৯২।২।৩—"যে বা ... ...করিতে"—আমার অবতীর্ণ হইতে যাহা বা একটু দেরি ছিল।

১৯২।২।৯—"জ্বলন্ত... .....খায়"—ইহার একটী দৃষ্টান্ত হইতেছে—শ্রীবৃন্দাবনে দাবানল-ভক্ষণ।

১৯২।২।১৩—"হেন ..... . সন্তোষ"—এমন যে সব কৃষ্ণভক্ত, তাঁহাদের নাম-গুণ কীর্ত্তন করিতে যাহাদের আনন্দ হয় না।

১৯২।২।১৪—"লাগিল দৈবদোষ"—অদৃষ্ট মন্দ হইল ; ভাগ্যদোষ ঘটিল।

১৯২।২।১৯-২০—"বাহ্য .....শ্বাস"—হরিদাসের বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল, তিনি মহানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিলেন ; একেবারেই তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল।

১৯২।২।২৭—"মহাবেশ হৈল"—প্রবল ভাবাবেশ হইল।

১৯৩।১।১—"সর্ব্ব-জাতি-বহিষ্কৃত"—আমি সর্ব্ব জাতির বাহিরে অর্থাৎ কোন জাতির মধ্যেই নহি, স্থতরাং আমি অতি নীচ।

১৯৩।১।২—"মুঞি ....চরিত"—তোমার চরিত্র বা লীলা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার কোথায় ?

১৯৩।১।৭-৮—"কীট-তুল্য ......পাড়"—যে তোমার চরণ স্মরণ করে, সে যদি কীটের ন্যায় নীচও হয়, তথাপি তাহাকে তুমি পরিত্যাগ কর না; কিন্তু যে তোমার চরণ ভুলিয়া যায়, সে যদি রাজা-মহারাজাও হয়, তথাপি তাহাকে নিপাত কর।

১৯৩।১।২৯—"পাণ্ডুপুত্র........ভয়ে" —পাণ্ডবদিগের প্রতি এইরূপ বর ছিল যে, যতক্ষণ দ্রৌপদীদেবীর ভোজন না হইবে, ততক্ষণ যত লোক আস্থন না কেন, তাঁহাদের আহার দিতে কোন চিন্তা হইবে না। কিন্তু পাণ্ডবগণের বনবাস-কালে একদা দুর্ব্বাসা ঋষি ষষ্টিসহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে তাঁহাদের অতিথি হইলেন। তৎকালে দ্রৌপদীদেবীর ভোজন সমাপ্ত হওয়ায়, অতিথি-সৎকারের আর কোনও উপায় ছিল না বলিয়া, মহারাজ যুধিষ্ঠির দুর্ব্বাসা মুনির অভিসম্পাতের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণ-রূপী তোমাকেই স্মরণ করিলেন। মূল গ্রন্থে ইহার পরেই এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

১৯৩।২।৯—"অখণ্ড.....সবাকার"—নিরবচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করাই হইতেছে ইঁহাদের ধর্ম্ম।

১৯৩।২।১২—সর্ব্ব-ধর্ম্ম-হীন"—যাহার পুণ্যের লেশমাত্র নাই।

১৯৩।২।১৬—"ভক্ত স্মরণ সম্পদ"—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণই ভক্তগণের একমাত্র সম্পত্তি।

১৯৩।২।২৬—"তার.....গ্রাস"—তাঁর উচ্ছিষ্টই যেন আমার ভোজন হয়।

১৯৩।২।২৮—"সেই... .....ধর্ম্ম"—সেই উচ্ছিষ্টভোজনই আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও আমার কুলাচার হউক।

১৯৪।১।১৮—"বিনি অপরাধে"—অপরাধ নাই বলিয়া।

১৯৫।১।২১-২৪ –"সম্প্রদায়...পাঠ"—শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি নিরাকার-বাদী আচার্য্যগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ানুরোধে "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ" এই মন্দ পাঠই পড়িয়া থাকেন, কারণ এই পাঠে তাঁহাদের নিরাকার-বাদ প্রতিপন্ন করিবার স্থবিধা হয়। এই পাঠ দ্বারা সাকার-বাদ স্থাপন অতি কষ্টে করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু নিরাকার-বাদ স্থাপন করা অতি সহজ। পরন্তু "সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ" এই পাঠ দ্বারা নিরাকার-বাদ স্থাপন করা যাইতে পারে না, কেবল সাকার-বাদই স্থাপিত হইতে পারে। এই শেষোক্ত পাঠের অর্থ এই যে, "হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক প্রভৃতি অবয়ব-সংযুক্ত হইয়া যে ব্রহ্ম সকল স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছেন এবং জগতের সমস্ত বস্তুই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।" এই অর্থ দ্বারা ব্রহ্মের যখন হস্ত-পদাদি অবয়ব সকল রহিয়াছে প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন তিনি আর কি প্রকারে নিরাকার হইতে পারেন ? স্থতরাং অবয়ব বিশিষ্ট হওয়ায় তিনি সাকারই প্রতিপন্ন হন।

১৯৫।২।১০—"এই...........তুঞি"—'তুমি যে আমার প্রভু, আর আমি যে তোমার দাস' ইহার

চেয়ে আমার আর অধিক মহিমা, অধিক সৌভাগ্য কি হইতে পারে?

১৯৫।২।১৭-১৮—"বেদে..........বচন"—বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে যেমন কখনও জ্ঞানের পথ ভাল বলিতেছেন, আবার কখনও বা কর্ম্মের পথ, কখনও বা ভক্তির পথ ভাল বলিতেছেন, তজ্জন্য শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা দুরূহ হয়, সেইরূপ অদ্বৈত-প্রভুও কখনও বা বলিতেছেন জ্ঞান বড়, আবার কখনও বা বলিতেছেন ভক্তি বড়, সুতরাং তাঁহারও প্রকৃত মনের ভাব কেহ সহজে বুঝিতে পারে না অর্থাৎ তিনি ভক্তিপথের পথিক হইলেও, কেন যে কখনও কখনও জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেন, ইহা বুঝা লোকের পক্ষে সহজ হয় না।

১৯৫।২।২১-১৯৬।১।২—"শরতের......ঠাঁই"—শরৎকালের মেঘ যেমন কোথাও বর্ষণ করে, আবার কোথাও বা করে না, ইহা মেঘের দোষ নহে, কিন্তু লোকের ভাগ্যানুসারেই বর্ষণ হয়, সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈতের কোনও দোষ নাই, তিনি লোকের ভাগ্যানুসারেই ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ কখনও বলেন "জ্ঞান বড়", কখনও বলেন "ভক্তি বড়", তা যার যে রকম ভাগ্য সে সেইটাই ধরিয়া লয় ও সেই পথেই চলে। কিন্তু ভক্তির পথ যে তাঁহার অন্তরগত অভিপ্রায়, ইহা ভাগ্যে না থাকিলে বুঝা যায় না।

১৯৬।১।৪—"ইহাতে............সমাজ"—সমস্ত বৈষ্ণবগণই হইতেছেন এ কথার প্রমাণ, কারণ তাঁহারা এই কথাই বলিয়া থাকেন এবং এই কথাই মানিয়া চলেন।

১৯৬।১।৫-৬—"সর্ব্ব......প্রিয়ঙ্করী"—"শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবেরই চরণ-সেবা-পরায়ণ অর্থাৎ তাঁহারই ভক্ত" এই যে কথা ভক্তগণ বলিয়া থাকেন, ইহাতে আদর না করিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে 'ঈশ্বর' বলিয়া সেবা করা তাঁহার প্রিয় কার্য্য নহে; সুতরাং যাহারা শ্রীঅদ্বৈতকে 'ভক্তরূপে' সেবা না করিয়া 'ঈশ্বররূপে' সেবা করে, তাহাদের কখনও মঙ্গল হয় না, তাহাদের সর্ব্বনাশই হইয়া থাকে।

১৯৬।১।৯—"সর্ব্ব........লয়"- শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ যে সকলেরই প্রভু এই কথা যে না মানে।

১৯৬।১।১১-১২—"শিরচ্ছেদে......কারণ"—সে কেমন, না যেমন রাবণ মস্তক ছেদন করিয়া শিবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং শিবকেই পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞান হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্রকে মানেন নাই; তজ্জন্য শিব যে মনে মনে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, রাবণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার শিব-সেবা বিফল হইল—তিনি সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেন।

১৯৬।১।১৭-২০—"এইমত......মনে"—এইরূপ যাহারা শ্রীঅদ্বৈতের প্রকৃত মনোভাব না বুঝিতে পারিয়া শ্রীচৈতন্যের নিন্দা করতঃ আপনাদিগকে 'অদ্বৈত-ভক্ত' বলিয়া বেড়ায়, শ্রীঅদ্বৈত তাহাদিগকে কিছু বলেন না বটে, কেননা তিনি জানেন যে, উহাদের স্বভাবই ঐরূপ, বলিলে কথা শোনে না, সুতরাং বলিয়া কি করিব? কিন্তু এই সমস্ত লোক বৈষ্ণব-বাক্য অর্থাৎ "শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুরই ভক্ত" বৈষ্ণবগণের এই যে বাক্য তাহা গ্রাহ্য করে না বলিয়া ভালরূপেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হয়।

১৯৬।১।২২—"শুদ্ধি" অর্থাৎ তত্ত্ব বা মাহাত্ম্য।

১৯৬।১।২৪—"অহো মায়া বলবতী"—হায়, হায়! মায়ার কি আশ্চর্য্য প্রভাব—মায়া তাহাদিগকে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে দেয় না।

১৯৬।১।২৫-৩০—"প্রভুর......নাঞি"—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যে শ্রীচৈতন্যের অলঙ্কার-স্বরূপ ইহা তাহারা জানে না এবং শ্রীগৌরচন্দ্র যে শ্রীঅদ্বৈতের প্রভু ইহাও তাহারা মানে না। "শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গেরই ভক্ত, শ্রীগৌরাঙ্গেরই দাস, শ্রীগৌরাঙ্গের সেবাই তাঁহার কার্য্য" ইত্যাদি সমস্ত

কথা যাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই সত্য; এই সমস্ত কথায় যাহার বিশ্বাস না হয়, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। লোকের যত বড় বড় মাহাত্ম্যের কথা শোনা যাউক না কেন, "শ্রীচৈতন্যের ভক্ত" বলিয়া খ্যাতি হওয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহিমার কথা আর কিছুই হইতে পারে না।

১৯৬।২।৯-১০—"বৈষ্ণবাগ্রগণ্য......পায়"—যে বৈষ্ণব শ্রীঅদ্বৈতকে 'ঈশ্বর' বলিয়া তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন না করিয়া 'ভক্তশ্রেষ্ঠ' বলিয়া গুণ-কীর্ত্তন করেন, সেই বৈষ্ণব জন্ম জন্ম কৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকেন।

১৯৬।২।১৯-২০—"অদ্বৈতেরে........কপাট"—শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে গীতার প্রকৃত পাঠ অর্থাৎ "সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ" এই পাঠ (মূল গ্রন্থে ১৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বলিয়া দিয়া মহাপ্রভু ভক্তির দরজা (দ্বার) লুকাইলেন অর্থাৎ ভক্তিপথের দরজা সরাইয়া ফেলিলেন; দরজা সরাইয়া ফেলিলেন বলিয়া ঐ পথ অর্থাৎ ভক্তির পথ একেবারে উন্মুক্ত হইয়া গেল—লোকে অবাধে ভক্তিপথে প্রবেশ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ" এই পাঠ দ্বারা "ঈশ্বর সাকার" ইহাই প্রতিপন্ন হয়; ইহাই ভক্তিপথের প্রধান অবলম্বন। সুতরাং এইরূপ পাঠ দ্বারা 'ঈশ্বর সাকার' এই কথা প্রমাণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তির পথ একেবারে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ" এই পাঠ দ্বারা "ঈশ্বর নিরাকার" প্রমাণ করা সহজ হয়; কিন্তু এরূপ প্রমাণ ভক্তি-পথের একেবারেই বিরোধী বলিয়া এই পাঠ দ্বারা ভক্তির পথ রুদ্ধই থাকিয়া যায়।

১৯৭।১।২৫-২৬—"খড়......চিনিলা"—'খড় লয়'—দন্তে তৃণ লয় অর্থাৎ অত্যন্ত দৈন্য করে, কাকুতি-মিনতি করে, পায়ে ধরে। 'জাঠি লয়'—লাঠি ধরে। পূর্ব্বে যে শুনিতাম "যাহারা দুষ্ট লোক তাহারা বেগতিক দেখিলেই পায়ে ধরে, আর সুযোগ পাইলেই অমনই মাথায় লাঠি বসাইয়া দেয়", এ বেটা ঠিক সেই প্রকৃতির লোক; তোমরা কেহ উহাকে চিনিতে পার নাই। ভক্তের প্রতি এইরূপ শাসন-বাক্য শ্রীভগবানের কৃপারই পরিচায়ক, কারণ তদ্দ্বারা ভক্তের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। ভক্তগণ শ্রীভগবানের দণ্ড মহাভাগ্যের বিষয় বলিয়া উহা মাথায় করিয়া লন। শ্রীভগবানের দণ্ড ত দণ্ড নহে, ইহা যে তাঁহার কৃপা।

১৯৭।১।২—"তোমার........সাক্ষী"—তোমার অভয় পাদপদ্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি।

১৯৭।১।৫—"বাশিষ্ঠ"—যোগ-বাশিষ্ঠ; বশিষ্ঠ-মুনি-প্রণীত যোগশাস্ত্র।

১৯৭।১।১৫—"গুরু-উপরোধে"—অধ্যাপকের খাতিরে, অধ্যাপকের কথা শুনিয়া।

১৯৭।১।২৩—"অঝর-নয়নে"—ঝর-ঝর চক্ষে।

১৯৭।১।২৯—"পাইব......নৃত্য"—কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-প্রাপ্তির আশা ভক্তকে আনন্দে আত্মহারা করিয়া তোলে।

১৯৮।১।২৭-২৮—"ভক্তি......সুখে"—আমার এই তুচ্ছ মুখে ভক্তির ব্যাখ্যা করি নাই, আমি ভক্তি মানি নাই, সুতরাং হে প্রভো! তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিলেও আমার এই ভক্তিশূন্য হৃদয়ে কি প্রকারে সুখ হইবে? শ্রীভগবান্‌কে ভক্তির চক্ষে না দেখিলে তদ্দর্শন-জনিত আনন্দানুভব হয় না।

১৯৮।২।৫—"যখনে···কারণ"—তুমি যখন রুক্মিণী হরণ করিবার জন্য গমন করিয়াছিলে, তখন রাজা মহারাজাগণ তোমাকে গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিতে দেখিয়াছিলেন। যাঁহারা সপ্ত-সমুদ্রের বারি দ্বারা মহাড়ম্বরে অভিষিক্ত হইয়া "রাজ-রাজেশ্বর" উপাধি ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা মহা-জ্যোতির্ম্ময়-রূপে তোমাকে দেখিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমার যে মহামহিমা, যে মহৈশ্বর্য্য-বিলাস দর্শন করিতে বাঞ্ছা করেন, তুমি বিদর্ভ নগরে তাহা

দেখাইলে; কিন্তু তাহা দেখিয়া ঐ রাজরাজেশ্বর-গণের কি ফল হইল? না, তাহারা হিংসায় মরিল; তোমাকে দেখিয়া তাহারা কোনও সুখ পাইল না, যেহেতু তাহারা ভক্তিশূন্য; তাঁহাদের হৃদয়ে যখন ভক্তির লেশমাত্র নাই, তখন তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখিলেও তাহাদের কি প্রকারে সুখ হইবে?

১৯৮।২।১৩—"সর্ব্ব......শূকর"—সর্ব্ব-যজ্ঞময় দেহ—শ্রীবরাহ-অবতার।

১৯৮।২।১৭—"হিরণ্য"—হিরণ্যাক্ষ দৈত্যরাজ। ইনি শ্রীপ্রহ্লাদ-মহাশয়ের পিতৃব্য। "অপূর্ব্ব-দরশন"—অদ্ভুত রূপ।

১৯৮।২।১৯-২২—"আর........কারণে"—আর তার ভাই অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু (প্রহ্লাদের পিতা) তোমার মহাপ্রকাশ দেখিলেন। তোমার যে শ্রীঅঙ্গের হৃদয়-রূপ পরম গোপনীয় স্থলে লক্ষ্মীদেবী স্থান পাইয়াছেন, সেই শ্রীঅঙ্গের অদ্ভুত রূপ, ত্রিভুবনে যাঁহাকে শ্রীনৃসিংহদেব বলিয়া থাকে ও ভক্তি-সহকারে পূজা করে, সেই নৃসিংহ-অবতার-রূপ দেখিয়াও হিরণ্যকশিপু সুখ পাইলেন না, অপিচ বিনাশ প্রাপ্ত হইল, কেননা তিনি ভক্তিশূন্য।

১৯৮।২।২৬-২৭—"কোথায়.......সব"—কই, তাহারা ত তোমার ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ কোথাও কখনও দেখে নাই, তবে তোমাকে কিরূপে পাইল? না—ভক্তির জোরে।

১৯৯।১।৫—"নিরাশ্রয়ে.....সবাকার"—তিনি সকলকেই পালন করেন, সুতরাং তিনি সকলেরই আশ্রয়; পরন্তু তিনি কাহারও আশ্রিত নহেন।

১৯৯।১।৯-১০—"ভক্তিযোগে.........মুনিবর"—হরি-ভক্তির প্রভাবেই শ্রীমহাদেব মহাশক্তি-স্বরূপিণী মহাযোগেশ্বরী জগজ্জননী মহাদেবী শ্রীদুর্গার পতি হইলেন। ভক্তি-বলেই শ্রীনারদ-মহাশয় মুনিশ্রেষ্ঠ হইলেন।

১৯৯।১।১২-১৪-"তিলার্দ্ধেকো ...বিক্ষেপে"—তাঁহার কিছুমাত্র চিত্ত-প্রসাদ জন্মিতেছে না, অর্থাৎ তিনি মনে একটুও সুখ পাইতেছেন না। ইহার কারণ কি? না, তিনি পরম নিগূঢ় ভক্তিযোগ অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র এই অপরাধই তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্যের হেতু হইল।

১৯৯।১।২৫—"বড় প্রিয়ঙ্করী"—অত্যন্ত আনন্দ-দায়িনী।

১৯৯।১।৩০—"বেদ-মুখে"—বেদ দ্বারা।

১৯৯।২।৫-৬—"মুঞি.....সুখে"—আমি নিজ-মুখে সত্য বলিয়া এই বিধি স্থাপন করিয়াছি যে, আমার ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া বা আমার ভক্তকে পরিত্যাগ করিয়া কোনও কর্ম্ম করিলে তাহা বিফল হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সুখ হইবে না।

১৯৯।২।৯-১০—"রজকেও ....নাই"—কংস রাজার রজকও শ্রীকৃষ্ণ-রূপী আমাকে দেখিল, আমিও তার নিকট কাপড় চাহিলাম, কিন্তু তথাপি সে আমাকে পাইল না, কারণ তাহার ভক্তি নাই।

১৯৯।২।২৫-২৬—"আমার.....মহান্ত"—তুমি যেমন আমার অত্যন্ত প্রিয়, এইরূপ সমস্ত মহা-মহা-ভক্তগণেরও প্রিয় হও।

২০০।১।১৯—"বৈষ্ণবের.....দাস"—যাঁর প্রতি বৈষ্ণবের কৃপা হয় কিম্বা যিনি বৈষ্ণবের দাস।

২০০।১।২৪—"স্বধর্ম্মেতে নাহি নড়ে"—স্বীয় আশ্রম-ধর্ম্মেই দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকে।

২০০।১।২৫-২৬—"কেহো.....শোষয়"—কেহ কেহ বা বিবাহাদি করে না, আকুমার কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রয় করিয়া বৃথা শরীর শুষ্ক করে। এখানে তাৎপর্য্য এই যে, তাহারা ভক্তির পথ অবলম্বন না করিয়া অন্য কঠোর পথ আশ্রয় পূর্ব্বক শরীরকে মিছামিছি কষ্ট দেয় অর্থাৎ তাহাদের এইরূপ কষ্ট ভোগ করা কোন কাজেরই হয় না।

২০০।১।২৭-২৮—"সেইখানে...... দেখিল"—এহেন যে নবদ্বীপ, সেই নবদ্বীপে এমন আনন্দ প্রকাশ হইল, কিন্তু তপস্বী, জ্ঞানী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি বৃথাভিমানী একজনেরও ভাগ্যে তাহার উপভোগ বা দর্শন-লাভ ঘটিল না। শ্রীবাসের চাকর-চাকরাণীরা পর্য্যন্ত যে অদ্ভুত প্রকাশ ও লীলা-বিলাসাদি দেখিতে পাইল, পণ্ডিত-লোকেরও তাহা জানিবার বা দেখিবার ভাগ্য হইল না।

২০০।২।২—"মাথা মুণ্ডাইয়া" – সন্ন্যাসী হইয়াও।

২০০।২।৭-৮—'দুষ্কৃতীর......হয়ে"– যেমন, যদি কোন পুষ্করিণীতে জল না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেটী অতি বড় মহা-পাপিষ্ঠের পুষ্করিণী, নতুবা পুষ্করিণীতে জল হইবে না, এরূপ কভু হইতে পারে কি? সেইরূপ এহেন প্রেমময় অবতারে প্রভুর প্রেমবন্যায় যখন সমস্ত জগৎ ভাসিয়া গেল, যখন সেই প্রেমসুধায় কোনও জীব বঞ্চিত হইল না, তখন কেবলমাত্র ভট্টাচার্য্যগণের হৃদয় শুষ্ক রহিয়া গেল, কারণ তাঁহারা যে কেবল শুষ্ক জ্ঞান, শুষ্ক তর্ক লইয়াই ঘাঁটিয়া মরিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় ভক্তি-শূন্য, ভক্তগণকে তাঁহারা সমাদর করা দূরে থাকুক্ অধিকন্তু অবজ্ঞাই করিয়া থাকেন; সুতরাং সেই অপরাধে তাঁহারা তাঁহাদের ভক্তিশূন্য হৃদয়ে প্রেম-রসের অধিকারী হইতে পারিলেন না, আর সেই প্রেমরসের অভাবে তাঁহাদের হৃদয়-ক্ষেত্র স্বতঃই শুষ্ক হইয়া রহিল।

২০০।২।১৫-১৬—"যে... ..বিশ্বম্ভরে"—যে ভক্ত যে মন্ত্রে ইষ্টদেবতার ধ্যান করেন, মহাপ্রভু স্বয়ং সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে তাহা দেখাইয়া দেন। যে ভক্ত রাম-মন্ত্রের উপাসক, মহাপ্রভু নিজে নবজলধরশ্যাম-রাম-রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে সেই রূপ দেখান, এইরূপ নৃসিংহ-মন্ত্রের উপাসককে নৃসিংহ-রূপ, গোপালমন্ত্রের উপাসককে গোপাল-রূপ ইত্যাদি প্রকার রূপ দেখাইয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, তিনি সর্ব্বাবতারময়, সর্ব্ব অবতারের আশ্রয়।

২০০।২।২২—"চর্ব্বিত ... ... সবারে"—শ্রীমুখের চর্ব্বিত পাণ-প্রসাদ লইবার জন্য সকলকে কৃপাদেশ করিলেন।

২০০।২।২৪—"কোটি..........পাঞা"—শরৎ-কালীন কোটি কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও পরম রমণীয় যে মুখ, সেই মুখের উচ্ছিষ্ট পাইয়া।

২০০।২।২৬—"নারায়ণী"—পরম ভাগবতী এই নারায়ণী-দেবীই আমাদের গ্রন্থকারের গর্ভধারিণী।

২০১।১।১-২—"ধন্য......জীবন"—এই বালিকা জন্মজন্মান্তরে সার্থক নারায়ণ-সেবা করিয়াছে। শিশুগণের স্বভাবই এই যে, তাহাদিগকে কিছু খাবার দ্রব্য দিলে তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করে; সুতরাং নারায়ণীদেবীও যে সেইরূপ শিশু-স্বভাব বশতঃই মহাপ্রভুর প্রসাদ ভোজন করিলেন, তাহাতেও তাঁহার জীবন ধন্য হইল, জন্ম সার্থক হইল; তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবতী আর কে হইতে পারে?

২০১।১।১৭-১৮—"চৈতন্যের.........সমান"—'চৈতন্যের ভক্ত' বলিয়া যাঁহার খ্যাতি নাই অর্থাৎ যিনি চৈতন্য- ভক্ত নহেন, তিনি যত বড় লোকই হউন না কেন, যত বড় পণ্ডিতই হউন, বা ধনশালী হউন, বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হউন, বা রাজা মহারাজাই হউন, তথাপি তাঁহাকে তৃণ-তুল্য অর্থাৎ অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি। এতদ্দ্বারা গৌর-ভক্তের প্রতি অসাধারণ সম্মান ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইতেছে।

২০১।১।১৯-২০—"নিত্যানন্দ.........প্রকাশ"—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু হইতে অভিন্ন হইলেও, তিনি নিরন্তর আপনাকে 'চৈতন্যের দাস' বলিয়াই প্রচার করিতেন, ইহা বই কখনও আর কিছু বলিতেন না।

২০১।১।২৯—"চৈতন্যের......জানে"—আমার নিতাইচাঁদ কেবল জানেন যে, তিনি 'চৈতন্যের দাস'—ইহা বই তিনি আর কিছু জানেন না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সকলকে শ্রীগৌরাঙ্গের দাস্য-পদ দান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সকলকে তিনি ভক্তি দান করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণের দাস করিয়া লন।

২০১।২।৬—"সেই জন গেলা"— সে মরিল, তাহার সর্ব্বনাশ হইল।

২০১।২।১৫—"কেহো যেন" অর্থাৎ পিত্তরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ।

২০১।২।১৬—"তার........যায়"—ইহা তাহারই দুর্ভাগ্যের পরিচয়, ইহাতে যে চিনি তিক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, তাহা নহে।

২০১।২।২১—"পক্ষিমাত্র......নাম"— এতদ্দারা শ্রীচৈতন্য-নাম-মাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইতেছে।

২০২।১।৪—"দ্বিজকুল-সিংহ"—ব্রাহ্মণকুলের শিরোভূষণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ।

২০২।১।২২—"চৈতন্যের নিবারণে"—মহাপ্রভু পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া।

২০২।১।২৫—"কাহারো .....দ্বন্দ্ব"—আমার ভয় হইতেছে, পাছে কাহারও সঙ্গে বিবাদ কর। ইহা ব্যাজস্তুতি। মহাপ্রভু ইঙ্গিতে ইহাই বলিয়া স্তুতি করিতেছেন যে, কলহ অর্থাৎ প্রেম-কলহ করা ত তোমার স্বভাব।

২০২।২।১-২—"আমার......বাসিবা"—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভাবান্তরে ইহাই বলিয়া স্তুতি করিতেছেন যে, তুমি যেরূপ কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া চঞ্চল হইয়া থাক, আমাকে সেরূপ মনে করিও না—আমার সে ভাগ্য কোথায়, আমি সে প্রেম কোথায় পাইব? অতএব আমার চঞ্চলতা তুমি কখনও দেখিতে পাইবে না।

২০২।২।৩—"বিশ্বম্ভর..........জানি"—ইহার উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঙ্গিতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে স্তুতি করিয়া এই বলিতেছেন, যথাঃ—"তুমি অত্যন্ত নিগূঢ়—তুমি বেদ-গুহ্য, সুতরাং অন্য কেহ তোমাকে সহজে চিনিতে পারে না বটে, তবে আমি তোমাকে ভালরূপ চিনি—তোমার তত্ত্ব জানা অন্যের পক্ষে দুষ্কর হইলেও, তাহা আমার অবিদিত নাই।"

২০২।২।৬—"সব........অবতার"—তুমি সমস্ত ঘরে ভাত ছড়াও। এখানেও মহাপ্রভু ইঙ্গিতে নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। অন্ন যেমন জীবের জীবন, প্রেমও তেমনই ভক্তের জীবন। শ্রীঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,

"জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেম বিনু সেইমত ভক্ত"।

সুতরাং এখানেও মহাপ্রভু ইঙ্গিতে দোষচ্ছলে নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণই কীর্ত্তন করিতেছেন অর্থাৎ বলিতেছেন যে, ভক্তগণের জীবনস্বরূপ যে প্রেম, যাহা দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ, তাহা তুমি সকলের ঘরে ঘরে গিয়া আচণ্ডালে বিতরণ করিতেছ—সর্ব্বত্রই সেই প্রেমসুধা বর্ষণ করিতেছ, তাহাতে তাপিত জীবের হৃদয় শীতল হইয়া যাইতেছে। অথবা এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে, তুমি দেবদুর্ল্লভ মহা-প্রসাদ যাহাকে তাহাকে বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিতেছ।

২০২।২।৮—"এ......আমারে"—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বলিতেছেন যে, এ ত পাগলেরই কার্য্য; তা আমি বুঝিতে পারিয়াছি,—তুমি এই ছলা ধরিয়া আমাকে ঘরে ভাত দিবে না অর্থাৎ নিজের জন করিবে না। লোক নিজের জনকে, অন্তরঙ্গ লোককেই ঘরে ভাত দিয়া থাকে, ভিন্ন জনকে বাহিরে দেয়।

২০২।২।৯—"আমারে........খাও"—এতদ্দারা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রকারান্তরে এই

বলিতেছেন যে, আমাকে যদি নিজের জন না করিয়া তুমি সুখী হও তাহাই ভাল, তোমার যাহাতে সুখ হয়, আমি তাহাতেই সুখী। তবে লোকের নিকট যে আমার অপযশ করিয়া বেড়াও, তাহাতে আমি বড় দুঃখী, কারণ কাহারও নিন্দা করা ঘৃণিত কাজ বলিয়া, আমার নিন্দা করার জন্য লোকে যে তোমাকে মন্দ বলিবে, তাহা আমার সহ্য হইবে না।

২০২।২।১১—"প্রভু ..... পাই"—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে বলিলেন যে, তোমার অপযশের কথা শুনিলে আমার বড় লজ্জা ও কষ্ট বোধ হয়। পুত্রাদি একান্ত আপনার জনকে কেহ নিন্দা করিলে, লোকের যেমন লজ্জা ও কষ্ট বোধ হয়, ইহাও সেইরূপ, কারণ নিত্যানন্দ-প্রভুর ন্যায় মহাপ্রভুর এরূপ 'আপনার জন' আর কে আছে?

২০২।২।১৬—"এত.....খল"—এই কথা বলিয়া মহাপ্রভুর মুখের দিকে তাকাইয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্তের ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

২০২।২।১৮—"দিগম্বর ....শিরে"—লোকে যখন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়, তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান লোপ হইয়া যায়, সুতরাং তখন তাহার লজ্জা সরম কিছুই থাকে না, তখন তাহার উলঙ্গ হইয়া যাওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

২০২।২।২২—"শিক্ষার......দিগবাস"—মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে উপরোক্ত শিক্ষা দিলেন বলিয়াই তিনি প্রেমোন্মত্ত হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িলেন, তাই সকলে তাহাকে দিগম্বর দেখিতে পাইলেন অর্থাৎ সকলের পক্ষে তাহার এই প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিল।

২০৩।২।৭—"যে ....নন্দন" অর্থাৎ বিদ্যাগুরু সান্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে যিনি যমালয় হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন।

২০৩।২।১৩—"অনাদি.........নামে"—অনাদি কাল হইতে যে মায়া জীবগণকে অধিকার করিয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই দুর্লঙ্ঘ্য মায়া যাঁহার নাম-প্রভাবে বিদূরিত হয়।

২০৩।২।২০—"এ কোন্ প্রকাশ"—এ আর তোমার বেশী কি মাহাত্ম্য? অর্থাৎ তুমি যে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক কার্য্য করিয়াছ, ইহা ত তাহার কাছে কিছুই নহে!

২০৩।২।২১-২১—"যাঁহারা ....জানিয়া"—একদা কুন্তী-নন্দন অর্জ্জুন নিজ-সখা শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া মৃগয়ার্থ গভীর বনে প্রবেশ করেন। মৃগয়ান্তে তথায় তাঁহারা এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার তত্ত্ব জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে প্রেরণ করিলেন। অর্জ্জুন সেই কন্যার নিকটে গিয়া তাঁহাকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমি দেবদেব সূর্য্যের দুহিতা, আমি শ্রীবিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপাচরণ করিতেছি—অন্য কাহাকেও পতিরূপে বরণ করিব না। আমার নাম কালিন্দী।" অর্জ্জুন আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই বৃত্তান্ত বলিলে, তিনি কালিন্দীকে রথে তুলিয়া লইয়া গেলেন এবং যথাকালে তাঁহাকে দ্বারকায় লইয়া গিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

২০৪।১।২৭-২০৪।২।৮—"প্রভু......ভোজন"—প্রশ্নোত্তরস্থলে প্রভুদ্বয়ের এইরূপ কথাবার্ত্তার মর্ম্মোদ্ঘাটন করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

২০৪।২।১—"ইহা কেনে করি"—অর্থাৎ আজি যাইবে কেন?

২০৪।২।১৪—"বিশ্বরূপ.......বাসে"—নিত্যানন্দ যেন আমার সেই পুত্র বিশ্বরূপ আসিয়াছে, শচীমাতা এইরূপ মনে মনে চিন্তা করেন—নিত্যানন্দকে বিশ্বরূপ-রূপেই দেখেন।

২০৬।১।৬—"রাম মূর্ত্তিমন্ত"— সাক্ষাৎ বলরাম।

২০৬।১।৮—"নিত্যানন্দ.......... তোমার"—তোমার সকলই অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দময়।

২০৬।১।১০—'পরম... .... তথা"—ইহা অতি সত্য কথা যে, তুমি যেখানে থাক, কৃষ্ণও সেইখানে থাকেন, কৃষ্ণ একটুও তোমার কাছ ছাড়া নহেন।

২০৬।১।১১-১২—"চৈতন্যের........সম্মতি"—মহানুভব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সর্ব্বদাই চৈতন্যের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছেন; সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব যা করেন, যা বলেন তাহাতে নিত্যানন্দ-প্রভুর বিন্দু-মাত্রও অমত নাই।

২০৬।১।১৮—"খানি খানি করি"—টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া।

২০৬।১।২০—"অন্যের......যোগেশ্বরে"—অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মহাদেবও ইহা পাইতে ইচ্ছা করেন।

২০৬।১।২২—"জানিহ............পূর্ণ-শক্তি"—শ্রীনিত্যানন্দকে কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি বলিয়া জানিও।

২০৬।১।২৩—"কৃষ্ণের.........নাই"—একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দই হইতেছেন কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন।

২০৬।২।১৮—"কেহো............প্রকাশ"—কেহ বলিতে লাগিল, আজি কি শুভক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল।

২০৭।১।৯—"পৃথিবী......পদতালে"—শ্রীনিত্যানন্দের পদাঘাতে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল।

২০৭।১।১৭-১৮—"হাতে............উত্তর"—শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ অতি অকপটে সকলকে বলিতে লাগিলেন যে, আমি নিশ্চয় করিয়া ইহা বলিতেছি। কি বলিতেছেন তাহা পরের ৮ পঙ্‌ক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে। লোকে কোনও বিষয় দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া বলিতে হইলে হাতে তিন তালি দিয়া বলে।

২০৮।১।২৮—"কেহো......দোষে"—কেহ কেহ বলিতে লাগিল, এ দুই জনকে মন্ত্র দ্বারা কেহ পাগল করিয়াছে।

২০৮।২।১-২—"তোমরা........কিসে"—লোকে নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুরকে বলিতে লাগিল তোমরা দুষ্ট নিমাইর সঙ্গে পড়িয়া নিজে ত পাগল হইয়াছ, আবার আমাদিগকেও কি পাগল করিবার জন্য আসিয়াছ?

২০৮।২।৩—"ভব্য.......... সব"--ভদ্র ভদ্র লোক সকল।

২০৮।২।৫-৬—"কেহো....... ঘর"—কেহ বা বলিতে লাগিল, এরা দুইজন চোরের চর—হরিনাম বিতরণের অছিলা করিয়া ঘর সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে অর্থাৎ কাহার ঘরে কি ধন আছে তাহাই সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে।

২০৮।২।৭-৮—"এমত........ দেয়ানে"—ভাল লোকে নিজেকে এরূপ জাহির করিয়া বেড়াইবে কেন? ফের যদি আবার আসে, তাহা হইলে রাজ-দরবারে ধরিয়া লইয়া যাইব।

২০৮।২।১৯—"দেয়ানে ....কোটাল"—আপনাদিগকে নগরপাল অর্থাৎ নগর-রক্ষক বলে, কিন্তু কখনও রাজ-দরবারে যায় না।

২০৮।২।২৬—"চকার বকার শব্দ"—অশ্লীল কথা; অকথ্য অশ্রাব্য বাক্য সকল।

২০৯।১।৬—"সে সভা অধর্ম্ম"— সে সভা অতি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ সভা।

২০৯।১।৮—"পর-চর্চ্চকের"—যে পরের কথা, পরের নিন্দা লইয়াই থাকে, তাহার; পর-নিন্দকের।

২০৯।১।২১— ছাড়িল গোষ্ঠীয়ে"—আত্মীয় স্বজন ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিল।

২০৯।১।২২—"স্বতন্ত্র"—স্বেচ্ছাচারী।

২০৯।১।২৭—"বড় কারুণ্য-হৃদয়"—পরম দয়ালু।

২০৯।২।১-২—"লুকাইয়া ....উপহাস"—অপর লোক যেন কেহ না ঢুকিতে পারে, তজ্জন্য মহা-প্রভু বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ করাইয়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে কেবল নিজ গণ অর্থাৎ ভক্তবৃন্দ

লইয়া পরমানন্দময় কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীরামচন্দ্রাদি সমস্ত অবতারের রূপ ধারণ পূর্ব্বক কখনও বা অতুল বৈভব প্রদর্শন করিয়া নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন; কিন্তু সেই সমস্ত প্রকাশ সেই অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্যতীত বাহিরের লোক কেহই দেখিতে পায় না; সুতরাং তাহারা সে আনন্দ, সে ঐশ্বর্য্য, সে মাধুর্য্য কিছুই অনুভব করিতে পায় না বলিয়া, মহাপ্রভুর মহিমাও কিছুই বুঝিতে পারে না; কাজেকাজেই তাহারা নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

২০৯।২।১৬—"এ ....প্রকাশ"—যদি এ দুই জনের অন্তরে শ্রীচৈতন্যের মহিমা, শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ইহাদের উদ্ধার-সাধন করিতে পারি।

২০৯।২।১৪—"গঙ্গাস্নান.........লেখি"—লোকে গঙ্গাস্নান যেমন পুণ্যজনক কার্য্য বলিয়া জানে, গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হইলাম, ধন্য হইলাম বলিয়া মনে করে, সেইরূপ যদি এ দু'জনকে এমন ভক্ত, এমন বৈষ্ণব করিতে পারি যে,'ইহাদিগকে দেখিয়া লোকে মনে করিবে আমরা পবিত্র হইলাম, ধন্য হইলাম, তাহা হইলে আমি আমাকে মনুষ্য মধ্যে গণ্য করিব, অর্থাৎ আমি যে একজন মানুষ তাহা বুঝিতে পারিব। শ্রীঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গুণ॥"

২০৯।২।২০—"এ.............প্রতীকার"—যমের শাস্তিতেও এ দু'জনের দুষ্কর্ম্মের খণ্ডন হইবে না।

২০৯।২।২২—"তাহারো .....মনে"—তুমি মনে মনে তাহাদেরও মঙ্গল চিন্তা করিলে; তুমি শ্রীভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা করিলে যে, "হে প্রভো! ইঁহাদের ভাল হউক, ইহারা আমাকে মারিতেছে বলিয়া, ইহাদের যেন কোনও অনিষ্ট না হয়।"

২০৯।২।২৫—"তোমার......অন্যথা"—তোমার মনোভিলাষ প্রভু কখনও অপূর্ণ রাখেন না, তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা সর্ব্বদাই পূর্ণ করেন।

২০৯।২।২৬—"আপনে......কথা"—প্রভু নিজ-শ্রীমুখেই এ তত্ত্বকথা বলিয়াছেন। (মূল-গ্রন্থের ১৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

২০৯।২।২৯—"যেন .....পুরাণে"—শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে ৬ষ্ঠ স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

২১০।১।১—"নিত্যানন্দ-তত্ত্ব"—নিত্যানন্দের মহিমা; নিত্যানন্দ যে কি বস্তু, তাহা।

২১০।১।৫-৬—আমারে..........শিখাও"—পশু যেমন কাহারও মহিমা কিছুই বুঝিতে পারে না, তুমি মনে করিতেছ, আমিও সেইরূপ তোমার মহিমা কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু তুমি যে বারবার তোমার মহিমা প্রকাশ করিয়া, তুমি যে কি বস্তু, তাহা আমাকে শিখাইয়াছ।

২১০।১।১৪—"সেই বীর"—সেই মহা-ধর্ম্মবীর অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু।

২১০।১।১৮—"নাগালি..........হারাও"—হাতে পাইলে তোমাদিগকে মারিয়া ফেলিবে।

২১০।২।১৭—"ভাল হইল বৈষ্ণব"—উহাদিগকে বৈষ্ণব করিতে গিয়াছিলাম, তা ভাল বৈষ্ণব করিলাম দেখিতেছি।

২১০।২।২০—"অপমৃত্যে"—অপমৃত্যুতে অর্থাৎ অপঘাত মৃত্যুতে। রোগ ব্যতীত কোন আকস্মিক কারণে মৃত্যুর নাম অপমৃত্যু; যেমন বিষপান, অস্ত্রাঘাত, জলমজ্জন প্রভৃতি। ইংরাজিতে যাহাকে বলে **Accidental death.**

২১০।২।২২—"প্রাণ-অবশেষ"—কেবলমাত্র প্রাণটা যাইতে বাকী রহিয়াছে; কেবলমাত্র প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছি।

২১০।২।৩০—"খানি........পাছে"—একবার পিছন দিকে একটুখানি চেয়ে দেখ না, তোমাদের যম জগাই মাধাই যাচ্ছে।

২১১।১।৯—"রাজ-আজ্ঞা করে"—রাজা-মহারাজার ন্যায় আজ্ঞা করেন।

২১১।২।৩—"কহেন......সঙ্গে"— সেই বৈষ্ণব-সভা মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু পরম রঙ্গে আপন-তত্ত্বকথা অর্থাৎ কৃষ্ণ-কথা বলিতেছেন, তাহাতে কিরূপ শোভা হইয়াছে?—না, ঠিক যেন বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীবিষ্ণু সনকাদি ঋষিগণের সমীপে তত্ত্বকথা কহিতেছেন।

২১১।২।১৪—"কহয়ে......প্রকাশ"—তাহাদের দুষ্কর্ম্ম-সমূহ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

২১১।২।১৬—"সুব্রাহ্মণ-পুত্র দুই"—এ দুই জন ভাল ব্রাহ্মণের ছেলে।

২১১।২।২৭-২৮—"কিসের......বোলাই"—আঃ, তুমি যে কিসের এত বড়াই (গোমোর) কর, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না; আগে যদি এ দু'জনকে "গোবিন্দ" বলাইতে পার, তবে তখন বড়াই করিও।

২১২।১।২৭—"মহেশ বোলায়"—আবার বলে আমি মহাদেব।

২১২।২।৯-১০—"হাসিয়া.........হয়ে"—অদ্বৈত একটু হাসিয়া বলিলেন, তা এ আর আশ্চর্য্য কি, এ ত ঠিকই হইয়াছে—নিত্যানন্দও যেমন মাতাল, জুটিয়াছেও সেইরূপ মাতালের সঙ্গে—ঠিক উচিত সঙ্গই ত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ যে কৃষ্ণ-প্রেমের মাতাল, তাহাই শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ব্যঙ্গ করিয়া প্রকাশ করিলেন।

২১২।২।১১—"তিন-মাতোয়াল-সঙ্গ"—অর্থাৎ নিত্যানন্দ, জগাই ও মাধাই।

২১২।২।১৫-১৬—"এই......মাঝে"—এতদ্দ্বারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ব্যঙ্গচ্ছলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অদ্ভুত শক্তির কথা প্রকাশ করিলেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, এই দেখ না দু' তিন দিনের মধ্যেই ঐ মাতাল দুটোকে নিজের দলে টানিয়া আনিবে অর্থাৎ তাহাদিগকে দেবদুর্ল্লভ কৃষ্ণ-প্রেম প্রদান পূর্ব্বক পরম বৈষ্ণব করিয়া ফেলিবে।

২১২।২।২১-২৪—"দেখ...... ....যতনে"—এতদ্দ্বারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ব্যঙ্গচ্ছলে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অদ্ভুত মহিমা ও অপার করুণা-শক্তির কথা প্রকাশ করিতেছেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, সেই দুই মহাপাপী দুরাচারকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়া তাহাদিগকে লইয়া নৃত্য করিবে। এই দেখ না, ক্রমেই ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই এক করিয়া তুলিবে, অর্থাৎ আচণ্ডাল সকলকেই কৃষ্ণপ্রেম দিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় পবিত্র করিয়া তুলিবে, তখন আর ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ভেদাভেদ কিছুই থাকিবে না, সুতরাং সবই একাকার হইয়া যাইবে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া, কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া সকলেই এক হইয়া যাইবে। শাস্ত্রে বলিতেছেন—

বিষ্ণুভক্তি-বিহীনা যে চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তি-পরায়ণাঃ॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণ।

সঙ্কীর্ণ-যোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

দ্বারকা-মাহাত্ম্য।

২১৩।১।১-২—"যে......ক্ষয়"—যে দুরাত্মা এক জন বৈষ্ণবের দিকে হইয়া অন্য বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

২১৩।১।৫—"করিলেক থানা"—আড্ডা গাড়িল।

২১৩।১।৬—"দেই হানা"—দৌরাত্ম্য করিয়া।

২১৩।১।১০—"দশ বিশের গমনে"—দশ কুড়ি জনে দল বাঁধিয়া বাঁধিয়া।

২১৩।২।৮—"মুটকী"—কলসীর কানা।

২১৪।২।১৭—"তাহা হৈতে তোর অপরাধ"—সেই অসুরগণের চেয়েও তুই বেশী অপরাধী, তাহার কারণ এই যে।

২১৪।২।২২—"রেবতী... ....প্রকাশ"—নিত্যানন্দ হইতেছেন শ্রীবলরাম, রেবতী হইতেছেন শ্রীবলরাম-পত্নী। নিত্যানন্দ-চরণের যে কি মহিমা, তাহা রেবতীই জানেন, যেহেতু বলরাম ও নিত্যানন্দ একই বস্তু।

২১৪।২।২৬—"পড়িল তোমাত"—এই আমি তোমার শ্রীচরণে শরণাগত হইলাম।

২১৪।২।২৭-২৮—"নিত্যানন্দ.......তুঞি"—শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, প্রভো! আমি আর কি বলিব, আমি ত একটী বৃক্ষের ন্যায় জড় পদার্থ বই আর কিছুই নহি, আমার কি শক্তি আছে যে আমি উদ্ধার করিতে পারি; তবে যে আমা দ্বারা কৃপা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাও তোমারই শক্তি; তোমার শক্তি-বলেই মাধাই আমা হইতে উদ্ধার লাভ করিবে।

২১৫।১।১৭—"তো........আহার"—তোদের দু'জনের মুখে আমি খাইব অর্থাৎ তোরা খাইলে আমারই খাওয়া হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে স্বয়ং বলিয়াছেন—

ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ!

ব্রহ্মপুরাণ।

২১৫।১।১৮—"তোর......অবতার"—তোদের দু'জনের দেহে আমি প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হইব অর্থাৎ সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিব।

২১৫।১।২১—"মোহ..............সাগরে"—দুই বিপ্র অর্থাৎ জগাই মাধাইর মোহ দুরীভূত হইল—তাঁহারা আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

২১৫।১।২৫—"ব্রহ্মার দুর্ল্লভ"—ব্রহ্মাদি দেবতা-গণেরও দুর্ল্লভ যে ধন অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রেম।

২১৬।১।১২—"বিশ্বম্ভর-ধর"—যিনি বিশ্বম্ভর অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ধারণ করেন।

২১৬।১।১৩—"নিজ-নাম-বিনোদ-আচার্য্য"—যিনি নিজ-নাম অর্থাৎ হরিনাম-গানে আনন্দ লাভ করেন এবং যিনি সেই নিজ-নাম-প্রচারের আচার্য্য অর্থাৎ গুরুস্বরূপ।

২১৬।১।১৬—"চৈতন্য-শরণ"—একমাত্র চৈতন্যকে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন।

২১৬।১।১৯—"রাজপণ্ডিত-দুহিতা-প্রাণেশ্বর"—রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতন মিশ্রের কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর পতি।

২১৬।১।২৪—"সেহো পাইল অল্পত্ব"—অজামিল উদ্ধার করিয়া তোমার যে মাহাত্ম্য দেখাইয়াছিলে, তাহা এখন ছোট হইয়া গেল, যেহেতু আমরা অজামিল অপেক্ষাও অনেকগুণে মহাপাপী; সুতরাং আমাদের উদ্ধারে তোমাদের সেই মহিমা অনেক-গুণে বাড়িয়া গেল।

২১৬।২।৬—"কত........জনে"—অজামিলের সঙ্গে ও আমাদের দু'জনের সঙ্গে কত তফাৎ।

২১৬।২।১৩—"এবে... ....মহাবলবন্ত"—শাস্ত্রে যে বলিয়াছে, তুমি মহাপাপীর মোচন-কর্ত্তা, তা আমাদের উদ্ধারের দ্বারা শাস্ত্রের সেই বাক্যে মহা জোর দাঁড়াইয়া গেল—আমাদের ন্যায় মহা-মহাপাপীর উদ্ধার শাস্ত্রের সেই বচনকে মহা-বলবান্ করিয়া তুলিল।

২১৬।২।১৪—"এবে..............অনন্ত"—এখন শ্রীঅনন্তদেব বুক ফুলাইয়া তোমার যশঃকীর্ত্তন করিবেন।

২১৬।২।১৬—"নির্লক্ষ্য-উদ্ধার"—অহৈতুক উদ্ধার অর্থাৎ কারণ ব্যতিরেকে উদ্ধার।

২১৬।২।১৯-২০—"কত .....নরেন্দ্রগণে"—কংস আদি দৈত্যগণের উদ্ধারের কত কারণ আছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। সেই সমস্ত রাজগণ

শত্রুভাবে কেহ ভয়ে, কেহ ক্রোধে, কেহ বা হিংসায় নিরন্তর তোমার চিন্তা করিয়াই সম্মুখে নিয়ত যেন তোমাকেই দেখিতে লাগিলেন। শত্রুভাবেই হউক, আর যে ভাবেই হউক, যে তোমার সতত চিন্তা করে, সে যে তোমাকে পাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাহার পাইবার ত যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কিন্তু আমরা যে তোমাকে পাইলাম, ইহাতে তোমার কৃপা ব্যতীত আর ত কোনও কারণই দেখিতে পাই না।

২১৭।১।১—গজরাজের স্তব শ্রীমদ্ভাগবতের ৮ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২১৭।১।৩-৮—"দৈবে......সংসারে"—অঘাসুর, বকাসুর, পূতনা প্রভৃতিকে বধ করিয়া তাহাদিগকে সদ্গতি দিয়াছ বটে, কিন্তু আমাদের এই সৌভাগ্যের সঙ্গে তাহাদের সৌভাগ্যের তুলনাই হইতে পারে না, যেহেতু তাহারা এ দেহ ছাড়িয়া তবে উত্তমা গতি লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের এই উদ্ধারের কথা কেবল শাস্ত্রেই বর্ণিত আছে মাত্র, চক্ষে কেহ দেখে নাই; পরন্তু তুমি আমাদিগকে এই দেহেই উদ্ধার করিলে এবং আমাদের এই উদ্ধার লোকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইল।

২১৭।১।১০—"লক্ষ্য"—কারণ।

২১৭।১।১১—"ব্রহ্মদৈত্য"—ব্রাহ্মণ-রূপ অসুর।

২১৭।২।১৫-১৬—প্রভু ...... নিন্দকে"—প্রভু বলিলেন, এই দেখ ইহাদের পাপের ভার লইয়া আমার দেহ কাল হইয়া গেল, কিন্তু তোমরা এখন খুব কীর্ত্তন কর, ইহাদের সব পাপ নিন্দকে চলিয়া যাউক। মহাপ্রভু স্বয়ং যদিও তাহাদের সমস্ত পাপ-ভার গ্রহণ করিলেন, তথাপি নিন্দক যে কি ঘৃণিত জীব, নিন্দা করা যে কি মহাদোষ, তাহা বুঝাইবার জন্যই বলিলেন, ইহাদের সব পাপ নিন্দকে যাউক। শাস্ত্রে বলে, যে ব্যক্তি যাহার নিন্দা করে, সে ব্যক্তি এইরূপ নিন্দা দ্বারা তাহার পাপের ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং যাহার নিন্দা করা হয়, তাহার পাপের ভার এইরূপে অপসারিত হইয়া, তাহার চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল হইতে থাকে। এই জন্য ভাল লোকে কাহারও নিন্দা করেন না এবং তাঁহাদিগকে কেহ নিন্দা করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্টও হন না, কারণ তাঁহারা জানেন যে, এইরূপ নিন্দা দ্বারা তাঁহাদের পাপ দূরীভূত হইয়া তাঁহাদের মঙ্গলই সাধিত হইবে।

২১৮।১।১২—"তথাপিও................গেয়ান"—তবুও সকলের অঙ্গ যেন পরিষ্কার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—অঙ্গে যেন কিছুই ধূলা ময়লা নাই।

২১৮।১।১৭-২২—"সর্ব্ব......মহা-মার"—সকলের দেহে আমিই আত্মারূপে অবস্থিত থাকিয়া, করিতেছি, বলিতেছি, চলিতেছি, খাইতেছি ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যই আমি করিতেছি এবং সেই আত্মারূপী আমি যখন চলিয়া যাই, তখন তাহার দেহের বিনাশ হয় অর্থাৎ আত্মা ছাড়িয়া গেলেই মৃত্যু হয়। যে দেহে সামান্যমাত্র দুঃখ পাইলেই জীব 'মলুম গেলুম' করে, আত্মারূপী আমি চলিয়া গেলে, সেই দেহকে পোড়াইলেও নড়ে চড়ে না। যদিও আমি আত্মারূপে জীব-দেহে অবস্থিত থাকিয়া কর্ত্তা হইয়া রহিয়াছি, তবুও জীবের দুঃখ হয়, কেননা জীব সেই আত্মারূপী আমাকে কর্ত্তা বলিয়া মানে না, তাহারা নিজেই কর্ত্তা সাজিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া "আমি করিতেছি, আমি বলিতেছি" এইরূপ মনে করে এবং তাহার ফলেই অশেষবিধ দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। অতএব আমি বলিতেছি, হে বৈষ্ণবগণ! এ দুই জনে যাহা কিছু দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা উহারা করে নাই, আমিই করিয়াছি এবং আমিই তাহা দূর করিলাম, ইহা বুঝিয়া সকলে উঁহাদিগকে তোমাদের নিজেদের মতই দেখিও।

২১৮।১।২৯-২১৮।২।২—"অনন্ত..........সমর্পণ"—কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য

আছে, তাহা কৃষ্ণের মুখে অর্পণ করিলে প্রেমরসে পরিণত হয়—যে প্রেমরসের অতি ক্ষুদ্র এক কণামাত্র প্রাপ্ত হইলে জীব কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়। এক্ষণে আমি বলিতেছি, এ দুই জনকে যে ব্যক্তি সামান্য একটুমাত্রও খাদ্য প্রদান করিবে, তাহা তাহার কৃষ্ণের মুখেই মধু প্রদান করা হইবে। শ্রীভগবান্ ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং বলিয়াছেন—

ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ !

ব্রহ্মপুরাণ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং ॥

ইতিহাস-সমুচ্চয়।

২১৮।২।৪—"এ দুইর ..... সর্ব্বনাশ"—এ দুই জনের নিকট অপরাধী হইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে।

২১৮।২।১০—"বনমালা-ধর"—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। এখানে মহাপ্রভুকে প্রকারান্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলা হইতেছে।

২১৮।২।১৬—"প্রভু .....আবেশে"—"শ্রীগৌরাঙ্গ যে তাঁহাদের প্রভু, আর তাঁহারা যে তাঁহার দাস", আনন্দ-আবেশে তাঁহাদের এই জ্ঞান তখন দূরীভূত হইল।

২১৯।১।৯—"করিল চক্ষু কাণ"—চোক কাণা করিয়া দিল।

২১৯।১।১১—"শ্রীনিবাস............নাই"—ইহা নিন্দাচ্ছলে অপূর্ব্ব স্তুতিবাদ; এতদ্দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করা হইল যে, শ্রীবাস-পণ্ডিত মূলে হচ্ছেন শ্রীভগবৎ-পরিকর, স্বতরাং তাঁহার আবার জাতি কি ?

২১৯।১।১২—"কোথাকার... .....ঠাঁই"—ইহাও নিন্দাচ্ছলে অপূর্ব্ব স্তুতি। বলিতেছেন যে, কোথাকার কে এক সন্ন্যাসী, যাকে কেহ জানে না, চিনে না, যার কথা কেহ শুনে নাই, তাকে আনিয়া আবার স্থান দিয়াছে! ভাবার্থ এই যে, এই নিত্যানন্দ হইতেছেন ভগবান্। ভগবান্কে জানা বা চেনা কাহার সাধ্য, যেহেতু তিনি জ্ঞানের অতীত, বুদ্ধির অতীত, স্বতরাং তাঁকে জানা কম সৌভাগ্যের কথা নহে; আর তাঁহার কথা শুনিতে কেই বা যায় অর্থাৎ ভগবৎ-কথা শুনিতে প্রবৃত্তিই বা কয় জনের হয় ? কম সৌভাগ্যে ভগবৎ-কথা-শ্রবণে রতি হয় না। অতএব, এতাদৃশ ভগবান্ যে নিত্যানন্দ, তাঁহাকে শ্রীবাস-পণ্ডিত যে স্থান দিতে পারিয়াছেন, ইহা শ্রীবাসের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

২১৯।১।১৩—"চোরা"—যেহেতু তিনি ভক্তগণের মন, প্রাণ, ধন প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব চুরি করেন।

২১৯।১।২৫-৩০—"অদ্বৈত.........অবধূত"—এই কথাগুলি বলিয়া নিন্দাচ্ছলে অপূর্ব্ব স্তুতি দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। মাতালিয়া—কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত। ব্রাহ্মণ বধিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যা করিয়া কি কখন সন্ন্যাসী হইতে পারে ? কিন্তু ইনি তাহা হইয়াছেন, সে কিরূপ ? না—ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদকে ইনি বধ করিয়াছেন অর্থাৎ সমস্ত বেদবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, যেহেতু ইনি সমস্ত বেদবিধির অতীত—সমস্ত বিধি নিষেধের পারে অবস্থিত, স্বতরাং ইনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। তার পর বলিতেছেন, "পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত"; ইহার অর্থ এই যে, ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে (শ্রীবলরাম-রূপে) ভাত খাইয়াছেন। স্বতরাং তিনি যে "বলরাম" তাহাই ভাবান্তরে ব্যক্ত করা হইল। তার পর বলিতেছেন, ইহার ত জাতি, কুল, জন্ম, পিতা, মাতা, গুরু আদি কেহই কিছু জানে না। শ্রীভগবানের ত জাতি, কুলাদি কিছুই নাই, স্বতরাং লোকে জাতি, কুলাদি জানিবে কিরূপে ? তিনি এ সকলেরই অতীত—তিনি অনাদি, সর্ব্বগুরু। এতদ্দ্বারা নিত্যানন্দ যে শ্রীভগবান্, তাহাই

ভাবান্তরে ব্যক্ত করিলেন। তার পর বলিতেছেন যে, সে নিজেকে সন্ন্যাসী বলে, আবার এ দিকে সব খায়, পরে। এতদ্দ্বারা ইহাই বলা হইল যে, তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত—মহাযোগেশ্বরেশ্বর।

২১৯।২।৭-৮—"হেন............পুড়িয়া"—এরূপ প্রেম-কলহের ভাব বুঝিতে না পারিয়া, যে ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে পরস্পর পৃথক্ জ্ঞান করিয়া একজনের নিন্দা করে ও আর একজনের প্রশংসা করে, সে অপরাধাগ্নিতে পুড়িয়া মরে। এতদ্দ্বারা ভক্তগণকে এই সাবধান করিয়া দিলেন যে, কেহ যেন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুতে ভেদ জ্ঞান না করেন।

২২০।১।১—সর্ব্ব...........নিবেদন"—প্রসাদান্ন প্রথমে শ্রীবৈষ্ণবগণকে নিবেদন করিয়া। মহাপ্রসাদ প্রথমে শ্রীবৈষ্ণবগণকে নিবেদন করিতে হয়, যথা :—

বলির্বিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোঽর্জ্জুনঃ।
প্রহ্লাদশ্চাম্বরীষশ্চ বসুর্বায়ুসুতঃ শিবঃ॥
বিষ্বক্‌সেনোদ্ধবাক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোঽয়ং সর্ব্বে গৃহ্নন্তু বৈষ্ণবাঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

২২০।১।৪—"মুখশুদ্ধি করি"—প্রসাদ পাওয়ার পর হাত-মুখ ধুইয়া হরীতকী বা পান খাইলে মুখশুদ্ধি হয়।

২২০।১।৯—"প্রাকৃত শব্দেও"—কোনও রূপ শ্রদ্ধা ভক্তি না করিয়াও কেবল সাধারণ ভাবেই অর্থাৎ চল্‌তি কথায়।

২২০।১।১৯-২২—"কোন......অঙ্গনে"—অনুচর অর্থাৎ দাস। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত সকলেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাস। সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং সকলেই ঐরূপ শ্রীগৌরাঙ্গেরও দাস। কোন দিন শ্রীগৌরাঙ্গ হয় ত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেবতাগণ ছদ্মবেশে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তৎকালে আদেশ হইল "ঐখানে থাক, আর অগ্রসর হইও না"; তখন চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ প্রভৃতি দেবতাগণ তাঁহার অঙ্গনে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। চারিমুখ অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা; পাঁচমুখ অর্থাৎ পঞ্চানন মহাদেব। অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ কত কত চতুর্ম্মুখ, কত কত পঞ্চমুখ রহিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সামান্য এক একটী দাস মাত্র; সুতরাং সকলেই সেই শ্রীকৃষ্ণ-রূপী মহাপ্রভুরও ঐরূপ দাস মাত্র।

২২০।১।২৩—"নাহি লেখা জোখা"—তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

২২০।২।৭—"শূলপাণি-সম" অর্থাৎ মহাদেবের তুল্য শক্তিমান্ পুরুষও।

২২০।২।১৫—"যদি সর্ব্বজ্ঞ হই"—যদি সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও।

২২১।১।৫—"সহজ"—স্বাভাবিক, স্বভাবতঃই।

২২১।১।৮—"সবে পরমায়ু-গুণ"—কেবলমাত্র পরমায়ু আছে বলিয়াই।

২২১।১।১০—"শ্রবণে......লয়"—কেবল যেন তোমার গুণই শ্রবণ ও কীর্ত্তন করি।

২২১।১।১১—"আমার প্রভুর" অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর।

২২১।১।২৪—"তারা পুনি"—তাহারা কিন্তু।

২২১।২।২—"সবে"—সমস্ত দেবগণ।

২২১।২।১৪—"কিবা উপশম" অর্থাৎ কিরূপ শান্তিতে পাপের প্রতীকার হইবে।

২২১।২।২৩-২৪—"এ দুইর .....মারণ"—দূতগণ এই দু'জনের পাপের কথা নিয়ত বলে বলিয়া তাহারা মার খাইল; তাহার কারণ কি? না, চিত্রগুপ্ত বলিলেন, তোরা বেটারা মিছা কথা বলছিস্, এত পাপ কি কখনও মানুষে করিতে পারে?

২২১।২।২৮—"পর্ব্বত..............সাক্ষী"—ঐ যে পাপরাশি পর্ব্বতের ন্যায় ভীষণ উচ্চ স্তূপাকৃতি হইয়া রহিয়াছে, উহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

২২১।২।৩০—"এ যাতনা"—ঘোর নরক-যন্ত্রণা।

২২২।১।২—"গড়া ডুবাই প্রচুর"—পাপরাশির ঐ ভীষণ স্তূপ এক্ষণে একেবারে ডুবাইয়া ফেলি।

২২২।১।১৯—"কেহো কাহো"—কেহ কাহাকেও।

২২২।২।২৩—"তারক"—পরিত্রাণকারী।

২২৩।১।৬—"সবে মহা-ভাগবত"—সকলেই পরম বৈষ্ণব।

২২৩।১।৯-১০—"পাইয়া......বিহ্বল"—'আহা! কি অপার করুণা, এমন করুণা ত কখনও দেখি নাই' এইরূপ অনুভব করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন, তখন বীণা যে কোথায় পড়িয়া রহিল, তাহার কিছুই জানেন না।

২২৩।১।১৫—"করে.........পরণামে"—জগাই মাধাই পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন জানিয়া, মহাভাগবত শ্রীশুকদেব তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন।

২২৩।১।১৬—"আপনারে করে অনুতাপ"—হায়, হায়! আমার প্রতি কেন এরূপ করুণা হইল না, কেন আমি এরূপ কৃপালাভে বঞ্চিত হইলাম ইত্যাদি রূপে খেদ করিতে লাগিলেন।

২২৩।১।১৮—"সফল...........ব্রহ্মশাপ"—মহর্ষি গৌতমের শাপই ইন্দ্রের সহস্র নয়নের কারণ। ইন্দ্রদেব সেই সহস্র-নয়নে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রুধারায় প্লাবিত হইতে লাগিলেন ও সহস্র নয়ন সার্থক বোধ করিলেন।

২২৩।১।২৩-২৪—"চন্দ্র......লোকপাল"—চন্দ্র ও সূর্য্য নাচিতে লাগিলেন এবং অগ্নি, বায়ু, কুবের প্রভৃতি অষ্ট দিক্‌পাল নাচিতে লাগিলেন।

২২৩।২।২—"বিনতা-নন্দন"—গরুড়।

২২৩।২।৩-৪—"সকল.........রঙ্গে"—যিনি সকল বৈষ্ণবের শিরোমণি, পালন করাই যাঁহার কার্য্য, সেই আদিদেব শ্রীঅনন্ত মহাশয় কত ভঙ্গী করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

২২৩।২।২০—"প্রকট...........রে"—শ্রীগৌরাঙ্গ যে পরমেশ্বর, তাহা সকলের নিকট প্রকাশ হইল।

২২৪।১।৭-৮—"এত......মীনে"—সমুদ্র-মন্থনে চন্দ্রের উৎপত্তি। তাহা হইলে চন্দ্র ত সমুদ্রের মধ্যেই ছিলেন, কিন্তু মৎস্যগণ তাহা বুঝিতে পারে নাই; সেইরূপ শ্রীগৌর-চন্দ্র এই সংসার-সমুদ্রের মধ্যে থাকিয়া এত রূপে নিজ প্রকাশ দেখাইলেও অভক্ত-রূপ মীনগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

২২৪।১।১৬—"কৃষ্ণের.........সংসার"—তাঁহারা দেখিতেছেন সমস্ত সংসারই কৃষ্ণের প্রিয়; ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত জগৎই তখন তাঁহাদের কৃষ্ণময় বোধ হইয়াছে।

২২৪।২।৩০—"সর্ব্ব.........বুঝাও"—ভক্তি যে সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, তাহা তুমি জগতে বুঝাইয়া দাও।

২২৫।১।৩—"কালিন্দী-ভেদনকারী"—শ্রীবলরাম কোনও সময়ে বিহার করিবার মানসে কালিন্দী অর্থাৎ কলিন্দ-নন্দিনী শ্রীযমুনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম 'কালিন্দী-ভেদনকারী'।

২২৫।১।৫—"পুরুষপুরাণ"—আদিপুরুষ।

২২৫।১।৯—রসিক-আচার্য্য"—রসিক-চূড়ামণি।

২২৫।১।১১-১২—"তোমা পদছায়া"—তোমার চরণাশ্রয়।

২২৫।১।১৩—"তুমি মহাভক্তি"—তুমি মূর্ত্তিমতী ভক্তি-স্বরূপ।

২২৫।১।১৪—"যত......শক্তি"—চৈতন্যের যাহা কিছু দেখি, এ সমস্তই তোমার শক্তির প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

২২৫।১।২৫—"তোমার..........অবতার"—তোমারই ক্রোধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া 'মহারুদ্র' হইয়াছেন।

২২৫।২।১—"সকল..........কর"—তুমি সবই করিতেছ, অথচ কিছুই কর না। এতদ্দ্বারা বলা হইতেছে যে, তুমি পরম নির্লিপ্ত।

২২৫।২।৭-৮—"পার্ব্বতী......করিয়া"—ইলাবৃত-বর্ষে ভগবান্ শ্রীমহাদেব পার্ব্বতী ও তদধীনস্থ সহস্রার্ব্বুদ-সংখ্যক স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া থাকেন এবং তৎকালে পরম-পুরুষ শ্রীভগবানের সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তির আরাধনা ও স্তব করেন। স্তব যথা:—ভগবান্ শিব বলিলেন, "আমি সেই ভগবান্ মহাপুরুষকে নমস্কার করি, যাঁহা হইতে গুণ সকল প্রকাশ হয়, অথচ যিনি স্বয়ং অব্যক্ত ও অপ্রমেয়, তাঁহাকে নমস্কার করি" ইত্যাদি প্রকারে স্তব করেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে :—

"ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্ব্বগুণসংখ্যা-নায়ানন্তায়াব্যক্তায় নমঃ॥" ইত্যাদি ভাঃ ৫।১৭।

২২৫।২।১ -১২—"চিত্রকেতু..........হৈয়া"—মহারাজ চিত্রকেতুর অন্যতম মহিষী কৃতদ্যুতির গর্ভে একটী পুত্রসন্তান জন্মে। একমাত্র রাজ-কুমারের উপর রাজার অত্যন্ত মমতা জন্মিল। কিন্তু বন্ধ্যাত্ব প্রযুক্ত অন্যান্য রাজমহিষীদিগের সন্তান না হওয়ায়, তাঁহারা হিংসা-বশে বিষ প্রদান করিয়া উক্ত রাজকুমারের প্রাণ নাশ করিলেন। মহারাজ চিত্রকেতু ও রাজমহিষী কৃতদ্যুতি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন কুমার ঘুমাইতেছেন। পরে অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন, রাজপুরীতে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। তখন মহর্ষি অঙ্গিরা দেবর্ষি নারদ সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। অনন্তর শ্রীনারদ-মহাশয় মৃত পুত্রের মুখে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ মায়িক ও অনিত্য ইত্যাদি তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। উহা শুনিয়া সপত্নীগণের জ্ঞানোদয় হইল এবং তাঁহারা অনুতপ্ত হইয়া ব্রত ও তপাচরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ চিত্র-কেতুরও মোহাপনোদন হইল। দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলেন। তখন তিনি শ্রীভগবচ্চরণে একান্ত শরণাগত হইয়া তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং মন দ্বারা ভগবান্ শেষদেবের চরণ-সমীপে গমন করিলেন ও অতুল ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময় ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে দর্শন পূর্ব্বক পরম-হর্ষ-ভরে স্তম্ভিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। (ভাঃ ৬।১৬)।

২২৫।২।১৩-১৪—"যে অঙ্গ.......বিমোচন"—প্রথমে ২২৫।২।২৩-২৪ ব্যাখ্যা দেখুন। উগ্রশ্রবাঃ ঋষিকে শৌনক মুনির যজ্ঞে পুরাণ-বক্তা নিযুক্ত করিয়া, ভগবান্ শ্রীবলদেব ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমার নিকট কি কামনা কর?" তাঁহারা বলিলেন ইল্বলের পুত্র বল্বল নামে এক ঘোর দানব প্রতি পর্ব্ব-দিবসে আসিয়া মহা অত্যাচার পূর্ব্বক আমাদিগের যজ্ঞ দূষিত করে। সেই পাপাত্মাকে বধ করিলে আমাদের বিশেষ উপকার হয়। অনন্তর পর্ব্বদিন উপস্থিত হইলে, সেই দৈত্য আসিয়া যজ্ঞস্থলে বিষ্ঠা, মূত্র, সুরা, মাংস, শোণিতাদি বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বলদেব হল ও মুষল স্মরণ করিলেন। অনন্তর হলাগ্র দ্বারা বল্বলের মস্তকে হনন করিলেন; সে ভীষণ শব্দে ভূপতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এইরূপে মুনিগণ তাহার অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। (ভাঃ ১০।৭৯)।

২২৫।২।১৮—"যে অঙ্গ......হয়"—দ্বিবিদ নামে এক বানর ভূমিপুত্র নরকাসুরের সখা ও সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিলেন। এই বানর স্বীয় সখা নরকাসুরের বৈর-নির্যাতন-মানসে নগর ও গ্রাম সমূহে

নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিল। পরে দূর হইতে সুললিত গান শ্রবণ করিয়া রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিল। তথায় পরমাসুন্দরী ললনাগণ-পরিবৃত শ্রীবলরামকে দেখিতে পাইল এবং বৃক্ষের উপরে উঠিয়া অবজ্ঞাভরে বলদেবের প্রতি বানর-স্বভাব-সুলভ কদর্য্য মুখভঙ্গী করিতে লাগিল। তাহাতে বলদেব তাহার প্রতি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। তখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া বনিতাগণকে আক্রমণ করিল। ইহাতে মদোদ্ধত শ্রীবলদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহার সঙ্গে নানারূপে তুমুল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাহার কণ্ঠ ও বাহুমূলে প্রবল করাঘাত পূর্ব্বক তাহাকে বধ করিলেন। (ভাঃ ১০।৬৭)।

২২৫।২।১৯—"যে অঙ্গ........গেল"—জরাসন্ধ মগধের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী রাজা। কংস মহারাজ ইহার জামাতা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংস-বধ করিলে, ইনি জামাতৃ-বধে অত্যন্ত কুপিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিধন-মানসে বহু প্রকার চেষ্টা করেন। অনন্তর জরাসন্ধকে বধ করিতে না পারিলে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ পূর্ণ হয় না বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ পূর্ব্বক ভীমার্জ্জুন সহকারে মগধে গমন করিলেন ও ভীমের দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করিলেন।

২২৫।২।২১—"লঙ্ঘনের ·····অপমানে"—অঙ্গে আঘাত করা দূরে থাকুক, তোমাকে মাত্র অপমান করিয়াই।

২২৫।২।২২—"কৃষ্ণের...... ..জীবনে"—কৃষ্ণের সহিত শত্রুতা থাকিলেও, মহারাজ রুক্মী স্বীয় ভগিনী রুক্মিণীদেবীর প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ও স্বীয় দৌহিত্র অনিরুদ্ধকে রোচনা নাম্নী স্বীয় পৌত্রী প্রদান করিলেন। এই বিবাহের পর রুক্মী, অন্যান্য রাজাগণের পরামর্শে, শ্রীবলরামকে অক্ষক্রীড়ার নিমিত্ত আহ্বান করেন। কিন্তু রুক্মী ইতাতে অবশেষে পরাজিত হইয়াও, কপটতা পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "আমি জয়ী হইয়াছি" এবং তৎপক্ষীয় রাজাগণও তাঁহার সমর্থন করিতে লাগিলেন। তখন দৈববাণী হইল "বলরাম জয়ী হইয়াছেন, রুক্মী কপটতা করিতেছে।" তথাপি রুক্মী, ঐ দুষ্ট রাজাদিগের পরামর্শে, দৈববাণীকে উপেক্ষা করিয়া, বলরামকে উপহাস বাক্য দ্বারা নানারূপে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীবলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিলেন। (ভাঃ ১০।৬১)।

২২৫।২।২৩-২৪—"দীর্ঘ ....ভস্মীভূত"—ভগবান্ শ্রীবলরাম কুরু-পাণ্ডবগণের যুদ্ধের উদ্যোগে তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিবার মানসে প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিলেন। তীর্থভ্রমণের পর নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে তথায় শৌনক ঋষির দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞ হইতেছিল। শ্রীবলদেব তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র সমস্ত মুনিগণ পরমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, কেবলমাত্র বেদব্যাসের শিষ্য লোমহর্ষণ তাঁহার কোনরূপ অভ্যর্থনা না করিয়া স্বীয় উচ্চাসনেই বসিয়া রহিলেন। বলদেব তাঁহার এই দুর্ব্বিনীত ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, করস্থিত কুশাগ্র দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন মুনিগণ বলিলেন, হে যদুনন্দন! তুমি ইহাকে বধ করিয়া অধর্ম্ম করিলে, কেননা যজ্ঞ সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ইহাকে সূত-রূপে ব্রহ্মাসন ও আয়ুঃ প্রদান করিয়াছিলাম। তুমি যে না জানিয়া এই ব্রহ্মবধ করিয়াছ, তাহাতে যদিও, তুমি যোগেশ্বর বলিয়া, তোমার কোনও পাপস্পর্শ হইতে পারে না, কিন্তু ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত করা তোমার কর্ত্তব্য। তখন বলদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কি প্রায়শ্চিত্ত করিব? তাহাতে ঋষিগণ বলিলেন, এরূপ বিহিত কর, যাহাতে তোমার এই অস্ত্রগুলির সত্যতা রক্ষা হয়, অথচ আমাদের বাক্যও

সত্য হয়। তখন বলরাম বলিলেন, আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, অতএব লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবাঃকেই তোমাদের পুরাণবক্তা-রূপে নিযুক্ত করিলাম। (ভাঃ ১০।৭৮)।

২২৫।২।২৫-২৬—"যাঁর........রক্ষণ"—শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী জাম্ববতীর নন্দন সাম্ব স্বয়ম্বর-সভা হইতে দুর্য্যোধন-কন্যা লক্ষণাকে হরণ করিলে, কৌরবেরা অত্যন্ত কুপিত হইয়া, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক, মহাযুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বন্ধন করিয়া আনিলেন। নারদের মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া, ইহার মীমাংসার জন্য শ্রীবলদেব হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনাদি তাঁহাকে অত্যন্ত অবমানিত করায়, তিনি পৃথিবীকে নিষ্কৌরবা করিবার উদ্দেশ্যে, লাঙ্গল দ্বারা হস্তিনাপুর আকর্ষণ পূর্ব্বক গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। তখন কৌরবগণ প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া, লক্ষণার সহিত সাম্বকে অগ্রে করিয়া, শ্রীবলরামের শরণাগত হইলেন এবং তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাহাতে ভগবান্ শ্রীবলদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন। (ভাঃ ১০।৬৮)।

২২৬।২।১২—"সজ্জ করহ"—ঝাড়ু দিয়া ও ধুইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ—ইত্যাদি রূপ কার্য্য কর।

২২৭।১।১২—"আর......যথা"—যেখানে মহা-প্রভুর নিন্দা হয়, সেখানে কেহ আর যান না।

২২৭।২।৯—"অন্তরে ভাগ্য নাই"—আসলে যে তাহার আদৌ ভাগ্যে নাই।

২২৭।২।১৭—"বিচার করিলা"—তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল।

২২৮।১।২—"যার........ গর্ব্বিত"—যার যখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তার তখন আর গুরুজন বলিয়া সম্মান-বোধ থাকিবে কি প্রকারে?

২২৮।১।৩-৪—"বিশেষে........বাহির"—এরূপ কার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনের প্রতি প্রবল অনুরাগের অসাধারণ দৃষ্টান্ত। গৌর-অনুরাগের প্রভাবে যাঁহারা আত্মহারা হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের প্রীতির নিমিত্ত বিধি-বিগর্হিত কার্য্য করিতে সক্ষম হন—গৌর-অনুরাগ বিধি-নিষেধের ধার ধারে না। "আজ্ঞা দিয়া .....বাহির"—এতদ্দ্বারা ইহাও দেখান হইল যে, অধিকারী না হইলে মহাপ্রভুর বিলাস দেখিবার ভাগ্য কাহারও হয় না।

২২৮।১।২৪—"সর্ব্ব-শিরের"—সকলের মাথার।

২২৮।২।৭-৮—"কিছুনি........মরোঁ"—যাহাকে প্রকৃতপক্ষে চাঞ্চল্য বলা যায়, এরূপ চাঞ্চল্য কি আমি কিছু করি? যদি করি ত বলিও, আমি তোমাদের নিকট আমার এই ধার্ষ্টতার জন্য তখনই মরিব।

২২৮।২।১২—"বুঝাহ"—বুঝাইও।

২২৮।২।২৬—"থাকি সদাই তাহাত"—সর্ব্বদাই সেই চরণে পড়িয়া থাকি।

২২৮।২।২৮—"চরণ-পরাগ"—চরণ-ধূলি।

২২৯।২।৩-৪—"সকল ....প্রতিকার"—সমস্ত সংসার ধ্বংস করিয়াও তোমার সাধ মিটে না। এতদ্দ্বারা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করিয়া তাঁহাকে সংহার-কর্ত্তা 'মহারুদ্র' বলা হইতেছে।

২২৯।২।৮—"শূলেতে"—ত্রিশূল দ্বারা। এতদ্দ্বারা নিন্দাচ্ছলে এইরূপ স্তুতিবাদ করা হইতেছে যে, তপস্বী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি মহৎ ব্যক্তিগণ, তোমার ত্রিশূলের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক, তোমার ধ্যানমগ্ন হইয়া যেন মরিয়াই থাকে।

২২৯।২।১১—"মথুরা.....বৈষ্ণব"—পরম বৈষ্ণব অর্থে যে জন একান্ত বিষ্ণু-ভক্ত, যিনি কৃষ্ণ বই আর কিছুই জানেন না, কৃষ্ণই যাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। "পরম বৈষ্ণব" কথা দ্বারা মহাপ্রভু নিজেকেই বুঝাই-তেছেন। কিন্তু তিনি মথুরা-নিবাসী কি প্রকারে হইলেন? না, তিনি হচ্ছেন যে কৃষ্ণ; আর কৃষ্ণ ত

হচ্ছেন মথুরাবাসী, সুতরাং তিনিও মথুরাবাসী হইলেন।

২২৯।২।১৪—"সংহারিলে ....শক্তি"—বিষ্ণু-ভক্তি-জনিত তাহার চিরদিনের যে শক্তি, তাহা ধ্বংস করিলে। এতদ্দ্বারা ইহা বুঝাইতেছেন যে, অন্য কেহ পদধূলি লইলে ভক্তের ভক্তি-শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। তজ্জন্য বৈষ্ণবেরা কাহাকেও পদধূলি দিতে চান না।

২২৯।২।১৯—"তথাপিও........স্থানে"—কৃষ্ণ তোমাকে ভক্তিযোগের সমস্ত উপকরণই দিয়াছেন, তথাপি তুমি তোমার ছোটদের নিকট চুরি কর অর্থাৎ অগোচরে তাহাদের পদধূলি গ্রহণ কর; ইহাতে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।

২২৯।২।২১-২২—"মহা......মোর"—শ্রীভগবান্ প্রেমানন্দময়, নিত্যানন্দ-স্বরূপ। তাঁহার সে আনন্দের কণামাত্র চুরি করিয়া, তাঁহাকে বিচলিত করা, কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং তিনি বিচলিত হন এরূপ ভাবে চুরি যিনি করিতে পারেন, তিনি সাধারণ চোর নহেন—মহাচোর, মহা-ডাকাইত। এখানে ইহা দেখান হইল যে, ভক্ত ব্যতীত শ্রীভগবান্‌কে কেহই চঞ্চল করিতে পারে না, ভক্তের ডাকে গোলোকের সিংহাসন পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে, শ্রীভগবান্ অস্থির হইয়া পড়েন। আর ইহাও দেখান হইল যে, কাহাকেও পদধূলি দেওয়া বৈষ্ণবের পক্ষে উচিত কার্য্য নহে, কারণ তাহাতে ক্রমশঃই ভক্তির লাঘবতা হইতে থাকে; কিন্তু যিনি ঐ পদধূলি গ্রহণ করেন, তাঁহার ভক্তিধন ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হয়। এই নিমিত্তই বৈষ্ণবের পদধূলি লইবার জন্য সকলে আগ্রহ করেন। কিন্তু কোনও বৈষ্ণবই সহজে পদধূলি দিতে চান না। পরমারাধ্য-পাদ শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিয়াছেন:—

ভক্তপদ-রজ আর ভক্তপদ-জল।
ভক্ত-ভুক্ত অবশেষ—তিন সাধনের বল॥

পূজ্যপাদ শ্রীল-ঠাকুর-মহাশয়ও বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান-কেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

রহূগণৈতৎ তপসা না যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্‌বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎ-পদরজোঽভিষেকং॥

২২৯।২।২৩—"এইমত ....বচন"—শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু যে সাক্ষাৎ শঙ্কর ইত্যাদি রূপ অতি সত্য বচনগুলি নানা ছলে ব্যক্ত করিলেন; সে গুলি মূল গ্রন্থে ইহার উপরেই বর্ণিত হইয়াছে।

২৩০।১।৩-৪—"করিতে ....উদ্ধার"—ইহার-তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তজন স্বীয় ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে চুরি অর্থাৎ বশ করিতে থাকেন; ভক্তিলতা ক্রমশঃ যতই পরিবর্দ্ধিত হয়, ভগবান্ ততই ভক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হন; অবশেষে ঐ ভক্তি যখন প্রগাঢ় হইয়া উত্তমা ভক্তিতে পরিণত হয়, তখন শ্রীভগবান্ সম্পূর্ণরূপে ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন; কিন্তু ওদিকে তখন শ্রীভগবান্ কি করেন—না, তিনি ভক্তের মন, প্রাণ, ধন, কুল, মান, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব হরণ করেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, ভক্ত তখন তাহার যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণে সমর্পণ করেন, তখন তাহার আর নিজের বলিতে কিছুই থাকে না—ভক্ত একটু একটু করিয়া ভগবান্‌কে চুরি করেন, কিন্তু ভগবান্ একেবারেই ভক্তের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করেন। এই যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণে সমর্পণ করিতে পারিলেই, ভক্ত তখন পূর্ণ-মনোরথ হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়—তখন দেবদুর্ল্লভ

শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

২৩০।১।৯—"হরিষের"—হর্ষের ; আনন্দের।

২৩০।১।১৪—"সে সব... ....বলি"—তখন তাহারা আর কি করিবে, তোমার সঙ্গে ত আর জোরে পারে না, কাজেকাজেই চুপ করিয়া থাকে।

২৩০।১।১৫-১৮—'আপনার ....আছে"—এইরূপে দাসের পদধূলি লইয়া, যদি তাহার সর্ব্বনাশ কর, যদি তাহাকে নিপাত কর, তাহা হইলে সে তখন তোমার কি করিতে পারে তাহা একবার ভাবিয়া দেখদেখি, তাহা হইলে আর তুমি এরূপ করিতে পারিবে না। তোমাকে চরণধূলি দেওয়া ত বহু দূরের কথা, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কেহ আছে কি ?

২৩০।১।১৯-২০—"তবে ....কুতূহলী"—তবে যে তুমি এমত করিতেছ, এ ত তোমার ঈশ্বরের মত কাজ করা হইতেছে না ; আমার যাহাতে বিনাশ হয়, তোমার তাহাতে কৌতুক ; তুমি রঙ্গ করিয়া তাহাই করিতেছ। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তরূপ অবতার হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত তিনি মহাভক্ত শ্রীঅদ্বৈতের পদধূলি লইয়া জগৎকে এই শিক্ষা দিতেছেন যে, ভক্ত-পদধূলি ব্যতীত কৃষ্ণ-ভক্তি-লাভের আর কোনও উপায় নাই। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু তাঁহাকে ঈশ্বর-ভাবেই দেখিতেছেন এবং সেইমতই উক্তি করিতেছেন।

২৩০।১।২৭—"বিনা তুমি দিলে" অর্থাৎ তুমি না দিলে।

২২০।১।২৮-২৯—"তোমার.........বিকাই"—এতদ্দ্বারা শ্রীভগবান্ যে কীদৃশ ভক্তাধীন, তাহা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিলেন।

২৩০।২।৩—"সত্য ....মহাপুরুষে"—এ মহা-পুরুষ যথার্থই নিষ্কপটে প্রভুর সেবা করিয়াছেন—ইঁহারই সেবা সার্থক।

২৩০।২।৯—"হেন......হরিষে"—এহেন ভক্ত যে অদ্বৈত, তাঁহাকে "ভক্ত" বলিয়া কোথায় আনন্দ লাভ করিবে, তাহা না হইয়া তাঁহাকে 'ভক্ত' বলিলে দুরাত্মাগণের মনে কষ্ট হয় ; এরূপ কষ্ট ভোগ করা তাহাদের কর্ম্মদোষেই হইয়া থাকে। এখানে ইহাই বলিতেছেন যে, যে পাপিষ্ঠেরা শ্রীচৈতন্যকে 'ঈশ্বর' বলিয়া না মানে, পরন্তু শ্রীঅদ্বৈতকে 'ভক্ত' না বলিয়া 'ঈশ্বর' বলে, সেই পাপিষ্ঠগণ তাহাদের এতাদৃশ কর্ম্মফলে মহা ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে।

২৩০।২।১১-১২—"সে কালে .. .. ক্ষয়"—তৎকালে যে কথা হইল অর্থাৎ তখন যে সমস্ত কথা দ্বারা শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া প্রকাশ করিলেন, তাহাই সত্য ; পরম বৈষ্ণব শ্রীঅদ্বৈতের এ কথা যে না মানে, সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

২৩০।২।২৭-২৮—"সরস্বতী......মনস্কাম"—স্বয়ং শ্রীবলরাম-রূপী নিত্যানন্দ, সরস্বতীদেবীকে কৃপা করিয়া জিহ্বায় স্থাপন পূর্ব্বক, মনের সাধে সেই ঠাকুরের অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের যশোগান করেন।

২৩১।১।১৬—"দরিদ্রের অবধি"—যতদূর দরিদ্র হইতে পারে অর্থাৎ অত্যন্ত দরিদ্র। "ভিক্ষাটনে"—ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

২৩১।১।১৯—"কৃষ্ণানন্দ......জানে"—যাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, দারিদ্র্য-কষ্ট তাঁহাদের কি করিতে পারে ? কেবল দারিদ্র্য-দুঃখ কেন, কোন দুঃখকেই তাঁহারা দুঃখ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না—দুঃখের অনুভবই তাঁহারা করিতে পারেন না ; যে হৃদয় সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমানন্দে পরিপূর্ণ, সেখানে আবার দুঃখের স্থান কোথায় ? লোকে যাহাকে দুঃখ কষ্ট বলে, তাহা দুঃখ কষ্ট বলিয়া অনুভূতি হইলে, তবে ত তাহা দুঃখ কষ্ট ; কিন্তু কৃষ্ণ-ভক্তের তাহা দুঃখ কষ্ট বলিয়া অনুভবই

হয় না; সুতরাং দুঃখ কষ্ট তাঁহাদের নিকট দুঃখ কষ্ট নহে।

২৩১।১।২১—"চৈতন্যের......পারে"—চৈতন্যের কৃপাপাত্র অর্থাৎ বৈষ্ণব। পূজ্যপাদ শ্রীদেবকীনন্দন দাস মহোদয় বলিয়াছেন—

"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি"

২৩১।১।২২—"যখনে..............যারে"—তবে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু যখন যাঁহাকে কৃপা করেন, তখন তিনি বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন, বৈষ্ণব যে কি বস্তু তাহা জানিতে পারেন, বৈষ্ণব দেখিলে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারেন।

২৩১।১।২৩—"দামোদর"—সুদামা বিপ্রের নামান্তর। তদীয় উপাখ্যান শ্রীমদ্ভাগবত ১০স্কন্ধ, ৮০।৮১ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২৩১।২।৭—"দ্বারকার....... তোর"—এতদ্দ্বারা এই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীই যে কৃষ্ণ-অবতারে সুদামা বিপ্র ছিলেন, মহাপ্রভু তাহাই ব্যক্ত করিলেন।

২৩১।২।১২—"এ ....প্রকাশ"—এ চাউলে বিস্তর খুদ-কণা রহিয়াছে।

২৩১।১।১৩-১৪—"প্রভু ....চাও"—এতদ্দ্বারা শ্রীভগবান্ যে ভক্তকে কত ভালবাসেন, তাহাই ব্যক্ত করিলেন।

২৩২।১।৭—"কমলানাথের...........মাগে"—যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর পতি তাঁহার ভক্ত কি কখনও দরিদ্র হইতে পারে? তবে যে লোক-চক্ষে তাঁহাদিগকে দরিদ্র দেখা যায়, ইহার কারণ কি? ইহা কৃষ্ণেরই কৃপা, ইহা ভক্তের নিজেরই প্রার্থনা। মানবগণ বিষয়-ভোগে লিপ্ত হইলে, তাহারা কৃষ্ণকে একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যায়; ভক্তগণও জানেন, বিষয় পাইলেই কৃষ্ণকে ভুলিতে হইবে, সুতরাং তাঁহারা এই নশ্বর অতি তুচ্ছ বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ভক্তি-ধন লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করেন। শ্রীকুন্তী-দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন "হে কৃষ্ণ! আমরা জন্মে জন্মে যেন এইরূপ দুঃখ কষ্টের মধ্যেই থাকি, তাহা হইলে আর তোমাকে ভুলিব না।" ভক্তকে দুঃখ ক্লেশের মধ্যে ফেলিয়া রাখাও শ্রীভগবানের এক বিষম পরীক্ষা। এতদ্দ্বারা ভক্ত যে তাঁহাকে কতদূর পর্য্যন্ত ভালবাসে, তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া লন। দুঃখ ক্লেশের মধ্যে পড়িয়াও, যাঁহারা সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া, একমাত্র শ্রীভগবান্‌কেই কায়মনোবাক্যে ডাকিতে থাকেন, তাঁহাদের দৃঢ় ভক্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবান্ যে কি দুর্ল্লভ ধন, কত কষ্টে যে সে অমূল্য রত্ন লাভ করা যায়, তাহাও দেখাইবার জন্য ভক্তকে এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এই দেখুন না কেন, এ জগতে সামান্য দু'পয়সা রোজগার করিতে হইলে, তাই কত কষ্ট করিতে হয়, আর সেই দেবদুর্ল্লভ অবিনশ্বর অমূল্য ধন লাভ করিতে হইলে যে অসীম কষ্ট করিতে হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তবে এই নশ্বর পার্থিব ধন উপার্জ্জন করিতে যে কষ্ট, সে কষ্ট কষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়, পরন্তু সেই অপার্থিব বস্তু কৃষ্ণ-ধন লাভ করিতে হইলে, কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই গ্রাহ্য হয় না।

২৩২।১।১১-১৬—"মুদ্রার...... ..প্রমাণ"—বেদ শ্রীভগবানেরই শ্রীমুখের বাক্য। শ্রীভগবান্‌কে নৈবেদ্য অর্পণের জন্য বেদে কতরূপ বিধিই বিহিত হইয়াছে, কিন্তু ভক্তের নিকট সে সমস্ত বিধান কিছুই থাকে না। শুক্লাম্বর তাঁহাকে নিবেদন পর্য্যন্তও করেন নাই, তিনি জোর করিয়া ভক্তের দ্রব্য নিজেই কাড়িয়া খাইলেন।

২৩২।১।১৯—"ভক্তি........বেদব্যাস"—বিধি-সমূহের মূল হইতেছে ভক্তি অর্থাৎ শাস্ত্রে যে এত বিধি রহিয়াছে ইহার কারণ কি? ইহার কারণ হইতেছে ভক্তি-লাভ, অর্থাৎ সকলকে ভক্তি-লাভ করাইবার উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রে এই সমস্ত বিধি প্রণীত

হইয়াছে; ভক্তি-লাভ করিতে হইলেই এই সমস্ত বিধি পালন করিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু যাঁহাদের ভক্তি-লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের আর বিধির কি প্রয়োজন? তাঁহারা তখন সমস্ত বিধির অতীত। তন্নিমিত্ত ইহার ঠিক পূর্ব্বেই বলিয়াছেন "যত বিধি-নিষেধ সব ভক্তি-দাস"। মহামুনি শ্রীবেদব্যাস পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।

২৩২।১।২৫-২৬—"দেখি... ...বাসে"—বৈষ্ণবকে মূর্খ কি দরিদ্র দেখিয়া যে ব্যক্তি উপহাস করে, কৃষ্ণ কখনও তাহার পূজা বা ধন গ্রহণ করেন না।

২৩২।২।১১—"অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ণ"—কৃষ্ণের নিমিত্ত যে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একেবারেই নিষ্কিঞ্চন হইয়াছে, কৃষ্ণ তাহারই।

২৩২।২।২৩—"ব্যবহারে .... দম্ভময়"—লৌকিক আচরণে বা সাধারণ ব্যবহারে অর্থাৎ লোকের সঙ্গে সাধারণ ভাবে যখন তিনি কোনও কার্য্য করেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে যেন দম্ভের অবতার বলিয়া মনে হয়।

২৩৩।১।১-২—"ব্যাকরণ.... .জ্ঞান"—ব্যাকরণ-শাস্ত্র সকল শাস্ত্রের মূল; ব্যাকরণশাস্ত্রে পণ্ডিত না হইলে, কাহাকেও অন্য শাস্ত্রের পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মহাপ্রভু হইতেছেন ব্যাকরণ-শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত, তন্নিমিত্ত তিনি ভট্টাচার্য্যকেও তৃণজ্ঞান করেন না।

২৩৩।১।১১—"প্রভু.....বচন"—প্রভু বলিলেন এ সব কথা সত্য হউক।

২৩৩।১।১৫—"মোরে . ...পাঙ"—এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে নিজেই ভগবান্, তাহাই তিনি ছলে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন আমার খোঁজ করে অর্থাৎ আমার কি না ঈশ্বরের অনুসন্ধান করে, ঈশ্বরকে পাইবার জন্য চেষ্টা করে, এরূপ লোক ত বড় কই দেখিতে পাই না।

২৩৩।১।১৬—"যে... . ...চাঙ"—তা লোকে যাহাতে আমার খোঁজ করে, আমি তাইই চাই। এতদ্দ্বারা ভাবান্তরে এই বলিতেছেন যে, আমি এমন 'ভক্তি' বিলাইব, যাহা পাইয়া লোকে আমাকে খোঁজ করিবার জন্য ব্যাকুল হইবে, আমাকে পাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিবে।

২৩৩।২।৪—"তেলি... .....বিলাস"—এতদ্দ্বারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু নিন্দাচ্ছলে মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব স্তুতি-বাদ করিতেছেন অর্থাৎ ভাবান্তরে বলিতেছেন যে, তুমি দেবদুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম আচণ্ডাল সকলকেই দিতেছ—তোমার কি অপূর্ব্ব করুণা!

২৩৩।২।১৬—"সে......তারে"—সে যে দু'কথা শুনাইয়া দিবে, এ আর আশ্চর্য্য কি?

২৩৩।২।১৮—"অনুগ্রহ-দণ্ড"—কৃপা-জনিত দণ্ড। শ্রীভগবানের দণ্ডও তাঁহার কৃপা; তিনি যে আমাদিগকে দণ্ড করেন, তাহা দণ্ড নহে, ইহা তাঁহার কৃপা, কারণ তাঁহার দণ্ড দ্বারা আমাদের কর্ম্মফল-ভোগের ক্রমশঃ অবসান হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা আমরা অল্পে অল্পে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতে থাকি।

২৩৪।১।২৩—"নন্দনের"—নন্দন আচার্য্যের।

২৩৪।১।৩০—"মহা-অপরুদ্ধ"—অত্যন্ত বিষাদিত। "শান্তিপুর-নাথ"—শ্রীঅদ্বৈত-চন্দ্র।

২৩৫।১।১৬—"তোমার .....বহি"—আমাদের এই জীবন আমাদের নহে—এ তোমারই; তোমার জিনিস বলিয়াই; এখনও আমরা ইহা বহন করিতেছি, নতুবা কবে ত্যাগ করিতাম।

২৩৫।১।১৮—"মহাশোচ্য...........কারণ"—'মহাশোচ্য'—অত্যন্ত শোচনীয়। আমাদের জীবন মহাকষ্টের বোধ হইতে লাগিল; এ জীবন এখনও কি জন্য রহিয়াছে?

২৩৫।১।১৯-২০—"যেন............সম্মুখ"—সে যেরূপ বলিয়াছে, তার শাস্তিও ত সেইরূপ করিয়াছ; এখন আসিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন হও।

২৩৫।১।৩—"অদ্বৈত ......কার্য্য"—শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, প্রভো! আমি কাজ আর কি করিব? তুমি ত আমাকে কাজ করাইয়াছ! তুমি আমাকে অহঙ্কার দিয়াছ, ক্রোধ দিয়াছ, অভিমান দিয়াছ, ইহার বশেই তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি, তা কাজ আর কি করিব? তোমার সেবাকার্য্য ছাড়া কাজ আর কি আছে? কিন্তু অহঙ্কারাদি লইয়া কে তোমার সেবা-কার্য্য করিতে পারে?

২৩৫।২।৯—"লওয়াও...........আপনে"—তুমি যাহা করাও তাই করি, যে পথে চালাও সেই পথে চলি; কিন্তু কুকর্ম্ম করিলে, বিপথে চলিলে, তুমি নিজে তাহার দণ্ড বিধান কর। শ্রীঅর্জ্জুন-মহাশয় বলিয়াছিলেন—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।

২৩৫।২।১০—"মুখে......মনে"—তুমি মুখে অর্থাৎ শাস্ত্রাদি দ্বারা একরূপ বল অর্থাৎ বল যে, আমি সকলেরই কর্ত্তা, আমি জীবকে যাহা করাই তাহাই করে, কিন্তু আবার মনে মনে অন্যরূপ কর অর্থাৎ তাহাদের সেই সেই কর্ম্মফলের দণ্ড-বিধান কর।

২৩৫।২।১৮—"ব্যবহার-দৃষ্টান্ত" অর্থাৎ সাংসারিক উদাহরণ।

২৩৫।২।১৯-২৬—"রাজপাত্র.............করে"—রাজমন্ত্রী যখন রাজার নিকট গমন করেন, তখন দ্বারবান্, প্রতিহারী প্রভৃতি চাকর-বাকরেরা করযোড়ে নিবেদন করে যে, যদি আপনি রাজার নিকট জানাইয়া আমাদের বেতন আনিয়া দেন, তাহা হইলে পরিবারবর্গের প্রাণ-রক্ষা হয়। কিন্তু দেখুন, যখন আবার রাজ-আজ্ঞা হয়, তখন সেই সব লোকই সেই মন্ত্রীকে কাটিয়া ফেলে। আরও দেখুন, রাজা যে মন্ত্রীকে সমস্ত রাজ্যভার দেন, তাহার দোষ পাইলে অতি নীচ ব্যক্তি দ্বারা তাহার শাস্তি-বিধান করেন।

২৩৬।১।১৬—"দৈবদোষে"—ভাগ্যদোষে।

২৩৭।১।১০—"অঙ্কের বন্ধানে"—যেরূপে গীতাভিনয় করে, সেইরূপে।

২৩৭।১।১২—"কাচ-সজ্জ"—বেশের সজ্জা।

২৩৭।১।১৫—"গদাধর........কাচ"—গদাধর রুক্মিণী সাজিবেন।

২৩৭।১।২১—"পাত্র-কাচ"—নায়কের বেশ।

২৩৭।১।২২—"প্রভু........গোপীনাথ"—প্রভু বলিলেন, সিংহাসনে যে 'গোপীনাথ' বসিয়া রহিয়াছেন, উনিই নায়ক।

২৩৭।১।২৭—"কথিবার"—গুজরাটের অন্তর্গত বর্ত্তমান কাটিওয়ার বা কাটিবার প্রদেশ। পূর্ব্বে এখানে উত্তম চাঁদোয়া প্রস্তুত হইত।

২৩৭।২।৬—"যে ...... ধরে"—যাহারা কামকে দমন করিয়া রাখিতে সমর্থ।

২৩৭।২।৯—"শেষে......দঢ়"—প্রভু শেষ কালে বড় শক্ত কথাটা বলিলেন, অর্থাৎ

"সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
যে যে জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥"

২৩৭।২।১১—"সর্ব্বাগ্র......আচার্য্য"—সকলের আগে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ভূমিতে আঁচড় দিয়া দেখাইলেন, 'আমি আর ইহার ওদিকে যাইব না' এবং বলিতে লাগিলেন।

২৩৮।১।২—"স্বকাচ কাচিতে"—নিজ-নিজ-বেশ সজ্জা করিতে।

২৩৮।১।৯—"বিদূষক"—নাটকাভিনয়ে যে ব্যক্তি অঙ্গ-ভঙ্গী দ্বারা সকলকে হাসায়। (Comic-player).

২৩৮।১।২২—"কৃষ্ণ সবারে জাগায়"—হরিদাস সাজিয়াছেন কোটাল অর্থাৎ প্রহরী। প্রহরীর কার্য্য সকলকে জাগান; তিনি মায়া-নিদ্রাভিভূত জীবগণকে "কৃষ্ণ"-বিষয়ে জাগরিত করিতেছেন, কি বলিয়া—না, "কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বল কৃষ্ণনাম" অর্থাৎ হে জীবগণ! অনেক ঘুমাইয়াছ, আর ঘুমাইও না, জাগিয়া উঠ, সতর্ক হও অর্থাৎ কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ ভজ, নতুবা হঠাৎ কোন্ দিন চোর আসিয়া তোমাদের সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া যাইবে, অর্থাৎ যম আসিয়া প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া যাইবে অর্থাৎ হঠাৎ কোন্ দিন মরিয়া যাইবে।

২৩৯।২।১৩—"দুর......দুষ্কর"—হে অঙ্গ অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! আমার আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই কঠোর ত্রিতাপ-জ্বালা দূরীভূত হইল।

২৩৯।২।১৪—"সর্ব্ব......দরশন"—তোমার রূপ দর্শন করিয়া সমস্ত রত্ন লাভ হইল, অর্থাৎ জগতে আকাঙ্ক্ষার বস্তু আর কিছু রহিল না।

২৩৯।২।১৫—"লোচন"—অর্থাৎ তোমাকে অপূর্ব্ব-বস্তুরূপে দেখিবার যোগ্য লোচন, তোমার রূপ আস্বাদন করিবার যোগ্য লোচন।

২৩৯।২।২৭—"তোর......বিলাসী"—যে দ্রব্যে তোমার অধিকার, তাহা যেন শিশুপাল ভোগ করিতে না পায়।

২৩৯।২।২৮—"পরিগ্রহ"—পত্নী।

২৩৯।২।২৯—"যেন...........সাথ"—যে দ্রব্য সিংহের হওয়া উচিত, তাহা যেন শৃগালের না হয়।

২৪০।১।৩—"গদাগ্রজ"—কৃষ্ণ।

২৪০।১।৪—"এই মোর বর"—এই প্রার্থনা করি।

২৪০।২।৫—"হেন আছে"—এইরূপ স্থির হইয়াছে।

২৪০।২।৯—"চৈদ্য"—চেদি দেশের অধিপতি শিশুপাল। "শাল্ব"—রাজা বিশেষ। "জরাসন্ধ"—মগধের রাজা। "মথিয়া"—দলন করিয়া।

২৪০।২।১৩—"বিনি বন্ধু বধি"—আত্মীয়স্বজনকে বধ না করিয়া।

২৪০।২।১৬—"ভবানী"—কুলাধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীদুর্গা।

২৪০।২।২০—"উমাপতি"—শিব। "যতেক প্রধান"—দেবতা, গন্ধর্ব্বাদি হইতে মনুষ্যের ভিতর পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান যত আছেন, তাঁহারা।

২৪১।১।১—"গদাধর......মূর্ত্তিমতী"—গদাধরের নয়নে এরূপ প্রেমাশ্রুধারা বহিতে লাগিল যে, মনে হইল যেন গঙ্গাদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

২৪১।১।২—"কৃষ্ণের প্রকৃতি"—শ্রীরাধা।

২৪১।১।৪—"বৈকুণ্ঠের পরিবার" অর্থাৎ লক্ষ্মী।

২৪১।১।১০—"মাধব-নন্দন"—মাধব মিশ্রের পুত্র অর্থাৎ গদাধর।

২৪১।১।১২—"আদ্যাশক্তি-বেশ-ধর"—মহামায়ার বেশ ধারণ পূর্ব্বক।

২৪১।১।১৯-২০—"নিত্যানন্দ......নাই"—সকলে জানেন যে, নিত্যানন্দপ্রভু বড়াই-বুড়ীর বেশে আগে যাইতেছেন, তাঁহার পিছনে পিছনেই প্রভুর যাইবার কথা; সুতরাং নিত্যানন্দ-প্রভুর পিছনে মহামায়ার বেশে যিনি যাইতেছেন, তাঁহাকেই মহাপ্রভু বলিয়া সকলে বুঝিয়া লইলেন, নতুবা তিনি এমন সাজ সাজিয়াছেন যে, বেশ দেখিয়া তাঁহাকে প্রভু বলিয়া চিনিবার কোনও উপায় নাই।

২৪১।১।২৬—"কিবা........মূর্ত্তিমতী"—অথবা সর্ব্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্য-শালিনী ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা।

২৪১।২।৯-১০—"তবে......তার"—পূর্ব্বে অর্থাৎ আগে মহাপ্রভু কৃপা করিয়া ভক্তগণকে বলিয়া রাখিয়াছেন। "পূর্ব্বে"—২৩৭ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ, ১৯।২০ পঙ্‌ক্তি দ্রষ্টব্য।

২৪১।২।২২—"বিদর্ভের বালা"—বিদর্ভরাজ-নন্দিনী শ্রীমতী রুক্মিণী-দেবী।

২৪১।২।২৮—"সাক্ষাত......পানে"—মধুপানে মত্ত বলরাম-পত্নী শ্রীরেবতী-দেবী যেন প্রত্যক্ষ হইয়াছেন।

২৪২।১।৯-১০—"দেব-দ্রোহ.........সুখ"—অন্য দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা করিলে কৃষ্ণ বড় দুঃখিত হন। পদ্মপুরাণে বলিতেছেন—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥

মহাজনগণও বলিয়াছেন—

'সর্ব্বদেব পূজিব, না হইব তৎপর'।

শ্রীকৃষ্ণকে প্রভুরূপে এবং অজ ভব প্রভৃতি দেবতা-গণকে তদীয় দাসরূপে, কৃষ্ণের সহিত পূজা করিলে, কৃষ্ণের বড় সুখ হয়।

২৪২।২।২৪—"যত ....ভেদ"—চতুর্দ্দশ বিদ্যা সমস্তই তোমারই মূর্ত্তিভেদ মাত্র। চতুর্দ্দশ বিদ্যা যথা :—চারিবেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র।

২৪২।২।২৮—"ত্রিজগত-হেতু"—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন লোকেরই কারণ-স্বরূপ। "গুণ-ত্রয়ময়ী"—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি-রূপিণী।

২৪৩।১।১—"সর্ব্বজীবের বসতি"—সমস্ত জীব তোমাতেই অবস্থান করিতেছে।

২৪৩।১।২—"অবিকারা"—নির্ব্বিকারা।

২৪১।১।৩—"দ্বিতীয়-রহিতা"—অদ্বিতীয়া।

২৪৩।১।১০—"পায় ত্রিবিধ দুর্গতি"—ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করে।

২৪৩।১।১১—"তুমি.........উদয়া"—তুমি সর্ব্ব বৈষ্ণবের হৃদয়েই মূর্ত্তিমতী ভক্তি-স্বরূপিণী হইয়া বিরাজ করিতেছ। অথবা এই অর্থও করা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণবের শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিরূপে সর্ব্বত্রই তোমার আবির্ভাব।

২৪৩।১।২০—"বর-মুখ"—বর দিবার জন্য উন্মুখ অর্থাৎ প্রস্তুত।

২৪৩।২।৩-৪—"পোহাইল .....মহাবাণ"—রাত্রি প্রভাত হইল, সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যও থামিয়া গেল, তখন তাহাতে ভক্তগণের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। ইহার কারণ কি? আমরা ত একটু রাত্রি জাগিলেই কষ্ট বোধ করি, কিন্তু তাঁহারা ত সমস্ত রাত্রি জাগিয়াও কিছুমাত্র কষ্টবোধ না করিয়া, বরং রাত্রি পোহাইল বলিয়া বাণবিদ্ধের ন্যায় দুঃখানুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে কৃষ্ণপ্রেমানন্দ ভোগ করিতেছিলেন, তাহাতে রাত্রি-জাগরণের ক্লেশ ত তাঁহাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না, অধিকন্তু রাত্রি যদি আরও দীর্ঘ হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের আরও আনন্দের বিষয় হইত। ভক্ত যখন কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিভোর হন, তখন তাঁহার আর রাত্রি দিন জ্ঞান থাকে না।

২৪৩।২।১০—"প্রভু............হয়ে"—সূর্য্যদেব প্রভুরই দাস—প্রভুরই আদেশক্রমে তিনি নিত্য উদিত হইতেছেন ও অস্ত যাইতেছেন। সে দিনও তাঁহারই আজ্ঞা-পালনের নিমিত্ত তিনি যথাকালে উদিত হইয়াছেন। অতএব আজ্ঞাবহ দাসের প্রতি প্রভুর প্রীতি-জনিত কৃপার বলে, সূর্য্যদেব বৈষ্ণবগণের দুঃখানলে দগ্ধ হইলেন না।

২৪৩।২।১১-১২—"এ......ইহা"—এ কৌতুক, এ আনন্দ এরূপ বিষাদে পরিণত হইবে জানিয়াই, গৌরচন্দ্র নিশি ও নৃত্যের অবসান করিলেন, কারণ তিনি জানেন যে, বিরহ বশতঃ ভক্তগণের ভক্তিভাব আরও দৃঢ় হইবে, তাহাদিগের আনন্দ আরও বর্দ্ধিত হইবে। প্রিয়-বস্তুর বিরহে হৃদয় তাঁহার চিন্তাতেই সর্ব্বদা মগ্ন হইয়া থাকে, আর সেই প্রিয়-বস্তু যদি কৃষ্ণ হন, তাহা হইলে বিরহ-জনিত বিষাদ আনন্দে পরিণত হইয়া থাকে।

২৪৪।১।১৮—"সব..............পাছে"—সমস্ত বস্তুই শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ বলিয়া জানিবে। কি জানি, যদি ইহাদিগকে শ্রীচৈতন্য হইতে ভিন্ন জ্ঞান কর, তাই আগে বলিয়া রাখিতেছি।

২৪৪।১।১৯—"ইচ্ছায়........মিলায়"—তাঁহার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হয়, তাঁহার ইচ্ছাতেই সংহার হয়।

২৪৪।১।২১-২২—"ইচ্ছাময়......আছে"—তিনি ইচ্ছাময় পরমেশ্বর—তাঁহার ইচ্ছানুসারে তিনি বিবিধরূপে জগৎ সৃষ্টি করেন। তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে না, এমন কে আছে?

২৪৪।১।২৩—"তথাপি........সুসত্য"—যদিও তিনি সৃষ্টি করিয়া আবার ধ্বংস করেন, তথাপি তাঁহার সৃষ্টি মিথ্যা নহে—ইহা সত্য। তাঁহার এই সৃষ্টি ও ধ্বংস-লীলা দেখিয়া, জীব তাঁহার মাহাত্ম্য অনুভব পূর্ব্বক, তাঁহার যশোগান করিয়া উদ্ধার পাইবে, এজন্যই তাঁহার এই লীলা। এই সৃষ্টি ও ধ্বংস-লীলা অব্যাহত-ভাবে চলিতেছে,—ইহা তাঁহার অদ্ভুত মহিমা।

২৪৪।১।২৫-২৬—"ইহা........আপনা"—কোন কোন পাপাত্মা তাঁহার এই লীলা-মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাকে "পরমেশ্বর" না বলিয়া "গোপী" বলিয়া থাকে; এইরূপ বলিয়া তাহারা নিজেদেরই সর্ব্বনাশ সাধন করে।

২৪৫।২।১১—"ভৃগুরে জিনিয়া"—ভৃগুমুনি যখন বিষ্ণু-বক্ষে পদাঘাত করেন, তখন তিনি ক্রুদ্ধ না হইয়া, ভৃগু-চরণে ব্যথা লাগিয়াছে বলিয়া, তাঁহার চরণ-সেবা করিতে লাগিলেন। ভৃগুমুনি তাঁহার এইরূপ অসাধারণ বিনীত আচরণে নিজেই পরাজিত হইলেন। কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব ভৃগুকে জয় করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহাদের প্রতি ভৃগুর অশিষ্ট আচরণে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপ পরীক্ষা করিয়া ভৃগু তখন বুঝিতে পারিলেন যে, এ তিন দেবতার মধ্যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ।

২৪৫।২।১৬—"এই মন্ত্র সার"—প্রভুকে জয় করিবার জন্য এই মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ; অতএব ইহাই অবলম্বন করিব।

২৪৫।২।২৮—"ঘরে... ....বন"—লোকে যেমন নিজ-গৃহে ধন হারাইয়া তাহা পাইবার জন্য বনে গিয়া চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ জ্ঞানের মর্ম্ম না বুঝিতে পারিয়া, লোকে এ পথে ও পথে ঘুরিয়া মরে।

২৪৫।২।২৯-৩০—"বিষ্ণুভক্তি........কাম"—বিষ্ণুভক্তি দর্পণ-স্বরূপ হইলেও অর্থাৎ ঈশ্বর-লাভের উপায়-স্বরূপ হইলেও, যাহার লোচন নাই, তাহার দর্পণে কি কাজ হইবে? জ্ঞানই হইতেছে লোচন।

২৪৬।১।১৪—"মতি .....পায়"—যাহার যেরূপ মতি, সে শ্রীভগবান্‌কে সেইরূপই দর্শন করে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

২৪৬।১।১৭-১৮—"আপন......ভাণ"—আপন-লোক অর্থাৎ দেবলোক। পৃথিবীতে দুই চন্দ্রের উদয় হইয়াছে দেখিয়া, স্বর্গকে পৃথিবী বলিয়া এবং পৃথিবীকে স্বর্গ বলিয়া দেবতাগণের মনে হইতে লাগিল।

২৪৬।১।১৯-২০—"নরজ্ঞান...........হৈল"—পৃথিবীতে চন্দ্র উঠিয়াছে দেখিয়া মানবগণ মনে করিতে লাগিলেন, আমরা ত স্বর্গে রহিয়াছি দেখিতেছি, তাহা হইলে ত আমরা দেবতা; আর দেবতাগণও ঐরূপে আপনাদিগকে মনুষ্য বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

২৪৬।১।২৬—"ভাগ চন্দ্র........যোজন"—বিধি কি চন্দ্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইচন্দ্র যোজনা অর্থাৎ সংঘটন করিলেন না কি?

২৪৬।১।২৮—"হেন.... .তনয়"—মনে হইতেছে যেন একজন চন্দ্র ও আর একজন চন্দ্রের পুত্র।

২৪৬।২।১২—"কাহার........বাসা"—এ কার ঘর বাড়ী জান?

২৪৬।২।২৫-২৬—"হাসিয়া........পাইল"—সেই সন্ন্যাসী বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, আগে যে শুনিতাম, লোকে বাপ বলিলে শালা বলে, আজ সাক্ষাতেই তাহার উদাহরণ দেখিলাম।

২৪৬।২।২৭—"ভাল........ধায়"—ভাল কথা বলিতে গেলে লোকে যদি লাঠি লইয়া তাড়া করে, তাহাও যেরূপ, এ ব্রাহ্মণের ছেলের কাজও সেইরূপ দেখিতেছি।

২৪৭।১।৩—"না কৈল বিলাস"—ভোগ বিলাস না করিল।

২৪৭।১।৪—"না হইল পাশ"—পাশে না শুইল।

২৪৭।১।১০—"শ্রীহস্ত........তুলিয়া"—সঙ্কেতে এই উত্তর করিলেন যে, ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই খাইব। এখানে কপালে হাত তুলিবার আরও একটী অভিপ্রায় এই হইতে পারে যে, হায় রে কপাল! এমন অসতের সঙ্গও ঘটিল।

২৪৭।২।৬—"পরনিন্দা........লয়"—পরনিন্দা-পাপে লোকের চিত্ত দূষিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া, তাহারা প্রভুর এই সত্য কথায় কর্ণপাত করে না।

২৪৭।২।৮—"এ বুঝি......কারণ"—কেহ বোধ হয় মন্ত্র দ্বারা এ ব্রাহ্মণকে পাগল করিয়াছে। আজিও দেখিতে পাওয়া যায়, দুষ্ট লোকে গুণজ্ঞান করিয়া লোকের অনিষ্ট করে।

২৪৭।২।৯-১০—"হেন.........ভুলাইয়া"—বোধ হইতেছে, এই সন্ন্যাসীই বা কুবুদ্ধি দিয়া ব্রাহ্মণদের ছেলে ভুলাইয়া লইয়া যায়।

২৪৭।২।২৫—"কার্য্য-গৌরবে চলিব"—বিশেষ কার্য্যের জন্য যাইতেছি।

২৪৮।১।৩—"করি কৃষ্ণসাথ"—কৃষ্ণে নিবেদন করিয়া।

২৪৮।১।৫—"বামপথী"—বামাচারী। ইহারা মত্তমাংসাদি-সেবন দ্বারা সাধন করিয়া থাকে।

২৪৮।১।৯—"দেশান্তর ফিরি"—দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া।

২৪৮।১।১২—"নিত্যানন্দ........ ...আমার"—নিত্যানন্দপ্রভু বলিলেন, তাহা হইলে আমি দৌড় দিব অর্থাৎ এখনই চলিয়া যাইব।

২৪৮।১।১৪—"জুড়িয়া ধেয়ান"—একাগ্র-চিত্তে।

২৪৮।১।১৫—"নিরোধ"—নিষেধ।

২৪৮।১।১৬—"ভোজনেতে......আচরি"—যে যাহা খায় না, তাহাকে তাহা খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছ কেন?

২৪৮।২।৯-১০—"এক.........ভক্তি"—তাহারা মহাপণ্ডিত, বেদান্ত পড়ায়, কিন্তু বিষ্ণু-ভক্তি ব্যাখ্যা করে না; এই এক দোষেই তাহাদের সমস্ত গুণের শক্তি ব্যর্থ হইল।

২৪৮।২।১৫—"বিশ্বরূপ-ক্ষৌরের"—সন্ন্যাসিগণের কোন সম্প্রদায়ে প্রতি পূর্ণিমাতে ও কোন সম্প্রদায়ে গ্রীষ্মাদি প্রতি ঋতুর পূর্ণিমাতে ক্ষৌরকার্য্য হয়। প্রত্যেক ঋতুর ক্ষৌরকার্য্যের এক একটী নাম আছে। শরৎ ঋতুর ক্ষৌর কার্য্যের নাম "বিশ্বরূপ-ক্ষৌর"। এই ক্ষৌরকার্য্য সন্ন্যাসিগণের একটী উৎসব; সকলে একত্রিত হইয়া এই উৎসব সম্পাদন করে।

২৪৯।১।১৩—"শয়ন ভাঙ্গিয়া"—নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া।

২৪৯।১।২৭—"ক্রোধ-মুখ"—ক্রোধে পরিপূর্ণ।

২৪৯।২।১৪—"তত্ত্ব"—বৃত্তান্ত।

২৪৯।২।১৮—"কোন কিছু হৈলে" অর্থাৎ যদি মরিয়া যায়।

২৪৯।২।২৯-৩০—"তোমার......সর্ব্বথা"—তুমি আমাকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইবার জন্য যে সঙ্কল্প করিয়াছিলে, আমি তাহা ব্যর্থ করি নাই, আমি তাহা পূর্ণ করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাকে আনিয়া সর্ব্ব প্রকারে আমার এত লাঞ্ছনা করিতেছ!

২৫০।১।৬—"মোর......... ......বাসুদেবা"—ইনি আপনাকে বাসুদেব বলিয়া প্রচার করেন ও অবশেষে শ্রীভগবান্ কর্তৃক নিহত হন। (ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড, ১২১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

২৫০।১।৭—"মোর......সকল"—এই উপাখ্যান মূল গ্রন্থের ২৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২৫০।১।৮—"মোর...........মহাবল"—শ্রীরাম-অবতারে "রাবণ-বধ" বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন।

২৫০।১।৯—"মোর... ....বাহুগণ"—বলি মহারাজার পুত্র বাণরাজার উষা নামে এক কন্যা ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে গোপনে পতিরূপে বরণ করায়, বাণরাজ কুপিত হইয়া অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন করিলেন। তচ্ছ্রবণে কৃষ্ণ ও বলরাম মহা ক্রুদ্ধ হইয়া সদলবলে বাণপুরী 'শোণিতপুর' আক্রমণ করিলেন। দুই দলে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। ভক্ত-মহারাজ বলির পুত্র বলিয়া এবং শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের বংশসম্ভূত বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বাণের প্রাণ-বধ না করিয়া কেবল-মাত্র বাহুগুলি ছেদন করিলেন। মহাদেবের বরে বাণ সহস্র-হস্ত ছিলেন; তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ চারিখানি মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া অন্য সমস্ত বাহুগুলি ছেদন করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।৬৩)।

২৫০।১।১০—"মোর... ......মরণ"—একদা ভূমি-পুত্র নরক ইন্দ্র-মাতা অদিতির কুণ্ডল হরণ করায়, শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ-কর্তৃক তদ্বিষয় নিবেদিত হইয়া, স্বীয় পত্নী সত্যভামা সহকারে, গরুড়ারোহণে নরকাসুর বধ করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি নরকাসুরের পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রথমে মুর নামক দানবকে বধ করিলেন। তাহাতে নরকাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ-বেগে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল এবং তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়া, পরে শূলাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু উহা নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণ চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। অনন্তর নরক-মাতা পৃথিবী অদিতির সেই সমুজ্জ্বল কুণ্ডল-দ্বয় ও অন্যান্য দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। (ভাঃ ১০।৫৯)।

২৫০।১।১১—"মুঞি...... হাত"—শ্রীবৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনগিরি-ধারণের বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন। (ভাঃ ১০।২৫)।

২৫০।১।১২—"মুঞি........পারিজাত"—একদা মহর্ষি নারদ একটীমাত্র পারিজাত আনিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী রুক্মিণীদেবীকে অর্পণ করায়, সত্যভামা কুপিতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, তোমাকে একটী পারিজাত কেন, আমি পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া দিব। অনন্তর নরকাসুর বধের পর (এই পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ২৫০।১।১০ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র-ভবনে গমন পূর্ব্বক অদিতিকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী কর্তৃক পূজিত হইয়া, সত্যভামার প্রার্থনা-মতে, পারিজাত তরুকে উৎপাটন পূর্ব্বক গরুড়-পৃষ্ঠে স্থাপন করতঃ, ইন্দ্র সহ দেবগণকে পরাজিত করিয়া, ঐ বৃক্ষ দ্বারকায় আনয়ন পূর্ব্বক সত্যভামার গৃহোদ্যানে রোপণ করিলেন। (ভাঃ ১০।৫৯)।

২৫০।১।১৩—"মুঞি..............প্রসাদ"—এই উপাখ্যান ২৭ পৃষ্ঠায় ১৬৩।১।১৯-২০ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৫০।১।১৪—"মুঞি........প্রহ্লাদ"—শ্রীনৃসিংহ-অবতারে হিরণ্যকশিপুকে বধ ও প্রহ্লাদকে রক্ষা করার বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন। (ভাঃ ৭।৮)।

২৫০।১।২৩—"ইহাতে........পায়"—হে প্রভো! এইরূপে শাস্তি করিলে দাসের হৃদয়ে শক্তি বর্দ্ধিত হয়, কারণ সে তখন বুঝিতে পারে যে, তাহার উপর প্রভুর দয়া আছে; সুতরাং সে তখন আর কাহাকেও ভয় করে না।

২৫০।২।২—"হইবা......কুতূহলী"—শ্রীবৎস-চিহ্ন ধারণ করিয়া আনন্দিত হইবে। কেহ কেহ ভৃগুপদ-চিহ্নকে শ্রীবৎসচিহ্ন বলিয়া মনে করেন। এই উপাখ্যান মূল গ্রন্থের ৪২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২৫০।২।৫—"উচ্ছিষ্ট........মায়া"—শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধব-মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেনঃ—

ত্বয়োপযুক্ত-স্রগ্‌ গন্ধ-বাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥

২৫১।১।২—"তোমার লঙ্ঘন"—তোমার অমান্য।

২৫১।১।১০—"সমাধি"—একাগ্রতা মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইলে তাহার নাম 'ধারণা', ধারণা বদ্ধমূল হইলে তাহাকে 'ধ্যান' বলে এবং ধ্যান বদ্ধমূল হইলে তাহার নাম 'সমাধি'। সমাধিতে 'অহংজ্ঞান' লোপ হয়। "সমাধিয়ে"—সমাধি দ্বারা।

২৫১।১।১২—"অভিচার-যজ্ঞ"—অন্যকে মারিবার জন্য বা তাহার বিশেষ অনিষ্ট-সাধনের জন্য যে যজ্ঞ করা হয়, তাহার নাম অভিচার-যজ্ঞ।

২৫১।১।১৫—"শিব...........বুঝে"—মহাদেব তাহাকে ভাবান্তরে বলিয়া দিলেন যে, আচ্ছা যজ্ঞ কর গিয়া, তবে যদি বিষ্ণুভক্তের অপমান কর, তাহা হইলে সেই যজ্ঞে তোমাকে বিনাশ করিব। সে কিন্তু এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না।

২৫১।১।১৮—"ত্রিশির-রূপ-ধর"—যিনি তিনটী মস্তক-বিশিষ্ট।

২৫১।১।১৯—"তাল-জঙ্ঘ-পরমাণ"—যাঁহার ঠ্যাঙ্‌ তালগাছের মত।

২৫১।১।২২—"বুঝিলেন.........পূর্ত্তি"—বুঝিতে পারিলেন যে, ইহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার নহে।

২৫১।১।২৮—"নারিল......দিগবাসা"—যাহাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—কেহই রক্ষা করিতে পারিলেন না।

২৫১।২।৯—"তোমারে লঙ্ঘিয়া"—তোমার অনাদর করিয়া।

২৫১।২।১৫-১৬—"যে তোরে.....প্রতিকার"—নিজের মাথা কাটিয়া তাহা জোড়া দিবার চেষ্টা করাও যেরূপ, তোমাকে অনাদর করিয়া আমাকে নমস্কার করাও সেইরূপ। ইহা যে করে, সে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করে।

২৫১।২।২৮—"দৃশ্যাদৃশ্য যত সব"—আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি এবং যাহা নাও দেখিতে পাইতেছি, সে সমস্তই।

২৫২।১।১৬—"তোমারে........দঢ়"—তোমার অমান্য করিলে, দেবতারা কখনও তাহা সহ্য করিবেন না।

২৫২।১।১৭-১৮—"সন্ন্যাসীও........তারে"—যে ব্যক্তি কাহারও নিন্দা করে না, এরূপ ব্যক্তির নিন্দা যদি সন্ন্যাসীও করে, তথাপি সে হউক না কেন সন্ন্যাসী, সে উচ্ছন্ন যায় এবং তাহার সর্ব্ব ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়।

২৫২।১।২৮-"মহাচিন্ত্য"—চিন্তার অতীত, যাহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে।

২৫২।২।১২—"উপাধিক নহে কিছু"—না, এমন কিছু চাঞ্চল্য কর নাই।

২৫৩।১।৮—"উপাধিক.........বাল্যবশে"—বাল্যভাবাবেশে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অত্যন্ত চঞ্চল।

২৫৩।১।৯—"দ্বারে ....হরিদাস"—যবন-গৃহে প্রতিপালিত বলিয়া, তিনি ভক্তোচিত দৈন্যবশতঃ, গৃহমধ্যে ভোজন করিতেন না।

২৫৩।১।১৬—"এক......লীলায়"—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ইঁহারা পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ একই বস্তু, কিন্তু শ্রীভগবানের লীলাসাধনোদ্দেশ্যে দুই অংশ হইয়াছেন।

২৫৩।১।২৫—২৫৩।২।১—এ সমস্তই হইতেছে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি। "জাতি নাশ করিলেক"—

অর্থাৎ আমার জাত্যভিমান ধ্বংস করিলেন। "কোথা......সঙ্গ"—আহা! আমার কি সৌভাগ্য, আমার জন্ম জন্মান্তরের কত সুকৃতির ফল যে, কোথা হইতে আগত, কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত এক মহাপুরুষের সঙ্গ-লাভ আমার ভাগ্যে ঘটিল। "গুরু নাহি"—তিনি ঈশ্বর; ঈশ্বরের গুরু আবার কে হইতে পারে? ঈশ্বর সকলেরই গুরু। শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামী-প্রভু শ্রীচরিতামৃতে বলিয়াছেন :—

'অন্তর্যামিরূপে কৃষ্ণ শিখায় আপনে।'

"বলয়ে সন্ন্যাসী করি নাম"—ভাবার্থ হইতেছে, তিনি ত সন্ন্যাসী অর্থাৎ মহাযোগেশ্বরেশ্বর। "জন্ম...... গ্রাম"—ঈশ্বরের ত জন্মই নাই, যেহেতু তিনি অনাদি; সুতরাং কোন্ স্থানে তাঁহার জন্ম এরূপ কিছুও নাই, তিনি ত সর্ব্বব্যাপী। "কেহো ত না চিনে"—ঈশ্বর হইতেছেন বেদেরও অগম্য; সুতরাং তাঁহাকে চিনিবার শক্তি কার আছে? "নাহি জানি কোন্ জাতি"—ঈশ্বরের আবার জাতি কি থাকিতে পারে?—তিনি সর্ব্ব বর্ণের অতীত। "ঢুলিয়া.........হাতী"—নিরবধি কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ঢুলিতে ঢুলিতে ভ্রমণ করেন। "পশ্চিমার.........সাথ" পশ্চিমার অর্থাৎ ব্রজবাসী গোপগণের ঘরে-ঘরে শ্রীবলরাম-রূপে ভাত খাইয়াছেন। পূর্ব্বে গোয়ালার ভাত খাইয়াছেন, এখন আসিয়া ব্রাহ্মণের সামিল হইলেন। এতদ্দ্বারা তিনি যে বলরাম, তাহা ব্যক্ত করা হইল। "নিত্যানন্দ............সর্ব্বনাশ"—কৃষ্ণপ্রেম-মত্ত এই নিত্যানন্দ প্রেমবন্যায় লোকের জাতি, কুল, শীল, মান, প্রভৃতি সমস্তই ভাসাইয়া দিবে, সবই ধ্বংস করিবে।

২৫৩,২।১৭-৮—"শুদ্ধ........বিশেষে"—অদ্বৈতের ক্রোধ কেবল হাসিতেই পরিপূর্ণ—সে ক্রোধ দেখিয়া বৃদ্ধেরাই কি, আর শিশুরাই কি, সকলেই খুব হাস্য করে।

২৫৩।২।১৩—"প্রভু......জন"—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত ইঁহারা দুই জন হইতেছেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের দুই বাহুস্বরূপ অর্থাৎ বাহু যেমন সমস্ত কার্য্যের সহায়, ইঁহারাও তদ্রূপ।

২৫৩।২।২২—"সবার ......পায়"—সেই সরস্বতী-দেবী সকলের জিহ্বায় অধিষ্ঠিত হইয়া মহাপ্রভুর যশ-কীর্ত্তন করেন।

২৫৩।২।২৩—"এ সব ....অনুক্রম"—এ সব কথা বলিবার ক্রম বা পর্য্যায় কিছু জানি না অর্থাৎ এইটা আগে বলিতে হইবে, তারপর এইটা, তারপর এইটা, এরূপ প্রণালী কিছুই জানি না।

২৫৩।২।২৪—"কৃষ্ণের বিক্রম"—বিক্রম অর্থাৎ প্রভাব, মহিমা। এখানে কৃষ্ণের বিক্রম অর্থে মহাপ্রভুর বিক্রম বুঝাইতেছে; কৃষ্ণ ও মহাপ্রভু যে একই বস্তু, কোনও ভেদ নাই।

২৫৩।২।২৫-২৬—"চৈতন্য.........আমার"—হে শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণ! আমি অতি মূর্খ; আমি কিছুই জানি না। তোমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীচৈতন্যের গুণ ও যশ অজ ভবাদি দেবতাগণও কতরূপে কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না; কিন্তু মূর্খ আমি, দাম্ভিক আমি সেই গুণ ও যশ যেমন তেমন করিয়া কীর্ত্তন করিতেছি বলিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিও; তোমরা শ্রীচৈতন্যের প্রিয়; তোমরা ক্ষমা করিলেই, তিনিও ক্ষমা করিবেন। এতদ্দ্বারা পূজ্যপাদ শ্রীগ্রন্থকার-মহোদয়ের অসাধারণ দৈন্য প্রকাশ পাইতেছে।

২৫৪।১।১৪—"শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল"—মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যাদি; অথবা শ্রীকৃষ্ণের মাঙ্গলিক কার্য্যাদি।

২৫৪।১।২০—"পায় সেই মেলি"—সেই লীলায় স্থান পায়।

২৫৪।২।১৫-১৬—"যে...... ......নমস্কার"—হে মুরারি! তুমি যাহা করিলে, ইহা ত সঙ্গত কাজ করা হইল না। শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন আমার

বড়; তুমি তাঁহাকে আগে দণ্ডবৎ না করিয়া, আমাকে আগে করিলে! এরূপ উন্টা কাজ কেন করিলে?

২৫৪।২।১৯—"জানোঁ কেন-মতে" অর্থাৎ আমি কিরূপে জানিব? আমি কি বুঝি?

২৫৪।২।২০—"চিত্ত.........যেন-মতে"—তুমি আমার মন যেরূপ ভাবে লইয়া গিয়াছ, আমি সেইরূপই করিয়াছি।

২৫৪।২।২৮—"তাল-বানা"—তাল-ধ্বজা অর্থাৎ বলরামের ধ্বজা; এই ধ্বজা তাল-চিহ্নে শোভিত; এ নিমিত্ত শ্রীবলরামের এক নাম তালধ্বজ।

২৫৫।১।১-২—"স্বপ্নে.........বিচারি"—মুরারি তখন স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন যে, মহাপ্রভু তাঁহাকে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, হে মুরারি! শ্রীনিত্যানন্দ যে বলরাম, তাহা এখন বুঝিতে পারিলে ত? আমাকে ত তুমি কৃষ্ণ বলিয়া আগেই জানিয়াছ; সুতরাং এখন বুঝিয়া দেখ, নিত্যানন্দ আমার বড় কি না।

২৫৫।১।১৭-১৮—"পবন........বলে"—বাতাসে যেমন শুষ্ক তৃণ-সমূহকে চালাইয়া লইয়া যায়, জীবগণও তেমনই তোমার শক্তিতে চালিত হইয়া থাকে; জীবের স্বতন্ত্র শক্তি কিছুই নাই, তুমি যাহাকে যাহা করাইতেছ, সে তাহাই করিতেছে।

শ্রীঅর্জ্জুন-মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন :—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

২৫৫।১।২৭—"সকালে"—সত্বর; শীঘ্র।

২৫৫।২।৪—"মোরে......ভালমতে"—নানারূপ কুব্যাখ্যা দ্বারা আমাকে সাকার না বলিয়া নিরাকার বলিয়া, আমার দেহটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া একেবারে উড়াইয়া দেয়।

২৫৫।২।৭-৮—"অনন্ত......সাহসে"—যে আমার দেহে অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করিতেছে, সেই আমাকে সে বেটা কোন্ সাহসে নিরাকার বলিয়া আমার দেহটাকে একেবারে উড়াইয়া দেয়!

২৫৫।২।১১-১২—"অজ......দেবে"—আমার যে বিগ্রহ সমস্ত দেবতাগণ প্রাণতুল্য জ্ঞান করিয়া পরম সমাদরে পূজা করে; ব্রহ্মা শিব পর্য্যন্তও নিজেদের মধ্যে আমার বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকে।

২৫৬।১।২—"অকিঞ্চন-বর"—দীনাতিদীন।

২৫৬।১।১৪—"নিত্যানন্দ............রহিলা"—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ সহ মুরারিগুপ্তের হৃদয়ে রহিলেন।

২৫৬।২।১৮—"ভক্তিরসে পূর্ণ মাত্র"—মুরারির জলপাত্র কেবল ভক্তিরসে পরিপূর্ণ।

২৫৭।১।১৭—"বাণপুর"—বাণবাজার নগর।

২৫৭।২।২৪—"বিশ্বম্ভর......শক্তি"—যার শক্তি বিশ্বম্ভরকে অনায়াসে বহন করিয়া থাকে।

২৫৮।১।১২—"খরসান"—অত্যন্ত ধারাল। কাতি—কাটারি।

২৫৯।১।৪—"নিন্দক-সন্ন্যাসী"—যে সন্ন্যাসী পরের নিন্দা করে।

২৫৯।১।৬—"দুইতে...............বেদ"—শাস্ত্রে বলিয়াছেন, নিন্দক-সন্ন্যাসী ও দস্যু এ দুইয়ের মধ্যে নিন্দকই বেশী অনিষ্টকারী।

২৫৯।১।২৩-২৪—"ভাল......ভালমতে"—লোকে কিন্তু মনে করে বেশ সন্ন্যাসী; তাহারা ভাবে ইঁহার সঙ্গ করিয়া আমাদের ভাল হইবে; কিন্তু সেই সন্ন্যাসীর নিকট সাধু-নিন্দা শুনিয়া তাহাদের উন্টা ফল হয় অর্থাৎ ভালরূপেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়, যেহেতু সাধু-নিন্দা করা বা শোনা মহাপাপ।

২৫৯।২।৭-৮—"ভাগবত……সর্ব্বনাশ"—ভাগবত পড়িয়া ত জীবের ঐহিক পারত্রিক অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হয়, কিন্তু আবার সেই ভাগবত পড়িয়াও কাহারও কাহারও কুবুদ্ধি ঘটিয়া থাকে—তাহারা নিত্যানন্দের নিন্দা করে, তাহাতে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।

২৫৯।২।১৭—"অনুভাব"—প্রভাব।

২৫৯।২।১৮—"ব্যক্ত তাঁহার প্রভাব"—তাঁহার অর্থাৎ মুরারি গুপ্তের মহিমা ত প্রকাশমান রহিয়াছে—সকলেই ত তাঁহার মহিমার কথা জানেন।

২৬০।১।১০—"আপ্ত"—অন্তরঙ্গ ; স্বজন।

২৬০।১।১৯-২০—"জানিবার………প্রমাণ"—ভাগবত বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার বেশ আছে, কিন্তু তাঁহার ভক্তি নাই বলিয়া, ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। কোন্ অপরাধে যে তাঁহার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণই জানেন।

২৬০।২।৭-৮—"মুঞি…………ভালমতে"—শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন যে, আমি, আমার দাস অর্থাৎ বৈষ্ণব এবং শ্রীমদ্ভাগবত—এ তিনই এক বস্তু ; যে ব্যক্তি ইহাতে ভেদ-জ্ঞান করে, তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।

২৬০।২।২০—"ভাগবতের প্রমাণ"—ভাগবতের মর্ম্ম বা প্রকৃত অর্থ।

২৬০।২।২৪—"পাইতে……জ্ঞানবান্"—এরূপ পণ্ডিত লোক খুব কমই দেখা যায়।

২৬১।১।১৪—"তুমি………রক্ষিতা"—তুমি যদি শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন কর, তবে শাস্ত্রের মর্য্যাদা আর কে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ? তাহা হইলে কেহই আর শাস্ত্র মানিবে না।

২৬১।১।২৫—"রাম-ভাব"—বলরাম-ভাব।

২৬১।২।১৮—"পূর্ব্ব অপরাধ"—১৮৫পৃষ্ঠা দেখুন।

২৬১।২।২৪—"লোকে বড় অপেক্ষিত"—লোকে তাঁহাকে জ্ঞানবান্ বলিয়া বেশ ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

২৬২।১।১৯—"শিষ্য হাথাইয়া"—শিষ্যের হাত দিয়া, শিষ্যের দ্বারা।

২৬২।১।২৪—"গ্রন্থ-অভিমত"—গ্রন্থের মর্ম্ম।

২৬২।১।২৫-২৮—"পরিপূর্ণ……আমি"—যাহারা অত্যন্ত উদর পূর্ণ করিয়া খায়, তাহারা বেশী খাওয়ার জন্য অশান্তি বোধ করে ; পরে মলত্যাগ করিলে তবে আরাম পায় ; তাহারা এই যে সামান্য একটু মাত্র আনন্দ পায়, ভাগবত পড়াইয়া তুমি ততটুকুও আনন্দ লাভ করিতে পার নাই। যে ভাগবত অক্ষরে অক্ষরে প্রেমময়, যাহা ভক্তিভরে পাঠ করিলে লোকে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়, সেই ভাগবত পড়িয়া দেবানন্দের ন্যায় এত বড় গুণবান্ মহাপণ্ডিতও প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারিলেন না, কেন না, তাঁহার ভক্তির অভাব—'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া'।

২৬২।২।১১-১২—"ভাগবত… .. …..সনে"—শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও বৈষ্ণব—এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণেরই বিগ্রহ—ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন—শ্রীকৃষ্ণরূপেই ইঁহাদিগকে পূজা করিতে হয়।

২৬২।২।১৩-১৪—"জীবন্যাস…………কয়"—জীবন্যাস—প্রাণপ্রতিষ্ঠা। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলে তবে শ্রীবিগ্রহ পূজ্য হন ; কিন্তু ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও ভক্তজন—ইঁহারা জন্মিবামাত্র স্বভাবতঃই পূজ্য, প্রাণপতিষ্ঠার অপেক্ষা করেন না, ইহাই শাস্ত্রের উক্তি।

২৬৩।১।১৪—"তার প্রেম-বাধ"—সে প্রেম লাভ করিতে পারে না।

২৬৩।১।২৫—"নিজ-মূর্ত্তি শিলা"—শালগ্রাম শিলা, নারায়ণ শিলা।

২৬৩।২।৪—"মাগ"—বর মাগ।

২৬৩।২।১৫—"ভক্তবাক্য-সত্যকারী"—যিনি ভক্তের বাক্য রক্ষা করেন; ভক্তের বাক্য কখনও মিথ্যা বা বিফল হইতে দেন না।

২৬৩।২।২৮—"মায়া ছাড়ি"—ছলনা বা কপটতা পরিত্যাগ করিয়া।

২৬৪।১।৪—"বৈষ্ণবাপরাধ ....নারি"—এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, শ্রীভগবান্ নিজেও বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন করিতে পারেন না বা পারিলেও করেন না।

২৬৪।১।৭ ৮—"দুর্ব্বাসার...........যেমনে"—এই উপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন।

২৬৪।২।৮—"অদ্বৈতানুরাগে"—অদ্বৈতের প্রতি প্রীতি ও স্নেহবশতঃ।

২৬৪।২।২৪—"সুজন-নিন্দা"—সাধু-নিন্দা; ভাল লোকের নিন্দা।

২৬৪।২।২৭—"তাঁহারেও......গণি"—তাঁহাকেও বৈষ্ণবাপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইল।

২৬৪।২।২৮—"বস্তু-বিচারেতে"—কার্য্য কারণ ধরিয়া যদি বিচার করা যায়।

২৬৫।১।৮—"নিত্যানন্দ.................শরীর"—নিত্যানন্দই হইতেছেন বিশ্বরূপ।

২৬৫।২।১০—"ভাণ্ডাইনু"—প্রকৃত ব্যাখ্যা করি নাই; আসল ব্যাখ্যা করি নাই।

২৬৫।২।১৯—"ব্যবহার-মদে.........সংসার"—সংসারের সমস্ত লোকই সাংসারিক ক্রিয়াকাণ্ড লইয়াই উন্মত্ত; বিষয়-কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত।

২৬৫।২।২০—"না ....বিচার"—বৈষ্ণবগণের গুণ-কীর্ত্তনরূপ মঙ্গলজনক আলোচনা করে না।

২৬৫।২।২৬—"করে শুষ্ক চিন্তা"—শুষ্ক জ্ঞান ও তর্কশাস্ত্রাদি লইয়া আন্দোলন আলোচনা করে।

২৬৫।২।২৯—"সকলে"—কেবলমাত্র।

২৬৬।১।২৭-২৮—"সর্ব্ব.............ঘর"—ঠাকুর শ্রীগৌরচন্দ্র সমস্ত জীবের হৃদয়েই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; সুতরাং তিনি আত্মান্তর্যামী। শ্রীঅদ্বৈত যেই মাত্র পূর্ব্বোক্তরূপ (মোর চিত্ত......মোর মন) চিন্তা করেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা জানিতে পারিয়া শীঘ্র গৃহে চলিয়া যান। শ্রীভগবান্ ভক্তের লালসা-বৃদ্ধির নিমিত্তই এইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন।

২৬৬।২।২—"অনন্ত..............কলেবর"—এই বিশ্বরূপের চরিত্র অগাধ এবং তিনি নিত্যানন্দের দ্বিতীয় কলেবর অর্থাৎ নিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন।

২৬৬।২।৬—"অনন্ত-পথে"—সেই অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, বিরাট মহাপুরুষের উদ্দেশে। "বৈষ্ণবাগ্র-গণ্য"—বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ।

২৬৬।২।১৫—"প্রকাশ"—আত্মপ্রকাশ। "করিলা প্রকাশ"—আপনি যে কি বস্তু তাহাই প্রকাশ করিলেন। "দৈবে"—জীবের ভাগ্যক্রমে।

২৬৬।২।২২—"কে.........গোসাঞি"—'অদ্বৈত' অর্থে যাহার মনে কোন দ্বিধা ভাব নাই অর্থাৎ নিষ্কপট। 'দ্বৈত' অর্থে যে দ্বিবিধ আচরণ করে অর্থাৎ মুখে একরূপ বলে, কাজে অন্যরূপ করে; কপট। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইনি এত বড় পণ্ডিত, ইনি সকলকে জীবের প্রতি সদয় হইতে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু নিজে আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন; অতএব এ ঠাকুর দেখিতেছি বড় 'দ্বৈত' অর্থাৎ কপট—ইনি 'অদ্বৈত' নহেন। অথবা এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে, ইহাকে 'অদ্বৈত' অর্থাৎ দ্বিধাভাব শূন্য—পক্ষপাত শূন্য কে বলে? এ ঠাকুর বড় 'দ্বৈত' অর্থাৎ পক্ষপাতী—অন্যের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, কিন্তু আমার প্রতি নিষ্ঠুর; ইনি সকলকে সমান চক্ষে দেখেন না।

২৬৬।২।৬—"জগতেরে ....মায়া"—জগতের লোকে ইহাকে অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বিধাভাব শূন্য বা নিষ্কপট মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমার নিকট ইনি দ্বৈতমায়া অর্থাৎ কপটতার মূর্ত্তি।

২৬৬।২।২৯-৩০—"এ কালে.....কতকালে"—এই যে এখনও দেখা যায়, লোকে বলে "এ বৈষ্ণবের চেয়ে ও বৈষ্ণব বড়, এ বৈষ্ণবের চেয়ে ও বৈষ্ণব ভাল", আচ্ছা, সে দিন কতক নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুক, তার পর ইহার ফল বুঝিতে পারিবে অর্থাৎ এইরূপ বৈষ্ণব-নিন্দার যে কি বিষম শাস্তি, তাহা দেখিতে পাইবে।

২৬৭।১।১০—"যত........নিন্দিয়া"—বৈষ্ণবের উপদেশ-বাক্য সব না মানিয়া।

২৬৭।১।১২—"তাহারেই......সব"—পাপিষ্ঠেরা তাহার মান-সম্ভ্রম নষ্ট করিবে, তাহার প্রতি নানা অত্যাচার করিবে।

২৬৭।১।১৩-১৪—"সে সব ....দেখিতে"—অতএব শচীমাতার এই দণ্ডের দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, সে সব লোককে রক্ষা করিতে এমন কি স্বয়ং অদ্বৈতেরও ক্ষমতা নাই।

২৬৭।১।১৮—"সাক্ষী করিলেন"—শিক্ষা দিলেন।

২৬৭।১।২১-২২—"বৈষ্ণব······সংশয়"—বৈষ্ণব-নিন্দকগণ যাহার আশ্রয় গ্রহণ করে অর্থাৎ শরণাগত হয়, তাহার নিজেরই রক্ষা পাওয়া দায়।

২৬৭।১।২৭-৩০—"যে.....অনুচর"—শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে 'ঈশ্বর' না বলিয়া 'বৈষ্ণব' বলিলে, যে জন তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নিন্দা ও কলহ করে, তাহার একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রই হইতেছেন সকলের প্রভু—তিনি পরমেশ্বর; তাঁহার 'দাস' হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে; অতএব যদি কাহাকেও বলা যায় 'ইনি গৌরাঙ্গের দাস', তবে এই একটীমাত্র বাক্য দ্বারাই তাঁহার বিশেষরূপ স্তুতি করা হইল। এখানে ইহা বুঝিতে হইবে যে, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে 'গৌরাঙ্গের দাস' বলিলেই তদ্দ্বারা তাঁহার খুব ভালরকমই স্তুতি করা হইল। কিন্তু তাহা না বলিয়া, তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলিলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুই হইতেছেন 'ঈশ্বর', আর সকলেই তাঁহার 'দাস'। ভগবানের দাসকে 'ভগবান্' বলা মহা-অপরাধের কার্য্য।

২৬৭।২।১-২—"নিত্যানন্দ..........করিয়া"—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকেই শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ সর্ব্বতোভাবে 'ঈশ্বর' বলিয়া বলিয়াছেন। শ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রীনিত্যানন্দ পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ দুইই এক বস্তু; সুতরাং শ্রীগৌরচন্দ্র যখন ঈশ্বর, তখন শ্রীনিত্যানন্দও ঈশ্বর, তথাপি শ্রীনিত্যানন্দের সর্ব্বদাই দাসাভিমান,—তিনি জানেন 'আমি গৌরাঙ্গেরই দাস'।

২৬৭।২।১২—"যাহারা...........প্রকাশ"—শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা, শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া, শ্রীভগবান্ই যে শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে প্রকাশ হইয়াছেন, এই তত্ত্ব যাঁহারা অর্থাৎ যে নিত্যানন্দ-দাসগণ সকলকে বুঝাইয়া দিয়া, তাহাদের হৃদয়ে তাহা বদ্ধমূল করতঃ, তাহাদিগকে গৌরাঙ্গের পথে আনয়ন করেন।

২৬৭।২।২০—"বিনে তোমার কৃপায়"—তোমার কৃপা ব্যতীত অর্থাৎ তুমি না কৃপা করিলে।

২৬৭।২।২৭-২৮—"অদ্বৈত...........আমার"—শ্রীঅদ্বৈত-চরণে নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে,তাঁহার প্রিয় যে শ্রীগৌরচন্দ্র তাঁহাতে আমার মতি থাকুক; অথবা এরূপ অর্থও করা যায় যে, তাঁহার যে প্রিয়বর্গ অর্থাৎ ভক্তগণ তাঁহাদের শ্রীচরণে আমার মতি থাকুক।

২৬৮।১।৭—"ভবাদির বিধি"—শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত দেবতাগণের বিধান কর্ত্তা অর্থাৎ বিধাতা বা ঈশ্বর।

২৬৮।১।১০—"নহে.....গোচর"—তিনি যে কি বস্তু, তাহা সকলে বুঝিতে পারিতেছে না অর্থাৎ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারিতেছে না।

২৬৮।১।৯—"ত্রিভুবনে......সীমা"—ত্রিভুবন অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল। ত্রিজগতে কেহই সে

মহিমার অন্ত পায় না, সে মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কেহই শেষ করিতে পারে না।

২৬৮।১।২৩—"পেটপোষাগুলা সব"— ও সব গুলা খালি পেটুকের দল।

২৬৮।২।৩—"দেখিবার তরে"—তাঁহার কীর্ত্তন, তাঁহার বিলাস দেখিবার নিমিত্ত।

২৬৮.২।৯—"পরিহার করে"—কাকুতি মিনতি করে।

২৬৮।২।১৫—"পয়ঃপান"—দুগ্ধ-পান।

২৬৯।১।২০—"নির্ভর"— সম্পূর্ণরূপে, পূর্ণমাত্রায়।

২৬৯।২।২—"পয়ঃপান.........ভক্তি"—কেবল দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিলে কি আমাতে ভক্তি লাভ হয়? আমার প্রতি প্রীতি না জন্মিলে, আমার প্রতি ভালবাসা না হইলে, ভক্তি লাভ হয় না। শ্রীমতী মীরাবাই বলিয়াছেন—

দুধ পিকে হরি মেলে তো
বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে
নাহি মিলে নন্দলালা॥

২৬৯।২।৯—"গজেন্দ্র......করিল"—"গজেন্দ্র"—শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। "বানর"—রামাবতারে সুগ্রীবাদি বানরগণ। "গোপে"—শ্রীবৃন্দাবনের গোপগোপীগণ। "কি তপ করিল"—এতদ্দ্বারা ইহাই বলিতেছেন যে, ইঁহারা সব একান্তভাবে শরণ লইয়া তপ করিয়াছিলেন।

২৬৯।২।১১—"কি হয় তাহার"—সে কি আমাকে পায়? পায় না, কেন না সে শরণাগত হইয়া তপ করে না।

২৭০।১।১৩—"সবে"—কেবলমাত্র।

২৭০।১।১৬—"ভালরেও"—ভাল লোককেও।

২৭০।২।৯-১০—"হরে.........হরে"— উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার সমীপে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! আমি কিরূপে কলির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব? তখন ব্রহ্মা নারদকে এই মহামন্ত্র উপদেশ করিলেন।

২৭০।২।১৪—"ইথে বিধি নাহি আর" অর্থাৎ 'শুচি পূর্ব্বক বলিতে হইবে', 'এইরূপ সময়ে বলিতে হইবে', 'আসনে উপবেশন করিয়া বলিতে হইবে' ইত্যাদিরূপ কোনও বিধি ইহাতে নাই। দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! কোঽস্য বিধিঃ।" ব্রহ্মা বলিলেন "নাস্য বিধিঃ।"

২৭১।১।২২—"মিনসাও"—লোকটাও। পুরুষ মানুষকে অবজ্ঞা করিয়া বলিতে হইলে, গ্রাম্য-ভাষায় 'মিন্‌সা' বলে, আর স্ত্রীলোককে 'মাগী' বলে।

২৭১।১।২৪—"ভাব হইল আমা'ত"—আমাতে কৃষ্ণপ্রেম হইয়াছে।

২৭১।২।২—"আপনার শাস্ত্র"—কোরাণ।

২৭১।২।৩—"আজি করোঁ কার্য্য"—দাঁড়া, আজ তোদের শ্রাদ্ধ করছি।

২৭১।২।১৪—"কীর্ত্তন চাহিয়া"—কে কোথায় কীর্ত্তন করিতেছে, তাহা খোঁজ করিয়া।

২৭১।২।১৬—"হিন্দু-কাজী-সব"—যাহারা হিন্দু হইয়াও কাজীর ন্যায় ঐরূপ কীর্ত্তন-বিদ্বেষী, তাহারা। "মারে কদর্থিয়া"—নানারূপ বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিয়া মারে; নানারূপ কর্কশ বাক্যে জ্বালাইয়া মারে। ইহা কিরূপ, তাহা মূল গ্রন্থে তৎপরেই বলিয়াছেন।

২৭২।১।২—"গোচরিল"—নিবেদন করিলাম, জানাইলাম।

২৭২।১।৬—"কর্ণ ধরি"—ক্রোধ-ভরে মহাপ্রভু যেরূপ বিশাল হুঙ্কার করিতে লাগিলেন, তাহাতে কর্ণ বধির হইবারই কথা; তন্নিমিত্ত সকলে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া 'হরি' বলিতে লাগিলেন।

২৭২।১।১০—"দেখি......জন"—দেখি আমার কে কি করে।

২৭২।১।১৪—"কাল"—যম। "হইব আজি কাল"—আজি সংহার করিব।

২৭২।১।২৯ ৩০—"যার..... শোক"—যাঁর নৃত্য দেখিতে না পাইয়া নদীয়ার কত কোটী লোক কত দুঃখ করিয়াছে।

২৭২।২।৯—"ব্যবহারে বড়"—লৌকিক হিসাবে বড় অর্থাৎ ধনসম্পত্তিতে শ্রেষ্ঠ—যাহার অনেক টাকা কড়ি আছে।

২৭৩।১।১—"নিত্যানন্দ.............অঙ্গে"—শ্রীনিত্যানন্দের দেহে পরমানন্দময় অশ্রুধারা দেখিয়া।

২৭৩।১।১২—"রহঃকার্য্য"—নিগূঢ় ভজন ও রসলীলাস্বাদনাদি গোপনীয় কার্য্য।

২৭৩।১।১৫—"সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে"—ইহার ব্যাখ্যা মূলগ্রন্থে ১১পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ শ্লোকের অনুবাদে দ্রষ্টব্য।

২৭৩।১।২৩—"কমলার কান্ত" অর্থাৎ লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ। এতদ্দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীবিষ্ণু যে একই বস্তু, তাহাই বুঝাইতেছেন।

২৭৩।১।২৮—"গোধূলি-সময়"—সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্ব সময়; যে সময়ে গরুগণ ধূলা উড়াইতে উড়াইতে মাঠ হইতে বাটীতে আইসে।

২৭৩।২।৮—"অবতার"—আবির্ভাব।

২৭৩।২।১২—"জ্যোতীরূপে ....প্রকাশ"—কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না! কৃষ্ণ কি জ্যোতির্ম্ময়রূপে আবির্ভূত হইলেন না কি!

২৭৩।২।২৪—"আলগ হইয়া"—উন্মত্ত হইয়া, বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া।

২৭৪।১।২—"মধুর......কলা"—সঙ্গীত-বিদ্যায় চতুঃষষ্টি কলার যে মাধুর্য্য, তাহাকে জয় করিয়া পরম মধুর হাস্য করিতেছেন।

২৭৪।১।৮—"কনক-কদম্ব"—সোনার কদম ফুল।

২৭৪।১।১০—"শ্রুতিমূলে......পত্তন"—ভ্রূ দুইটী কর্ণমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া শোভা পাইতেছে।

২৭৪।১।১৩—"চরণারবিন্দ.........স্থান"—যে পাদপদ্মে লক্ষ্মীদেবী ও তুলসীদেবী অবস্থান করেন।

২৭৪।১।১৬—"সবা.........কলেবর"—তাঁহার অঙ্গ সকলের অপেক্ষা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও উন্নত।

২৭৪।১।১৯—"সমুচ্চয়"—ভিঁড়।

২৭৪।১।২০—"তল নাহি হয়"—তলায় অর্থাৎ মাটীতে যাইতে পারে না।

২৭৪।২।৫—"ভাব"—চুরি করিবার প্রবৃত্তি।

২৭৪।২।১৪—"জলকেলি......দ্বিজরায়"—এই গৌরচন্দ্রই শ্রীকৃষ্ণরূপে জলকেলি করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ যে একই বস্তু, তাহাই বলা হইতেছে।

২৭৪।২।১৬—"অমৃত-জল-ধর"—অমৃত-সাগর।

২৭৫।১।৩—"মধু-কণ্ঠ"—সুমধুর-কণ্ঠ অর্থাৎ তাঁহাদের কণ্ঠধ্বনি অতি মধুর হইল।

২৭৫।১।৭—"সবেই.........গায়েন"—সকলেই নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং প্রভুকে বেড়িয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

২৭৫।২।৫-৬—"দুই.........কমনে"—এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সকলে তখন ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াছেন।

২৭৫।২।৮—"বৈকুণ্ঠ-স্বভাব-ধর্ম্ম"—অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—চতুর্ভুজত্বাদি বিবিধ অলৌকিক স্বভাব।

২৭৫।২।১২—"আপনার.........কেনে"—যদি তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতিই হইল, আপনাকে ভুলিয়া গেলেন, তবে কিরূপে তালি দিলেন! তাঁহারা তখন বৈকুণ্ঠের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, অলৌকিক-শক্তি-প্রভাবে আপনা হইতেই এই তালি হইতে লাগিল, তাঁহাদিগকে ইচ্ছা করিয়া তালি দিতে হয় নাই।

২৭৫।২।১৫-১৬—"বিজয়...... ...বনমালা"—যাঁহার হাতে মোহন বাঁশী এবং যাঁহার গলে বনমালা, সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণ-রূপী গৌরচন্দ্র শুভ যাত্রা করিলেন।

২৭৫।২।১৮—"দেহ-ধর্ম্ম"—ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দেহের ক্রিয়া সকল।

২৭৬।১।২—"সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে"—ইহার অর্থ মূল গ্রন্থে ১১পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ শ্লোকের অনুবাদে দ্রষ্টব্য।

২৭৬।১।৫-৬—"তিলমাত্র ..... ঠাঞি" এমন একটুও স্থান নাই, যেখানে হরি-সঙ্কীর্ত্তন ভিন্ন বিন্দুমাত্র অন্য কোনও প্রকার বিপরীত আচরণ অনুষ্ঠিত হইতেছে—সর্ব্বত্রই কেবল আনন্দময় হরি-সঙ্কীর্ত্তন; সর্ব্ব স্থানেই এমন মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে যে, মনে হইতেছে যেন পরম রমণীয় উদ্যান সকল স্থানে স্থানে বিরাজ করিতেছে।

২৭৬।১।১০-১১—"তুয়া..... রে"—"সারঙ্গ-ধর" অর্থাৎ শঙ্খ-পদ্মাদি-ধারী ভগবান্। হে ভগবন্! তোমার চরণে আমার মন লাগিয়া থাকুক।

২৭৬।২।৬—"ইহা.........অবুধ"—এমন বোকা কে আছে যে, ইহা গণনা করিতে ভরসা করিবে!

২৭৬।২।৯—"স্ত্রীয়ে"—স্ত্রীলোকে।

২৭৬।২।২৩—"চাঁচর কেশ"—কোঁকড়ান চুল।

২৭৭।১।৭—"মুগধা"—হে মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিগণ!

২৭৭।১।২১—"মদন-সুন্দর"—কন্দর্পের ন্যায় মনোহর।

২৭৭।১।২৩-২৪—"চাঁচর......পাঁচবাণ"—তাঁহার কুঞ্চিত কেশে মনোহর মালা শোভা পাইতেছে; তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন ফুলধনু মদনের পঞ্চশর বিরাজ করিতেছে।

২৭৭।১।২৮—"শচীর বালা" অর্থাৎ শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ।

২৭৭।২।১-২—"কাম .. ..বিন্দু"—তাঁহার ভ্রূযুগল এরূপ বিস্তৃত যে, দেখিলে মনে হয়, যেন মদনের ধনু বিরাজ করিতেছে। তাঁহার কপালে চন্দনের বিন্দু শোভা পাইতেছে।

২৭৭।২।৩-৪—"মুকুতা...... . সিন্ধু"—তাঁহার দন্তগুলি মুক্তা-সদৃশ; তাঁহার বদন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় এবং তাঁহার প্রকৃতি পরম করুণাময় অর্থাৎ তিনি স্বভাবতঃই করুণার সাগর।

২৭৭।২।১০—"অঙ্গুলী-মুরলী বায়"—মুখের নিকট এমন করিয়া অঙ্গুলি ধরিয়াছেন যে, দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন বাঁশী বাজাইতেছেন।

২৭৭।২।২৬—"কমলা লালন করে"—লক্ষ্মীদেবী পরমাদরে সেবা করেন।

২৭৮।১।৯—"পড়িবার বেলে"—পড়িয়া যাইবার সময়ে।

২৭৮।২।২৫—"মত্ত... . প্রভুর"—বিপুল প্রেমভরে প্রভুর ভাব-সমুদ্রে এমন এক একটী তরঙ্গ উঠিতেছে, যাহার ভরে তিনি কখনও উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন, কখনও বিশাল হুহুঙ্কার করিতেছেন, কখনও মহা লম্ফ-ঝম্পে মেদিনী কম্পিত করিতেছেন। তাঁহার এই ভাব-তরঙ্গ মত্ত সিংহকেও পরাজিত করিয়াছে অর্থাৎ ইহার কাছে কোথায় লাগে মত্ত সিংহের গর্জ্জন ও আস্ফালন।

২৭৯।১।৭-৮—"চন্দ্রের.........নিশ্চয়িতে"—লক্ষ কোটী মশালের আলোর সঙ্গে চাঁদের আলো মিশিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে এবং এরূপ উজ্জ্বল হইয়াছে যে, ইহা দিন কি রাত্রি, তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছেন না।

২৭৯।১।৯—"সুমঙ্গলে"—মঙ্গল বিস্তার করিয়া।

২৭৯।১।১৩-১৪—"পুষ্পবৃষ্টি.....উন্নতি"—এত পুষ্পবৃষ্টি হইল যে, নবদ্বীপ-রূপ বসুন্ধরা যেন পুষ্প-রূপে জিহ্বা বহির্গত করিলেন।

২৭৯।১।২৬—"শ্রীকৃষ্ণের......সবাকার"—সকলে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়া উঠিলেন।

২৭৯।২।২৩ –"যে.........যম"- যে নামের বলে তোর যম আজি ধর্ম্মরাজ হইয়াছে অর্থাৎ ধর্ম্মরাজ্যের রাজা হইয়া সকলের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার ও শাস্তি প্রদান করিতেছে।

২৮০।১।১—"যে .... বারাণসী"—যে হরিনামের প্রভাবে কাশীধাম তীর্থ-শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, শিব হইতেছেন কাশীর অধিষ্ঠাতৃদেবতা; সেই যে শিব, তিনি অহর্নিশি হরিগুণ গান করিতেছেন; সুতরাং হরিনামের প্রভাবেই কাশীধাম তীর্থরাজ হইলেন।

২৮৩।১।৩ –"সর্ব্ব.....প্রভাবে" - যে হরিনাম নিরন্তর কীর্ত্তন করেন বলিয়া, সেই নামের প্রভাবে মহাদেব সকলের পূজনীয় হইলেন।

২৮০।১।১৯—"ডাক"—গর্জ্জন।

২৮০।১।২২—"এ ....ধার"—তাহা হইলে তখন এ সব আস্ফালনী কথার প্রতিশোধ লই।

২৮০।১।২৪—"ভাবক-মণ্ডল"—ভক্তগুলা।

২৮০।১।২৭-২৮—"কেহো .....বান্ধিয়া"—কেহ বলে, তাহা হইলে আমি ভাঁড় কলসী লইয়া থাকি ও উহাদের গলায় এক একটা করিয়া বান্ধিয়া দেই।

২৮০।২।১৮—"ধাতু"—জীবনীশক্তি, নাড়ী।

২৮১।১।৮ –"আপনার শাস্ত্র" অর্থাৎ কোরাণ। "সমৃদ্ধ"—মহা আড়ম্বর।

২৮১।১।১০—"বেঠন"—পাগড়ি বা টুপি।

২৮১।২।১৩—"গণ সহে"—নিজের সমস্ত লোক-জন লইয়া।

২৮১।২।১৫—"বিশ্বম্ভর-গণে"—বিশ্বম্ভরের লোকজনে।

২৮১।২।১৭-১৮—"মাথায়..... ...হানে"—কোন কোন যবন বা মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া ছদ্মবেশে সেই দলে মিশিয়া নাচিতে লাগিল, কিন্তু মনে মনে তাহাদের প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া যাইতেছে।

২৮২।২।১৭—"ব্রহ্মাদিও........পাত্র"—ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পর্য্যন্তও তোমার ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন না।

২৮২।২।২০—"আর যদি ঘটে"—আর কখনও যদি এরূপ করে।

২৮২।২।২২—"সর্ব্ব-লোক-নাথ"—চতুর্দ্দশ ভুবনের অধিপতি।

২৮৩।১।৩—"হইল পরম চিত্ত-ভঙ্গ"—বুক একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল; একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িল।

২৮৩।১।১৩-১৪—"কীর্ত্তনীয়া...... চূড়ামণি"—ব্রহ্মাশিবাদি দেবগণ ও আপনি শ্রীঅনন্তদেব গৌরাঙ্গ-পারিষদরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, আর নিখিল বৈষ্ণবাধিরাজ শ্রীবিশ্বম্ভর আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। "কীর্ত্তনীয়া"—গাহক। "সর্ব্ব বৈষ্ণবের চূড়ামণি"—শ্রীমন্মহাপ্রভু; তিনি ভক্তাবতার বলিয়া তাঁহাকে একথা বলা হইতেছে।

২৮৩।১।১৫-১৬—"ইহাতে...... ..আপনে"—তাঁহাকে সর্ব্ব বৈষ্ণবের চূড়ামণি বলিয়াছি বটে, কিন্তু তথাপি তিনি যে শ্রীভগবান্, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না, কেন না সেই প্রভু নিজেই বলিয়াছেন (মূলগ্রন্থ ৬৪।২।১৭-১৮) দ্রষ্টব্য :—

"এমন বৈষ্ণব মুঞি হইমু সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥"

তিনি যে হইতেছেন ভক্তাবতার।

২৮৩।২।১৪—"নয় করিবার"—না, খাইও না এইরূপে নিষেধ করিবার।

২৮৩।২।২৫—"মইলুঁ মইলুঁ"—মলুম মলুম।

২৮৩।২।১৮-২১—"প্রভু...............আমার"—এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু শিক্ষা দিতেছেন যে, ভক্তের জল

পান করিলে দেহ পবিত্র হয় এবং শ্রীবিষ্ণু-ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

২৮৪।১।২১-২২—"পরমার্থে ....তখনে"—পরমার্থ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যখন ভক্তের জল পান করিবার ইচ্ছা হইল, তখন ভক্তের সেই জল পরম পবিত্র অমৃতরূপে পরিণত হইল, উহা পরম বিশুদ্ধ বলিয়া উপলব্ধি হইল। পরমার্থ হিসাবে বৈষ্ণবের কিছুই অপবিত্র নহে।

২৮৪।২।২ —"তার... ..শাক"—এই উপাখ্যান ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২৮৪।২।২৬-২৭—"অনন্ত ....কলা"—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত রকমের স্তুতি-বাক্য থাকুক না কেন, যদি কাহাকেও বলা যায় যে, "আপনি একজন কৃষ্ণ-ভক্ত", তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্তুতিবাক্য আর কিছু হইতে পারে না; কাহাকেও "ভক্ত" বলিলে তাঁহার যাদৃশ প্রশংসাবাদ করা হয়, অন্য কোনরূপ কথা দ্বারা সেরূপ হইতে পারে না।

২৮৪।২।২৮—"দাস......সবার"—ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাগণ পর্য্যন্তও "আমরা কৃষ্ণ-দাস" ইহা ভাবিয়া পরম আনন্দিত হন।

২৮৪।২।২৯—"ধরণীধরেন্দ্র"—শ্রীঅনন্তদেব।

২৮৫।১।১-২—"এ সব . ...অনুরক্ত"—ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত—ইঁহারা সকলেই ত ঈশ্বর-সদৃশ; ইঁহারা হইতেছেন স্বভাবতঃই কৃষ্ণ-ভক্ত, তথাপি "আমরা যেন ভক্ত হইতে পারি" এইরূপ আগ্রহ ইঁহারা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

২৮৫।১।৫-৬—"কৃষ্ণের........জানে"—'ভক্ত' এই বাক্য শুনিলেই কৃষ্ণ বড়ই আনন্দিত হন। ভক্তি যে কি পরম পদার্থ, ভক্তির যে কি মহিমা, তাহা কৃষ্ণ ছাড়া আর কে জানে?

২৮৫।১।৭-৮—"উদর........জরদ্গব"—ইদানীং দেখা যাইতেছে যে, পাপিষ্ঠগুলা নিজের পেট পূরাইবার জন্য নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া জাহির করে, বস্তুতঃ তাহারা বুড়ো গরু ব্যতীত আর কিছুই নহে, অর্থাৎ তাহারা একেবারেই অকর্ম্মণ্য, কোনও কাজের নহে, পরের ভার বোঝা মাত্র—এক একটা বিষম গণ্ডমূর্খ।

২৮৫।২।১৬—"কল্প"—ব্রহ্মার এক দিন রাত্রি। ৪,৩২,০০,০০,০০০ বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐ পরিমাণ বৎসরে এক রাত্রি।

২৮৬।১।২১—"না জানয়ে আর"—অন্য আর কেহ জানে না।

২৮৬।১।২২-২৩—"কোটী........ধরে"—কোটী কোটী জন্ম ধরিয়াও যদি যাগ, যোগ, জপ, তপাদি করা যায়, কিন্তু ভক্তি না থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয় অর্থাৎ প্রকৃত ফল যে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ, তাহা হয় না।

২৮৬।১।২৪-২৫—"হেন ....কয়"—এহেন পরম বস্তু যে "ভক্তি", তাহা ভক্তগণের সেবা ব্যতীত লাভ হইতে পারে না; তন্নিমিত্ত সর্ব্ব শাস্ত্রে ভক্তগণের সেবা করিবার কথা উপদেশ দিয়াছেন।

২৮৬।২।১ – "অংশ অধিকারী"—ভগবানের অংশ উঁহাতে আছে।

২৮৬।২।১৪—"কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ"—কৃষ্ণ-বলরাম।

২৮৬।২।১৫-১৬—"নিত্যানন্দ... .....শক্তি"—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সর্ব্বপ্রকারে ভক্তি করিবার শক্তি ধারণ করেন; এরূপ শক্তি আর কাহারও নাই।

২৮৬।২।১৯—"বাজে"—কলহ হয়।

২৮৬।২।২৪—"সেই........বৃন্দে"—সেই সমস্ত ব্যক্তি বৈষ্ণব-সমাজে স্থান লাভ করিতে পারে অর্থাৎ বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

২৮৭।১।১২—"পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন"—যাঁহার গুণ, নাম, লীলা, যশ প্রভৃতি কীর্ত্তন ও শ্রবণ করা পরম পবিত্রকর।

২৮৭।১।১৮—"বিদিত... ....সদায়"—প্রভু সর্ব্বদাই হরি-সঙ্কীর্ত্তন করেন। তাঁহার কীর্ত্তনের কথা সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইল, সকলেই তাহা জানিতে পারিল, সকলেই তাহা লইয়া আন্দোলন আলোচনা করিতে লাগিল।

২৮৭।১।২৩—"আপ্তগণে...........নিরন্তর"—তাঁহার নিজ-জন অর্থাৎ পরিকরগণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই কাছে কাছে থাকেন।

২৮৭।২।১৯—"স্ত্রী-জিত······কাণ"—শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর ইচ্ছানুসারেই স্বর্ণ-হরিণকে ধরিতে যাইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন; সুতরাং স্ত্রীর কথানুসারে পরিচালিত হওয়ায় তাঁহাকে স্ত্রী-জিত অর্থাৎ স্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত বলা হইল। আবার শ্রীরামচন্দ্রই স্ত্রীলোকের নাক কাণ কাটিয়াছিলেন অর্থাৎ রাবণের ভগ্নী সূর্পণখার নাসা ও কর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন।

২৮৭।২।২০—"লুব্ধকের............পরাণ"—ব্যাধ যেরূপে হরিণ মারে, সেইরূপে বালি বধ করিল। ইহা রামাবতারের কথা।

২৮৮।১।২—"এইমত........ভক্তিবশ"—ভক্তির প্রভাবে এইরূপ দশা হইল।

২৮৮।১।৭—"বাস"—গৃহ।

২৮৮।১।৯—"বাহ্য-চেষ্টা"—স্নান, আহার প্রভৃতি বহির্জ্জগতের কার্য্য সকল।

২৮৮।১।১২—"বিনি...·····কীর্ত্তন"—মহাপ্রভু যখন না থাকেন, তখনও সকলে কীর্ত্তন করেন।

২৮৮।১।৩০—"একেশ্বর·········পাড়ে"—একাই শ্রীবাস-অঙ্গনে গড়াগড়ি যান।

২৮৮।২।১৪—"এই.....তত্ত্ব"—হাঁ, সর্ব্ব শাস্ত্রে ইহা বলিতেছে বটে অর্থাৎ সর্ব্ব শাস্ত্র দ্বারা ইহাই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে বটে যে, এই তুমিই সেই প্রভু অর্থাৎ কৃষ্ণই আসিয়াছ।

২৮৮।২।১৭-১৮—"অদ্বৈত..............ধরে"—শ্রীঅর্জ্জুন-মহাশয়কে যে 'বিশ্বরূপ' দর্শন করাইয়াছিলে, তাহাই দেখিবার জন্য বড় ইচ্ছা হয়।

২৮৮।২।২৩—"অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ" - বিশ্বরূপ।

২৮৮।২।২৫—"কোটী......পুনঃপুন"—তদীয়াভ্যন্তরে কোটী কোটী দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, নর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি অবস্থান করিতেছে, ইহা পুনঃপুনঃ দেখিতে পাইলেন।

২৮৯।১।৮—"বিশ্ব-অঙ্গ"—বিশ্বরূপ।

২৮৯।১।২০—"অবতার-শুদ্ধি"—অবতারের তত্ত্ব ও মহিমা।

২৮৯।১।২১—"বিশ্বরায়"—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডাধিপতি শ্রীগৌরচন্দ্র।

২৮৯।২।২—"বৈষ্ণবের......কালে"—বৈষ্ণবগণ কখনও তাহার মুখ দর্শন করেন না।

২৮৯।২।৮—"ভক্তি . ... ক্রন্দন"—কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করা, কৃষ্ণের স্মরণ করা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন করা—এই সবই হইতেছে ভক্তি।

২৮৯।২।১৩—"দুই ঠাকুরের"—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর।

২৮৯।২।২৯-৩০—"হেন ····তোরে"—এতদ্দ্বারা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বলিতেছেন। যে তাঁহারে ভক্তি করে, তিনি তাহারই ঘরে খাইয়া থাকেন, ইহাতে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ নাই। এরূপ নিরপেক্ষ, এরূপ পক্ষপাত-শূন্য একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত আর কে হইতে পারেন? অতএব, এতদ্দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যে ভগবান্, তাহাই ব্যক্ত করিলেন। তার পর, যিনি সকল জাতির ভাত খাইলেন, তাঁহার আর জাতি রহিল কোথায়? এতদ্দ্বারা বলা হইতেছে, তুমি জাতির অতীত অর্থাৎ সর্ব্ব বর্ণের অতীত শ্রীভগবান্।

২৯০।১।১—"বৈষ্ণব........মাতোয়াল"—ইহাও নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করা হইতেছে। বৈষ্ণব না হইলে

কখনও বৈষ্ণব-সভায় মিশিতে পারে না। মহা মাতাল তুমি, তুমি বৈষ্ণব-সভায় কেন? এতদ্দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণব-সভায় মিশিয়া রহিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে চৈতন্য-প্রেমেরই মহা-মাতাল বলা হইল।

২৯০।১।১৩—"মৎস্য........ সন্ন্যাসী"—ইহা হইতেছে মিথ্যা বিদ্রূপ উক্তি। লোকে যেমন কাহাকেও ঠাট্টা তামাসা করিয়া বলে, ইহাও তদ্রূপ।

২৯০।১।১৭—"এক...............পাক"—ইহা মহাপ্রভুর উদ্দেশে বলিলেন। তিনি 'চোরা', কেন না তিনি মন চুরি করেন, যাহা আর কেহ করিতে পারে না; তা ছাড়া কৃষ্ণাবতারে ননী-চুরি, বসন-চুরি ত আছেই। 'চোরা' শব্দ দ্বারা মহাপ্রভুই যে শ্রীকৃষ্ণ তাহা সঙ্কেতে বলা হইল। "এতেক করে পাক"—এত কাণ্ড করিতেছে।

২৯০।১।২১—"শ্রীনিবাস......নাই"—এতদ্দ্বারা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করা হইল। তিনি মূলে ত হচ্ছেন ভগবৎ-পার্ষদ, সুতরাং তাঁহার আবার জাতি কি? শ্রীবাস-পণ্ডিত যে ভগবৎ-পার্ষদ, তাহাই সঙ্কেতে ব্যক্ত করিলেন।

২৯০।১।২৯—"হেন...............জানিয়া"—এই কলহ যে প্রকৃত কলহ নহে অর্থাৎ ইহা প্রীতির কলহ মাত্র, ইহা যে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি, তাহা না বুঝিতে পারিয়া।

২৯০।২।৩-৪—"ঈশ্বরে...........মাত্র"—ঈশ্বরই ঈশ্বরের সঙ্গে কলহ করিবার যোগ্য, ঈশ্বরের সঙ্গে কলহ করিতে আর কে সমর্থ হইবে? শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুও ঈশ্বর, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও ঈশ্বর; এরূপ কলহ তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভবে। এ সমস্তই কৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তগণের খেলা মাত্র; ইহা বুঝিতে পারে এমন কে আছে?

২৯১।১।৫—"ভাগবত"—বৈষ্ণব।

২৯১।১।১০—"দুঃখী"—শ্রীবাস-পণ্ডিতের দাসী।

২৯১।২।২২—"জুয়ায়"—যোগ্য হয়; উচিত হয়।

২৯১।২।২৫—"সংসার-ধর্ম্মে"—মায়ার বশে। "নার সম্বরিতে"—দমন করিতে না পার; সাম্‌লাইতে না পার।

২৯২।১।১৪—"জিজ্ঞাসেন......অন্তর"—মহাপ্রভু সকলের অন্তরের দুঃখ বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

২৯২।২।২—"হেন............ ..কেমনে"—ইহা মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বাভাস।

২৯২।২।৪—"ত্যাগ-বাক্য"—মূল গ্রন্থে ইহার ঠিক উপরে ২য় পঙ্‌ক্তিতে যে বলিয়াছেন—"হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে", এতদ্দ্বারা তাহাই বুঝাইতেছে।

২৯২।২।২০—"নির্ব্বন্ধিত পুরী"—কর্ম্মফলানুসারে যে স্থান আমার জন্য স্থিরীকৃত হইয়াছে, তথায়।

২৯২।২।২৭—"শিশু-কায়"—বালক-দেহ। "নীরব"—নিঃস্তব্ধ। "নীরব হইল"—চুপ করিল।

২৯৩।১।১৪—"সংসারের রীত"—জগতের রীতি; সংসারের নিয়ম।

২৯৩।১।১৫-১৬—"এ সব......পায়"—তোমার কথা ত দূরে থাকুক, যে তোমাকে দেখে, সেও পর্য্যন্ত এ সমস্ত সংসার-দুঃখ পায় না অর্থাৎ এরূপ সংসারিক দুঃখে ক্লেশানুভব করে না বা কিছুমাত্র অভিভূত হয় না। তোমার হৃদয় ত কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ, উহাতে ত শোক তাপের স্থানই নাই।

২৯৩।১।৩০—"গৌরচন্দ্র........যাহার"—গৌর-নিত্যানন্দ যাঁহার পুত্রস্বরূপ হইলেন।

২৯৩।২।৭-৮—"প্রেমরসে .....পারে"—মহাপ্রভু সর্ব্বদাই প্রেমানন্দে বিভোর, সাংসারিক কোন কার্য্যের কথাই তাঁহার মনে আসে না; অন্য কথা দূরে থাকুক, তিনি বিষ্ণু-পূজাই করিতে পারেন না; তাহার কারণ মূল গ্রন্থে ইহার পরেই বলিয়াছেন।

২৯৩।২।৩০—"মোরে এত মায়া"—আমাকে এত ছলনা করিতেছ কেন ?

২৯৪।২।৭-৮—"ব্রহ্মাদির...... .....দুষ্কর"—এই গৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণরূপে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের যজ্ঞান্ন ভোজন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ খান নাই, তাঁহাকে ধ্যান দ্বারা খাওয়াইতে হইয়াছিল; পরন্তু শুক্লাম্বরের মত এইরূপ প্রত্যক্ষ ভোজন করান অতি দুরূহ কার্য্য—ইহা মহা সৌভাগ্যের কথা বটে, যে সৌভাগ্য দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ।

২৯৪।২।১৩-১৪—"তুমি......মূল"— তোমার মত লোকই আমার বন্ধু মধ্যে পরিগণিত। আর আমার ত আদি নাই, যেহেতু আমি অনাদি, কিন্তু তোমাদের জন্যই আমাকে আদি-রহিত হইতে হইল অর্থাৎ জন্মাইতে হইল।

২৯৪।২।২৫—"পত্র লই"—প্রভু যে পাতায় ভোজন করিয়াছিলেন, সেই পাতা লইয়া।

২৯৫।১।৩—"ঠাকুরের"—শ্রীবাস-পণ্ডিতের।

২৯৫।১।১১—"সুবলন"—সুগঠিত।

২৯৫।১।১৩—"—রত্নমুদ্রিকা"— রত্নাঙ্গুরি।

২৯৫।১।২৯—"কি বল ইহার"—তোমরা ইহার কারণ কি বুঝিতেছ ?

২৯৫।২।৪—"কৃষ্ণ সে প্রমাণ"—কৃষ্ণই জানেন।

২৯৫।২।৯—"না ,.......ধর্ম্ম"—স্নান, আহার, নিদ্রা, মলমূত্র-ত্যাগ ইত্যাদি কার্য্য হইতেছে দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বিজয়ের এই সমস্ত কার্য্য একেবারে স্থগিত হইয়া গেল।

২৯৫।২।১১—"বাহ্য-চেষ্টা জানিলা"—বাহ্যজ্ঞান পাইলেন।

২৯৫।২।২৬—"রঘুসিংহ"—রামচন্দ্র। "বৌদ্ধ" —বুদ্ধদেব।

২৯৫।২।২৮—"করি ভাব-ছল"—ভাবের ছিলা করিয়া; ভাবের ভাণ করিয়া।

২৯৫।২।৩০—"রাম-ভাব"—বলরাম-ভাব।

২৯৬।১।৩—"সমীহিত"—সমাধান; প্রতিকার।

২৯৬।১।১৬—'দেখিতে...... ...ভাঙ্গে"—যতই দেখিতেছে, ততই আরও দেখিবার জন্য প্রাণ অধিক অধিক ব্যাকুল হইতেছে।

২৯৬।২।৩-৪—"পূর্ব্বে.........উদয়ে"—অক্রূর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেলে, তাঁহার বিরহে গোপীগণ শোকে দুঃখে এত কাতর হইয়াছিলেন ও তাঁহাদের হৃদয়ে এরূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল যে, চন্দ্র উঠিয়াছে দেখিয়া তাঁহাদের ভয় হইতে লাগিল, ঐ বুঝি আমাদের প্রাণনাথকে আমাদের হৃদয় হইতে বাহির করিয়া লইবার জন্য আসিতেছে, তাহা হইলেই এইবার আমাদের মৃত্যু হইবে। অথবা এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণ-বিরহানলে তাঁহাদের হৃদয় এরূপ দগ্ধ হইতেছিল যে, চন্দ্র উদিত হইলে, সেই চন্দ্র-কিরণ তাঁহাদের নিকট এরূপ উত্তপ্ত বোধ হইতে লাগিল যে, তাঁহাদের ভয় হইল এইবার বুঝি আমরা পুড়িয়া মরিব।

২৯৭।১।১৮—"যেন শাস্ত্রের বিহিত"—শাস্ত্রে যেরূপ বিধান করিয়াছেন।

২৯৭।১।২১—"কৃষ্ণেরেও.........গালাগালি"—মানিনীর মানভরে প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের প্রতি এরূপ গালাগালি যে কি মধুর, তাহা অভক্তের বুঝিবার শক্তি নাই। যথা :—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদ-স্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অভক্ত পড়ুয়াগণের শ্রীমন্মহাপ্রভুর এ ভাব বুঝিবার সাধ্য কোথায়, আর তাহাদের সে ভাগ্যই বা কোথায় ?

২৯৭।২।৮—"সমবায়"—একদল, একত্রিত।

২৯৭।২।১২—"আমরাও......সুত"—আমরাও ত নিতান্ত ছোট-খাটো মানুষের ছেলে নই;

আমরাও ত এক একজন নামজাদা লোকের ছেলে।

২৯৭।২।১৪—"গোসাঞি"—ঠাকুর।

২৯৭।২।২১-২২ "করিল .... দেহেতে"—শ্লেষ্মা দূর করিবার জন্য পিপ্পলিখণ্ড ঔষধ তৈয়ার করিলাম কিন্তু তাহাতে শ্লেষ্মা না কমিয়া আরও বাড়িতে লাগিল। রোগ-নিবারণের জন্য ঔষধ তৈয়ার করিলাম, কিন্তু তাহাতে রোগ না সারিয়া আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাৎপর্য্য এই যে, জীবের ভবরোগ নিবারণের জন্য "হরিনাম"-রূপ ঔষধ আনিলাম, কিন্তু তাহাতে লোকের ভবব্যাধি নিবারণ না হইয়া, আমাকে নিন্দা করার অপরাধে, তাহাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এ বিষয় মূল-গ্রন্থের ২৯৮ পৃষ্ঠায় বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন।

২৯৮।১।১৪—"নিজ-হৃদয়-নিশ্চয়"—নিজের মনের কথা; নিজের মনের অভিপ্রায়; মনের সঙ্কল্প।

২৯৮।১।১১—"ভাল.........অবতার"—আমি ত লোক উদ্ধার করিবার জন্য বেশ অবতার হইলাম দেখিতেছি।

২৯৮।১।২৬—"বিধি দেহ"—অনুমতি দাও; সম্মতি দাও।

২৯৮।২।২—"তুমি... ..কারণ"—জীব-উদ্ধার যে আমার অবতারের মুখ্য কারণ, তাহা ত তুমি জান।

২৯৯।২।২-৪—"যতেক......নাই"—প্রভু, তুমি কি বলিতেছ? তোমার মুখে যে অদ্ভুত কথা শুনিতেছি! তুমি ভাব বুঝি শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইলেই একজন খুব বড় বৈষ্ণব হইয়া গেলাম, কৃষ্ণ পাইয়া গেলাম! তাহা হইলে কি তুমি বলিতে চাও যে, গৃহস্থের মধ্যে কেহ বৈষ্ণব নাই, না গৃহস্থ ভক্তেরা কৃষ্ণ পাইবে না।

২৯৯।২।৬—"তোমার........নয়"—এ তোমার মত হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের মত এরূপ নহে। ভগবানের প্রতি ভক্তের এরূপ জোরের উত্তর প্রগাঢ় ভালবাসার পরিচায়ক।

২৯৯।২।১২—"গৃহস্থ......হয়ে"—কি দেবতাগণ, কি সন্ন্যাসিগণ, কি তপস্বিগণ—সকলেই গৃহস্থকে প্রীতি করিয়া থাকেন। দেবতাগণ গৃহস্থদিগের পূজা পাইয়া সন্তুষ্ট হন এবং সন্ন্যাসী প্রভৃতি গৃহস্থদিগের সেবা-শুশ্রূষায় ও অতিথি-সৎকারাদিতে প্রীতি লাভ করেন। সুতরাং গার্হস্থ্য-ধর্ম্মই ত সব চেয়ে ভাল। যথা শ্রীবিষ্ণুসংহিতায় বলিতেছেন :—

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়োস্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥

২৯৯।২।১৩-১৪—"তথাপিহ.....যাও"—তথাপি সন্ন্যাস লইলে যদি সুখী হও, তবে যাও, যা ইচ্ছা কর গিয়ে। শ্রীগদাধর-দেব অভিমান-ভরে ক্রোধ করিয়া এই কথা বলিলেন। অত্যন্ত ভালবাসার পাত্রের প্রতি লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে।

৩০০।১।২১-২২—"সর্ব্বথা......ক্ষণে"—ভগবান্ যে ভক্তকে কোনও অবস্থাতেই ছাড়িতে পারেন না, তাহাই ব্যক্ত করিয়া বলিলেন।

৩০০।১।২৪—"এই..........জন্ম"—কেবল যে এই জন্মে তাহা নহে, কিন্তু জন্মে জন্মেই তোমরা আমার সহচর।

৩০০।২।৩—"এইমত.............অবতার"—অনেকেরই মত এই যে, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্রপ্রভু-রূপে মহাপ্রভু একবার আসিয়াছিলেন; আর একবার আসিয়াছিলেন শ্রীনরোত্তম, শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাসাচার্য্য-রূপে; এই তিনে এক, একে তিন।

৩০১।১।৯—"তোমার অগ্রজ"—বিশ্বরূপ।

৩০১।২।২১-২২—"আরো........অবিলম্বে"—ইহার ব্যাখ্যা উপরে ৩০০।২।৩ দ্রষ্টব্য।

৩০০।২।২৪—"তোমার......মর্ম্মে"—তোমাতে ও আমাতে কখনও প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ

ছাড়ান হইতে পারে না, যেহেতু আমাদের পরস্পর নিত্যসম্বন্ধ বিদ্যমান।

৩০২।১।৬—"প্রভুর গমন"—প্রভু যে সন্ন্যাস লইবেন, তাহা।

৩০২।১।১৩—এই.....দিবসে"—এই উত্তরায়ণ সময়ে আগামী সংক্রান্তির দিন।

৩০২।১।২৪—"প্রভুর গমন"—প্রভু যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে যাইবেন, সেই কথা।

৩০২।২।২৮—"চন্দ্রে ....যায়"—চন্দ্র-কিরণেই বা কত শোভা হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

৩০৩।১।২৭-২৮—"দণ্ড ....লইয়া"—ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণার্থে বাটী হইতে শেষরাত্রে বহির্গত হন।

৩০৩।২।১-২—"প্রভু......রঙ্গ"—এতদ্দ্বারা তিনি যে ভগবান্ তাহাই প্রকারান্তরে প্রকাশ করিলেন, যেহেতু একমাত্র শ্রীভগবান্ই অদ্বিতীয়, তাঁহার লীলাও অদ্বিতীয়; সে লীলার তুলনা কোথাও নাই।

৩০৩।২।১৩-১৪—"তোমার........তোমার"—তোমার নিজ-গুণই আমার এই ঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায় হইলেও, আমি কিন্তু জন্ম জন্ম তোমার নিকট ঋণী।

৩০৩।২।১৭—"সংযোগ... ....নাথ"—পিতামাতা-পুত্রকন্যা স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতির পরস্পর সংযোগও সেই প্রভু করিয়া দেন, আবার বিয়োগও তিনি করিয়া থাকেন।

৩০৩।২।২১-২২—"ব্যবহার ...ভার"—তোমার ইহকাল কি পরকালের সমস্ত ভারই আমার উপর রহিল।

৩০৩।২।২৭—"পৃথিবী......জগন্মাতা"—পৃথিবী যেমন সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করেন, শচীমাতাও সেইরূপ সহ্যশালিনী হইলেন।

৩০৪।১।১-২—"চলিলেন ....উদ্ধারিতে"—সংক্রান্তির দিন শেষরাত্রে বহির্গত হইয়াছিলেন।

৩০৪।১।১৩-১৪—"জড়-প্রায়.........নিরন্তর"—লোকে যখন অসহ্য শোকে অভিভূত হয়, তখন এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে, যেন পুতুলের মত নিষ্পন্দ হইয়া যায়।

৩০৪।১।২০—"মো যাঙ চলিয়া"—আমি আর এ ঘরে থাকিব না, আমি এক দিকে চলিয়া যাই। দারুণ কষ্ট যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখনই লোকে পাগলের ন্যায় হইয়া, এইরূপ বলিয়া থাকে।

৩০৪।২।১৭-২৮—"তখনে......আর"—এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে শ্রীভগবান্ তাহাই প্রকারান্তরে প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীভগবানের প্রতি লোকের আকর্ষণ স্বাভাবিক। তিনি সন্ন্যাস লইতেছেন, তাহাতে লোকের দুঃখ করিবার কি আছে? যাঁহারা আত্মীয় স্বজন তাঁহারাই না হয় দুঃখ করিবেন। কিন্তু তিনি শ্রীভগবান্ বলিয়া তাঁহার প্রতি লোকের ভালবাসা স্বাভাবিক; সুতরাং তাঁহার সন্ন্যাসে সকলেই দারুণ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।

৩০৬।১।১—"তভু...... ...কারণে"—সন্ন্যাস লইতে হইলে যে গুরু করিতে হয়, লোককে ইহা শিখাইবার জন্য।

৩০৬।১।৯-১০—"বিধিযোগ্য........আমি"—সন্ন্যাস-গ্রহণের নিয়মানুযায়ী যত কিছু যোগাড় যাগাড় সব তুমি কর। এ কার্য্য আমি নিজে না করিয়া, তোমার উপর সব ভার দিলাম।

৩০৬।১।২০—"ত্রিবিধ লোক"—বালক, যুবা ও বৃদ্ধ।

৩০৬।২।১৭—"কথং কথমপি"—অতিকষ্টে কোনও প্রকারে। "সর্ব্বদিন-অবশেষে"—সন্ধ্যাকালে।

৩০৬।২।২৬-২৭—"এই......কৈল"—এতদ্দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ তিনি সে সর্ব্বগুরু, তাহাই দেখাইলেন।

৩০৭।২।২৪—"কিছুমাত্র.........পুস্তকে"—অতি সংক্ষেপে সামান্য একটু বিবরণ এই গ্রন্থে লিখিলাম।

৩০৯।২।১৬—"বস্ত্র না সম্বরে শেষে"—শেষকালে উলঙ্গ হইয়া পড়িলেন।

৩।১০।১।২২—"প্রেম-সংহতি"—প্রেম-সঙ্গী; প্রেমময় সহচর।

৩।১০।২।১৫—"প্রবিষ্ট......গঙ্গায়"—প্রিয় বস্তুর বিরহে প্রেমিকের মরণোদ্যম আনয়ন করা প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

৩।১১।১।১৫—"রস"—প্রেম-রস।

৩।১১।২।১—"বক্রেশ্বর"—বক্রেশ্বর শিব।

৩।১১।২।১৬—"ভূতবৃন্দ"—অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-বিমুখ পাষণ্ডিগণ।

৩।১১।২।২৯—"বিচার করিয়া" তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া।

৩।১১।২।৩০—"প্রান্তর-ভূমিতে" মাঠের দিকে।

৩।১২।২।৩-৪—"হেন .. .. সমাজ"—দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, মহাপ্রভু বক্রেশ্বর দেখিবার ভাণ করিয়া সমস্ত রাঢ়বাসীদিগকে পবিত্র করিলেন।

৩।১৩।১।১৩-১৪—"প্রেমরস ....সকল"—তোমার এই স্বর্গীয় পবিত্র জল, ইহা জল নহে—ইহা হইতেছে প্রেমরস। দেবাদিদেব মহাদেব তোমার মহিমা সব জানেন; সে কারণে তিনি তোমাকে শিরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

৩।১৩।১।২৪—"তোমার..... ...আর"—তুমিই তোমার তুলনা, তোমার সমান আর কেহ হইতে পারে না।

৩।১৩।১।২৭-২৮—"যে ..... অবতার"—বিষ্ণু-পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া, সেই পাদপদ্মেই গঙ্গার বসতি বুঝিতে হইবে। "সে প্রভু করয়ে স্তুতি"—এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু ও বিষ্ণু যে একই বস্তু তাহাই বলিতেছেন। বিষ্ণুরূপী যে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে গঙ্গা অবস্থান করিতেছেন, সেই মহাপ্রভু স্বয়ং সেই গঙ্গার স্তুতি করিতেছেন—এমনই অবতার বটে, অর্থাৎ তিনি ভক্তাবতার, সুতরাং ভক্তরূপে সকলকে গঙ্গাভক্তি শিক্ষা দিতেছেন।

৩।১৩।২।৬—"শুভ"—যাত্রা।

৩।১৪।২।১৯-"রহস্য"—নিগূঢ় তত্ত্ব।

৩।১৬।১।১৪—"গৌরাঙ্গ-পূর্ণিত-মন"-শ্রীগৌরাঙ্গে একাগ্রচিত্ত; গৌরময়-চিত্ত।

৩।১৬।২।১—"তিঁহো অকথ্য-প্রভাব"—তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা কাহারও সাধ্য নয়।

৩।১৬।২।৯-১০—"অচ্যুত ...... লেখা"—অচ্যুত বলিলেন, হে প্রভো! তুমি জীবের পরম সৌভাগ্য-ক্রমেই জীবের বন্ধু হইয়াছ; সুতরাং তুমি যে আমাকে ভাই বলিলে, তাহা না হয় মানিয়া লইলাম, কিন্তু তুমি যে বলিলে "আচার্য্য মোর পিতা"—ইহা ত হইতে পারে না, কেন না তোমার পিতা যে কে, তাহা বেদে পুরাণে কোথাও লেখা নাই, কেহই তাহা বলিতে পারে না, যেহেতু তুমি অনাদি, জন্মরহিত।

৩।১৭।২।১৭—"হয়গ্রীব"—মধুকৈটভ-দৈত্য বেদ হরণ করিয়া লইয়া গেলে, তাহা উদ্ধার করিবার জন্য 'হয়গ্রীব' শ্রীবিষ্ণুর অবতার হইয়াছিলেন।

৩।১৭।২।২০—"দৃশ্যাদৃশ্য"—যাহা কিছু দেখা যাইতেছে এবং যাহা কিছু দেখা যায় না।

৩।১৭।২।২৬—"জউ-গৃহে...... . রক্ষিনু"—রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য জতুগৃহ নির্ম্মাণ করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে এই মহা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। (বিশেষ বিবরণ মহাভারতে দ্রষ্টব্য)। "জউ-গৃহ"—গালার ঘর।

৩।১৯।২।৪—"মিছা"—পণ্ড; রোধ।

৩।১৯।২।১৭—"সর্ব্ব...........তোমার"—সমস্ত বিঘ্ন বিপদ তোমার দাসের দাস; সুতরাং তোমার দাসেরই কোনও বিঘ্ন হইতে পারে না, তা তোমার বিঘ্ন হওয়া ত দূরের কথা।

৩।১৯।২।১৯..."যখনে.........নীলাচলে"—যখন নীলাচলে যাইবার মন করিয়াছ।

৩২০।২।১৭-১৮—"ত্রিভুবনে........সর্ব্বত্র"—শ্রীশৌনক ঋষি বলিলেন ঃ—

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যো হি বিশ্বম্ভরদেবঃ স কিং ভক্তানুপক্ষতে॥
পাণ্ডবগীতা।

৩২১।১।১১—"যোগেন্দ্র..... চরণ"—যোগীন্দ্রগণ ধ্যান দ্বারাও যে চরণ হৃদয়ে লাভ করিতে পারেন না।

৩২১।২।৯-১০—"তথি . .... আর"—শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের চরণ-ধূলি পাইয়া ছত্রভোগ তীর্থের মহিমা আরও বাড়িয়া গেল।

৩২১।২।২৩-২৪—"পৃথিবীতে... ....আর"—পৃথিবীতে এক শতমুখী গঙ্গা রহিয়াছেন, মহাপ্রভুর নয়নে আর একটী শতমুখী গঙ্গা প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। পৃথিবীতে শতমুখী গঙ্গার কথা ইহার একটু পূর্ব্বেই বলিয়াছেন (মূলগ্রন্থ ৩২১।২।১৫-১৬)।

৩২২।১।১—"দেখিয়া .. .. মনে"—ইহা মহৈশ্বর্য্যময় শ্রীভগবানের স্বাভাবিক প্রভাব।

৩২২।২।২৫—"কারে.......... সঞ্চার"—তাঁহার রাত্রি দিন জ্ঞান নাই, ক্রমাগতই পথ চলিতেছেন।

৩২২।২।২৬—"পারাপার"—নদীর এ পার ও পার।

৩২৩।১।৭—"আপনেই......আপনে"—মহাপ্রভু নিজেই ত জগন্নাথ, অথচ আবার জগন্নাথের চিন্তা করিতেছেন।

৩২৩।২।১—"সকল ....ক্ষণপ্রায়"—তিন প্রহর রাত্রি অতীত হইয়া গেল, তাহা যেন সকলের নিকট নিমেষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

৩২৩।২।৮—"নীলাচল—নিজপুরে"—এতদ্দ্বারা নীলাচল যে মহাপ্রভুর ধাম, তাহাই বলা হইতেছে; তাহা হইলে তিনিই যে জগন্নাথ, তাহাই ব্যক্ত হইল।

৩২৪।১।৮—"শ্রীউৎকল দেশে"—উড়িষ্যা-দেশে।

৩২৪।১।১১—"ওড্রদেশে"—উড়িষ্যা-দেশে।

৩২৪।১।১৩-১৪—"আনন্দে........নমস্কার"—শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু নদী পার হইয়া উড়িষ্যা-দেশ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি জগন্নাথ-রাজ্যে প্রবেশ করিলেন ও স্বীয় পার্ষদবর্গ সহ শ্রীজগন্নাথদেবকে উদ্দেশে নমস্কার করিলেন।

৩২৪।২।১৫-১৭—"প্রভু .....আমার"—মহাপ্রভু বলিলেন, "আমি অদ্বিতীয়" অর্থাৎ এতদ্দ্বারা "তিনি যে ঈশ্বর" তাহাই সঙ্কেতে ব্যক্ত করিলেন, কেন না একমাত্র ঈশ্বরই হইতেছেন অদ্বিতীয়।

৩২৪।২।১৯—"শুভ"—যাত্রা; গমন।

৩২৫।১।১—"সন্ন্যাসীর নহ"—সন্ন্যাসীর লোক নও।

৩২৫।২।১৪—"ব্যবসায়"—কার্য্য, উদ্যম।

৩২৫।২।২০—"বাসে"—মনে করে।

৩২৬।২।১২—"যে শাস্তি প্রমাণ"—যে শাস্তি উচিত হয়, তাহা।

৩২৬।২।২১-২২—"প্রাণ সম . ...মন"—যে সমস্ত ভক্ত প্রাণের তুল্য, এমন কি প্রাণের চেয়েও অধিক, তাঁহাদিগকেও দেখিয়া যেন তিনি গ্রাহ্য করিতেছেন না বলিয়া বোধ হইতেছে।

৩২৭।১।৪—"কৃত্য"—কার্য্য।

৩২৭।১।১৯-২০—"না মানে......সব"—যাহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া প্রচার করে, কিন্তু মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথ না মানিয়া শিবের অমান্য করে, তাহাদের সমস্তই নিষ্ফল হয়।

৩২৮।১।৫—"কহ কহ কোথা তুমি সব"—বল দেখি, তোমাদের সব কে কোথায় আছে, শুনিয়া তৃপ্ত হই।

৩২৮।২।২—"ধর্ম্মধ্বজিগণ"—যে পাপিষ্ঠগণ ধার্ম্মিকের ভাণ করিয়া অর্থাৎ ধার্ম্মিকের সাজ সাজিয়া লোককে প্রতারিত করে। "সবে"—কেবলমাত্র।

৩২৮।২।৪—"ব্রাহ্মণ-নগর"—যাজপুর হইতেছে ব্রাহ্মণ-প্রধান সহর অর্থাৎ সেখানে অধিকাংশই ব্রাহ্মণের বাস।

৩২৮।২।৫—"আদি-বরাহ"—বরাহ-মূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণু।

৩২৮।২।৭—"মহাতীর্থ......বৈতরণী"—যেখানে মহাতীর্থ-স্বরূপিণী বৈতরণী নদী প্রবাহিতা হইতেছেন।

৩২৮।২।৯-১০—"জন্তুমাত্র ....আকার"—জীবমাত্রই যে নদী পার হইলেই, দেবতাগণ তাহাদিগকে চতুর্ভুজাকৃতি দেখিতে পান। ভাবার্থ এই যে, সেই জীবগণ চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করে।

৩২৮।২।১১—"নাভিগয়া......স্থান"—যেখানে বিরজাদেবীর স্থান নাভিগয়া অবস্থিত রহিয়াছে।

৩২৮।২।১২—"যথা......প্রমাণ"—যে নাভিগয়া হইতে শ্রীক্ষেত্র ১০ যোজন বা ৪০ ক্রোশ দূরে।

৩২৯।১।২৩-২৬—"যার............খেলা"—যে বিষ্ণু-মন্ত্রে সমস্ত বিগ্রহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়, সেই বিষ্ণুই অবতীর্ণ হইয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম ধারণ করিয়াছেন। পরন্তু ইনি স্বয়ং কৃষ্ণ হইলেও, তথাপি কৃষ্ণের দাসরূপে লীলা করিতেছেন—ভক্তরূপ অবতার বলিয়াই তাঁহার এইরূপ খেলা। এখানে ইহা বলা হইতেছে যে, তিনি সাক্ষিগোপাল হইতে অভিন্ন হইলেও, তাঁহার ভক্তরূপে কার্য্য করিলেন।

৩২৯।২।২১—"দৈবে"—ভাগ্যক্রমে; ভাগ্য-দোষে। "কাল-পাশ"—কালের বন্ধন; মৃত্যুর বাঁধন।

৩৩০।২।১—"সুবুদ্ধি........সর্ব্বদাতা"—ভাল বুদ্ধিও তুমি দাও, মন্দ বুদ্ধিও তুমি দাও—সবই তুমি দিয়া থাক। শ্রীঅর্জ্জুন-মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন :—

> জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
> র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
> ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন
> যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥
>
> শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

৩৩০।২।১১—"শুদ্ধি"—তত্ত্ব, মাহাত্ম্য।

৩৩০।২।১৬—"তোমারেও........পরাক্রম"—তুমিও যাহার বিক্রম সহ্য করিতে পার না।

৩৩১।১।১৫-১৬—"যেন........আর"—আমি অহঙ্কার করিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, এই শাস্তিতেই যেন তাহার শেষ হয় এবং আমি যেন আর কখনও এরূপ না করি।

৩৩১।২।১—"কালে"—মহাকালে।

৩৩১।২।৫—"যোজন দশ ভূমি"—চারিদিকে ১০ যোজন অর্থাৎ ৪০ ক্রোশ করিয়া স্থান।

৩৩১।২।৮—"মরণ...........স্থানে"—সে স্থানে মরণ হইলে, পরম মঙ্গল হইয়া থাকে।

৩৩১।২।৯—"সমাধির"—ধ্যানের।

৩৩২।২।১৩—"দেউলের"—শ্রীমন্দিরের অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের। "ধ্বজ"—ধ্বজা, পতাকা।

৩৩২।২।২৯—"প্রাসাদের অগ্রমূলে"—শ্রীমন্দিরের উপরিভাগে।

৩৩৩।১।৪—"অনন্তের........বর্ণন"—শ্রীঅনন্ত-দেব তাহা কীর্ত্তন বা বর্ণনা করিয়া থাকেন, অন্য কাহারও তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই।

৩৩৩।১।১৫-১৬—"সবে... ....প্রবেশে"—প্রেমাবেশে অঙ্গ এত শিথিল হইয়াছিল যে, চারি দণ্ডের (৪ দণ্ড=১৷৷০ ঘণ্টার সামান্য কিছু বেশী)। পথ আসিতে তিন প্রহর (৩ প্রহর=৯ ঘণ্টা) লাগিল।

৩৩৩।২।১১—"পড়িহারী"—প্রহরী।

৩৩৩।২।২২—"দেখি.........কায়"—নিজেরই অভিন্ন কলেবর শ্রীজগন্নাথ দেখিবামাত্র। এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু ও জগন্নাথ যে একই বস্তু, তাহাই বলিতেছেন।

৩৩৩।২।২৪—"বেদেও......দুষ্কর"—বেদেও এ সব তত্ত্ব জানে না।

৩৩৩।২।২৫—"চতুর্ব্ব্যূহ-রূপে"—জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম ও সুদর্শন এই চারিরূপে।

৩৩৪।১।১৬—"না হয় খণ্ডনে"—দূর হইতেছে না।

৩৩৪।২।৭—"মনুষ্য"—চাকর বা অন্য লোক।

৩৩৪।২।১২—"পূর্ব্ব-গোসাঞিির"—অর্থাৎ মহাপ্রভুর কথা বলিতেছেন।

৩৩৪।২।১৫—"তোমার একজনে"—তোমাদের দলের একজন; অর্থাৎ মহাপ্রভুর কথা বলিতেছে।

৩৩৪।২।১৯—এতেকে..........কথন"—এজন্য বলিতেছি, তোমরা যে কি অসাধারণ মানুষ, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না।

৩৩৪।২।২০—"সম্বরিয়া"—সামাল হইয়া; ভাবাবেশে অস্থির না হইয়া।

৩৩৪।২।২৪—"প্রকট-পরমানন্দ"—মূর্ত্তিমান্ পরমানন্দ; আনন্দ যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

৩৩৫।১।১৫—"তুমি হই পরবশ"—তুমি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া, আত্মহারা হইয়া।

৩৩৫।১।২২—"সংহতি"—সঙ্গ।

৩৩৫।১।২৬—"বিদ্যমান"—সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ।

৩৩৫।১।২৯-৩০—"ধরিতে......জানি"—যেই আমি জগন্নাথকে ধরিতে গেলাম, সেই আমার সংজ্ঞা লোপ হইল; তার পরে যে আর কি হইল, তাহা আমি জানি না।

৩৩৫।২।৬—"গরুড়ের"—গরুড়-স্তম্ভের।

৩৩৫।২।১০—"সকাল"—শীঘ্র, শীঘ্র।

৩৩৫।২।১১—"সম্বরিবা"—সামাল করিবা; রক্ষা করিবা।

৩৩৬।১।১৭—"অমৃতের অমৃত"—অমৃতও যাহাকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ করে অর্থাৎ অমৃত হইতেও সুমধুর।

৩৩৬।১।২১—"চৈতন্য-রহস্য"—শ্রীচৈতন্যের নিগূঢ়-লীলাময়।

৩৩৬।১।২৪—"আত্ম-সংগোপন করি"—নিজের স্বরূপ গোপন করিয়া অর্থাৎ নিজে যে কি বস্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া।

৩৩৬।২।৮—"উদ্দেশ্য......তুমি"—শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে আসিবার আমার আসল উদ্দেশ্য এই যে, তুমি এখানে আছ, তোমার সঙ্গ করিতে পাইব।

৩৩৬।২।১৯—"মায়া করি"—মায়াজাল বিস্তার করিয়া; ছল করিয়া; কপট করিয়া।

৩৩৬।২।২৮—"অব্যভারে"—অনুচিত কার্য্য।

৩৩৭।১।৪—"কাহারেও......করে"—দেখিতে পাইতেছ ত, সন্ন্যাসী কাহাকেও দণ্ডবৎ করে না।

৩৩৭।১।১৬-১৯—"ব্রাহ্মণাদি......রতি"—ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল কুক্কুর পর্য্যন্ত সকলেই সসম্মানে দণ্ডবৎ করিবে। এইরূপে সকলকেই দণ্ডবৎ করাই হইতেছে বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। এ কথায় যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহাকে ভণ্ড-তপস্বী বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ সে ধার্ম্মিকের বেশ ধরিয়া লোকের চোখে ধূলা দিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধার্ম্মিক নহে।

৩৩৭।১।২১—"মহা-মহাভাগ"—মহাশয় মহাশয় লোক সকল।

৩৩৭।১।২৩—"এবে........ক্ষয়"—এখন আর একটী সর্ব্বনাশ হয়, তাহাও শুন; তাহা কি না—বুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়া যায়; সে কিরূপ, তাহা পরেই বলিতেছেন।

৩৩৭।১।২৮-২৯—'যাঁর.........কামনা"—অনন্ত, ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মী যাঁহার দাস্য পাইয়াও আবার সেই দাস্যের জন্য নিরন্তর কামনা করেন।

৩৩৭।২।১-২—"সৃষ্টি........আপনারে"—ইহারা কি নির্লজ্জ, কি বেহায়া, কি পাজি যে, যে প্রভুর অর্থাৎ যে নারায়ণের দাসে অর্থাৎ ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণ জগৎ সৃজন করেন, পালন করেন ও সংহার করেন, ইহারা বলে আমরাই সেই প্রভু অর্থাৎ 'নারায়ণ'।

৩৩৭।২।৩-৪—"নিদ্রা.........জনে"—ঘুমাইলে যাহার আর কোনও জ্ঞান থাকে না, সেও বলে কি না "আমি নারায়ণ"।

৩৩৭।২।১১—"সন্ন্যাস-করণ"—সন্ন্যাসের লক্ষণ।

৩৩৮।১।৩-৪—"তাহারে......সবার"—তাহাই হইতেছে প্রকৃত কর্ম্ম, প্রকৃত ধর্ম্ম ও প্রকৃত সদাচার, যাহা ঈশ্বরে প্রীতি উৎপাদন করে—ইহাই সকলের মত।

৩৩৮।১।৯—"শঙ্করের"—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের।

৩৩৮।১।১৮-২৩—"যদ্যপিও......কালে"—যদিও সমস্ত জগৎ ঈশ্বরেই অবস্থিত রহিয়াছে এবং ঈশ্বরও সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন বলিয়া জগৎ ও ঈশ্বর অভিন্ন, তথাপি হে জগদীশ্বর, হে প্রভো! ইহাই সত্য যে তোমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, জগৎ হইতে তুমি উৎপন্ন হও নাই; সে কিরূপ—না, যেমন সমুদ্র হইতে তরঙ্গ অভিন্ন হইলেও, সকলেই জানে যে সমুদ্র হইতেই তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তরঙ্গ হইতে সমুদ্রের উৎপত্তি নহে।

৩৩৮।১।২৯—"মাথা কি কার্য্যে মুড়ায়" অর্থাৎ কেন মিছামিছি সন্ন্যাস-গ্রহণ করে?

৩৩৮।২।৭-৮—"যদি......আর"—যখন কৃষ্ণভক্তি দ্বারাই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তখন সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া কি লাভ?

৩৩৮।২।১৩-১৪—"সে.........সন্ন্যাসে"—সে সব মহাত্মাগণ সংসারের সুখ ভোগ করিয়া জীবনের শেষভাগে অর্থাৎ বয়সের তৃতীয় ভাগে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানুষের পরমায়ুকাল ১০০ বৎসর ধরিয়া চারি ভাগ করিলে, ৫০ হইতে ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত তৃতীয় ভাগ হয়। এই সময়ে সন্ন্যাসাদির বিধি, যথা :—

বন এব বসেচ্ছান্তস্তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত।

৩৩৮।২।১৭-২০—"পরমার্থে..........প্রমাদ"—তোমার দেহে যে ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারিতেছি, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ শ্রীভগবানের যে কৃপালাভ করিতে পারে না, তুমি তাহা লাভ করিয়াছ; সুতরাং পরমার্থ লাভ করিবার জন্য সন্ন্যাসে তোমার আর এতদপেক্ষা অধিক মঙ্গল কি হইতে পারে? অতএব, তোমার ত সন্ন্যাস লইবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। তবে এরূপ ভুল কেন করিয়াছ?

৩৩৮।২।৩০—"এ মায়ায়.........কেমতে"—প্রভু যদি এরূপ করিয়া মায়া বিস্তার করেন, তবে দাস তাঁহাকে চিনিতে কি প্রকারে সমর্থ হইবে?

৩৩৯।১।১৩-১৪—"সার্ব্বভৌম.........আমি"—সার্ব্বভৌম গৃহস্থ অর্থাৎ তাঁহার গার্হস্থ্যাশ্রম, এবং মহাপ্রভু সন্ন্যাসী অর্থাৎ তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম; গার্হস্থ্যাশ্রম অপেক্ষা সন্ন্যাসাশ্রম শ্রেষ্ঠ। তাই সার্ব্বভৌম মহাশয় মহাপ্রভুকে বলিলেন, আশ্রম হিসাবে তুমি আমার চেয়ে বড়; সুতরাং সন্ন্যাসী বলিয়া শাস্ত্রমতে তুমি আমার পূজ্য, আর আমি তোমার সেবক।

৩৩৯।১।১৫—"যুক্ত নহে"—ইহা উচিত নয়।

৩৩৯।১।১৮—"সর্ব্বভাবে"—সর্ব্বপ্রকারে। "ছায়া"—শরণ।

৩৩৯।১।২৯-৩০—"তথাপিহ.........ব্যভার"—ভাগবত-অর্থ ত তোমার সবই জানা রহিয়াছে, তবুও যে আমার মুখে শুনিতে চাহিতেছ, তাহার কারণ এই যে, সাধুসজ্জনগণের আচরণই হইতেছে পরস্পর ভক্তির বিচার করা।

৩৩৯।২।৪—"অষ্ট-আখরিয়া"—যে শ্লোকের প্রত্যেক চরণে আটটী করিয়া অক্ষর আছে, যথা :—"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো" এই একটী চরণে ৮টী অক্ষর; আর ৩টী চরণেও এইরূপ। ইহার নাম অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

৩৪০।১।১২—"বুঝ......প্রমাণ"—আমার ব্যাখ্যা ঠিক হয় কি না, বিচার করিয়া দেখুন।

৩৪০।১।১৮—"অনন্ত......আর"—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু বস্তু আছে, সমস্তই আমার প্রকাশমাত্র, আমিই সর্ব্বময়, সর্ব্বব্যাপী—আমা বই আর কিছুই নাই।

৩৪০।২।৮—"রমা-ধন"—যে পাদপদ্ম লক্ষ্মীর যথাসর্ব্বস্ব।

৩৪০।২।১২—"শুদ্ধ মর্ম্ম"—পরম নির্ম্মল তত্ত্ব।

৩৪১।১।২১—"পুরুষ পুরাণ"—আদি-পুরুষ।

৩৪১।১।২২—"ত্রিভুবনে... সমান"—ত্রিজগতে যাঁহার সমানও কেহ নাই, বা যাঁর চেয়ে বড়ও কেহ নাই।

৩৪১।১।২৫—"এইমত.........করি"—এই শত শ্লোক লইয়াই "সার্ব্বভৌম-শতকং" নামে পুস্তক হইয়াছে।

৩৪১।২।৭—"দারুব্রহ্ম-রূপে"—শ্রীজগন্নাথ-রূপে। 'দারু' অর্থাৎ কাষ্ঠ, 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ পরং ব্রহ্ম, পরমেশ্বর। শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বলিয়া, তাঁহাকে "দারুব্রহ্ম" বলিয়া থাকে। শ্রীমূর্ত্তি এই অষ্ট প্রকারের হয়, যথা :—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমা অষ্টবিধা মতাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

৩৪১।২।১৬—"যাতে........দেবগণে"—ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতাগণ তাই তোমার মহিমা বুঝিতে পারেন না, তা আমি ত কোন্ ছার।

৩৪২।১।৫—"থাকোঁ"—প্রকট থাকি।

৩৪২।১।৯—"পরম.............বচনে"—আমি বলিতেছি শোন;—তিনি অত্যন্ত নিগূঢ়, তাঁহার তত্ত্ব কেহ জানে না, তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে না।"

৩৪২।২।২২—"আজি... প্রকাশ" অর্থাৎ আজি পরমানন্দ-পুরীকে দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, যেন শ্রীমন্মাধবেন্দ্র-পুরীকেই দর্শন করিলাম, শ্রীমন্মাধবেন্দ্রই যেন পরমানন্দপুরী-রূপে প্রকট হইয়াছেন। শ্রীপরমানন্দ-পুরী শ্রীমন্মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য।

৩৪৩।১।১০—"শেষখণ্ডে... .....অধিকারী"—মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলায় এই দুই জন প্রধান পার্ষদ নিরবধি মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন।

৩৪৩।১।২১-২২—"কীর্ত্তনে... ....সমীপে"—শ্রীনৃসিংহদেব সন্ন্যাসিবেশে শ্রীজগন্নাথ-ধামে আসিয়া কীর্ত্তন-বিলাস করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া, তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটেই রহিলেন। "ন্যাসি-রূপে"—এতদ্দ্বারা সন্ন্যাসি-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকেই বুঝাইতেছেন।

৩৪৩।১।২৪—"শ্রবণেও...........বিষয়"—যিনি বিষয়ের কথা কখনও শোনেন না।

৩৪৪।১।৫-৬—"গঙ্গা.. ...মহাশয়"—শ্রীনবদ্বীপে অবস্থান-কালে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু গঙ্গায় ক্রীড়া করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত গঙ্গার মহাভাগ্য; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার জলে ক্রীড়া করিয়াছেন, সুতরাং যমুনারও মহাভাগ্য। এক্ষণে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সমুদ্র-তীরে বাস করিতে লাগিলেন; তাঁহার পাদস্পর্শে সমুদ্রেরও গঙ্গা যমুনার ন্যায় মহাভাগ্যোদয় হইল।

৩৪৪।১।১৭—"ভক্তি-বিকার"—অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার-সকল।

৩৪৪।১।২৩—"যত ....প্রভু"—প্রভু অবলীলাক্রমে যে শক্তি প্রকাশ করেন।

৩৪৪।১।২৫—"ইহাতে ....নয়"—সুতরাং এমন কোনও কিছু হইতে পারে না, যাহা তাঁহার শক্তিতে সম্পাদিত না হয়, যেহেতু তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্।

৩৪৪।২।২—"সে......জানে"—সে তাঁহার শক্তি লাভ করে এবং তখন সে তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে পারে।

৩৪৫।২।১৬—"হেন.........কেন-মতে"—এমন প্রভুকে অকৃতজ্ঞ পশুতুল্য ব্যক্তিগণ যে কি জন্য ভজে না, তাহা বুঝিতে পারি না, অর্থাৎ এমন প্রভুকে যাহারা না ভজে, তাহারা পশু বই আর কিছুই নহে—তাহারা পশু অপেক্ষাও অধম।

৩৪৫।২।১৯—"অকর্ত্তব্য করে"—শাস্ত্র বা বিধি-বিগর্হিত অনুচিত কার্য্যও করেন।

৩৪৭।১।১৪—"তবেই সকল পাঙ"—তাহা হইলেই আমার সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়।

৩৪৭।২।১২—"এক গ্রামে............অনুভব"—তাঁহার সঙ্গে এতদিন একগ্রামে বাস করিয়াছি, তবুও তাঁহার প্রভাব কিছু বুঝিতে পারি নাই!

৩৪৮।১।১৮—অন্ধকূপে"—ঘোর নরকে।

৩৪৮।২।৮—"এথা"—এখানে অর্থাৎ নবদ্বীপে।

৩৪৯।১।১৭—"আপনার......দেখে"—ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিগণ অর্থাৎ ছোট লোকেরাই চায় যে, কেবল তাহাদের ভাল হউক।

৩৪৯।১।২২—"একেশ্বর"—একাকী।

৩৫০।২।১৫—"তত্ত্ব"—সন্ধান।

৩৫২।১।১—"সংসার......প্রতাপ"—সংসার-রূপ দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা করিতে একমাত্র তোমার প্রতাপ-রূপ সিংহই সমর্থ।

৩৫৩।১।১৪—"প্রায় আর কতেক"—এইরূপ আরও কতকগুলি।

৩৫৩।২।১৫—"নিজ-ঘর"—বসতি, অবস্থান।

৩৫৩।২।২৯—"অসর্ব্বজ্ঞ"—মূর্খ। "সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ"—যে গ্রন্থ পণ্ডিতগণেরই আলোচনার যোগ্য।

৩৫৪।১।২৪—"ভাগবতের প্রমাণ"—ভাগবতের তত্ত্ব।

৩৫৬।২।২২—"অট্ট......নয়"—দুই প্রহর ধরিয়া তাঁহার অট্টহাস্য হইতে লাগিল, তথাপি ক্ষান্ত নাই। তিন ঘণ্টায় এক প্রহর।

৩৫৬।২।২৬—"কাম"—কার্য্য।

৩৫৭।১।১৯—"কেমত তোমার"—তুমি কিরূপ মনে কর।

৩৫৭।১।২৯—"জীবিকা"—বেতন।

৩৫৭।২।১-২—"আপনার........ভালমতে"—লোকে ঘরের ভাত খাইয়া তাঁহার সেবা করিতে চায়, তাহাও ভালরূপে করিতে পায় না।

৩৫৭।২।১৬—"দেউল-বিশেষে"—বিশেষ বিশেষ দেব-মন্দির।

৩৫৭।২।২৭—"সর্ব্বগুণ-হীনো যদি"—যদি কোন গুণও না থাকে, তথাপি।

৩৫৮।১।১৭—"প্রাসাদ"—মন্দির।

৩৫৮।১।২৮—"সম্ভাষা নাহি পায়"—আলাপ করিতে পায় না; কথা কহিতে সুযোগ পায় না।

৩৫৯।১।১—"আছুক তাহান ভয়"—তাঁহার নিজের কোনও ভয় থাকা ত দূরের কথা।

৩৫৯।১।৮—"কি দায় রাজারে"—রাজারে ভয় করা ত দূরে থাকুক্।

৩৫৯।১।১৯-২০—"আমা...........পাঙ"—যে আমাকে চায়, আমিও তাহাকে চাই; কিন্তু আমাকে চায়, এরূপ লোকই ত দেখিতে পাই না। এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে ভগবান্, তাহাই ভাবান্তরে ব্যক্ত করিলেন। জগতে এমন লোক কে আছে, যে মনে প্রাণে ভগবান্‌কে চায়; যে মনে প্রাণে তাঁহাকে চায়, সে কখনও স্থির থাকিতে পারে না, তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জন্য লালায়িত হইয়া বেড়ায়; এরূপ লালসা কয় জনের ভাগ্যে ঘটে?

৩৫৯।১।২৮—"বেদে........আমার"—বেদেও আমাকে খোঁজ করিয়া দেখিতে পায় না, যেহেতু আমি জ্ঞানাতীত। এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে ভগবান্, তাহাই ভাবান্তরে ব্যক্ত করিলেন।

৩৬০।১।২৪—"ব্যবহার"—অর্থাৎ লৌকিক। "পরমার্থ" অর্থাৎ পারমার্থিক। "দুই পক্ষ হয়"—দুই দিক্ বজায় থাকে।

৩৬০।১।৩০—"প্রবোধিয়া"—বুঝাইয়া।

৩৬০।২।২১—"বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে"—তুমি বিষ্ণু-মায়ায় অভিভূত হইয়াছ।

৩৬০।২।২৮—"বিহরেন.........নাঞি"—নিজে নিজেই ক্রীড়া-পরায়ণ হইয়া কেবলমাত্র একাকী বিহার করেন, দ্বিতীয় আর কেহ থাকে না।

৩৬১।২।৭-৮—"অদ্বৈতেরে......গেলা"—যে জন শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদকে উপেক্ষা করিয়া অদ্বৈতের ভজনা করে, সে অদ্বৈতের পুত্রই হউক বা যেই হউক না কেন, তাহাকে নিশ্চয়ই অধঃপাতে যাইতে হইবে।

৩৬১।২।১৬—"সম"—তুল্য ; তুলনা।

৩৬২।২।১৬—"উগ্রসেন"—কংসের পিতা॥

৩৬২।২।২০—"ননীচোরা"—যশোদার গোপাল।

৩৬২।২।২৯—"স্বসাক্ষাত করি"—প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া।

৩৬৩।২।১১—"দেবহূতি"—ইনি ভগবদবতার শ্রীকপিলদেবের জননী।

৩৬৩।২।১২—"অনসূয়া"—ইনি শ্রীভগবানের অবতার দত্তাত্রেয়ের জননী। অত্রি মুনির পত্নী।

৩৬৩।২।১৯-২০—"কৃষ্ণ.........শক্তি"—এরূপ পিতৃ, মাতৃ ও গুরু-ভক্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহার থাকিতে পারে ?

৩৬৪।১।৭-৮—"দণ্ডে.........প্রতিকারে"—তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে আমারে যে স্নেহ করিয়াছ, তোমার সে ধার শোধ করিবার নয়, কেবল তোমার নিজ-গুণেই তাহা শোধ হইতে পারে।

৩৬৫।১।৫—"ইহা ত কহিল কিছু নয়"—ইহা ত বর্ণনা করা যায় না।

৩৬৫।১।১০—"শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরি"—ভগবান্

।

৩৬৫।১।১৬—"আমোদিয়া"—আনন্দ করিয়া।

৩৬৫।১।১৭—"শ্রীশাক-ব্যঞ্জন"—শাকের তরকারী।

৩৬৫।২।১৫—ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায়"—ব্রাহ্মণের ইহাতে কি অধিকার আছে ?

৩৬৫।২।১৬—"শূদ্র... ......জুয়ায়"—যেহেতু আমি শূদ্র, আমিই উচ্ছিষ্ট পাইবার যোগ্য, উচ্ছিষ্টে ত শূদ্রেরই অধিকার।

৩৬৫ ২।১৯-২০—"কেহো . ... ..কহে"—কেহ বলিতেছে, শূদ্র ত অতি নীচ ; সে উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ অধরামৃতের মহিমা কি বুঝিবে ? সুতরাং শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ অধরামৃত দিতে নাই, শাস্ত্রে এইরূপ বলিতেছে ; বিচার করিয়া দেখ, ইহা সত্য কি না।

৩৬৫।২।২১—"অবশেষ"—উচ্ছিষ্ট ; অধরামৃত।

৩৬৫।২।২৪—"ঠাকুরাল"—প্রবঞ্চনা।

৩৬৬।২।৩ –"কোদণ্ড-দীক্ষাগুরু"—ধনুর্দ্ধারীগণের অগ্রণী।

৩৬৬।২।১৭—"গুরু-আজ্ঞা"—পিতা দশরথের আজ্ঞা।

৩৬৬।২।১৮—"সুর-কার্য্য"—দেব-কার্য্য ; দেব-গণের পরিত্রাণ-কার্য্য।

৩৬৬।২।২৩—"ঈষত লীলায়"—অবলীলাক্রমে।

৩৬৬।২।২৪—"কপি দ্বারে"—বানরের দ্বারা। "লক্ষ্মণ-সহায়"—লক্ষ্মণের সাহায্যে।

৩৬৬।২।২৫—"ইন্দ্রাদির অজিত"—ইন্দ্রাদি দেবতাগণ যাহাকে জয় করিতে পারেন নাই।

৩৬৭।২।১৫-১৬ –"শেষ.........ভাগবতে"—কি অনন্তদেব, কি লক্ষ্মীদেবী, কি ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণ—ইঁহাদের সকলের অপেক্ষা এবং এমন কি নিজের দেহ অপেক্ষাও বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়, ইহা শ্রীভাগবতে কথিত হইয়াছে।

৩৬৮।১।১৮—"কৃত-অপরাধেরও"—যে ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে, তাহাকেও।

৩৬৮।১।২৬—"কুষ্ঠরোগ........এখন"—তাহার কুষ্ঠরোগ ত এখন শাস্তির মধ্যেই গণ্য নহে।

৩৬৮।১।২৮—"আরো........পাত্র"—তুমি যম-যাতনা পাইবার উপযুক্ত -তোমার অদৃষ্টে আরও কত নরক-যন্ত্রণা ভোগ আছে।

৩৬৮।২।১০—"নিস্তারিবে হেলে"—অনায়াসে উদ্ধার পাইবে।

৩৬৯।২।১৭—"যোগিপাল........ গীত"—যেমন 'মনসার ভাষাণ', এইরূপ ধরণে ঠাকুর-দেবতার গান।

৩৭০।১।২—"কারো......প্রচার"—শ্রীভগবানের দাস হওয়ার মাহাত্ম্য কেহ ঘোষণা করেন না।

৩৭০।১।১৮—"প্রৌঢ় করি"—পোষকতা করিয়া।

৩৭০।২।৭-৮—"মাধব......হরিষে"—শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর আবির্ভাব-দিবসে অর্থাৎ জন্মতিথির আরাধনা-দিবসে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করেন।

৩৭০।২।১৮—"সভেই........অধিকার"—যিনি যে কাজের উপযুক্ত, তিনি সেই কাজের ভার লইলেন।

৩৭১।২।১৩—"তান বাক্যে"—মহাপ্রভুর কথায়।

৩৭১।২।১৮—"সেহো .. ..তান"—তাঁহার মাহাত্ম্য না জানিয়াও, কোন কথাচ্ছলে।

৩৭২।১।২৪ ২৫—"ইহাতে........মরে"—শিব যেমন কৃষ্ণভক্ত, শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও তেমনই মহাপ্রভুর ভক্ত; কিন্তু মূর্খগণ মহাপাপের সৃষ্টি করে অর্থাৎ অদ্বৈতের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে 'শ্রীচৈতন্য-ভক্ত' না বলিয়া 'ঈশ্বর' বলিয়া, ভালরূপে মরে অর্থাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

৩৭২।১।২৬—"নব নব বস্তু"—নূতন নূতন জিনিষ।

৩৭৪।১।৪—"ধ্যান-ফল"—যাঁহার জন্য ধ্যান করিতেছেন অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ।

৩৭৭।২।১—"জগতের হিতকারী"—এক সময়ে বাসুদেব দত্ত জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন 'প্রভো! জীবের পাপ সব আমাকে দাও, আমি দুঃখ ভোগ করি, তাহারা উদ্ধার হইয়া যাউক'। মহাপ্রভু এই অদ্ভুত প্রার্থনা শুনিয়া গলিয়া গেলেন এবং বলিলেন, 'তুমি যখন জীবের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন তাহারা বিনা পাপ-ভোগে উদ্ধার পাইবে'। উপরোক্ত কারণেই তাঁহাকে জগতের হিতকারী বলা হইয়াছে।

৩৭৪।২।১৬—"এ........আমার"—আমার এই দেহ আমার নহে, ইহা বাসুদেব দত্তের অর্থাৎ ইহাতে আমার নিজের কোনও অধিকার নাই, বাসুদেব দত্তেরই অধিকার।

৩৭৫।২।১-৪—"শ্রীবাস··· ..গঙ্গায়"—এতদ্দ্বারা শ্রীভগবানে শ্রীবাসের অসাধারণ বিশ্বাস প্রদর্শিত হইতেছে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভগবান্ তাঁহার আহার যোগাবেনই। "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" শ্রীভগবানের শ্রীমুখের এই বাক্যে যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের পক্ষেই ঐরূপ উক্তি সম্ভবে।

৩৭৫।২।১১—"আপনেও...............মুঞি"—এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই তিনি ব্যক্ত করিলেন।

৩৭৬।১।২—"সেবকের দাস"—দাসের দাস।

৩৭৬।১।৩-৪—"কোন্........উপরি"—পুরাণ-বক্তা মহর্ষি শ্রীশৌনক বলিলেন :—

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে॥
শ্রীপাণ্ডব-গীতা।

৩৭৬।১।১০—"আমার উত্তর"—আমার কথা।

৩৭৬।২।৮—"কোন্...........স্ফুরে"—কিরূপে যে তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মানুষ যখন অত্যধিক আনন্দে

আত্মহারা হয়, তখন এইরূপ হতজ্ঞান হইয়া পড়ে।

৩৭৬।২।১৩ —"গঙ্গায়…… …. হয়"—গঙ্গাস্নান করিলে যে কি আনন্দ হয়, গঙ্গার প্রতি যাঁহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, তাঁহারাই তাহা অনুভব করিতে পারেন।

৩৭৭।১।১৮—"নিভৃতে… ….উত্তর"—নির্জ্জনে কিছু গোপনীয় কথা বলিলেন।

৩৭৭।১।২০—"আ .র… …. বহি"—একমাত্র নিত্যানন্দই কেবল আমা হইতে অভিন্ন; একমাত্র নিত্যানন্দ ও আমি একই বস্তু।

৩৭৭।২।৪—"সে……… ..আমার"—তোমার সেই প্রীতি আমার প্রতিই করা হইতেছে, ইহা নিশ্চয় জানিও।

৩৭৭।২।২৭—"ভাগবতাচার্য্য"—ইনি প্রসিদ্ধ "শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী" গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ পয়ারচ্ছন্দে শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অপূর্ব্ব অনুবাদ। সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের সুখানুভব করিয়া থাকেন।

৩৭৮।১।৩—"সবার……… কাম"—সকলের মনোবাসনা ও কামনা পূর্ণ করিয়া।

৩৭৮।১।২৭—"পানীশঙ্খ……… সেইক্ষণ"—তৎকালে শঙ্খ বাজাইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের গাত্রোত্থান করান হইত। ইহা এক প্রহর রাত্রি থাকিতে হইত। যেই সেই শঙ্খ বাজিত, মহাপ্রভুও তখনই গাত্রোত্থান করিতেন।

৩৭৮।২।১৪ –"অগোচরে"—অর্থাৎ তিনি যেন জানিতে না পারেন, এরূপ ভাবে।

৩৭৯।১।২—"শুনিয়া………শ্রবণ"—সেই ভীষণ গর্জ্জন-ধ্বনি সহ্য করিতে না পারিয়া, মহারাজ প্রতাপরুদ্র হাত দিয়া কাণ চাপিয়া ধরিলেন।

৩৭৯।১।১৫—"সবে……মনে"—তাঁহার মনে কেবলমাত্র একটী বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইল।

৩৭৯।১।২৭-৩০—"আপনে………আপনে"—স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেবই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, সন্ন্যাসি-বেশ ধারণ পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন-লীলা করিতেছেন, মহারাজ প্রতাপরুদ্র ভগবানের মায়া-প্রভাবে সে তত্ত্ব অবগত নহেন। তাহা এখন মহাপ্রভু নিজেই তাঁহাকে জানাইতে লাগিলেন।

৩৮০।১।২—"না… . অবতার"—শ্রীচৈতন্য-দেব যে ঈশ্বরের অবতার, তাহা ত আমি কিছুই জানিতে পারি নাই।

৩৮০।১।৭-৮ –"আপনে…………নাই"—স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেবই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু—দুইয়েতে যে কিছুমাত্র ভেদ নাই, রাজা তখন তাহা বুঝিতে পারিলেন।

৩৮০।১।২৩—"স্বতন্ত্র-বিহারি"—যিনি স্বেচ্ছামত বিহার করেন, তাঁহাকে স্বতন্ত্র-বিহারী বলা যায়।

৩৮০।১।২৭—"মহা-শুদ্ধসত্ত্বরূপ-ধারি"—যাঁহার শ্রীঅঙ্গ বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়।

৩৮০।১।২৯—"অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব গুণ-নাম"—যাঁহার তত্ত্ব এবং যাঁহার গুণ ও নামের মাহাত্ম্য কেহ জানে না।

৩৮০।২।১—"অজ-ভব-বন্দ্য-শ্রীচরণ"—যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণও বন্দনা করেন।

৩৮০।২।২—"সন্ন্যাস-ধর্ম্মের বিভূষণ"—যিনি সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অলঙ্কার-স্বরূপ, অর্থাৎ তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করায় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অলঙ্কৃত হইয়াছে।

৩৮১।১।১৯—"হেন………নিতাই"—এইরূপে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ এই দুই মহাপ্রভু অর্থাৎ পরম প্রভু।

৩৮১।১।২৭—"মুনি-ধর্ম্ম করি"—বৈরাগ্য-ভাব অবলম্বন করিয়া।

৩৮১।২।১—"ভক্তি…………সম্বরিলে"—তুমি হইতেছ সকলের ভক্তিরস-দাতা, কিন্তু তুমি যদি এখন সেই ভাব পরিত্যাগ কর।

৩৮১।২।২২—"তান........প্রকাশ"—তাঁহার দেহে গোপালের আবির্ভাব হইল।

৩৮২।১।৫-৬—"দণ্ড-পথ ....পাসরি"—ভাবাবেশে সকলে আত্ম বিস্মৃত হইয়া প্রশস্ত পথ ছাড়িয়া, ডাহিনে বামে এদিকে ওদিকে দুই চারি ক্রোশ যাইতে লাগিলেন।

২৮২।১।১৬—"নিজ...............কথা"—সকলে আপনার আপনার দেহের কথাই ভুলিয়া গিয়াছেন, তা পথের কথা আর কি বলিব ?

৩৮২।১।৩০—"বিহ্বলতা..............আর"—ভাবাবেশজনিত হুঙ্কার, কম্প, অশ্রু প্রভৃতি বিকার ভিন্ন তাঁহার দেহে বাহ্য-চেষ্টার আর কিছুই নাই।

৩৮৩।১।১২—"প্রেম-বৃষ্টি দৃষ্টি করি"—প্রেম-বর্ষণ-সূচক দৃষ্টিপাত করিয়া।

৩৮৩।১।১৬—"কদম্বের......বসতি"—এতদ্দ্বারা তিনি প্রকারান্তরে আত্ম-প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ তিনি যে ব্রজের সেই বলরাম, তাহাই ব্যক্ত করিলেন।

৩৮৩।১।২৩—"জম্বীরের বৃক্ষে"—লেবুর গাছে।

৩৮৩।২।৬—"দনার"—দমনক পুষ্পের।

৩৮৩।২।২০—"এক... .. ...রহিলা"—একটা গাছে ঠেঁশ দিয়া বসিয়া ছিলেন।

৩৮৪।১।৫—"যে ভক্তি"—অর্থাৎ প্রেমভক্তি, প্রেমরস।

৩৮৪।১।২৮—"বস্ত্র না সম্বরে"—কাহারও অঙ্গে কাপড় থাকে না অর্থাৎ উলঙ্গ হইয়া পড়ে।

৩৮৪।২।৩—"সর্ব্বজ্ঞতা"—সমস্ত বিষয় জানিতে পারা। "বাক্য-সিদ্ধি"—মুখ দিয়া যে কথা বলিবে, তাহাই সিদ্ধ হওয়া।

৩৮৪।২।৪—"কন্দর্প-আকার"—মদনের ন্যায় সুন্দর।

৩৮৪।২।২৩—"কদলক-বন"—কলা-বাগান।

৩৮৫।১।১৬—"পুষ্ট করি"—মোটা মোটা করিয়া।

৩৮৫।১।২৩-২৪—"মুক্তা..... ...শোভন"—মুক্তা, কসা ও সুবর্ণে সুগঠিত কর্ণভূষণ দুই কর্ণে পরম শোভা পাইতে লাগিল।

৩৮৫।১।৩০—"শ্রীবক্ষে...........খেলা"—অতি সুন্দররূপে বক্ষে দুলিতে লাগিল।

৩৮৫।২।২৪—"নাম......রসময়"—শ্রীনিত্যানন্দের নাম ও দেহ দুইই পরানন্দ-রসে পরিপূর্ণ।

৩৮৬।১।১১-১২—"এইমত........শিশুগণ"—বাল্যভাবাপন্ন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু এইরূপে শিশুগণকে নিজ-ভাবে বিভোর করিতে লাগিলেন।

৩৮৬।২।২৯—"হস্তি-সম জনো"—হস্তীর ন্যায় বলবান্ লোকও।

৩৮৭।২।১১—"পরম-উন্মাদী"—মহা উন্মত্ত।

৩৮৭।২।৩০—"পাই চৈতন্য-শরণ"—শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে আশ্রয় পাই।

৩৮৮।১।১৪—"লঙ্ঘিতে"—কিছু অনিষ্ট করিতে।

৩৮৮।১।২০—"ব্রহ্মার ......ভুঞ্জায়"—ব্রহ্মাদি দেবতাগণের দুর্ল্লভ যে প্রেমানন্দ-রস, তাহা এইরূপ ভঙ্গী করিয়া সকলকে ভোগ করাইতে লাগিলেন।

৩৮৮।১।২২—"নিরন্তর ....মনঃকথা"—আনন্দরূপ মনঃকথা অর্থাৎ আনন্দই হইতেছে তাঁহাদের মনের কথা এবং সেই কথাই কহিতে লাগিলেন অর্থাৎ তাঁহারা অন্তরে নিরবধি আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

৩৮৮।২।৫—"জয়........ভক্তি"—শ্রীঅদ্বৈতের যে চৈতন্য-ভক্তি, তাহার জয় হউক; উহা খড়্গ-স্বরূপ অর্থাৎ খড়্গ যেমন পশু বলি দিতে সমর্থ, শ্রীঅদ্বৈতের চৈতন্য-ভক্তিও তদ্রূপ পাষণ্ডিগণের পশুবৃত্তি সমূহ দমন করিতে সমর্থ।

৩৮৮।২।৮—"কেহো......বাসে"—শ্রীঅদ্বৈতের এতাদৃশ মহিমা কেহ কেহ নিন্দাজনক বলিয়া মনে করে।

৩৮৮।২।৯-১০—"সেহো........গুণগ্রাম"—সেই অধমও আবার বলে যে, 'আমি একজন চৈতন্য-দাস', কিন্তু সে অভাগা অদ্বৈতের গুণ-সমূহ কি প্রকারে জানিবে ?

৩৮৮।২।১১-১২—"এ পাপীরে......সে"—এরূপ পাপিষ্ঠকে যে জন অদ্বৈতের লোক বলে, সে অদ্বৈতের তত্ত্ব কিছুই জানে না।

৩৮৮।২।১৩-১৪—"রাক্ষসের...... দাসগণ"—'পুণ্যজন' শব্দের অর্থ রাক্ষস। রাক্ষসকে যেমন পুণ্যজন বলিয়া থাকে, অথচ পুণ্য অর্থাৎ পবিত্রতার লেশমাত্র তাহাতে নাই, সেইরূপ এই সমস্ত লোককেও "চৈতন্যদাস" বলিয়া থাকে, পরন্তু চৈতন্য-ভক্তির চিহ্নমাত্রও এ সব লোকে নাই।

৩৮৯।২।২৫—"তুমি............নাম"—তোমার নামও যেমন নিত্যানন্দ, তোমার মূর্ত্তিও তেমনই নিত্যানন্দময়।

৩৮৯।২।২৭—"তুমি মহাহেতু"—তুমি সকলের কারণ-স্বরূপ।

৩৮৯।২।২৮—"মহা... ..ধর্ম্মসেতু"—মহাপ্রলয়-কালে তুমি সত্য এবং ধর্ম্মের রক্ষক-স্বরূপ।

৩৯০।১।৫—"দোষ-দৃষ্টি-শূন্য"—কাহারও দোষ গ্রহণ করে না।

৩৯০।১।২১-২২—"অদ্বৈত.........মহাভাগ"—শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা যে শ্রীঅদ্বৈতই জানেন, কোন কোন ভাগ্যবান্ এ রহস্য অবগত আছেন।

৩৯০।১।২৭—"দুই মহাপ্রভু"—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত এই দুই জন পরম প্রভু।

৩৯০।২।১২—"যেন.........মাসে"— তোমাকে যেন দশ দিন, কি পনর দিন, কি এক মাসের জন্য দেখিতে পাই।

৩৯০।২।১৬—"প্রভাবের আদি অন্ত"—কতদূর প্রভাব ; কি পর্য্যন্ত মহিমা।

৩৯১।১।৯—"লীলায়"—আনায়াসে।

৩৯১।১।১০— "সুবর্ণ-মুদ্রিকায়"——সোণার অঙ্গুরীতে।

৩৯১।১।১৩—"জঠর-তটে"—উদরের উপরিভাগে ; পেটের উপর।

৩৯১।১।২৮—"অতি আমায়ায়"—অত্যন্ত নিষ্কপট।

৩৯২।১।৩—"সমবায়"—একত্রিত।

৩৯২।২।২৭—"কাচি"—সজ্জা করিয়া।

৩৯২।২।২৮—"বীরছাঁদে"—বীরের ন্যায়।

৩৯২।২।২৯—"মহানিশা"—গভীর রাত্রি।

৩৯৩।১।২৩-২৪—"অন্যথা......জন"—তাহা না হইলে, এই যে সব প্রহরীগণ আসিয়াছে, ইহাদের একজনকেও ত মানুষের মত দেখিতেছি না, ইহাদের আকার প্রকার সবই যে অমানুষিক। তা ত হবেই, ইঁহারা যে সেই বৈকুণ্ঠের প্রহরীগণই আসিয়াছেন ; দস্যুগণের মহাসৌভাগ্য যে তাঁহা-দিগকে দেখিতে পাইল।

৩৯৩।২।২১-২২—"যার.........হয়"—যার অংশ অর্থাৎ যে নিত্যানন্দের অংশ হইতেছেন 'শেষ' নাগ, যিনি ফণার উপর পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যে নিত্যানন্দের অংশ 'শেষ' নাগ একটু নড়িলে পৃথিবী কম্পিত হয় অর্থাৎ ভূমিকম্প উপস্থিত হয়।

৩৯৪।১।১১—"গড়খাই"—বাটীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত পরিখা অর্থাৎ ঝিল। শত্রু হইতে রক্ষার জন্য শত হস্ত প্রশস্ত ও দশ হস্ত গভীর যে খাত বাটীর চতুর্দ্দিকে খনন করা হয়, তাহার নাম পরিখা বা গড়খাই।

৩৯৪।২।২৪-২৫—"যে......সহায়"—লোকে যে মাটীতে আছাড় খায়, আবার সেই মাটী ধরিয়াই উঠিয়া থাকে।

৩৯৮।১।৪—"পূর্ব্বে...........নাম-করিয়া"—পূর্ব্ব অবতারের সময় এই পার্ষদগণের

কাহার কি নাম ছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া লিখিলাম না।

৩৯৮।১।৭—"যাঁর.............বুঝিতে"—যাঁর ভাবপূর্ণ কথা অর্থাৎ ভাবের কথা কেহ হঠাৎ বুঝিতে পারে না।

৪০০।২।১—"অধিকারী......আচার"—তাঁহার এইরূপ আচার দেখিয়া অন্য কোনও সন্ন্যাসী যদি এইরূপ আচরণ করে, তাহা হইলে সে মহাদুঃখ পাইবে এবং ধর্ম্মে পতিত হইবে, কারণ সে ঐরূপ অধিকারী হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে :—

অধিকারী নহে ধর্ম্ম চাহে আচরিতে।
অবিলম্বে নাশ যায় হাসিতে খেলিতে ॥

৪০০।২।২৩—"নিন্দার......মরি"—নিন্দা করা ত দূরের কথা, তাঁহাকে একটুমাত্র উপহাস করিলেই মরিতে হইবে, সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।

৪০০।২।২৪—"ভাগবত"—শ্রীমদ্ভাগবত।

৪০০।২।২৫—"তাহো......শুনি"—তাহাও যদি বিষ্ণু-ভক্ত গুরু বা তদ্রূপ গুরুর ন্যায় মহতের মুখে শ্রবণ করি। অবৈষ্ণবের মুখে হরি-কথা শ্রবণ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন, যথা :—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

৪০১।২।১-২—"গৃহ.........সব"—ইহারই নাম আত্ম-সমর্পণ। যথাসর্ব্বস্ব প্রভু-পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে না পারিলে, সেই দেবদুর্ল্লভ শ্রীচরণ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? নিজের বলিয়া কিছুই থাকিবে না, যাহা কিছু সমস্তই কৃষ্ণে সমর্পণ করিতে হইবে।

৪০১।২।৫—"জয়......সঙ্কর্ষণ"—ইহা শ্রীবলরামের স্তুতি।

৪০১।২।৮—"ভক্ত-পূর্ণমনস্কাম"—ভক্ত-বাঞ্ছা-পূর্ণকারী।

৪০২।১।১—"পুণ্য-জল"—পবিত্র চরণামৃত।

৪০২।২।১৬—"বৈষ্ণবের......হয়"—শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা :—

যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম!।
করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থঃ ধর্ম্মঃ যশঃ সুতাঃ ॥

স্কন্দপুরাণ।

৪০২।২।১৯-২০—"যে......মরে"—শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা :—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে ॥

স্কন্দপুরাণ।

৪০২।২।২২—"কভু জানি"—কি জানি, যদি কখনও ভ্রমক্রমেও।

৪০২।২।২৩-২৪—"মোর.........ধরে"—ইহার অনুরূপ কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা :—

পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তর-শতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে ॥

দ্বারকা-মাহাত্ম্য।

বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে প্রকারান্তরে তাঁহার অপমানই করা হয়।

৪০৩।১।২৪—"ঈশ্বরের.........পান"—যে স্তন পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পান করিয়াছেন, তাঁহার সেই উচ্ছিষ্ট স্তন পান করিয়া।

৪০৩।২।২১—"তাঁহার......... ..পার"—বিধি-নিষেধের অতীত। তাঁহার ক্রিয়াকলাপ শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের আয়ত্তের মধ্যে নহে।

৪০৪।১।১৮—"বেদ-গুহ্য"—বেদ-গোপ্য; বেদেও যাহা যত্নে গোপন করিয়া রাখিয়াছে। "লোক-বাহ্য"—লোকাতীত; সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় নহে।

৪০৫।১।৫—"দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ"—গোবিন্দ নামক ভৃত্যের প্রভু।

৪০৫।২।১—"নিত্যানন্দ-বিজয়"—নিত্যানন্দের শুভাগমন।

৪০৬।১।১৮—"মৰ্ম্ম"—স্বরূপ।

৪০৬।১।২০—"নব বিধা ভক্তি"—যথা :—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

৪০৬।২।২—"তোমার......ঘর"—তোমার দেহে শ্রীকৃষ্ণ নিরবধি বিহার করিতেছেন।

৪০৬।২।১৩—"মন ....তুমি"—হে প্রভো! আমার দেহ, মন, প্রাণ প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তুমি সকলেরই রাজা।

৪০৬।২।২২—"ব্যবহারি-জনে"—সাধারণ লোকে।

৪০৬।২।২৫-২৬—"নিগ্রহ.........নাম"—তুমি নিগ্রহ করিতেছ কি অনুগ্রহ করিতেছ, তাহা তুমিই জান। এই নিগ্রহ কি অনুগ্রহ যদি বৃক্ষ দ্বারাও কর, তবুও বলিব যে, তুমিই করিতেছ।

৪০৭।১।৩-৪—"পরমার্থে... সর্ব্বক্ষণ"—পরমার্থ হিসাবে মহাদেব হইতেছেন শ্রীঅনন্ত-গত-প্রাণ অর্থাৎ শ্রীঅনন্তদেবকে তিনি প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় বলিয়া জানেন এবং তন্নিমিত্ত যে অনন্তদেব হইতেছেন 'শেষ' নাগ, সেই অনন্তদেবকে নাগচ্ছলে দেহে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

৪০৭।১।১৯—"নন্দগোষ্ঠী-রসে"—গোপ-গোপীগণের প্রেমে।

৪০৭।১।২৩—"স্বাস্বভাবানন্দে ... ..অনন্ত"—নিজ নিজ ভাবাবেশে মুকুন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপী মহাপ্রভু এবং অনন্ত অর্থাৎ বলরাম-রূপী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, এই দুই জন প্রভু।

৪০৭।১।২৭—"ঈশ্বরে পরমেশ্বরে"—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুতে ও শ্রীমহাপ্রভুতে।

৪০৭।২।৯—"না বুঝি.........গাথা"—ঈশ্বরের তত্ত্ব জ্ঞানের অতীত বলিয়া, লোকে তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারে না; না পারিয়া সকলে কেবলমাত্র তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করে।

৪০৭।২।১৩-১৪—"হেন .....বাসেন"—তাঁহার এমনই মোহ যে, সকলেই মনে করে, মহাপ্রভু আমার চেয়ে আর কাহাকেও বেশী ভালবাসেন না।

৪০৭।২।১৫-১৮—"আমারে... ....ছাড়ি"—বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করিয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিব, ইহাই হইতেছে শাস্ত্রের বিধি; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বৈরাগ্য-ভাব ছাড়িয়া কেন যে বেত্র, বংশী প্রভৃতি ধারণ করেন, এ সব রহস্য-কথা মহাপ্রভু আমাকে বলেন।

৪০৭।২।১৯—"ভক্ত-নাম"—ভক্ত বলিয়া খ্যাতি।

৪০৭।২।২০—"বৃন্দাবনে .....সবার"—বৃন্দাবনে গোপগণের যে ভক্তির বশীভূত হইয়া তিনি ক্রীড়া করিয়াছেন, সেই ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৪০৭।২।২১—"গোপ-গোপী-ভক্তি"—গোপ-গোপীগণের ভক্তি অর্থাৎ প্রেম।

৪০৭।২।২৩—"গোকুল-ভক্তি"—ব্রজের ভক্তি অর্থাৎ প্রেম।

৪০৮।১।১৩—"বাজায়েন"—কলহ করেন।

৪০৮।১।২২-২৩—"আবির্ভাব ....ধরে"—যাঁহাদের দেহে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রকাশ বা অধিষ্ঠান হইতেছে, তাঁহাদের কৃপায় সকলে ভক্তিরত্ন লাভ করিতেছে।

৪০৮।১।২৪-২৭—"সর্ব্বজ্ঞতা ....স্তুতি"—মহাপ্রভু নিজে যাঁহাদিগকে সর্ব্বশক্তি দিয়াছেন এবং সব বুঝিবার ক্ষমতাও দিয়াছেন, তাঁহাদের অপরাধ হইলেও আবার তিনি ভালরূপে শাস্তি প্রদান করেন। কিন্তু ইহার মধ্যে দুই জনের প্রতি একটু বিশেষত্ব আছে, তাহা এই যে, তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রতি স্তব ছাড়া আর কিছু করেন না।

৪০৮।১।২৮—"কোটী অলৌকিকো"—লোকাচার-বিরুদ্ধ কোটী কোটী কাজও।

৪০৮।২।২৩-২৪—"তবে...........দরশনে"—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু জগন্নাথ দর্শন পূর্ব্বক দ্বিতপরমান

হইয়া, তৎপরে গদাধর-পণ্ডিতকে দর্শন করিবার জন্য সমস্ত পরিকর সহ আনন্দে চলিলেন।

৪০৯।১।১৬—"একের ......করে" অর্থাৎ যে জন গদাধরকে ভালবাসে না, নিত্যানন্দ-প্রভু তাহার সহিত আলাপ করেন না; এইরূপ যে জন নিত্যানন্দ-প্রভুকে ভালবাসে না, গদাধর-দেবও তাহার সহিত আলাপ করেন না।

৪০৯।১।২৬—"মান"—পরিমাণ বা মাপ বিশেষ।

৪১০।১।২১—"বুঝিলাম......তুমি"—এতদ্দ্বারা শ্রীগদাধর যে লক্ষ্মীদেবী, তাহাই মহাপ্রভু ভাবান্তরে ব্যক্ত করিলেন। মহাজনগণ শ্রীগদাধরকে যখন শ্রীরাধারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন তিনি ত শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইলেনই।

৪১১।১।১৬—"আর হরিদাস"—অন্য হরিদাস অর্থাৎ ছোট হরিদাস।

৪১১।১।২৫-২৬—"আখরিয়া"—যাঁহার হাতের অক্ষর খুব ভাল। "রত্নবাহু"—তাঁহার হাতের লেখা খুব ভাল বলিয়া 'রত্নবাহু' নাম দিলেন। রত্নবাহু শব্দের অর্থ হইতেছে, যাঁহার বাহু রত্নস্বরূপ।

৪১১।২।২০—"আজন্ম.........বিষয়"—চিরদিন গৌরাঙ্গ-আদেশ পালন করাই যাঁহার কার্য্য।

৪১২।১।২০—"মহাপ্রভু-শেষ-ভগবান্"—পরম-প্রভু ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেব।

৪১২।১।২৫—"প্রভুও.........বিজয়"—যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

৪১২।২।২৭—"প্রভুও...........আগুয়ান"—মহাপ্রভুও অগ্রসর হইয়া নরেন্দ্র-সরোবরে আসিলেন।

৪১৩।১।১৮—"সবে.........সহস্রবদন"—কেবল-মাত্র ব্যাসদেব ও শ্রীঅনন্তদেব তাহা বর্ণনা করিতে পারেন, আর কেহ পারে না।

৪১৩।১।২৮—"কোন্......জানি" অর্থাৎ সেই হরিধ্বনিতে চতুর্দ্দশ ভুবন পরিপূর্ণ হইল।

৪১৪।১।১৩—"রাম-কৃষ্ণ"—জগন্নাথ ও বলরাম। "শ্রীযাত্রা"—চন্দনযাত্রা। "গোবিন্দ"—শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ।

৪১৪।২।১১—"কয়া"—ইহা একরূপ ছেলেখেলা। ছেলেমেয়েরা জলে এই খেলা খেলিয়া থাকে।

৪১৪।২।২৫—"দত্তে গুপ্তে"—বাসুদেব দত্ত ও মুরারি গুপ্তে।

৪১৫।১।১২—"কিছু.........পায়"—কোনও ফল হয় না, কেবলমাত্র দুঃখ পাওয়াই সার হয়।

৪১৫।২।১৩—"দুই ....জগন্নাথ"—একদিকে নিশ্চল জগন্নাথ অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ-দেব, আর অন্য দিকে সচল জগন্নাথ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু।

৪১৫।২।১৭-১৮—"মালা...... বেশধারী"—শ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রসাদী মালা মহাপ্রভু অত্যন্ত ভয় ও ভক্তি সহকারে লইলেন, কেন না শিক্ষাগুরু নারায়ণ তিনি সন্ন্যাসি-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং কিরূপ ভয় ভক্তি করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা শিখাইতেছেন।

৪১৫।২।২৭—"আশ্রম-ধর্ম্ম"—সন্ন্যাসী হইয়া সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কাহাকেও নমস্কার করিতে নাই, সন্ন্যাসাশ্রমের এই বিধি।

৪১৬।১।৫—"সংখ্যা-নাম"—নির্দ্দিষ্ট একটা সংখ্যা স্থির করিয়া প্রত্যহ তদনুসারে নাম জপ করিতে হয় ও সেই জপের সংখ্যা রাখিতে হয়, কারণ সংখ্যা না রাখিয়া নাম জপ করিলে উহা বিফল হয়।

৪১৬।১।২৫-২৬—"শ্বেতদ্বীপ .....সব"—"শ্বেত-দ্বীপ"—শ্রীবৈকুণ্ঠধাম। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অনুগ্রহে সকল লোকে শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী ভক্তগণকেও দেখিতে পাইলেন, কেন না তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গেই কীর্ত্তন-বিলাস করিতেছেন।

৪১৭।২।২৭—"অপেক্ষিত"—যাঁহারা মহাপ্রভুর মুখাপেক্ষী; মহাপ্রভুর অনুগত ও আশ্রিত।

৪১৭।২।২৯—"সবেই... . অপেক্ষা"—কি আজ্ঞা করেন, এই আশায় সকলে মহাপ্রভুর মুখ তাকাইয়া থাকেন।

৪১৮।১।১-৪—"অদ্বৈত ....মতে"—ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও প্রীতির নিদর্শন।

৪১৯।১।১৯-২৪—"সন্ন্যাসীর ....দিয়া"—এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্, তাহাই প্রদর্শন করিলেন।

৪১৯।২।৪—"কি..... বরিষণ"—তাঁর ইচ্ছাক্রমে যে এই ঝড় বৃষ্টি হইল, ইহা আর আশ্চর্য্য কথা কি?

৪১৯।২।৫—"তোমা . ...সংসারে"—তোমার তত্ত্ব জানিতে পারে, জগতে এমন লোক কে আছে?

৪২০।১।২২—"বিষ্ণুভক্তি..... ...আই"—'আই' অর্থাৎ শ্রীশচীমাতা হইতেছেন মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি; বিষ্ণুভক্তি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া 'আই' হইয়াছেন।

৪২২।২।১৩—"শিখা-সূত্র-ত্যাগ"—সন্ন্যাস।

৪২২।২।১৬-১৭—"রাত্রি দিন ....গর্জ্জন"—ভক্তগণ ভক্তি-রসে এতই বিভোর হইয়া রহিয়াছেন যে, তাঁহাদের রাত্রি দিন জ্ঞান নাই, তাঁহারা সব সময়েই নৃত্য-কীর্ত্তন ও হুঙ্কার করিতেছেন।

৪২২।২।২০—"এক কর সমবায়"—সকলে একত্র হইয়া একটা দল করা যাউক।

৪২২।২।২৯—"সিংহ··· ....পাও"—তোমরা পাছে মনে কোন ভয় পাও, সেজন্য বলিতেছি, তোমরা সিংহ-বিক্রমে চৈতন্য-যশ গাহিতে থাক, কোনও ভয় করিও না।

৪২৩।১।২০—"সবে.........নাম"—কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যের গুণ, লীলা ও নাম কীর্ত্তন হইতে লাগিল।

৪২৩।২।২—"বৃন্দাবন-রায়া"—বৃন্দাবনেশ্বর।

৪২৩।২।১৯-২০—"হেন ....বিনে"—এমন কাহারও ক্ষমতা নাই যে, তাঁহার সম্মুখে তাহাকে 'দাস' ছাড়া 'ঈশ্বর' বলিয়া বলে।

৪২৪।১।৩০—"লুকায়.........বিদিত"—যে জন আপনাকে লুকাইতেছে, তাহাকে প্রকাশ করিতেছ কেন? এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু ভক্তাবতার বলিয়া তিনি কৃষ্ণের দাস সাজিয়া নিজ-স্বরূপ গোপন করিতেছেন, তাহাই ভাবান্তরে ব্যক্ত করিলেন।

৪২৫।১।৫—"মুঞি নি"—আমি কি।

৪২৫।২।২৬—"না.........হিত"—তোমার যে পাদপদ্ম ভজনা করিলে নিজের মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা ভজিলাম না।

৪২৬।১।১—"যে............করে"—কৃষ্ণ-ভজন কেবল মানব-জন্মেই হইয়া থাকে; সুতরাং দেবতাগণও কৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিবার জন্য কামনা করেন।

৪২৬।১।৬—"অবশেষ...... ...দ্বারে"—যেন তাঁর দ্বারে গিয়া তাঁর উচ্ছিষ্ট-ভোজী হই।

৪২৬।২।৯—"দবীর-খাসেরে"—শ্রীরূপকে।

৪২৬।২।১৫-১৬—"তোমা.........ভক্তিরস"—তোমরা যে ভক্তিরস পাইয়াছ, বৃন্দাবনে গিয়া সেই ভক্তিরস রজঃ ও তমোগুণ-পূর্ণ পশ্চিমের লোকদিগকে দাও।

৪২৭।২।৪—"মোহার... .....বিনয়"—আমার অদ্বৈতের প্রতি কি তোমার এইরূপ ক্ষুদ্র ধারণা?

৪২৭।২।১৯—"ঠাকুরালি"—মহত্ত্ব।

৪২৮।১।২৬—"আদরিলা.........জানিবারে"—এ বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য মধ্যস্থরূপে বরণ করিলেন।

৪২৮।২।৭—"সত্ত্ব পরীক্ষিতে"—তাঁহাতে সত্ত্বগুণ কতটা আছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য।

৪২৮।২।১০—"পিতা-পুত্র-ব্যবহার"—পিতার প্রতি পুত্রের যে ব্যবহার করা উচিত।

৪২৮।২।২৩—"জ্যেষ্ঠভাই-গৌরবে"—বড় ভাইয়ের মত সম্মান করিয়া।

৪২৯।২।৪—"তোমার চরিত্র"—তোমার এই আচরণ।

৪২৯।২।১০—"সকলের পার"—এ সকলেরই অতীত।

৪২৯।২।২৯—"সেই সবার প্রমাণ"—তাহাই সকলে শিরোধার্য্য করিবে।

৪৩০।১।৫—"সবার.........সবার"—শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

মুখ-বাহূরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টঃ পতন্ত্যধঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত।

৪৩০।১।৬—"ব্রহ্মা.. ....অধিকার"—ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণও যাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করেন।

৪৩০।১।২১—"বিষয়-ব্যভার"—লৌকিক আচরণ।

৪৩০।২।১২—"এ..........তরে"—অধিকারী বৈষ্ণবের আচরণ দেখিয়া যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়; আর যে ব্যক্তি তাহা ভক্তিভাবে গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হইয়া থাকে।

৪৩১।২।২০—"উপদেষ্টা.........ব্যবহার"—গুরু বিদ্যমান থাকিতে অন্যের নিকট হইতে মন্ত্রের শোধন বা স্মরণ বা পুনর্গ্রহণ সঙ্গত বা শাস্ত্রবিহিত নহে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে:—

বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতং।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ ॥

এরূপ কার্য্য করিলে গুরু-ত্যাগ করা হইল। ইহা মহা-অপরাধজনক কার্য্য বলিয়া, শিক্ষাগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য, শ্রীগদাধর-দেবের হৃদয়ে ঐরূপ ভাব প্রেরণা করিয়া এবং স্বয়ং তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়া, সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন।

৪৩২।১।১৬—"শতাবৃত্তি করিয়া"—একশত বার পড়াইয়া।

৪৩২।১।১৯—"বিষয়"—কার্য্য।

৪৩২।১।২৭-২৮—"কীর্ত্তন... ...... সম্পদ"—কীর্ত্তনে তিনি সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ নারদের তুল্য—নারদ যেমন একাই হরিগুণ গান করিয়া শ্রীহরিকে মুগ্ধ করেন, সেইরূপ তিনিও একা কীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুকে নাচাইয়া থাকেন; ইহার চেয়ে অধিক সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? ইহাই যে মনুষ্যের পরম সম্পত্তি।

৪৩২।২।৬—"ন্যাসিরূপে......জন"—"ন্যাসিরূপে"—সন্ন্যাসিরূপে। "ন্যাসি-দেহে"—সন্ন্যাসিবেশধারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেহে। এই দুই জন সন্ন্যাসী অর্থাৎ পরমানন্দপুরী ও স্বরূপদামোদর ইঁহারা দুই জনে মহাপ্রভুর দেহের দুই বাহু-স্বরূপ।

৪৩২।২।২৫—"সম্মোহ পাইয়া"—জ্ঞানহারা হইয়া।

৪৩৩।১।২৫ - "দামোদর...··সখা"—শ্রীস্বরূপ-দামোদর পূর্ব্বাশ্রমে অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বন্ধু ছিলেন।

৪৩৩।২।১২—"পুণ্ডরীকো ....মনে"—শ্রীবিদ্যানিধিও কায়মনোবাক্যে সকলের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইলেন।

৪৩৩।২।২০ –"বড় প্রেমপাত্র"—অত্যন্ত প্রীতি-ভাজন।

৪৩৩।২।২৩—যাত্রা........নাম"—'ওঢ়নষষ্ঠী'—এই পর্ব্বোপলক্ষে শ্রীজগন্নাথদেব নূতন শীতবস্ত্র ওঢ়েন অর্থাৎ ধারণ করেন এবং ইহা অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে আরম্ভ হয় বলিয়া ইহার নাম "ওঢ়ন ষষ্ঠী"। এই উৎসব পৌষ-পূর্ণিমাতে শেষ হয়।

৪৩৪।১।১৩—"বস্ত্র লাগি হইতে লাগিলা" অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গে বস্ত্র সংলগ্ন হইতে লাগিল।

৪৩৪।১।২৩—"মাণ্ডুয়া-বসন"—মাড়ওয়ালা কাপড়; মাড় সমেত অধৌত নূতন বস্ত্র।

৪৩৪।১।২৭—"এ দেশে...........প্রচুরে"—এ অঞ্চলে ত শাস্ত্রবিধির প্রচলন খুবই আছে।

৪৩৪।২।৭—"পূজাপাণ্ডা"—পূজারী। "পশুপাল"—গরুর চাকর। "পড়িছা"—যাহারা সব কার্য্যের তত্ত্বাবধান করে, সমস্ত দেখে শোনে। "বেহারা"—জল-তোলা চাকর।

৪৩৪।২।২৮—"জগন্নাথ..............দোষেন"—শ্রীজগন্নাথ-সেবকেরও আচারে দোষারোপ করেন।

৪৩৪।২।২৯-৩০—"সবে............অনুরাগ"—জগন্নাথ-সেবকের চরিত্র সকলে বুঝিতে পারে না; তাঁহাদের কাহার যে কিরূপ অনুরাগ, তাহা কৃষ্ণই জানেন।

৪৩৫।১।২—"ভ্রমচ্ছেদো করে"—ভ্রমও দূর করিয়া দেন।

৪৩৫।১।১৩—"ক্রোধ-রূপ"—ক্রোধ-মূর্ত্তি।

৪৩৫।২।২—"ঘাটিলুঁ"—ঘাট করিলাম: অপরাধ করিলাম।

৪৩৫।২।৫—"ভাল দিন"—সুদিন। "সুপ্রভাত"—কি শুভক্ষণেই আমার রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল।

৪৩৫।২।৭-৮—"প্রভু ....দেখিয়া"—প্রভু বলিলেন, তুমি আমার দাস বলিয়া তোমাকে কৃপা করিবার নিমিত্তই শাস্তি প্রদান করিলাম।

৪৩৫।২।১৮—"সেবকের ....সীমা"—ইহা দেখিয়া বুঝিয়া লও যে, দাসেরে তিনি কি পর্য্যন্ত দয়া করেন, দাসের উপর তাঁহার অসীম দয়া। পুত্রাদির উপর অত্যধিক স্নেহ আছে বলিয়াই, পুত্র কোন অন্যায় কাজ করিলে, পিতামাতা তাহার মঙ্গলের জন্য তৎক্ষণাৎ তাহার শাস্তি দিয়া থাকেন। এরূপ শাস্তিতে তাহার মঙ্গলই হইয়া থাকে, সে ঐরূপ অন্যায় কাজ আর করে না। সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের শাস্তি পাওয়া ত ভাগ্যের কথা: তাহাতে সকলে অপরাধ বিষয়ে সাবধান হইতে পারে।

৪৩৫।২।২৪—"স্বপ্নের..... ....নয়"—স্বপ্নে শ্রীভগবানের কৃপা বা শাস্তি পাওয়ার চিহ্ন রহিয়াছে, এরূপ ত কখনও দেখা যায় না। এরূপ যাহার ভাগ্যে ঘটে, তার মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে?

৪৩৬।১।৯—"দুই লোকে"—ইহ লোক ও পর লোকে।

৪৩৬।২।৯-১০—"গালে...... .....পারি"—গালে শ্রীঅঙ্গুলির অঙ্গুরী অর্থাৎ আংটী সকলের আঘাত লাগিয়াছে, গালে বেদনা হইয়াছে, ভালরূপে কথাও কহিতে পারিতেছি না।

৪৩৬।২।১৬—'মহা-অন্ধকূপে"—বিষম মোহে; অথবা ঘোর নরকে।

ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাভ্যাং নমঃ

শব্দার্থ।

অ

অকস্মাৎ—হঠাৎ।
অকালে—অসময়ে।
অকৈতব—নিষ্কপট ; সরল।
অক্রূর—যদুবংশীয় শ্বফল্কের ঔরসে গান্ধিনীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য বলিয়া পরিচিত। ইনি কংসের সারথি ছিলেন।
অক্রূর-যান—অক্রূরের রথ।
অখণ্ড—অপরিচ্ছিন্ন ; অনন্ত।
অগম্য—দুর্গম ; দুর্ব্বোধ্য।
অগেয়ান—অজ্ঞান।
অগ্রগণ্য—শ্রেষ্ঠ।
অঙ্কুশ—ডাঙ্গস্।
অঙ্গদ—বাজু।
অঙ্গন—চত্বর ; উঠান।
অচেষ্ট—অসাড় ; জড় ; স্থির।
অজ—ব্রহ্মা।
অজয়—দুর্জ্জয় ; যাহাকে জয় করা যায় না।
অজিতেন্দ্রিয়—কামাদি রিপুর বশীভূত।
অঝরে—ঝর ঝর করিয়া।
অতুলিত—তুলনা-রহিত।
অদভুত—অদ্ভুত ; আশ্চর্য্য।
অদেয়—দেওয়ার অযোগ্য।
অদোষদরশী—যিনি কাহারও দোষ দেখেন না বা লন না।
অধ্যাপনা—পড়ান।
অনন্ত—শেষ ; অনন্তদেব। বলরাম।
অনন্তপুর—দাক্ষিণাত্যে অনন্তপুর জেলার একটী নগর ; বেল্লারি ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে ৫৬ মাইল দূর।
অনাদরি—আদর না করিয়া।
অনিন্দক—যে কাহারও নিন্দা করে না।
অনিবার—অনিবার্য্য ; যাহা নিবারণ করা যায় না।
অনির্ব্বচনীয়—অকথ্য। অপূর্ব্ব।
অনুক্রম—পর্য্যায়। এইটার পর এইটা।
অনুজ—কনিষ্ঠ।
অনুপম, অনুপাম—উপমা-রহিত।
অনুপাল্য—অনুগত ; আশ্রিত।
অনুভাব—প্রভাব।
অন্তঃপট—পর্দ্দা (Screen).
অন্তরীক্ষে—আকাশে।
অন্তর-পাষণ্ড—মনের পাপ।
অন্তর্যামী—যিনি অন্তরের খবর জানেন।
অন্যোন্যে—পরস্পর।
অপকর্ম্ম—দুষ্কর্ম্ম ; পাপ।
অপকীর্ত্তি—অপযশ ; দুর্নাম ; অখ্যাতি।
অপচয়—ক্ষতি।
অপন্যায়—অন্যায় কার্য্য ; অপকর্ম্ম।
অপহার—চুরি।
অপূর্ব্ব—আশ্চর্য্য।
অপেক্ষিত—সকলে যাঁহার অপেক্ষা করে ; প্রধান লোক।
অপ্রত্যয়—অবিশ্বাস।

অবজান, অবজ্ঞান—অবজ্ঞা ; তাচ্ছীল্য-বোধ।

অবতরিবেন—অবতীর্ণ হইবেন ; জন্মিবেন।

অবতারি—জন্মাইয়া।

অবতারী—যিনি সব অবতারের মূল।

অবধূত—সন্ন্যাসী।

অবন্তী—এই নগরের বর্ত্তমান নাম উজ্জয়িনী। রেল ষ্টেশন উজ্জয়িনী।

অবশ—অসাড়।

অবশেষ—ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ।

অবশেষ-পাত্র—প্রসাদ-ভাজন।

অবাক্য—অবাক্ ; বাক্যরহিত।

অবিচ্ছিন্ন—নিরবধি।

অবিদ্যা—মায়া।

অবিরোধে—নির্ব্বিবাদে ; নির্ব্বিঘ্নে।

অবৈয়াকরণ—ব্যাকরণে অনভিজ্ঞ।

অব্যবহার অন্যায় আচরণ ; খারাপ ব্যবহার।

অভিন্ন-মদন—কন্দর্পতুল্য ; ঠিক যেন কামদেব।

অভেদ-জীবন—একপ্রাণ ; অত্যন্ত সদ্ভাবাপন্ন।

অভ্যন্তরে—ভিতরে।

অমানুষি—অলৌকিক ; অসাধারণ।

অমায়ায়—নিষ্কপটে।

অমৃত-স্রবণ—সুধা-ক্ষরণ। অতি সুমধুর।

অর্ঘ্য—পূজার নিমিত্ত আতপ তণ্ডুল, দূর্ব্বা, পুষ্প ও চন্দন মিশ্রিত জল।

অরুণ—ঈষৎ লাল। সূর্য্য (অরুণ অর্থে সূর্য্যের সারথি হইলেও, সূর্য্য অর্থেই প্রায় ব্যবহৃত হয়)।

অলক্ষিতে—অন্যের অগোচরে ; গোপনে।

অলৌকিক—অসাধারণ।

অশেষ-বিশেষে—নানা প্রকারে ; বিশেষরূপে।

অশোক—শোকরহিত ; দুঃখহীন। পুষ্প-বিশেষ।

অশ্রু—নয়ন-জল।

অষ্টসিদ্ধি—"শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" গ্রন্থে 'শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

অসঙ্গ—সঙ্গহীন। আসক্তিশূন্য।

অসম্বর—বে-সামাল।

অসর্ব্বজ্ঞ—যে কিছুই জানে না ; অজ্ঞ।

অস্বতন্ত্র-মতি পরাধীন-মন।

আ

আঁখি চক্ষু।

আই—মাতা ; এই গ্রন্থে 'আই' শব্দে সর্ব্বত্র শচী-মাতাকেই বুঝাইয়াছেন। আসিয়া।

আকৃতি—আকার ; চেহারা ; গঠন।

আখরিয়া—লেখক।

আগণি—অগ্রণী, শ্রেষ্ঠ।

আগম—বেদাদি শাস্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্র।

আগুয়ান—অগ্রসর।

অগ্রে—আগে ; সম্মুখে।

আচম্বিতে—অকস্মাৎ ; হঠাৎ।

আছিল—ছিল।

আছুক—থাকুক্।

আজানু—জানু পর্য্যন্ত।

আজু—আজি ; অদ্য।

আটোপ-টঙ্কার—সদর্প-উক্তি ; আস্ফালন।

আঠারোনালা—পুরীধামে একটী ক্ষুদ্র নদী। ইহার উপর একটী সুন্দর সাঁকো আছে, তাহার আঠারটী ফোঁকোর বলিয়া আঠারনালা নাম হইয়াছে। এই সাঁকো পার হইয়া পুরীতে প্রবেশ করিতে হয়।

আড়ে - আড়ালে।

আত্মতন্ত্রে—স্বেচ্ছাক্রমে ; স্বাধীনভাবে।

আত্মসাৎ, আত্মসাত, আত্মসাথ—নিজের ; নিজস্ব।

আদরিলা—আদর করিলেন।

আনুপূর্ব্ব—আগাগোড়া, অগ্রপশ্চাৎ।

আপ্ত—আত্মীয়।

আপ্তমুখে—আপনার লোকের মুখে।

আবাস—গৃহ।
আবাহন—দেবতার আমন্ত্রণ। বাহক। যান।
আব্রহ্ম—ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত।
আব্রহ্ম-স্তম্ভ—তৃণগুচ্ছ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেই।
আভরণ—অলঙ্কার; গহনা।
আমি সব—আমরা সকলে।
আমোদিয়া—আনন্দ করিয়া।
আম্বুয়া-মুলুক—অম্বিকা-কাল্না। বর্দ্ধমান জেলায়। হাবড়া হইতে কাল্না ষ্টেশানে নামিতে হয়।
আর্ত্তনাদ—কাতরতার সহিত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার।
আর্ত্তি—খেদ; কাতরতা।
আরম্ভিল—আরম্ভ করিল।
আর্য্যা-তর্জ্জা—ছড়া; হিঁয়ালী।
আলগ—স্বতন্ত্র।
আলগোছে—না ছুঁইয়া।
আলবাটি—পিক্‌দানী।
আশীষিয়া—আশীর্ব্বাদ করিয়া।
আশে—আশায়।
আশ্রয়—শরণ।
আশ্বাসিয়া—আশ্বাস দিয়া।

ইচ্ছি—ইচ্ছা করিয়া।
ইথি, ইথে—ইহাতে।
ইন্দু—চন্দ্র।
ইন্দ্রাণী—কাটোয়ার নিকট একটী পরগণার নাম।
ইবে—এখন।
ইহান—ইহার।
ইহানে—ইহাকে।

উগ্র—প্রচণ্ড।
উগ্রসেন—কংসের পিতা
উচাটন—ব্যাকুল।
উচ্ছাদ—উৎসাদ, ধ্বংস।
উজির—মন্ত্রী।
উজোর—উজ্জ্বল।
উৎকল—উড়িষ্যাদেশ।
উৎপতি, উৎপত্তি, উতপতি—জন্ম।
উৎসাদ—ধ্বংস।
উত্তরিলা সিয়া—আসিয়া উপস্থিত হইল।
উত্তরী—উড়ানি, দোছোট।
উদক—জল।
উদাসীন—অনাসক্ত; বৈরাগী; গৃহ-ত্যাগী; সন্ন্যাসী।
উদ্ধত—ঔদ্ধত্য, দৌরাত্ম্য। দুর্ব্বিনীত।
উদ্দেশ—অনুসন্ধান; খোঁজ খবর।
উদ্যোগ—আয়োজন; যোগাড়।
উপজিল—উপস্থিত হইল।
উপজে—উপস্থিত হয়।
উপদেষ্টা—গুরু।
উপদ্রব—অত্যাচার।
উপনীত—উপস্থিত।
উপলক্ষ্য—উদ্দেশ।
উপশম—নিবৃত্তি; শান্তি।
উপসন্ন—উপস্থিত।
উপস্করি—শোধন বা পরিষ্কার করিয়া। সাজাইয়া।
উপস্কার—সজ্জা; শোধন।
উপস্থান—আগমন।
উপাধিক—অস্বাভাবিক।
উপান্তে—প্রান্তভাগে; কোণে।
উপায়ন—উপঢৌকন; উপহার; ভেট।
উপাস—উপবাস।
উপাসক—সাধক; ভজনকারী।
উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে।
উর্ভিষ্ট—উৎসন্ন; উচ্ছন্ন।
উলসিত—উল্লসিত; আনন্দিত।
উষাকাল—সকালবেলা।

ঊর্দ্ধরায়—উচ্চৈঃস্বরে।

ঋ

ঋদ্ধি—সম্পত্তি।

ঋষভপর্ব্বত—দাক্ষিণাত্যে মাদুরা জেলার প্রান্তভাগে।

এ

এক-চাপ—একত্রিত।

একেশ্বর—একাকী।

এড়িতে—ত্যাগ করিতে।

এথা—এইখানে।

এবে—এখন।

এহ—এই। এও।

ঐ

ঐছন—ঐ প্রকার।

ও

ওঝা—উপাধ্যায়। যাহারা ভূত বা সাপের বিষ ঝাড়ায়।

ওড্রদেশ—উড়িষ্যাদেশ।

ওদন—অন্ন, ভাত।

ঔদ্ধত্য—চাপল্য; চঞ্চলতা।

ক

কঁহি—কোথায়; কোথাও।

কজ্জল—কাজল।

কটক-নগর—উড়িষ্যাদেশের প্রধান সহর কটক।

কটি—কোমর।

কতি, কথি—কোথায়।

কথিবার—গুজরাটের অন্তর্গত কাটিওয়ার প্রদেশ।

কথঞ্চিৎ, কথঞ্চিত—অতি কষ্টে। কিঞ্চিন্মাত্র; সামান্য কিছু।

কদর্থিয়া—কষ্ট দিয়া। ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া।

কদর্থেন—ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন। কষ্ট দেন।

কদলক—কলা।

কনক—স্বর্ণ; সোণা।

কণ্টক—কাঁটা। অন্তরায়।

কণ্টক-নগর—কাটোয়া। বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাবড়া ষ্টেশানে উঠিয়া কাটোয়া ষ্টেশানে নামিতে হয়।

কন্দর্প—মদন; কাম।

কন্দল, কোন্দল—কলহ; ঝগড়া।

কন্যকা-নগরী—বর্ত্তমান কুমারিকা অন্তরীপ (Cape Comorin). ভারতবর্ষের শেষ দক্ষিণে সমুদ্র-তীরে অবস্থিত।

কপটী—অসরল; ধূর্ত্ত।

কপর্দ্দক—কড়ি।

কপি—বানর।

কপোল—গণ্ডস্থল; গাল।

কবল—গ্রাস।

কমণ্ডলু—সন্ন্যাসীদের কাঠের বা মাটীর জলপাত্র।

কমলপুর—পুরীজেলার একটী গ্রাম। এখান হইতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা দেখা যায়।

কমলা—লক্ষ্মী।

কমলানাথ—লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ; শ্রীবিষ্ণু।

করঙ্গ—করোয়া; কমণ্ডলু।

কর্কটিকা—কাঁকুড়।

কলা—অংশের অংশ। নৃত্যগীতাদি চৌষট্টি বিদ্যা। কদলী ফল।

কাঁহা—কোথায়। কি।

কাঁহো—কোথাও। কাহাকেও।

কাচ, কাচন—সাজ; সাজসজ্জা।

কাচয়ে—সাজে।

কাঞ্চী—বর্ত্তমান নাম কাঞ্চীপুরম্। মান্দ্রাজ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৪৩ মাইল দূর। ইহার অপর নাম কাঞ্জীভেরম্।

কাকু—দৈন্য ; মিনতি।
কাকুর্ব্বাদ—কাকুতি-মিনতি।
কাজি, কাজী—মুসলমান বিচারক।
কাড়া—বাদ্য-বিশেষ।
কাত—কাহাকে ; কাহার কাছে।
কাতি—কাটারি।
কাদম্বরী—মদ্যবিশেষ।
কানাঞ্রির নাটশালা—হাওড়া হইতে লুপলাইনে তিনপাহাড় ষ্টেশানে নামিয়া ব্রাঞ্চলাইনে রাজমহল ষ্টেশানে নামিতে হয়। তথা হইতে ৩ ক্রোশ দূর।
কাবেরী—দক্ষিণাত্যের একটী প্রসিদ্ধ নদী।
কামকোষ্ঠীপুরী—এই স্থান দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা জেলায় অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম কানপল্লী।
কায়—শরীর। কাহাতে ; কাহাকে।
কাল-পাশ—যম-বন্ধন।
কাল-বশ—মৃত।
কাশীনাথ—মহাদেব।
কাষায়—ঈষৎ-রক্তবর্ণ-রঞ্জিত।
কাহাল (কাহল)—বৃহৎ ঢক্কা, বড় ঢাক।
কিঙ্কর—ভৃত্য ; চাকর ; দাস।
কিঙ্কিণী—কটি-ভূষণ ; ঘুঙ্গুর।
কিতব—কপট।
কিরীট—শিরোভূষণ ; মুকুট।
কিসেরে—কি জন্য।
কুটিনাটী—কুটিলতা ; চাতুরী ; ছলনা।
কুটিল—বক্র ; অসরল।
কুন্তল—চুল।
কুপিয়া—ক্রুদ্ধ হইয়া ; রাগিয়া।
কুবলয়—কংসের হস্তীর নাম। নীলপদ্ম।
কুব্জা—কংসের সৈরিন্ধ্রী। ইনি কুজো ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহার চরণে চরণ স্থাপন করিয়া, চিবুক ধারণ পূর্ব্বক, ইহাকে কুজো অর্থাৎ বক্র হইতে সরল ও পরমা সুন্দরী করিয়াছিলেন। ইনি একজন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী।
[illegible]পাক—যে নরকে অত্যন্ত উত্তপ্ত তৈলরাশি নিয়ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে, সেই নরক।
কুমারহট্ট—বর্ত্তমান নাম হালিসহর। শিয়ালদহ (কলিকাতা) ষ্টেশান হইতে হালিসহর ষ্টেশানে নামিতে হয়।
কুল্লোল—কুলকুচো ; কুলকানা।
কুহক—বাজীকর। ইন্দ্রজাল ; ভেল্‌কী। ছল।
কূর্ম্মক্ষেত্র—কূর্ম্ম-অবতারের প্রসিদ্ধ শ্রীমন্দির এখানে বিরাজমান। এই স্থান গঞ্জাম জেলায় সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। চিকাকোল ষ্টেশান হইতে ৮ মাইল দূর। ইহার বর্ত্তমান নাম শ্রীকূর্ম্মম্‌।
কূল—কিনারা ; তীর।
কৃতকৃত্য—কৃতার্থ ; চরিতার্থ।
কৃতঘ্ন—বিশ্বাসঘাতক ; অকৃতজ্ঞ।
কৃতমালা - দাক্ষিণাত্যে মলয় পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা নদীবিশেষ। বর্ত্তমান নাম ভাইগা নদী।
কৃত্রিম - কপট। নকল।
কৃষ্ণযশোধাম—শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশির আশ্রয়স্থল।
কৃষ্ণা—দ্রৌপদী। কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী।
কৃষ্ণাজিন—কৃষ্ণসার-মৃগের চর্ম্ম।
কেনমতে—কিরূপে।
কেনি, কেনে—কি জন্য ; কেন।
কেরল - দাক্ষিণাত্যে মালাবার প্রদেশে অবস্থিত।
কেশ-সংস্কার—মাথা আঁচড়ান।
কৈটভ—দৈত্যবিশেষ।
কৈলা—করিলেন। কহিলেন।
কৈলাস—কৈলাস পর্ব্বত হিমালয়ের উপরিভাগে অবস্থিত। মানস-সরোবরের উত্তরে। এই পর্ব্বত শ্রীমহাদেবের স্থান।
কোটাল, কোতোয়াল—নগর-রক্ষক।
কোটীশ্বর—কোটীপতি ; যাঁহার কোটী টাকা আছে।

কৌশিকী—এই নদীর বর্ত্তমান নাম কুশী। ইহা ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত।
কৌস্তুভ—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে শোভিত মণি।
ক্ষম—ক্ষমা কর।
ক্ষিতি—পৃথিবী। ভূমি।
ক্ষেত্র—শ্রীক্ষেত্র; পুরী। ভূমি।

খ

খড়দহ—শিয়ালদহ (কলিকাতা) ষ্টেশান হইতে খড়দহ ষ্টেশানে নামিয়া পশ্চিম-দিকে একটু যাইতে হয়।
খণ্ডাহ—খণ্ডন করাও।
খণ্ডে—খণ্ডিত হয়। খণ্ডন করে।
খর—গর্দ্দভ; গাধা।
খরসান—খুব ধারাল।
খাণি, খানি—অল্পক্ষণ; একটুখানি।
খেদাড়িয়া—তাড়াইয়া; তাড়া করিয়া।
খেয়াঘাট—নৌকা করিয়া নদী পার হইবার ঘাট।
খেয়ারী—খেয়াঘাটের মাঝি।

গ

গণি—গণনা করি। গণ্য।
গণ্ডকী—এই নদী পাটনার পরপারে শোণপুর বা হরিহরছত্র নামক স্থানে গঙ্গায় আসিয়া মিলিয়াছেন।
গদাগ্রজ—বলরাম।
গন্তুকাম—যাইতে ইচ্ছুক।
গন্ধমাদন—এই পর্ব্বত বদরিকাশ্রমের উত্তরপূর্ব্ব দিকে অতি নিকটেই অবস্থিত।
গর্ভথোড়—মোচাথোড়। যে কলাগাছের কেবল মোচা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু মোচা ফোটে নাই, সেই কলাগাছের থোড়।
গর্হিত—নিন্দনীয়; নিন্দনীয় কার্য্য।

গরাসিতে—গ্রাস করিতে; গিলিতে; ধ্বংস করিতে।
গরাসিল—গ্রাস করিল।
গহন—ভিড়। গভীর। গহল—ভিড়।
গ্রন্থ-অনুভব—ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বা তাৎপর্য্য।
গাজে—গর্জ্জন করে। জোর করিয়া বলে।
গাথা—গান।
গায়ই—গান করে।
গারহস্ত, গারহস্থ, গারিহস্থ—গার্হস্থ্য; গৃহস্থাশ্রম।
গুণত্রয়ময়ী—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা।
গুপ্তবাস—গোপনীয় বসতিস্থল।
গুয়া—সুপারি।
গুহকচণ্ডাল-রাজ্য—বর্ত্তমান চুণার। হাবড়া হইতে চুণার ষ্টেশানে নামিতে হয়।
গৃহ-ধর্ম্ম—গৃহের কাজকর্ম্ম; ঘর-সংসার।
গৃহ-ব্যভার—সংসারিক কাজকর্ম্ম।
গেয়ান—জ্ঞান।
গেহ - গৃহ।
গোকর্ণ—দাক্ষিণাত্যে গোয়া নগর হইতে ১৫।১৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম জেণ্ডিয়া।
গোচরিল—বলিল; জানাইল; নিবেদন করিল।
গোত্র—গোষ্ঠী; সন্তান-সন্ততি।
গোদাবরী—দাক্ষিণাত্যে একটী প্রসিদ্ধ নদী।
গোপবাসী—গোপনে বাসকারী।
গোফা—ভজন করিবার জন্য নির্জ্জন গহ্বর।
গোমতী—এই নদীর বর্ত্তমান নাম গুমটী। লক্ষ্ণৌ সহর ইহার তীরে অবস্থিত।
গোরস—দুগ্ধ।
গোরোচনা—গো-মস্তক-স্থিত উজ্জ্বল-পীতবর্ণ দ্রব্য-বিশেষ।
গোহারি—প্রকাশ করিয়া। উড়িষ্যায় নালিশ করাকে গোহারি বলে।

গৌণ—বিলম্ব ; দেরি।

গ্রাসিবারে—গ্রাস করিবার নিমিত্ত।

ঘ

ঘাঁটিলু—হারি মানিলাম। আমার অপরাধ বা ঘাট হইয়াছে।

ঘুচয়ে—দূরীভূত হয়।

ঘোষে—ঘোষণা করে ; প্রচার করে ; বলে।

চ

চতুঃসম—গন্ধদ্রব্য-বিশেষ। ১ ভাগ কর্পূর, ২ ভাগ মৃগনাভি, ৩ ভাগ জাফরাণ ও ৪ ভাগ চন্দন মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়।

চতুর্ম্মুখ—ব্রহ্মা।

চত্বর—অঙ্গন ; উঠান।

চন্দ্রবতী, চন্দ্রাবতী—জ্যোৎস্নাময়ী।

চন্দ্রাতপ—চাঁদোয়া।

চরণ-উদক-প্রভাবে—পদজল অর্থাৎ চরণামৃতের মহিমা-বলে।

চরণ-পরাগ—পদ-ধূলি।

চর্চ্চিয়া—চর্চ্চা করিয়া। মাখিয়া।

চাঁচর—কুঞ্চিত ; কোঁকড়ান।

চাটিগ্রাম—বর্ত্তমান নাম চট্টগ্রাম বা চাটগাঁ।

চাতুর্য্য—চতুরতা ; চালাকি।

চাপল্য—চঞ্চলতা।

চাহ—প্রার্থনা কর। খোঁজ কর।

চিকিচ্ছিলে—চিকিৎসা করিলে।

চিত—চিত্ত, মন।

চিতচোর, চিত্তচোর—মনচোরা ; যিনি মনকে চুরি করেন।

চিত্তবিত্ত, চিত্তবিত্তি, চিত্তবৃত্ত, চিত্তবৃত্তি—মনোভাব।

চিন—চিহ্ন।

চিন্ত—চিন্তা কর ; ভাব।

চিন্তয়েন—চিন্তা করেন।

চিন্তায়েন—চিন্তা করান।

চিত্র—আশ্চর্য্য। ছবি।

চিপীটক—চিড়া ; চিড়ে।

চির-অভিমত—চিরদিনের অভিলাষ।

চোরায় - চুরি করে।

ছ

ছচি—অশুচি।

ছত্রভোগ—২৪ পরগণা জেলার জয়নগরের নিকট। এই গ্রামটীকে খাড়িও বলে।

ছন্ন—ভ্রান্ত ; মোহগ্রস্ত।

ছলায়ে—ছলে ; ছলনায়।

ছাঁদডোরি, ছাঁদদড়ি—ছাঁদন দড়ি।

ছাওয়াল—ছোট ছেলে।

ছায়া—শরণ। ছায়া।

ছিণ্ডিয়া—ছিঁড়িয়া।

জ

জউগৃহ—জতুগৃহ ; গালা নির্ম্মিত ঘর।

জম্বীর—লেবু।

জম্বুদ্বীপ—পৃথিবীর সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপ-বিশেষ ; ভারতবর্ষ।

জয়ভঙ্গ—পরাজয়।

জরদ্গব—বুড়ো গরু।

জলেশ্বর—বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত জলেশ্বর পরগণায় অবস্থিত একটী সহর।

জাঠি—যষ্টি ; লাঠি।

জাত-হারিণী—ডাইনি।

জাতি-সর্প—জাতসাপ ; গোখুরা প্রভৃতি।

জান—গণক। জীবন।

জানুগতি—হামাগুড়ি।

জাগু, জাসু—গোয়েন্দা ; শত্রুপক্ষীয় লোক।

জাহ্নবী—গঙ্গা।
জ্বালারিষ্ট—জ্বালা যন্ত্রণা ; উপদ্রব।
জিওড় বা জিয়ড়—এই সহর দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত।
জিজ্ঞাসে - জিজ্ঞাসা করে।
জিতেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়জয়ী ; কামজয়ী।
জীউ—জীবন। বাঁচুক।
জীবেক—জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। বাঁচিবে।
জুয়ায়, যুয়ায়—যোগ্য হয় ; উচিত হয়।

ঝ

ঝাট—শীঘ্র।
ঝারি—জলপাত্র।
ঝারিখণ্ড—বাঙ্গালার পশ্চিমে অবস্থিত জঙ্গলময় প্রদেশ। মধুপুর, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থান এই ঝারিখণ্ডের অন্তর্গত।

ট

টোটা—বাগিচা ; বাগান।

ঠ

ঠাকুরাল, ঠাকুরালি—ঈশ্বরত্ব। ঠাট্টা তামাসা।
ঠাকুর-পণ্ডিত—শ্রীবাস-পণ্ডিত।
ঠাম—স্থান। ভঙ্গী। গঠন।
ঠেঙ্গা—লাঠি।

ড

ডর—ভয়।
ডরায়েন—ভয় পান। ভয় করেন।
ডরে—ভয়ে। ভয় করে।
ডাকা—ডাকাতি। আহ্বান করা।
ডালী—ছোট ডালা।
ডিণ্ডিম—বাদ্যবিশেষ।
ডোড়ি, ডোর—রজ্জু ; দড়ি। বন্ধন।
ডোল—ধান্যাদি রাখিবার পাত্র-বিশেষ।

ঢ

ঢঙ্গ—ভঙ্গী। ধূর্ত্ত।
ঢাঙ্গাতি—ঢঙ্গ। ঠেঁটা

ত

তঁহি—তথায়। তাহাতে।
তছু—তাহার।
তণ্ডুল—চাউল।
তত্ত্ব—মহিমা। সন্ধান ; খোঁজ।
তথাস্তু—তাই হউক।
তথি—তথায়। তাহাতে। তাহার।
তমাল-শ্যামল—তমাল বৃক্ষের ন্যায় শ্যামবর্ণ। তমাল বৃক্ষ শ্রীবৃন্দাবনে প্রচুর আছে।
তরাস—ত্রাস ; ভয়।
তরি—পার হই। তরিয়া ; পার হইয়া।
ত্বরিত—শীঘ্র।
তাণ্ডব—উদ্দণ্ড নৃত্য।
তাত—পিতা।
তানে—তাঁহাকে।
তাপী—একটী নদী। বর্ত্তমান নাম 'তাপ্তী'। সুরাট নগর ইহার তীরে অবস্থিত।
তাম্বুল—পাণ।
তাম্রপর্ণী—মান্দ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণাংশে প্রবাহিতা একটী নদী। বর্ত্তমান নাম 'টিনিভেলি'।
তাহান—তাঁহার।
তাহানে—তাঁহাকে।
তাহি—তাহাই।
তাহো—তাহাও।
ত্রাস—ভয়।
তিতা—ভিজা।
তিতিল—ভিজিল।
তিরস্করি—তিরস্কার করিয়া।
তিরোত—এই দেশের প্রাচীন নাম মিথিলা ; বর্ত্তমান নাম ত্রিহুত।

তুমি-সব—তোমরা সকলে।
তুম্বুরু—সঙ্গীত-বিদ্যায় সুনিপুণ মুনিবিশেষ।
তুয়া—তোমার।
তুরিতে—শীঘ্র।
তেজিয়া—ত্যাগ করিয়া।
তেঁই, তেঞি—সে কারণে।
তেলঙ্গ—তৈলঙ্গ বা তেলেগু দেশ। এই দেশ দাক্ষিণাত্যে গঞ্জাম হইতে রাজমহেন্দ্রী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
তৈর্থিক—তীর্থভ্রমণকারী।
তৈলদ্রোণ—তৈল মাপিবার পাত্রবিশেষ।
তোলাই—উঠাই।
তোষে—সন্তুষ্ট করে।
তোঁহে, তোহে—তোমাতে।
ত্রাহি—রক্ষা কর।
ত্রিকচ্ছ-বসন—ইহা এক রকম করিয়া কাপড় পরা; পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। এখনও কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ত্রিকচ্ছ করিয়া কাপড় পরেন।
ত্রিকাল—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান।
ত্রিগর্ত্ত—বর্ত্তমান জলন্ধর প্রদেশ ও কাঙ্গাড়া।
ত্রিতকূপ—সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী একটী কূপ।
ত্রিদশ—দেবতা।
ত্রিদশের রায়—সর্ব্বদেবাধিপতি।
ত্রিমল্ল—মহীশূর (Mysore) রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। বর্ত্তমান নাম তিরুমল।
ত্রিলোচন—মহাদেব।

থ

থলিয়াতি—যে চোরাই মাল কেনে বা রাখিয়া দেয়। বদমায়েস লোক।
থানা—আড্ডা।
থির—স্থির।
থোওয়া—রাখা।

দ

দগড়—বাদ্য-বিশেষ।
দঢ়—দৃঢ়।
দঢ়াইয়া—দৃঢ় করিয়া; নিশ্চয় করিয়া।
দণ্ড—যষ্টি। শাস্তি।
দণ্ডকারণ্য—মহারাষ্ট্র দেশ (Marhatta).
দণ্ড পথ—সোজা পথ।
দণ্ড-পরণাম—দণ্ডবৎ প্রণাম। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।
দধি-ওদন—দধি ও পায়স।
দনা—দমনক পুষ্প; দোনা।
দবীরখাস—শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর বাদশাহ-প্রদত্ত উপাধি। দবীরখাস অর্থে নিজের খাস মন্ত্রী (Private Secretary).
দরশন-কর্ত্তা—দর্শনশাস্ত্র-প্রণেতা।
দহে—দগ্ধ হয়; দগ্ধ করে।
দক্ষিণ মথুরা—মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত মাদুরা জেলার প্রধান নগর; বর্ত্তমান মাদুরা।
দানখণ্ড—দানলীলা। কীর্ত্তনের একটী পালা।
দানব—দৈত্য।
দানী—যে দান অর্থাৎ মাশুল আদায় করে।
দান্ত—জিতেন্দ্রিয়।
দাম্ভিক—অহঙ্কারী।
দায়—দায়িত্ব। গরজ। পিতৃধন। ঋণ।
দাহে—দগ্ধ করে।
দ্বারপাল—দ্বারবান্; দরোয়ান।
দ্বারাবতী—দ্বারকাধাম।
দ্রাবিড়—দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশ।
দিগ—দিক্।
দিগবাসা—উলঙ্গ; ন্যাংটা। মহাদেব।
দিগম্বর—উলঙ্গ; ন্যাংটা। মহাদেব।
দিয়ড়িয়া—দীপধারী।
দিবসেকো—একদিনও।
দিব্য—শপথ। সুন্দর। স্বর্গীয়।

দিশা—প্রণালী।

দ্বিজরায়—বিপ্র-শিরোমণি।

দীঘল—দীর্ঘ ; লম্বা।

দীপযষ্টি—পিলসুজ ; দেরকো।

দুন্দুভি—বাদ্যবিশেষ ; ঢাক ; নাগরা।

দুর্জ্ঞেয়— দুর্ব্বোধ্য ; যাহা সহজে জানা যায় না।

দুর্ব্বার—অনিবার্য্য। দুর্দ্দান্ত।

দুষ্টবীর—দুষ্ট-দলনকারী।

দুস্তর—যাহা পার হওয়া যায় না ; অপার।

দুষিয়াছিল—দোষ দিয়াছিল। দোষযুক্ত হইয়াছিল।

দেউটী, দিয়টী, দিয়ড়ি, দেউড়ি—মশাল।

দেউল—মন্দির।

দেউল-প্রমাণ—মন্দিরের ন্যায় উচ্চ।

দেবকী, দৈবকী—শ্রীকৃষ্ণের জননী।

দেয়ানে—রাজ-দরবারে।

দেশান্তরী—বিদেশী। বিদেশস্থ।

দ্বেষ্যযোগ্য—হিংসার পাত্র।

দোসর—দ্বিতীয় সঙ্গী।

দোহাতিয়া—দু'হাত দিয়া।

দোহান, দোঁহার, দুঁহার—দু'জনের।

দ্রবে—গলিয়া যায়।

দ্রোণ—চৌবাচ্চা।

দ্রোহ—অত্যাচার ; অনিষ্ট।

দ্বারে—দরজায়। দ্বারা।

দ্বিধা—সন্দেহ।

ধ

ধটী—ধড়া।

ধনুতীর্থ—ভারতবর্ষ ও লঙ্কার মধ্যবর্ত্তী যে স্থলে সমুদ্রের সেতুবন্ধ লক্ষ্মণের ধনু দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহার নাম ধনুতীর্থ। বর্ত্তমান নাম পম্বেন প্যাসেজ (Pomben Passage).

ধন্দ—ধাঁধা ; সন্দেহ।

ধরণী-ধরেন্দ্র—যিনি পর্ব্বতাদি সহ সসাগরা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীঅনন্তদেব।

ধর্ম্মধ্বজী—যে প্রকৃত ধার্ম্মিক নহে, কিন্তু ধার্ম্মিকের ভাণ করে ; ভণ্ড।

ধর্ম্মপর—ধর্ম্ম-পরায়ণ ; ধার্ম্মিক।

ধর্ম্মরাজ—যম।

ধর্ম্মসেতু—ধর্ম্মের রক্ষক।

ধাওয়াইয়া—তাড়া করিয়া।

ধাতু—চৈতন্য। জীবনী-শক্তি। সোণা, রূপা প্রভৃতি ধাতু। ব্যাকরণের প্রকরণ-বিশেষ।

ধাম—তেজ। গৃহ। স্থান। প্রভাব।

ধায়— দৌড়ায়।

ধার—ধারা। ঋণ। অস্ত্রের ধার।

ধার্ষ্ট্য—ধৃষ্টতা ; বেয়াদবী।

ধূলে—ধূলায়।

ধৃষ্ট—নির্লজ্জ ; বেহায়া।

ধেনুক—কংসের অসুর-বিশেষ।

ধেয়াইয়া—ধ্যান করিয়া।

নগরিয়া—নগরবাসী।

নট—নৃত্যকারী। অভিনেতা। নষ্ট।

নড়—দৌড়।

নবগুঞ্জা—নূতন কুঁচফল।

নবনীত—ননী ; মাখন।

নরনারায়ণ-আশ্রম—বদরিকাশ্রম।

নররাজগণ—রাজা সকল।

নরেন্দ্র—রাজা। পুরীধামের নরেন্দ্র-সরোবর।

নস্কর—ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারি-বিশেষ।

নহিল—না হইল।

নহু, নহুক—না হউক।

নাইয়া—নাবিক ; নৌকার মাঝী।

নাও—নৌকা। লও।

নাগ—নিকটে। সর্প।

নাগরাজ—শ্রীঅনন্তদেব।

নাচ—নৃত্য। সদর দরজা। উচ্ছিষ্ট।

নাথ—স্বামী।

নাদ—শব্দ।

নান্দীমুখ—বিবাহাদি শুভ কর্ম্মের পূর্ব্বে যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহার নাম নান্দীমুখ।

নাভিগয়া—এই স্থান যাজপুরের অন্তর্গত। ইহার অন্য নাম বিরজাক্ষেত্র।

নামেরে—নামমাত্র।

নার—পার না। নারি—পারি না। নারে—পারে না।

নিঃসংশয়—নিঃসন্দেহ ; নিশ্চয়।

নিগূঢ়—অত্যন্ত গোপনীয়। রহস্যময়।

নিছিয়া—নির্ম্মঞ্ছন করিয়া।

নিতি—নিত্য ; রোজ রোজ।

নৃপাসনে—রাজ-সিংহাসনে।

নিবর্ত্ত, নিবৃত্ত—ক্ষান্ত।

নিরারে—নিবারণ করে। লইবার জন্য।

নিবেদই—নিবেদন করে। নিবদন করি।

নিভৃত—নির্জ্জন।

নিয়ন্তা—শাসনকর্ত্তা। বিধান-কর্ত্তা।

নিরঞ্জন—নির্ম্মল। পরব্রহ্ম।

নিরপেক্ষ—যিনি কাহারও অপেক্ষা করেন না; স্বতন্ত্র। যিনি কাহারও অনুরোধ না শুনিয়া আপন বিবেচনা অনুসারে কর্ত্তব্য কার্য্য করেন।

নিরালস্য হৈয়া—আলস্য পরিত্যাগ করিয়া ; একটু কষ্ট করিয়া।

নিরুপম—তুলনাহীন।

নির্ধন—দরিদ্র।

নির্ব্বন্ধ—নিয়ম। আগ্রহ। ঘটনা ; সংযোগ।

নির্ব্বাহয়—নির্ব্বাহ হয় ; সম্পন্ন হয়। সম্পন্ন করে।

নির্ব্বিরোধে—নির্ব্বিঘ্নে।

নির্ব্বেদ—বৈরাগ্য।

নির্ব্বিন্ধ্যা—বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা ক্ষুদ্র নদী।

নির্যবন—যবন-শূন্য।

নির্ভরে—অতিরিক্ত পরিমাণে।

নিশ্চয়িতে—নিশ্চয় করিতে ; ঠিক করিতে।

নিষেধে—নিষেধ করে ; মানা করে।

নিস্পন্দ—স্থির ; জড়।

নীরব—নিঃশব্দ ; চুপ।

নৈবেদ্যান্ন—প্রসাদ।

নৈমিষারণ্য—হাবড়া হইতে নিমসার ষ্টেশানে নামিয়া ১ মাইল দক্ষিণে হাঁটিয়া যাইতে হয়। ইহা লক্ষ্ণৌ সহরের নিকটে।

নৈষ্ঠিক—নিষ্ঠাবান্।

ন্যাসিমণি—সন্ন্যাসি-শ্রেষ্ঠ।

প

পক্ষ—শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ। পক্ষী। সহায়। দিক্ (Side).

পঞ্জী—ব্যাকরণের বৃত্তিবিশেষ।

পটল—তন্ত্রের পরিচ্ছেদ।

পটহ—ঢাক।

পঠে—পাঠ করে ; পড়ে।

পড়া—বাদ্যবিশেষ। পাঠ করা।

পড়িহারী—প্রহরী।

পড়িছা—তত্ত্বাবধায়ক। জগন্নাথ-মন্দিরের ছড়িদার।

পত্র—পাতা।

পদাতিক—পদচারী সৈন্য। পেয়াদা।

পদাম্বুজ—পাদপদ্ম।

পদ্মাবতী—পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাহিতা প্রসিদ্ধ পদ্মা নদী।

পনস—কাঁটাল।

পম্পা—এই স্থানের নাম হাম্পি। দাক্ষিণাত্যে বেল্লারি জেলায় অবস্থিত।

পয়ান—প্রস্থান ; গমন।

পয়োষ্ণী—দাক্ষিণাত্যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে একটী নদী। বর্ত্তমান নাম পূর্ত্তি।

পরকার—প্রকার ; রকম। উপায়।

পরকাশ—প্রকাশ।
পরকাশে—প্রকাশ করে।
পরচার—প্রচার।
পরচারি—প্রচার করিয়া।
পরতেক—প্রত্যেক। প্রত্যক্ষ।
পরতেকে—প্রত্যেকে। প্রত্যক্ষ।
পরবশ—পরতন্ত্র ; পরাধীন।
পরমহংস—সন্ন্যাসি-বিশেষ ; মহাযোগী।
পরমাণ—প্রমাণ।
পরমান্ন—পায়স।
পরমাপ্তগণ—অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সকল।
পরলোক হইলেন—মারা গেলেন।
পরশ—স্পর্শ।
পরাক্রম—বিক্রম ; প্রতাপ ; প্রভাব।
পরাভব—পরাজয় ;
পরিকর—পরিবার ; পরিজন। স্বজন। পারিষদ।
পরিসর—বিস্তৃত।
পরিহর—ত্যাগ কর। পরিহরি—ত্যাগ করিয়া।
পরিহার—ত্যাগ। দোষাপনয়ন। অবজ্ঞা। ছাড়িয়া দেওয়া।
পরিহাস—বিদ্রূপ ; ঠাট্টা।
পরীক্ষিতে—পরীক্ষা করিতে।
পর্য্যটন—ভ্রমণ।
পলাহ্—পলাও।
পশিবে—প্রবেশ করিবে।
পাঁতি—পঙ্‌ক্তি ; সারি ; শ্রেণী।
পাইক—পেয়াদা।
পাক—রন্ধন। ঘটনাচক্র। ঘুরণ।
পাখালে—ধৌত করে।
পাগ—পাগ্‌ড়ি।
পাটোয়ার—অস্ত্রধারী সৈন্য-বিশেষ।
পাণিহাটী—শিয়ালদহ (কলিকাতা) ষ্টেশান হইতে আগরপাড়া বা শোদপুর ষ্টেশানে নামিয়া পশ্চিম দিকে প্রায় ১ ক্রোশ যাইতে হয়। শ্রীরাঘব পণ্ডিতের পাট।
পাণ্ডা—পুরোহিত-বিশেষ। তীর্থগুরু।
পাণ্ডুবিজয়—পট্টডোরি ধরিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে আস্তে আস্তে লইয়া যাওয়ার নাম পাণ্ডুবিজয়।
পাতকী—পাপী।
পাতল্—পাতলা ; হাল্কা।
পাত্রসাৎ, পাত্রসাথ—সৎপাত্রে সমর্পণ।
পাদোদক—চরণামৃত।
পাপি-সভাসদ—পাপীর সঙ্গী।
পালি—পালন করিয়া।
পালয়িতা—পালন-কর্ত্তা।
পাশুপাত-অস্ত্র—মহাদেবের অস্ত্রের নাম।
পাসরয়ে—ভুলিয়া যায় ; বিস্মৃত হয়।
পিতৃদ্রোহী—যে পিতার প্রতি অত্যাচার করে।
পিবার—পান করিবার।
পিয়াইয়া—পান করাইয়া।
পিরীতি—প্রীতি।
পীর—মুসলমান সাধু।
পুঁথি—পুস্তক। গ্রন্থ।
পুড়ি—পুড়িয়া। পোড়াইয়া।
পুতলী—পুতুল।
পুণ্যশ্রবণ—যাঁহার কথা শুনিলে পুণ্য হয়।
পুণি—পুণ্য। পুনি—পুনঃ।
পুরন্দর—শ্রেষ্ঠ।
পুরস্কার—অগ্রবর্ত্তী। পারিতোষিক ; বক্সিস্।
পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র—শ্রীক্ষেত্র ; পুরীধাম।
পুরুষসূক্ত—বৈদিক মন্ত্র।
পুলক—রোমাঞ্চ ; আনন্দ।
পুলহ-আশ্রম—মধ্য তিব্বতের দক্ষিণ সীমায় হিমালয় পর্ব্বতের সপ্তগণ্ডকী রেঞ্জ নামক পর্ব্বতে অবস্থিত। ইহার দ্বিতীয় নাম শালগ্রাম।
পুলিন—নদী-তীর।

পূরবে, পূরুবে—পূর্ব্বে ; আগে।
পূরে—পূর্ণ করে ; পূর্ণ হয়।
পূর্ত্তি—পূরণ।
পৃথুদক—কুরুক্ষেত্র (থানেশ্বর) হইতে ১২ ক্রোশ পশ্চিমে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম পেহ্‌বা।
পৃথ্বী—পৃথিবী।
পেটপোষা—পেটুক।
পোষিতে—পালন করিতে।
পোষ্টা—পোষণকর্ত্তা।
পৌর্ণমাসী—পূর্ণিমা।
প্রকটাই—প্রকট করিয়া। জাহির করিয়া।
প্রকাশে—প্রকাশ করে।
প্রকৃতি—স্ত্রী। চরিত্র ; স্বভাব।
প্রতি-অঙ্গ—প্রত্যঙ্গ ; অঙ্গের অঙ্গ।
প্রতিকৃতি—প্রতিমূর্ত্তি।
প্রতিদ্বন্দ্বী—সমকক্ষ। প্রতিপক্ষ।
প্রতিভা—মেধা ; তীক্ষ্ণবুদ্ধি।
প্রতিভা-সঙ্কোচ—বুদ্ধিক্ষয়।
প্রতিষেধ—নিষেধ।
প্রতিষ্ঠা—যশোলাভেচ্ছা। ঠাকুরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।
প্রতীত—প্রতীতি ; বিশ্বাস।
প্রতিস্রোতা—সরস্বতী নদীর অংশ-বিশেষ।
প্রবীণ—পটু ; বিজ্ঞ।
প্রবোধেন—সান্ত্বনা করেন।
প্রভাস—প্রভাসক্ষেত্র। কাটিওয়ারে অবস্থিত।
প্রমত্ত—অত্যন্ত মত্ত ; মদান্ধ।
প্রয়াগ—বর্ত্তমান নাম এলাহাবাদ।
প্রয়াণ—প্রস্থান ; গমন।
প্রলয়—ধ্বংস।
প্রশংসে—সুখ্যাতি করে।
প্রশ্রয়-বাক্য—আব্‌দার বা আদর-সূচক কথা।
প্রসাদ—অনুগ্রহ। আনন্দ। ঠাকুরের নিবেদিত দ্রব্য।
প্রাকৃত—নীচ। নশ্বর।
প্রাচ্যভূমি—পূর্ব্বদেশ।
প্রান্তর—মাঠ।
প্রামাণিক—বিজ্ঞ।
প্রাসাদ—অট্টালিকা। মন্দির।
প্রেম-ভোজন—প্রীতির সহিত ভোজন

ফলা—য ফলা (ক্য), র ফলা (ক্র) প্রভৃতি দ্বাদশ ফলা।
ফাঁকি—কূট প্রশ্ন। প্রকৃত অর্থ বিপরীতরূপে অর্থ করিয়া, প্রকৃত অর্থ স্থাপনের জন্য প্রশ্ন।
ফুলিয়া—এই গ্রাম শান্তিপুর হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে।

বই—ভিন্ন ; ছাড়া। পুস্তক।
বক্রেশ্বর—বীরভূম জেলায় অবস্থিত একটী গ্রাম। হাবড়া হইতে লুপলাইনে আমাদপুর ষ্টেশানে নামিয়া ৭।৮ ক্রোশ পশ্চিমে যাইতে হয়।
বঙ্ক—বাঁকা।
বচন-অঙ্কুশ—শাসন-বাক্য।
বট—কড়ি।
বড়াই, বড়াঞি—স্পর্দ্ধা ; অহঙ্কার।
বড়ি—অত্যন্ত।
বধি—বধ করিয়া।
বধো—বধ কর।
বন্দিঘর—কারাগার ; জেল (Jail).
বন্দি—বন্দনা করি। বন্দী—কয়েদী।
বয়স্য—সম-বয়স্ক। সখা।
বরিখে, বরিষে—বর্ষণ করে।
বরাহ-ঈশ্বর—বরাহ-রূপধারী ভগবান্।
বরাহ-নগর—কলিকাতা হইতে ৩।৪ মাইল উত্তরে। এখানে মালিপাড়া নামক স্থানে শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাটবাড়ী আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বর্জ্জ্য—পরিত্যক্ত। ত্যজ্য।
বর্ণে—বর্ণনা করে।
বর্ত্তি—বাঁচিয়া যাই।
বরগোঁ—বাদ্য-বিশেষ।
বল্গয়ে—বৃথা আস্ফালন করে; বগর্ বগর্ করে; মিছামিছি বকিয়া মরে।
বরিলেন—বরণ করিলেন; পূজা করিলেন।
বলয়—বালা।
বসন—বস্ত্র।
বসতি—বাসস্থান; গৃহ।
বসুদেব—শ্রীকৃষ্ণের পিতা।
বহি—বহন করি। বহন করিয়া। ব্যতিরিক্ত; ছাড়া। পুস্তক।
বহির্ম্মুখ—বিষয়াসক্ত ব্যক্তি। কৃষ্ণের অভক্ত।
বহুল—প্রচুর।
বহ্নি—অগ্নি।
বাই—বায়ুরোগ।
বাঙ্গাল—পূর্ব্ব-বঙ্গের লোককে পশ্চিম-বঙ্গের লোকেরা সাধারণতঃ বাঙ্গাল বলে।
বাওয়াস—গোফা।
বাক্‌বাক্য, বাকোবাক্য—উক্তি-প্রত্যুক্তি; তর্ক-বিতর্ক।
বাখানহ—ব্যাখ্যা কর।
বাখানে—ব্যাখ্যা করে। প্রশংসা করে।
বাঞ্ছিল—ইচ্ছা করিল।
বাজন—বাদ্য
বাজনিয়া—বাজন্দার।
বাজয়ে—বাজনা বাজায়। বাধিয়া যায়। বিবাদ বাধে।
বাজায়েন—কলহ করেন।
বাটোয়ার, বাটপাড়—দস্যু; ডাকাইত।
বাড়ি—ঠেঙ্গা; লাঠি।
বাতুল—বাউল।
বাণপুর—বাণ রাজার পুরী। বর্ত্তমান গাড়োয়াল।
বাদ—বিবাদ।
বাদে—বিবাদ করে। বিবাদ করিয়া। পাল্লা দিয়া।
বাধ—বাধা; বিঘ্ন।
বানা—জয়পতাকা; নিশান। চিহ্ন।
বামন—খর্ব্বাকৃতি মানুষ। ব্রাহ্মণ। বামন-অবতার।
বামনা—ব্রাহ্মণ।
বায়—বাজায়।
বায়ু-দেহ-মান্দ্য—বায়ুরোগ বশতঃ দেহের অসুস্থতা।
বারুণী—মদিরা; মদ্য-বিশেষ।
বার্ত্তা—সংবাদ।
বার্ত্তাকু—বেগুণ।
বালাই—অমঙ্গল। পাপ।
বাশুলী, বাসুলী—বিশালাক্ষী দেবী।
বাসিয়ে—বোধ করিতেছি।
বাহন—যে বহন করে।
বাহিরায়—বাহির হয়।
বাহুড়িয়া—ফিরিয়া আসিয়া।
বিকর্ম্ম—দুষ্কর্ম্ম; পাপ।
বিকল—বিহ্বল।
বিকায়—বিক্রয় হয়।
বিক্ষেপ—উন্মত্ততা।
বিক্ষিপ্ত—পাগল।
বিগ্রহ—দেহ। শ্রীমূর্ত্তি।
বিজয়—বিলাস। আগমন। উৎসব। মৃত্যু। জয়।
বিজয়ে—বিরাজ করে।
বিজ্ঞাপন—জানান। নিবেদন।
বিড়ম্বনা—বঞ্চনা।
বিথারে—বিস্তার করে; ছড়াইয়া ফেলে।
বিদরে—বিদীর্ণ হয়। ভেদ করে।
বিদর্ভ-নগর—বেরারের অন্তর্গত। বর্ত্তমান কোণ্ডা-বীর।
বিদিত—জ্ঞাত। প্রকাশিত। ব্যক্ত।

বিধর্ম্ম—পাপাচরণ।
বিপ্রপাল—ব্রাহ্মণের পালনকর্ত্তা।
বিবর্ণ—বিশ্রী।
বিবর্ত্তন—নৃত্য।
বিবশ—অচেতন।
বিভব—ঐশ্বর্য্য।
বিভা—বিবাহ।
বিমরিষ—বিমর্ষ ; দুঃখিত।
বিয়লি—খোসা তোলা ডাউল।
বিরক্ত—ত্যাগী। বৈরাগী।
বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা।
বিরোধিতে—বিরোধ করিতে।
বিলসিতে—ভোগ করিতে।
বিশারদ—নিপুণ। বিচক্ষণ।
বিশাল—তুমুল।
বিশ্ব-অঙ্গ—বিশ্বরূপ।
বিশ্বক্সেন—শ্রীবিষ্ণু।
বিশ্বাস—প্রত্যয়। রাজকর্ম্মচারি-বিশেষ।
বিষহরী—মনসা দেবী।
বিষাণ—শিঙ্গা।
বিষ্টম্ভ—অজীর্ণ রোগ।
বিষ্ণুকাঞ্চী—কাঞ্চীর দক্ষিণাংশ।
বিষ্ণুখট্টা—ঠাকুরের সিংহাসন।
বিহরে—বিহার করে ; ভ্রমণ করে।
বিহান—সকালবেলা।
বিহ্বল—বিভোর। চঞ্চল।
বীরাসন—যোগাসন-বিশেষ। একখানি পদ অন্য পদের উরুতে স্থাপন করিয়া উপবেশনের নাম বীরাসন।
বুঢ়ন—এই গ্রাম যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম (বনগাঁ) মহকুমার নিকটে অবস্থিত।
বুলে—ভ্রমণ করে।
বৃত্তি—জীবিকা। ব্যাকরণাদির ব্যাখ্যা-বিশেষ। ব্যাপার।
বৃষপ্রায়—ষাঁড়ের মত।
বেঙ্কটনাথ—মান্দ্রাজ হইতে ৩৬ ক্রোশ উত্তরে বেঙ্কটাচলম্। তথাকার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা।
বেজ্জ—বৈদ্য।
বেঠন—পাগ্ড়ি।
বেণু—বাঁশী।
বেণ্বাতীর্থ—হায়দ্রাবাদ রাজ্যে কৃষ্ণা ও বেণ্বা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।
বেদান্ত—ব্যাসদেব প্রণীত দর্শন-শাস্ত্র, যাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপাদি নিরূপিত হইয়াছে।
বেলে—সময়ে।
বেহারা—ভৃত্য।
বৈজয়ন্তী মালা—জানু পর্য্যন্ত লম্বিত পঞ্চবর্ণময়ী মালা।
বৈদগ্ধী—পটুতা। শোভা। ঐশ্বর্য্য।
বৈনতেয়—গরুড়।
বৈভব—ঐশ্বর্য্য।
বৈশেষিক—কণাদ-মুনি-প্রণীত দর্শন-শাস্ত্র।
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য—বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ।
বোল—কথা। বল।
বোলে—বলে। ভ্রমণ করে।
ব্যক্ত—প্রকট। প্রকাশিত।
ব্যজন—পাখা। চামর।
ব্যজন করা—বাতাস করা।
ব্যঞ্জন—রান্না তরকারী।
ব্যঞ্জিয়া—প্রকাশ করিয়া। ব্যক্ত করিয়া।
ব্যপদেশ—ছল। ইঙ্গিত।
ব্যবহার-ধন—সাংসারিক জিনিষপত্র।
ব্যবহারি-লোক—সংসারাসক্ত লোক।
ব্যভার—ব্যবহার ; আচরণ।
ব্যাজ—ছল। দেরি।

ব্যাপিলেক—ব্যাপ্ত হইল। ব্যাপ্ত করিল।

ব্যাসের আলয়—বদরিকাশ্রমের নিকটে হিমালয় পর্ব্বতের উপরিভাগে বর্ত্তমান 'মনাল' নামক স্থান। গাড়োয়াল জেলায় অবস্থিত।

ব্রহ্মঘ্ন—ব্রহ্মঘাতী।

ব্রহ্মণ্য—ব্রহ্মতেজ।

ব্রহ্মতীর্থ—বর্ত্তমান পুষ্করতীর্থ। আজমীর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

ব্রহ্মাণী—ব্রহ্মার পত্নী।

ভ

ভকত-বচন-সত্যকারী—যিনি ভক্তের বাক্য রক্ষা করেন; যিনি ভক্তের বাক্য কখনও মিথ্যা হইতে দেন না।

ভজহ—ভজন কর।

ভব—শিব। জগৎ।

ভব্য—শান্তশিষ্ট; ভদ্র।

ভবিতব্য কাজে—কর্ম্মফল-ভোগের জন্য। অদৃষ্টের ফলে।

ভর্জ্জিত—ভাজা।

ভর্ৎসেন—তিরস্কার করেন।

ভাগ—ভাগ্য। অংশ।

ভাগীরথী—গঙ্গা।

ভাজন—পাত্র।

ভাট—স্তুতিবাদকারী-বিশেষ।

ভাণ্ডিয়া—ভাণ্ডাইয়া। ফাঁকি দিয়া।

ভায়—প্রকাশিত হয়। দীপ্তি পায়। ভাল লাগে।

ভারিভুরি—চালাকি।

ভালে—কপালে।

ভাষে—বলে।

ভিক্ষাটন—ভিক্ষা করিয়া ভ্রমণ।

ভিত—দিক্।

ভীষ্মক—শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী রুক্মিণীদেবীর পিতা।

ভুঞ্জি—ভোগ করি। ভোগ করিয়া। ভোজন করি।

ভুবনেশ্বর—মূল গ্রন্থের ৩২৯ হইতে ৩৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বি, এন, রেলের হাবড়া ষ্টেশানে উঠিয়া পুরীর গাড়িতে যাইতে হয়।

ভৃঙ্গ—ভ্রমর।

ভেট—উপহার। সাক্ষাৎ; দেখা।

ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব।

ভেদয়ে—ভেদ করে; বিদীর্ণ করে।

ভেল—হইল।

ভোক, ভোখ—ক্ষুধা।

ভোক্তব্য—ভোজনযোগ্য।

ভোগী—বিলাসী; বিষয়-ভোগে আসক্ত।

ভোল—ভ্রান্তি।

ভোলা—বিভোর।

ম

মইলুঁ—মরিলাম।

মকর-কুণ্ডল—মকরাকৃতি কর্ণ-ভূষণ।

মঙ্গলচণ্ডী—রক্তপদ্মাসীনা গৌরবর্ণা দ্বিভুজা দেবী-বিশেষ। মঙ্গলবারে ইঁহার পূজা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

মজ্জিয়া—মজ্জন করিয়া; স্নান করিয়া। ডুবিয়া।

মণ্ডপ—গৃহ।

মৎস্যতীর্থ—বর্ত্তমান্ মস্‌লিপটম্ বলিয়া অনুমিত হয়।

মথিলেন—মন্থন করিলেন। দলন করিলেন।

মধু—মৌ। মদ্য। চৈত্র মাস। দৈত্য-বিশেষ; বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে এই দৈত্যের জন্ম হয়।

মধুপুরী—মথুরা।

মধুমতী-সিদ্ধি—মধুমতী-দেবী যোগিনী-বিশেষ। ইঁহার সাধনা পূর্ব্বক সিদ্ধি লাভ করিলে, ইনি সাধককে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রক্ষের কন্যা এবং অন্যান্য বিবিধ উপভোগ্য বস্তু প্রদান করেন। এইরূপ শত শত চেটী

সাধকের বশীভূত হয় এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল যেখানে তাঁহার ইচ্ছা লইয়া যায় ; যথা :—

তথা মধুমতীসিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
দেবচেটী শতশতং তস্য বশ্যা ভবন্তি হি॥
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে স যত্র গন্তুমিচ্ছতি।
তত্রৈব চেটিকাঃ সর্ব্বা নয়ন্তি নাত্র সংশয়ঃ॥

কৃকলাশদীপিকা ৩ পটল।

মধ্যস্থ-সমাজ—মাঝামাঝি বা নিরপেক্ষ লোকেরা।

মন্থতীর্থ—নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী মাহিষ্মতীপুরীর নিকটে অবস্থিত।

মনোরথ—বাসনা ; ইচ্ছা ; মনোভিলাষ।

মন্ত্রবিত—মন্ত্রজ্ঞ।

মন্থর—মৃদু ও বক্র।

মন্দাকিনী—স্বর্গের গঙ্গা।

মন্দার—পর্ব্বত-বিশেষ। হাবড়া ষ্টেশান হইতে ভাগলপুর ষ্টেশানে নামিতে হয়। তথা হইতে হাঁটিয়া বা গরুর গাড়িতে যাওয়া যায়। এই পর্ব্বত ভাগলপুর জেলার বাঁকা মহাকুমায় অবস্থিত।

মরকত—মণি-বিশেষ ; পান্না।

মলয় পর্ব্বত—দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত নীলগিরি পর্ব্বতের অপর নাম মলয় পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে চন্দন-বৃক্ষ জন্মে। কেহ কেহ মালাবার উপকূলের (Malabar Coast) ঘাট পর্ব্বতকেও মলয় পর্ব্বত বলেন।

মলয়জ—চন্দন।

মলয়জ-বিন্দু—চন্দনের ফোঁটা।

মল্ল—পায়ের গহনা 'মল'। পলোয়ান ; বীর।

মহত্ত্ব—মহিমা ; মাহাত্ম্য। ঔদার্য্য। শ্রেষ্ঠত্ব।

মহাতাপ—দীপ ; মশাল। প্রবল তাপ-বিশিষ্ট।

মহাত্রাস—অত্যন্ত ভয়।

মহানদী—উড়িষ্যাদেশের প্রধান নদী। কটক ইহার তীরে অবস্থিত।

মহাপাতক—ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণের স্বর্ণচুরি, সুরাপান ও গুরুপত্নীগমন এবং এই সমস্ত পাপাচারিগণের সঙ্গকরণ—এই পঞ্চবিধ মহাপাপ।

মহাপাতকী—যে মহাপাপ করে।

মহাপাত্র প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী।

মহাপীর—খুব বড় মুসলমান-সাধু।

মহাবৈদ্য—সাপের ওঝা।

মহাভাগ—মহাভাগ্যবান্। মহাশয়।

মহারঙ্ক—অত্যন্ত দরিদ্র। অত্যন্ত নীচ।

মহারুদ্র—মহাকাল ; প্রলয়কালীন সংহার-কর্ত্তা। মহাদেব।

মহোদার—অত্যন্ত উদার-প্রকৃতি।

মাগিব—চাহিব। প্রার্থনা করিব।

মাণ্ডুয়া—মাড়যুক্ত।

মাতা—মা। মত্ত।

মাতোয়াল—মাতাল। উন্মত্ত।

মাথে—মাথায়।

মাধব—শ্রীকৃষ্ণ। বৈশাখ মাস।

মান—সম্মান। অভিমান। পরিমাণ বা মাপ বিশেষ। মানকচু।

মায়াপুরী—মায়াক্ষেত্র। ইহার অন্তর্গত চারিটী প্রধানতীর্থ আছে, যথা :—কন্‌খল, হরিদ্বার, হৃষীকেশ ও তপোবন।

মারণ—প্রহার।

মালসাট্—আস্ফালন।

মাহিষ্মতীপুরী—এই নগর নর্ম্মদা নদীর তীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম 'মহেশ্বরপুর'।

মিত—মিত্র ; বন্ধু।

মিন্‌সা—পুরুষলোককে অবজ্ঞা করিয়া মিন্‌সা বলে।

মীমাংসা—ষড়্‌দর্শনের অন্তর্গত জৈমিনিমুনি প্রণীত দর্শনশাস্ত্র।

মুখর—বাচাল।

মুগধা—মুগ্ধ।

মুটকী—কলসীর কানা।
মুড়ি—মুড়িয়া।
মুদ্গ—মুগ।
মুদ্রিকা—মুদ্রা; টাকা, পয়সা প্রভৃতি।
মুষল—মুদ্গার।
মুষ্ট্যেক—এক মুষ্টি; এক মুঠা।
মুহরী—বাদ্য-বিশেষ।
মৃদঙ্গ—খোল।
মেলি—সঙ্গ। মেলিয়া; খুলিয়া। মিলিয়া।
মৈল—মরিল। মৈলুঁ—মরিলাম।
মো—আমি।
মোর, মোহার—আমার।
মোল্লা, মোল্লা—মুসলমানদের পুরোহিত।
মোহে—মুগ্ধ হয়। মুগ্ধ করে। মোহ পায়। আমাকে।
মৌড়েশ্বর—বীরভূম জেলায় ময়ূরেশ্বর গ্রাম। এক-চাকা হইতে ৪ ক্রোশ দূর।
মৌন হইল—চুপ করিল।
ম্রক্ষিত—মাখান।

যক্ষ—কুবেরের অনুচর।
যজ্ঞপুরুষ—যজ্ঞেশ্বর।
যজ্ঞসূত্র—উপবীত; পৈতা।
যজ্ঞোপবীত—পৈতা।
যঁহি—যেখানে।
যতি—সন্ন্যাসী।
যথি—যেখানে।
যাঁহা—যেখানে।
যাউ—যাউক।
যাজপুর—উড়িষ্যা দেশের বৈতরণী নদীর তীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ নগর।
যান—গাড়ী, পাল্কী প্রভৃতি। (Conveyance).
যুকতি, যুগতি—যুক্তি; মতলব।
যুঝে—যুদ্ধ করে।
যুয়ায়, জুয়ায়—যোগ্য হয়; উচিত হয়।
যেন-মতে—যে প্রকারে।
যূথে যূথে—দলে দলে।

র

রক্ষা—রক্ষণ। রক্ষা-কবচ; তাগা।
রঙ্ক—দরিদ্র। নীচ।
রচি—রচনা করিয়া।
রজত—রৌপ্য; রূপা।
রড়—দৌড়।
রড়ারড়ি—দৌড়াদৌড়ি।
রণ—যুদ্ধ।
রত—নিযুক্ত।
রত্ন-মুদ্রিকা—রত্নাঙ্গুরী।
রন্ধন-স্থালী—রাঁধিবার পাত্র অর্থাৎ হাঁড়িকুঁড়ি।
রবিকর—সূর্য্যের কিরণ।
রমা—লক্ষ্মী।
রসনা—জিহ্বা।
রসাতলে—পাতালে।
রহঃকার্য্য—গোপনীয় কার্য্য।
রহস্য—বিদ্রূপ। গূঢ় কথা। গূঢ় মর্ম্ম।
রহু—থাকুক।
রাঘবেন্দ্র—শ্রীরামচন্দ্র।
রাজপণ্ডিত-দুহিতা-প্রাণেশ্বর—শ্রীসনাতন মিশ্রের কন্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পতি শ্রীগৌরাঙ্গ।
রাঢ়, রাঢ়দেশ—বঙ্গদেশের যে অংশ গঙ্গার পশ্চিম-কূলে অবস্থিত।
রাত্রিদিশে—রাত্রিদিন।
রায়—রাজার ন্যায় প্রধান। অধিপতি। শিরোমণি; শ্রেষ্ঠ।
রায়বার—স্তুতিগান।
রামকেলি—এই গ্রাম মালদহের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ৮৷৯ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

রামেশ্বর—সুপ্রসিদ্ধ সেতুবন্ধ-রামেশ্বর।

রাহু-কবল—রাহুগ্রস্ত।

রুদ্র—মহাদেব।

রুদ্রাণী - শিবপত্নী শ্রীদুর্গা।

রুষিব—রাগ করিব।

রেবা নর্ম্মদা নদী। ইহা দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত।

রেমুণা—এই গ্রাম উড়িষ্যাদেশে। বালেশ্বরের ২।৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে প্রসিদ্ধ ক্ষীরচোরা গোপীনাথ আছেন।

ল

লক্ষ্যে—উপলক্ষ্য করিয়া।

লখিতে—লক্ষ্য করিতে। দেখিতে। চিনিতে।

লগন—লগ্ন।

লঙ্কেশ্বর-অভিষেক—লঙ্কার রাজারূপে অভিষেক।

লঙ্ঘিয়া—লঙ্ঘন করিয়া। অনাদর করিয়া।

লঙ্ঘিলা—লঙ্ঘন করিল। অনিষ্ট করিল।

লড়—দৌড়।

লাগ—কাছে। নাগালি।

লাগি—লাগিয়া। সংলগ্ন হইয়া। সংলগ্ন।

লাঘবতা—হীনতা। তাচ্ছীল্য। তুচ্ছজ্ঞান।

লাজ—লজ্জা।

লাফরা—বিবিধ তরকারী মিশাইয়া খুব সাধারণ (Ordinary) রকমের ব্যঞ্জন। নিকৃষ্ট ব্যঞ্জন, যথা :—অন্য তরকারীর সহিত তরকারীর খোসা প্রভৃতি মিশাইয়া চচ্চড়ীমত যে ব্যঞ্জন হয়, তাহা।

লাবণ্য—সৌন্দর্য্য। কান্তি।

লিখি, লেখি—গণনা করি। লিখিয়া।

লিহে—চাটে।

লীন—লয়প্রাপ্ত; মিলিত।

লীন হওয়া—মিলিয়া যাওয়া; মিশিয়া যাওয়া।

লেপিলা—লেপন করিল।

লেহ—লও। লেহন কর; চাট। স্নেহ।

লোকবর্জ্জ্য—লোক সকলের পরিত্যক্ত।

লোণ—লবণ।

শ

শঙ্কর—মহাদেব; শিব।

শঙ্খ—শাঁক। শাঁখা।

শপথ—দিব্য অর্থাৎ 'যদি মিথ্যা বলি ত নরকে যাইব' ইত্যাদি রূপ দিব্য।

শয়ন—শয্যা।

শর্করা-ম্রক্ষিত—চিনি মাখান।

শশধর—চন্দ্র।

শাঁপে—শাঁপ দেয়।

শাঠ্য—শঠতা; প্রবঞ্চনা।

শান্তিপুর-রায়—শান্তিপুর-নাথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।

শাস্তা—শাস্তিদাতা; শাসনকর্ত্তা।

শিকদার—রাজকীয় শাসনবিভাগের কর্ম্মচারি-বিশেষ; পুলিস-কর্ম্মচারি-বিশেষ।

শিখি—শিক্ষা করিয়া।

শিবকাঞ্চী—কাঞ্চীর উত্তরাংশ।

শিষ্টপাল—সাধুলোকের পালন ও রক্ষাকর্ত্তা।

শীল—চরিত্র; প্রকৃতি; স্বভাব।

শৃঙ্গ—শিং। শিঙ্গা।

শেষ—শ্রীঅনন্তদেব। সমাপ্তি।

শোচ্য—শোচনীয়; নিকৃষ্ট; অধম।

শোণ—প্রসিদ্ধ শোণ নদী।

শ্লাঘা—প্রশংসা। আত্মপ্রশংসা।

শ্রীপর্ব্বত—বর্ত্তমান 'পাল্‌নি হিল্‌স'। মলয় পর্ব্বতের উত্তর ভাগ।

শ্রীবৎস—শ্রীবিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থ দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী।

শ্রীরঙ্গনাথ—এই স্থান দাক্ষিণাত্যে ত্রিচিনাপল্লির উত্তরে কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত।

বর্ত্তমান নাম সেরিংঘাম। শ্রীরঙ্গনাথ নামে প্রসিদ্ধ শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ এখানে অবস্থিত।

শ্রুতিমূল—কর্ণমূল; কাণের গোড়া।

স

সংকথন—পরস্পর কথাবার্ত্তা।

সংহতি—সঙ্গ; সঙ্গে। সমূহ।

সংহারিমু—বিনাশ করিব।

সকলে—কেবলমাত্র। সবে।

সকাল—শীঘ্র। প্রাতঃকাল।

সকৃৎ, সকৃত—একবার।

সঙ্কট—বিপদ।

সঙ্কল্প—মনোবাসনা।

সঙ্গোপে—গোপনে।

সঙ্ঘট্ট—জাঁকজমক। ভিঁড়।

সজ্জ—সজ্জা। আয়োজন।

সঞ্চার—আবির্ভাব।

সদায়—সর্ব্বদা।

সন্তপ্ত—দুঃখিত।

সন্তোষিয়া—সন্তুষ্ট করিয়া।

সন্দর্ভ—মর্ম্ম। রহস্য।

সপ্তগোদাবরী—মান্দ্রাজের অন্তর্গত রাজমহেন্দ্রী জেলায় অবস্থিত। গোদাবরী নদীর একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ।

সপ্তগ্রাম—হাবড়া হইতে ত্রিশবিঘা ষ্টেশনে নামিয়া অল্প একটু যাইতে হয়।

সবে—সকলে। কেবলমাত্র।

সভে—সকলে; সকলকে।

সমঞ্জস—মিটমাট।

সমর্পিলা—সমর্পণ করিল।

সমবায়—সমবেত; একত্রিত।

সমাধি—ধ্যানের প্রগাঢ় অবস্থা।

সমীহিত—ইচ্ছা। সমাধান। চেষ্টা।

সমুচ্চয়—সংখ্যা; সীমা। মিলন। সমূহ। দল। ভিঁড়। সমাবেশ।

সমৃদ্ধ—সমৃদ্ধি; ঐশ্বর্য্য। সঙ্গতিপন্ন।

সম্পন্ন—সঙ্গতিবান্। সম্পাদিত; শেষ।

সম্বর—ত্যাগ কর; ছাড়।

সম্বরণ—ত্যাগ; ছাড়ান।

সম্বরিয়া—ত্যাগ করিয়া; ছাড়িয়া। সামলাইয়া।

সম্বল-সঙ্কোচ—পয়সা-কড়ির অভাব।

সম্বিত—জ্ঞান। চৈতন্য।

সম্বোধিয়া—ডাকিয়া।

সম্ভার—দ্রব্যসামগ্রী। আয়োজন; যোগাড়।

সম্ভাষ, সম্ভাষা—সাদর আলাপ।

সম্ভ্রম—ভয়ের সহিত মর্য্যাদা।

সয়—সহ্য করে।

সরযূ—অযোধ্যার প্রসিদ্ধ নদী। বর্ত্তমান নাম ঘর্ঘরা বা ঘাগ্‌রা।

সর্ব্বজান—সর্ব্বজ্ঞ; দৈবজ্ঞ।

সর্ব্বজ্ঞ—দৈবজ্ঞ।

সর্ব্বথা—সর্ব্বপ্রকারে।

সর্ব্ব ভুবনের বাস—চতুর্দ্দশ ভুবনের আশ্রয়স্থল।

সর্ব্বভূত-কৃপালুতা—সকল জীবের প্রতি দয়া।

সর্ব্বলোকাধিপতি—চতুর্দ্দশ ভুবনের প্রভু; ঈশ্বর।

সর্ব্বলোকপাল চতুর্দ্দশ ভুবনের কর্ত্তা; ভগবান্।

সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত—সর্ব্বশক্তিমান্।

সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর—সর্ব্ব সিদ্ধি যাঁহার আয়ত্তাধীন অর্থাৎ মুটোর ভিতর।

সর্ব্বসেব্য-কলেবর—যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সকলের পূজনীয়।

সর্ব্বাগ্রে—সকলের আগে।

সব্য—বাম। প্রতিকূল।

সহজ—স্বাভাবিক।

সহস্র-বদন—শ্রীঅনন্তদেব।

সহে—সহ্য করে। সহ্য হয়।

সাঁচা—সাচ্চা; সত্য।

সাঙ্গোপাঙ্গ—অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত। দলবল সহ। সপার্ষদ।
সাচার—সদাচারী।
সাধিল—সিদ্ধ করিল।
সাধে—প্রার্থনা করে। তোষামোদ করে। আশায়।
সাধ্বস—সম্ভ্রমযুক্ত ভয়।
সান্দীপনি—মুনি-বিশেষ। ইনি কৃষ্ণ-বলরামের বিদ্যাগুরু।
সাবহিত—সাবধান; মনোযোগ পুর্ব্বক।
সান্ধাইল—সাঁধাইল; প্রবেশ করিল।
সারি—শ্রেণী। গান-বিশেষ।
সাহেবান্—জমকাল।
সিংহল—লঙ্কা। বর্ত্তমান নাম সিলোন (Ceylon).
সিঞ্চিলেন—সিঞ্চন করিলেন; ভিজাইলেন।
সিদ্ধপুর—বর্ত্তমান নাম 'সিদ্‌পুর'। গুজরাটের অন্তর্গত। কপিল দেবের জন্মস্থান ও কর্দ্দমঋষির আশ্রম-স্থান।
সিনান—স্নান।
সিন্ধুসুতা—লক্ষ্মী।
সিয়া—আসিয়া।
সুকৃতি—সৎকার্য্য।
সুকৃতী—মহাভাগ্যবান্।
সুছন্দ—পরিপাটী; মনোরম।
সুদর্শনতীর্থ—প্রসিদ্ধ সোমনাথের নিকটবর্ত্তী একটী তীর্থ। গুজরাটের অন্তর্গত।
সুপ্রবাল—সমুদ্রজাত রক্তবর্ণ গোলাকৃতি রত্নবিশেষ; পলা।
সুবর্ণরেখা—মেদিনীপুর ও উড়িষ্যায় প্রবাহিতা নদী।
সুবলিত—সুন্দর। সুগঠিত।
সুবিলাসী—বিলাসময়; লীলাময়।
সুবেল-পর্ব্বত—এই পর্ব্বত সিংহল দ্বীপে অবস্থিত।
সুভাতি—উত্তম দীপ্তি-বিশিষ্ট। উত্তমরূপে শোভা পায়।
সুর—দেবতা।
সুরীতে—ভালরূপে।
সুলগন—ভাল লগ্ন; ভাল দিনক্ষণ।
সুলীলায়—অনায়াসে।
সুসাম্য—সান্ত্বনা। শান্তি।
সুহৃৎ—বন্ধু।
সূর্পারক—সুরাটের দক্ষিণে এই স্থান অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম 'সুপার'।
সূর্য্য-সুত—যম।
সেতুবন্ধ—সুপ্রসিদ্ধ সেতুবন্ধ-রামেশ্বর তীর্থ।
সেবা-বিগ্রহ—যাঁহার দেহ সেবাকার্য্যের নিমিত্ত।
সেহো—তাহাও।
সোয়াথ—স্বাস্থ্য। আরাম; সোয়াস্তি।
সোসর—সদৃশ।
স্কন্ধ—কাঁধ। গাছের গুঁড়ি।
স্খলে—চ্যুত হয়।
স্তম্ব—তৃণগুচ্ছ।
স্তম্ভ—থাম। জড়তা। সাত্ত্বিক-বিকার-বিশেষ।
স্তম্ভিত—অবাক্। মোহিত।
স্ত্রীবাস - স্ত্রীলোকের কাপড়; শাড়ী।
স্থাপ—স্থাপন কর; রাখ।
স্থালী—পাত্র।
স্ফুরুক—স্ফূর্ত্তি পাউক।
স্মরি—স্মরণ করিয়া।
স্রুক্—যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ।
স্রুব যজ্ঞীয় পাত্র-বিশেষ।
স্বচ্ছন্দ-বিহারী—স্বাধীন।
স্বতন্ত্র—স্বাধীন। পৃথক্।
স্ববাসে—নিজ-গৃহে।
স্বভাব-চৈতন্যভক্ত—স্বভাবতঃই শ্রীচৈতন্যের ভক্ত।
স্বস্তিক-মণ্ডলী—বিষ্ণুপূজার জন্য মণ্ডল-বিশেষ।
স্বাস্থ্য—সোয়াস্তি; আরাম। শারীরিক অবস্থা।
স্বেদ—ঘর্ম্ম।

হউ - হউক।
হঙ—হই।
হনে—হইতে।
হরষিত—আনন্দিত।
হরি—হরণ করিয়া ; চুরি করিয়া। সিংহ। শ্রীকৃষ্ণ।
হরিক্ষেত্র—এই স্থানের বর্ত্তমান নাম 'হরিকান্তম্ সেল্লর'। মান্দ্রাজের অন্তর্গত বিল্বপুর ষ্টেশান হইতে প্রায় ১১ ক্রোশ দূরে পেল্লার নদীর তীরে অবস্থিত।
হরিনদী গ্রাম—শান্তিপুরের পশ্চিমে ২ ক্রোশ দূরে।
হরিষ—হর্ষ ; আনন্দ।
হরিষ-অন্তর—আনন্দিত-মন।
হস্তিনাপুর—বর্ত্তমান দিল্লী।
হল—লাঙ্গল।
হলধর—বলরাম।
হলায়ুধ—বলরাম।
হাণ্ডী—হাঁড়ী।
হানি—ত্যাগ করি। ত্যাগ করিয়া। ক্ষতি
হানে—প্রহার করে।
হালে—কাঁপে ; কাঁপিতে থাকে।
হিংসে—হিংসা করে। মারিয়া ফেলে।
হুলাহুলি—হুলুধ্বনি।
হেথা—এখানে।
হেন – এমন।
হেনমত—এই প্রকার।
হেলে—হেলা করিয়া। অনায়াসে।

শব্দার্থ সম্পূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীগদাধরচন্দ্রায় নমঃ শ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ। শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ। শ্রীললিতাদি-সখীবৃন্দেভ্যো নমঃ। শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি-মঞ্জরীবৃন্দেভ্যো নমঃ। শ্রীনবদ্বীপবাসিবৃন্দেভ্যো নমঃ। শ্রীব্রজবাসিবৃন্দেভ্যো নমঃ। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥